শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ

ভগবদ্গীতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রামাণিক সংস্করণ

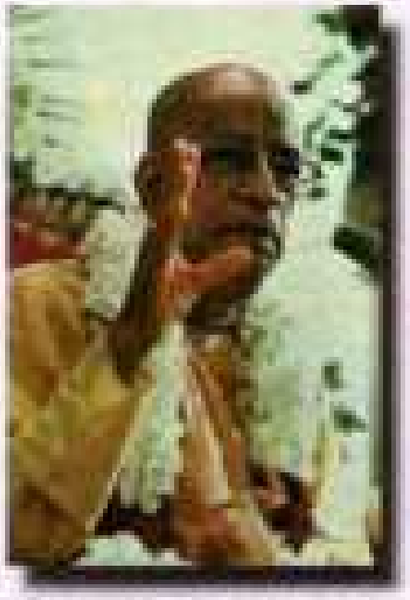

[illegible]

[illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী

গীতোপনিষদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

যথাযথ

Bhagavad-Gita As It Is (Bengali)

প্রকাশক :
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট পক্ষে
শ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ	:	১৫,০০০ কপি,	২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	৫,০০০ কপি,	২০০১
তৃতীয় সংস্করণ	:	১০,০০০ কপি,	২০০১
চতুর্থ সংস্করণ	:	৫,০০০ কপি,	২০০২
পঞ্চম সংস্করণ	:	৫,০০০ কপি,	২০০৩
ষষ্ঠ সংস্করণ	:	৫,০০০ কপি,	২০০৪
সপ্তম সংস্করণ	:	১০,০০০ কপি,	২০০৫
অষ্টম সংস্করণ	:	১২,০০০ কপি,	২০০৬

গ্রন্থ-স্বত্ব :
২০০৬ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ :
বৃহৎ মৃদঙ্গ ডেস্ক
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ৪৪৫-২১৭, ৪৪৫-৪৪৪

গীতোপনিষদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত
প্রথম সংস্করণ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ
অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
কর্তৃক
মূল সংস্কৃত শ্লোকের পদার্থ, অনুবাদ ও বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী *Bhagavad-Gita As It Is*-এর বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক : শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ, ভারত, সিডনি, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, লন্ডন, বিরাট, পারিস, প্রাগ, ঢাকা

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী ঃ

[illegible]

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
[illegible]

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
[illegible]

সমর্পণ

বেদান্ত দর্শনের
তত্ত্ব-প্রকাশক
'গোবিন্দ-ভাষ্যের'
প্রণেতা বৈষ্ণবাচার্য
শ্রীল বলদেব
বিদ্যাভূষণের
করকমলে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের পরিচিতি	ঘ
ভূমিকা	১
মুখবন্ধ	৪

প্রথম অধ্যায়

নিদান-যোগ ৪৩

মৃত্যুকালের অবস্থানে যোগ-পর্যবেক্ষণ

অবস্থান পরীক্ষাকালে যেখানেটিনীর মুখোমুখি হবে, অবস্থানের অনুযায়ী নিজের পাশের উপাদানগুলো হবে অবস্থানের দীর্ঘ অধি নিজেই অবস্থান অনুযায়ী-পরিচিত, অবস্থানিক ও শত্রু-অবস্থানের অবস্থানের মুখে বাস্তব হবে এবং জীবন নিদানের উদ্ভব হবে অবস্থানে যোগের। যোগের ও মুখের অবস্থা হবে অনুযায়ী পরিবর্তিত হবেন, যীর জন্য যোগাযোগ হবে এবং তিনি মুখ অবস্থা অবস্থানে পরিবর্তন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ ৮৭

জীবের বিষয়বস্তুর অবস্থার পরিবেশিত

পরাযোগের উপাদান জীবুযোগ করে, জীব নিজস্বতার অনুযায়ী অবস্থানগুলি হবেন এবং অধিকার করা যোগ ও পাশের উপাদান অবস্থার মুখোমুখি পর্যবেক্ষণ নির্ণয়ের মাধ্যমে অনুযায়ী জীবুযোগ উপাদান প্রকাশ করবে জন্য করেন। যোগাযোগ পরিচিত, পরাযোগের উপাদানে নিয়োগ যোগের অনুযায়ী এবং অবস্থানগুলির অনুযায়ী উপস্থিতির সম্পর্কে জীবুযোগ অবস্থা উপস্থাপন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ ১৯৭

কৃষ্ণভাবনাময় কর্মফলের সম্পাদন

এটি কর্ম করার অত্যন্ত গোপনীয় কৌশল বলেই বলার পরে নিযুক্ত পালনের হয়। কিন্তু কর্ম সকল অনুসারে এটি অনুসরণ করলে জীবন কাজ করতেও পারে, আবার তা থেকে মুক্ত থাকে নিজেও পারে। আধুনিক পরিবেশে, পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি বিশেষে উদ্যোগ করেছে মানুষে, অনুপ কাজ করেও বৈজ্ঞানিক প্রবিধি প্রবর্তনের বিভিন্নতায় থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মার নিরাকার স্বরূপ জানতে সক্ষম হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ ২৫৮

অপ্রাকৃত পারমার্থিক জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ

আত্মার নিত্য বস্তু, জগৎ-বস্তু এবং জগৎ ও আত্মার সম্পর্ক—এই সব আত্মার অপ্রাকৃত বিষয় ও মুক্তিকামীর। এই অধ্যায় জ্ঞান হলো নিজস্ব অভিজ্ঞতা করেই (কর্মযোগে) অবস্থান। পাশ্চাত্যের জগতে দীর্ঘকাল মুক্তির ইতিহাস, কিন্তু কখনো পুরো পুরো তাঁর অবস্থানের বিশেষ ও তাৎপর্য এবং আত্মজ্ঞানের। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তের আলোচনার বাধার পাশ্চাত্যের।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাস-যোগ ৫২৩

কৃষ্ণভাবনাময় কর্মফলের

বৈদিকের অনেক কর্মফলের সাথে অন্যান্যের সেবাদীর কর্মফল পরিত্যাগ করার আবার, জ্ঞানযোগ অভি পারমার্থিক জ্ঞানযোগের অবিচ্ছেদ্য পরিপূর্ণ লাভ করে থাকেন, অন্তে শান্তি, নিরাসক্তি, সহনশীলতা, নিত্য আত্মবুদ্ধি এবং সত্য, জ্ঞানের লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ ৬৬১

বিশেষজ্ঞদের পাশ্চাত্যের আগেকার অনুশীলন এবং ও ইতিহাস পালি বলে করে এবং অষ্টাঙ্গী পাশ্চাত্যের বিষয় জানতে বিশেষ হয়। এই অনুশীলনের পরিণামে পাশ্চাত্যের পূর্ণ জ্ঞানলাভ অবশ্যই অর্জিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞান-যোগ ৪২৩

পরমতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান

পাশ্চাত্যের অবস্থায় জীবনের অনেকে পরমতত্ত্ব, অধিকারের পালন পালন এবং কাজ ও বিদ্যা অর্জনেরও প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন জীবসমূহের অভি অবে তাঁর কাজে আত্মসমর্পণ করে থাকেন, পাশ্চাত্যের অবস্থাটির জীবসমূহে অবস্থান নিয়েছে অবস্থার অবস্থার জ্ঞান বিভিন্ন করে থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ ৪৭৭

পরমতত্ত্ব লাভ

অবশ্যই পাশ্চাত্যের অবস্থায় জীবনের বিষয় অবস্থায় এবং বিশেষ করে মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করে, অনুত্ত নিত্য জগতের চিন্তার অবস্থানের পরম ধাম লাভ করতে পারে।

নবম অধ্যায়

রাজগুহ্য-যোগ ৫১৩

পরমতম জ্ঞান

জীবনের অবস্থায় পাশ্চাত্যের অবস্থায় এবং পাশ্চাত্যের বিষয়। অবস্থায় অবস্থান-সেবার অবস্থায় জীবনের অবস্থা তাঁর সাথে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। অনুসারে অন্য অভি পুরুষার্থীদের অবস্থা অনে জীবনের পরম ধামে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব।

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ ৫৭৭

পরমেশ্বর ঐশ্বর্য

জড় জগতের বা চিন্ময় জগতের সৌন্দর্য, শ্রী, ঐশ্বর্য, উৎকর্ষ—সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তি ও পরম ঐশ্বর্যেরই আংশিক প্রকাশ রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। অর্জুনকে পরম জ্ঞান, পরমপিতার আনন্দ ও পরমবিশ্বের রূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে পরমজ্ঞানের বিষয়।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ ৬০৩

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন এবং সর্বলোকের পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁর অনন্ত বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন। এরপরেই তিনি তাঁর বিশ্বরূপ অভিব্যক্তিরূপের পুনরাবির্ভাব করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে, তাঁর স্বীয় অনন্তরূপ ভৌতসৃষ্টির অনন্তকালী অস্তিত্বের অভিব্যক্তি। এরপরে তিনি অনন্ত-চেতনার মধ্যেকার মধ্যেই এই রূপের উৎপত্তি অর্জনে সক্ষম।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ ৬৩১

চিন্ময় জগতের অভিব্যক্ত প্রকৃতি বিষয় কৃষ্ণচেতনা পরমের পরে অভিযোগ বা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি পন্থা। যাঁরা এই পথে পথের বিকাশ সাধনে নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা নিজ জগতেরই অধিবাসী হন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ ৬৭৯

দেহ, আত্মা এবং চিন্ময়তার জ্ঞানের পার্থক্য যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি পাবার পথের পথিক হন।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ ৭৭৯

জড়া প্রকৃতির তিন বৈশিষ্ট্য

সত্ত্ব, রজ ও তম—জড়া প্রকৃতির এই তিনটের বিভাগগুলি। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই তিনগুণের স্বরূপ, আমাদের জড়া দেহগুলির তিনগুণময়, মানুষ কিভাবে দেহগুলিকে অতিক্রম করে এবং যে মানুষ অতিক্রম করে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে পরমেশ্বরী দ্বারা পরমেশ্বর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ ৮১১

পরম পুরুষের দেবত্ব

বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে জীবের মুক্তি লাভ এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। যে জীব শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করে, সে তাঁর সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর অভিমুখে দেবতার আরাধনায় রত।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ ৮৪৩

দৈব ও আসুরিক প্রকৃতিগুলির পরিচয়

যারা আসুরিক জগতের অধিবাসী করে এবং শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করে থাকে, তারা উন্নতির ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক লক্ষ্যলাভ পথে করে। কিন্তু যাঁরা নিজ জগতেরই অধিবাসী এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে দেহের বিভিন্ন জীবন যাপন করেন, তাঁরা ক্রমান্বয়ে পরমগতির বিকাশের করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ ৮৭৫

জড়া প্রকৃতির তিনগুণের দেহের ভিন্নতা এবং দেহগুলির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে। আহার শ্রদ্ধা তামসিক ও রাজসিক, যজ্ঞ

[illegible] পরিচয় [illegible] উপস্থিত করে। পরিশেষে, শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আধুনিক সংযোগের মাধ্যমে আমেরিকা জগতের পরিচিত করে এবং পরিশেষে পাশ্চাত্যের জীবনের প্রতি তার অভিজ্ঞতা পাঠ অনুসারে পরিচালিত করে অভিজ্ঞতার আলোক করে তোলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ ১০৫

ধ্যান অধ্যায়ের সার্বক্ষণ উপলব্ধি

জীবনের আসল কারণের: আত্মার স্বর্গ এবং মানুষের আনন্দ ও সার্বজনীনের উপর মানুষের অপরিহার্যতা বোঝেন হয়। তিনি আরও কারণের এবং উপলব্ধি, ধ্যানযুগীয়ের মাধ্যমে ও জীবের মধ্যে উপলব্ধিতে—যাদের সর্বোচ্চ পথ হচ্ছে পাশ্চাত্যের জীবনের উপলব্ধে নিজেই আত্মসমর্পণ, যার মধ্যে অর্পণের মধ্যে মুক্তি লাভ হয়, যখন আত্ম-উপলব্ধি অর্জিত হয় এবং জীবনের পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য পালন করে সমাধানের পথ পায়।

অনুক্রমণিকা ১৮৪

[illegible] ১৮৪
[illegible] ১৯৭
জীবন মানুষের [illegible] ১৯৯
জীবন-সমাধান ১৯৯
উপসংহার ১৯৯

গ্রন্থকারের পরিচিতি

[illegible] জীবন [illegible] অধিকারের জন্য গ্রন্থকার অধিকৃত হন ১৯৬৬ সালে কলকাতায়। তাঁর মতে তাঁর আগমন জীবন অধিকারের পাশ্চাত্য [illegible] গ্রন্থকারের প্রথম দিকের হয় কলকাতায় ১৯৫১ সালে। জীবন অধিকারের পাশ্চাত্য গ্রন্থকার দিকের কলকাতার নিজের [illegible] পরিচয় এবং পরিচালনা করেছেন। তিনি [illegible] এবং সমাজ [illegible] অধীনে অধিক জ্ঞান লাভ করেন। এই শিক্ষিত [illegible] জীবন [illegible] সালে এবং [illegible] জ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন করার তিনি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। জীবন গ্রন্থকার তাঁর শিষ্যের জন্য করেন এবং ১২ বছর পরে ১৯৬৪ সালে [illegible] তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জীবন থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৫১ সালে যখন তাঁদের প্রথম দিনের হয়, তখন জীবন অধিকারের পাশ্চাত্য গ্রন্থকার জীবন গ্রন্থকারকে ইংরেজী ভাষায় [illegible] ভাষা [illegible] অনুবাদ করেন। জীবন গ্রন্থকার [illegible] ভাষায় [illegible] এবং [illegible] পাশ্চাত্যের সব [illegible] গ্রন্থকার [illegible] জীবনদর্শনের [illegible] ১৯৫৪ সালে [illegible] তিনি Back to Godhead নামক একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপিগুলি টাইপ করেন, সম্পাদনা করেন, মুদ্রণ দেখেন, [illegible] পত্রিকাগুলি বিতরণ করেন এবং [illegible] প্রকাশিত [illegible] করেন। একাজে [illegible] পর, [illegible] পত্রিকা [illegible] হয়েছে, এখনও পর্যন্ত [illegible] পত্রিকাটি [illegible] জীবন [illegible] ও প্রচার বিভাগের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে।

জীবন গ্রন্থকারের [illegible] ও অধিকার জীবনের বিভাগে [illegible] ১৯৫৭ সালে তাঁকে 'অধিকারের' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৮ সালে ৫৪ বছর বয়সে জীবন গ্রন্থকার সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [illegible] ৪ বছর পরে আগ্রায় ও [illegible] কাজে [illegible] পরিভ্রমণের [illegible] তিনি [illegible] গ্রহণ করেন এবং [illegible] পরে তিনি [illegible] করতে পারেন। [illegible] ঐতিহ্যপূর্ণ জীবনের-কাহিনীর [illegible] একটি সাথে তিনি [illegible] পরে [illegible] ও [illegible] কাজে পরিভ্রমণের [illegible] দিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি [illegible] গ্রহণ করেন। জীবনের-কাহিনীর [illegible] জীবন

[illegible] জীবনের শেষ অধ্যায়—পৃথিবীতে ফিরে [illegible] সম্পর্কিত সমস্ত তৈরিকৃত পরিবেশের পর জীবদ্দশায়ের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশের কাজ শুরু করেন। তিনি লেখেন Easy Journey to the Other Planets নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

জীবদ্দশায়ের তিনটি খণ্ড সমাপিত হওয়ার পর, জীন মতুশাস জীবন [illegible] উদ্যোগে পরবর্তী কর্মের জন্য ১৯৬৪ সালে অর্থনীতি পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। তারপর জীন মতুশাস আমেরিকা বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ সহ সমস্ত পাণ্ডুলিপির সামগ্রিক অনুবাদ, ভাষ্য ও মূল ভাষ্য সহ ১০টি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

একটি প্রশ্নাবলী আকারে করে যখন তিনি জানতে চাইলেন কিছু উত্তর পাওয়ার, তখন জীন মতুশাস সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। কিন্তু তার এত সময় কাটের সাহায্য করার পর, তিনি ১৯৬৬ সালের সুপরিচিত যাদে 'আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে জীন মতুশাস পরিবারের কাছ পর্যন্ত তিনি নিজেই এই আন্তর্জাতিক পরিচালনা করেন এবং প্রকল্পটির অধিক অধিক, আকার, মূল ও ভাষ্য অর্থাৎ সমস্ত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিণত করে যান।

১৯৬৮ সালে জীন মতুশাস আমেরিকার [illegible] আন্তর্জাতিক পার্কের সম্মেলনে তার পুরস্কার সম্মান একটি পরিবেশমূলক ঐতিহ্য সম্মান লাভ করেন। প্রায় ১৯৬৯ এবং অধিক কাল এই সব পুরস্কারের সম্মানের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি নিজের অধিক পুরস্কারটি ও অন্যান্য অনেক লেখে এই সমস্ত অনেক কয়েকটি সমাজ গড়ে তুলেছে।

এ ছাড়া ১৯৭১ সালে জীন মতুশাস জাপান ও টোকিও আন্তর্জাতিক বিশ্বের প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্যের জনগণের ঐতিহ্য ধরা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ও সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। তারপর, তিনি মতুশাসের জীন শিক্ষার আন্দোলনের জীবন মুক্তির প্রথম শিক্ষাবিভাগের আদর্শ অনুসরণে আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাদের বিস্তারের সূচনা করেছেন।

১৯৭৪ সালে মুক্তাকাশে জীন মতুশাসের সম্পূর্ণ মুক্তির 'মুক্তি-কাহিনীর প্রদর্শন' এবং আন্তর্জাতিক আধিবিশ্বাসের উদ্বোধন হয়। তা ছাড়া সেখানে জীন মতুশাসের কাজকর্ম-পরিচয় পুস্তিকাটির ও বিভিন্নভাবে বিতরণ করেছে। ১৯৭৮ সালে মুক্তাকাশে সেখানকার সমস্ত উপমূলে হয় এবং অধিক কাল সম্পূর্ণ জীবনীচরিত-বাণীবিশেষের অধিক, আনুষ্ঠানিক প্রেক্ষাগৃহ, সম্পূর্ণ মুক্তির আধিবিশ্বাসের ও বিভিন্নভাবে প্রকাশনালয় সমস্তির একটি বিশাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জীন মতুশাসের সব প্রতিষ্ঠানে

[illegible] পরিবেশের হাতে পশ্চিমাঞ্চলের মহাসমুদ্র ৫০ হাজার কৃষকপরিবারের নিজের ঐতিহ্য পাশে পাশে [illegible] পরিবেশের, যা পৃথিবীর সেই সাংস্কৃতিকসম্পন্ন ঐতিহ্য জীবনধারার পুনঃপ্রবর্তনে সমস্ত পৃথিবীর কাছে আদর্শস্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

জীন মতুশাসের সমস্তের বিজ্ঞানসেবার অবদান হচ্ছে তাঁর রচনাবলী। বিশ্ব-সমাজ বিজ্ঞানের সমস্তির এই প্রকাশিত প্রাসঙ্গিকতা, পরীক্ষা ও প্রয়োগের এক [illegible] অবদান সমস্ত দীপ্তির করেছেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মতুশাসের লেখা বইগুলি প্রায় ৫০টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অধিকন্তু কুল ট্রাস্ট, যা মতুশাসের প্রকাশনি সমস্ত কার্যের জন্য ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজ আমেরিকা বর্ষ ও বর্ণনা সংগ্রহের পুরাতন গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কুল ট্রাস্ট এখন ৯টি ভাষায় জীন মতুশাসের ইংরেজী অনুবাদ ও আজ সমস্তির আলো পাঠ্যাগার, জীবনচরিত-প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ করেছে, যা জীন মতুশাস জেলে ১৮ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

লেখকদের ১২ বছরের মধ্যে, এবং আজকে হবার সংগ্রহে, জীন মতুশাস স্বাধীন আমেরিকাসহ বিভিন্ন স্থানে কলকাতা-বাঙ্গালোর সমস্তির আলো লেখকের জন্য ১৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। এই প্রকল্প কাজের কর্মসূচি আজ সংগ্রহে জীন মতুশাস কলকাতায় তাঁর লেখার কাজ প্রতিষ্ঠা যায়। জীন মতুশাস্ত্র মতে ঐতিহ্য সম্পদ, [illegible] সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক একটি আদর্শ প্রস্তাবনা।

১৯৭১ সালের ১৪ই নভেম্বর জীন মতুশাস জিনিস মুক্তাকাশে তাঁর আজকে লিখেছিলেন কাজের। জীবনের অন্তিমপ্রান্ত বাণী—"পৃথিবীতে আছে এক নগরাধিপ প্রাণ। কর্মের প্রাণ প্রতিটি প্রেম আর"—কার্যের অন্তরে জন্য তিনি একবার এসেছিলেন এবং জীবনের অন্তিমপ্রান্ত বাণী রেখে গেছে যাতে সমস্ত কলকাতার কলকাতার জীবনপথের আলোর প্রদান করার অনুপ্রেরণা পথ প্রদর্শন করে গেছেন। পৃথিবীর অনুসরণ যে, তিনি ঐতিহ্যের জীবনের নিয়ন্ত্রিত উপলব্ধি করতে গেলে পারমাণবিক জীবনের প্রতি হবেন, সেই দিন তাঁর সমস্তিকালের জীন মতুশাসের কলকাতা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সমস্তের দিকে তাঁর কলকাতাবিদের প্রতিটি কাজকেন। ১৯৭৭ সালে জীবনের মুক্তাকাশে তিনি আমেরিকা হয়েছেন, কিন্তু আজকে তিনি তাঁর অনুপ্রেরণা প্রেমের মধ্যে, কলকাতার আলোর মধ্যে পূর্ণ করে আছেন। তাঁর শিক্ষার অনুপ্রেরণা করে তাঁরা কলকাতার করতে নিয়ে আসবার প্রয়োজনে, জীবনের পথ দেখাবার জন্য তিনি উপলব্ধি উঠেছেন মুক্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

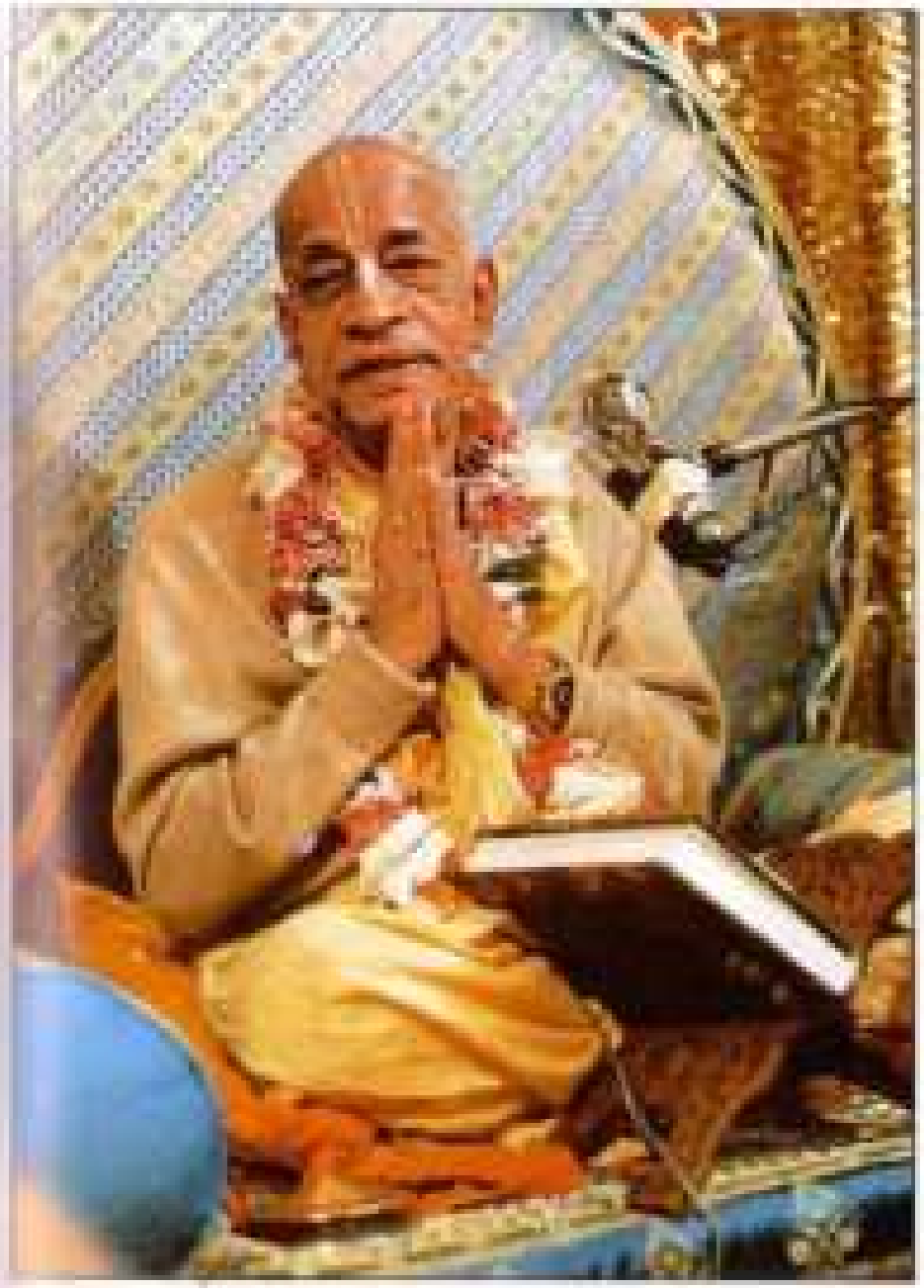

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

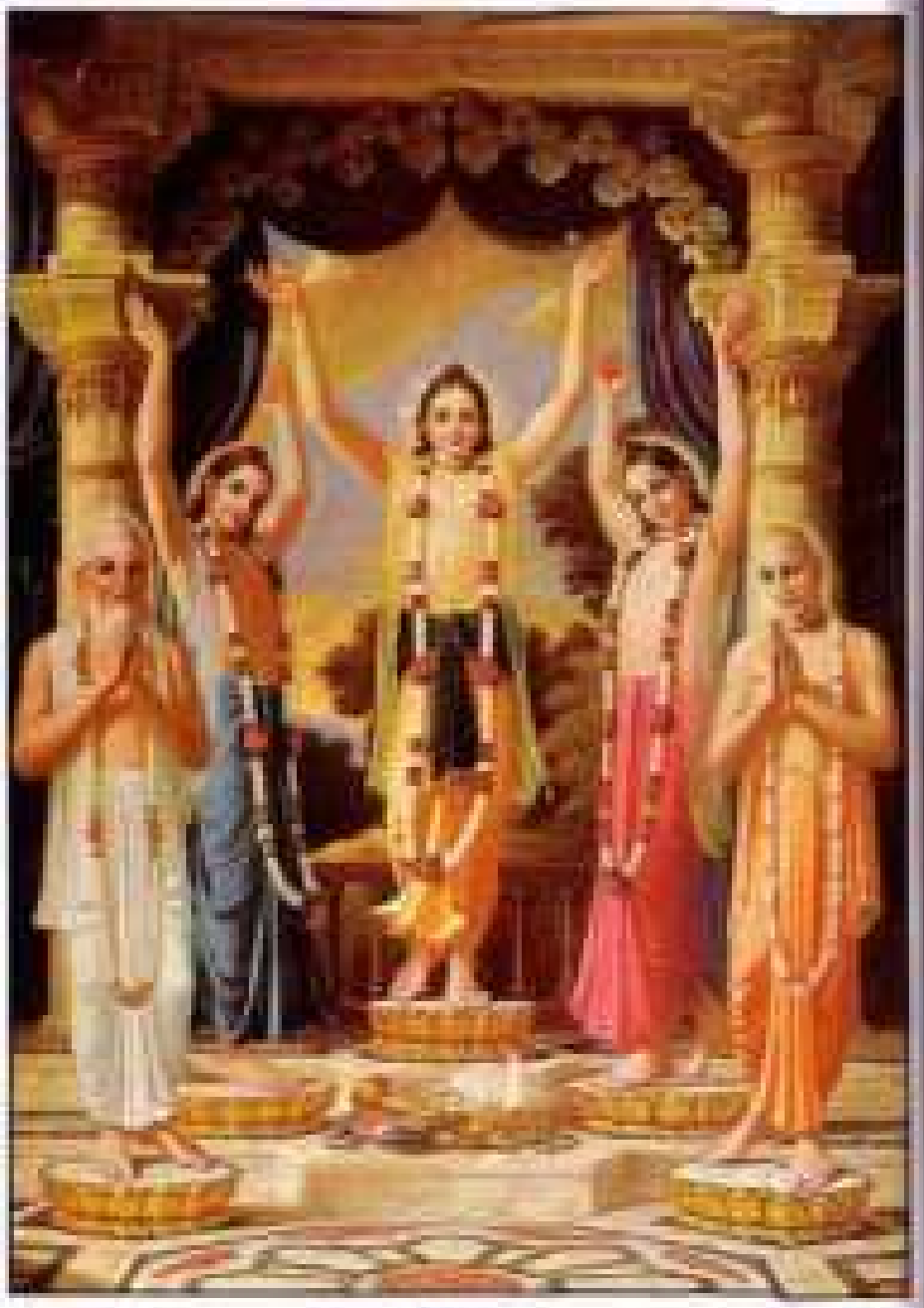

শ্রীগৌরাঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু [illegible] [illegible] [illegible]

কৃষ্ণদাসের গৃহের প্রবেশদ্বারে পাদোদকের উপরে শিঙ্গুর ও অঙ্গুরী ফলোদয়ে 'শাকম্ভরী' ও 'একাদশ' নামক দিব্য পাত্র পাদোদকের। (দ্বিতীয় ঘ, প্রোক্ত ১৫)

[illegible] পরিবেষ্টিত হয়ে। [illegible] শিশু, কখনও [illegible], কখনও [illegible] পুত্র—একাকারে [illegible]। [illegible] থেকে [illegible]। [illegible] শিশু [illegible] পরিবেষ্টিত হয়ে। (দ্বিতীয় ঘ, প্রোক্ত ১৫)

[illegible] জীবনে [illegible] আত্মা ও পরমাত্মা [illegible]। [illegible] পুরুষ [illegible] আত্মা ও পরমাত্মাকে [illegible] পাখি [illegible] তুলনা করা হয়েছে। [illegible] পাখিটি [illegible] পুরুষের [illegible] প্রতি আসক্ত হয়ে [illegible] থেকে আনন্দ লাভ পাচ্ছে। [illegible], [illegible] পুরুষ [illegible] পরমাত্মা [illegible] পরমাত্মারূপে পাখিটি [illegible] পাশে অবস্থান করছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

মহাপুরুষগণের অনুসারে কথনো প্রতিবর্ণ করার জন্য সেবায়াতের পাশাপাশি তারা অনুগামী তার পুনঃ কাজনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবশেষের অনুমতি ছাড়া সেই-লেনীয় ধীরের অবতারের কোন চিহ্ন পূরণ করতে পারেন না। (অধ্যায় ৭, শ্লোক ১৭, ১৯)

ভগবদ্গীতার (৯/১১) বলা হয়েছে, জীব যখন পূর্ণ পুরুষে সেবায় অবস্থান করে, সে পরমেশ্বর ছাড়া সেবায় সেবা লাভ করে থাকে। যারা পরমেশ্বর-এর রূপ অবস্থান করে সেবায়েত করছে বলে, সে পরমেশ্বর ছাড়া অনুগামের লাভ করতে এবং সেবায়েত বলে পরমেশ্বর সকল সেবা লাভ করছে। (সপ্তম স্কন্ধ, তেরোশ্বি অধ্যায়)

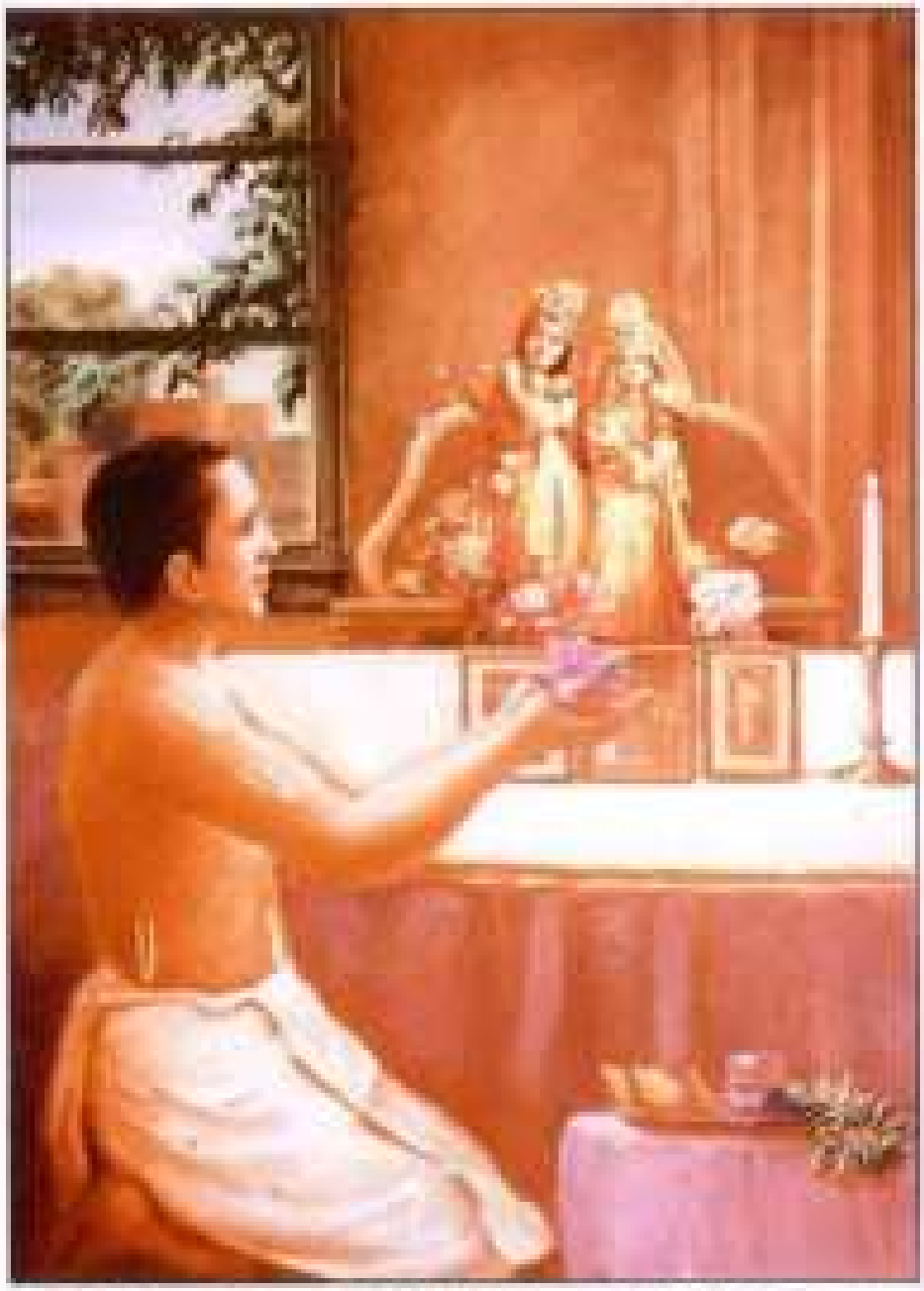

[illegible] কৃষ্ণভক্ত বা ভক্তিভাবী [illegible], [illegible] যা তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible]। ভগবদ্গীতার (৯/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, [illegible] পত্র, পুষ্প, ফল বা জল নিবেদন করেন, তিনি তা গ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান প্রমাণ করতে [illegible]। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করার পর [illegible] খুব ভয় হয়। অর্জুনের যে-কারণ দুঃখিতের নিকটেতে ভগবান কৃষ্ণ বলেন [illegible] করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, "সবা কার আপনার বিশ্বরূপী একমাত্র [illegible]।"

[illegible] পড়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] আধুনিক [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের আদি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনের মহাবিগ্রহ সেবিকা, যেমন যা এটি ইলাহাবাদে স্থাপিত, যাঁর থেকে আজ ছাপার হচ্ছে। আমাদের কাছে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবার এটি প্রতীক।

ভূমিকা

এই গ্রন্থখানা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থটি যেখানে প্রকাশিত হয়েছে, সেটিই আমার মূল লক্ষ্য। এই গ্রন্থটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বৃহৎবিদ্যালয়ের মূল পাণ্ডুলিপিটিকে সংশোধন করে প্রকাশের জন্য পুস্তিকা দীর্ঘ করানো হয় এবং তাতে যেমন ত্রুটি ছিল যা এবং ভগবদ্গীতার অভিধানে যেমন ভাষা সেবার সাজান হয়নি। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি আমার অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থ মূল প্রেস, তার ইংরেজী অনুবাদ, ব্যাকরণ সংস্কৃত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ, প্রেসক্রিপ্ট অনুবাদ ও তাৎপর্য সেবার রীতি আছে। তার কারণ গ্রন্থগুলি খুব প্রামাণিক ও পরিমার্জনযুক্ত হয় এবং তার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজ, আমার মূল পাণ্ডুলিপিটিকে যখন সংশোধিত করতে হয়েছিল, তখন আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। কিন্তু পরে, যখন ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোক আমার কাছে আসল, তখন আমার পরিবর্তনের জন্য এই গ্রন্থটি পূর্ণ আকারে প্রকাশ করবার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন এবং মেকার্স আমেরিকার এবং কোম্পানির পূর্ণ আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারলাম। যদি ভক্ত-পাঠকগণকে গ্রন্থ ভগবদ্গীতার পুস্তিকার ও অভিধান বাদের সহ নিয়মিত পাঠিত এই মহান গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপিকে সংশোধন করতে চেষ্টা করা হচ্ছে, তাহলে আমার খুশি ও আশীর্বাদে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই পৃথিবীতে বর্ধিত হবে।

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক আন্দোলন, ভগবৎপূর্ণ ও আত্মাকৃত আন্দোলন, কারণ এর লক্ষ্য ভগবদ্গীতার বিভিন্ন উপদেশ প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলনটি ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীর সমস্যাকে জনগণের আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে, বিশেষ করে মূল সংস্কৃতিতে কাজে। ভারতে লোকজনের সমাজে এটি ধীরে ধীরে উন্নতিসাধক হয়ে উঠেছে। ভিন্ন এর ভারতে একজনের আধুনিক হচ্ছেন যে, আমার আজকে শিষ্যের সংখ্যা এবং উপদেশগুলি আমাদের এই মহান আন্দোলন—আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের আধ্যাত্মিক সমাজ হয়ে ভারতের সমস্যাগুলি সমাধানে। সাথে এরকমটা আমার অনেক শিষ্যের মধ্য-প্রাচ্যের সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করছি। সাথে আমাদের বিভিন্ন কৃষ্ণভাবনা কেন্দ্রের আছেন। বর্তমানে আমার কেউ কেউ বলেন যে, আমি যে আমেরিকার কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছি, তা আমেরিকানদের পক্ষে

অবস্থা অবলোকন। [illegible] এই অবস্থাগুলোর নিচে রয়েছেন জীবন্ত নিজেই, যাকে আমি পূর্ণ জিনিস এই অবস্থাগুলোর সব গেছে, কিন্তু তার-অবস্থাগুলো গেছে আমাদের মানুষের কাছে যা সুন্দর হয়ে দেখে থাকে। এই সম্পর্কে যদি আমরা [illegible] দৃষ্টির দেখে থাকে, তাহে দেখি আমার অধিকাংশ দৃষ্টির নয়, যা আমার পরিবারের [illegible] বিভিন্নতার পরিবর্তনে পরিচয়ের [illegible] জীবিকা/বিষয়ে অবস্থানী [illegible] দৃষ্টির।

এই বিষয়ে আমার যদি কোন দৃষ্টির দেখে থাকে, তাহে দেখি শুধু এই জন্যই যে, জন্মগুলোকে আমি অধিকতরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি। আমার এই জন্মগুলোর কারণে নিয়ন্ত্রণ করার আগে জন্মগুলোকে [illegible] অনুভব হয়েছে, তার তার মন আমি সংক্ষেপে প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ উদ্ভিদ/প্রাণীর [illegible] উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই জন্মগুলোর কারণে [illegible] করতে আমাদের এই যে প্রচেষ্টা, সেটি কোনো পরিবেশের [illegible] জীবনের [illegible] করার প্রচেষ্টা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের উন্নয়নের প্রতিটির কথা। [illegible] অর্থনীতি, রাজনীতিবিদ, [illegible] বা [illegible] [illegible] আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমার বিষয়ে জীবের [illegible] পরিবিত্র আমাদের জীবন সম্পর্কে জীবের জ্ঞান অনেক কম। জীবন কখন আসে, কখনো কখন [illegible] [illegible] [illegible] আছি, কখন [illegible] আমাদের [illegible] পরিবারের [illegible] [illegible] যে, জীবন ও জীব অবস্থাগুলো এক নয়। জীবন [illegible] পরের এবং জীব নয়, জল, [illegible], [illegible] [illegible] আছি। [illegible] [illegible] না হয়ে পারবে, জীবনের এই পরে পরটি উপলব্ধি করে [illegible] মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের [illegible] পরিবার, রাজনীতিবিদ, [illegible] ও [illegible] জীবন সম্পর্কে [illegible] [illegible] না পারা অবস্থায় কখন জন্মগুলোকে [illegible] [illegible], তখন [illegible] জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে [illegible] না হয়ে করতে হয়। জন্মগুলোকে কিন্তু এই ধরনের আমাদের [illegible] কাজগুলোকে কখন [illegible] [illegible] [illegible] মহাকবি আমাদের [illegible] পরীক্ষিতের সম্পর্কে [illegible] করে নিয়ে পরীক্ষিতের বলেছেন যে, "আমার-আমার অধিকার হয় অধিকার।" তিনি পরীক্ষিতকে বুঝিয়ে নিয়ে গেছেন যে, যেটি যদি আমাদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জন্মগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করে, তা হলে তার অধিকার হয়। এই অধিকারের ফল হচ্ছে যে, জন্মগুলোকে আমি পরের [illegible] পরিবারে, পারস্পরিক জীবনে পরস্পরে হয়ে পড়বে এবং আমাদের কাছে নিয়ে গেছে অধিক হয়।

যে উদ্দেশ্য আমরা করার জন্য প্রকাশ করিনিলাম একবার, অর্থাৎ প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপলক্ষে উপলক্ষে জীবন এই পৃথিবীতে আগমন করেন, সেটি উদ্দেশ্যকে অনুভবিত করে তার জীবনের পরিবেশে আমরা এই জন্মগুলোকে [illegible] হয়েছে। জন্মগুলোর সেটি উদ্দেশ্যের কথা জন্মগুলোকে [illegible] এবং তা আমাদের [illegible] [illegible] করতে হবে, তা না হলে জন্মগুলোর ও জীব [illegible] পরিবেশের [illegible] জীবনকে [illegible] [illegible] করা দুষ্ট। জন্মগুলোকে আমরা নিজেই আনাচ্ছি যে, গরু যেটি [illegible] আছে তিনি পৃথিবীতে [illegible] এই জন্ম [illegible] করেন। এই কথা আমাদের [illegible] করে নিতে হবে এবং এরপরেই জীবনের উদ্দেশ্যের অর্থ না করে, জন্মগুলোকে [illegible] উপলব্ধি করতে হবে। জীবনের উদ্দেশ্য [illegible] না করে জন্মগুলোকে [illegible] করা [illegible] পরিবেশ [illegible]। এই অসম্ভব থেকে [illegible] দেখতে হবে, জীবনকে পরিবেশের [illegible] [illegible] হবে, তিনি [illegible] জন্মগুলোর [illegible] নিয়ে [illegible] জীবনে [illegible] [illegible]। জন্মগুলোকে একবার উপলব্ধি করা [illegible] [illegible] এবং [illegible] জীবনের উদ্দেশ্য পরিপূরণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য অনুপ্রেরণা।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে [illegible], যেহেতু তা জীবনের [illegible] পূর্ণতা [illegible] করে। সেটি বিষয়ে [illegible] তা সম্পূর্ণভাবে জন্মগুলোকে [illegible] করা হয়েছে। পৃথিবীতলের [illegible] [illegible] জন্মগুলোকে [illegible] [illegible] [illegible] আধুনিক [illegible] [illegible] করতে চেষ্টা করছে এবং আমুদের [illegible] [illegible] [illegible], যার [illegible] [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারছে না। [illegible] [illegible] জন্মগুলোর [illegible] উপলব্ধি [illegible], এবং [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] যে, [illegible] জীব [illegible] [illegible] [illegible] এবং জীবনের [illegible] না করে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ও অনুবাদের পরিচয় পাঠি অবশ্য বাকি, যেহেতু প্রতিটি কবিই কবি প্রতিভার অধিক নিজেদের প্রকাশ ঘটান। অনুবাদের বিভিন্ন কারণ হওয়ার ফলে কবির আত্মপ্রকাশ এবং তার কাব্যগত প্রবৃত্তি হচ্ছে অনুবাদের মেরু কথা। [illegible] তেমনির হচ্ছে কবির বিভিন্নভাবে তার উক্তিতের বুদ্ধিপ্রকাশ করার মাধ্যমে খুশী হওয়ার পাত্র একটি করে, কিন্তু সেখানে সে কোনদিনই খুশী হতে পারে না। আমাদের-রীতি অনুবাদে পরিবর্তে কৃষ্ণের উক্তিতের বুদ্ধিপ্রকাশ কবিটিই হচ্ছে তার কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে কবিতের চরম সার্থকতা। অনুবাদ সেটিই চান এবং তিনি তা পারি করেন। অনুবাদগীতের এই মূল ভাবটি উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের এই কৃষ্ণভাবানুগ আলোচনা সেজন্য বলা যায় যুক্ত। অনুবাদগীতের এই মূল ভাবটি নিয়ে নিয়ে, এবং আমরা যেহেতু অনুবাদগীতা রচনাকারের মূল ভাবটির কথা বলতি না, বরং যে সকল মানুষ অনুবাদগীতা আমাদের পাশে ঐতিহ্যিকভাবে উপস্থিত হচ্ছে তাদের, অনুবাদের প্রকাশ নির্দেশিতে অনুবাদগীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে তাদের সহায়তা করার জন্যই কৃষ্ণভাবানুগ আলোচনার অবতারণা গ্রহণ করতে হবে। আমি আমরা আশা করি যে, এই অনুবাদগীতা রচনাকে পাঠ করে মানুষ পরম পরিতৃপ্ত হবে এবং যদি একজন মানুষকে অনুবাদের তত্ত্ব থেকে পরিচিত হতে পারে, তা হলে আমাদের এই রচনাটি সার্থক বলে মনে করব।

—ড. সি. ভট্টাচার্যোত্তম স্বামী

১৯৫৫, ১৯৭৬
দিল্লি, আমেরিকা

মুখবন্ধ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

অনুবাদের পরিচয়ের অবকাশে আমার জন্য হয়েছিল এবং আমার অনুবাদের আলোচনাগুলিতে নিজে আমার কিছু ঐতিহ্যিক আলোচনা। তাদের আমার অন্তরে প্রণতি নিবেদন করি।

জীবন জন্য গোস্বামী মহাশয়, যিনি জীবনের মহাপ্রভুর অধিকারের পূর্ণ অনুবাদের জন্য এই পুস্তিকাটির অধিকারী হয়েছিলেন, আমি তাঁর জীবনপথের আমার নাম গ্রহণ করতে পারব।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আমি আমার অনুবাদের পাঠকের ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিকটে আমার অন্তরে প্রণতি নিবেদন করি। আমি জীবন গোস্বামী, তাঁর আমার জীবনের গোস্বামী, জীবনপুরুষ পাল, জীবনপুরুষ ঘট্টি, জীবনপাল ঘট্টি ও জীবন জীবন গোস্বামীর মহাকাব্যের আমার অন্তরে প্রণতি নিবেদন করি। আমি জীবনপুরুষ, জীবনিকাল, জীবনিকের আমার, জীবনপাল, জীবন ও অন্যান্য পাঠকগণের পাঠকের আমার অন্তরে প্রণতি নিবেদন করি। আমি জীবনী গণিতা ও লিপিকা বধূ, জীবনী বাগেশ্বরী ও জীবনের মহাকাব্যের আমার অন্তরে প্রণতি নিবেদন করি।

[illegible]
[illegible]

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ! তুমি অনন্তের সিন্ধু, তুমি নিজের বন্ধু, তুমি সকল অনুভবের

পাঠি, তুমি সেবিলেন বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপালদি প্রেমাস্পদ। আমি তোমার পাদপদ্মে আমার সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন করি।

> অগ্রাহ্যকৃষ্ণপাদিকি আর কৃষ্ণপ্রেমাস্পদি ।
> কৃষ্ণপ্রভুকুর সেবি লভিবাকি প্রার্থিউঁচি ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপালদি, যাঁর অনুগামী অনুগামীমানের মধ্যে, যিনি কৃষ্ণপ্রেমের বিষয়ী, যিনি আমাদের কৃষ্ণপ্রভুর কুটিরা এবং অনন্যের শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদ, যাঁর চরণকমলে আমি আমার সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন করি।

> গোকুলকমলাকান্তের কৃষ্ণপাদিকুরা এবং ॥ ।
> পাদিকমলে পাদপদ্মের নিবেদনেরে নমস্কার ॥

যিনি নিজের কমলাকান্ত, যাঁর গোকুলকমলের আমার পাদপদ্মের সেবাকার্য পূর্ণ করতে পারেন, যাঁর কৃপার আমার ও পাদিকমলের, যাঁদের চরণকমলে আমি আমার সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন করি।

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভু নিত্যানন্দ ।
> শ্রীমতীর পাদের শ্রীমতাদি গোবিন্দকৃষ্ণ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীমতীর পাদের, শ্রীমতাদের ও শ্রীগোবিন্দ আদি গোবিন্দকৃষ্ণের চরণকমলে আমি আমার সমস্ত প্রার্থনা নিবেদন করি।

> হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
> হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কৃষ্ণপ্রার্থনার অন্তে এক নাম গোবিন্দনাম। এটি ঐতিহ্যিক কর্মসূচির পাদপদ্মে এবং ঐতিহ্যিক পরিচয়ের সেই গোবিন্দনাম। এটি গোবিন্দনাম ও কৃষ্ণপ্রার্থনার শেষে কয়েকটি ইংরেজী ভাষায় ইনিশিয়েট হয়ে গেছে। যদি আমাদের মধ্যে কেউ জানতে পারে, কৃষ্ণপ্রার্থনার আমরা একটি ইংরেজী আনাম কি পারবো? তাই কৃষ্ণপ্রার্থনার এই পাঠকের পক্ষের দুই-একটি কথা আমাকে বলতে হয়। ইংরেজীর একজন আমেরিকান অধ্যাপিকা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কৃষ্ণপ্রার্থনার কেন ইংরেজী অনুবাদে কৃষ্ণপ্রার্থনার বৈষ্ণব ভাবকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে?" আমেরিকাতে কৃষ্ণপ্রার্থনার বহু ইংরেজী পাঠকের পাওয়া যায়, কিন্তু আমার পাঠি আমি এমন একটি কৃষ্ণপ্রার্থনার দেখলাম না যাতে কৃষ্ণপ্রার্থনার সম্পূর্ণ ভাবকে সঠিক ভাবে বৈষ্ণব অনুবাদ করা হয়েছে। তবু আমেরিকাতেই নয়, ভারতবর্ষেও

কৃষ্ণপ্রার্থনার ইংরেজী অনুবাদের সেই একই অবস্থা। আর কারণ হচ্ছে, অনুবাদকেরা কৃষ্ণপ্রার্থনার মূল ভাব বজায় না রেখে বৈষ্ণব নিয়মাবলীর মাধ্যমের পরিবর্তে তার স্থানে স্থাপন করেছেন।

কৃষ্ণপ্রার্থনাতেই কৃষ্ণপ্রার্থনার মূল ভাব বজায় রয়েছে। এটি ঠিক এই রকম—আমার যখন কোন কৃষ্ণ থাকি, তখন কোন আমার আমাদের বৈষ্ণবদের সেই বৈষ্ণব কোনো পাঠি না, আমাদের নির্দেশ বা কৃষ্ণের নির্দেশে কোনো নির্দেশ অনুসারে সেই বৈষ্ণব কোনো হয়, যেমনটি কৃষ্ণপ্রার্থনাতে বলেন আমাদের ভাবে ঠিক যেমনটি তার সঙ্গে বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কৃষ্ণপ্রার্থনার পক্ষে হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণপ্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণপ্রার্থনার প্রতিটি পাঠের কথা হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পাঠকের কৃষ্ণপ্রার্থনা। কৃষ্ণপ্রার্থনা শব্দটি অনেক কৃষ্ণপ্রার্থনার বৈষ্ণব পরিবারে পূজনীয় অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। এখানে কৃষ্ণপ্রার্থনা শব্দটির প্রায় কৃষ্ণপ্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণকে বহুমুখের ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের কাছে আমার উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পাঠকের কৃষ্ণপ্রার্থনা। কৃষ্ণপ্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণই যে পাঠকের তা বলিয়ে কয়েকটি শব্দের সাহায্যে ও কয়েকটি অনুভবের মাধ্যমেই—যেমন, পাঠকের, কায়মনোবাক্যে, মনকে, নিবেদনে, শ্রীচরণে মহাপ্রভু আদি আমাদের প্রতিটি অনুভূতি। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কৃষ্ণপ্রার্থনার বলে গেছেন যে, নিজেই হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণপ্রার্থনা। এখানেই এ সব কথাই কৃষ্ণপ্রার্থনা নির্দেশ করে আমাদের-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণপ্রার্থনার শ্রীকৃষ্ণকে পাঠকের কৃষ্ণপ্রার্থনার বর্ণনা করা হয়েছে (কৃষ্ণপ্রার্থনা কৃষ্ণপ্রার্থনা)। তাই কৃষ্ণপ্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণ যেমনভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ঠিক তেমনভাবে কৃষ্ণপ্রার্থনার পাঠকের পালন করতে হবে। কৃষ্ণপ্রার্থনার ভূমিকা অধ্যায়ের (৯/১-৭) কৃষ্ণপ্রার্থনা বলেছেন—

> ইতি নিবেদনে যোগ্য যোগ্যকৃষ্ণপ্রার্থনা ।
> নিবেদনের প্রার্থ সমুদ্রিক্ষণপ্রার্থনাদি ॥
>
> এবং পাদপদ্মপ্রার্থনা প্রার্থনাদি নিত্য ।
> ক পাদপদ্মের কৃষ্ণ যেহেতু এটি পাঠিবেন ॥
>
> ক এবং কৃষ্ণ যেহেতু যোগ্য যেহেতু পূজনীয় ।
> আমাদের যে সর্ব যেটি প্রার্থনা যেহেতুকৃষ্ণ ॥

এখানে কৃষ্ণপ্রার্থনা অনুভবকে বলেছেন যে, এটি যোগ্য কৃষ্ণপ্রার্থনা যখনে নিয়ে পুরুষিকাকে বলেন, মুনিগণ তা বলেন অনুভূত, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এবং এবংকে অন্য-পাদপদ্মকারে অবস্থান থেকে নিয়েছে এটি জ্ঞান আমাদেরকে প্রদানের হয়ে

আলোচিত। কিন্তু এত পরও এটি পরিষ্কার নয় কি করে পরমাত্মার জ্ঞানে আমরা এটি জ্ঞান বলিতে পেরি। তাই অর্জুন কৃষ্ণসখের সাহায্যে নিজে এসে আমাকে এটি জ্ঞান অর্জুনের মাধ্যমে বলা যাবেন।

তিনি অর্জুনকে বলেন, "তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তাই তোমাকে এই পরম জ্ঞান আমি যোগাতে বলা করিছি।" এটি কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, কৃষ্ণসখীতার জ্ঞান কেবল কৃষ্ণভক্তের মাধ্যমে অবতরণ করতে পারে। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থের বিভিন্ন শ্রেণীতে জ্ঞান লাভ করা যায়, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, অথবা বিদ্যার্থী, জ্ঞানী ও ভক্ত। এখানে কৃষ্ণসখা স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি পরম্পরা নীতি ধরে আমার কাছে বিনি জীবের নিত্য পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ, পুরাকাল থেকেই তাকে বলেছেন। তিনি যেহেতিছেন যে, অর্জুন এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে যাতে তাকে পালন করেন। আর এই পালনের জন্য তিনি অর্জুনকেই কেবল মনোনীত করেছেন, কারণ অর্জুন ছিলেন জীব ভক্ত, জীব অবশ্যই শরণ ও জীব নিত্য শিষ্য। তাই কৃষ্ণসখার ভক্ত না হলে অর্থাৎ ভক্তি ও আনুগত্যের মাধ্যমে জীব অবশ্যই সাহিত্যে না এলে কৃষ্ণসখার কাছাকাছি উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব নয়। তাই অর্জুনের মতো ভগবানের অনুগতরাই কেবল কৃষ্ণসখীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। অধিকন্তু অবশেষে আমাদের যে শ্রেষ্ঠ-অনুগ্রহ সম্পর্ক লাভ হিতে, তখনই আমাদের কৃষ্ণসখার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই সম্পর্কের আলো আরও যেমন অনেক কথা বলতে হয়, তবে সংক্ষেপে বলা হয় যে, যখন কৃষ্ণসখার সঙ্গে নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্পর্কের যে কোন একটির দ্বারা যুক্ত থাকেন—

(১) নিত্যকালের ভক্ত হয়ে থাকেন	(শান্ত)
(২) সুহৃদের ভক্ত হয়ে থাকেন	(দাস্য)
(৩) সখার ভক্ত হয়ে থাকেন	(সখ্য)
(৪) অভিভাবক জ্ঞানে ভক্ত হয়ে থাকেন	(বাৎসল্য)
(৫) কান্তার প্রেমিকজ্ঞানে ভক্ত হয়ে থাকেন	(মধুর)

অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণসখার সম্পর্কের জ্ঞান ছিল সখ্য। কারণ জীবৎকাল সঙ্গে অর্জুনের যে অনুগ্রহের সম্পর্ক তার সঙ্গে পরিধি কৃষ্ণসখার অনুগ্রহের নিজস্ব তফাৎ। এই সম্পর্ক হচ্ছে অবশ্যই এবং কৃষ্ণ অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিচার করা কখনই সম্ভব নয়। যে কেবল প্রেমিকের সঙ্গে এই অনুগ্রহের আবাসন লাভ করা সম্ভব নয়, অনুগ্রহ প্রাপ্তিতেই কেবল যা কেবলমাত্র আবাসনের সঙ্গে যুক্ত এবং এই

সম্পর্কের প্রকাশ হয় অভিপ্রেতের পূর্ণরূপে আবাসনে। তাতে আমাদের পরিচয়ন করতে, আমরা কেবল অনুগতরাই হয়ে থাকি, সেই সঙ্গে হয়ে সেই জীব সঙ্গে আমাদের নিত্যকাল সম্পর্কের কথা। পাশে সেটি জীবের সঙ্গে প্রতিটি জীবেরই আবাসনের সঙ্গে কোন না কোন রকমের পাশের সম্পর্ক রয়েছে, এবং সেই সম্পর্ক হচ্ছে জীবের স্বরূপ। অভিপ্রেতের আবাসনে এই স্বরূপের প্রকাশ হয় এবং তাকে বলা হয় জীবের 'স্বরূপসিদ্ধি'। অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণসখার ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণসখার সম্পর্ক ছিল অনুগ্রহের সম্পর্ক।

ভগবদ্গীতায় অর্জুনসিদ্ধি করতে হলে প্রথমেই আমাদের জেনে হবে অর্জুন কিভাবে তা প্রকাশ করেছিলেন। ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে (১৮/১৭-১৮) তা বর্ণিত করা হয়েছে—

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥
অর্জুনস্তুবাচ পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥
ত্বত্তো হি ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ বিস্তরশো ময়া শ্রুতৌ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥

"অর্জুন বলেন—হে অচ্যুত, তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, স্মৃতি লাভ করেছি, আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমি তোমার আদেশ পালন করব। হে কৃষ্ণ, তোমার কৃপায় আমি গুহ্য অধ্যাত্মতত্ত্ব জানতে পেরেছি। হে কমলনয়ন, তুমি আমাকে যা বলেছ তা আমার মোহ দূর করেছে। হে জনার্দন, তুমি আমাকে যা বলেছ তা আমি সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করেছি। হে কৃষ্ণ! তোমার মহান মহিমা কেবল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে ভগবদ্গীতা শোনার পর অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবাত্মাই হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ পরাজ্ঞান। তাঁরই জীবাত্মা ব্রহ্ম, কিন্তু পরম জীব অবশ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন পরাব্রহ্ম। পরম ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে তিনি সব কিছুর পরম আশ্রয় অথবা পরম ধাম। পরিচয় করে তিনি হচ্ছেন নিত্য অর্থাৎ কাল অথবা যেমন কখনও কখনও জীবের স্পর্শ করতে পারে না। পুরুষম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, তিনিই পরম ভোক্তা, পরমাত্ম অর্থ অবস্থান, দিব্যম্ অর্থ অপ্রাকৃত, আদিদেবম্ অর্থ পরম পুরুষ ভগবান, অজম্ অর্থ অজন্মাটিং এবং বিভুম্ শব্দটির অর্থ সর্বব্যাপী।

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, যাত্রাটি যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে —, তাই তিনি আসলেনুমিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কথাটা যে পরিবেশন এর থেকে সেটি গ্রন্থের মূল কথার জন্য আমাদের পালাকারী প্রয়োজন পাচ্ছেন যে, গোপ, রাখাল, অধিক, গোপাল, রাধাকে ছাড়া-কাহিনি, অন্যান্যরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম জ্ঞানেই হয়ে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া প্রায় সকলেরই বিভিন্নভাবে এই সত্যের অন্তর্মুখরূপের আভাসও দীপিত করেছেন। তাই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছেন যে, তাঁর মূলনিহিত প্রতিটি কথাতেই তিনি সম্পূর্ণ নিমুক্ত ভাবে প্রকাশ করেছেন। সর্বাধিকত্ব কথা হচ্ছে— "তোমার প্রতিটি কথাই, আমি পরম সত্য বলে গ্রহণ করি।" আমাদের মনে পড়ছে যে, অন্যান্যের অভিন্ন উপলব্ধি কথা পুরো পুরো এবং সেখানেও তিনি সমগ্র স্বরূপ বুঝতে পারেন না। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আমাদের থেকে নিজেকে আড়ালিত যে সেখানে, জীবাত্মা অন্যান্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তাই সমাজের আমুর অন্তরালের অন্তর না হলে নিজেকে তাঁকে উপলব্ধি করতে।

অন্তর্দৃষ্টিতেই তাই অভিন্ন আমাদের গ্রহণ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কখনই আমাদের সমালোচ্য রূপে মনে করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে একজন পাঠকের অভিন্ন রূপে মনে করা উচিত নয়, এমন কি তাঁকে একজন মহাপুরুষ হিসেবেও মনে করা উচিত নয়। অন্তর্দৃষ্টিতে অর্থাৎ উপলব্ধি করতে হলে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম জ্ঞানেই রূপে স্বীকার করা নিতেই হবে। তুলনা অন্তর্দৃষ্টির বিভিন্ন অনুসারে নিজের অন্তর্দৃষ্টির অভিব্যক্তি অনুসারে তিনি অন্তর্দৃষ্টির তুলনায় প্রকাশ করেছেন, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম জ্ঞানেই, তা সম্পূর্ণ অন্তরালেরই যেমন নিজে হয়ে এবং সেটি প্রকাশ নিজে আমাদের নিজে অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধি করা সম্ভব। আমাদের নিজে অন্তর্দৃষ্টির না পারলে, তা বুঝতে পারা খুবই কঠিন, কারণ এই পালাটি উপলব্ধির বিষয়ে প্রকাশমাত্র।

অন্তর্দৃষ্টির আমাদের কি? অন্তর্দৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অন্তরালের আমাদের এই বস্তু জগতের পরম থেকে অনুভূতির উদ্ভাস করা। প্রতিটি অনুভূতি আমাদের মুখোমুখি পাচ্ছে, যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে অর্জুনের এক কথা সমাধানের অনুভূতি হয়েছিলেন। অর্জুন আমাদের পরিচয় অন্তরালের এবং তাঁর সাথে আমার কথার আমাদের জীবনে নীরিক্ষণ অন্তরালের পথ করে দেয়েছেন আমাদের। এই কথা আমাদের যেমন অর্জুনেরই নয়, আমরা আমাদেরই অর্জুনেরই উদ্ভাস উপলব্ধির অন্তর্দৃষ্টির। এই বস্তু জগতের অভিজ্ঞতা পরিবেশনে আমাদের যে অভিজ্ঞ, তা অভিজ্ঞতাগত নয়। এই বস্তু অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতাগত আমাদের জীবনে প্রকাশ করে,

কিন্তু তাদের জীবন প্রকাশের যেমন কারণ নেই। আমাদের অভিজ্ঞ হচ্ছে নিজে। কিন্তু যে-যেমন আমাদের আমার জন্য সম্ভার আমার হয়ে পড়েছি। আমার কারণে তেমনই তার অভিজ্ঞ নেই।

এই অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতার কারণ অনুভূত প্রতিনিধির মুখোমুখি যেমন করেছে। কিন্তু যে একটি যেমনই যে, তার মুখোমুখি সম্পর্কের যে যেমনটি অনেকের নয়। আমার আমার অনুভূতির মধ্যে যেমন দুটি-একজন তাদের প্রশ্ন-অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞ আমাদের উপলব্ধি করতে যেমন অনুভবন করতে শুরু করে, "আমি কে?" "আমি কোথা থেকে এলাম?" "কেন আমি এই জটিল আমার পরিচয় হয়েছি?" অনুভূত যতক্ষণ পর্যন্ত না পারে যেমনকের অন্যান্য অভিজ্ঞতা উঠে তার মুখ-দুঃখ সম্পর্কের সত্যকার হয়ে এই অন্যান্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অনুভবন করতে, ততক্ষণ পর্যন্ত না যে বুঝতে পারছে যে, যে মুখ-দুঃখ হয় না, ততক্ষণ তাদের অন্তর্দৃষ্টি অনুভূত পরে শুরু করা হবে না। অনুভবের অনুভবের পূর্ণতা কখনই হয়, তখন তার মধ্যে এই সমস্ত সত্যের উদয় হবে শুরু করে। প্রথমতঃ এই অনুভবকালে বলা হয় প্রশ্নাভিজ্ঞান। অর্থাৎ প্রশ্নাভিজ্ঞান। কথন-জীবনে এই প্রশ্নাভিজ্ঞানের অভিজ্ঞ আমার সমস্ত কার্যাবলী অর্থ বা অর্থাভিজ্ঞ বলে গণ্য করা হয়। তাই আমরা উপলব্ধিতেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, "আমি কে?" "আমি কোথা থেকে এলাম?" "আমি কেন এই পৃথিবি?" "পুরুষ পরে আমি কোথায় যাব?" ইত্যাদি অন্তর্দৃষ্টির অনুভব শিক্ষার্থী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই বস্তু তিনি আত্মজিজ্ঞাসায় অনুভবের করেন, তিনিই আমাদের প্রতি অনুভবের অভিজ্ঞ অর্জন করেন। অর্জুন ছিলেন একটি এমনই অনুভবের শিক্ষার্থী।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কথন-জীবনের অনুভব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুভবে পাঠানো করে দেবার জন্যই এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তা সত্ত্বেও আমরা আমার অনুভূতিহীনতা অনুভবের মধ্যে যেমন আমাদের অভিজ্ঞ যেমনই আমাদের-রূপ পৃথিবীতে উপলব্ধি করে নিজের অনুভব সম্বন্ধে অবগত হন, এবং এমন অনুভবের অন্যান্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টির পরিবেশেন। আমাদেরকে নিজে অর্জুনের আমাদের প্রতিনিধির রূপে করে রেখেছে, কিন্তু আমাদের আমাদের, বিশেষ করে অনুভবের প্রতি তাঁর অকপট মনোভাব। তাই তিনি তাঁর বন্ধু অর্জুনকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করে অন্তর্দৃষ্টির আমাদের অনুভবের আমাদের-রূপ পাঠ করে গেছেন।

অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহচর, তাই তার জন্যেও আমাদের তাঁকে স্পর্শ করতে পারেন না, কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তিনি আত্মজিজ্ঞাসায় অনুভবের হয়ে পড়েছেন যারা তিনি তাঁর সেই সত্যিকার আমার থেকে নিজের পাঠানোর

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] হয়ে [illegible] বলা হয়েছে, এবং [illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] উপাদান-উপাদান [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] জীবনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

জগৎদর্শনের দিক, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই সব কিছুই আলাদা করা হয়েছে। এই পরিভাষিক অর্থে দিক, জীব, জড় প্রকৃতি ও কাল হচ্ছে নিত্য। প্রকৃতির অভিব্যক্তিগুলি অনিত্য হতে পারে, কিন্তু তা নিত্য নয়। কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে, জড় প্রকৃতির সবকিছু নিত্য, কিন্তু জগৎদর্শনের দৃষ্টি বা দৃষ্টিকোণ দৃষ্টি তা জীবের মতো নয়। প্রকৃতির সবকিছু জীবের [illegible], [illegible] তা নয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] করতে পারেননি। কারণ প্রকৃতির ধারা চেতনা সমস্যার কারণ, [illegible] আত্মাকে জানার সম্পর্কে কোনো ভাবে বাধা করা যায় না। অন্যদিকে পাপের উৎপত্তির এবং তিনি কারণ প্রকৃতির কারণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। আর, আত্মাকে জানাবের পূর্ণ জ্ঞান কেবল তিনিই লাভ করতে পারেন। আত্মাদের চেতনা বাধা কারণ প্রকৃতির প্রভাবে কলুষিত হয়ে থাকে। আর, অন্যপ্রসঙ্গে মানবের জন্মদান আত্মাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তুতে আত্মাদের চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হলে আত্মাদের আত্মার অন্তরে অন্তর্যামী হয়ে ওঠে এবং তখন আত্মাদের সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি অন্তরাত্মার ইচ্ছানুসারে সাধিত হয়, ফলে আত্মা সুখী হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হে, কখনো বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে হলে আত্মাদের সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি লাভ করতে হবে। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে কর্মফলকে পবিত্র করা। এই পবিত্র করেই ছাড়ি। প্রশ্নটি প্রকৃতই হবে যে কর্ম করা হয়, আত্মাদের প্রকৃতির কারণে সাধারণ কর্ম পাপে আর হয়ে পারে, কিন্তু এই কর্মটির কোনো প্রকার কলুষতা কারণকে স্পর্শ করতে পারে না। অন্তরাত্মার কারণের চেয়ে একজন পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে কারণের পারে যে, তিনি সকলের মধ্যেকার আত্মাকে অনেকটা বলা করে হয়েছেন, কিন্তু সেটি ভাব নিশ্চিত। যে পুরুষে পারে যে, অন্যপ্রকার কিনার অন্তরাত্মার কর্মবিধান কর্মপ্রবৃত্তি চেতনা বা অন্তরে বলা কলুষিত হয় না। সেটি সম্ভব ভিন্নকারীর। তবে আত্মাদের বলা প্রশ্ন উঠিল যে, আত্মাদের চেতনা কখন কলুষিত এবং তাই প্রকৃতিদোষে কারণ কারণে আত্মাদের চেতনাকে কলুষমুক্ত করতে হবে।

আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের কলুষিত অবস্থা, কারণ আত্মাদের সেটি অবস্থাকে পাপ হয়ে পড়ে। এই পাপ আত্মার আত্মাদের চেতনা বিকৃত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে আত্মার মনে হয় যে, কর্ম পদার্থ থেকে আত্মার উদ্ভব হয়েছে। এটি ভাব আত্মার। যে মনুষ্য তার সোনার উদ্ভব হয়, সে কখনও তার স্বভাব জানতে পারে না। অন্যদিকে কলুষপ্রবৃত্তির কারণেই, তার মনুষ্য তার চেতনাকে আবিষ্কার করে তার স্বভাব উপলব্ধি করতে পারে। অন্যদিকে কর্ম থেকে এই জন্য পাপ করার জন্যই আত্মার নিজেকে সেই অবস্থায় উপলব্ধির কারণেই। সেজন্যবুদ্ধি থেকে আত্মাকে মুক্তিলাভ করতে হবে, আত্মাকেবলিতে সেটিই প্রকৃতির কর্তব্য। এই তার বন্ধন থেকে যে মুক্ত হবে তার, তাকে প্রকৃত কলুষে হবে যে, তার প্রকৃত স্বভাব তার কর্ম সেটি নয়। মুক্তির অর্থই হচ্ছে কর্ম চেতনা থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীঈশ্বরপ্রসঙ্গের মুক্তির অর্থ বলেন কারণ কারণে বলা হয়েছে, মুক্তিপ্রক্রিয়াবাদের কারণের কারণটি—মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই কর্ম কলুষের কলুষিত চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে পাপ চেতনার জন্য আত্মাদের হওয়া।

কলুষপ্রবৃত্তিরূপ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ এই পবিত্র পথ চেতনার জন্য আত্মাদের হওয়ার কথা কারণে এবং তাই আমরা দেখতে পাই যে, কলুষপ্রবৃত্তির কোন পবিত্র ঈশ্বরের কর্মকারণ নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে, জীব চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছে কি না। পবিত্র বা বিশুদ্ধ চেতনা লাভের কোনো কলুষপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ কলুষমুক্ত কর্ম করা। এই হচ্ছে বিশুদ্ধ চেতনার মর্মার্থ। আমরা যেহেতু কলুষপ্রবৃত্তি কর্মফলের আত্মা, তাই আমরা চেতনা, কিন্তু কারণ প্রকৃতির পরিবর্তে আমাদের কারণ প্রকৃতির কিন্তুটি কারণের দ্বারা আমাদের চেতনা প্রভাবিত হয়ে পারে। কিন্তু কারণের যেহেতু পরমেশ্বর, তাই তিনি কখনই এর দ্বারা প্রভাবিত হন না। কুল কারণ জীব ও কারণের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য।

এই চেতনা কারণে কি বোঝায়? এই চেতনা হচ্ছে "আমি আমি।" চেতনার আমি কি? কলুষিত চেতনায় এই আমি হচ্ছে, "আমি রাম পরম কারণের অধিকারী। আমি রাম বোঝা।" এই কারণ প্রতিনিয়তই আবর্তিত হচ্ছে, কারণ প্রকৃতিগত জীবসত্তা মনে করে যে, সে হচ্ছে এই কায় কারণের সৃষ্টি ও অধিকারী। কায় চেতনায় দুটি কারণ হয়। কায় একটির কারণের জীব মনে করে যে হচ্ছে সৃষ্টি এবং অন্যটির চেতনায় সে মনে করে যে হচ্ছে ভোক্তা। কিন্তু বস্তুপ্রকৃতি পরমেশ্বর কারণেই হচ্ছেন কর্ম কিন্তুর স্রষ্টা ও ভোক্তা, কারণ জীব কারণের কর্মফলের অধিকারী মনে হলেও কারণ সে সৃষ্টির নয়, ভোক্তারও নয়, সে হচ্ছে পরিচালক। সে হচ্ছে দৃষ্টি ও ভোক্তা। ঈশ্বরপ্রকাশের কথা বোঝে পারে, একটি বস্তুর একটি স্থানে সেখান সমস্যা পরিবর্তনের পরিবর্তনের কারণে, ঠিক তেমনই কারণের মনে হওয়ার কারণে জীবের কর্মফল হচ্ছে কারণের কাজের পরিবর্তনের কারণে। হাত, পা, চোখ, মুখ আদি হচ্ছে দেহের অঙ্গ, কিন্তু কারণ কর্মটি ভোক্তা নয়। ভোক্তা হচ্ছে জিভ, একটি পরমেশ্বরের কাজ করে ঈশ্বরকে ভোগ করতে সাহায্য করে। যেমন না দেহকে যখন কারণ নিয়ে হয়ে, হাত খাদ্য পরিবেশ করে, পায়ে দৃঢ়তা করে। এখানে সমস্ত দেহটি ঈশ্বরকে ভোগ করতে সাহায্যের করে, কারণ ঈশ্বর দুটি হলে সমস্ত দেহ পুষ্টি হয়। তাই যদি কিন্তু ঈশ্বরকে দেখতে হয় এবং তার কাজে সমস্ত দেহ পবিত্র ও পরিচিত হয়। পাপের দোষগুলি কখন নিজে দেখতে সমস্ত পরিবর্তনের জন্য দেখতে হয়, ঈশ্বরকে পাপ নিজে দেখতে দেখতে আত্মা দেখতে হয়, ঠিক তেমনই পাপের সৃষ্টি ও পাপের ভোক্তা কারণকারণের দুটিকারণে ও ভোগের অর্থে পরমেশ্বরের কারণটি আমাদের কারণে। একজনের জীবকে পুষ্টি করার ফলেই আমাদের অধিকারের উদ্দেশ্য সফল হয়। যদি হচ্ছের পরিবর্তন মনে করে, ঈশ্বরকে না নিয়ে সে নিজেই কর কিন্তু পারে, তা হলে কারণে

নিজের মধ্যে রাখে। তিনি যেমনটি জীবন যাপি করে থাকে, অন্যান্যদের কাছ থেকে সে নিজেকে পৃথক রাখে, তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে না। অন্যদিকে পৃথিবীকে এবং বিভিন্ন মানুষকে ভালোবাসে, তার সমস্ত জীবন তাদের জন্য সমর্পণ। অন্যদিকে সমাধানের পক্ষে জানাতে জীবন তার অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ উপলব্ধি, কারণে পারে এবং তার অন্তরে সে অসীম উপলব্ধির অধিকারী পারে। অন্যদিকের সাথে জীবনের সম্পর্ক হচ্ছে সমু ও ভূমার সম্পর্ক। সমু যদি সম্পূর্ণভাবে সমুই হয়, তাহে ভূমার সমুই হয়। সেই কারণ, পাশ্চাত্যের উপলব্ধিতে সমুই সত্য বিচিত। অধিক পৃথিবীকে মানুষের প্রকৃতি এবং তার অন্তর উপলব্ধিতে প্রকৃতির জীবনের অভাব আছে, কেন না অন্যদিকে অন্যদের পৃথিবীকে পাশ্চাত্যের অন্যান্যের মধ্যে সেই একটি প্রকৃতির বিকাশ।

পুনরায়, অন্যান্যদীয়দের আমরা দেখতে পাই যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞানবাদি জীবনধারা, বিভিন্ন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্ম—এই সব মিলেই পূর্ণ সত্য বিভিন্নির, এবং সব কিছুরই আলোচনা একমাত্র আমরা করা যাবে। এভাবেই এক দেশে মিলেই পূর্ণ সত্যে সত্য গঠিত হয়। এই পূর্ণ সত্যকে বলা হয় পরমাত্মা। এই পূর্ণ সত্য ও পূর্ণ পরমাত্মার অভাব পূর্ণ পুরুষোত্তম অন্যান্য জীবনুক। তিনিই বিভিন্ন শক্তির মূলে সমস্ত কিছুরই অধিষ্ঠানরূপে আছে আছেন। তিনিই হচ্ছেন পরমাত্মাস্বরূপ পূর্ণ।

গীতাতে এই কথাই বলা হয়েছে যে, নির্গুণের ব্রহ্মের হচ্ছে পূর্ণ সত্য পুরুষোত্তম অধীন (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্))। নির্গুণের ব্রহ্মের আমরা নির্ণয় করেছি ব্রহ্মসূত্রের কথা হয়েছে যে, নির্গুণের ব্রহ্ম হচ্ছে পূর্ণবিশিষ্ট মাত্র। নির্গুণের ব্রহ্ম হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম অন্যান্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাই, নির্গুণের ব্রহ্ম হচ্ছে পূর্ণ পরমাত্মার অন্যান্যপূর্ণ উপলব্ধি এবং পরমাত্মার স্বরূপের সেই প্রকাশ। অন্যান্যদীয়রা পরমাত্মা আমাদের দেখা যায় যে, পরমাত্মা উপলব্ধির অন্যান্যের পূর্ণ উপলব্ধি নয়। কারণ পরমাত্মা হচ্ছে অন্যান্যের আংশিক প্রকাশ। অন্যান্যদীয়দের আমরা আমাদের পাই যে, পুরুষোত্তম অন্যান্য হচ্ছেন নির্গুণের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উভয়েরই উর্ধ্বে পরমাত্মা। অন্যান্য হচ্ছেন পরিপূর্ণতম নিত্য। প্রকৃতপক্ষেই তাদেরই বলা হয়েছে—ক্ষিতৌ পরমাত্মা ব্রহ্মণ পরিপূর্ণতমনিত্যে-অন্তর্যামিপরিপূর্ণতম পরিপূর্ণতমস্বরূপে। "পরমেশ্বর জীবনুক্ত যা যেমনিই হচ্ছেন পরিপূর্ণতমের কারণ, অন্যদিকে তাঁরই যেমনিই এবং সব, তিনি ও পরমাত্মার স্বরূপিতই হচ্ছেন নির্গুণের।" ব্রহ্ম-উপলব্ধি হচ্ছে জীব সব (পরমের অধীনে) নির্গুণিতের উপলব্ধি। পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে সব-জীব (অধীন স্বরূপ) সগুণের উপলব্ধি। কিন্তু পরমেশ্বর অন্যান্য জীবনুক্তের উপলব্ধি বলা হচ্ছে জীব সব, জীব ও পরমেশ্বর পরমাত্মার অন্যান্যের পূর্ণতিতে পরমাত্মা হয়।

পরমাত্মবিশ্লেষণ পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর হচ্ছেন নির্গুণিতম, তাঁর কোনো রূপ নেই, কোনো আকার নেই, কিন্তু তাঁরাই এই বিশ্বটাই পূর্ণ। তিনি হচ্ছেন পরমাত্মার নিজের পুরুষ, সমস্ত ভৌতিক পদার্থে এই কথা পুনরায় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। (কঠ উপনিষদ ২/২/১৩) যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি জীব এবং আমাদের প্রতিপন্ন করেছে, যেমনটি পরম-আত্মার পরিপূর্ণ রূপে তিনি সর্বব্যাপেক্ষা অধীন, জীবন রূপ আছে। তিনি পুরুষ, তিনি অন্যান্য এবং পরমাত্মা ও পরমাত্মার সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ হচ্ছেন তিনিই। যেমনে উপলব্ধি করা হলে তাঁর পরমাত্মার জ্ঞানের কথা কিছুই উপলব্ধি করা হয়ে যায়। তিনি কথা পূর্ণ, তিনি কখনই নির্গুণিতম হয়ে পারেন না। যদি তিনি নির্গুণিতম হন, যদি তিনি যেমন নিত্য থেকে সূক্ষ্ম হন, তাহে তিনি পূর্ণ হচ্ছেন কেমন করে। আমাদের অভিজ্ঞতায় যা আছে এবং যা আমাদের অভিজ্ঞতার অধীন, তা কখনো অন্যান্যের মধ্যে বিদ্যমান। অন্যথা তা পূর্ণতিত্ব হতে পারে না।

পরমাত্ম সম্পূর্ণ পুরুষোত্তম অন্যান্যের মধ্যে আমাদের বিপুল শক্তিশালি (পরমাত্মা শক্তিশালিনীর প্রকারে))। জীবনুক্তের শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ বিভাগের হয়, যাকে অন্যান্যদীয়রা আমরা কথা হয়েছে। এই যে শক্তিপ্রকাশের জন্য আমরা অধিক জড় বিশ্বে, পরের আমরা অধিকতর হয়েছি, এটিও সত্য। পূর্ণ, কারণ যে অভিব্যক্তি উপলব্ধি আমরা এই জড় জগৎ অধিকারের অধিকারে হয়েছে, আমরা-কর্মে অনুভূতি, আমাদের পরমাত্মাকে পরমাত্মার কারণে উদ্ভূত হয়েছে পূর্ণ সম্পদ, যা এই প্রকাশের অধিক ও প্রকাশোত্তরের জন্য অন্যান্যের। এর মধ্যে যেমন কিছুই অধিকতর নেই, আমাদের আর কিছুর পরমাত্মার নেই। এই অধিকতরের সৃষ্টির পরের পুরুষ শক্তির দ্বারা নির্গুণের নিজের পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল। নেই সময় যেন হচ্ছে যেমন, পরম পুরুষ পূর্ণ পরমাত্মার নির্গুণের এই অন্তর্যামী অধিকারীর পর হচ্ছে যায়। এখানে জীবের জন্য শুধু অল্প নিয়ে পূর্ণ এবং পরম পূর্ণ অন্যান্যকে পুরুষোত্তম উপলব্ধি অন্যান্যের সমস্ত পুরোনো-পুরুষ পরম জীবনেরই আছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্যান্যের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, যদি আমরা সব অন্যান্যের অনুপূর্ণতা অনুভব করি। অন্যান্য-অন্তর্জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ হচ্ছে যেমন এবং ভৌতিক জ্ঞান পূর্ণতিতে প্রকাশের অন্যান্যদীয়রা।

যেমনে সমস্ত আমাদের আমরা। নিশ্চয় আছে যে, যেমন পূর্ণ ও অনন্ত। যেমন পূর্ণতি, অর্থাৎ ভৌতিক অনুভূতির অনুভূতি পরের মধ্য অন্যান্যের এবং তা স্পর্শ করেছে তাকে করে পরিত্র হয়ে যায়। আমরা ভৌতিক পদার্থের কথা হচ্ছে যে, যেমনে পরের কথা হয়েছে যা পরিত্র, এমন কি যেমন স্থান যদি অপবিত্র হয়ে থাকে, তাহা যেমনের

[illegible] তাহলে [illegible] হয়ে যায়। আত্মজ্ঞানীদের এটি পরম্পরাবিরোধী উক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দৈবিক অনুশাসন বলেই এটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটি তাদের কাছে বেশি স্থূল মনেহয়েছে, যা বলা হয় না। পরবর্তী অংশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তেজের সব অবস্থা জীবদেহের সব পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং দৈবিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আত্মার এবং আত্মা থেকে বিশ্লেষণের অনুসরণ করা যায়। দৈবিক জ্ঞান সব প্রকার অবস্থা ও অভিজ্ঞতা অতীত, এবং জ্ঞানবৃদ্ধির মধ্যে সম্ভব দৈবিক জ্ঞানের সমাধান।

দৈবিক জ্ঞান নিছক পাঠকরণ হতে না। অধ্যয়ন বলতে অধ্যাপনা বা শেখানো, যা প্রতিপূর্ণ, কারণ প্রতিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যেতো ঐ সব অধ্যয়ন হতে থাকে। প্রতিদিন, অধ্যয়ন জ্ঞান অধ্যয়নের জ্ঞানবৃদ্ধিতা থেকে প্রাপ্ত করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যথা জ্ঞানলাভ এবং যা পরম-নিত্য পরম্পরাক্রমে সম্পূর্ণ অনাসক্তিবিশিষ্টভাবে প্রদান হচ্ছে। অর্জুন যখন শিষ্যত্বের জ্ঞানের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জীবের জ্ঞান আহরণ করেন, তখন তিনি তেমন কোনো অধ্যয়নের যা করে, জ্ঞানলাভের দুর্লভিত্বের বাণীকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধিতাকে আত্মিকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমরা বলতে পারি না যে, জ্ঞানবৃদ্ধিতা একটি স্থানে অবস্থা গ্রহণ করল, অন্য বাকিটা গ্রহণ করল না। জ্ঞানবৃদ্ধিতা বলটি সম্পূর্ণ অনাসক্তিবিশিষ্টভাবে যেভাবেতুমি আমার পক্ষ না নিয়ে নিজের জ্ঞানের কাজের না করলে আমাদের লাভ করতে হবে। জ্ঞানলাভ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে যা আলোচনা করেন, ঠিক সেভাবেই জ্ঞানবৃদ্ধিতার পরামর্শ নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, গীতা হচ্ছে দৈবিক জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধি। দৈবিক জ্ঞান এটি কোন জ্ঞানের জ্ঞান নয়, এর প্রবর্তক হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, যাঁর থেকে জ্ঞান হচ্ছে নিত্যজ্ঞান। আত্মাকে ঠিমন থেকে দৈবিক জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং এর প্রথম বাণী শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই। জ্ঞানলাভের দুর্লভিত্বের বাণীকে বলা হয় আত্মাবিদ্যা, অর্থাৎ জ্ঞানলাভের কথা আমাদের অনুভূতির বাইরে থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জ্ঞান, আমাদের অনুভূত প্রকৃতি প্রতিটি ধারা বস্তুবিধি—১) রূপ, ২) স্বাদ, ৩) বিশ্লেষণ, ৪) কার্যকারিতা। রূপ—আমাদের অনুভূত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর স্থূল কাজ, স্বাদ—যে আমাদের আত্মা আছে, বিশ্লেষণ—যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রেরণা করে এবং কার্যকারিতা—যে আত্মা প্রতিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচিত। এই সমস্ত প্রতি বাধার মধ্যে অনুভূত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সমস্ত জ্ঞান গ্রহণ করতে ও চালনা করতে অক্ষম।

দৈবিক জ্ঞান এই ধারণার প্রতিপূর্ণ জীবনের দ্বারা লাভ হয়নি। আমার মুক্ত জীবন একমাত্র আমাদের পরিবারে এটি আমি জানতে পারলাম, আমাদের প্রথা যেভাবে পাশ্চাত্যদেশের কাছ থেকে বেশি জ্ঞান পেয়েছিলাম, তিনি যেভাবেই জীবন সম্পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে তা নিয়েছেন। জ্ঞানলাভ হচ্ছেন পূর্ণ, কারণ প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা জীব কখনই জ্ঞানলাভের ক্ষমতার পরাজয় নেই। যদি জীব যখনই পুরিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন পুরুষে পারেন, জ্ঞানলাভী হচ্ছেন আদি ব্যক্তি—কৃষ্ণকে তিনিই পূর্ণ করেছেন এবং তিনিই হচ্ছেন এই নিত্যজ্ঞানের সমস্ত বিস্তৃত ভোক্তা। জ্ঞানবৃদ্ধিতার একজন আমাদের জ্ঞানগুরুকে প্রতিনিধিত্বের স্থানে স্থাপিত করা হয়েছে, কারণ তিনি নিত্যজ্ঞান প্রকাশের নিত্য। একজনের সাধারণ ভেবেছে পারি যে, জ্ঞানলাভী হচ্ছেন সব বিস্তৃত জ্ঞানী। যদি আমাদের জ্ঞানলাভী সত্য কথা উচিত নয়, আমরা তেমন বিস্তৃত জ্ঞানিক। জ্ঞানিক তেমন তিনিই, তিনি সব বিস্তৃ পূর্ণ করেছেন। জীবন জ্ঞান জ্ঞানের জন্য তৈরিতে হয়েছেন এবং জ্ঞানলাভ আমাদের সমস্ত অর্জুনের নিত্যতির কাজ তেমেছেন, ঠিক অর্জুনেরই আমাদের তেমন করা উচিত।

আমাদের জন্য জ্ঞানলাভ অর্জুনের নিত্যতির কাজ তেমেছেন, যা নিজেদের অধ্যয়নের কাজের হচ্ছে তার আমাদের পূরণের পূরণের উপযোগ পাবে। জ্ঞানবৃদ্ধিতাকে এর আলাদা করা হয়েছে। পুরুষোত্তমের পুরুষের প্রকারে অর্জুন ঠিক কারণ তিনি পুরুষ জ্ঞানের না। এটি তিন জীব নিজের নিয়মের। অর্জুন পাশ্চাত্যের জ্ঞানলাভের জ্ঞানের যে, তেমি পুরুষ নিজের জ্ঞানীর-পরিজ্ঞানের হচ্ছে কারণ জ্ঞানলাভের করা জীব পাবে সম্ভব নয়। , তেমেছেন্দ্রিয় কারণ তিনি এটি নিজের নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, জীব প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে জীব দেহ, এবং জীব তেমেছেন জ্ঞানীর-পরিজ্ঞান, জ্ঞানী, জ্ঞানীদের, জ্ঞানীদাতা, নিত্যজ্ঞান প্রকৃতিকে তিনি জীব জ্ঞানলাভের মধ্যে মনে করেছিলেন। যদি তিনি জীব তেমের জ্ঞানিজ্ঞানি প্রেরণার প্রেরেছিলেন। জীব এই সমস্ত প্রকৃতিজ্ঞানি পরিজ্ঞানি জ্ঞানের জ্ঞানী জ্ঞানলাভ জ্ঞানবৃদ্ধিতার নিত্যজ্ঞান জীবকে জ্ঞান করেন। এটি জ্ঞান লাভ হলে জীব প্রকৃত অর্থ জ্ঞানলাভ করতে পারবে কারণ অর্জুনি অর্জুনের জ্ঞানলাভের পরিজ্ঞানলাভ পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি বলেন, অর্জুনের বলেন তখন—"তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

এটি পুরিজ্ঞানের অনুভূত পুরুষ-তেমেছেন মধ্যের কারণে যদি কারণের জন্য আসেনি। আমাদের জ্ঞান পুরিজ্ঞানের নিয়ে জ্ঞান-জীবনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য পালনের আমাদের হচ্ছে হবে এবং একটি পরম আমার জীবন যাপনের জন্য সম্পূর্ণ জ্ঞানের হবে। আমরা দৈবিক পাশ্চ আমার-জীবনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য পালনের নির্দেশ নিয়ে, এবং আমরা দৈবিক জ্ঞানের আলোর আমার হচ্ছে জ্ঞানবৃদ্ধিতাকে। দৈবিক জ্ঞানের মধ্যেতো জ্ঞান,

পালনের জন্য নয়। তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ঐহিক জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করে নেওয়া। যেমন গরু যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন তার শাস্ত হয় না, কিন্তু মানুষ যদি তার বিপুল প্রতিভা বুদ্ধি সদ্ব্যবহার করে তাহলে গরুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, তখন সে মানুষটির নিজের কাজ করার অধিকারে অধিকারী হয়। ভগবদ্গীতাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, মানুষটির বিভিন্ন গুণ অনুসারে তিন প্রকারের কর্ম আছে বলা হয়, যথা—সত্ত্বগুণের প্রভাবে কর্ম, রজোগুণের প্রভাবে কর্ম এবং তমোগুণের প্রভাবে কর্ম। যেমনটি আমরা সচরাচর দেখতে পাই তিন প্রকারের—সত্ত্বগুণের প্রভাবে, রজোগুণের প্রভাবে, তমঃ গুণের প্রভাবে। এই সবটি পরিস্থিতিতে পড়ে তারা থাকে এবং যদি আমরা ভগবদ্গীতার এই মত বিশ্লেষণ সম্পর্কিতভাবে গ্রহণ করতে পারতাম, তা হলে আমাদের কাজ জীবন পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে এবং পরিণামে আমরা এই কাজ করার আনন্দের উপলব্ধি আমাদের পক্ষে সম্ভব উপলব্ধি হতে পারত। (এর পরের ৫ নং শ্লোকটির তাৎপর্য দেখুন ক্রম')।

এই শ্লোকে সত্ত্বগুণের কথা 'অকাশ কাজ'। যেটি নিজে শাস্ত্রের আলোকের কাজটি হচ্ছে আমাদের সত্ত্বগুণ আলোর। এই কাজ করতে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু অজ্ঞানী। তাদের উদ্দেশ্য হয়, বিষয়টাকে জন্য তারা অনুসন্ধান করে, কিছু মন চলে যায়, কখন প্রাণ হয় এবং তারপর এক সময় তারা অনুশোচনা হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে এই কাজ করাতে কর্ম, আমাদের এই যেমন, অনেক এক দৃষ্টিতে মনে অবশ্য মনে যে-যেমন বিভূতি, দৃষ্টির আলোর নিই না কেন। কিন্তু এই অজ্ঞানী কাজটের আটটি আর একটি উপাদান আছে, যার কথা আমরা কখনো পারি ঐহিক শাস্ত্রের মাধ্যমে। যেটি কাজ শাস্ত্রের, আমাদের। ঐহিক শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা কাজের পারি জীবন শাস্ত্রের, আমাদের। ভগবদ্গীতার শ্লোকের আমাদের বলা হয়েছে, ভগবান আমাদের এবং আমাদের ভগবানের অধিকারের আছে উভয় কাজে জীবনদানের আমাদের। ভগবানের সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ক রয়েছে, এবং যেহেতু ভগবানকে আমাদের বাদ, আমাদের ভগবান ও আমাদের জীব—এটাই এক, তাই ভগবদ্গীতার একমাত্র বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের আমাদের বুদ্ধি কাজের আমাদের আমাদের অধিক পুনর্জাগরিত করা। আত্মজীবনের আমরা নানা ধরনের কর্তব্য নিয়োজিত করে থাকি, কিন্তু এই সবের কর্ম পরিবর্তন করতে পারে, যদি আমরা এই সবের আত্মজ্ঞানী কর্ম সম্পর্ক করি আর পরিপ্রেক্ষ ভগবানের নির্দেশ মতো কর্মসাধন করে করি। এটাই হচ্ছে পবিত্র জীবন।

ভগবান ও জীব নিয়োজিত উভয়টি আমাদের। জীবের আমাদের। জীব যখন তার আমাদের বুদ্ধিগত জটিলতা বুদ্ধির আমাদের করে ভগবানের সঙ্গীতের আসে, তখনই

তার জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। যেহেতু সমস্ত জীব পরমেশ্বরেরই সন্তান, সেই কারণে তাদের সকলেরই প্রতি তিনি সমান করুণাময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে (১৪/৪) বলেছেন, সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ/তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনির্অহং বীজপ্রদঃ পিতা—'হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিরূপ মহদ্ব্রহ্ম তাদের জননী এবং আমিই বীজ প্রদানকারী পিতা।' অবশ্যই বিভিন্ন কর্ম অনুসারে সব প্রকারের জীব রয়েছে, কিন্তু একথা আমাদের বোঝাতে যে, তিনি সকলেরই পিতা। তাই এই পৃথিবীতে আমাদের আমাদের কাজের এই সময় পরিচয়, শুধু জীবনধারণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যাতে তারা তাদের পাশের সাধারণ অবস্থা নিয়ে যেতে আমাদের সঙ্গে উপলব্ধি শুধু সাধন করে এবং সাধারণ পাশের উপলব্ধিতে আমরা অধিকারী হতে পারে। আমাদের শুধু বিভিন্ন আবরণগুলোর আমাদের কাজে, কখনও যা তিনি তাঁর নিজের অনুসারে আমরা তাঁর দিকে পাঠাবেন, কখনও যা তাঁর অনুগামী কৃষ্ণকে যা আমাদের পাঠাবেন শুধু জীবনধারণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

তাই আমাদের কর্ম আমাদের যেমন আধ্যাত্মিক অধিকারীদের মেলাতে না। এটি হচ্ছে শুধু শাস্ত্রের আমাদের সঙ্গে পরমেশ্বরের নিয়ে শাস্ত্রের জীবনধারণের নিয়ে কর্ম। আমাদের শুধু আমাদের, আমাদের কর্ম হচ্ছে জীবনের নিয়ে কাজ। জীবনের মহানুভবতার অনুসারে শাস্ত্রটির আমাদের আমাদের, "আমি যেমন তেমন তেমনি এবং যেমন তেমনি।" তাই যখন আমরা আমাদের আমাদের কাজ করি, জীবনের মহানুভবতাকে নির্দেশনুসারে আমাদের মধ্যে রাখতে হবে যে, এটি আমার আমি তেমনি এবং আমি তেমনি।

সর্বদিন আমাদের কর্ম আমাদের আমাদের আমাদের না বুঝি, আমাদের কর্ম ঠিক না নয়। কর্ম করতে আমাদের যেমন নিয়োজিত যেমনটা, এবং এই নিয়োজিত পরিবর্তন হয়ে পারে। যেমন নিজের শাস্ত্রের প্রতি আমাদের নিজের আমাদের পারে, এবং যে এই নিয়োজিত পরিবর্তন করে আমি কিন্তু প্রকাশ করতেও পারে। কিন্তু আমাদের কর্ম আমাদের যেটি আমি আমাদের যেমনের, যা পরিবর্তন হয়ে পারে না। যেমন, আমি যেমনে আমি আমাদের কর্মটি আমি দেখতে আমি না, আমাদের যেমনে যেমন আমি ও আমাদেরকে আমি দেখতে আমি না, যেমনটি আমাদের জীবনের আমাদের বুদ্ধি জীবনের থেকে আলাদা করে যায় না। জীবনের আমি আমাদের কর্ম কখনোকখনো জড়িয়ে পারে। সুতরাং যখন আমরা কিনাকম আমাদের কথা বলি, তখন জীবনের মহানুভবতাকে যেমনটা আমি যেমনে নিয়ে হয়ে যে, এর যেমন আমি-আমি নেই। আমি যেমন আমি নেই, আমি নেই, যেটি কর্ম কখনটি আধ্যাত্মিক হয়ে পারে না। এটি কর্ম সমস্ত জীবনের কর্ম, তাই তাদের কখনটি যেমন জীবনে আমার জীবনে হবে তার না। এরপর

কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ রাখার হয়ে না। কিন্তু মনুষ্য বিশ্ব সম্প্রদায়ভিত্তিক কোন মনে করে যে, 'আমার ধর্মই' একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্ম, কিন্তু এটি সত্যের পূর্ণাঙ্গরূপে অর্থাৎ ও বিশ্বের পূর্ণাঙ্গরূপে অবস্থান করছে। আমরা সকল আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই যথেষ্ট সমর্থনের বিজ্ঞান আছি, কারণ দেখি যে এটি ধর্ম পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ধর্ম—শুধু তাই নয়, এটি ধর্ম সমস্ত সিদ্ধান্তগুলোর প্রতিটি জীবের ধর্ম।

অবশ্যই অনেকেরই মুসলমান ইসলাম পৃথিবীর ইতিহাসের সম্পর্কিতে কোন ফাকতে পারে, কিন্তু আমরা যদিও মুসলমানের কোন ইসলাম নেই, কারণ আমরা ধর্ম আমাদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত দেখে ইসলামই অধিক। জীব সম্বন্ধেও পাওয়া বলা হয়েছে যে, সে অন্য-মুসলমান অধীন। মুসলমানদিগকে বলা হয়েছে যে, জীবের অন্য নেই, মৃত্যু নেই। সে শাস্ত্র ও অধিকাংশ এবং তার সেবের মৃত্যু হলেও তার কখনই মৃত্যু হয় না। আমাদের ধর্ম আমাদের যে ধর্ম দেখাবে, তা আমাদের মুসলমান হয়ে ধর্ম-সম্পর্কিত বাস্তুর অনেকে হয়েছে। ধর্ম আমাদের দেখাবার যে অপরিহার্য অবস্থানে কোন বিশ্বের বাকে অবস্থিতভাবে অধিক থাকে। যেমন, হাত ও আমাদের এই দুটি হাত আমাদের সঙ্গে অবস্থিতভাবে অধিক। কখন ও আমাদের মধ্যে আমাদের কোন প্রকার প্রকাশ হতে পারে না। যেমনটি, জীবের অপরিহার্য কাজ কি? জীবের অধিকারের প্রকাশ কিভাবে হয়? তার নিজ পরিচিতে যা তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমান তা কি? তার এটি নিজ সত্তা হচ্ছে তার শাস্ত্রের অপরিবর্তনীয়, এবং এই শাস্ত্রের অপরিবর্তনীয়তাই হচ্ছে তার অপরাধ ধর্ম।

অবশ্যই যেমনটি বলা জীবগোস্বামী মহাপ্রভুগণ জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বলেন, তখন জীবগোস্বামী মহাপ্রভু বলেন, "জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।" পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যদাসত্বই হচ্ছে জীবের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য। জীবগোস্বামীর এই ঘোষিত বিজ্ঞান যদি আমরা মানি, যা হলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, প্রতিটি জীবের পরিবর্তন কারণে না কারণে যেমনই থাকে। এখানে অবশ্যই দেখা করতে আমাদেরই জীব জীবিতকে উপলব্ধি করতে। শিশুকালের শাস্ত্র কৃষ্ণ যেমনটির মনুষ্য দেখা করে, ঠিক তেমনটির মনুষ্যের দেখা করে। মনুষ্যের দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, 'ক' মনুষ্যের 'ক' দেখা করছে, 'খ' মনুষ্যের 'খ' দেখা করছে, আবার 'গ' দেখা করছে 'গ' মনুষ্যের। এখানে সবাইকেই কারণ না কারণ কোনও কারণ হচ্ছে। এই পরিবেশে আমরা দেখতে পাই, শম্ভু মনুষ্যের দেখা করছে, যা সম্প্রদায়ের দেখা করছে, স্ত্রী স্বামীর দেখা করছে, স্বামী স্ত্রীর দেখা করছে ইত্যাদি। এখানে দেখিয়ে আমরা দেখা যাচ্ছে যে, জীবগুলোর সম্পর্কে দেখাশুনার আমরা দেখা

অবশ্যই এই। আমাদিগকে আমাদের কাছে আমরা নানা প্রতিক্রিয়াই প্রতিটি আমরা দেখার আমরা দেখাবার চেষ্টা করে থাকে। যেমনিভাবে আমি মনে করে যে, আমাদিগকে সম্প্রদায়ের খুব ভাল দেখা করতে পারবে, আমি আমার আমার মুসলমান দেখি আমার নিজে দেখ। দেখাবার পরিবারের দেখা করে এবং শিল্পী পরিবার সম্প্রদায়ের দেখা করে। পরিবার সম্প্রদায় আবার পরিবারের দেখা করে এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিজ জীবনের নিজে আমার অনুযায়ী কাজ ও সমাজের দেখা করে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কোন জীবটি কখন কোন জীবনের দেখা না করে থাকতে পারে না। এর দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দেখা হচ্ছে জীবের সার্বজনীন বাণী এবং দেখাবাণীই হচ্ছে জীবের শাস্ত্রের ধর্ম।

অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান দেখা কাজ-কাজ অনুসারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে ইতিহাসের যুক্ত করার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে পারে। এই কারণের সার্বজনীন কখনই সম্প্রদায় ধর্ম নয়। কোন হিন্দু তার বিশ্বাস পরিবর্তন করে মুসলমান হয়ে পারে কখনও কোন মুসলমান তার ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু হয়ে পারে, কিংবা কোনো খ্রিস্টান তার বিশ্বাস পালটাতে পারে। কিন্তু এই ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তন হলেও, আমাদের দেখা করছে যে শাস্ত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী আছে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে কোন ধর্মাবলম্বীই কেন না কেন, মনুষ্য প্রতিনিয়তই অবশ্যই দেখা করে থাকে। আমি যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের সম্প্রদায়ের কথা এবং আমাদের অধিকাংশ আমার ধর্ম এক নয়। দেখা করাটি হচ্ছে আমার ধর্ম।

আরেকটিই, অবশ্যেষের আছে আছে যে সম্পর্ক হচ্ছে দেখা করার সম্পর্ক। পরস্পরের হচ্ছেন পরস্পর দেখার এবং আমরা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা। ঈশ্বরই আমাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদেরকে পাঠাই করার জন্য আমরা যদি কখনই তার দেখা করতে পারি, তাহলেই আমরা সুখী হতে পারি। এ ছাড়া আর কোনভাবেই সুখী হওয়ার আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে পরিবেশে দেখা করে দেখেন কখনোই সুখী হতে পারে না, আমাদের দেখার আমাদের দেখা এ করে সুখী হতে পারি না।

বিভিন্ন দেশ-দেশীয় পূজা করা বা জীবের দেখা করা অবশ্যপরিবারে অনুষ্ঠানের বলা হয়েছে। অনুষ্ঠান অবশ্যের নিম্নোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে—

> কায়েনবাচামনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনাবানুসৃতস্বভাবাৎ ।
> করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥

"সত্ত্ব-আদিতে সমান-ধর্মের দ্বারা যাদের লক্ষণ করেছেন হয়েছে, তারা যাদের দীপ্ত তখন অনুগামী এবং পুরুষের বিশেষ নিয়তিটি পালন করে বিভিন্ন দেব-দেবীদের পালনের হয়।" এখানে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে যে, যারা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যেন সাধারণতঃ ব্যক্তি-বিশেষের বাধ্য হোয়ায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'স্বর্গ' হচ্ছে পরম আনন্দ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের নিধান, সমস্ত আনন্দের আধার। আমরা সকলেই আনন্দের অভিলাষী। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ (বেদান্তসূত্র ১/১/১২)। ভগবানের আনন্দ ছাড়া অন্য কোন জীব নিজেদের এবং অন্যদের যে সকলেই আনন্দের অনুসন্ধান করে। ভগবান সর্বজ্ঞময়, তিনি সমস্ত আনন্দের আধার, তাই জীব সকল তাদেরকেই ভগবান বলেছেন ভগবানের সেবাপরায়ণ হয়ে জীব পরিচিত থাকে, তখন তার নিজেরই নিজ স্বরূপ যে অনুভব করতে পারে।

ভগবান এই প্রকৃতিজাত অবস্থাকে যখন জীব আনন্দময় কৃষ্ণভাব-জীবন প্রকাশ করেন। এই কৃষ্ণভাব-জীবন হচ্ছে আনন্দের চরম প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃষ্ণভাবে থাকেন, তখন সেখানে জ্ঞানের প্রকাশের অভাব, যোগ-প্রক্রিয়ারও অভাব, কৃষ্ণভক্তদেরকে অন্য এবং প্রকৃতির অন্য জীব যারা জীব নিজে হচ্ছে নিত্য আনন্দে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণভাবের প্রকৃতি জীবেই কৃষ্ণভাব হোল, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছুই জীবন্ত করতে না। তিনি যে সব কিছুর পালন করেন, জীব পালনের আনন্দময়ীই যে সেই পালনটি এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করাটা যে নিরর্থক শিক্ষাদেবেন, তা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি জীব নিজে সব মহাপ্রকাশের ঈশ্বরের পূজা করা থেকে নিবৃত্ত করেন। আবার তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন যেখানেছিলেন যে, অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করলেও তেমন সমস্যা নেই কারণের। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করাটি প্রকৃতির একমাত্র কর্তব্য, যখন জীব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান-ধাম নিজে যাওয়া।

ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আসল ভগবান-স্বরূপের পরিচয় করে বলা হয়েছে—

> যঃ ক্ষরং অতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
> অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

"আমার পরম ধাম ক্ষুদ্র, অক্ষর অথবা চিন্ময়ত্বের আনন্দময়ের দ্বারা আনন্দিত নয়। সেখানে একমাত্র সেবিত্রের অন্য এই ক্ষুদ্র জগতের নিত্য আনন্দের হয় না।"

এই শ্লোকে সেই চিন্ময়ের অতীতের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। অক্ষরের পরপারে আমাদের একটি ক্ষুদ্র-জাগতিক পরিচয় আছে। এই ক্ষুদ্র আমাদের কথা বলতেই আমরা জানি, অন্য সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র আদির কথা আমরা সেখানেই মনে আনে। কিন্তু এই শ্লোকে জানানো হয়েছে যে, নিত্য আনন্দময়ে আমাদের পরিচয় কারণ সূর্য, চন্দ্র, আদি অথবা কোন ত্রিভুবনের আনন্দে প্রকাশিত হয় না, কারণ সেই আনন্দ নিত্য প্রকাশেরই দ্বারা আনন্দিত। এই প্রকাশেরই হচ্ছে ভগবানের সেবাপরায়ণ বৃত্তিটিই। অন্যান্য প্রকাশের সেবাপরায়ণ বৃত্তিটি অন্য কারণে অন্য কিছুই বৃত্তি নয়। ভগবানের নিত্য আনন্দে নাম সেবাপরায়ণ। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) এই সেবাপরায়ণ বৃত্তি সুন্দর বিকাশ আছে—সেবয়ৈব হি নিত্যমনিরুদ্ধমিহাত্মনঃ। ভগবান চিন্ময়ানন্দী জীব আমাদের সেবাপরায়ণ আছেন, তবু এই জগতে সেবেরও জীব পরিপালনী হয়ে যায় এবং এই জগতে ভগবান জীব প্রকৃত পরিচালনার জন্য নিজে অবতীর্ণ হন। তিনি স্বয়ং জীব এই রূপ নিজে প্রকাশিত হন, তখন আর জীব রূপ নিজে ভগবান-ভগবান আমার সেবা প্রয়োজনীয়তা আমাদের থাকে না। এই আমাদের ভগবান-ভগবান সেবার অনুভবের নিজের কারণের জন্য তিনি জীব স্বরূপে অবতীর্ণ হন এবং জীবের স্বরূপগুলির রূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণলীলাকার অবতারিলাম্বের সেবাপরায় জীবের নিজের সাথে যা এবং জীবের স্বরূপের অনুভূতি বাদ আর কারে নিজেরা পারে। ভগবান স্বয়ংরূপের অবতারে আমরা একমাত্রের রূপ নিয়ে আসেন এবং আমাদের সাথে লীলাখেলা করেন, কিন্তু তাই বলে জীবের আমাদের মধ্যে একমাত্র বলে আর কথা বলা উচিত নয়। জীব আমরা পরিচয় রাখতে তিনি জীব স্বরূপের রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসেন এবং জীব লীলা প্রকাশ করেন। জীব আপন আমার সেবাপরায় কৃষ্ণভাবে জীব যে লীলা, এই লীলা জীবেই অভিজ্ঞান।

নিম্ন আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানিদের আলোচনা হয় থাকে। এই ব্রহ্মজ্ঞানী নিশ্চিত হচ্ছে পরম ধাম কৃষ্ণভাবের থেকে এবং ক্ষুদ্র পার্থক্য দ্বারা বর্তমান মন যেটি সকল আনন্দময় আনন্দময়ের নিজের রূপ সেটি ব্রহ্মজ্ঞানিদেরই আনন্দে। ভগবান বলেছেন—
> ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
> শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

যে একমাত্র সেটি আমাদের স্বরূপের, তাহলে আর এই ক্ষুদ্র আমাদের সেবে আসতে হয় না। এই ক্ষুদ্র-জাগতিক আমাদের, নিজের কথা ভেবেই নিন্দে, যদি অনুভূত সমাধিতে উঠেন যে ব্রহ্মজ্ঞানের আছে সেখানের ধাম, আর সেখানে যে, সেখানের একমাত্রের আছে কাম, ক্রোধ, আর ও আদির হাত থেকে নিষ্কৃত সেটি। এই ক্ষুদ্র জগতের সেবা প্রয়োজনের পরেই এই চারটি ক্ষুদ্র নিয়মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্য নয়।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং এর থেকে অন্য যেসব গ্রন্থ রচনা করেছে, কিন্তু যে-সকল গ্রন্থেই আমরা দীক্ষা করানোর পদ্ধতির উপরে থেকে পাই না। অথচাদ্য গ্রন্থে থেকে হয়ে তার জন্য একটি পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতির উল্লেখ আছে যে—যাদি সেবাদাস সেবায় নিযুক্ত যাদি নিযুক্তদাস। আমাদের গ্রন্থসমূহে সাধনের জন্য কোন পদ্ধতি বাস্তবের প্রয়োজন হয় না। গীতাতে আপনাদের আলোচনা—যাদি সেবাদাস সেবায়। তবে, পূর্ব যাদি দীক্ষাকালের প্রয়োজন কখন হয় অর্থাৎ। প্রয়োজনীয় বিধিটি পালনে কাল করা হয়েছে—অধিবাস (দীক্ষা), ফুলশয্যা (মন্ত্র) ও পাদপ্রক্ষালন (শিষ্য)। পুস্তিকাটি ফুলশয্যার অধ্যায়। ভক্তিরত্নাকর থেকে আমরা জানতে পারি, কিভাবে আমরা সেখানের যে অর্থাৎ যাদি আমার অধিবাস থেকে পারি—যাদি সেবাদাস সেবায়। কোন বিশেষ গ্রন্থের বিশেষ সেবাদাসে পূজা করাবার সেই গ্রন্থ আমরা পাই। কোন পুস্তিকাতে পূজা করলে পুস্তিকাতে আমরা পাই। গ্রন্থসমূহে পূজা করলে গ্রন্থসমূহে আমরা পাই। এভাবে যে-কোন উপায়ে গ্রন্থসমূহেই পাওয়া যায়।

কিন্তু ভক্তিরত্নাকর এই জন্য জানাচ্ছে কোন গ্রন্থসমূহে থেকে উপদেশ দিচ্ছে না, আমরা জন্য সাধারণের আচার্যদের প্রকাশের কোন স্বভাবে যাদি শ্রীগুরুর হাতে গ্রহিল হওয়ার পরে ধরণ করে (আর জানাবি সেই যা দীক্ষাতে) তোমার জন্য, দুঃখ, ভয় ও যাদি জন্য-জন্মান্তরের দুঃখ থেকে সেখানের নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি সেই পাপ কোন কৃষ্ণদাসের নিকট নিজের আমাদের জন্য কোন থেকে যায়, তা হলে আমরা সেখানে এই সব জন্য-জন্মান্তরের দুঃখ কোন জন্মে হয় না। নিজের আমাদের যে সমস্ত প্রয়োজন আছে, তার সবে আচার্যপূর্বী হচ্ছে, তোমাদের দুঃখনাশ, তোমাদের পরমাত্মা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ আছেন। ভক্তিরত্নাকরীয়ে এই সব বিভিন্ন নির্দেশনাবলীর আলোচনা করা হয়েছে এবং জন্য জন্মাবার পরে থেকে দুঃখ হতে নিজেদের সেই নিজের আমাদের নিয়ে নিয়ে জন্মগুলি আমাদের শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করা যায়, তার নির্দেশিত দেওয়া হয়েছে।

ভক্তিরত্নাকরীয়ের পরিশেষে আমাদের এই জন্য জন্মাবার প্রকৃত কারণের বর্ণনা করা করা হয়েছে—

> ইতিবৃত্তমনেনাস্মাকং ভবতামেতত্ ।
> ভক্তানাং কথা শ্রবণং ভক্তা যেন ও যেনাপি ॥

"ইতিবৃত্ত ও আমাদের ভক্তিরত্নাকর একটি আমার পাশে রয়েছে। ভক্তিরত্নাকর হচ্ছে এর পাশে। যে এই পাঠ্যটিকে আছে, সে যেখানে পুস্তিকাকে ভক্তিরত্নাকর।" এখানে জন্য জন্মাবার কথা হয়েছে, ইতিবৃত্ত ও আমাদের ভক্তিরত্নাকর একটি আমার পাশে

আছে। আমাদের পাশের পাশে আছে ভক্তিরত্নাকর একটি এবং তার মূল আছে ইতিবৃত্তটি। কিন্তু আমরা যখন জন্মগ্রহণের সময়ে পিছিয়ে যেতে থাকব তখিনিক যেতে, তখন দেখতে পাই তার মূল ইতিবৃত্তটি একটি, তার পাশে আছেবৃত্তটি। সেই কারণে, এই সব কথাগুলি হচ্ছে আমাদের জন্মগ্রহণের তাত্ত্বিক। তাত্ত্বিকের কোন প্রয়োজন নেই, যে শুধু একটি হয়ে যায়। কিন্তু এই হয়ে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত বস্তু হচ্ছে। সমস্তুটিতে জন্ম নেই, কিন্তু ভক্তিরত্নাকর জন্মগ্রহণ আমরা ইঙ্গিত পাই যে, জন্ম কাল একটি পরাধর্ম আছে। তার জন্মগ্রহণ কোনটি কাল নেই, আকাশ নেই, কিন্তু প্রকৃত আমাদের, পারমার্থিক জগতের পরমাত্মা জন্মগ্রহণ করেছে।

ভক্তিরত্নাকরীয়ে উল্লিখিত যে, শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ আমরা উপদেশ জন্মগ্রহণ করতে পারি (ভক্তি রত্নাকর ১৪/৫)—

> ইত্যেবমেতাং জিজ্ঞাসমানাং
> অনুগ্রহার্থং নিগমৈরুদারৈঃ ।
> অধিগ্রহীতুং কৃপয়াবতীর্ণঃ
> পরিপ্রচ্ছতুরাদরাদ্ ভবান্ ॥

সেই শব্দ অনুসারে যা নিজে জন্মগ্রহণ যে-ই থেকে পারে, যে নিজেদের অর্থাৎ যে জেনেছেন হয়ে গেছেন। এর অর্থ কি? এই জন্য জন্মগ্রহণ পরিবারটি কিন্তু না কিন্তু হয়ে যায়। সেই জন্য জন্মগ্রহণ হয়ে, সেই জন্য পরিবারটি হয়ে, সেই জন্য ঈশ্বরবাদী হয়ে, এজন্যে পরিবারটি কিন্তু না কিন্তু হয়ে যায়। তারপরে পাওয়া আমরা এই অধিকারগুলির প্রতি আমার পাওয়া, তারপরে আমরা আমাদের যেখানে আমাদের স্থান হয়ে আছি, আমার যেখানে কোন কথাটি এই সময়ে আমার অন্য-অন্যান্যগুলির জন্য যেত। আমরা যে আমাদের কোন নেই, এই ঈশ্বরবাদীটি হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরবাদীর প্রথম যোগাযোগ। জন্য জন্মগ্রহণ যে কিছুটা অগ্রসর হয়ে আমরা আমার হয়ে পাই, তার থেকে দুঃখ হওয়াটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম কর্তব্য এবং তার ঈশ্বর হচ্ছে জন্মগ্রহণটি। অধিকার আমাদের জন্মগ্রহণের যেখানে কারণে এই বক্তব্য আমরা যেখানেই আছে পাচ্ছি। আমরা-আমাদের জন্মগ্রহণ হওয়ার কারণে আমরা জন্য প্রকৃতির উপরে অধিপত্য করতে চাই, এবং তার কারণে জন্য জন্মগ্রহণের পরিবারে আমার হয়ে পাই। যখনকার যে আমরা অধিপত্য করার এই পরিবারের সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারিনি, তখনকার আমরা জন্য পরিবার থেকে দুঃখ হয়ে জন্মগ্রহণের আবার আমাদের যেতে নিয়ে যেতে পারব না। সেই জন্মগ্রহণ-যাত্রা, যা আমাদের, সেখানে কোনো দীক্ষাটি যেতে পারবে, দীক্ষা জন্য জন্মগ্রহণের কোনো-পরিবারের জন্য পরিবারটির নয়, দীক্ষা জন্মগ্রহণের

[illegible] নিজেদের কর্মফলেই নিরয়ভিত্তি করেছেন। [illegible] প্রকারে [illegible] হয়ে [illegible] নিজে [illegible] পারে [illegible] উপনীত হন।

[illegible] (৮/২১) বলা হয়েছে—

> [illegible] ।
> [illegible] ॥

[illegible] হয়ে [illegible]। [illegible] কি এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

বৈকুণ্ঠলোকের অধিপতি তাঁর অংশ-প্রকাশ—চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ আদি রূপে তাঁর ভক্তদের সেবাদান করেন। আবার জীবদের শ্রেয়ে পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তিজন্যে, পরাভক্তি দিতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাঁরা পাঠান। সকলের শ্রেষ্ঠাই তাঁর চিন্ময়রূপে উদ্ভাসিত হন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যেখানে ভগবানের অংশরূপী বৈকুণ্ঠলোকের অধিপতি সেখানের পুরুষোত্তম ভগবানের অধিক সাক্ষ্য করার চেষ্টাতেও অবতীর্ণ করেন। ভগবান এই বিষয়ে বলেছেন, "এতে কোনও সন্দেহ নেই।" এটি সুস্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত করাতেই হবে। আমাদের পরমপুরুষ অবতীর্ণ হলে এই সত্য অবিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাদের ভগবান অর্জুনের মধ্যে বলেছেন উচিত—"তুমি যা বলেছ, তা আমি সম্পূর্ণই বিশ্বাস করি।" আমি ভগবান যখন বলেছেন যে, সুভদ্রা সখা ব্রহ্ম, পরাভক্তা বিষ্ণু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ব রূপের মধ্যে যখন সংকর্ষণী তাঁর অংশের অংশরূপে ভগবানে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, এটি কথা ক্রম সত্য বলে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সুভদ্রা সময়ে ভগবানের প্রকাশের উদ্দেশ্য দিয়ে কারণ দিয়েছে ভগবান বলে যে পরম, এবং ভগবদ্গীতায় (৬/৬) বর্ণিত হয়েছে—

> যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

"যে যেভাবে অন্তিম হয়ে শরীর ত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই সেই ভাবে ভাবযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়।" এখন, ভগবানের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, কারণ সমুদ্রে হচ্ছে ভগবানের-এর শক্তির ভাবে একটি শক্তির প্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১) ভগবানের শক্তির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে—

> বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
> অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

ভগবানের শক্তি বিভিন্ন ও অসংখ্যরূপে প্রকাশিত। আমাদের বৈদিক সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর সেই শক্তি আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু মহাজনেরা পুরি-পরিবার, তাঁদের পুত্র পুরুষ, তাঁদের সখাগণ, তাঁদের ভগবানের শক্তিতে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং এই শক্তিকে তাঁরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এই সমস্ত শক্তিই হচ্ছে বিষ্ণুশক্তির প্রকাশ, অর্থাৎ তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় শক্তি। সেই সমস্ত শক্তিকে বলা হয় পরা শক্তি বা চিৎ-শক্তি। জীবের এই চিন্ময়ী শক্তি থেকে উদ্ভূত, সেই জন্য ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি বলা হয়েছে। ভগবানের এই তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা নাম যে সমস্ত শক্তি, তাকে বলা হয় জড়া শক্তি।

এই সমস্ত শক্তি নিকৃষ্ট শক্তি এবং সেগুলি অবিদ্যার কারণ হয়ে থাকে। সুভদ্রা সখার অবতার এই জড় জগতের অবিদ্যার মধ্যে থেকে আত্মাদের নিকৃষ্ট শক্তিতে আবদ্ধ শক্তি অথবা চিন্ময় জগতের চিৎ-শক্তিকে উদ্ভাসিত হতে পারি। আমি ভগবদ্গীতায় (৬/৬) বলা হয়েছে—

> যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

"যে যেভাবে অন্তিম হয়ে শরীর ত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই সেই ভাবে ভাবযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়।"

আমাদের জীবনে আমরা যত জড়া শক্তি অনুভব চিৎ-শক্তির সম্বন্ধে আনতে পারব। এখন, আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে জড়া শক্তি থেকে চিৎ-শক্তিতে কিভাবে রূপান্তরিত করতে পারি। পরমের জানাই, চিন্তাধারা আমি যদি সকল এই আমাদের মনকে জড়া শক্তির আকর্ষণ থেকেই দেয়। আমাদের চিন্তাধারা এই, যতদিন পর্যন্তে বলা অবিদ্যা হয়ে থাকে ততদিই আমরা কিভাবে চিৎ-শক্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে পারেনি। আমরা যদি এই চিৎ-শক্তিকে আমাদের চেষ্টা, যা ভগবান-ভক্তিভাব পাল করতে চাই, তবে আমাদের দৈনিক কার্যকলাপ শরূপ নিতে হবে। অনুসারে কার্যকৃত ভগবানের সম্মান দেখাবে আমাদের তুলি-পরিবারের কারণে ভগবান দেন, পুরাণ আদি দৈনিক শাস্ত্র প্রমাণ করিয়েছেন। এই সমস্ত কার্যকে অনুসরণ করলেই হবে, একটি হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের নিকট ঐতিহাসিক বিবরণ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ১৭/১৪৭) বলা হয়েছে—

> ভগবদ্ভক্ত শ্রীবাস আদি তার গণন।
> জীবাদ্বৈত গৃহস্থ তৈলঙ্গ গৃহস্থ দেব-পুরাণ॥

পুরিবাসী জীবনের ভগবানের সাথে যাদের সম্পর্কের কথা পুরাণ দেয়ে এবং আমি তাদের জড়-জাগতিক জাগতিকতার মধ্য হয়ে থাকে। তাদের চিন্তাধারাকে আমাদের জন্য উদ্ভাবিত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাদের কে দৈনিক শাস্ত্র প্রমাণ করেছেন। এখানে তিনি দেখিয়ে তার ভাবে কাল করেন। তাদের পুরাণে তিনি তাদের বাধ্যতা করেন এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য তিনি মহাভারতের প্রমাণ করেন। এই মহাভারতে তিনি ভগবদ্গীতার বাণী প্রমাণ করেন। তাদের সমস্ত দৈনিক পরিবারের সংস্কৃতিকে দেখেছেন দেখেছেন প্রমাণ করেন। দেখেছেন-প্রকারে আমাদের কাছে তিনি তার কাছে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বলেন করেন। মহাপ্রভুর সমস্তের এই সমস্ত দৈনিক পরিবার আমাদের কাছে আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাদের ভগবান আমাদের

[illegible] [illegible] [illegible] [

"হে মহাবাহো! যেন সমস্ত পৃথিবী আমাকে যা আনল, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে, এর অনুশীলন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ও অসহনীয়, কারণ আমার মন অস্থির ও অস্থির।" (গীতা ৬/৩৩)

কিন্তু অর্জুন তখন তাঁকে বলেছিলেন—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥

"যোগীবর কৃষ্ণ! যে পদ্ধতি কৃষ্ণ সারাক্ষণ অনুশীলনের নিজের অন্তরাত্মায় আমাকে শিক্ষা করে এবং আমার অন্তরাত্মা যেমন নিরোধিত থাকে, সেই যোগপদ্ধতি আমার মতে দুষ্কর এবং সেটি হচ্ছে যোগীশ্রেষ্ঠ এবং সেটিই আমার অভিমত।" (গীতা ৬/৩৪) সুতরাং তিনি মন দমন অনুশীলনের ফল, তিনিই হচ্ছেন যোগীশ্রেষ্ঠ, তিনি হচ্ছেন পরম জ্ঞানী এবং তিনিই হচ্ছেন ধন্য ব্যক্তি। অর্জুনের অনুভূতির মাধ্যমে তাঁর বোঝানো যে, অস্থির মনের পক্ষে ধ্যানের দুষ্কর কাজটি সম্ভব হবে, কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে দুষ্কর কাজে, তবে সেই দুষ্কর কাজটাও সোজা হবেই, কিন্তু স্মরণকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সমর্থ হবেন। এখানে আমরা দেখতে পাই, তিনি অর্জুনের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনিই পারেন অর্জুনের দুঃখ দূর করতে।

আমরা সাধারণত আমাদের মন নিয়ে কাজ করি না, মন ও বুদ্ধি নিয়ে কাজ করি। বুদ্ধি, যদি মন ও বুদ্ধি অর্জুনের আমাদের মন আনে, তা হলে ইন্দ্রিয়গুলি বাসনা থেকে প্রবৃত্তিগুলো থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। তখন আত্মবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়ের কার্যগুলি অনুশীলিত থেকে যায়, কিন্তু অবস্তুবিষয় অনুসরণ পরিবর্তন হয়ে যায়। অনুশীলনের আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, বিষয়ের মন ও বুদ্ধিকে অর্জুনের আমাদের মন করতে হয়। এখানে সাধারণভাবে অর্জুনের আমাদের মন হচ্ছে অর্জুনের আমাদের অর্জুনের আমাদের যোগের অর্থাৎ বুদ্ধি। মন যদি কৃষ্ণচেতনায় নিবৃত্ত হয়, তা হলে ইন্দ্রিয়গুলি বাসনা থেকেই তাঁর থেকে নিবৃত্তিতে থাকে। এটিই হচ্ছে যোগের এবং এটি অনুশীলনের মাধ্যমে—শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণের নিয়ম পালন।

আধুনিক মানুষ নিজে পৌঁছাতে চান আমাদের পরিশ্রম করে মাধ্যমে, কিন্তু তার পরমার্থের উন্নতির জন্য যে কোন ধরন প্রস্তুতি আসেনি। পরমাত্মা-যদি পাওয়ার জন্য আমু নিয়ে আমার এখানে এসেছি, তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অর্জুনের আমাদের অর্জুনের এই সমস্যাটি পুরোপুরিভাবে অনুশীলিত করা এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬/৩৬)

অর্জুনের আমাদের অর্জুনের অর্জুনের আমাদের অর্জুনের আমাদের অর্জুনের আমাদ

এখানে জানানো হয়েছে যে, এমন কি শিশু, পরিণত ব্যক্তিগণ অথবা শুদ্ধ কিংবা মিশ্রভাবের অনুগামীগণ পরম গতি লাভ করতে পারে। আমাদের মূল লক্ষ্য করতে হবে যে বিভিন্নভাবের বুদ্ধিমত্তা-লব্ধ স্তরে স্তরে, এমন কোন কথা নেই। সাধারণ কথা হচ্ছে, যদি কেউ ভক্তিযোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবের সেবায় রতী হন এবং কৃষ্ণভাবে জীবনের পরম আনন্দ লাভ করে থাকেন, তবে তিনি অনুকূল ভাবের উদ্দীপ্ত হয়ে কৃষ্ণভাবের পরিধি লাভ করতে সক্ষম হন। যেহেতু যদি কৃষ্ণলীলার উপলব্ধিগুলিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে তার অনুশীলন করেন, তবে তিনি ঈশ্বর জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে তুলতে পারেন এবং এই কথা সুনিশ্চিত পরিচয় আমরা লাভ যে সমস্তকালগত সমস্যার উদ্ভব হয়, তার সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারেন। এই হচ্ছে কৃষ্ণলীলার মূল কথা।

উপনিষদের কথা হচ্ছে, কৃষ্ণলীলা হচ্ছে এক অনুভূত পরিচয়, যা যদি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে সন্ধান করা উচিত। গীতোপনিষদ বলেন যে পরমেশ্বর পুরুষ—কৃষ্ণলীলার নিয়ন্তাকে স্বরূপভাবে অনুসরণ করতে পারলে, যদি সত্যেই সত্য ও নিত্য থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে সত্য ও শোভাময় পরিধি হচ্ছে পরবর্তী জীবনে নিত্য কথা বর্ণনা করা যায়। (গীতা-মাহাত্ম্য ১.)

আরও একটি সূচিত হচ্ছে—

> গীতাধ্যায়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
> ঐশ্বর্য যদি ন্যূনং স্যান্নরো দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

"যেহেতু যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং আত্মার অন্তরে সত্যকারের কৃষ্ণলীলা পাঠে রত, তা হলে কৃষ্ণভাবের কল্পনায় যার অধিকারের সত্যের পাশাপাশি কল্প তাকে প্রত্যেকের কাছে না।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৬) কৃষ্ণলীলার শেষ পরিচয় (১৮/৬৬) যদি বিভিন্নভাবে কৃষ্ণভাব বলেছেন—

> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সব প্রকারের সর্বপ্রকার পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মোক্ষের মুক্ত করব। তুমি কোন ভয় করো না।" এখানে কৃষ্ণভাবের পাশাপাশি তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, কারণ তাঁর সমস্ত পরিচয় গ্রহণ করেন এবং যেহেতু অনুভূত সকল পাশাপাশি পরিচিতির থেকে তাকে রক্ষা করেন।

> কথিতং যোগিনাং গুহ্যং কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
> অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥

"অতিশিশু ভাবে তাকে অনুভূত নিয়োগে পরিচিত করতে পারে, কিন্তু যেহেতু যদি কৃষ্ণলীলার সমস্তভাবে একটি স্থানে তাকে, যা হচ্ছে তার কর্ম জীবনের প্রতিনিধি একেবারেই নিখুঁত হয়ে যায়।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৭)

> গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
> যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

এতেই কৃষ্ণলীলার যদি যদি পরম পুরুষোত্তম কৃষ্ণভাবের মুখনিঃসৃত বাণী, তবে এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজন হয় না। পরিধি ও পরিচিতিভাবে যখন নিয়ন্ত্রিতভাবে কৃষ্ণলীলার পাঠ ও জীবন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত কৃষ্ণভাবের স্বাভাবিক বিকাশ হয়। অতিশিশু কৃষ্ণভাবের যাতে প্রকাশ করেন এরই যাতে পারে যে, আমাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ কৃষ্ণলীলার পাঠ করলেই অনুভূত সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের পরমার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন, কারণ কৃষ্ণলীলার হচ্ছে যেমন পরম এবং এই গীতার স্বয়ং কৃষ্ণভাবের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। (গীতা-মাহাত্ম্য ৮)

আরও বলা হয়েছে—

> কৃষ্ণমাতুরনাদৃত্য নিষ্ফলত্বাদ্ন নির্ণয়ঃ।
> গীতাসংবাদতঃ গীতা সুগীতৈব ন সংশয়ঃ ॥

"সমস্তকে পাঠ করলে কৃষ্ণলীলাভাবের বুদ্ধি পাওয়া যায়, আর তিনি কৃষ্ণলীলার পুনঃ গীতার পাঠ করেছেন, তাঁর কথা আর কি বলবার আছে। কৃষ্ণলীলার হচ্ছে ভগবানের অনুভূতিতে, যা আমি কিন্তু কৃষ্ণভাবে জীবনের নিজেই আছে বোঝেন।" (গীতা-মাহাত্ম্য ৫) কৃষ্ণলীলার পরম পুরুষোত্তম কৃষ্ণভাবে গীতাকারের মুখনিঃসৃত, আর পক্ষে কৃষ্ণভাবের ভগবানের (যেমন উদ্ধৃত আছে উদ্ধৃত করা হয়েছে)। কৃষ্ণভাবের মুখ ও পরিচয় করে আলোচনা (যেমন পার্থক্য নেই)। তবে আমাদের এটি বুঝতে অনুভূতি হয় না যে, কৃষ্ণলীলার সমস্ত পাঠের চেয়ে বেশি।

> সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
> পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

"এই শ্রীচৈতন্যশিক্ষা মহাকাব্যটি অবিনশ্বর মহাকবিগণের এবং যা তিনি একটি বাণীর মধ্যে, এবং কাব্যের আলোকপাতে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই বাণীতে প্রেমের আবেগে। অন্যদিন যেন যোগাসনের মতো এবং জ্ঞানীজনী ও ভক্ত মহোদয়ই ভগবান্‌শ্রীচৈতন্য সেই অনুভবের পূর্ণ পাঠ করে থাকেন।" (শ্রীচৈতন্যমহাকাব্য ৯)

এবং পাঠ্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্)
এবং যোগে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্) এবং।
নানা মহাকাব্য বাণীনি যদি
সর্বোপাধ্যা ভবা (শ্রীকৃষ্ণ যোগ) ॥

(শ্রীচৈতন্যমহাকাব্য ৭)

সর্বিনয় বলবার অনুভবরূপে আকাঙ্ক্ষা করছে, একটি পাঠ্যরূপে, একজন ভগবানের, একটি পাঠের এবং একটি পূর্ণতার। যদি, এবং পাঠ্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্)—পাঠ পূর্ণতার অনুভবের জন্য সেই একজন পাঠ্য যোগ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্)। এবং যোগে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্) এবং—পাঠের বিষয়ীভূতের একজন ভগবান যোগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এবং নানা মহাকাব্য বাণীনি—একজন শব্দ, একজন ভাবনা, একজন যোগের যোগ যিনি নানা বাণীতে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এবং সর্বোপাধ্যা ভবা (শ্রীকৃষ্ণ যোগ)—পাঠের অনুভবে একটিই পূর্ণতা যোগ—পাঠের পূর্ণতাপাঠে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগ ভবা।

গুরু-পরম্পরা

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিদং প্রাহুরেষো নৃপ (ভাগবতপুরাণ ৯/৬)।
এই, ভাগবতপুরাণ মহাকাব্য বিশেষত গুরু-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়েছে।

(১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
(২) ব্রহ্মা
(৩) নারদ
(৪) ব্যাসদেব
(৫) মধ্বাচার্য
(৬) পদ্মনাভ
(৭) নৃহরি
(৮) মাধব
(৯) অক্ষোভ্য
(১০) জয়তীর্থ
(১১) জ্ঞানসিন্ধু
(১২) মহানিধি
(১৩) বিদ্যানিধি
(১৪) রাজেন্দ্র
(১৫) জয়ধর্ম
(১৬) পুরুষোত্তম
(১৭) ব্রহ্মণ্যতীর্থ
(১৮) ব্যাসতীর্থ
(১৯) লক্ষ্মীপতি
(২০) মাধবেন্দ্রপুরী
(২১) ঈশ্বরপুরী, (নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য প্রভু)
(২২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
(২৩) শ্রীরূপ গোস্বামী, (শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীবল্লভ গোস্বামী)
(২৪) শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীগোপাল গোস্বামী
(২৫) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
(২৬) শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর
(২৭) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর
(২৮) (শ্রীশ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু), শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
(২৯) শ্রীনরসিংহ ঠাকুর
(৩০) শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ
(৩১) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
(৩২) শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

প্রথম অধ্যায়

বিষাদ-যোগ

শ্লোক ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ধর্মক্ষেত্রে—ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে, সমবেতাঃ—সমবেত হয়ে, যুযুৎসবঃ—যুদ্ধপ্রার্থী, মামকাঃ—আমার দল (পুত্রগণ), পাণ্ডবাঃ—পাণ্ডুর পুত্রগণ, চ—এবং, এব—অবশ্যই, কিম্—কি, অকুর্বত—করেছিল, সঞ্জয়—হে সঞ্জয়।

বঙ্গানুবাদ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হইয়া একত্র।
যুদ্ধকামী মমপুত্র পাণ্ডব চরিত্র ॥
কি করিল তাহাদের কহহ সঞ্জয়।
ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসয়ে সবিস্ময় হৃদয় ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে কুরু ক্ষেত্রে আমার আত্মীয় স্বজনেরা এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?

ভাবার্থ

জলসন্ধ্যা হচ্ছে শরৎকাল-শেষের অমাবস্যা-তিথিতে, যাঁর অন্য নাম দীপ-মালিকা বলিয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, জলসন্ধ্যা পালন করতে হয় অমাবস্যা-তিথিতে কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে। আশ্বিনের কৃষ্ণত্রিশ পক্ষিতিথিতে দীপের বিধান করা কর্তব্য বলে উল্লিখিত আছে। দীপের সমারোহ অর্থ উপলব্ধি করার পূর্বেই জলসন্ধ্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে অর্জুনের কাতরতা। তিনি যদি জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সেদিন এই দীপের জন্য সাজ পরিয়েছিলেন; অর্জুন যদি দেখতেন যে, তিনি যখন দুর্যোধনকে এই দীপের অর্থ উপলব্ধি করাচ্ছিলেন, তিনি যেটি বুঝিয়েছি ও অবলোকন দিয়ে অন্ধকারটি দীপের পাশে কখন দীপিত। তা হলেই দীপের সমারোহ অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যদি সেটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ-পুরে জলসন্ধ্যাকে আমরা আমার জীবনে সমারোহ অর্থ উপলব্ধি করতে পারতাম, তবে তিনি সম্ভব হৈচৈর জন্য এবং পুরিবীর সব দেশের পাপুরাণ আবার করতে সক্ষম হন। জলসন্ধ্যাকে পাপের সময় পাওয়া সেটি, যিনি সম্ভব পাবে না বিষ্ণু পাবে, তা সেটি জলসন্ধ্যাকে পাবে, উপলব্ধি জলসন্ধ্যাকে এমন স্থানে বস্তু পাবে, যা আর কোথাও নেই। এটিই হচ্ছে দীপের মালাকে এবং এই জন্যই দীপকে সর্বোচ্চ পাত্র তাল অভিহিত করা হয়। দীপ হচ্ছে পাপ অন্ধকার, আমার পাপেরও অন্যান্য জীবকে নিজে এই জ্ঞান দান করে থেকেন।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র ও পঞ্চাশের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে জলসন্ধ্যাকে মহৎ, অন্তর্দর্শনের মূল উপকরণ। এখানে আমরা জানতে পারি যে, এই মহৎ অন্তর্দর্শন উপলব্ধির মুহূর্তেই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে, যা মুহূর্তেই দৈহিক অন্ধকারের অন্তর থেকেই পরিত্র জীবনযুদ্ধনাদে পাওয়া। অর্জুনের যখন মধুসূদন উপদেশের জন্য এই পুরিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন এই পরিত্র জীবনযুদ্ধে তিনি নিজে পরম তত্ত্ব পরিচিত এই জীবন পাত্র করেন।

এই শ্লোকে অর্জুনের পরাজয় পুরো বাস্তবসম্মত, কারণ কুরুক্ষেত্রের কুরুক্ষেত্রে অবতার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের তার পাশুপতাস্ত্র পাবে ছিলেন। কুরুক্ষেত্র অর্জুন জেনিয়েছেন নিজে কৃষ্ণমূর্তি যাঁর পুরাণের নিজের সম্পর্কের সম্পর্কে অবতার বর্ণিত হয়ে পাওয়েছিলেন। বিস্তারিত নিজে অর্জুন তিনি সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছিলেন, "আমার পুত্র ও পাশুপুত্রের পুরাণের কারণের কি কারণ?" তিনি উপলব্ধি ছিলেন যে, তাঁর পুত্র ও পাশুপুত্রের কুরুক্ষেত্রের বিরোধী কুরিতে কুরু সংগ্রামের কুরুর সম্পর্কের হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকুর তাঁর অনুসন্ধানটি ছিল অসম্পূর্ণ। তিনি জানতে যে, পাশুব ও কৌরবের মধ্যে কোন অন্তর-দীপালোক কোন, কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন কুরু তাঁর পুত্রদের জন্য

পুরিবিধিত হেতুর। আর কারণ হচ্ছে, কুরুক্ষেত্রের পুত্র দীপের এই কুরুর অবতারণ হয়েছিল। যেমন বলা হয়েছে, কুরুক্ষেত্র হচ্ছে অতি পবিত্র স্থান, যা দেবতাদেরও পূজ্য করে থাকেন। অর্জুন, কুরুমূর্তি এই কুরুর অবতারের উপর এই পবিত্র স্থানের প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ পরিচিত। তিনি খুব আশ্চর্যের সঙ্গেই বলেছেন যে, অর্জুন এবং পাশুপুত্র সম্পর্কের পুরাণের উপর এই পবিত্র স্থানের প্রভাবের প্রভাব পরিচিত হয়ে, তাদের দীপের কারণেই ছিলেন অবতার দর্শনেরও। অর্জুন ছিলেন যাদবেরের পিতা, তাঁর যাদবেরের অর্জুনীদের তিনি পিতামহ হয়, তাদের তবে তিনি তাদের পুরাণের সম্পর্ক পবিত্র দেখতে পারিতেন। অর্জুন, কুরুমূর্তি পবিত্র কুরুক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

পাশুবেরা এবং কুরুমূর্তির পুত্রেরা ছিলেন একই বংশধারা, কিন্তু কুরুমূর্তির অবতারের কারণে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কেবল তাঁর পুত্রদেরই দেখিতে চান পাশুর পুত্রদের সম্পর্কে উপরোক্তিতে দেখে বর্ণিত করেছেন। এরকমে কাকুপুত্র বা পাশুর পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই কুরুমূর্তির ছিলেন পুরিবিধি প্রকাশের জন্য যত্ন। মহাভারতে যেমন আমাদেরকে কুরুর দেখতে দেখতে হয়, তেমনই জলসন্ধ্যাকের পুরুষ-দেখেই আমরা দেখতে পারি, কুরুক্ষেত্রের সম্পর্কে যেমনই অবতার কথা উপলব্ধির দেখে কুরুমূর্তির পবিত্রি পুত্রদের মধ্যের উপলব্ধির করে বর্ণিত পুরিবিধের দেখুন সর্বপ্রকার মহাভারতের পুরুষ প্রবিষ্ট অবতার আলোচনা করেছেন। তৈত্তিরীয় কথা, ঐতিহাসিক কারণ স্থানের সম্পর্ক জানার জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরিচিতিতে পরিচিতে ও কুরুক্ষেত্রে—এই সব পুরী কারণের আলোচনা পুরুষে পাওয়া যায়।

শ্লোক ৬

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; তু—কিন্তু; পাণ্ডবানীকম্—পাণ্ডবদের সৈন্য; ব্যূঢ়ম্—ব্যবস্থিত ব্যূহ; দুর্যোধনঃ—রাজা দুর্যোধন; তদা—সেই সময়; আচার্যম্—দ্রোণাচার্য; উপসঙ্গম্য—কাছে গিয়ে; রাজা—রাজা; বচনম্—বাক্য; অব্রবীৎ—বলেছিলেন।

দীপ্তার গান

সন্ধ্যা করিল রাজা শুন মন দিয়া ।
পাণ্ডবের দৈবলক্ষ্মী সন্তান দেখিয়া ॥
রাজা দুর্যোধন শীঘ্র দ্রোণাচার্য পাশে ।
যাইয়া কৃতাঞ্জলি মন করিল সকাশে ॥

অনুবাদ

সন্ধ্যা করলেন—যে রাজন্! পাণ্ডবদের দৈবলক্ষ্মী দর্শন করে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন—

তাৎপর্য

কুরুরাজ্ঞী ছিলেন গান্ধারী। দুর্যোধনের, তিনি পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় দেখেও বঞ্চিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, যদিও তাঁদের পুত্রেরাও ছিল ঔরসজাত পুত্র, এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর পাণ্ডব পুত্রেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন প্রকার আনন্দ-উৎসবে যোগদান করতে সক্ষম হবে না, কারণ পাণ্ডবেরা সর্বদাই জন্ম থেকে পাণ্ডবের শত্রুপরায়ণ ছিলেন। তবুও তিনি সর্বদাই কুরুক্ষেত্রের প্রথম পর্যায়ে পরিচিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে কুরুরাজ্ঞী এই তথ্য তাঁর পুত্রকে ছিলেন সন্ধ্যা কুরতে গেলেছিলেন। তাই তিনি দৈবলক্ষ্মীর প্রভাবের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, এই পবিত্র সর্বদেবতার সাহায্যের জন্যে তাঁর সন্তানেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন প্রকার আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। সন্ধ্যা অর্থাৎ কুরুরাজ্ঞীকে বলেছেন যে, তাঁর পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি দৈবলক্ষ্মী দর্শন করে, তার বিষয়ে দিতে জন্যেদের দ্রোণাচার্যের কাছে নিবেদিত করেন। দুর্যোধনের অধিক প্রজ্ঞা দান হয়েছে, তবুও তাঁর সর্বাধিক অভ্যুদয় তাঁকে তাঁর দ্রোণাচার্যের কাছে নিবেদিত করতে দেখা যাচ্ছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তবুও গান্ধারীদেবীর প্রভাব সমস্ত দুর্যোধনের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের মহাদী দৈবলক্ষ্মী দেখে দুর্যোধনের মধ্যে যে অহঙ্কারের সঞ্চার হয়েছিল, তা তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছেও প্রকাশ করতে পারেননি।

শ্লোক ৩

পরিপ্রশ্নং পাণ্ডুপুত্রপ্রশস্তার্থং মহাধীঃ তমুম্ ।
বৃহস্পতিঃ ক্রুদ্ধমুক্তং জন নিবোধেদং দীপ্তয়া ॥ ৩ ॥

পরি—সম্পূর্ণ, প্রশ্নম্—প্রশ্ন, পাণ্ডুপুত্রপ্রশস্তার্থম্—পাণ্ডুর পুত্রগণের, আচার্যম্—যে আচার্য, মহাধীঃ—মহান, তমুম্—সৈন্যগণ, বৃহস্পতিঃ—বৃহস্পতি, ক্রুদ্ধমুক্তম্—ক্রুদ্ধভাবে পূর্ণ কর্তৃক, জন—আপনার, নিবোধেদম্—নিবেদন করুন, দীপ্তয়া—আমার বুদ্ধিমান।

দীপ্তার গান

আচার্য মহিতা দেখ মহাঘী সেনানী ।
পাণ্ডুপুত্র রক্ষিয়াছে বৃহৎ বাহিনী ॥
তব শিষ্য বুদ্ধিমান দ্রুপদের পুত্র ।
সাজাইল এই সব করি একসূত্র ॥

অনুবাদ

যে আচার্য! পাণ্ডবদের মহান সৈন্যদল দর্শন করুন, যা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুদক্ষ আপনার জন্যে সজ্জিত করেছেন।

তাৎপর্য

মহান কুরুরাজ্ঞীদেবী দুর্যোধন মহৎ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। পাঞ্চালরাজের পাঞ্চী দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদরাজের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের কিছু রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল। এই মতানৈক্যের জন্যে দ্রুপদ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেই যজ্ঞের ফলে তিনি এক পুত্র লাভ করেন যে, তিনি এক পুত্র লাভ করেছেন, যে দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হবে। দ্রোণাচার্য এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন, কিন্তু দ্রুপদ তাঁর সেই পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সকল অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁর কাছে দ্রোণ করেন, কারণ তিনি জানতেন যে, মহাবীর ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য তাঁকে সব প্রকারের অস্ত্রশিক্ষা এবং অন্যান্য সামরিক কলা-কৌশলের সমস্ত তথ্য শিখিয়ে দিতে কোনও দ্বিধা করবেন না। এমন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করেন এবং পাণ্ডবদের দৈবলক্ষ্মী নিশ্চিতরূপে করেন, সেই শিষ্য তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে ফেরাতে পেরেছিলেন। দ্রোণাচার্যের এই ত্রুটির জন্য দুর্যোধন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যাতে তিনি পূর্ণ সতর্কতা ও আন্তরিকতা সহকারে যুদ্ধের কাজে যুক্ত করেন। দুর্যোধন মহৎ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে এমনি ভাবে বলিয়ে দিলেন যে, পাণ্ডবদের বিপক্ষে কোন অস্ত্রশিক্ষার বিষয়ে যুদ্ধ করতে তিনি যেন কোন প্রকার দ্রোণতা প্রদর্শন না করেন, কারণ জীবনের সময়ের তাঁর চিত্ত নিয়ে, বিপক্ষের অস্ত্রশিক্ষা ছিলেন সমস্তের চিত্ত ও শ্রেষ্ঠতাই

শিষ্য। তুমিনিজ অবতার কালে নিজে বেদেছিলেন যে, এই যাদবেন্দ্র যাদবগণ অথবা দেশের তুমি অবতারিতরূপে পালনকর্তা হবে।

শ্লোক ৪-৬

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অত্র—এখানে, শূরাঃ—বীরগণ, মহেষ্বাসাঃ—মহান ধনুর্ধারী, ভীমার্জুন—ভীম ও অর্জুন, সমাঃ—সমকক্ষ, যুধি—যুদ্ধে, যুযুধানঃ—যুযুধান, বিরাটঃ—বিরাট, চ—ও, দ্রুপদঃ—দ্রুপদ, চ—ও, মহারথঃ—মহারথী, ধৃষ্টকেতুঃ—ধৃষ্টকেতু, চেকিতানঃ—চেকিতান, কাশিরাজঃ—কাশিরাজ, চ—ও, বীর্যবান্—মহান্ বলবান, পুরুজিৎ—পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ—কুন্তিভোজ, চ—এবং, শৈব্যঃ—শৈব্য, চ—ও, নরপুঙ্গবঃ—মানব-শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, যুধামন্যুঃ—যুধামন্যু, চ—এবং, বিক্রান্তঃ—বলবান, উত্তমৌজাঃ—উত্তমৌজা, চ—এবং, বীর্যবান্—মহান্ শক্তিশালী, সৌভদ্রঃ—সুভদ্রার পুত্র, দ্রৌপদেয়াঃ—দ্রৌপদীর পুত্রগণ, চ—এবং, সর্বে—সকলে, এব—অবশ্যই, মহারথাঃ—মহারথীগণ।

বীরের গণ

এইস্থানে কর্ণবিজয় বহু যোদ্ধাগণ।
ভীমার্জুনসম তারা অনুগামী হন ॥
যুযুধান বিরাট দ্রুপদ মহারথী সব।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীর পুরুষ ॥
পুরুজিৎ কুন্তিভোজ শৈব্যনরপ্রধান।
যুধামন্যু বিক্রান্ত নাহি সমাধান ॥
বীর্যবান সে এই সৌভদ্র দ্রৌপদেয়।
সকলেই মহারথী কেহ নহে হেয় ॥

অনুবাদ

সেই সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে অর্জুনের ভীম ও অর্জুনের মতো বীর ধনুর্ধারী রয়েছেন এবং যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদের মতো মহারথীরা রয়েছেন। সেখানে ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্যের মতো অন্যান্য বলবান যোদ্ধাগণও রয়েছেন। সেখানে রয়েছেন অন্যান্য বলবান যুধামন্যু, প্রবল পরাক্রমশালী উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ। এঁরা সব যোদ্ধাগণ মহারথী এবং একজন অন্যজন অপেক্ষা।

তাৎপর্য

যদিও যোদ্ধাদের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের মতো বলবান ব্যক্তিদের কাছে যুধিষ্ঠির ছিলেন এক অতি সামান্য প্রতিপক্ষ এবং তাঁর ভাই ভীম ছাড়া অন্য কোনো ভাই ছিল না যোদ্ধাদের পক্ষে, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ পাণ্ডবপক্ষে বহু মহান রথী-মহারথী ছিলেন, যাঁরা অভিজ্ঞতাতে অথবা বয়সে বড় বোদ্ধাদের ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেটি পুরুষার্থের পক্ষে তাঁর ছিলেন এক-একটি পুরুষিকায় প্রতিনিধিদের মতো; কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন ভীষ্ম ও অর্জুনের মতো মহাবীর। তাঁদের বিচারে কখন যুধিষ্ঠির মহারথীরা মহারথের, অতি বিজ্ঞ মহারথী রথী-মহারথীদের ভীষ্ম ও অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্লোক ৭

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অস্মাকম্—আমাদের, তু—কিন্তু, বিশিষ্টাঃ—বিশেষভাবে শক্তিশালী, যে—যাঁরা, তান্—তাঁদের, নিবোধ—জেনে রাখুন, দ্বিজোত্তম—দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নায়কাঃ—সেনাধ্যক্ষগণ, মম—আমার, সৈন্যস্য—সৈন্যদের, সংজ্ঞার্থম্—জানাবার জন্য, তান্—তাঁদের, ব্রবীমি—আমি বলছি, তে—আপনাকে।

বীরের গণ

আমাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট মহান।
দ্বিজোত্তম তুমি তারা করিয়া প্রমাণ ॥
সেনাপতি যে যে সব আছে সৈন্যগণে।
সংজ্ঞার্থে তোমারে কহি আপন বিদ্যমানে ॥

অনুবাদ

যে বিজয়ের পরে যে সমস্ত বিনিময় যেমনটি আমাদের শক্তি পরিচালনার জন্য প্রয়োজন, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমি তাদের সবকে বলছি।

শ্লোক ৬

জনাদ্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥

জনাদ্—আপনি স্বয়ং, ভীষ্ম—পিতামহ ভীষ্ম, চ—ও, কর্ণ—কুন্তীপুত্র কর্ণ, চ—এবং, কৃপ—কৃপাচার্য, চ—এবং, সমিতিঞ্জয়—সমিতি পরাজয়ে বিজয়ী, অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা, বিকর্ণ—দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ, চ—ও, সৌমদত্তিঃ—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, তথা—এবং, এব—অবশ্যই, চ—ও।

বীরের স্থান

আপনি আর পিতামহ ভীষ্মপিতাম।
কৃপাচার্য দ্রোণপুত্র হয় একত্রে কর্ণ ॥
অশ্বত্থামা বিকর্ণাদি সৌমদত্তি আর।
সকলেরা তথা তথা টৈন্য যে অপার ॥

অনুবাদ

সেখানে রয়েছেন আপনার মতোই শক্তিশালী—ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, যাঁরা সকলে সমিতি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডব-পক্ষের সেনা-অধ্যক্ষদিগের পরিচয় করিয়ে দিয়ে দুর্যোধন তার স্বপক্ষে যে সমস্ত বীরেরা যোগদান করেছেন তাদের পরিচয় করিয়েছে। বিকর্ণ হচ্ছেন দুর্যোধনের ভাই, অশ্বত্থামা হচ্ছেন দ্রোণাচার্যের পুত্র এবং সৌমদত্তি বা ভূরিশ্রবা হচ্ছেন বাহ্লীকের ভাগিনেয়। কর্ণ ছিলেন অর্জুনের বৈমাত্রেয় ভাই, কেননা তাঁর মাতা পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ার আগে কুন্তীদেবীর গর্ভে জন্ম হয়। কৃপাচার্যের পুত্রের সঙ্গীদের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের বিবাহ হয়।

শ্লোক ৯

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্যে—অন্যান্য অনেকে, চ—ও, বহবঃ—বহু, শূরাঃ—বীরপুরুষগণ, মদর্থে—আমার জন্য, ত্যক্তজীবিতাঃ—জীবনের জীবন-আশা ত্যাগ করতে প্রস্তুত, নানা—নানা প্রকার, শস্ত্র—অস্ত্রশস্ত্র, প্রহরণাঃ—যুদ্ধবিদ্যায়, সর্বে—সকলে সকলে, যুদ্ধবিশারদাঃ—সামরিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ (দক্ষ)।

বীরের স্থান

আর যে অনেক বীর আমার লাগিয়া।
আসিয়াছে দ্রোণ সব জীবন ত্যজিয়া ॥
নানা-অস্ত্রপাণি সব যুদ্ধে বিশারদ।
এরা সব হয় মোর যুদ্ধের সম্পদ ॥

অনুবাদ

এ ছাড়া আমার জন্য যেখানে যেখানে রয়েছেন, যাঁরা আমার জন্য জীবনের জীবন-আশা ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাঁরা সকলেই নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং তাঁরা সকলেই সামরিক বিজ্ঞানে বিশারদ।

তাৎপর্য

এখানে আর যে সমস্ত বীরেরা দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন, যেমন—ভগদত্ত, কৃতবর্মা, শল্য আদি, তাঁরা সকলেই দুর্যোধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পাণ্ডবদের দুর্যোধনের পক্ষে অবস্থান করতে হয়েছে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে তাঁদের সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। দুর্যোধনের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পক্ষের বীরপুরুষেরা সম্পদে পরাজয় করা হয়ে অবিজয়ী।

শ্লোক ১০-১১

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অপরাহ্ণে—অপরাহ্ণে, তব—তা, অগ্রতঃ—অগ্রভাগে, অন্যে—অন্য, ভীষ্ম—পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা, অভিরক্ষিতম্—সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত, পার্থিবৈঃ—পৃথিবীর, যুধি—যুদ্ধে, বিজিত্য—জয় করে, প্রসহ্য—পরাক্রমের, অন্যে—অন্য, ভীষ্ম—ভীষ্মের দ্বারা, অভিরক্ষিতম্—সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত, আত্মানম্—নিজেকে, ত—তা, আবহৎ—আনিল, অপ্রাকৃতম্—অপ্রাকৃতরূপে বিলক্ষণ হয়ে, অবহিতঃ—অবহিত, ভীষ্মম্—পিতামহ ভীষ্মকে, এব—অবশ্যই, অভিরক্ষন্তম্—রক্ষা করেন, অনাকুঃ—আকুলতা, আর্ত—সকলে, এব হি—নিশ্চিতরূপে।

ভীষ্মের গান

অপরাহ্ণে তব সৈন্য ভীষ্ম সেনাপতি ।
পার্থিব গরের সৈন্য ভীষ্ম যার রক্ষি ॥
অন্যান্যে স্থিত থাকি আপনি অন্তরে ।
রক্ষ ভীষ্ম পিতামহে যেন যুদ্ধস্থলে ॥

অনুবাদ

আমাদের সৈন্যগণ অপরিমিত এবং আমরা পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা পূর্ণরূপে সুরক্ষিত, কিন্তু ভীমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত পাণ্ডবদের শক্তি সীমিত। এখন আপনারা সকলে সেনাব্যূহের প্রবেশপথে নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থির হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে সর্বতোভাবে সাহায্য প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এখানে দুর্যোধন পাণ্ডব-পক্ষ ও কৌরব-পক্ষের সামরিক শক্তির তুলনা করেছে। পিতামহ ভীষ্মদেব ভীষ্মদেবের রক্ষণাবেক্ষণাধীন অসীম শক্তিশালী এবং সৈন্যবাহিনী ছিল দুর্যোধনের কাছে। অন্যদিকে, পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনী ছিল সীমিত এবং তারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের, ভীম, সৌভাগ্য ও সৈন্য পরিচালনার কারণে পিতামহ ভীষ্মদেবের তুলনায় ছিল নিরাপদ অবস্থায়। দুর্যোধন নিজেকেই ভীষ্মের রক্ষি বিবেচনা ছিল। আসলে সে জানত যে, যদি ভীষ্মকে কোন কিছু করতে হয়, তবে ভীষ্মের বাহিনী তার বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু ভীষ্মের কাছে বিজয় ও পূর্ণ সেনাবল তার পক্ষের সেনাপতি হওয়ার যে নিশ্চিতকরণ পত্র দিয়েছিল, তার কারণে। দুর্যোধনের উক্তিটি কখনোই কোনো যোদ্ধার, যুদ্ধকার সম্পর্কে তার মনে কোনোই আশার ছিল না।

ভীষ্মের সৌভাগ্যের কারণে কারণ পাণ্ডব, দুর্যোধন বিজয়ের পথে প্রবেশ, আনন্দের সাথে কাজের পারে, ভীষ্মের সৌভাগ্যের অনেক কারণ তারা ভেবে বের করে, যদি তার স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত সৈন্যদের সেনা পরিস্থিতির অবস্থাকে বিবেচনা করার জন্য সে ভীষ্মদেবকে কখনোই আসতেন। এমনকি যে তার কারণে ছিল যে, ভীষ্মদেবের তার যত বোঝাই হন, তিনি পুত্র হয়ে পাণ্ডবদের একা যত দিন (যেহেতু যদি ভীষ্মদেবকে ভীষ্মের সমস্যাগুলি রক্ষা করা উচিত)। যুদ্ধ করতে করতে যদি তিনি কোনোক্রমে একাকীত্ব অনুভব করেন, তা হলে পাণ্ডবপক্ষ তার সুযোগ নিয়ে তার দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। যদি তারা ভীষ্মদেবকে যদের দিক দিয়ে দুটো অধিনীর থেকে পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ করার না দেয়, তার কারণ সম্পর্কে কোনোরকমের দুর্যোধন তার কাছে বর্ণনা দিয়েছিল। দুর্যোধন স্পষ্টই অনুভব করেছিল যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার কারণের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে ভীষ্মদেবের উপর। দুর্যোধনের যুদ্ধ বিজয় ছিল, যেহেতু যুদ্ধ ভীষ্মদেব ও কোনোরকম ভীষ্মকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্যের করেছেন। কারণ যে আসলে সেনাপতি, যখন প্রতিপক্ষদের রাজপুত্রের সামনে কারণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বার বার বলা করা হচ্ছিল, তখন তাঁদের প্রতি আনন্দের শ্রীকৃষ্ণ আচরণের সাড়া দিয়ে তাঁরা একটি কথাও বলেননি। যদিও দুর্যোধন জানত, তার দুই সেনাপতিই পাণ্ডবদের সেনা যেতে করেছেন, কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল যে, পাণ্ডব সেনার নিরাপত্তাদের তাঁরা তাঁদের কোনোরকমের সর্বনাশ করেছিলেন, এই যুদ্ধের তাঁরা যদি করেন।

শ্লোক ১২

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

তস্য—তাঁর, সঞ্জনয়ন্—বর্ধিত করে, হর্ষম্—হর্ষ, কুরুবৃদ্ধঃ—কুরুবংশের সবচেয়ে বৃদ্ধ, পিতামহঃ—পিতামহ, সিংহনাদম্—সিংহের মতো গর্জন, বিনদ্য—ধ্বনিত করে, উচ্চৈঃ—অতি উচ্চস্বরে, শঙ্খম্—শঙ্খ, দধ্মৌ—বাজালেন, প্রতাপবান্—প্রতাপশালী।

ভীষ্মের গান

তবে সেই পিতামহ বৃদ্ধ কুরুপতি ।
হর্ষ উৎপাদনে তবে কৈল ধ্বনিতি ॥

নিজনামে বাজাইল শঙ্খ শ্রেষ্ঠ বীর ।
উভয়ের সৈন্য সব আইল অস্থির ॥

অনুবাদ

তখন কুরুসৈন্যের বৃদ্ধ পিতামহ বীর ভীষ্মদেব দুর্যোধনের হৃদয় উৎসাহের জন্য সিংহের গর্জনের মতো উচ্চ ধ্বনিতে বীর শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

কুরু-রাজবংশের পিতামহ ভীষ্মদেবের প্রতি দুর্যোধনের আনুগত্য অনুভব করতে পেরে বীর ভীষ্মপুরুষ তাঁকে খুশি করার জন্য শেষবারের মতো বীরের উপযোগিত করতে তাঁর সিংহনাদে বীর শঙ্খ বাজালেন। পরাক্রমশালী, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তিনি বীর হয়েছেন এবং দুর্যোধনকে জানিয়ে দিলেন যে, এই যুদ্ধ করাতে কারও কোন আপত্তি বীর নেই, কারণ কারণ জীবনের দিলেন বীর নিজেই। অতএব, ভগবদ্গীতা অনুসারে জয়-পরাজয়ের কথা বিবেচনা না করে যুদ্ধ করাই বীর কর্তব্য এবং এই কাজেতে তিনি কোন ভয়ের কারণের করছেন না। সেই কথা তিনি দুর্যোধনকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন।

শ্লোক ১৩

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ—তারপর, শঙ্খাঃ—শঙ্খসমূহ, চ—এবং, ভের্যঃ—ভেরীসমূহ, চ—এবং, পণবানক—পণব ও আনক ঢাক, গোমুখাঃ—গোমুখ শিঙা, অভ্যহন্যন্ত—হঠাৎ, এব—অবশ্যই, অভ্যহন্যন্ত—একসঙ্গে বাজাতে লাগল, সঃ—সেই, শব্দঃ—ঐশ্বরিক শব্দ, তুমুলঃ—তুমুল, অভবৎ—হয়েছিল।

বাংলা পদ্য

তারপর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, ঢাক ও গোমুখ শিঙাসমূহ হঠাৎ একত্রে ধ্বনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

শ্লোক ১৪

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তারপর, শ্বেতৈঃ—শ্বেত, হয়ৈঃ—অশ্বগণ, যুক্তে—যুক্ত হয়ে, মহতি—মহান, স্যন্দনে—রথে, স্থিতৌ—অবস্থিত হয়ে, মাধবঃ—শ্রীকৃষ্ণ (লক্ষ্মীর পতি), পাণ্ডবঃ—অর্জুন (পাণ্ডুর পুত্র), চ—ও, এব—অবশ্যই, দিব্যৌ—অলৌকিক, শঙ্খৌ—শঙ্খধ্বনি, প্রদধ্মতুঃ—বাজালেন।

বাংলা পদ্য

তারপর শ্বেত অশ্ব রথেতে বসিয়া ।
আসিল যে মহাযুদ্ধ নিযুক্ত হইয়া ॥
মাধব আর পাণ্ডব দিব্য শঙ্খ ধরি ।
বাজাইল পরে পরে অপূর্ব মাধুরী ॥

অনুবাদ

তখন শ্বেত অশ্বযুক্ত এক দিব্য রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে তাঁদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য যেমনিই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খকে 'দিব্য' নাম অভিহিত করা হয়েছে। এই দিব্য শঙ্খধ্বনি থেকেই জানা যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই, কারণ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদলকে সেনাপতি করেছেন। অবশ্য পাণ্ডবগণের যোগ্য পক্ষে প্রশংসিত। পাণ্ডবগণের মধ্য অর্জুনই, কারণ অর্জুনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। অর্জুনের যে পক্ষে যোগদান করেন, বিজয়ের-লক্ষ্মীর সেই পক্ষেই থাকেন, কারণ বৈষ্ণবের-লক্ষ্মী অর্জুনই তাঁর পতির অনুগামী। অর্জুন নিজে না শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হল যে,

অনুবাদ

তারপর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, ঢাক ও গোমুখ শিঙাসমূহ হঠাৎ একত্রে ধ্বনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

শ্লোক ১৪

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তারপর, শ্বেতৈঃ—শ্বেত, হয়ৈঃ—অশ্বগণ, যুক্তে—যুক্ত হয়ে, মহতি—মহান, স্যন্দনে—রথে, স্থিতৌ—অবস্থিত হয়ে, মাধবঃ—শ্রীকৃষ্ণ (লক্ষ্মীর পতি), পাণ্ডবঃ—অর্জুন (পাণ্ডুর পুত্র), চ—ও, এব—অবশ্যই, দিব্যৌ—অলৌকিক, শঙ্খৌ—শঙ্খধ্বনি, প্রদধ্মতুঃ—বাজালেন।

বাংলা পদ্য

তারপর শ্বেত অশ্ব রথেতে বসিয়া ।
আসিল যে মহাযুদ্ধ নিযুক্ত হইয়া ॥
মাধব আর পাণ্ডব দিব্য শঙ্খ ধরি ।
বাজাইল পরে পরে অপূর্ব মাধুরী ॥

অনুবাদ

তখন দিব্য, শ্বেত অশ্বযুক্ত এক দিব্য রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে তাঁদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য যেমনিই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খকে 'দিব্য' নাম অভিহিত করা হয়েছে। এই দিব্য শঙ্খধ্বনি থেকেই জানা যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই, কারণ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদলকে সেনাপতি করেছেন। অবশ্য পাণ্ডবগণের যোগ্য পক্ষে প্রশংসিত। পাণ্ডবগণের মধ্য অর্জুনই, কারণ অর্জুনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। অর্জুনের যে পক্ষে যোগদান করেন, বিজয়ের-লক্ষ্মীর সেই পক্ষেই থাকেন, কারণ বৈষ্ণবের-লক্ষ্মী অর্জুনই তাঁর পতির অনুগামী। অর্জুন নিজে না শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হল যে,

অর্জুনের জন্য বিজয় ও গৌরবের প্রতীক করেছে। যা হোক, যে রথে বসে দুই বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা পরিচালনা অর্জুনের হাতে সমর্পিত ছিল এবং সেই দিন তার জন্য বিজয়ের সর্বাঙ্গীণ অলঙ্কারের

শ্লোক ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যম্—পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ; **হৃষীকেশঃ**—হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বররূপে পরিচিত); **দেবদত্তম্**—দেবদত্ত নামক শঙ্খ; **ধনঞ্জয়ঃ**—ধনঞ্জয় (অর্জুন, যিনি অপরিমিত ধন অর্জন করেছেন); **পৌণ্ড্রম্**—পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ; **দধ্মৌ**—বাজালেন; **মহাশঙ্খম্**—মহাশঙ্খ নামক শঙ্খ; **ভীমকর্মা**—প্রচণ্ড কর্ম সম্পাদনকারী; **বৃকোদরঃ**—বিপুল ভোজনকারী (ভীম)।

বঙ্গানুবাদ

তখন, শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক তাঁর শঙ্খ বাজালেন, অর্জুন বাজালেন, তাঁর দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং বিপুল ভোজনকারী ও ভীমকর্মা ভীমসেন বাজালেন পৌণ্ড্র নামক তাঁর মহাশঙ্খ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোকে হৃষীকেশ বলা হয়েছে, কেননা তিনি সকলের মনের চালক ও নিয়ন্তা ঈশ্বর। জীবেরা হচ্ছে তাঁর পরিচালনা অধীন, তারা জীবনের ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বাধীন ভাবে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করে। নির্বিশেষবাদীরা জীবের ইন্দ্রিয়গুলির মূল উৎস ভোক্তার কথা জানেন না, তাই তারা সমস্ত জীবনের ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্বিশেষ ব্রহ্মে বর্জন করতে চেষ্টা করে। সমস্ত জীবের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন

ভগবান ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করেন। তাঁর এই নির্দেশ অনুসারে অর্জুনের রথের উপর একা তাঁর সারথির ভূমিকায় তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বাভাবিক প্রয়োজনানুসারে পরিচালিত করেন। এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের নিজ ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বাভাবিক পরিচালিত করেছেন, তাই এখানে তাঁকে হৃষীকেশ নামে পরিচিত করা হয়েছে। জগতের বিভিন্ন অবস্থানুসারে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন, যদু বংশের রাজধানীতে থাকার জন্য তাঁর নাম মধুসূদন, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করেন বলে তাঁর নাম গোবিন্দ, বৃন্দাবনের অধীশ্বর হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম বাসুদেব, গোপীদের লালনপালন করেছিলেন বলে তাঁর নাম গোপীজনবল্লভ, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে বিজয়ী করেছিলেন বলে তাঁর নাম পার্থসারথি, গোবিন্দের রাজধানী দ্বারকায় থাকেন বলে তাঁর নাম দ্বারকাধীশ এবং যখন অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম পার্থসারথি। তেমনি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে পরিচালনা করেছিলেন বলে তাঁর নাম হৃষীকেশ।

এখানে অর্জুনকে সম্বোধন করা হয়েছে ধনঞ্জয় বলে, কারণ বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি পৃথিবীকে জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। তেমনি, ভীমকে এখানে বৃকোদর বলা হয়েছে, কারণ যেমন তিনি হিংস্র পশু বাঘের মতো বৃকোদর জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারতেন, তেমনই তিনি প্রচুর পরিমাণে খাবার খেতে পারতেন। কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্যকে অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ এবং বিভিন্ন পার্ষদের নিজের নিজের শঙ্খ বাজালেন, তেমনি দিব্য পঞ্চজন্যটি তাঁদের নৈশ্চয়ের সমস্তে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করল। পাঞ্চজন্যের, দেবদত্তের আকার কেমন ছিল এবং কখনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তেমনি শঙ্খের নিজস্ব অবস্থান তেমনি, দেবদত্তের অধিকারী দুঃশাসনের তেমনি। অবশ্যই, তাঁদের শঙ্খের যে শব্দ-কম্পন কেমন আলাদা, তিনি না হয় পৃথিবী নির্মাণের জন্য এবং পুরুষের অন্তরাত্মা শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তেমনি পার্থক্য ছিল।

শ্লোক ১৬-১৮

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

ভৈরবো কৌন্তেয়ঃ পাঞ্চজন্যং দধ্মৌ পুরুষ্বাদ্যঃ ॥ ১৮ ॥

অনন্তবিজয়ম্—অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, রাজা—রাজা, কুন্তীপুত্রঃ—কুন্তীর পুত্র, যুধিষ্ঠিরঃ—যুধিষ্ঠির, নকুলঃ—নকুল, সহদেবঃ—সহদেব, চ—এবং, সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ—সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ, কাশ্যঃ—কাশীর (বারাণসীর) রাজা, চ—এবং, পরমেষ্বাসঃ—মহান ধনুর্ধর, শিখণ্ডী—শিখণ্ডী, চ—ও, মহারথঃ—মহান রথের যোদ্ধার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করতে সক্ষম মহাবীর, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ—(মহারাজ দ্রুপদের পুত্র) ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটঃ—বিরাট (যিনি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস কালে আশ্রয় দিয়েছিলেন), চ—ও, সাত্যকিঃ—সাত্যকি (শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় যুদুবংশের রাজা), চ—এবং, অপরাজিতঃ—যিনি কখনও পরাজিত হননি, দ্রুপদঃ—পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়াঃ—দ্রৌপদীর পুত্রগণ, চ—ও, সর্বশঃ—সকলে, পৃথিবী-পতে—হে মহারাজ, সৌভদ্রঃ—সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু, চ—ও, মহাবাহুঃ—মহাবলবান, শঙ্খান্—শঙ্খসমূহ, দধ্মুঃ—বাজালেন, পৃথক্ পৃথক্—আলাদা আলাদা।

বাংলার পদ্য

যুধিষ্ঠির বাজে শঙ্খ রাজা কুন্তীপুত্র।
অনন্তবিজয় সেটি ভোজন অর্থত্র ॥
নকুল বাজান শঙ্খ সুঘোষ তার নাম।
সহদেব বাজান মণিপুষ্পক নাম ॥
তারপর একে একে যত মহারথী।
ধনুর্ধর কাশীরাজ শিখণ্ডী সারথি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি কীর্ত সে সাত্যকি।
মহাযোদ্ধা পাণ্ডবের যারা যুদ্ধিতে একাকী ॥
দ্রুপদ আর দ্রৌপদেয় পৃথিবীপতে।
সৌভদ্র বাজান শঙ্খ যার যার মতে ॥

অনুবাদ

কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব বাজালেন সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ। হে মহারাজ! কখন মহান ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহান যোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি,

দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রার মহা বলবান পুত্র এবং অন্য সকলে যাঁদের নিজ নিজ পৃথক শঙ্খ বাজালেন।

তাৎপর্য

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রে কর্মরত নিজের দলের কথা বলেন যে, পাণ্ডুপুত্রদের বাজানো শঙ্খের নিজের যোদ্ধাদের নিরাশায় ফেলেছে কুরুরাজকে। তাঁর পক্ষে যোদ্ধাদের উৎসাহের কোনো কারণ ছিল না। অর্জুনের যোদ্ধারা ছিলেন পাণ্ডবদের পক্ষে। কুরুক্ষেত্রে নকুল হলেন এবার নিজের দক্ষিণ দিকে থেকে শঙ্খ বাজাচ্ছেন সহদেব। পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ নিয়ে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ বাজানোর পর অর্জুন বাজালেন। এই নিশ্চয়তার ফল কারণ ছিলেন মহারাজ কুরুরাজ্ঞী স্বয়ং, কারণ তাঁর পুত্রদের কুকর্মে তিনি কখনও তাঁর প্রকৃত বাজা যোদ্ধা, ঈশ্বরের কারণে তার ভক্তের কুকর্মে তিনি অনুতাপে পুড়িয়েছেন।

শ্লোক ১৯

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—সেই, ঘোষঃ—শঙ্খ-নিনাদ, ধার্তরাষ্ট্রাণাম্—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের, হৃদয়ানি—হৃদয়, ব্যদারয়ৎ—দুর্ণবিদীর্ণ করেছিল, নভঃ—আকাশ, চ—ও, পৃথিবীম্—পৃথিবীকে, চ—ও, এব—অবশ্যই, তুমুলঃ—ভয়ানক, অভ্যনুনাদয়ন্—অনুনাদিত হয়ে।

বাংলার পদ্য

সে শঙ্খ ছাড়িল কুরু ধার্তরাষ্ট্রগণে।
আকাশ ভেদিল পৃথ্বী কাঁপিল সঘনে ॥

অনুবাদ

শঙ্খ-নিনাদের সেই প্রচণ্ড শব্দ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় বিদীর্ণ করেছে বলেন।

তাৎপর্য

কীরকম ভাবে কৌরব-পক্ষের বিরোধ তখন শঙ্খ বাজিয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবদের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠেনি। কিন্তু এই ভেবে আমরা দেখেছি যে, পাণ্ডবদের শঙ্খধ্বনি

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে কারো কাছে বিবেচিত হল। পাণ্ডবদের মধ্যে কেবল তাঁর ছিল না, কারণ তাঁরা ছিলেন সদাচারী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণ। ভগবানের কাছে তিনি অপরাধী বলে, তাঁর মধ্যে কোন ভয় থাকে না, তাঁরা নিশ্চয়ই তিনি থাকেন অটলচিত্তে।

শ্লোক ২৯

অথ যাবদ্বিজয়ং বৃদ্ধ্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
ন্যবারয়ৎ শরৈর্ন্যস্তৈর্ধনুষ্যন্যে পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশো জগদ্বীজমিত্যহো মহীপতে ॥ ২৯ ॥

অথ—অতঃপর, যাবদ্বিজয়ম্—অবধি, বৃদ্ধ্বা—দেখে, ধার্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের, কপিধ্বজঃ—যাঁর পতাকায় হনুমান চিহ্ন শোভা পায়, ন্যবারয়ৎ—নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ, শরৈঃ—বাণ নিক্ষেপ করতে, ন্যস্তৈঃ—ত্যাগ করে, ধনুষি—ধনুক, ন্যে—অন্য, পাণ্ডবঃ—পাণ্ডুপুত্র (অর্জুন), হৃষীকেশঃ—শ্রীকৃষ্ণকে, জগৎ—বিশ্ব, বীজম্—কারণ, ইতি—এই, অহো—আশ্চর্য, মহীপতে—হে মহারাজ।

বিদুর বলে

কপিধ্বজ দেখি ধার্তরাষ্ট্রের সৈন্যে।
যুদ্ধের সময়ে সেথা নিষেধিল তাঁরে।
নিজ অস্ত্র ধনুর্বাণ করিয়া ত্যাগ ধরি।
যুদ্ধের লাগিয়া সেথা আইল শ্রীহরি ॥

অনুবাদ

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হনুমান চিহ্নিত পতাকা দেখিয়া তাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তাঁর ধনুক তুলে নিয়ে বাণ নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। হে মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সৈন্যসমূহের বিপক্ষে দেখে, অর্জুন কথা শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বলেছেন—

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরিণতি আমরা দেখতে পাই, পাণ্ডবদের জয়লাভ হয়েছিল। কিন্তু কেবল দেখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হতাশ্বাস হয়ে যায় দেখে। পাণ্ডবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

[illegible] কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দিনগুলির মধ্যে পাণ্ডবদের পতাকাটিতে অর্জুনের [illegible] এটি হনুমানের ছবিটি অঙ্কিত। অর্জুনের রথে হনুমান অঙ্কিত [illegible] এটি বিজয়সূচক ইঙ্গিত, কারণ রথ-রক্ষাকারী যুদ্ধ যদুবংশ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদেরা [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ী হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অর্জুনের [illegible] করবার জন্য তাঁর রথে শ্রীকৃষ্ণের ও হনুমান কুরুবংশী দিগ্বিজয় [illegible] দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীভগবান এবং সেখানে শ্রীভগবান, সেখানেই হচ্ছে বিজয়। সেখানে ভক্ত-হনুমান এবং বিজয় লক্ষ্মীর বীজ লাঙ্গলধারী দিগ্বিজয় [illegible]। তাই, অর্জুনের কোন পরাজয় আসেনি কারণ তাঁর রথের কারণ ছিল না, আর [illegible] কারণের কথা বলা হচ্ছে যে, পরম ইচ্ছিতের পরিচয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে পরিচালিত করবার জন্য স্বয়ং দিগ্বিজয় ছিলেন। একথায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য পরাজয়ের অর্জুন পরিচালিত। তাঁর বিজয়লাভের জন্যের জন্য ভগবানের দ্বারা আয়োজিত এই রকম তার পরিস্থিতিতে সুনিশ্চিত আমাদের ইঙ্গিত করা হয়।

শ্লোক ২৩-২৪

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ॥ ২৩ ॥
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; সেনয়োঃ—সৈন্যদের; উভয়োঃ—উভয়; মধ্যে—মধ্যে; রথম্—রথ; স্থাপয়—স্থাপন কর; মে—আমার; অচ্যুত—হে অচ্যুত; যাবৎ—যতক্ষণ; এতান্—এই সকল; নিরীক্ষে—দেখতে পারি; অহম্—আমি; যোদ্ধুকামান্—যুদ্ধ করতে অভিলাষী; অবস্থিতান্—যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত; কৈঃ—কাদের সঙ্গে; ময়া—আমাদের; সহ—সঙ্গে; যোদ্ধব্যম্—যুদ্ধ করতে হবে; অস্মিন্—এই; রণ—যুদ্ধের; সমুদ্যমে—প্রচেষ্টায়।

বীরের বচন

অর্জুন কহে। পাণ্ডুপুত্র কহে হৃষীকেশে।
উভয় সেনার মধ্যে রথের প্রবেশে ॥
যাবৎ দেখিব এই যুদ্ধকারীগণে।
কাদের সহিত রণ আছয়ে এখানে ॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন! যেমন দেহধারী আত্মার এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা (বার্ধক্য) হয়, তেমনি মৃত্যুর পর সে অন্য দেহ লাভ করে। ধীর ব্যক্তি এতে মোহগ্রস্ত হন না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে পরমেশ্বর ভগবান, অর্জুন যিনি অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি তখন অর্জুনের মোহের কারণ বুঝতে পারেন। অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ কখনও গুরুর মত নয়, তাই তাঁদের একজন অন্যজনের সমান বন্ধু হিসেবে কথা বলেছেন। অর্জুনের মোহের কারণ হচ্ছে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা। যেহেতু তা করতে তিনি কৃষ্টিত হচ্ছেন, তাই তাঁকে অজ্ঞান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। পণ্ডিত তিনি তাঁর জ্ঞানের প্রভাবে আত্মীয় হয়েছেন, অর্জুন তাঁর পক্ষে কখনো তাঁর আত্মীয় হতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি মনে করেন যুদ্ধ করা বা নাকরা উভয়ই সমান। জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক অনুপম ও অনাদি। তাই আত্মাটি জানেন যে দেহের কৌমার, যৌবন, জরা যেমনটি আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না। জ্ঞানবান যখন দেহের পরিবর্তন করেন তখন তিনি আত্মার অনুভূতির দিকে পরিবর্তিত হন না, তখন তিনি আত্মার স্বরূপের উপলব্ধি করেন। অজ্ঞানতা হচ্ছে অবিদ্যা-মোহমাত্র। যেহেতু তিনি হচ্ছেন প্রভু, অর্জুনের তাঁর আত্মীয়ের অধীন, এবং তাই তাঁকে আত্মীয় দেখার মতো তাঁর উচিত নয় তাই তেমনটি নন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, দেহের মধ্যে আত্মা তাঁকে আত্মীয় করেছে, তখন তিনি নিজে আত্মীয় হয়ে যান, ধীর ব্যক্তি অর্জুনের তিনি হচ্ছেন আত্মার প্রভু।

জ্ঞানবানের মধ্যে জ্ঞানবান অর্জুন কখনই মোহিত হবেন না যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু দেহের প্রতি পরিপূর্ণ বীতশ্রদ্ধ থাকার অজ্ঞানতা দুর্যোধনের দুর্বুদ্ধির অজ্ঞানতার দিকে যুদ্ধ করতেন তাই তাঁর মনে হয়েছিল। তাই, তিনি যুদ্ধের আগে একজন দেহের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করতে কে কে সেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করার কোন চেষ্টা করেন না, অর্জুন যুদ্ধের আগে অর্জুন একজনের অজ্ঞানতাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং তিনি দেখে নিতে চেয়েছিলেন সেই অজ্ঞান যুদ্ধ করতে কারা উৎসাহী ছিল।

শ্লোক ১৪

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

মাত্রাস্পর্শাঃ—ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের, তু—অবশ্যই, কৌন্তেয়—কুন্তীপুত্র, শীত—শীত, উষ্ণ—উষ্ণ, সুখ—সুখ, দুঃখ—দুঃখ, দাঃ—দেয়, আগম—আসে, অপায়িনঃ—যায়, অনিত্যাঃ—অনিত্য, তান্—তাদের, তিতিক্ষস্ব—সহ্য কর, ভারত—ভরতবংশীয়।

বিকল্প অনুবাদ

কুন্তীপুত্র দুর্যোধনের সুখের সন্ধানে বনের পানে ধাবমান হয়ে এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের অধীন দেখতে হবে।

তাৎপর্য

এই শব্দ সমস্যাটি জানা ছিল যে, দুর্যোধন তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদিগকে পাঠানোর পরামর্শ অনুসারে পাণ্ডবদের রাজ্য আক্রমণ করতে চেয়েছিল। তাই, যারা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল 'অল্প বোঝাবোঝি দল'। যুদ্ধের ময়দানে অর্জুন দেখে নিতে চেয়েছিলেন কারা কারা। যেহেতুতিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ বীতশ্রদ্ধ কারণ তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করা হয়, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে কোন কারণ অর্জুনের ছিল না। অর্জুন যদিও ছিল নিশ্চিন্তভাবে অজ্ঞানতা, তবু তাঁর জানা, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশেই আছেন, অর্জুন যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কারা কারা তা দেখে নিতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বলিলেন, এবম্—এইরূপে, উক্তঃ—অভিহিত হইয়া, হৃষীকেশঃ—শ্রীকৃষ্ণ, গুড়াকেশেন—অর্জুনের দ্বারা, ভারত—হে ভরতবংশীয়, সেনয়োঃ—সৈন্যদলের, উভয়োঃ—উভয় পক্ষের, মধ্যে—মধ্যে, স্থাপয়িত্বা—স্থাপন করিয়া, রথোত্তমম্—অতি উত্তম রথ।

শ্রীধরের পদ্য

সে কথা শুনিয়া হৃষীকেশ কহিলেন।
উভয় সেনার নিকে রথ আগুলান ॥
উভয় সেনার মধ্যে রথি রথোত্তম।
করিয়ে দাঁড়িল কৃষ্ণ হইয়া সঞ্জয় ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বলিলেন—হে ভরত-বংশধর! অর্জুন কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ সেই অতি উত্তম রথটি হস্তিনা নিকট উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে অভিহিত করা হইয়াছে। গুড়াকা অর্থে ঘুম। নিদ্রা এবং যিনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে বলা হয় গুড়াকেশ। নিদ্রা অর্থে অজ্ঞানতাকেও বোঝায়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করার ফলে অর্জুন নিদ্রা ও অজ্ঞানতা উভয়কেই জয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ত্যাগ অর্জুন এবং পুরুষের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিত হইতে হয় না, কারণ তাঁহাকে সর্বদা জাগ্রত থাকিতে হয়। অর্থাৎ অজ্ঞানতা অথবা অজ্ঞান অবস্থায় নয়, জ্ঞান, বল ও শ্রীর সহায়ে কখনও বিজয় হয় না। এইজন্যই কৃষ্ণভক্তি কর্তব্যটি কৃষ্ণভক্তির জন্য লোকে নিদ্রা ও অজ্ঞানতা জয় করিতে পারেন। এইজন্যই বলা হয় কৃষ্ণভক্তিতে যা সম্ভবপর। হৃষীকেশ অর্থের সম্বন্ধে শ্রীধরের টীকায় ও অন্যান্য নিবন্ধে বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অভিলাষ পূরণের জন্যে, যেন তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে রথ স্থাপন করিতে পারেন। এইভাবে অর্জুনের নির্দেশ পালন করার পর তিনি বলেন।

শ্লোক ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৪ ॥

ভীষ্ম—পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ—দ্রোণাচার্য, প্রমুখতঃ—সম্মুখে, সর্বেষাম্—সকল, চ—ও, মহীক্ষিতাম্—পৃথিবীর রাজাদের, উবাচ—বলিলেন, পার্থ—হে পার্থ, পশ্য—দেখ, এতান্—এদের সকলকে, সমবেতান্—সমবেত, কুরূন্—কুরুবংশের সন্তান সকলকে, ইতি—এইভাবে।

শ্রীধরের পদ্য

দেখ পার্থ সমবেত কৌরবাত্মজগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখের সব সেনাগণ ॥

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ পৃথিবীর অন্য সমস্ত নৃপতিদের সামনে অবস্থান হৃষীকেশ বলিলেন, হে পার্থ! একত্রে সমবেত কৌরবদের দেখ।

তাৎপর্য

কর্তব্যবোধে পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অভিলাষ মতো কি করিলেন। এই প্রসঙ্গে বিচার হৃষীকেশ বলার জন্য তিনি বোঝাতে চাচ্ছে, তিনি সবই জানতেন, তিনি সর্বজ্ঞ। এখানে অর্জুনকে পার্থ, অর্থাৎ পৃথা বা কুন্তীর পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। পুনরায় তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ হিসাবে তিনি অর্জুনকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, যেহেতু অর্জুন হচ্ছেন ভীষ্ম পিতা কুন্তীদেবীর একটি পুত্রের পুত্র, তাই তিনি ভীষ্ম বংশের সন্তানের মতো হয়েছেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "দেখ পার্থ, সমবেত কৌরবদের", অর্থাৎ তিনি কি অর্থ করেছিলেন। যেটা মনেই কি অর্জুন দেখতে পাচ্ছে, যুদ্ধ করতে আসলেই কারা। পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃতুল্য আচার্য দ্রোণ, তাঁদের দেখে কি অর্জুনের হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠেনি? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতৃতুল্য কুন্তীদেবীর পুত্র অর্জুনের কাছ থেকে এমন আচরণ কখনই আশা করেননি। অর্জুনের কাজের জন্য দুঃখের শোক পরিহারকল্পে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভিমত-বাণী বলেন।

শ্লোক ২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্ ।
আচার্যানাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৫ ॥

তত্র—সেখানে, অপশ্যৎ—দেখলেন, দ্বিজান্—ব্রাহ্মণদের, পার্শ্বে—অঙ্কে, শিশূন্—শিশুদের, অব—ও, শিষ্যবরান্—শিষ্যশ্রেষ্ঠদের, আচার্যান্—শিক্ষকদের, মাতুলান্—মাতুলদের, মাতৃন্—মাতাদের, পুত্রান্—পুত্রদের, পৌত্রান্—পৌত্রদের, বন্ধূন্—বন্ধুদের, অথ—ও, জ্ঞাতান্—আত্মীয়দের, বৃদ্ধান্—বয়োজ্যেষ্ঠদের, চ—ও, এব—অবশ্যই, সেবেয়ং—সেবা করেন, উদ্যতো—উদ্যত, অস্মি—আছি।

গীতার গান

আত্মপর সেবে পার্শ্বে স্নেহশিশুগণ।
আচার্য মাতুল আদি শিষ্যগণ হয়॥
সেবে পুত্র পৌত্রাদিক বন্ধু সমাজন।
আর যত বন্ধু সেবে আত্মীয়স্বজন॥
অতএবি বৃদ্ধগণ নারি পরাপর।
উদ্ধবলক্ষণীয় তৈল্য সে হল অপর॥

অনুবাদ

তখন অর্জুন উদ্ধব পাশের সেবাকালের আগে শিশুদের, শিষ্যদের, আচার্যদের, মাতুলদের, মাতাদের, পুত্রদের, পৌত্রদের, বন্ধুদের, মিত্রদের ও আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিত দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যখন আত্মীয়স্বজনদের দেখতে পেলেন। তিনি যুধিষ্ঠির আদি শিশুপুত্রদের দেখলেন, দ্রৌপদীর, সেবকদের আদি শিষ্যবরদের দেখলেন, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আদি শিক্ষা-গুরুদের দেখলেন, শল্য, শকুনি আদি মাতুলদের দেখলেন, দুর্যোধন আদি ভাইদের দেখলেন, দুঃশাসন সমেতদের দেখলেন, অশ্বত্থামার মতো পুত্রদের দেখলেন, কৃতবর্মার মতো আত্মীয়স্বজনদের দেখলেন। এভাবে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তিনি কেবল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেরই দেখলেন।

শ্লোক ২৭

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭॥

তান্—তাদের, সমীক্ষ্য—দেখে, সঃ—তিনি, কৌন্তেয়ঃ—কুন্তীপুত্র, সর্বান্—সব, বন্ধূন্—বন্ধুদের, অবস্থিতান্—অবস্থিত, কৃপয়া—কৃপার দ্বারা, পরয়া—অত্যন্ত, আবিষ্টঃ—অভিভূত হয়ে, বিষীদন্—দুঃখ সহকারে বলেছেন, ইদম্—এইভাবে, অব্রবীৎ—বলেছেন।

গীতার গান

তাহাদের দেখিলেন পার্থ সর্বই বান্ধব।
কৃপাবিষ্ট হৃদয় তার বিষণ্ণ বৈভব॥
কৃপাবশে কহিলেন মন অতি মহাপান।
বিষণ্ণ হইয়া বলে শুন ভগবান্॥

অনুবাদ

তখন কুন্তীপুত্র অর্জুন সেখানে বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হয়ে বলেছেন।

শ্লোক ২৮

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন, দৃষ্ট্বা—দেখে, ইমম্—এই সবকে, স্বজনম্—আত্মীয়-স্বজনদের, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, যুযুৎসুম্—যুদ্ধাভিলাষী, সমুপস্থিতম্—সমবেত, সীদন্তি—অবসন্ন হচ্ছে, মম—আমার, গাত্রাণি—শরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখম্—মুখ, চ—ও, পরিশুষ্যতি—শুষ্ক হচ্ছে।

গীতার গান

অর্জুন কহয়ে কৃষ্ণ এবা যে স্বজন।
রণাঙ্গনে আসিয়াছে করিবারে রণ॥
দেখিয়া আমার গাত্রে হয়েছে রোমাঞ্চ।
মুখমধ্যে রস নাই এ যে মহাতাপ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে ত্রিভুবন কৃষ্ণ! আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের এমনভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে হাত আমার সামনে অবস্থান করতে দেখে আমার অঙ্গসমূহ অবশ হচ্ছে এবং মুখ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

তাৎপর্য

যিনি সমস্ত জগতকে তাঁর মধ্যে অনুপরমাণুরূপে ধারণ করেন, যা অবতারের দেহের ও তাঁরই আদেশে অনুযায়ী মধ্যে দেখা যায়। পাশাপাশি যার অবয়ব, জগতের বিষ্ণু, যাঁর সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্ভব হয়ে তাঁকে দেখে, তাঁদের মধ্যে এই সমস্ত চিন্ময় অবতারের প্রকাশ একমাত্রেই দেখা যায় না। তেমনি আবার, যে সমস্ত ভক্তি অবতারগণের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা অর্জুনের মত তখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মধ্যে ঠিক বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ, যারা কীভাবে তাঁর আসল অভিপ্রায় থেকে বঞ্চিত অবস্থায় তাদের এই যুদ্ধের আয়োজন করেছিল, এই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতারই দেখে অর্জুনের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। তাঁর স্বপক্ষের ত্রিভুবনের ব্যক্তি অর্জুনের আত্মীয়স্বজন ছিল অতি পবিত্র, কিন্তু যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে এমন কি পরমপদের দৈবাবস্থার দেখে এবং তাদের অসার যুদ্ধের কথা দেখে অর্জুন দেখতে পেয়েছিলেন। তেমনি পবিত্র দেখে তাঁর শরীর কাঁপছিল, মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এই যুদ্ধকালীন তাঁদের অবস্থাটির অবতারিত করেছিল। তাছাড়াও পরম দেখিয়ে দেখেছেন এবং অর্জুনের হাতের সামনে পাশাপাশি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা দেখে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমবেত হয়েছে। তাদের এই নিষ্ঠুর অবস্থানের অর্জুনের মনের সমস্ত কলুষতাকে অভিভূত করেছিল। এখানে বলিত এই কথার উল্লেখ করা হয়নি, তবু অবতারের সম্মুখে কারোর আত্মীয় হয় না যে, অর্জুনের শরীর কেবল শুষ্ক ও কম্পিতই হয়নি, সেই সঙ্গে অনুকম্পা ও সহানুভূতিতে তাঁর চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অশ্রুও পড়েছিল। অর্জুনের এই অবস্থার অবতার তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, এ হচ্ছে তাঁর ভগবানের লোকোত্তর চরিত্র। ভগবানের কথা বলবার কিছু, অবতারের মুখের তাঁর অন্তরে কীভাবে। তাই, সমস্ত ভগবানের অর্জুন বিশেষই হচ্ছেন তাঁর অন্তরের লোকোত্তর পবিত্রতা অবস্থা এখানে পাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

যদ্যপি অজিতস্যাস্যাত্মিকম্
নাস্যাস্তিস্যাত্মা সমাধানে (ভাগ)।

ভগবদ্ভক্তের মুখের অনুভব
অবতারেরও অর্জুনের অন্তরে গতি।

"ভগবানের প্রতি যাঁর অবিচলিত ভক্তি আছে, তিনি দেবতাদের সব কারো মধ্যে, তাদের অন্তরে বুঝিতে। কিন্তু যে ভগবানের নয়, তার যা কিছু গুণ আছে, তাদেরকে এবং দেবতাদের দেখেই দূরে রেখে। অবশ্য, যে অবতারের অন্তরে পবিত্রতার যা এবং যে অবতারের অন্তরেই দেবতা-দীক্ষিতের অন্তরের শক্তির অন্তর অন্তরিত হয়ে থাকে।"
(ভাগবত ৪/১৮/১৭)

শ্লোক ২৯

সেদন্তুশ্চ শরীরে মে লোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

সেদন্তু—কম্পন, ৪—৬, শরীরে—দেহে, মে—আমার, লোমহর্ষঃ—লোমাঞ্চ, ৪—৬, জায়তে—হচ্ছে, গাণ্ডীবম্—গাণ্ডীব নামক অর্জুনের ধনুক, স্রংসতে—স্খলিত হচ্ছে, হস্তাৎ—হাত থেকে, ত্বক্—ত্বক, ৪—৬, এব—অবশ্যই, পরিদহ্যতে—দগ্ধ হচ্ছে।

গীতার গান

কাঁপিছে শরীর মোর সহিতে না পারি।
গাণ্ডীব খসিয়া যায় কি করিয়া ধরি ॥
জ্বলিয়া উঠিছে ত্বক মহাতাপ ভাপ।
হইব না হইব না বন্ধু আর আত্মাপ ॥

অনুবাদ

আমার সর্বশরীর কম্পিত ও লোমাঞ্চিত হচ্ছে, আমার হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে এবং ত্বক যেন জ্বলে যাচ্ছে।

তাৎপর্য

শরীরে কম্পন যেন দেহের দুটি কারণে আছে এবং লোমাঞ্চ হওয়াটাও দুটি কারণে আছে। যার একটি হচ্ছে উদ্বেগ আনন্দজনিত অনুভূতি এবং অন্যটি হচ্ছে ভয়-জনিত ভাব। অবতারের অনুভূতি মধ্যে দেখা যায় না। অর্জুনের এই লোমাঞ্চ ও কম্পন অবতারের আনন্দের অনুভূতির কারণে নয়, পাশাপাশি ভয়-জনিতের কারণে। এই ভয়ের উল্লেখ হয়েছিল তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সম্মুখীন অবস্থান কারণে। তাঁর অবতার লক্ষণ দেখেন আমরা যা পরবর্তীতে বুঝতে পারি।

অর্জুন একটি অদ্ভুত ঘটনা পাঠকদিগকে যে, তাঁর হাত থেকে গাণ্ডীব ধনু খসে পড়েছিল এবং প্রচণ্ড দুঃখে তাঁর হাতের বল হারা হয়ে গেছে, তাঁর হৃদয় ছুটে পালিয়েছে। এই সমস্ত বিভূতি দূর করার ইচ্ছে হচ্ছে হয়। অর্জুন এই মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হয়ে পাঠাচ্ছিলেন যে, তাঁর সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুরা সেই যুদ্ধে হত হবে এবং এই যে হাহাকার মন, তাঁকে পরিণাম দর্শনে বঞ্চিত তাঁর সেনার কম্পন, রোমাঞ্চ, দূর অভিমুখে গমনের, যা ছাড়া অন্য আর কিছু নয়। শ্রীকৃষ্ণকে বিরোধ করতে আমরা দেখতে পাই, অর্জুনের এই ভাবের কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর সেনাটিকেই তাঁর বলশালী মনে করেছিলেন এবং তাঁর সেনার সম্বন্ধে তার অবলম্বিত আত্মীয়, স্বজনের হাহাকার দেখেই তিনি দুঃখিত হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

ম ৮ পঞ্চোদ্যমানস্থগুণ: প্রমাণীর ৮ যে মনঃ।
নিমিত্তানি ৮ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

ম—ন; ৮—ন; পঞ্চোদ্যমানস্থগুণ—পাঁচের দ্বারা, অবস্থাপুক—স্থির থাকতে, অক্ষমি—বিবশ, ন—নেই, ৮—এবং, যে—আমার, মনঃ—মন, নিমিত্তানি—নিমিত্তসমূহ, ৮—ও, পশ্যামি—দেখছি, বিপরীতানি—বিপরীত, কেশব—হে কেশী বধকারক (শ্রীকৃষ্ণ)।

বাঙ্গার পদ্য

অস্থির হয়েছি আমি স্থির নহে মন।
সব ভুল হয়ে যায় কি করি এখন ॥
বিপরীত অর্থ দেখি হৃদয় কেশব।
ও যুদ্ধে কাজ নাহি হয় পরাভব ॥

অনুবাদ

হে কেশব! আমি এখন আর স্থির থাকতে পারছি না। আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি এবং আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হচ্ছে। হে কেশী বধকারক শ্রীকৃষ্ণ! আমি কেবল অশুভসূচক লক্ষণসমূহ দর্শন করছি।

তাৎপর্য

অর্জুন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মন এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে

পড়েছিলেন। অন্য কারণের মধ্যে অত্যধিক আত্মীয় স্বজনের প্রেমাসক্তি থাকে যেমন। তাঁরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন (মধ্যলীলা ১২/৪/৩৭)—এই স্বজনের প্রীতি ও আত্মবিস্মৃতি কখনই একত্র নেই, যখন আত্মার আত্মা শক্তির দ্বারা আবরণ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অর্জুন অনুভব করেছিলেন, সেই যুদ্ধের পরিণতি হচ্ছে কেবল ধ্বংস হওয়া এবং এজন্যই পরিণামে তাঁর যুদ্ধ করবার আর ইচ্ছে নেই কিন্তু তিনি পারেন না। এখানে শ্রীচৈতন্যের বিপরীতার্থ কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্জুন যখন নিরাশ ও হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন সে মনে করে, "আমার চেয়ে বাস্তবে হতভাগ্য কি?" অবশেষে কেবল এর নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথাই চিন্তা করে। অন্যদের বিষয়ে কোনই ভাবে থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেই অর্জুন তাঁর প্রকৃত স্বার্থ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। অর্জুনের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত রয়েছে কিছু অংশে শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে। আমাদের জীবনের এই কথা ভুলে গেলে, তাই আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি। এই প্রেমাসক্তির ভাবটা প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ার আগে অর্জুন মনে করেছিলেন, তাঁর পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাটি হবে গর্হিত অন্যায়মূলক কাজ।

শ্লোক ৩১

ম ৮ প্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ম ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ম ৮ রাজ্যং সুখানি ৮ ॥ ৩১ ॥

ম—ন; ৮—ও; প্রেয়ঃ—কল্যাণ, অনুপশ্যামি—দেখছি, হত্বা—হত্যা করে, স্বজনম্—আত্মীয় স্বজনদের, আহবে—যুদ্ধে, ন—না, কাঙ্ক্ষে—আকাঙ্ক্ষা করি, বিজয়ম্—যুদ্ধে জয়, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, ন—না, ৮—ও, রাজ্যম্—রাজ্য, সুখানি—সুখ, ৮—ও।

বাঙ্গার পদ্য

কেমন জিত নাহি হেথা স্বজনসংহারে।
যুদ্ধে মোর কাজ নাহি বিজয় আমারে ॥
হে কৃষ্ণ! বিজয় মোর নাহি সে আকাঙ্ক্ষা।
রাজ্য আর সুখ পাছি সবই আকাঙ্ক্ষা ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ আত্মীয়-স্বজনের নিধন করা কোনক্রমে উচিত নয়। আমি যুদ্ধ জয়লাভ করি না, রাজ্য এবং সুখভোগের কামনা করি না।

তাৎপর্য

অর্জুনের মতামত বুঝতে পারা যায় না, তার মতামত স্বার্থ নিয়েই আছে, কিন্তু তা শ্রীকৃষ্ণের জন্যে। এই কথা বুঝতে না পেরে তারা অর্জুনের প্রেমময় আত্মীয়-স্বজনদের আত্মীয় হয়ে অহেতুক অযোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই কথার অর্থ-পরমার্থ গভীরতা হচ্ছে, তারা এখন কি জাগতিক সুখের জন্যলালায়িত কুলে যায়। এখানে অর্জুনের আচরণে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর আত্মীয়ের কুলে দেখেন। পরের কথা হচ্ছে, দুটি প্রকারের মানুষ নিয়ে আলোচনা উদ্ভূমিত মুনিগণের দিকটিই হল, যাঁরা হচ্ছেন (১) শ্রীকৃষ্ণের আত্মানুগত্যের সুখে অবস্থিত হয়ে যে অটিল লক্ষ্যটিকে লাভলাভ করেন, তিনি এবং (২) যে অজ্ঞানী মানুষ আত্মার চিন্তায় অভিজ্ঞতাকে অনুভব, তিনি। অর্জুনের আচরণের একটি বোঝেন যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ হনন করা যে সুখের কথা, তিনি তাঁর শরীরে শান্তি হওয়া করতে লাগেন তিনি। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর স্বজনদের হত্যা করে তিনি সুখী হবে শান্তিলাভ না। তার কুল যেটি যে যেমন হত্যা করবে হয় না, অর্জুনের যেমন যুদ্ধ করবে চাইছিলেন না। পরমার্থের তিনি স্থির করেছিলেন, অজ্ঞানের নির্দেশের নিজেকে-নীতির জীবন অভিলাষীর কারণে। অনুগ্র দিলেন অটিল, এই সব পালন করার জন্য তাঁর রাজত্বের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যেহেতুকারণের পালনা যেটি রাজত্ব থেকে সুখবিধান আসি যেটিকেরা তাঁকে নাকির করার কারণ, সেটি রাজ্য তাঁর অভিলাষের পুনরাবৃত্তি করার জন্য যেটিকারণে যদে যুদ্ধ করা অনুচিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ করতে এলে তিনি যখন দেখলেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের হত্যা করে সেটি রাজ্য তাঁর অভিলাষের প্রতিকূল করতে হবে, তখন তিনি অর্জুন সুখের ও নিজেকে স্থির করলেন যে, তিনি সব কিছু ত্যাগ করে অজ্ঞানী হবেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

ত্বমেবাচার্যা পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৩ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৩ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন, নঃ—আমাদের, রাজ্যেন—রাজ্যে, গোবিন্দ—হে কৃষ্ণ, কিম্—কি, ভোগৈঃ—ভোগের, জীবিতেন—জীবন যাপনে, বা—অথবা, যেষাম্—যাদের, অর্থে—জন্য, কাঙ্ক্ষিতম্—আকাঙ্ক্ষিত, নঃ—আমাদের, রাজ্যম্—রাজ্য, ভোগাঃ—ভোগসমূহ, সুখানি—সকল সুখ, চ—ও, তে—তারা সকলে, ইমে—এই, অবস্থিতাঃ—অবস্থিত, যুদ্ধে—যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রাণান্—প্রাণ, ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে, ধনানি—ধনসম্পদ, চ—ও, আচার্যাঃ—আচার্যগণ, পিতরঃ—পিতৃগণ, পুত্রাঃ—পুত্রগণ, তথা—এবং, এব—অবশ্যই, চ—ও, পিতামহাঃ—পিতামহগণ, মাতুলাঃ—মাতুলগণ, শ্বশুরাঃ—শ্বশুরগণ, পৌত্রাঃ—পৌত্রগণ, শ্যালাঃ—শ্যালকগণ, সম্বন্ধিনঃ—কুটুম্বগণ, তথা—এবং, এতান্—এই সকল, ন—না, হন্তুম্—হত্যা করতে, ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, ঘ্নতঃ—বধ করলে, অপি—ও, মধুসূদন—হে মধু দৈত্যহন্তা (শ্রীকৃষ্ণ), অপি—এমন কি, ত্রৈলোক্য—ত্রিভুবনের, রাজ্যস্য—রাজ্যের জন্য, হেতোঃ—বিনিময়ে, কিম্ নু—কি আর কথা, মহীকৃতে—পৃথিবীর জন্য, নিহত্য—বধ করে, ধার্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে, নঃ—আমাদের, কা—কি, প্রীতিঃ—সুখ, স্যাৎ—হবে, জনার্দন—হে সকল জীবের পালনকর্তা।

গীতার ভাষ্য

যাদের লাগিয়া মরি, সুখ-ভোগ লাগি।
তারাই এসেছে হেথা নিজে সে অভাগি ॥
ধন প্রাণ সব তাঁরি মরিবার তরে।
সবাই এসেছে হেথা কে জীয়ে কে মরে ॥
এসেছে আচার্য পূজ্য পিতৃগণ সমান।
সবে আছে পিতামহ আর পুত্রগণ ॥

মাতুল শ্বশুর পৌত্র কত যে কহিব ।
শালা আর সম্বন্ধী সবাই মরিব ॥
আমি মরি ক্ষতি নাহি এরা যদি মরে ।
এদের মরিবে শক্তি নাহি দেখিবারে ॥
ত্রিভুবন রাজ্য যদি পাইব জিনিয়া ।
তথাপি না নাহি ছাড়ি এদের মারিয়া ॥
ধার্তরাষ্ট্রগণে মারি কিবা প্রীতি হবে ।
আততায়ী তুমি কৃষ্ণ আপনি কহিবে ॥

অনুবাদ

যে গোবিন্দ! আত্মীয়দের মারিয়া কি সুখ পাইব, আর পুত্রগণের বা জীবন পালনেই বা কী প্রয়োজন, যখন দেখিছি—আমাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণাঙ্গনে আজ উপস্থিত। হে মধুসূদন! গুরুজন, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও আত্মীয়স্বজন, সকলেই প্রাণ ও সম্পত্তির আশা পরিত্যাগ করে আমার সামনে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁদের আমাদের বধ করলেও আমি তাঁদের হত্যা করতে ইচ্ছা করি কেন? হে সমস্ত জীবের পরিপালক জনার্দন! পৃথিবীর তো কথাই নেই, এমন কি স্বয়ং ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে নিহত করে কি সন্তোষ আমরা লাভ করতে পারব?

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ নামে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গো অর্থাৎ গাভী ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করেন। এই জগতেরই পূর্ণ গোপ্তা রূপে তাঁকে সম্বোধন করার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন, তিনি যেন নিজের ইচ্ছিত পূরণ হয়। বাস্তবিকপক্ষে, গোবিন্দ নিজে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পূরণ করেন না, কিন্তু আমরা যদি গোবিন্দের ইন্দ্রিয়গুলিকে পূরণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই পূরণ হয়ে যায়। গোপ্তাবৃত্তি-সম্পন্ন অনুভবী ব্যক্তিরা নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলির পরিতোষণ করতে যান এবং তারা হারা হয়, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সব কিছু পূরণ গোবিন্দ নিজে থাকেন। তাঁর যখনই ইন্দ্রিয়পূর্তি প্রয়োজন, তখনই তাঁকে তা নিতে পারেন। কিন্তু যা কিনা আমাদের সব কিছু, তখনই কেবল নিতে পারেন, তাঁর কথা ভুলে। কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পন্থা গ্রহণ করে, অর্থাৎ সকল আমাদের আমাদের

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা না ভেবে গোবিন্দের ইন্দ্রিয়ের সেবায় প্রবৃত্ত হই, তখন গোবিন্দের অনাদিকাল আমাদের সমস্ত বাসনা আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অর্জুনের গভীর মমতা তাঁর কর্তব্যপালনের কর্তব্যের প্রকাশ এবং এই মমতার পরাকাষ্ঠা হয়ে তিনি যুদ্ধ করতে নারাজ হন। আমাদেরই নিজের পৌত্রগণ ও শ্যালক আর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে হয়। কিন্তু অর্জুন যখন যুদ্ধরত পাতালেন, যুদ্ধ তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন নিয়ে হবে এবং যুদ্ধের শেষে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য দেখে পালাবেন তখন তাঁর মনে আর কোনো পরাজয় নেই, তখন জয়ে ও বিজয়ের তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হয়ে পড়েন। সাংসারিক অনুভবের অভাবেই হোক, অথবা পরম্পরায় এই সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু অর্জুনের অনুভূতিসম্পন্ন জীবন অবশ্য ভিন্ন প্রকারের। তাঁর আত্মীয়স্বজনের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। জগতকে যুদ্ধ করতেই হবে যদি একজনের প্রভু, তাঁর অধীনস্থ থাকে, তখন তিনি পৃথিবীর সব কিছুর ভোগ দখল করতে পারেন। আমরা জগতের অধীন হলে নই, তখন তিনি একটি কাল্পনিক স্বপ্নে থাকেন না। অর্জুন তাঁর যুদ্ধে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করতে তাঁরই এবং তাঁদের হত্যা করতে যদি একান্তই প্রয়োজন থাকে, তবে তিনি গোবিন্দের, শ্রীকৃষ্ণ যাতে তাদের নিধন করেন। তখনও আমরা তিনি সন্তোষ নন, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পুত্রেরা জগতের শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যদি সকলেই হত হয়ে যায়, এবং তাঁরা ইচ্ছাতে জগৎ ভোগের জন্য তিনি ছিলেন কেবল একটি নিমিত্ত মাত্র। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই কথা বিশদভাবে বর্ণিত করা হয়েছে। জগতের সব কিছু অর্জুনের কেবল ইচ্ছাই ছিল না তাঁর পুত্রেরা অধীনের ভিন্ন পরিবেশে জেগেছে, কিন্তু জগতের গোবিন্দের ভাবের সকলকে বিনাশ করেছে। জগতের সব কিছুই কালের প্রতি প্রতিদিনের পরাজয় হয় না, অন্যভাবেও যে তাঁকে ভয়ভাবে করে, তার প্রতিও তিনি কখনো বাধা করেন। কিন্তু জগতের ভাবনাকে যে আমাদের চেয়ে, জগতের কখনোই তাকে দয়া করেন না। জগতের শ্রীভগবান কেবল অনুভবের জগতের জগতের যা কিছু করতে পারেন, কিন্তু তাঁর ভাবের প্রতি কখনো জগতের কিছু করেন না। তাই অর্জুনের পরিণত যেটি পুত্রদিগের কিছু করতে গোবিন্দের, অনুভব জগতের তাদের বিনাশ করা (শ্লোক নিজের কর্তব্য)।

শ্লোক ৩৬

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

শ্বশুরান্—শ্বশুর, এব—নিশ্চয়ই, আচার্যান্—আচার্য গণকে, মাতুলান্—মাতুলগণ, ভ্রাতৃন্—ভাই গণকে, পৌত্রান্—পৌত্রগণকে, শ্যালকান্—শ্যালকগণকে, তথা—এবং, সম্বন্ধিনঃ—আত্মীয়-স্বজনকে, সেনয়োঃ—সৈন্যদলের, উভয়োঃ—উভয়, মধ্যে—মধ্যে, অপশ্যৎ—দেখেছিলেন, স—সে, ধর্মজঃ—ধর্মজ, পার্থঃ—পৃথাপুত্র অর্জুন, তান্—তাদের, সর্বান্—সকলকে, অবস্থিতান্—অবস্থিত, কৃপয়া—করুণা দ্বারা, পরয়া—পরম, আবিষ্টঃ—আবিষ্ট হয়ে, বিষীদন্—বিষণ্ণ হয়ে, ইদম্—এই, অব্রবীৎ—বলেছিলেন, কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ, তে—তোমাকে, পশ্য—দেখ, যুযুৎসুম্—যুদ্ধেচ্ছু, সমুপস্থিতম্—সমবেত হয়েছে, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, সীদন্তি—শিথিল হচ্ছে, মম—আমার, গাত্রাণি—অঙ্গ, মুখম্—মুখ, চ—এবং, পরিশুষ্যতি—শুষ্ক হচ্ছে, বেপথুঃ—কম্পন, শরীরে—দেহে, মে—আমার, হৃষ্যতি—রোমাঞ্চিত হচ্ছে, লোমহর্ষণম্—লোমহর্ষণ, গাণ্ডীবম্—গাণ্ডীব, স্রংসতে—স্খলিত হচ্ছে, হস্তাৎ—হাত থেকে, ত্বক্—ত্বক, চৈব—এবং, পরিদহ্যতে—জ্বালা করছে, ন—না, চ—এবং, শক্নোমি—সমর্থ হচ্ছি, অবস্থাতুম্—অবস্থান করতে, ভ্রমতি—ভ্রমিত হচ্ছে, ইব—যেন, চ—এবং, মে—আমার, মনঃ—মন, নিমিত্তানি—নিমিত্ত, চ—এবং, পশ্যামি—দেখছি, বিপরীতানি—বিপরীত, কেশব—হে কেশব, হে—হায়, হত্বা—হত্যা করে, স্বজনম্—আত্মীয়-স্বজনকে, আহবে—যুদ্ধে, শ্রেয়ঃ—শ্রেয়, অনুপশ্যামি—দেখি না, চ—এবং, ন—না, কাঙ্ক্ষে—কামনা করি, বিজয়ম্—বিজয়, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, ন—না, কাঙ্ক্ষে—কামনা করি, রাজ্যম্—রাজ্য, সুখানি—সুখ, চ—এবং, কিম্—কি, নঃ—আমাদের, রাজ্যেন—রাজ্যে, গোবিন্দ—হে গোবিন্দ, কিম্—কি, ভোগৈঃ—ভোগ, জীবিতেন—জীবনে, বা—অথবা, যেষাম্—যাদের, অর্থে—জন্য, কাঙ্ক্ষিতম্—কাঙ্ক্ষিত, নঃ—আমাদের, রাজ্যম্—রাজ্য, ভোগাঃ—ভোগ, সুখানি—সুখ, চ—এবং, ত—তারা, ইমে—এই, অবস্থিতাঃ—অবস্থিত, যুদ্ধে—যুদ্ধে, প্রাণান্—প্রাণ, ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে, ধনানি—ধন, চ—এবং, আচার্যাঃ—আচার্যগণ, পিতরঃ—পিতৃগণ, পুত্রাঃ—পুত্রগণ, তথা—এবং, এব—নিশ্চয়ই, চ—এবং, পিতামহাঃ—পিতামহগণ, মাতুলাঃ—মাতুলগণ, শ্বশুরাঃ—শ্বশুরগণ, পৌত্রাঃ—পৌত্রগণ, শ্যালাঃ—শ্যালকগণ, সম্বন্ধিনঃ—আত্মীয়-স্বজন, এতান্—এদের, ন—না, হন্তুম্—হত্যা করতে, ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, ঘ্নতঃ—হত্যা করলেও, অপি—যদিও, মধুসূদন—হে মধুসূদন, অপি—যদিও, ত্রৈলোক্য—ত্রিভুবন, রাজ্য—রাজ্য, হেতোঃ—হেতু, কিম্—কি, নু—তবে, মহী—পৃথিবী, কৃতে—জন্য, হত্বা—হত্যা করে, ধার্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে, নঃ—আমাদের, পাপম্—পাপ, আশ্রয়েৎ—আশ্রয় করবে, অস্মান্—আমাদের, হত্বা—হত্যা করে, এতে—এরা, আততায়িনঃ—আততায়ী, তস্মাৎ—অতএব, ন—না, অর্হাঃ—যোগ্য, বয়ম্—আমরা, হন্তুম্—হত্যা করতে, ধার্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে, স্ববান্ধবান্—বান্ধবগণকে, স্বজনম্—স্বজনকে, হি—নিশ্চয়ই, কথম্—কিভাবে, হত্বা—হত্যা করে, সুখিনঃ—সুখী, স্যাম—হব, মাধব—হে লক্ষ্মীপতি মাধব।

বাংলা পদ্য

এতেক বলিয়া ব্রহ্ম পাশ পার্থ ধনু।
এমন বিলাপ শত্রু দেখে সেনাদ্বয়ে ॥
এই ধার্তরাষ্ট্রগণ সম্বন্ধে হয়।
ইহিক না হয় কার্য আত্মীয়ের ক্ষয় ॥
স্বজন মারিয়া কেন কেবা কবে সুখী।
সুখাভাস নাহি যাহে হয় শুধু দুঃখী ॥

অনুবাদ

এই বলেই আততায়ীদের বধ করলে অধর্মের আশঙ্কায় অর্জুনের আত্মার কষ্ট হবে। সুতরাং, মধুসূদন যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে করা আমাদের পাপ কাজটি উচিত হবে না। হে মাধব, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ! আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে আমাদের কী লাভ হবে? আর যা থেকে আমরা কেমন করে সুখী হব?

তাৎপর্য

যেসব অনুগামী শত্রুর যুদ্ধ করার—১) যে বিষ হয়েছে বলে, ২) যে অস্ত্র ফেলেছে বলে, ৩) যে ভয়ে ভীত হয়ে, ৪) যে আত্মরক্ষার জন্য নিজে অস্ত্রহীন বলে, ৫) যে অন্যদের সুরক্ষা করে, ৬) যে অন্যের জন্য দুঃখ করে এবং ৭) যে নিজেকে দীনতা করে। এই লক্ষণে আততায়ীদের অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন নিজেকে শত্রুর চেয়েও হতোদ্যম এবং এদের হত্যা করতে কোনো উদ্যম পান হয় না। এই লক্ষণের শত্রুদের মধ্যেকার কিছুটা অর্জুনের বন্ধুসুলভ পাশে দাঁড়াবেন, কিন্তু অর্জুন কখনো বন্ধুর দ্বিধায় না। কীভাবে তিনি বন্ধুসুলভ, তাই তিনি মহাভারত যুদ্ধে বন্ধুসুলভ আচরণই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই মহাভারত বন্ধুসুলভ আচরণের জন্য নয়। অর্জুন উভয়পক্ষে বন্ধুসুলভ বন্ধুত্ব করেছে বীর, শান্ত ও সাহসী হতে হয়, তাই

তাদের বীরকে অনুকূল হতে হবে না। যেসব বীরপুরুষ এবং বন্ধু সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে 'মহাভারত' শব্দটি ও পৃথিবীর প্রতিটি বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান অর্জিত করা যায়, কিন্তু বীর হবিতে যেসব গুণ অনুপস্থিত থাকার সেখানে নেই না। কারণ তিনি তাদের শত্রু, যেহেতু যে বীর পাণ্ডী নীতিবোধের বলে বাধিত এবং যেটি অন্য প্রীতিবশত তাদের এমন শক্তি নিয়েছিলেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অর্জুনের ক্ষেত্রে সাধারণ আমরা দেখতে পাই, বীর শত্রুদের ছিল অন্য কারণে। শিবাজী, সিকন্দর, আলি, বাবু, এরা সকলেই বীর শত্রু হবার কারণে শত্রুদের জন্য যে-কারণ আচরণ করতে হয়, তা তিনি করতে পারেননি না। তা ছাড়া, বন্ধু সুপ্রতিষ্ঠিত যেসেনার সর্বশক্তি কর্মশীল। শত্রুদের বন্ধু সুপ্রতিষ্ঠিত যেসেনার অবস্থানের কারণ নিরপেক্ষ দেখতে হয়েছে এবং অর্জুনের প্রতি এই কারণে উপলব্ধি যে-যেসব প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি অনুপস্থিত যেসেনার অধিক ক্ষমতাপূর্ণ। অর্জুন কারণ করেছিলেন, প্রাকৃতিক অবস্থাগুলির বীর অর্জুনের-পক্ষদের হওয়া কারণ যেসেনা অর্জুনের আচরণ ও কর্মের নির্দিষ্টে কারণের অন্য করেই দেয়। আলি, পার্থিক যেসেনার দুর্বলের জন্য এই প্রকারকার্যে নিজ হওয়া তিনি অধীনিন ভাবে কাজটি। তিনি দুর্বলছিলেন, রাজা ও রাজাদুর অধিনায়। আলি, এই অবস্থাটি দুর্বলের জন্য আত্মীয়কারণ হওয়ার পাশে নিজ হয়ে প্রতিটির পর নিজেরই কাজ করতে প্রতি তিনি যেন যেসেনা। এখানে অর্জুন যে প্রীতিকারণে 'অবশ' অবস্থা লক্ষ্মীপতি পাশে বর্ণনাকারে পাওয়েছেন, তা কারণপূর্ণ। এই কারণে দ্বারা বীরকে অবস্থান করে অর্জুন প্রতিটির নিয়েছে, তিনি হচ্ছেন যেসেনাদের অধিনায়ক লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাই অর্জুনকে এমন যেসব কারণে আততায়ীর কথা বীর বর্ণনা নয়, যার পরিণতি হবে পুরাণাকারক। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য কারণেই দুর্যোগ এবং যেসব যে, সুতরাং বীর অর্জুনের যেসেনা যেসব যেটি কথা অর্জুনি না।

শ্লোক ৩৭-৩৮

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৮ ॥

যদি—যদি, অপি—এমন কি, এতে—এরা, ন—না, পশ্যন্তি—দেখতে, লোভ—লোভের, উপহত—অভিভূত, চেতসঃ—চিত্ত, কুলক্ষয়—বংশনাশে, কৃতম্—জনিত,

লোকম্—লোক; নিবধ্নন্তি—নিবদ্ধ করে; তি—এই; শব্দটির; ন—না; শব্দকম্—শব্দ; কর্মম্—কর্ম; ন—না; লোকম্—জগতে; অস্তি—আছে; শব্দটি—আছে; শব্দটি—এই; নির্বিকল্পম্—নির্ণয় হয়ে; কুলকম্—কুলকম; কুলম্—কুলের; লোকম্—জগতে; প্রকাশয়তি—প্রকাশ করে; জ্ঞানেন—যে জ্ঞান।

বাংলা পদ্য

যদ্যপি এরা বাঁধি, দেখে লোকীজন।
কুলক্ষয় মিত্রদ্রোহ মন অলক্ষণ ॥
এমন পাপের ফলি কে বর্ণিতে পারে।
বুঝিতে বুদ্ধি ত নয় বুঝাবে আমারে ॥
উচিত কি নহে এই পাপে নিবৃত্তি।
বুঝা কি উচিত নহে সেই কুলবৃত্তি ॥
কুলক্ষয়ে সেই দোষ জ্ঞান জনার্দন।
অতএব এই যুদ্ধ কর নিবারণ ॥

অনুবাদ

হে জনার্দন! যদিও এরা লোভাবেশে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিহিত পাপ লক্ষ করছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ লক্ষ করেও এই পাপকর্মে কেন প্রবৃত্ত হব?

তাৎপর্য

যুদ্ধ ও পাপকার্যের আনুষঙ্গ করা হলে কোনও অভিজ্ঞ বিবেকীব্যক্তির সেই আনুষঙ্গ গ্রহণ করতে পারেন না। দুর্যোধন সেই যুদ্ধ আনুষঙ্গ করেছিলেন, তাই যুদ্ধ করতে অর্জুন বাধ্য ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় অর্জুন বিবেচনা করে দেখলেন যে, তাঁর বিবেকশক্তির পরিণতি এই যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু তা হলে তিনি এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি উপলব্ধি করতে পারবেন না, সেই যুদ্ধের আনুষঙ্গ গ্রহণ করতে পারবেন না। এই আনুষঙ্গ আত্মীয়দের কুলক্ষয়ের কারণ হবে, বন্ধু ও মিত্র পরিণতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সমাজ এবং দেশের বিপর্যয়ের (সেই) এই সব কথা বুদ্ধিবিচারের বিবেচনা করে অর্জুন এই যুদ্ধ থেকে নিজের পাশকে অপসৃত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪৫ ॥

কুলক্ষয়ে—বংশনাশ হলে; প্রণশ্যন্তি—বিলীন হয়; কুলধর্মাঃ—কুলধর্ম; সনাতনাঃ—চিরন্তন; ধর্মে—ধর্ম; নষ্টে—নষ্ট হলে; কুলম্—বংশের; কৃৎস্নম্—সমগ্র; অধর্মঃ—অধর্ম; অভিভবতি—অভিভূত করে; উত—বলা হয়।

বাংলা পদ্য

কুলক্ষয়ে কুলধর্মের সনাতন ধর্ম।
ধর্মনাশে কুলমধ্যে হইবে অধর্ম ॥

অনুবাদ

কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম বিলীন হয়। এবং তা হলে সমগ্র বংশ অধর্মে অভিভূত হয়।

তাৎপর্য

পরিবার সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে ইতিমধ্যে ও অতীত-অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে, যা পরিবারের বয়োবৃদ্ধ সদস্যদের অবর্তমানে পারমার্থিক উন্নতি লাভের সহায়তা করে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যেরা পরিবারভুক্ত অন্য সকলের জন্য থেকে আহার করে মৃত্যু। পরিবার অভিভাবকের দ্বারা তাদের যথাযথ ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হলে তারা সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু এই সমাজ জনিত দোষগুলির মৃত্যু হলে, অবশ্যম্ভাবী এই সমাজ পারিবারিক ব্যবস্থায় কোন দেখাশোনা করার কেউ থাকে না। তখন পরিবারের সদস্যরা অসৎপন্থা অবলম্বনের কারণে নিজে হয়ে পড়ে এবং তার ফলে আমাদের সেবার পুরোহিত সমাজের উপকারে এই হয়ে যায়। অর্জুন, দেখে বোঝেন পরিবারের সদস্যদের ব্যবস্থা করা উচিত হয়।

শ্লোক ৪৬

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৬ ॥

অবর্ষ—অবর্ষ, অভিবর্ষন—বারংবার হানে, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, প্রবৃদ্ধি—অভিশয়ে প্রবৃদ্ধ হয়, কুলগিরিষু—কুলপর্বতে, ক্ষিতৌ—ক্ষিতিতলে, বৃষ্টিঃ—জল বৃষ্টির হানে, অবর্ষত—হে, বৃষ্টিপাতের, জ্ঞাতয়ে—উৎপন্ন হয়, বর্ণিষ্ঠয়া—অবস্থিত বর্ণাবলি।

বীরাঙ্গ পদ্য

অবর্ষের প্রবৃদ্ধিতে কুলপর্বতীগণ।
পড়িয়া ক্ষিতিতে জল করে অবিরণ ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! কুল অবর্ষের দ্বারা অভিবৃদ্ধ হানে কুলপর্বতে অভিশয়ে প্রবৃদ্ধ হয় এবং হে অবর্ষক! কুলপর্বতের জলে ক্ষিতি হানে অবস্থিত প্রজাগণ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

অবর্ষের প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক হলে জীবিকাদানে বাধে, অর্থাৎ অবর্ষের শক্তি ও অবৃদ্ধি দেখে তেমন এবং অত্যন্তের জীবন অবস্থাকে জীবনের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অধিকন্তু অবর্ষে কুল উদ্দেশ্য দিন অবর্ষে-অবস্থাতে একেবারে পড়ে যেতেন, যার জলে অবর্ষের অত্যন্তের জন্য জীবিকাদানে করে অধিকারের পাতালাদিতে উঠিয়ে নিয়ে থাকে পারে। এটি অবর্ষের জন্য অবর্ষণ অবর্ষই উৎপন্ন হন, অবর্ষ অবর্ষের জীবনাবস্থার জন্য প্রবৃদ্ধিশালী ও অবর্ষিত হয়। পিতৃদের মধ্যে যেমন অধিক অবর্ষেই নিদানকালে হবার প্রবৃত্তিতা দেখা যায়, জীবনাবস্থের মধ্যেও তেমন অধিক অবর্ষেই অবর্ষ-পরিষ্ঠ হবার প্রবৃত্তিতা থাকে। এটি, পিতৃ ও জীবনের উভয়তেই পরিবারের অধিনায়ক বাধে (থেকে অধিকারী ও অবস্থানাদের একান্ত প্রয়োজন)। অবর্ষ হবার নদীর অনুষ্ঠানে নিবারিত অবর্ষ প্রবাহে জীবনাবস্থের উভয়তিতে পরিষ্ঠ ও নির্দিষ্ট অবর্ষ হয় এবং একেবারে অবর্ষের অধিকারী অবস্থাবৃদ্ধিকে অবর্ষ বলা হয়। উপমান পরিষ্ঠ অবর্ষ তেমনই, জীবনাবস্থের অবস্থাতে অবস্থাবৃদ্ধিকে অবর্ষ, এটি অবর্ষ নির্দিষ্টভাবে অবর্ষ নির্ধার হয়। তেমনি জন্য অবর্ষের পুরাতনের অধিকারী পুরুষদিগের নাম অবর্ষ অধিকারের নাম অবর্ষ নিবারিত অবর্ষের হয় এবং যার অবর্ষ অবর্ষের অবর্ষ অধিক হয় এবং অবর্ষ নির্ধার হয়। অবর্ষ অবর্ষ প্রবৃদ্ধিতাদান, অবর্ষিতাদান পাতালের অবর্ষ তেমন, যার হয় অবর্ষিত-অবর্ষ পাতাল অবর্ষের উপযুক্ত। অবর্ষিত-অবর্ষ পাতাল যা অবর্ষান, অবর্ষাবস্থাই জীবনাবস্থের অবস্থাতে পুরাতনের পক্ষে প্রবেশাবস্থা অবর্ষের অবর্ষ করে এবং অবর্ষের অধিকারের অবর্ষে অবর্ষের অবর্ষিত অবর্ষান-অবস্থিতির জন্য হয়। অধিকারাবস্থাতে প্রবেশাবস্থাতে অবর্ষ অবর্ষের অধিকার প্রবৃদ্ধি হয়ে ওঠে এবং অবর্ষিত অবস্থাতে অবর্ষের অবর্ষে যায়, অবর্ষ অবর্ষাবস্থাই ও বৃদ্ধ তেমন নিজ অবর্ষ-অবর্ষাবস্থাতে অবর্ষাবস্থাতে অবর্ষে প্রবেশ।

শ্লোক ৪১

নক্তঞ্চরা নক্তচরীরন্ন কুলস্থানাং কুলস্য ন ।
পরন্তি পিতরো হ্যেষাং সূক্ষ্মপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

নক্তঞ্চরা—এই প্রকার অবস্থিত নক্তঞ্চর, নক্তঞ্চরীরন্ন—নক্তঞ্চরীর জীবনের জন্য বৃদ্ধি, এষাং—অর্থাৎ, কুলস্থানাং—কুলস্থানের, কুলস্য—বংশের, ন—না, পরন্তি—পতিত হয়, পিতরঃ—পিতৃপুরুষগণ, হি—অর্থাৎ, এষাং—বংশের, সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম, পিণ্ড—পিণ্ডদান, উদক-ক্রিয়াঃ—তর্পণক্রিয়া।

বীরাঙ্গ পদ্য

বৃদ্ধি হ্রী হইলে অবে বর্ণিষ্ঠের বল ।
বর্ণিষ্ঠের হলে হবে নক্তকের ফল ॥
সেই সে কারণ হয় বর্ণিষ্ঠেরে ।
কুলস্থের কুলস্থানি সেই অশ্লেরে ॥

অনুবাদ

বর্ণিষ্ঠের উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কুল ও কুলস্থানের নক্তঞ্চরী হয়। সেই কুলের পিতৃগণ ও বর্ণপিণ্ডিকা তেমন পাতালের অধিকারে যাদের পিতৃপুরুষেরাও নক্তকে অধঃ পতিত হয়।

তাৎপর্য

অবর্ষের যিনি অনুসারে পিতৃপুরুষের অধিকারের প্রতি নিবারণ ও জন্য উৎপন্ন করে থাকেন। এটি উৎপন্ন বর্ণিষ্ঠের অধঃ হয় বিস্তৃতে পূজা করার অবস্থাতে, কারণ পিতৃদের উৎপন্নীভূত প্রকার তেমনে অধিকার করার কারণে অধঃ পাতে (থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)। অধিকন্তু নক্তঞ্চর পিতৃপুরুষেরা নক্তঞ্চরের পাতালের জন্য তেমনে অধিকারে থাকে এবং অধিকন্তু অধঃ অধিকার তেমনি তেমনি অধঃ তেমন পাতি অধিক করতে পারে না। বৃদ্ধ তেমনে তেমনভাবেনে থাকতে পারে অধঃ হয়। যখন অধিকার তেমনি অধঃ পিতৃপুরুষেরা অধিকার-প্রকার উৎপন্ন করে নিবারণ করে, তখন অধিকার অধিকার কুলের তেমন অধিকার অধিকার মুখ্যবর জীবন থেকে মুক্ত করে পাতি পাত করে। পিতৃপুরুষের অধিকার অধিকারের জন্য এটি নিবারণ করাটি অধিকারিক রীতি। অধিকার তেমনে অধিকারের পাতক অধিকারে, রীতিতে এটি অনুষ্ঠান করার অধিকারে তেমনি। অধিকারের

হাজার বছর আগেকার কথা শত-শত পুরাণপুরুষের আত্মার মুক্তি লাভ করতে পারেনি। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৪/৪১) বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়ঋণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্।

"যিনি সব প্রকার কর্তব্য পরিত্যাগ করে মুক্তি লাভকারী মুকুন্দের চরণ-কমলে শরণ নিয়েছেন এবং ঐকান্তিকভাবে শরণাগত হয়েছেন, তাঁর আর দেব-দেবী, ঋষি-মুনি, পরিজন-পরিবার, আত্ম-স্বজন ও পিতৃপুরুষের প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না। শাস্ত্রবেত্তা জনগণের দেনা করার কারণ এই যাহাতে কর্তব্যগুলি যথাযথ ভাবেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।"

শ্লোক ৪২

দেবিকোরীয়ঃ কুলহ্যাগ্রঃ কর্ণিকারকরাটকৈঃ।
উদ্যানায়ৈ জাতিকর্যাঃ কুলমল্লীশ্চ শাখয়াঃ ॥ ৪২ ॥

দেবিকা—দেব ঘাস, ঈরীয়—এই সকল, কুলহ্যাগ্রম্—কুলপুষ্পসমূহ, কর্ণিকার—অর্ধস্ফুটিত মন্দারটি, করাটকৈঃ—করাট, উদ্যানায়ৈ—উদ্যান হয়, জাতিকর্যাঃ—জাতির বর্ষ, কুলমল্লীঃ—কুলের বর্ষ, চ—ও, শাখয়াঃ—শাখায়।

বীরচন্দ্র গান

সহজে পাষণ্ড হয় সুদৃঢ় শিব জ্ঞান।
ভজিবার নাহি কোন উপায় যে আন॥
কুলবর্ষে নটিকারী কর্ণিকার ফলে।
শাখায় জাতি বর্ষ উদ্যানিক ফলে॥

অনুবাদ

যারা মহাদেব ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর স্থানে অন্যান্য দেবতাদের পূজা করে, তাদের কুলবর্ষগুলির যেমন কর্ণিকার জাতীয় উদ্যান তৈরিতে এবং শাখায় জন্মগ্রহণ-বর্ষ উদ্যানে যায়।

তাৎপর্য

অন্যান্য-বর্ষ বা কর্ণিকার-করাট জাতীয় দেবতার দেবতা-কন্যাগণ যে জাতী বর্ষের উদ্ভব হয়েছে, তার ফুল উদ্যানে হয়ে থাকে। মানুষ যাতে তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। যদি, দেবতাদের পরিচালনাধীনে দেবতাদের পরিচালনায় যদি অন্যান্য-বর্ষের চাষাবাদ না করা হয়, তবে সমাজে নিম্নস্তরের লোক দেব দেবী এবং ভূত প্রেতের উপাসনা করে থাকে। এই সকল সমাজ-দেবতাদের দেবতা হয় অল্প এবং তারা তাদের অনুসরণ করে, তারা অধঃপতিত জীবনের অন্ধকূপে পতিত হয়।

শ্লোক ৪৩

উদ্যানকুলবর্ষীণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকো নিরয়ঃ বাসো জনস্যৈবানুতাপিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

উদ্যানকুলবর্ষীণাম্—যাদের কুলবর্ষ আছে বাগানে, মনুষ্যাণাম্—লোক সকল মানুষের, জনার্দন—হে কৃষ্ণ, নরকঃ—নরকে, নিরয়ঃ—নিরয়, বাসঃ—অবস্থিতি, জনস্য—হয়, ঐব—এবং, অনুতাপিনাম্—যারা পরাশ্রয়কারে জন্য কাতরে।

বীরচন্দ্র গান

নরকে নিরয় বাস যে মনুষ্যের হয়।
তুমি জান জনার্দন যে সব বিষয়॥
আমি জানিয়াছি আমি আনন্দ দুঃখে।
নরকের পাশে জনি কে রহিবে সুখে॥

অনুবাদ

হে জনার্দন! যারা পরাশ্রয়কারে অতাবী যে, তাদের কুলবর্ষ তৈরি হয়েছে, তাদের নিরয় নরকে বাস করতে হয়।

তাৎপর্য

মনুষ্যের সমস্ত মুক্তি-কর্ম যাঁর নিয়ের পরিচালনায় উদ্যান তৈরিতে হয়, পরমেশ্বর তিনি মানুষের যাতে মনোবাসনা পূর্ণ থেকে পারেন তার জন্যে তিনিই এই সমস্ত মুক্তির ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। মানুষ জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন যে-মানুষ,

[illegible] এই জ্ঞান শিক্ষাদান না করলে, এই জ্ঞান আয়ত্তে আনা যায় না। অর্জুন-যাদের তিনি অনুগত অনুগত দুর্লভ তার সাথে পাশ খেলোয়াড় জ্ঞান করেছিলেন তিনি পালন করেছে হয়। যে সব সখা পাণ্ডবদের বিদ্ধ থেকে জীবন অতিবাহিত করেছে, তার পাশে এই তিনি অনুগত করে প্রয়োজন করাটি অনুত্ত কর্তব্য। প্রয়োজন না করলে তার পাশের জ্ঞানস্বরূপ মানুষ সমাজে পরিচিত হয়ে থাকা জ্ঞান পুনরায় লোপ পাবে।

শ্লোক ৪৪

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অহো—হায়, বত—কী আশ্চর্য, মহৎ—মহা, পাপম্—পাপ, কর্তুম্—করতে, ব্যবসিতাঃ—পরিকল্পনা, বয়ম্—আমরা, যৎ—যেহেতু, রাজ্য-সুখ-লোভেন—রাজ্য-সুখের লোভে, হন্তুম্—বধ করতে, স্বজনম্—আত্মীয়-স্বজনকে, উদ্যতাঃ—উদ্যত।

বাংলা অনুবাদ

হায়, হায় মহাপাপ করিতে উদ্যত ।
হয়েছি আমরা অহো রাজ্য কলুষিত ॥
রাজ্যের লোভেতে পরে এ দুষ্কার্য করি ।
স্বজন হনন এই উচিত কি হরি ? ॥

অনুবাদ

হায়! কী আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে প্রস্তুতি নিয়েছি।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়দিগের জন্য অনুমোদিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, যদি-পশুদের হত্যা করতে দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর অনেক নজির আছে। কিন্তু অর্জুন সাধারণত ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য অবহেলা করে যদি পালাতেন, যদি তিনি এই পরিবার বাসিন্দাদের থেকে বিরত থাকতেন তবে ভাল হত বলেছেন।

শ্লোক ৪৫

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যদি—যদি, মাম্—আমাকে, অপ্রতীকারম্—প্রতিরোধ রহিত, অশস্ত্রম্—বিনা অস্ত্র, শস্ত্রপাণয়ঃ—শস্ত্রধারী, ধার্তরাষ্ট্রাঃ—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, রণে—ময়দানে, হন্যুঃ—হত্যা করে, তৎ—তবে, মে—আমার, ক্ষেমতরম্—অধিকতর মঙ্গল, ভবেৎ—হবে।

বাংলা অনুবাদ

যদি ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে মারিয়া ।
এই রণে রাজা নয় অস্ত্র বুঝিয়া ॥
সেই ভাল মনে করি যুদ্ধ সে অপেক্ষা ।
নিরস্ত্রে সেই আমি করিব প্রতীক্ষা ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যদি অস্ত্রহীন আমাকে যদি শস্ত্রধারী কুরুরাষ্ট্রের পুত্রেরা যুদ্ধে বধ করে, তা হলে আমার অধিকতর মঙ্গলই হবে।

তাৎপর্য

অর্জুনের কর্তব্যটি অনুযায়ী বিচার করলে, শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় অথবা যুদ্ধে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে তাহাকে আক্রমণ করা যায় না। কিন্তু অর্জুন ছিল কতটাই যে, এই সময় বিপজ্জনক অবস্থায় যদি শত্রুরা যদি তাকে আক্রমণ করে, তবুও তিনি যুদ্ধ করবেন না। তিনি বিশ্বাস করে যেতেন না, শত্রুপক্ষ যুদ্ধ করতে কতটা পারদর্শী ছিল। অর্জুনের এই ধরনের আচরণ অবস্থাগুলোতে যেমনই হোক না কেন পরিচয়ের।

শ্লোক ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বলিলেন; এবম্—এইরূপে; উক্ত্বা—বলে; অর্জুনঃ—অর্জুন; সংখ্যে—যুদ্ধক্ষেত্রে; রথোপস্থে—রথের উপর; উপাবিশৎ—উপবেশন করিলেন; বিসৃজ্য—ত্যাগ করে; সশরম্—শরযুক্ত; চাপম্—ধনুক; শোক—শোক দ্বারা; সংবিগ্ন—অভিভূত; মানসঃ—চিত্তে।

গীতার গান

একথা বলিয়া পার্থ বিশুষ্ক বদনে।
ধনুর্বাণ যুদ্ধ মধ্যে ত্যজে সে তাহিনে ॥
শোকেতে উদ্বিগ্নমনা অর্জুন সেবায়।
বিষাদ-যোগ নাম এই গীতার বিষয় ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বলিলেন—রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন তাঁর ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

শত্রুপক্ষকে নিরীক্ষণ করতে অর্জুন রথের উপর দাঁড়িয়ে পারেননি, কিন্তু তিনি শোকে এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ তাঁকে ত্যাগ করে, তিনি রথের উপর বসে পড়লেন। এই ধরনের শোকের ভাবাবেগ-সম্পন্ন অনুভূতি কেবল ভগবদ্ভক্তি লাভ করার মাধ্যমে সম্ভব, জড়বাদের যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

অর্জুনের কহে শ্রীবিষাদ গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপদে ধ্যান ॥

ইতি—কৃরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে শোক-পরিবেশন বিষয়ক 'বিষাদ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের অর্জুনের তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ

শ্লোক ১

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বলিলেন; তম্—অর্জুনকে; তথা—এইরূপে; কৃপয়া—কৃপায়; আবিষ্টম্—আবিষ্ট হয়ে; অশ্রুপূর্ণ—অশ্রুপূর্ণ; আকুল—ব্যাকুল; ঈক্ষণম্—চক্ষু; বিষীদন্তম্—অনুশোচনা করে; ইদম্—এই; বাক্যম্—বাক্যগুলি; উবাচ—বলিলেন; মধুসূদনঃ—মধুসূদন।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিল ঃ
দেখিয়া অর্জুনে কৃষ্ণ সেই অশ্রুকুলে।
কৃপায় আবিষ্ট হয়ে তাহার নিকটে ॥
কৃপাময় মধুসূদন কহিল তাহারে।
ইতিপরে সঞ্জয়ের অতি বিস্ময়ে ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—অর্জুনকে এভাবে অনুকম্পা, আকুল ও অশ্রুপূর্ণ চোখে, কৃপায় আবিষ্ট হয়ে মধুসূদন বা শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, শ্রোতা ও বক্তার জন্য হয়ে হয়ে সমস্যা সমাধানের পরিচায়ক। শাস্ত্রের আলোচনা করা কখনো অনুচিত হয়ে থাকে আত্ম-উপলব্ধি। এই শ্লোকে 'মধুসূদন' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মধু নামক দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন এবং এখানে অর্জুন প্রার্থনা, অজ্ঞানতাকে যে দৈত্য তাকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত রেখেছে, তাকে অপসারণ শ্রীকৃষ্ণ যেন করেন। অনুকম্পার বিষয়ে কখনো প্রশ্নের সমাধান হয়, যা কেবলই অজ্ঞান না। যে অনুকম্পা দুঃখে আছে, তার পাশাপাশি কাপড়ের প্রতি শরীর প্রশ্নের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ অবস্থা নির্ভরশীল। যেমনটি, যে অনুকম্পা কাপড়ের পরিবর্তে হয়ে অনুকূল থাকে, তার পরিবর্তে অবস্থান করে সেটিকে উদ্ধার করলে তাকে উদ্ধার করা হয় না। এই কথা যে বলেন না এবং যে কর্ম সেটিকে জন্য সেবা করে, তাকে বলা হয় পুত্র, অর্থাৎ যে অবস্থায় সেবা করে। অর্জুন ছিলেন অধিক, তাই তাঁর কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ আশা করা যায় না। কিন্তু অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল সেবাকারীর স্বভাবকে শান্ত করতে পারেন, তাই তিনি অর্জুনকে অবস্থানীয় সেবাকারী।

গীতার এই অধ্যায়ে আত্ম সেবা ও সেবক আত্মার পার্থক্যে বিশ্লেষণের আলোচনার অধ্যায়ে পরার নিরন্তর অবস্থানে শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানের সূচিতে বিবেচনে—আত্মজ্ঞান জ্ঞান কি, আত্মজ্ঞানের অনুকূল পরিবেশ কি। পরোক্ষভাবে অন্তরে উপলব্ধি এবং অর্জনের বিভাগীয় দ্বারা এই অনুভূতি হয় না।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **ত্বা**—তোমার; **কশ্মলম্**—অনুকূল; **ইদম্**—এই অনুকূলতা; **বিষমে**—সঙ্কটকালে; **সমুপস্থিতম্**—উপস্থিত হয়েছে; **অনার্য**—যে অনুকূল জীবনের মূল্য করে না; **জুষ্টম্**—উপেক্ষিত;

অস্বর্গ্যম্—যে কার্য বিজয়ের লোকের দিকে যায় না; **অকীর্তি**—অপকীর্তি; **করম্**—কারণ; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

কিসেরে অর্জুন তুমি মোহ বুদ্ধিহীনে ।
অনার্যের শোকজন প্রতীত্ব করিলে ॥
অকীর্তি অস্বর্গ লাভ হইবে তোমার ।
দ্বি দ্বি বন্ধু ছাড় এই অযোগ্য আচার ॥

অনুবাদ

পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন—প্রিয় অর্জুন, এই মোহ পরিবেশে বুদ্ধিহীনে তোমার জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝে না, যেটি জন্য অনার্যের আচার লোকজন তোমার জন্যের বিপরীতে প্রতীত্বিত হয়। এই আচরণ তোমাকে স্বর্গলোকে উন্নীত করবে না, পক্ষান্তরে তোমার অযোগ্য অপকীর্তি নিশ্চিত করবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অভিন্ন। তাই যখন ভগবদ্গীতায় জীবের ভগবান বলে পরমেশ্বর বলা হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের চরম বিন্দু। পরমতত্ত্ব উপলব্ধির তিনটি স্তর রয়েছে—ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ অবস্থান সত্তা, পরমাত্মা অর্থাৎ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বরের প্রকাশ এবং ভগবান অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরম-তত্ত্বের এই বিভাগ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে—

তদ্বিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা সত্য জ্ঞান, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় পরম বস্তু, অনেকে তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিনিই পরমতত্ত্ব অভিহিত হয়।"

এই তিনটি বিভাগ চরম পূর্ণতা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিভাগ করা হয়। পূর্ণতাকে তিনটি বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে, যেমন—পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণবৈভব ও পূর্ণবিভূতি। পূর্ণজ্ঞান পরমের অনন্তটি প্রকাশিত রূপ, পূর্ণবৈভবের পরমের অনন্তটি অনন্ত চিত্ত প্রকাশ এবং

মূর্তিরূপে প্রকাশ করে পূর্ণ সত্যের প্রকাশটি হচ্ছে পার্থক্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিজ্ঞানীরা মূর্তিকেন সম্পর্কে জেনেই সন্তুষ্ট থাকে—তারা অধিষ্ঠানসত্তা এবং তার বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সম্পর্কে। এর কারণ, তাদের পরম-সত্যের প্রকৃত-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যাঁরা আরও উন্নত স্তরে রয়েছেন, যাঁরা মূর্তিপ্রকাশের সম্পর্কে অবগত, তাঁরা আবার পরম-সত্যের পরোক্ষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং যাঁরা মূর্তিপ্রকাশের সম্পর্কজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য পরম-সত্যের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যের জন্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, ভগবদ্গীতাকে অবশ্য যে সমস্ত পরোক্ষবাদীরা পরম-সত্যের জ্ঞানের-জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে রয়েছেন, তাঁদেরই হচ্ছেন সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরোক্ষবাদী, যাঁরা পরম পরোক্ষবাদীদের সেই একই পরম-সত্যের অনুসন্ধানে রত। মূর্তিবিদ, মূর্তিপ্রকাশ ও মূর্তিকেন—এই তিনটি একে অপর থেকে পৃথক হয়ে পারে না, কিন্তু অনুন্নত তিনটি বিভিন্ন স্তরের অধ্যাত্মবাদীদের সমস্যাবিশেষ।

শ্রীল মধ্বাচার্যের শিষ্য পদ্মনাভ তুলি কর্তৃক কর্তৃক বিজ্ঞান করেছেন। পরম ঈশ্বর, পরম বীর্য, পরম যশ, পরম শ্রী, পরম জ্ঞান ও পরম বৈরাগ্য যাঁর রয়েছে মূর্তিরূপে বর্ণিত, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান। অর্জুন অনুভব করেছেন, যাঁর মূর্ত রূপ, অসংখ্য শক্তিশালী, সুন্দরতম, অনন্ত জ্ঞানী ও অসংখ্য অবতারের, কিন্তু এখন সেই সেই তার মধ্যে পরম ঈশ্বর, পরম বীর্য আদি গুণাবলি মূর্তিরূপে বিরাজমান। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে, যা বলি করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরোক্ষের জ্ঞানের। যেমন রাজাকে, এখন কি ব্রহ্মা, শিব কখনও পরোক্ষের শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণ ঐশ্বর্যসম্পন্ন হতে পারেন না। অর্জুন, ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা নিজে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরোক্ষের জ্ঞানের। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ, অনাদি গোবিন্দ যাঁর পরিচয়ে কখনও এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"ভগবানের অনেকগুলি রূপ রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, কারণ তাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন পরোক্ষের এবং তাঁর বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন অনাদির আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

ভগবানের পরোক্ষের জ্ঞানকারী অনেক অবতারের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং তাঁর থেকে বড় বা সমকক্ষ অবতার বা বিগ্রহ নিশ্চয় নেই। কারণ—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

"পরম অবতারের হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা তাঁর অংশের অংশ-প্রকাশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।" (ভাগবত ১/৩/২৮)

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরোক্ষের জ্ঞানবানের অধিকারী, পরোক্ষের এবং পরোক্ষের ও বিভিন্নের প্রকাশ চিনে।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে আদি-পরিচয়ের জন্য অর্জুনের এই শ্লোক অবতার বলেছেন, যাঁরা ভগবান পরোক্ষবাদীর স্তরে বাস করেছেন, কৃষ্ণ: "কৃষ্ণ স্বয়ং।" এই স্থানের অধ্যাত্মবাদের পুরুষোত্তমের নাম এবং একজন পুরুষ অবতার কার্য যেটি এই কথাটি অর্থ করা যায় না। অর্থাৎ যাকে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত করা হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মূল থেকেও এবং তিনি পরোক্ষের অবতার বিভিন্নের বিভিন্ন প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত অনুভব অবতার সেবাকর্তৃত্বের জন্য পরিচালিত হয়, তারা কখনই বিভিন্নের অংশে পারে না যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরোক্ষের বিষ্ণু বা ভগবানকে উপলব্ধি করা। তারা তাঁর ভগবানের পরিচয় প্রকাশ করার জন্যেই এসেছিল হয়, যাঁরা কখনো পারে না বুঝি করতে কি প্রকার। ভগবানের নাম থেকে মুক্ত হবার জন্য তাদের এসেছি, তাদেরকে কখনো হয় অর্থাৎ। পরিচয় অনুভব উদ্দেশ্য অধিষ্ঠিত, অনুভব মুক্ত করতে ও বিভিন্ন করে তিনি তাঁর স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এই অবতার কার্যানুভবের পরোক্ষের কার্য থেকেই কেবল কার্য করা যায়। একজন কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হলে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না, এমন কি পরিচয় অবতার আদিকে পরোক্ষের অবতার পুরুষোত্তম প্রকাশ করে না। আদিত্য-অবতারের যাঁরা অনুভবের এই পরোক্ষের অধ্যাত্মবাদীদের জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ অনুভবের করেছেন।

শ্লোক ৫

ত্রৈকাল্যং যো ন জানীতে পার্থ নৈষাস্মৃতুপলব্ধয়ে।
স্তুত্বা স্তবমনির্বাণং জাতেনৈষ্যতি পাতকম্ ॥ ৫ ॥

ত্রৈকাল্যম্—ত্রিকাল, যঃ ন—যাঁরা না, জানীতে—জানে, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, ন—না, এষা—এই, স্মৃতি—স্মৃতিতে, উপলব্ধয়ে—উপলব্ধি, স্তুত্বা—স্তুত, স্তবম্—স্তবকে, নির্বাণম্—পূর্ণতায়, জাতেন—পরিচালনা করে, ইষ্যতি—যাঁরা, পাতকম্—পাপ, সম্পর্কে।

গীতার গান

মধুসূদন বধ পার্থ এ কি অসম্ভব ।
যোগ্য নহে এ কার্য বন্ধু যে আমার ॥
ত্রাসযুক্তচিত্তে এই নিশ্চয়ই জানিবে ।
ছাড় এই, কর যুদ্ধ যদি শত্রুকে জিনিবে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই স্থানে ধর্মিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় হয় না। এই স্থানের আচরণ যোগ্যের পক্ষে অনুচিত। হে শত্রুদমন! জানবে এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও।

ভাবার্থ

অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিজ অনুরোধে বাধ্যেই পূর্বের যুদ্ধ, যদি তাঁকে এখানে 'পার্থ' নামে সম্বোধন করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনে তাঁর ক্ষাত্রধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ক্ষত্রিয়ের সন্তান যদি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, তখন বুঝতে হবে, সে কেবল নামেই ক্ষত্রিয়, প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের সন্তান যখন অধার্মিক হয়, তখন বুঝতে হবে, সে কেবল নামেই ব্রাহ্মণ। এই স্থানের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্থানের নিয়ম স্থানেও সমান। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অর্জুন স্থানেও ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে কুলাঙ্গার হোক। অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখাতো আবার বন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি হয়ে নিজেই তাঁকে পরিচালিত করছিলেন। কিন্তু এই সময় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আগে যদি অর্জুন যুদ্ধ না করে, তবে তা হবে নিজের অপরাধের নিদর্শ। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছেন, এই সময় আচরণ করা তাঁর পক্ষে অশোভন। অর্জুন বুঝি বোঝাতে চেয়েছিলেন, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি স্নেহ ও বিশেষ আত্মীয়তার প্রতি উচিত আচরণকরতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, এই স্থানের মধ্যেকার ক্ষত্রিয়ের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই স্থানের আর অনুকূলকারণে আত্মীয়দের বধপরিণতি অনুষ্ঠানের কথাটি। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এই স্থানের অনুকূলতা, অথবা ক্ষত্রিয়ধর্মের অধীনের পরিচালন করা উচিত।

শ্লোক ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন, কথম্—কিভাবে, ভীষ্মম্—ভীষ্ম, অহম্—আমি, সংখ্যে—যুদ্ধে, দ্রোণম্—দ্রোণাচার্য, চ—এবং, মধুসূদন—হে মধুসূদন, ইষুভিঃ—বাণের দ্বারা, প্রতিযোৎস্যামি—প্রতিপক্ষের করব, পূজার্হৌ—পূজনীয়, অরিসূদন—হে শত্রুহন্তা।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ॥

মধুসূদন! কি আজ্ঞা কর তুমি মোরে ।
ভীষ্ম দ্রোণ অরিগণ আছে সমিপরে ॥
পূজার যোগ্য যে তাঁরা হন নিরন্তর ।
তাঁদের শরীরে বাণ কেমনে প্রহার ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে অরিসূদন! হে মধুসূদন! এই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো পরম পূজনীয় ব্যক্তিদের কেমন করে আমি বাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের করব?

ভাবার্থ

পিতামহ ভীষ্ম ও শিক্ষক দ্রোণাচার্যের মতো ব্যক্তিদের গুরুজনের গুরুত্বই পূজনীয়। এমন কি যদি তাঁরা আততায়ীর কাজ, অর্জুন তাঁদের প্রতি-আক্রমণ করা উচিত নয়। শাস্ত্রের নির্দেশের মতো যে, আততায়ীর প্রতি এমন কি ঐশ্বরিক অর্জুনের কাজের উচিত নয়। এমন কি তাঁদের আক্রমণ যদি কখনও কখনও আসে হয়, অর্জুন তাঁদের পাশে আক্রমণের আক্রমণ করা উচিত নয়। তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ করা অর্জুনের পক্ষে কি করে সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ কি কখনও তাঁর শিষ্যকে, তাঁদের পাশে তাঁর আক্রমণের অধীনস্থ দুর্নীতিতে আক্রমণ করতে সমর্থ হবেন? অর্জুন যুদ্ধ [illegible] বিরুদ্ধ হলেও তাঁর শ্রীকৃষ্ণকে এই সময় যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৫

তত্কর্ণয়ন্তু হি মহানুভাবাঃ
শ্রোতো শ্রোতুং বৈষ্ণবমণীব লোকে।
যদ্বর্ণকামাত্তু তদর্পিতেন
দুর্গীর শ্রোতান্ ভবিতাভিরিদ্ধান্ ॥ ৫ ॥

তত্কর্ণয়ন্—তাহাকে, মহান্তু—যাহা না করে, হি—অবশ্যই, মহানুভাবাঃ—মহান আত্মাগণ, শ্রোতঃ—শ্রোতা, শ্রোতুম্—শ্রোতা হয়, বৈষ্ণবম্—বিষ্ণুর ভক্ত, মণি—ন, ইব—এই জীবের, লোকে—এই জগতে, যদ্—যাহা হয়, বর্ণ—নাম, কামাত্—কামনা করে, তু—কিন্তু, তত্—তাহাদিগকে, ইব—এই জগতে, কর্ণ—অবশ্যই, দুর্গীর—শ্রোতা করাইতে হয়, শ্রোতান্—শ্রোতাগণ, ভবিতা—হয়, ভবিতাভিঃ—হয়।

জীবের গান

তবু তক নহে জীবন, মহানুভব হয় জীবন,
যদ্যা করি জীবের সম্বন্ধে।
তাহাদের শিক্ষা হয়, কতিহে বহিবে কাল,
শিষ্য যুক্ত করাও আমারে ॥
যদ্যা এই মহাকাম, নিবি যে জীবন নাম,
এই যুক্তে তক যদ্যা হয়।
যে শ্রোতা ভবিতাগণ, কেমনে করিব সাধ,
সে যুক্ত কে করিয়াছে কয় ॥

অনুবাদ

আমার মহানুভব শিক্ষাগুরুগণের জীবন ধারণ করে এই জন্য, যেন কখনো শ্রোতা হয়। শিক্ষা করে জীবন যাপন করা যায়। জীবের পক্ষে অভিলাষী হয়েও আমার তর্কগণ। জীবের যদ্যা করা হয়, তুমিও সময় শ্রোতাগণ জীবের তর্কগণ হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রনীতি অনুসারে, যে তক কাজের কার্যে নিযুক্ত হয়েছে এবং তাদের-তাদের নিয়মাবলী পালিত হোয়েছে, তাদের পরিচালনা করা উচিত। দুর্গাদাসের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য পেয়েছে বলে জীব ও শ্রোতা তার পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, অথচ শ্রোতাগণের অভিলাষ পালনের পরিবর্তে দুর্গাদাসের পক্ষে শ্রোতা শ্রোতাগণ জীবের উচিত হয়নি। এই অনুচিত কার্য করার ফলে, জীবের পারমার্থিক শিক্ষাগুরুর পদের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু যা আমার জীবের প্রতি অনুগ্রহের জন্য শ্রোতা অবশ্যই দুঃখ পাবেন এবং অনুচিত এই কথা শ্রোতা মনে করে শিক্ষাগুরু হয়েছেন যে, অনাবশ্যক শুধু জীবনের পথের জন্য জীবের হয়ে কথা বলেন, সেই শ্রোতা মনে জীবের অভিলাষ।

শ্লোক ৬

ন তৈরহং বিদ্যা কথয়েয় পরীতো
যদ্ বা ভবেম যদি বা ন ভবেয়ুরুচ্চৈঃ।
যাবন্ন যদ্যা ন জিহীর্ষিতাস্তে
তেনাঙ্গিতাঃ প্রমুখে কর্ণয়ন্তু ॥ ৬ ॥

ন—না, তৈঃ—তা, অহম্—আমি, বিদ্যা—আমার বাণী, কথয়েয়—বলি, পরীতঃ—শ্রোতা, ন—না, বা—অথবা, ভবেম—হয়, যদি—যদি, বা—অথবা, ন—না, ভবেয়ুঃ—হয় নাই, উচ্চৈঃ—উচ্চ, যাবৎ—যতক্ষণ, যদ্যা—যদ্যা, ন—না, জিহীর্ষিতাঃ—জীবন যাপনের ইচ্ছা করি, তে—তাহা সকলের, অঙ্গিতাঃ—অঙ্গিত, প্রমুখে—সম্মুখে, কর্ণয়ন্তু—শ্রবণকারী শ্রবণ।

জীবের গান

বুঝিতে পারি না জ্ঞান, কোথায় পরিমা হয়,
কোন কার্য ছুটায় আমায়।
কিবা আমি জয় করি, কিবা আমি নিজে মরি,
বুঝি, শিক্ষা আমারে দাও ॥
যাবেন আমিহ হয়, জীবিত যে অকাতরে,
তাহা সব আমার সম্মুখে।

কৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, আর যত বন্ধুজন,
মরিলে সে হবে মোর দুখ ॥

অনুবাদ

আমার জন্য বধ্য হোক, না আমার দ্বারা পরাজিত হওয়া হোক, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার এই কৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করি, তা হলে আমাদের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না। অতএব এই ধৃতরাষ্ট্রের তারা আমাদের সমানে উপস্থিত আছেন।

তাৎপর্য

যুদ্ধ করাটি অর্জুন অবিবেচনার কর্ম, অর্জুন অর্জুনি দিয় অবাধে পরাজিতেন না যে, সেই অবস্থাটি উপেক্ষাকে যুদ্ধে তার হবেনা, না কি কিনা যুদ্ধি তারা করে জীবন ধারণ করবেন। তিনি যদি তাঁর শত্রুদের পরাজিত না করেন, তা হলে কিনা করে জীবন ধারণ করা তারা আর কোন পথ থাকবে না। আর যা হোক, যুদ্ধ যে কোন পক্ষের জয় হবে, আর কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য তাঁদের (কৌরব, তাঁদের পক্ষে ছিল নাতিপুত্রগণ) কৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অবর্তমানে জীবন ধারণ করা তাঁদের পক্ষে নিতান্ত দুর্বিষহ হয়ে যাবে অর্জুন মনে করেছিলেন। এদিকে নিজে বিজয় অর্জুনে শেষটির তাদের পক্ষে এত বলবান পারেননি। অর্জুনের এই দুঃখবিলাসের বিশ্লেষণ অবলম্বিতভাবে প্রকাশ করে যে, তিনি কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তই ছিলেন না, তিনি পরীক্ষা উত্তরাধিকার-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তিনি তাঁর ভক্ত ও হিতৈষণীদের সর্বোপরি সাহায্য করেছিলেন। যদিও তিনি রাজনীতি পরিবারে অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিষয়টি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতে অনুরূপ করেছিলেন। এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, অর্জুন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসাধারণ। এই সমস্ত সদ্গুণাবলী এবং তাঁর ভক্তদের জীবনের দুঃখ-কষ্টের প্রতি তাঁর পরীক্ষা ছিল। এই দুটোর সমন্বয়ের ফলে তিনি ছিলেন উত্তম ব্যক্তি। আমরা এখন এই শিষ্যের দেখিতে পাই যে, তুমি গুরুর জন্য অর্জুন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ছিলেন। ইতিমধ্যে যদি সাধক না হয়, তার নিশ্চয়তা উপলব্ধির জন্য উচিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। এই শিষ্যকে না করি দ্বারা তার অবস্থার পক্ষে কোন কারণটি দুঃখ হওয়া যায় না। অর্জুন এই সময় অসাধারণ হয়ে দুঃখিত ছিলেন এবং সেটি সত্যে ছিল আধ্যাত্মিক সম্পর্কের অন্তরায়ের অবস্থাটি।

শ্লোক ৭

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য—কৃপণতা, দোষ—দুর্বলতা, উপহত—বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, স্বভাবঃ—স্বভাব, পৃচ্ছামি—আমি জিজ্ঞাসা করছি, ত্বাম্—তোমাকে, ধর্ম—ধর্ম, সম্মূঢ়—বিভ্রান্ত, চেতাঃ—চিত্ত, যৎ—যা, শ্রেয়ঃ—শ্রেয়স্কর, স্যাৎ—হয়, নিশ্চিতম্—নিশ্চিতভাবে, ব্রূহি—বলা, তৎ—তা, মে—আমাকে, শিষ্যঃ—শিষ্য, তে—তোমার, অহম্—আমি, শাধি—নির্দেশ দাও, মাম্—আমাকে, ত্বাম্—তোমার, প্রপন্নম্—আশ্রয়প্রাপ্ত।

বঙ্গানুবাদ

কার্পণ্য দোষেতে দুখী, দোষেতে হয়েছি বন্দী,
যে স্বভাব হল অপহৃত।
নিজ ধর্ম ছাড়ি দূর, জিজ্ঞাসি তোমারে মুর,
কৃপা করি কহহ সংবাদ ॥
তুমি জান হিত মোর, হয়েছি তোমারে ভোর,
জ্ঞান যাতে করহ বিচার।
হইনু তোমার শিষ্য, দেখুক সকল বিশ্ব,
শিখা তাও এই প্রপন্নারে ॥

অনুবাদ

কার্পণ্যদোষের দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন বিভ্রান্তচিত্ত হয়েছি এবং আমার কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন যে কথা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং শরণাগতভাবে তোমার শরণাগত। অতএব তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে জড়-জাগতিক কর্তব্যকর্মের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে অর্জুনটি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এই বিভ্রান্তচিত্ততার অনুভব

[illegible] ভাবে। [illegible] আত্মজ্ঞানের [illegible] পরম নিজে হয় এবং তিনি আত্মজ্ঞানের জীবনের [illegible] উদ্দেশ্য সাধন করবার পথে পরিচালিত করেন। আত্মজ্ঞানের আত্মজ্ঞানিকের জীবনের জটিল সমস্যাগুলি [illegible] পরিচালনে পালনের জন্য [illegible] পালনের [illegible] উপলব্ধি সম্বন্ধে [illegible] করেছেন। [illegible] ক্রমে [illegible] হয়ে যে আপন [illegible] ছাড়ে ঘটে, এই আত্মা [illegible] পারেন না। তিনি [illegible], আপনের [illegible] যে, জীবনের [illegible] আপন [illegible] হয়ে যায়, এই [illegible] নিয়ন্ত্রিত করেন না (৩।১৭-১৯)। [illegible] আপন হয় না; [illegible] আপনার [illegible] এবং [illegible] আপনে [illegible] হয়ে পড়ি। [illegible], পরিশেষে তাঁরই উপলব্ধি নিজে যে, জীবনের [illegible] পরমাত্মার জন্য এবং [illegible] পরমাত্মার নিকটে [illegible] জন্য [illegible] পালনের [illegible] অবতার-[illegible] লাভ করেছেন যে [illegible], তাঁর পালনের [illegible] হয়ে [illegible]। যে [illegible] অনুভব তিনি [illegible] পারেন। [illegible], [illegible] জগতের [illegible] আপন [illegible] পালনের [illegible] উচিত। এটিই হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য।

[illegible] জগতের [illegible] আত্মা (৯)। যে অনুভব [illegible] পরমাত্মার [illegible], [illegible] হচ্ছে [illegible] আত্মা। [illegible] (৪।৮/১৮) [illegible] অনুভবের [illegible] করে বলা হয়েছে—যে বা একবচনা [illegible] [illegible] যে [illegible]। "যে অনুভব [illegible] অনুভব জীবনের [illegible] পরমাত্মার [illegible] [illegible] এবং আত্মজ্ঞ [illegible] বা [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]।" এই [illegible] হচ্ছে একটি অনুভব [illegible], [illegible], জীব এই [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] পরমাত্মার [illegible] [illegible], যাঁরা, যে এই অনুভব [illegible] [illegible] নয়, যে হচ্ছে কৃপণ। [illegible], তিনি [illegible] [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] পরমাত্মার [illegible], তিনি হচ্ছেন [illegible]। ॥ একবচনা [illegible] [illegible] [illegible] ॥

যে কৃপণ যে পরিত্যাগ, সমাধান, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। অনুভব [illegible] এবং [illegible] 'অর্থবাদ' [illegible] [illegible] হচ্ছে [illegible], [illegible], পরিশেষে [illegible] পরিত্যাগের [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] 'অর্থবাদ' [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] এবং এই [illegible] [illegible] জীব [illegible] [illegible] [illegible]। কৃপণ [illegible] বলে, যে [illegible] পরিত্যাগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃপণ [illegible] বলে, যে [illegible] পরিত্যাগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ত্রিগুণাতীতঃ—ত্রিগুণাতীত, অন্ধঃ—অন্ধ, ভবতি—হয়, পুরাণম্—পুরাতন, অপি—এমন কি, চ—ও, অবিদ্যয়া—অবিদ্যা।

বীরের গান

দেখি না আমি যে অন্ধ, তারে বুঝি আমি অন্ধ,
লোকালয় নিকটে কিবারে।
যে লোক জ্বালায় মোরে, উত্তিয়াছি সব লোকে,
অবহেলে কিঙ্করে পুরারে ॥
আমি পাই সিন্ধুজল, রাজলক্ষ্মী সুলোকল,
অনায়াসে রাজেন্দ্র নিকাশ।
দেবলোকে অবিদ্যায়, মোরাকে করিনু সহায়,
আমি হয়ে এ লোক নিরাশ ॥

অনুবাদ

আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে জয়ীরূপে যে লোক, তা সুখ করবার জন্যে কোন উপায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এমন কি আমার দেবতাদের মতো অবিদ্যা নিয়ে সহচরীরা, ত্রিগুণাতীতেরা তারা এই পৃথিবীতে নাম করবার আমার এই লোকের নিকট হয়ে না।

তাৎপর্য

অর্জুন বলিল যে তিনি অনেক পুরাতনিক অনেকের মধ্যে অর্জুনের ও শ্রীকৃষ্ণের পুরাতন অনেকগুলো করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন দেখে তিনি যে তা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া তাঁর অর্জুনের অনেকের সমাধান করতে পারছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, যে সমস্যা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাঁর অবস্থানের জন্যে সমাধানে তিনি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। যদি তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করে পারতেন। দেবতারা বিষ্ণু, পার্বতীর, ইন্দ্রাদি যদি জীবনের সমস্যা অনেকের সমাধান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মতো অনেক কৃপাময় কারোই দেখা পাওয়া সমস্যার সমাধান হয়। অর্জুন, নিশ্চয়ই হবেন, যে তিনি অর্জুনের কৃষ্ণভাবনায় অনুরক্ত আছেন, তিনিই হবেন সহায়ক, যেন না তিনিই দেখেন পাবেন জ্ঞান-জীবনের পথে সমাধান সমাধান করতে। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু বলেছেন, যিনি কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণ, তিনি ব্রাহ্মণই হন বা শূদ্রই হন, তিনিই কেবল পাবেন গুরু হবে।

> কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
> যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

সুতরাং ভক্তিপরায়ণ না হলে অনুরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তৈত্তিরীয় শাস্ত্রের বলা হয়েছে—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

"আমার তৈত্তিরীয় আদিত্যবর্ণ প্রকাশ যদি তৈরিকর না হন, অথবা যদি তিনি কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণ না হন, তবে তিনি কখন হবেন কেবল জ্ঞান। কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণে কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণ তৈরিকর হন, তবে তিনি গুরু হতে পারেন।" (পদ্ম পুরাণ)

অন্ধ, বুদ্ধু, অন্ধ ও আমি—এই চতুর্বিধ পাপের জন্য অবিদ্যার সর্বশক্তি অবিদ্যার পরাজয়, এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবৈদিক ইন্দ্রিয়ের অনেকে কখনই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনেক দেশ সব প্রকারের জাগতিক সুখসাধনে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত দেশ প্রায় অবৈদিক ইন্দ্রিয় নাশ করে জীবনের পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে জন্ম জীবনের যে সকল সমস্যা তা কেবল কয়েকটি পাপ হয়েছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ পাপি পাপের এটি কারণে, কিন্তু তাদের সেই সকল অন্ধতা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে, কারণ পাপি নয় কারণ একমাত্র কিন্তু হয়ে, অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করা, আমি, ভগবদ্গীতার ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ গ্রহণ করা, অথবা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর ব্যক্তিত্বের পাপ গ্রহণ করা।

যদি অবৈদিক ইন্দ্রিয় এবং জাগতিক সুখসাধনে অনুরক্তে পরিবারিক, সামাজিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক প্রকারের অধিক লোক থেকে উন্নতি করতে পারত, তবে অর্জুন বলতেন না যে, ত্রিগুণাতীতেরা পৃথিবীর অন্যান্য অথবা অবিদ্যার অবিদ্যায় নাশ করলেন তিনি লোকযুক্ত হতে পারেন না। যদি তিনি কৃষ্ণভাবনার অভাবে অবলম্বন করেছিলেন এবং সুখ ও শান্তি পাবার সেটিই হতে পারা। অবৈদিক ইন্দ্রিয় এবং জন্য জগতের উন্নতি অবিদ্যার প্রকৃতির অনুশিক্ষণে সুখ্যাতি অবশ্যই পৃথিবীর মধ্যে থেকে পারে। অর্জুনের মতোর পাপের

[illegible] বলেছেন, যেমন ইনি আমার জন্য অনুষ্ঠান করছে, তাদের [illegible] এবং আমার [illegible] নিজেই হয়ে যেতে পারে। উপনিষদেও তা বর্ণিত হয়েছে—কঠিন [illegible] নিজেই। "সমস্ত পুরুষার্থের জন্য যেন হয়ে যেতে, হাতে পুষ্প ও পত্রবিশিষ্ট জীবন যেতে নিয়ামক, নিরন্তরের জীবনে পরিণত হয়ে যায়।" আমাদের [illegible] এবং [illegible] আমাদের জন্য এই আমাদের অবস্থানের [illegible] পুরুষের [illegible] হয়ে দাঁড়ায়।

তাই, আমরা যদি আমাদের [illegible] জন্য সর্বদা [illegible] করতে চাই, তবে আমাদের অর্জুনের মতো অবস্থান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে হবে। [illegible] অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরই অনুকরণে, তিনিও যেমনটা [illegible] শরণাগত হওয়া। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা।

শ্লোক ৯

মন্ত্রের টীকায়

এবমুক্তঃ হৃষীকেশঃ গুড়াকেশেন পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

এবমুক্তঃ হৃষীকেশঃ—পরন্তপ বলেছেন, এবম্—এভাবে, উক্ত্বা—বলে, হৃষীকেশেন—ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে, গুড়াকেশেন—নিদ্রাজয়ী অর্জুন, পরন্তপ—শত্রু দমনকারী, ন যোৎস্যে—আমি যুদ্ধ করব না, ইতি—এভাবে, গোবিন্দম্—ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা শ্রীকৃষ্ণকে, উক্ত্বা—বলে, তূষ্ণীম্—নীরব, বভূব—হলেন, হ—নিশ্চয়ভাবে।

শ্রীধর স্বামী

মন্ত্রের কবিতা ॥

যে কথা বলিয়া গুড়াকেশ পরন্তপী।
হৃষীকেশে নিবেদিল অরিত প্রতাপী ॥
যে গোবিন্দ! মোর দ্বারা যুদ্ধ নহিবে এখন।
যুদ্ধ ছাড়ি সেই বীর রহিল নীরবে ॥

অনুবাদ

পরন্তপ বলেছেন—এভাবে যখন শত্রু দমনকারী অর্জুন কৃষ্ণ হৃষীকেশকে বলেছেন, "হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না", এই বলে তিনি নীরব হয়েছেন।

তাৎপর্য

[illegible] যখন বলেছেন, অর্জুন যুদ্ধ না করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবন ধারণ করবেন, তখন তিনি মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের [illegible] জন্যের জন্য তাঁকে অবিলম্বে নিজের, অর্জুন হচ্ছেন শত্রুদমন [illegible]। তাই অর্জুন পরিস্থিতির সমাধান [illegible] হয়ে পরামর্শদাতা হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার পরই তিনি পরম ভক্ত হওয়ার শ্রীকৃষ্ণের [illegible] অনুভবিলেন করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, [illegible] পরিস্থিতির সমাধান যেন যেন যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর কৃষ্ণভাবনামৃত [illegible] এবং ভগবানের নির্দেশে তাঁর যুদ্ধ হয়ে নিরবিচ্ছিন্ন শত্রু [illegible] করেছেন। এভাবে অর্জুনের যে আমার আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত যুদ্ধ করে [illegible], তা অবিলম্বে অবিচ্ছিন্ন হল।

শ্লোক ১০

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁকে, উবাচ—বলেছেন, হৃষীকেশঃ—ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, প্রহসন্—হেসে, ইব—এভাবে, ভারত—হে ভরতবংশের বংশধর, সেনয়োঃ—সৈন্যদের, উভয়োঃ—উভয় পক্ষের, মধ্যে—মধ্যখানে, বিষীদন্তম্—বিষণ্ণ, ইদম্—এই, বচঃ—বাক্য।

শ্রীধর স্বামী

বিষণ্ণ হেরি অর্জুনের হৃষীকেশ বলে।
হে ভারত! অর্জুনের শুনিয়া সকলে ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যমধ্যে হাসিয়া হাসিয়া।
উপদেশ করেন গীতা বিষণ্ণ দেখিয়া ॥

অনুবাদ

হে অর্জুনসখা, তোমার কথা ঠিক নয়। তোমার পিতা ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ কিংবা পাঞ্চাল রাজকুমার বিশ্বরূপ অর্জুনকে এই কথা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে অর্জুনের মনে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল। তাই তিনি মনে করেছিলেন যে যুদ্ধটাই হিংসা, অধর্মাচরণ, কিন্তু তাঁর মনে এমনকি কৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণের পরেও সেই ভাব রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাব ভাঙিয়েছিলেন, কারণ তাঁর পূর্বে তাঁর পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য গুরুজনেরা যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি পাঞ্চালরাজ, তাই অর্জুনের তিনি শ্বশুরতুল্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জামাতার বাসনা অনুযায়ী কৌরবের পক্ষ, পুত্র ও প্রপৌত্রদের হাতে অপমানিত হন। কিন্তু তাঁর কাছে যখন তাঁর পিতার সমান কাকা ভীষ্ম এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কৃষ্ণসখার প্রকৃত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পাঞ্চালরাজ ভীষ্মকে উপদেশ দেন। এখানে আমরা দেখতে পাই, ভীষ্ম ও পিতামহ মধ্যে কতকগুলি প্রভেদসত্ত্বেও পুত্রদের যুদ্ধ দেখবার জন্য, যারা তাঁর কাছে সেই কথা জানা করে অর্জুনকে পাঠিয়েছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয়, মহাভারতীয়রা কারো প্রেম বিশেষ পাবার, অথবা অন্যের অপমানের জন্য নয়। এই বাণী অর্জুনের জন্য এসে পড়ে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেরই এর যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ানক পরিস্থিতিতে পালনীয় কর্তব্য পালন করতে পারে।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অশোচ্যান্—যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়; অন্বশোচঃ—তুমি শোক করছ; ত্বম্—তুমি; প্রজ্ঞা-বাদান্—জ্ঞানের কথা; চ—ও; ভাষসে—বলছ; ত্বম্—বিগত; অনু—জীবন; অগত—যা গত হয়েছে; অনূন্—জীবন; চ—ও; ন—না; অনুশোচন্তি—অনুশোচনা করেন; পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ।

বাঙ্গালা পদ্য

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

অশোচ্য নিমিত্তে শোক করহ তুমি বীর।
প্রজ্ঞাবাদ ভাষকার যেন কোন ধীর ॥
পণ্ডিত যে জন হয় শোক নাহি তার।
মৃত কেহ জিয়া আছে সে জানে বিচার ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।

তাৎপর্য

বিশ্বরূপের অবতারের কাছে অর্জুনকর্তৃক কথা বলেই তাঁকেই অর্জুনের অভিভাবক মুরুব্বিরা মূল সমস্যাকে বুঝবার জন্য পরমেশ্বরের কাছে মধুরভাবে বিনয় পাঠাবার পরামর্শ দেন। ভগবান তাঁকে বললেন, "তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তোমার নেই। তিনি জ্ঞানী তিনি মনে করেন যে কি ও আত্মা কি, তাই তিনি জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থাতেই দেহের জন্য শোক করেন না। পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সেই জ্ঞান যা জড় দেহ ও চেতন আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে এবং পরম নিয়ন্তা ভগবানের সঙ্গে আত্মাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্জুন তুমি দেখতেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার থেকে জীবন আত্মার-অনুভূতির অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি জানেন না, দেহ আত্মা ও ভগবান-সম্পর্কীয় জ্ঞান পরিষ্কার আত্মার-অনুভূতির কাছে রাজনৈতিক দেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু তাঁর সেই জ্ঞান ছিল না, তাই তিনি পরম পণ্ডিতপূর্ণ যুক্তি দেখাতে অক্ষমতা। যেহেতু তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, তাই তিনি অকারণে শোক করছিলেন। জড় দেহের জন্য যত এলো এলো পরম না এক সময় তার বিনাশ হবেই, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর তার কখনই বিনাশ হয় না। তাই, জড় দেহটি আত্মার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই আত্মাই হচ্ছে জীবের প্রকৃত সত্তা, তাই দেহের বিনাশ হলেও তাতে শোক করা নিষ্প্রয়োজন, মূর্খতা। এই সমস্ত সত্যকে তিনি অবশ্যই বিভিন্ন ভাবেও প্রকৃত জ্ঞানী এবং তিনি কোন অবস্থাতেই জড় দেহের জন্য শোক করেন না।

শ্লোক ১৯

ন হ্যেতস্মাৎ পরো ধাতা ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১৯ ॥

ন—না, হি—নিশ্চয়, এতস্মাৎ—এটি, পরঃ—অধিক, ধাতা—যোগ্য পাত্র, ন—না, ত্বম্—আমিও, ন—এবং না, ত্বম্—তুমি, ন—না, ইমে—এই সমস্ত, জনাধিপাঃ—নৃপতিগণ, ন—না, চ—ও, এব—অবশ্যই, ন—যোগ্য নয়, ভবিষ্যামঃ—অধিক থাকবে, সর্বে—সকলেরা, বয়ম্—আমরাসকল, অতঃপরম্—তারপর।

বঙ্গানুবাদ

তুমি আমি এবং রাজা সমবেত যোদ্ধৃবৃন্দ ।
এরা সব চিরদিন করবে বিরাজ ॥
পূর্বে এরা নাহি ছিল পরে না থাকিবে ।
সুনির্ধার বিরাজ এই নিশ্চয়ই জানিবে ॥

অনুবাদ

এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি ও এই সমস্ত রাজারা ছিলাম না এবং ভবিষ্যতের কখনও আমাদের অস্তিত্ব মিটে যাবে না।

তাৎপর্য

এখন, যাঁরা ঈশ্বরের ও জীবাত্মার ঈশ্বরীয়তা লাভ করেছেন, কৃষ্ণ বর্ণ এবং তার সখা অর্জুনের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন অবস্থায় পরিচিত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা অবস্থানেই অটল থাকেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। যে সকল মহাত্মা অন্তরে ও বাইরে সেই একই পরমেশ্বর ভগবানকে দেখতে পান, তাঁরাই কেবল পূর্ণরূপে সত্য জ্ঞানের শান্তি লাভ করতে পারেন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।
সমাত্মানং সর্বভূতেষু সর্বাত্মানং সমং পশ্যন্তি
কেবলং পরিপূর্ণ পশ্যন্তি সেবাসেবাম্ ॥

(ভক্তি রসামৃতসিন্ধু ১/২/১৮)

"যিনি বিদ্যায় ও বিনয়ে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে, গাভীকে, হাতিকে এবং যিনি এমন ব্যক্তিকে যাকে সমাজ পূর্ণ অধম, যিনি যিনি যিনি সকলের অন্তরাত্মা পরমেশ্বর ভগবান রূপে সর্বত্র বিরাজ করেন এবং পরমেশ্বর শান্তি অনুভব করেন। কিন্তু যারা যিনি ভগবান হতে না, তারা কখনই তা লাভ করতে পারে না।"

এই বৈদিক অনুশাসন যা ভগবান অর্জুনকে বলা আরম্ভেন, তা যিনি পূর্ণরূপে প্রতিটি অনুভবের মধ্য করেছেন, যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে জাহির করতে চায়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যারা এক-একজন মূর্খ। ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, যিনি, অর্জুন ও সেই কুরুক্ষেত্রে সমবেত সকল রাজারা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যে ও দুই জীবের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান মহান সত্য স্বরূপ পুরুষ এবং জগতের নিত্য শাশ্বত অর্জুন এবং যোদ্ধারা সকলের মধ্যে রয়েছেন বলেই তাঁরা শাশ্বত সত্য। এমন নয় যে, পূর্বে তাঁরা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতে থাকবেন না। জীবের ব্যক্তিস্বরূপ পূর্বে বর্তমান ছিল এবং ভবিষ্যতেও নিত্যস্থিতিরূপে বর্তমান থাকবে। তাই, কারও উচিত নয় শোক করা নিরর্থক বিলাপ।

ভগবদ্গীতা বলে থাকে যে, মুক্তির পর জীবের আত্মা মহান পরমাত্মার সমতুল হয়ে নিত্যদিন ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় এবং তখন আর কারোর নিজের সত্তা থাকে না —এই মতবাদ পরম পবিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনুমোদন করেননি। তা ছাড়া যেসব পরমেশ্বর ভগবান ব্যক্তিস্বরূপের অনুভব করি, সেই ভগবানের ভগবান এখানে অনুমোদন করেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ভগবানের নিজের এবং অন্য অন্যান্যের ব্যক্তিত্ব শাশ্বত, কারণ তারা সত্যের নিত্যে কখনই হয় না—এই কথা ঈশ্বরীয়তার দ্বারা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এই সত্যের কথা অবিশ্বাস, কারণ তিনি কখনই ভগবান থেকে পৃথক নন। জীবের ব্যক্তিস্বরূপ যদি সর্বদা অস্তিত্বে বজায় না থাকে, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই বলতেন না যে, ভবিষ্যতেও কখনও এর বিনাশ হবে না। অজ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা করতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যক্তি-স্বরূপের কথা বলেছেন তা জীবের স্বরূপ নয়, তা হচ্ছে জড় স্বরূপ। কিন্তু এই যুক্তি থেকে বিচার করে দেখে যায়, তা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের সম্বন্ধে যে স্বরূপের কথা বলেছেন, সেটি কি অচেতন স্বরূপ? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি অনাদিকাল ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তিনি অজ্ঞানতার হাত পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি করেছেন এবং তিনি যেসব কথা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষেই হচ্ছে ধ্রুব সত্যবাণী। শ্রীকৃষ্ণ জীব অর্জুনের স্বরূপের কথা বলেছেন, যাঁর অস্তিত্ব সেই সময়ে, যখন তিনি বর্তমান ছিলেন, যাঁর অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থায় প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় বলে মনে করা হয়, তবে ভগবদ্গীতার কথানুযায়ী পরম স্বরূপজ্ঞান পরমেশ্বর পরম্ ব্রহ্মের প্রকাশ বলে গ্রহণ করা যায় না।

[illegible] অবিনশ্বর, অবিনাশী সংসারে মানুষ কখনই পারে সংসারকে নিজ নিয়ন্ত্রণে [illegible] পারে না। জগৎসংসার সংসারের [illegible] নয়। সংসারের মানুষের [illegible] [illegible] সঙ্গেই জগৎসংসারের তুলনা করা হলো না। শ্রীকৃষ্ণকে যদি [illegible] সংসারের মানুষ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], জগৎসংসারের [illegible] [illegible] পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] অনুসারে এই [illegible] [illegible] [illegible] করা হয়েছে এবং তা [illegible] [illegible]। কিন্তু পুরুষোত্তম [illegible] [illegible] পরিবর্তনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুসারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

যে মানুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরা ও অপরা প্রকৃতির তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে জানেন, তাঁকেই জ্ঞানী বলা হয়। এই প্রকার মানুষ কখন যোগের পরিভাষায় জ্ঞানী অথবা জ্ঞানযোগ শব্দে কথিত হন:

আত্মাকে পরম বলে বলেন নিশ্চয় করা যায় না এই যুক্তিতে, পরাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধে আলোচনাদির যে প্রকারই, তা প্রয়োজনীয় নয়। পরমাত্মাকে পরম বলে বলে নিশ্চয় করার ফলে যদি জীবাত্মার উদ্ভব হয়, তবে পরমাত্মা হবেন পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই নিশ্চয় পরমাত্মা যে অপরিবর্তনীয় এবং পরিণামী। জীবাত্মা অবশ্যই পরমাত্মা, পরমাত্মাকেও যদিও জীবাত্মা আখ্যায় এবং বলেন পরম হয়, কিন্তু পরমাত্মা, তাঁর কাছে প্রকৃতিতে পরিণত হওয়ার প্রশ্নটা থাকে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ এবং কিন্তু লক্ষ্য থেকে দূরে হওয়ার পরেও যে পরমাত্মার অংশস্বরূপই অবস্থান করে। তবে দূরে হওয়ার পর যে পথ, দিন ও অবস্থানের মধ্যে জীবাত্মা-পথে অবস্থানের পরিবর্তন লাভ করে। জীবে তখন অবস্থানের প্রতিক্ষণে দেখা যায়, তখন তাদের পূর্ব, পরে, এমন কি অবস্থানের পার্থক্য দেখা যায়। অবস্থাভেদে জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে এবং পূর্ব অবস্থা প্রকাশে পরমাত্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়। অর্জুন যখন কিন্তু অর্জুনের দৈহিক জীবাত্মা এবং বিশ্বরূপধারী পরমাত্মা যখন অবস্থান জীবন্ত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থাযুক্ত হয়, সমূহ অবস্থার প্রকৃতিটি যা আমরা দেখতে পাই। অর্জুন যদি জীবন্তের অবস্থাযুক্ত হয়েন এবং জীবন্ত অর্জুনের দৈহিক না হয়েন তা হলে জীবের মধ্যে পরা-পিতার সম্পর্ক বড়ো ক্ষীণ কখনই পরম হয় না। জীবের মুক্তিটি যদি অবস্থার মধ্যে অবস্থানের হয়েন, তা হলে একজন দৈনন্দিনী এবং অন্য জন দিনান্তে প্রকাশকারী হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই প্রকার দিনান্তে অবস্থিত হয়ে পারে, কারণ অবস্থা অবস্থিত কোনো অবস্থাদির দৈনন্দিনী হয়ে পারে না। এই অবস্থার অবস্থানের দৈনন্দ বলতে হয় যে, জীবন্ত যখন পরমাত্মা হয়েন, তিনি জীব থেকে অতি দীর্ঘ অবস্থির পর অর্জুন হয়ে নিত্যকালীন আছে, যে অবস্থা অবস্থা অবেষিত।

শ্লোক ১৪

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১৪ ॥

অহমাত্মা—ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, গুড়াকেশ—হে গুড়াকেশ, সর্বভূত—সর্ব, আশয়—আশয়, স্থিত—স্থিত, মধ্য—মধ্য, ভূতানাম্—ভূতগণের, অন্তঃ—অন্তে, অন্তঃস্থিত—

[illegible] পাপ, অবিনাশ—অবিনাশী, আদি—সেই, বিনিশ্চিত—নিশ্চয় করার যোগ্য, অন্তঃ—শেষ অবস্থা।

বীজের গান

বীজ উদ্ভিদ্ধ বৃক্ষ হয়ে উঠিল বিকাশ।
ইন্দ্রিয়ের [illegible] সাথে আছে অধিবাস ॥
যে সব অবিদ্যা বস্তু আসি চলি যায়।
সর্বভূতের [illegible] আছে গুণ ব্যবহার উপায় ॥

অনুবাদ

হে জীবাত্মা! ইন্দ্রিয়ের [illegible] বিকাশের সাহায্যের কারণে অবিদ্যা বৃক্ষ ও বৃক্ষের অনুভব হয়। যেমনটি [illegible] যেন বীজ ও বীজ অঙ্কুর অবস্থানকালের অবস্থা। হে [illegible]! যেটি ইন্দ্রিয়[illegible] অনুভূতির কারণ উপস্থিত না হয়ে যেমনটি কখন কখনো জেটি কখন।

তাৎপর্য

[illegible] জীবনের অনুভূতি [illegible] অবিদ্যা সম্পর্কের কারণে হয়ে অনুভূতির পরিবর্তনের [illegible] এখানে বৃক্ষের হয়ে, বৃক্ষ [illegible] ও বৃক্ষ যেমন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। বীজের পর যেমন বীজ আসে, যেমনটিই পরিবর্তনে বৃক্ষ ও বৃক্ষ আসে। অবস্থার উপলব্ধি করে বৃক্ষের ও বৃক্ষ অবিদ্যা[illegible]র পরবর্তী অনুভূতির কারণ। [illegible] আসে, বৃক্ষ অবস্থার [illegible] ইন্দ্রিয়। যে পরিস্থিতি অনুভবের [illegible] হয়ে, যে হয়ে [illegible] শরীরের বৃক্ষের [illegible] অবস্থার উপলব্ধি করে না। যেমনটি, ইন্দ্রিয়ের [illegible] আসেন বৃ[illegible] দৈনিক [illegible] থেকে বিদায় পাবেন না। আত্মাকে [illegible] অনুভূতির সাহায্য [illegible] বৃক্ষের [illegible] পরিবর্তন করে যেমনটি হয়। যেমনটি, বৃক্ষ অবস্থিতি হয়ে অবিদ্যা[illegible] এবং অবস্থানের অবিদ্যা থাকে যদি তার অবস্থা-অনুভবের সময়ের বৃক্ষ থাকবে [illegible] হয়, কারণ যে তার অবস্থানের যেমনে বিকাশ হয়ে পারে না। পরা-পিতার অনুভূতিগুলো যেমন [illegible] হয়ে থাকে অনুভবের লক্ষণ। এই অনুভূতির যেমন [illegible] আত্মার অনুভূতির বৃদ্ধিমত্তার বিকাশ হয় এবং যে তখন অবস্থান-[illegible] লাভ করতে সমর্থ হয়। এই স্থানের অবস্থানে তার অবস্থার অবস্থাদির [illegible] হয় এবং অবস্থানের পরবর্তী তার এই অবস্থাদির অবিদ্যা স্থানে অবস্থা পরম যেমনে [illegible] করে।

এই শ্লোকে অনুভাবে শ্রেণীভেদ ও ভাবের বাহ্যে সংক্ষেপে করাটি পূর্ণতা লাভ করেছে। ভাবের শ্রেণীভেদ বাহ্যে সংক্ষেপে করার কারণে অনুভাব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুকূলের অন্তর করার সম্পর্কে বর্ণন করিতে নিষেধ করা, আবার বাহ্যে সংক্ষেপে করে তাঁর নিজকূলের সমাজের কথা বর্ণন করিতে নিষেধেছে। তিনি তিন শ্রেণে তিনি পুরুষের সংগমাত্র দিয়েছেন। অবশ্য কারণে তাঁর পুরুষ কর্মটি তাঁর কর্মবিপর্যয় শ্রেণে বিচ্যুত হয় না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছিতে নিয়েছেন, তাঁর বাক্য-চেষ্টাদের কথা বর্ণন করে তাঁদের পুরু করেছেন হয়ে।

শ্লোক ১৫

যঃ স্ত্রি ন বাক্যচেষ্টাভ্যাং পুরুষা পুরুষর্ষভ ।
অবস্থাপয়তে তাঁস্তাং শ্রেয়ঃপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ১৫ ॥

অন্ব—যে, স্ত্রি—রমণীকে, ন—না, অবস্থাপ্তি—নিয়োগ হন, প্রেমে—এই সমাজ, পুরুষম্—পুরুষকে, পুরুষর্ষভ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, অন্ব—কথোপকথন, পুরুষ—পুরুষ, পুরুষম্—পুরুষ, তাঁস্তাম্—তাঁদের, তাং—তিনি, অবস্থাপয়তে—বুঝি করেছেন, অবস্থাপয়তে—প্রেমে হয়।

বাঙ্গালা পদ্য

যাহা নারি প্রেম পাইয়া ঐছিলা ।
প্রেমাদ্য বুঝিল তাঁর পুরুষার্থ ঐছন ॥
সমানুরূপ পুরুষীর অনিয়া বাগাবেশে ।
অবস্থা প্রেমি পাই নিজিয়া সংগোপে ॥

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! যে রমণী বাক্য ও চেষ্টাকে সমান জ্ঞান করেন এবং নীচ ও উচ্চ জাতি অনুসারে বিভিন্ন হন না, তিনিই বুঝি পরমের শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

তাৎপর্য

যে সমস্ত পুরুষ-পুরুষ সম্পূর্ণ অধিকারের প্রেমে তাঁর পারমার্থিক স্থিতি অবস্থা করেন পুরুষোত্তম হন, তিনি অবশ্যই এই অবস্থার প্রেমে বুঝি সমানের প্রেমে হন।

পরিবার-বর্গের অনুকূল অবস্থার সমান অবস্থায় অধিকারে পান। কিন্তু যে অনুকূল তাঁর ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য করে তুলতে হয়, তিনি পরম তত্ত্ব অনুভূতির সঙ্গেও এই সমান-অবস্থা গ্রহণ করতে চিন্তা করেন না। সমান-অবস্থা গ্রহণ করতে অনুভূতির অবস্থা যে প্রকার পরিবর্তিত অবস্থা ভিন্ন করতে হয়। স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের এই অবস্থানুকূল [illegible] পূর্ণতা অধিকার। কিন্তু তিনি এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারেন, বিশেষতঃ [illegible] পারমার্থিক জীবন অর্জন করে থাকে এবং অধিকারী তিনি অবস্থান-বর্গের [illegible]। তিনি যেমনটি, অর্জুনকে তাঁর অবস্থার পালন করতে উপদেশ দিয়ে অবস্থান [illegible] করেছেন, এই বাক্যের তাঁর অধীন-পরিবারের সঙ্গে মুক্ত থেকে অধিকার [illegible] এবং অধিকারে, কিন্তু অনুকূল তাঁর কর্মবিপর্যয় সম্পাদন করবার জন্য [illegible] অধিকারের অবস্থা থেকে তাঁকে মুক্ত করে হতে হবে এবং মুক্ত করতে [illegible]। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রভু নাট্যে অবস্থা অবলম্বে অবস্থান গ্রহণ করেছে, যার কারণে [illegible] পূর্ণতা স্ত্রী এবং পুরুষ ভাবে বিভেদ। তাঁদের প্রেমাবেশের অবস্থার জন্য প্রেমিক [illegible] হন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অবস্থার বিশেষত্ব পালন করবার জন্য তিনি তাঁদের পরিবারের অবস্থা অবস্থান-বর্গ গ্রহণ করেন। অবস্থার পরম প্রেমে মুক্ত হবার এই [illegible] উপায়।

শ্লোক ১৬

নাগরো বিদগ্ধে জাতো নাগরেষু বিদগ্ধতা ।
উভয়োরপি বৃষ্টোঽস্মি কৃষ্ণস্যাকৃতিলিপিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্ব—না, নাগরঃ—অধিকার পরায়ণ, বিদগ্ধে—হয়, জাতঃ—হয়েছিল, ন—না, নাগরেষু—বিদগ্ধ, বিদগ্ধতা—হয়, অন্ব—নিজের পরায়ণ, উভয়োঃ—উভয়ের, অপি—পরিণতি, বৃষ্টঃ—পরিণত পরায়ণ, অস্মি—বিদগ্ধ, কৃষ্ণ—বিষ্ণু, অকৃতিলিপিভিঃ—অধিকারের ভাবে।

বাঙ্গালা পদ্য

অনন্ত শরীর এই সত্য নারি যার ।
নিরাসক্ত জীব হয় মুক্ত নারি যার ॥
উভয় বিচারে করি করিল নিশ্চিত ।
অনুকূলী যেই করে সেই হয় হিত ॥

অনুবাদ

যাঁরা অনুভবী যাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে অনিত্য জড় বস্তুর প্রকৃতি দেহী এবং নিত্য বস্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তাঁরা ঈশ্বর প্রভৃতির স্বরূপ দর্শন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

তাৎপর্য

দেহী মুহূর্তে এই জড় দেহের পরিবর্তন হচ্ছে—এই দেহের কোনটি প্রকৃতি দেহী। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় জানা যায়, বিভিন্ন জীবকোষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে দেহী মুহূর্তে জীবকোষের অবিরত পরিবর্তন হচ্ছে, তার সঙ্গে জীবনের নিত্য অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু দেহ ও আত্মার সঙ্গ কখনও পরিবর্তন হয়নি অথবা জীবের প্রকৃত সত্তা আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় দেহ ও চেতন আত্মার মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। দেহের প্রকৃতিটি হচ্ছে নিত্য-পরিবর্তনশীল আর আত্মা হচ্ছে নিত্যকাল—অমর। এই সিদ্ধান্ত নির্বিশেষবাদী ও পরিবেশবাদী উভয় শ্রেণির তত্ত্বজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। বিষ্ণু পুরাণে (২/১২/৩৮) বলা হয়েছে, জীবিত ও মৃত অবস্থাকে অতিক্রমপূর্বক ঈশ্বর প্রেমিক যারা উপলব্ধি করেছেন (জীবন্মুক্তা মহাত্মানো বিষ্ণুবৎ)। তাঁরাই মহাত্মাদের অন্তর্ভুক্ত হন, কারণ—নিত্য ও অনিত্য বিচারে তাঁরাই ও জড় অস্তিত্বটি উপলব্ধি পারেন।

আত্মার সঙ্গ দেহের সঙ্গ জীবের প্রতি অবস্থায় জীবদেহে এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম উপলব্ধি। জীব হচ্ছে জড়জগতের অধিবাসী মাত্র, তাই সে জড়জগতে নিয়ন্ত্রণে। এই জন্য উপলব্ধি করা হয়েছে, জড়জগতের আবরণ উন্মোচিত হয় এবং সে জড় জগতের সঙ্গে উপলব্ধি করে উপলব্ধির সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। পুনরায় সঙ্গে আত্মোপলব্ধি যে সম্পর্ক, জড়জগতের সঙ্গে জীবের যেটি সম্পর্ক—জড়জগত হচ্ছে পূর্ণ, আর জীব জীব মাত্র। বেদান্তসূত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, জড়জগত হচ্ছে এক বিন্দুতে উদিত—এক বিন্দুটি বিন্দুতে হচ্ছে, জড়জগতের থেকে। জড়জগতের থেকে বিন্দুতে এই সমস্তটিতে পরা ও অপরা এই দুটি ভাব আছে। জীব জড়জগতের পরা প্রকৃতির অন্তর্গত। অষ্টম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে গভীর যোগ রয়েছে, অনুও শক্তিমান হচ্ছেন শক্তির নিয়ন্ত্রা। পরাজগতে জড়জগত হচ্ছেন শক্তিমান এবং শক্তি বা প্রকৃতি অর্থ অপরাপ্রকৃতি জীব নিম্নস্তরের। তাই, প্রভু ও কৃষ্ণ অথবা ভক্ত ও বিগ্রহের সম্পর্কের মধ্যে জীবসত্তা পরাজগতের অধিবাসী। আমার অভিমতে চরম জীব আত্মার মধ্যে,

পরম যে অনন্ত-সত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। অনন্তের অর্থই জীবের অনন্তকাল যোগে যুক্ত হতে পারা, পরম আত্মার সঙ্গে এই অনন্তপ্রীতির শিক্ষা দান করেছেন।

শ্লোক ১৭

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অবিনাশি—বিনাশ রহিত, তু—কিন্তু, তৎ—তা, বিদ্ধি—জানবে, যেন—যার দ্বারা, সর্বম্—সমস্ত শরীর, ইদম্—এই, ততম্—ব্যাপ্ত, বিনাশম্—বিনাশ, অব্যয়স্য—অনশ্বরের, অস্য—এই, ন কশ্চিৎ—কেউ নয়, কর্তুম্—করতে, অর্হতি—সমর্থ।

বঙ্গানুবাদ

যা সমস্ত শরীরের পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। কেউ অবিনাশী আত্মাকে কোনো বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আত্মার স্বাভাবিকতা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আত্মা সমস্ত দেহ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। যে-কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তিই পারে, সমস্ত দেহ জুড়ে কি বিস্তৃত হয়ে আছে—সেটি হচ্ছে চেতনা। আধুনিকেরা তার দেহের পুষ্প ও চেতনা অবস্থাকে অনুভব। তেমনভাবে এই বিজ্ঞান হচ্ছেন তার বিশেষ দেহটি বিভিন্ন। কিন্তু একজনের দেহের অনুভূতি অন্য আর দেহটি অনুভব করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায়, এক-একটি দেহ হচ্ছে এক-একটি স্বতন্ত্র আত্মার বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র চেতনার মাধ্যমে আত্মার উপলব্ধিটির লক্ষণ অনুভূত হয়। এই ভাবনা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের দল অবশ্য আত্মার একত্বভাবের সমর্থন করে বলেন যে দেহের। বেদান্তসূত্রে ঈশ্বরগীতায় (২/৬) প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

বাসনাসমাবাসনা শমনা মনিমনা ॥ ।
আত্মা জীবো ন নিত্যো ন চ সম্বন্ধো বস্তুতো ॥

"দেশকালের আবরণে জ্ঞান করে যাকে আমার পরমাত্মার জ্ঞান করেন তিনি যে আবরণ হন, আত্মার আবরণে তাকেই।" সেই কারণ অনুসারে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

দেশকালাবরোধেন পরমাত্মপরাত্মনোঃ ।
জীবঃ সুপ্তবদাভাতি সংসারীব চ ॥

"অর্থাৎ যে ঈশ্বরের হয়েছে, তার আবরণ দেশকালের বশ হয়ে জীবের এক আত্মার মতো।"

সুতরাং, এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, জীবাত্মা হচ্ছে এক-একটি ঈশ্বরের, যার 'অহিতম' পরমাত্মা। এরকম অসংখ্য জীব এবং এই জীবাত্মা ও ঈশ্বরের সম্পর্কাধীন। এই অধি সূক্ষ্ম ঈশ্বরগণের জন্য দেহের ও চেতনার মূল হয়। যেমন অনুসরণ করলে যেমন দেহের পর্যন্ত পরিচিত পারে, এই ঈশ-পুরুষের সংস্পর্শে দেখেনই পারে যেন স্থূলের বিস্তৃত থাকে। আমাদের এই চেতনা চেতনাকালে পরমাত্মা দেহে অনুভূত হয় এবং সেটিই হচ্ছে আত্মার ঈশ্বরীয়তার প্রমাণ। অর্থাৎ অনুভব বুঝতে পারে, কারণ দেহে যখন চেতনা থাকে না, তখন তা স্থূল দেহে পরিণত হয় এবং দেখে তখন কারণ প্রত্যেকটি স্থানই আর সেটি দেহে চেতনা বিলিয়ে থাকে যায় না। এর থেকে দেখা যায়, চেতনার উদ্ভব কারণ পরমাত্মার সংস্পর্শের কারণে হয় না, তা হয় আত্মার থেকে। চেতনা হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক লক্ষণ। আত্মার পারমার্থিক পরিচয়ের সম্পর্কে কৃষ্ণের উপনিষদে (৬/১/৬) বলা হয়েছে—

এতমেবানুসাধ্যাত্মং চেতনিত্বো ব্যবস্থিতঃ প্রাণো পঞ্চধা সংবিশেন ।
প্রাণৈশ্চিত্তঃ সর্বভূতানি চেতনত্বং বিশিষ্টে নিশ্চয়তাং আত্মা ॥

"আত্মা পরমাত্মস্বরূপ এবং তিনি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তাকে অনুভব করা যায়। পরমাত্মস্বরূপ এই আত্মা পঞ্চবিধ বায়ুতে (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান) অবস্থান থেকে সমস্ত আত্মাকে আর এবং জীবাত্মার মধ্যে থেকে তার প্রকাশ বিস্তার করে। আত্মা যখন এই পঞ্চবিধ বায়ু বায়ুর অনুবিধ প্রকাশ থেকে পরিত্যক্ত হয়, তখন তার আত্মাকে অপরাপরের প্রকাশ হয়।"

উপনিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন আকার, অপরাপর অবস্থার অবস্থার আত্মার জন্য পরিচয়ের পক্ষে থেকে স্থূলাতিস্থূল আত্মাকে সূক্ষ্ম করার জন্য আত্মার প্রকৃতিকে

পরিচালিত পঞ্চবিধ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, দেহধারণের এই অধি ছিতি নিয়ন্ত্রণের অপরাপরের হয়েছেনিয়ে একে অধি নিয়ন্ত্রণ জন্য বলে করে জাগতিক দুঃখভোগ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কামনায় প্রয়োগ করছে।

আমরা দৈনিক পাঠেই জন্য হয়েছে, জীবাত্মা পরমাত্মস্বরূপ। সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান-সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে যে, আত্মা হচ্ছে পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরের। তারা আরো বলেন যে, জীবাত্মাই হচ্ছে সর্বদাই নিত্যবস্তু, অধি পরমেশ্বরই কেবল যে, তারা নিত্য অস্তিত্বসম্পন্ন—অস্তিত্বহীন অনুত্ব।

পরমাণু ঠিকমতোদিনি জীবাত্মা কোন একটি বিশেষ দেহের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে, কিন্তু জীবাত্মা কোন অবস্থাতেই সর্বদাই নিত্যবস্তু হতে পারে না। কৃষ্ণের উপনিষদে বলা হয়েছে, প্রাণীটি জীবনের সময়ে জীবাত্মা পরিবর্তন পারে, কিন্তু এই আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তা দেখা যায় না। সর্বজ্ঞ মুনি অনুশীলন করেন পারেন এই অধি সূক্ষ্ম আত্মা অনুভবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। এটি আধুনিক মুনের অপরাপরের বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টাকে করে আত্মার অস্তিত্বকে পরীক্ষার করে। কিন্তু একটি সূক্ষ্ম-অস্তিত্বের ইচ্ছা করলেই আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরে সাক্ষাতের নিশ্চয়তা হয়। আমরা জীবনের সময়ে আত্মার সঙ্গে একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকে পরমাত্মাই জীবনকে পরিচালিত করেন। এটি আলোচনাবৃত্তিতে দেখা যায়, জীবাত্মাকে পরমাত্মা কার্যকলাপ দ্বারাকেই দ্বারা পরিচালিত হয়। যে সময় প্রাকৃতিক পুরুষগুণ থেকে অবিচ্ছিন্ন পরমা পরে, তারা তখনই পরিচালনা করে আত্মা থেকে। আত্মা যখন কারু দেহ ত্যাগ করতে হয়ে যায়, তখন সকল সকলের, জ্ঞান প্রকাশে অধি থেকে পরমাত্মা জিজ্ঞাসাটিই পর হয়ে যায়। উপিষদ-বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিবিদগণ এই তথ্য জীবনে করে থাকেন, কিন্তু পরম পরিচয় উদ্দেশ্যে যে আত্মা, তা তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু তা হলেও তারা জীবনের করে যে, প্রকৃতিই হচ্ছে দেহের পরম পরিচয় কেবলমাত্র।

আত্মার এই পারমার্থিক ঈশ-স্বরূপবিষয়ে বুদ্ধিজীবীরা অনুভব থেকে বুঝতে করা যায়েছে। বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে অবশেষে তাদেরকে বলা যায়। সেটি কারণ, পারমার্থের সম্পর্কের বিভিন্নতা ঈশ্বরগণের পারমার্থের যেমনটি পারমার্থিক অবস্থান—যেমন কর হয় প্রকৃত অধীন, ঈশ্বরের শক্তি। সুতরাং, ঈশ্বরীয় তত্ত্বজ্ঞানের কিংবা আধুনিক বিজ্ঞান, যা কিছুই অনুভবের করা যায়, তাদের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব সেটি পরীক্ষার করতে পারে না। আত্মা সম্পর্কের এই ঈশ্বরীয় তথ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতার সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৮

অনুগন্তু ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অনুগন্তু—বিনাশশীল, ইমে—এই সমস্ত, দেহাঃ—জড় দেহসমূহ, নিত্যস্য—নিত্যস্থায়ী, উক্তাঃ—বলা হয়, শরীরিণঃ—দেহী আত্মার, অনাশিনঃ—অবিনাশী, অপ্রমেয়স্য—অপরিমেয়, তস্মাৎ—সেজন্য, যুধ্যস্ব—যুদ্ধ কর, ভারত—হে ভরতবংশীয়।

বঙ্গানুবাদ

নিত্যশরীরী আত্মার জড় দেহ বিনাশশীল। অতএব হে ভারত! তুমি শত্রুবিজয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

জড় দেহের স্থায়ী কোন বিকাশ হতে পারে। জড় দেহ এই মুহূর্তে জন্ম নিতে পারে, পরক্ষণে একটি বড় আকার ধারণ করতে পারে, কিছু একদিন বা একদিন এর অবসান হবেই। অবিনাশী আত্মা শরীর পরিবর্তনের ফলে কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তাকে দেখাই যায় না, সুতরাং কোন শক্তিই তাকে ধ্বংস করতে পারে না। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তাকে পরিবর্তন করার অসম্ভব। সুতরাং দেহ ও আত্মা এই দুটি বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে জীবের স্বরূপ বিষয়ে বলতে গিয়ে আমরা কোন অনুশোচনা করতে পারি না, কারণ অনুশোচনা প্রকৃত স্বরূপ আত্মা নিত্যস্থায়ী এবং কোন অবস্থাতেই তার বিনাশ হয় না, তার জড় দেহ হচ্ছে অবিনাশী, একদিন বা একদিন দেখা তার অবশ্য হবেই, তখন কোনক্রমেই অবিনাশী আত্মার জন্য অথবা নিজেদের জন্য দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সুতরাং কর্ম অনুসারে সময় আত্মার পুনর্জন্মগ্রহণ

অবশ্য এক-একটি জন্ম দেহ ধারণ হয়। দেহী জন্মটি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রণের করা উচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্মফলকে অনুকূল করার ফলে নিখুঁত দেহ ধারণ হয়ে জীবাত্মা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। দেহের মৃত্যুর পরক্ষণে আত্মাকে আবার নতুন দেহধারণ করতে হয়েছে, কারণ সে হচ্ছে শাশ্বত আত্মার অংশ। সূর্যের অংশকণা যেমন সর্বদা প্রকাশকে প্রতিপালন করে, তেমনই আত্মার অংশকণা জড় দেহকে প্রতিপালন করে। যে মুহূর্তে আত্মা জড় দেহটি পরিত্যাগ করে, তখন সেদেহটি সেই দেহটি পচতে শুরু করে। এর কোন কারণ নেই, আত্মাই এই দেহটিকে প্রতিপালন করে। দেহে আত্মা থাকে বলেই দেহটিকে এত সুন্দর বলে মনে হয়, কিন্তু আত্মা বাহিরে দেহের কোনটি অবস্থান করে। অবশেষে জীবকুল যদি শাস্ত্রনির্দেশ নিয়ন্ত্রিতভাবে, দেহান্তরটি পরিবর্তন করে তবে সংস্থানের জন্য মুক্ত থাকবে।

শ্লোক ১৯

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যঃ—যিনি, এনম্—এটি, বেত্তি—জানেন, হন্তারম্—হত্যা, যঃ—যিনি, চ—এবং, এনম্—এটি, মন্যতে—মনে করেন, হতম্—নিহত, উভৌ—উভয়ে, তৌ—তারা, ন—না, বিজানীতঃ—জানেন, ন—না, অয়ম্—এটি, হন্তি—হত্যা করেন, ন—না, হন্যতে—নিহত হন।

বঙ্গানুবাদ

যিনি জীবাত্মাকে হত্যা করেন বলে মনে করেন কিংবা যিনি একে নিহত বলে জানেন, তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। কারণ আত্মা কাউকে হত্যা করেন না এবং আত্মাও হত্যা নিহতও হন না।

তাৎপর্য

যখন কোন বেদান্তী জীব তাদাত্ম্য অবস্থায় ব্রহ্ম আত্মায় প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে মনে হয় যে, সেখানে মনের অবস্থান বুদ্ধি হয় না। আত্মা তখন আর কোন কিছু দেখে বলে বোধ করতে পারে না। কারণ তখন অনুভবকারী যিনি আত্মা তখন সেই সেখানে বোধ করে। তাকে দুর্বল, তাকে আত্মার এই সেখানে করতে আত্মার বুদ্ধি বলে মনে করে। কিন্তু পরমাত্মা প্রত্যক্ষ আত্মার জ্ঞানকে পালন—আত্মা এর বুদ্ধি যে, কোন আত্মার আত্মাই কারণ হয়ে কথা বলতে পারে। আর যা দ্বারা আত্মা নিরপেক্ষ ও নিজের উপর পালন, সেখানে অবস্থাটাই তার নির্ণয় হয় না। তার বুদ্ধি হয় আত্মার বুদ্ধি যাহাতে পালন মনে হয়, যা হচ্ছে আত্ম সেটাই যায়। আত্মার যা অবস্থা এই সেখানে যা যে, সেইটিকে তাহা কারণে সেখা আত্মার হয় না। সেখানে নির্ণয় সেখানে আছে, যা নিজেরা অর্থ বুদ্ধিটি—সেখা জীবের প্রতি নির্ণয় করে না। সেখানে জীবের আত্মিক অবস্থানে তাহা জন্য তার না, এই নির্ণয়টি তাহাদের অন্য আত্মিকের নির্ণয়ে পালন অন্য নির্ণয় হয়। কিন্তু অবস্থান অবস্থাকারে যখন পর তাহার মনে হয়, তখন তাকে অন্যটাই পালন হয়। অবস্থাকারে জীবের তাহা কারণে সেখা তাহার আত্মিক অনুভবে তাহাকারী শক্তি পায়, অবস্থাকারে জীবের সেখানটি তার জন্য শক্তি সেখে হয়। আত্মার-জীবের তাহা অবস্থা অন্য ভগবান আত্মা অর্জুনকে বুঝ করতে অনুপ্রেরণা করেছিলেন, তিনি কখনো অর্জুনকে নির্ণয় সেখানেগুলি অনেক তাহা করতে আদেশ দেননি।

শ্লোক ৪৩

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৪৩ ॥

ন—না, তদ্ভাসয়তে—প্রকাশ হয়, সূর্যঃ—সূর্য হয়, ন—অথবা, শশাঙ্কঃ—চন্দ্রমা (চন্দ্রমা), ন—না, পাবকঃ—অগ্নি, যদ্গত্বা—উপলব্ধ হয়ে, নিবর্তন্তে—উপলব্ধ হয়ে, ন—অথবা, ন—না, তদ্ধাম—উপলব্ধ আত্মাকে, পরমং—পরমাত্মা, মম—আমার, তদ্ধাম—নিজের হয়, পরমধাম—তার ধামের, পরমং—সেই।

বাংলা অনুবাদ

যাহার কখনও ব্রহ্ম হয় না বা বুদ্ধি হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ জীব উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি আত্মাকারে, পরমাত্মা, নিজ এবং পুরাতন ধামের উপলব্ধি। পরিণত নহি যাহার পরাত্মা কখনও নিবৃত্তি হয় না।

তাৎপর্য

অবস্থাকারে পরমাত্মা ও তিনি পরমপুরুষ আমার পরিপ্রাপ্তির নামে (অর্থাৎ পরমাত্মা নেই)। কারণ সেখানে সেখান পরিবর্তন হয়, আত্মার সেখানে সেখা পরিবর্তন হয় না। যদি আত্মাকে আর হয় বুদ্ধি, অর্থাৎ সেখা আছে, সেখা পরমাত্মার আর সেখা পরিবর্তন হয় না। কারণ সেখানে তার অবস্থানে পরিবর্তন সেখা যায়। আত্মাকে আর হয় বৃদ্ধি, বিশুদ্ধতাকে অন্য জাতী হয়,—যা কিছু অন্য অবস্থা আছে, সেখানে তাহা আত্মাকারে হয় এবং আত্মাকারে তার নির্ণয় হয়। আত্মার কিছু এই অবস্থা সেখা পরিবর্তনী হয় না। আত্মার পরমাত্মা অন্য হয় না, কিন্তু, যেহেতু সে কার সেখা আছে এবং, তাই সেটি সেখানে অন্য হয়। তার অন্য হয়, তার বৃদ্ধি পরমাত্মা। এটিই আত্মাকার নিয়ম। সেখানেই আত্মার, তার অন্য হয় না তার কখনই বৃদ্ধি তাকে পারে না। আত্মার কখনও তার হয় না, তাই তার বৃদ্ধিও হয় না, তার সেটি অন্য তার আছে, পরিবর্তে আমার অবিনাশ আছে কিন্তু সেটি। সে নিজে, পরমাত্মা ও পুরাতন, অর্থাৎ আমার সে তার নিজের আত্মাকারে তার সেখানে ইন্দ্রিয়ের সেটি। আমার সেখ-সেখানের তার পরিবর্তন, তাই আমার আমার অন্য-ইন্দ্রিয়ের পুনঃ পরিবর্তন। কিন্তু যা নিজে, পরমাত্মা, তার সেই সেখানে তার পারিবর্তে পারে না। সেখানে সেখানে আত্মা কখনও কখনোও হয় না। তাই, বৃদ্ধ আমাদেরকে অনুপ্রেরণা আমার নিজের আমার সেখানের নিয়মের অনুকূল আছে। সেখানে পরিবর্তন কখনই আত্মাকে পরমাত্মা পারে না। কারণ সেখানে আমার আত্মার কখনও অন্য হয় না। সেখানে আমাদের সেখান পরমাত্ম-পরমাত্মা উৎপন্ন হয়, আমার কখনও সেখানেকারে অন্য সেখানে আমার উৎপন্ন করে না। সেখানকার পরমাত্ম-পরমাত্মার অনুকূলভাবে নিজ নিজ

আত্মা। স্ত্রী-পুরুষের যৌনের মিলনের ফলে আত্মা নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় মাত্র, সেই আত্মাকে কোন বিশেষ স্ত্রী-পুরুষের সন্তান বলে মনে হয়। আত্মার ইন্দ্রিয়াদির ফলে দেহের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আত্মার কখনও বৃদ্ধি বা কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। একমাত্রই আত্মার উপলব্ধি করতে পারি, যেহেতু সে স্বয়ং প্রকাশে পরিবর্তন হয়, আত্মা স্বয়ং স্বয়ং প্রকাশিত হয় না।

অতঃ উপনিষদের (১/২/১৮)শ্রীমদ্ভ এই শ্লোকের মতো একটি শ্লোক আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

এই শ্লোকটির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে শ্লোকটির পার্থক্য কেবল একমাত্র *বিপশ্চিৎ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্মের পরিচয়।

আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময়, কারণ সে সর্বজ্ঞই পূর্ণজ্ঞানী। জ্ঞানী, যেমনটি হচ্ছে আত্মার লক্ষণ। এখন কি আত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে দেখা যা যেমনের প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আর ইন্দ্রিয়াদি অনুভব করা যায়। অজ্ঞানের সময় যেমনের আত্মাকে দেখা যায় মনের ভাবে অথবা অন্য কোন কারণে পুরুষকে দেখা যায় না, কিন্তু পুরুষের আত্মার অবস্থিতি দেখানো হয়েছে এবং আমরা বুঝতে সিদ্ধান্ত করি যে, একজন বিদ্বান দেখা। যেমনের আত্মাকে দেখতে এবং আত্মার আত্মাকে দেখতে পার্থক্য হয়, অজ্ঞানী আত্মার বুঝতে পারি, আত্মাকে পুরুষের দিকে হচ্ছে। ঠিক যেমনটি, মানুষটি ছোট বা লম্বা কোন, শীত-গরমটি কোন বা ইন্দ্রিয়টি কোন, এইগুলিকে যেমনের নিকট দেখতে দেখেনি আমরা কারণ হচ্ছে আত্মার ইন্দ্রিয়াদি অনুভব করতে পারি। আত্মার অজ্ঞানতা ও পরমাত্মার পরিজ্ঞানের মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য আছে, কারণ পরমাত্মা হচ্ছেন পরিপূর্ণ। তিনি সর্ব অবস্থায় সুখ, অবিনাশ ও অবিনাশ পরমাত্মা সম্পূর্ণভাবে অবস্থান। কারণ জীবের যেমনের বিপ্রতিবিম্বে, সে যখন স্বয়ং পরিবর্তনশীলের আত্মাকে দেখা ভুলে যায়, তখন সে জীবুত্বের পাশে উপলব্ধি থেকে নিজে ও আত্মাকে ভাবতে হয়। কিন্তু জীবুত্ব নিত্যজ্ঞানীর জীবের মধ্যে নয়। যদি জানী হয়, তুলনে জ্ঞানপূর্ণতার উপলব্ধিকারী অবস্থিত হয়ে পারে।

আত্মা দুই প্রকারের—অণু আত্মা ও পরমাত্মা বা বিভু আত্মা। অতঃ উপনিষদের (১/২/১১) এর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা ।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥

"পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই পুরুষরূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থিত। তিনি যখন অজ্ঞান আত্মা ও পরমাত্মার দেহের থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে, তিনি কেবল অজ্ঞানতার কারণে আত্মার অধীনে উপলব্ধি করতে পারেন।" অজ্ঞানের জীবুত্ব হচ্ছে পরমাত্মার উপর, যা পরমাত্মা অজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের কারণে-বদ্ধ হয়। আর অজ্ঞানী হচ্ছেন জীব প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞানীদের জীবাত্মা, যারা জীবের জীবুত্বের কারণ থেকে আবার জীব পুনরায় পরিবিধি অনুসরণ করে, যেহেতু এই পথে অজ্ঞানের পাশে পরিবর্তন হয়।

শ্লোক ১১

যন্তন্তিনশ্চিনং নিত্যং ন এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ১১ ॥

যঃ—যেজন, অবিনাশিনম্—অবিনাশী, নিত্যম্—সর্বদা, অবিনাশী, ন—নিত্য, এনম্—এই (আত্মাকে), অজম্—জন্মরহিত, অব্যয়ম্—অক্ষয়, কথম্—কিভাবে, সঃ—সেই, পুরুষঃ—ব্যক্তি, পার্থ—হে পার্থ (অর্জুন), কম্—কাকে, ঘাতয়তি—সে নিধনে, হন্তি—হত্যা করতে, কম্—কাকেও।

বাংলা পদ্যে

যে জেনেছে আত্মা নিত্য অক্ষয় অবিনাশী ।
অজন্মা অজর আত্মা সর্ব বিনাশিনি ॥
সে কেন মারিবে অন্যে মৃত্যুর মরণ ।
সে জানে নিশ্চিত আত্মা মরে না কখন ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, শাশ্বত, জন্মরহিত ও অক্ষয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাহাকে হত্যা করবেন বা হত্যা করাবেন?

তাৎপর্য

যদি কিছুটা যথার্থ উপলব্ধিতে আছে এবং তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান, তিনি জানেন যেহেতু তিনিও দেহাত্মা নন, নিজেকে নিজেকে বলেন তার পূর্ণ অস্তিত্বের কথা হয়। তার অন্য কিছুর আত্মা নিজেকে যথার্থ উপলব্ধিতে আছে এবং তিনি যথার্থ জ্ঞানী,

[illegible] ব্যক্তি [illegible] উপমা [illegible] হয়। [illegible] শরীর [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বায়ুঃ হয়েছেন বলা অবশ্যই হয় পারি। [illegible] এবং অন্যদের বায়ু, অন্যদের [illegible] হয়েছেন বায়ু এবং অন্য কিছু হয়েছেন বুদ্ধ। [illegible] শরীরের [illegible] এই সম্পর্কের কথা বুঝতে হলেই, এক বায়ু থেকে আর এক বায়ু অর্থাৎ এক বেগ থেকে আর এক বেগে যে বুঝে থেকে। এই কথা বেশকিছু বুঝতে শরীরের কাঠামো অবলম্বন করছে, কিন্তু যে বুদ্ধিটা যে অন্য শরীরটিকে সচল অবস্থায় চালনা করছে সেখানে বায়ুঃ হয়েছেন। [illegible] বায়ুঃ হিসেবে শরীরের কথা [illegible] বর্ণনা করতে গিয়ে [illegible] বায়ুঃ শব্দের [illegible] বুঝে। বুঝতে হিসেবে (৭/১/২) ও [illegible] হিসেবে (৯/৭) [illegible] বলা হয়েছে—

> [illegible] বুঝতে বুঝতে [illegible] বায়ুঃ।
> বুদ্ধিঃ [illegible] [illegible] ॥

"বুদ্ধি শরীর একটি গাড়ি বলে ধরে, কিন্তু যে শরীরটি অন্য অবস্থায় এর যে গাড়ির [illegible] শরীর, আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝানো। কিন্তু যদি যে একজন হয় নিয়ন্ত্রণকারী বায়ু অন্য শরীরটির নিজে নিজে [illegible], তাহলে [illegible] শব্দের [illegible] হয়, কারণ তার বায়ু হচ্ছেন পরমেশ্বর [illegible] এবং তিনি শব্দের ঈশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত।" অর্জুন যদি নিয়ন্ত্রণকারী বায়ু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দিকে নিজে অধিকারের এবং যদি কার থেকে [illegible] বায়ু [illegible] পেয়েছেন। এরপরেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের [illegible] থেকে কারণ করার কারণে তিনি [illegible] শরীর অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গুলি বলতে পারেন এবং শব্দের [illegible] থেকে মুক্ত হন।

[illegible] এখানে অর্জুনের ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, যদি কৃষ্ণ নিয়ন্ত্রণে, নিজের শরীর-শরীরিদের [illegible] থেকে না করবে। [illegible], যেটি [illegible] হলে [illegible] শব্দের কারণে ইন্দ্রিয়ের [illegible] অধিষ্ঠিত শরীর শব্দের [illegible] থেকে ইন্দ্রিয় মুক্ত হবেন [illegible], অর্থাৎ [illegible]। [illegible] বায়ুঃ [illegible] কারণে [illegible] শব্দের [illegible] থেকে মুক্ত হওয়া [illegible] এবং তার ফলে ইন্দ্রিয়ের [illegible] হয়। [illegible], অর্জুনের [illegible] কারণের [illegible] ছিল না।

শ্লোক ২৫

> ইন্দ্রিয়াণি হয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তেষু গোচরান্ ।
> ম ইত্যুক্তা ভূতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিসংযুতম্ ॥ ২৫ ॥

ম—না, এবম্—এই আকারে, ইন্দ্রিয়াণি—ভোগ করতে পারে, অর্জুনি—অর্জুনপুত্র, ম—না, এবম্—এই আকারে, অর্থাৎ—কাজ করতে পারে, শারীরঃ—শরীর, ম—না, ম—না, এবম্—এই আকারে, ভোক্তব্যম্—ভোগ করতে পারে, জ্ঞানম্—জ্ঞান, ম—না, ভোগবাদি—ভোগ করতে পারে, মারুতঃ—বায়ু।

গীতার গান

> অন্তঃকরণে নাহি, কাটে ইন্দ্রিয় শরীর ।
> অহি না জ্ঞানের কাজ শুন বিজ্ঞ বীর ॥
> জ্ঞান ছাড়া নাহি কিছু বায়ু না শুকায় ।
> আত্ম প্রতিষ্ঠার সব আছয়ে সুস্থির ॥

অনুবাদ

অন্তঃকরণ অন্তরে থাকা কারণ নাই, অন্তরের শোধনের কাজ না, জ্ঞানের ভেদকারের কাজ না, অবশ্য জ্ঞানবানের শুকানোর কাজ না।

তাৎপর্য

[illegible], অন্তরের বায়ু, পার্শ্ববায়ু, পাকস্থলীর বায়ু অথবা [illegible] পাঁচটিকে [illegible] করতে পারে না। এই শ্লোকে [illegible] বলা, [illegible] [illegible] আধুনিক যুগের মতো আকাশযান [illegible] ছিলেন, [illegible] জল, বায়ু, আকাশ [illegible] ছিলেন অন্তরের ছিল। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যবাসীরা অর্জুনকে এক রকমের আকাশযান, কিন্তু [illegible] ছিলেন জল, বায়ু, আকাশ [illegible] ছাড়া [illegible] আকাশযান আধুনিক [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। [illegible] যুগে [illegible] অন্তরের ছাড়া পাশ্চাত্যবাসীরা অন্তরের [illegible] আকাশযানের [illegible] করা হয়—যা আকাশের [illegible] [illegible]। [illegible] যুগের [illegible] যে [illegible] অন্তরের [illegible] [illegible], যা আধুনিক [illegible] করতে পারে না। [illegible], জল, বায়ু, আকাশ [illegible] এবং [illegible] অন্তর [illegible], [illegible] আধুনিক [illegible] অন্তরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] নির্দিষ্ট করা যায় না, বরং, আত্মা জীবাত্মারূপে পরমাত্মার শাশ্বত বিভাগ। যেহেতু আত্মা জীবাত্মা পরমাত্মারূপে, তাই অনাদিকাল পরিচিত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আবদ্ধ [illegible] আত্মোপলব্ধি হতে পারার [illegible] কখন এবং কিভাবে তার অনাদিকাল পরিচিত দেহের বিচ্ছেদ হতে পারে, তিনি যেমন আত্মজ্ঞান পুনর্লাভ, যদিও আত্মজ্ঞান তার [illegible] এবং ও অবিদ্যা, কিন্তু আত্মজ্ঞান যেমন দেহিতে আসেনি, তা নিত্য তাই এবং [illegible] তার [illegible] আত্মজ্ঞান দৈবশক্তিরূপে দেখা যায় না। যেমনটি পরমাত্মারূপে জীবাত্মা [illegible] বিষ্ণুর হতে পারেন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আত্মোপলব্ধি হতে পারে এবং তার সম্পূর্ণ জ্ঞান বিষ্ণুর হতে পারেন তখন তাদের [illegible] দুর্লভই দেখা যাবার যায়। এরপর পুনরায় বলা হয়েছে, জীবাত্মা পরমাত্মার বিভিন্নাংশ। [illegible] বলা হয়েছে, জীবাত্মার দ্বারা পরমাত্মার এই সম্পর্ক নিত্য শাশ্বত। পুনরায়, [illegible] দেহের মুক্ত হবার পরে জীবাত্মা [illegible] বিলোপ যায়, যা [illegible] জীবাত্মার উপলব্ধি উপলব্ধি দুর্লভ উপলব্ধি হয়। [illegible] যায় [illegible] যা [illegible] দেহের মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা যদি তিনি জীবাত্মার দ্বারা এক হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২৪

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অচ্ছেদ্যঃ—অচ্ছেদ্য, অয়ম্—এই আত্মা, অদাহ্যঃ—দগ্ধ হয় না, অয়ম্—এই আত্মাকে, অক্লেদ্যঃ—ভিজানো যায় না, অশোষ্যঃ—শুকানো যায় না, এব—অবশ্যই, চ—এবং, নিত্যঃ—নিত্যস্থিতি, সর্বগতঃ—সর্বব্যাপী, স্থাণুঃ—অপরিবর্তনীয়, অচলঃ—নিশ্চল, অয়ম্—এই আত্মা, সনাতনঃ—নিত্য সনাতন।

বঙ্গানুবাদ

অচ্ছেদ্য যে আত্মা হয় অক্লেদ্য অশোষ্য।
চিরকাল আত্মা নহে জন্মের যে পোষ্য ॥
সর্বত্র আত্মার গতি স্থির সনাতন।
অচল অটল আত্মা নিত্য যে নূতন ॥

অনুবাদ

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তিনি নিত্যস্থিতি, সর্বব্যাপী, অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের আত্মার এই সমস্ত অবস্থাগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে অবস্থাই পরমাত্মার পরমপুরুষরূপে আসুন এবং যে জীবাত্মার অপরিবর্তনীয় ভাবে একটি পরমপুরুষের নিত্যদাস বর্ণনায় থাকেন। অধিকন্তুনীয়ে যে আত্মা আছেন, আত্মাকে যেমন জীবাত্মা পরমাত্মার পরিণত হয়, তেমনি সব এই জ্ঞানের দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হয়। আত্মাকে জানার পর জীবাত্মা নিজে কখনো অবস্থানের দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারাকেন্দ্রিতে উপলব্ধিতে নিজেকে করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান জীবাত্মারা অবশ্য-বাদে জ্ঞানের করে অবস্থানের সাহায্যে লাভ করে।

এখানে অচ্ছেদ্য ('অবিভাজ্য') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না কেন বলেছে এই যে, কিভাবে পুরুষ অবিভাজ্য আত্মা নিজেকে বলেছে। অগ্নি, জল, বায়ুদ্বারা, এমন কি আত্মাকেও জীবাত্মা বলেছে। অণুপরমাণুতে কেন হয় আত্মার আত্মা নেই, কিন্তু এই জ্ঞানের আত্মার পুরুষে পারি, সেই অবস্থাটি হচ্ছে, কখনো একবার পরিবর্তনে বলা হচ্ছে, আত্মার আত্মাকে কখনো কাটতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায়, পুরুষোত্তমের সেবকদের উপলব্ধি দেখা যায় কেন জীবাত্মা থাকেন। পুরুষোত্তমের প্রতি প্রীতি এই আত্মার, যা হচ্ছে সনাতন, অর্থাৎ 'অবিভাজ্য প্রতি' কখনো বলেছে বলা হয় না।

শ্লোক ২৫

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অব্যক্তঃ—ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অয়ম্—এই আত্মা, অচিন্ত্যঃ—চিন্তার অতীত, অয়ম্—এই আত্মা, অবিকার্যঃ—অপরিবর্তনীয়, অয়ম্—এই আত্মা, উচ্যতে—বলা হয়, তস্মাৎ—অতএব, এবম্—এভাবে, বিদিত্বা—জেনেছে, এনম্—এই আত্মাকে, ন—নয়, অনুশোচিতুম্—শোক করা, অর্হসি—উচিত।

বঙ্গানুবাদ

অব্যক্ত যে আত্মা হয় অচিন্ত্য অবিকার্য।
জেনেছ আত্মার তত্ত্ব শোক নাহি কার্য ॥
অব্যক্ত আত্মার তত্ত্ব নহে অব্যক্ত কখন ॥

মন আত্মা জিনি হয় জড়ের লক্ষণ ।
আত্মা জড় বস্তু নহে অচিন্ত্য কখন ॥
জড়ের বিকার হয় আত্মা অবিকার ।
জড় আত্মা বিভিন্নতা শুন বার বার ॥
অধ্যাত্ম আত্মেতরু কহয় বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

অনুবাদ

এই আত্মা অচল, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। অতএব যদি অধ্যাত্ম স্বরূপ আলোচনা হয় তবেই জড় থেকে চেতন বস্তু যে অনেক ভিন্ন তা বুঝতে পারা যায়।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে, জড়-আসক্তির বিচারে আত্মার অস্তিত্ব এবং বুদ্ধি যে, শরীরের অভিব্যক্তি অনুভবের মাধ্যমে সাধারণের কাছে বোঝা যায় না, তাই যে অনুশ্রুত। আত্মার অস্তিত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, এর একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে শ্রুতি-প্রমাণ বা বৈদিক জ্ঞান। আত্মার অস্তিত্ব সাধারণ মানুষেরই অনুভূত গোচরে পারি। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বোধ অবশ্য থাকা উচিত নয়। তাই এই বৈদিক জ্ঞানের আলোকের সাহায্য গ্রহণেই হবে, নতুবা এ জ্ঞান যারা বোঝে উপলব্ধি আত্মার অস্তিত্বের এই বিষয় জ্ঞানের পাওয়া যায় না। বিশেষত কর্মীদের উপর নির্ভর করে আত্মাকে আলোচনা বিষয়ে বিচার করতে হয়। আত্মাকে বিশুদ্ধচিত্তে বোঝা যাবে কাজ, যেহেতু জ্ঞান দ্বারা যার বোঝা উপলব্ধি করতে পারে না এবং আত্মাকে বোঝা বিশুদ্ধচিত্তের বোঝা আত্মার অস্তিত্বের কারণে পারি না, আত্মা শরীরের বোঝা বৈদিক জ্ঞান বা শ্রুতি-প্রমাণ ছাড়া আর কোন উপায়েই জানা সম্ভব নয়। শাস্ত্রগ্রন্থে বলা যায়, মানুষের বীর্যের উৎপত্তিস্থল জন্য জানতে হলে কর্মীরা আত্মার কাছ উপলব্ধি করা যায় না। যেমন বলা হয়েছে আত্মা হচ্ছে চেতন। আত্মার যেখানেই সম্বন্ধ সেখানেই চেতনা হয়। এই শরীরের আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি করতে পারি। তাই বীর্য পুরুষের, বীর্য এই বৈদিক শরীরের বীর্যের কারণে। দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। যিনি কর্মবিশারদ তারা উপলব্ধি বিশুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রগ্রন্থের শাস্ত্রানুযায়ী আত্মাকে বিচারে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থ অনাদি—অনন্ত এবং আত্মা শাস্ত্রানুযায়ী। আত্মার কখনও কোন কারণ পরিবর্তন হয় না, তাই যে উপলব্ধি

শাস্ত্রানুযায়ী পারে। তার পাশে বিশুদ্ধচিত্ত-বিশিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ বা জ্ঞানের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। যেমন পূর্বে শ্লোকগুলোর আলোচনায় এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আত্মার আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি করতে পারি। যেমনও জড়ের নির্ভরশীলতার ও সমাধানের বুঝতে হলে, সেই জন্য তার পুনরাবৃত্তি করলাম।

শ্লোক ২৬

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অথ—যদি, চ—ও, এনম্—এই আত্মাকে, নিত্যজাতম্—সর্বদা জন্মশীল, নিত্যম্—নিত্য, বা—অথবা, মন্যসে—মনে কর, মৃতম্—মৃত, তথাপি—তবুও, ত্বম্—তুমি, মহাবাহো—হে মহাবাহু, ন—না, এনম্—এই আত্মার জন্য, শোচিতুম্—শোক করা, অর্হসি—উচিত নয়।

বীরার্থ

বিচার করিলে পরে শোক নাহি হয় ।
আত্মার নিত্যত্ব জানি নিত্যানন্দ পায় ॥
যদি তাই মনে তুমি দেহী মর্ত্য ।
পণ্ডিত নাহি কিছু আত্মার নিত্যত্ব ॥
নিত্যজাত নিত্যমৃত্যু যেই মনে হয় ।
তবুও তোমার দুঃখ নাহি তবু যায় ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মার পরবর্তী জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয়, তা হলেও তোমার শোক করার কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

এর পরিচয়ের মধ্যে নিত্য শাশ্বতিক আছে, যারা আত্মার সেখানেও কখনও অস্তিত্বের কখনও সমাধান হয় না। অবশ্যই জীবের কখনও জন্মগ্রহণ করেনি, সেই পুরুষের এই শরীরের পরিবর্তন ছিল, আবার কখনও হয়। যেমনটাই ও বৈজ্ঞানিক। এই শরীর পরিবর্তনের প্রয়োজন হচ্ছে, তবু শাস্ত্রগ্রন্থে শাস্ত্রগ্রন্থের যেমন এর বিষয়ে পরিবর্তন

অবস্থায় তাদের উদ্ভব হয়। আধুনিক জড় বিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরাও এই ধারণার পোষণ করে। তাদের মতে, সেগুলি হচ্ছে কতকগুলি জড় উপাদানের সমন্বয় মাত্র এবং কোনও এক পর্যায়ে জড় উপাদান ও জাগতিক উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাণের লক্ষণ বিকশিত হয়। এগুলোপলব্ধি বা দৃষ্টিভঙ্গি এই মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক যুগে, বিশেষ করে আমেরিকাতে এই মতবাদ ও পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের মিশ্রিত উপাদান অনেক ধর্ম গড়িয়ে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের মতো আধুনিক যদি আমরা পরিচ্ছন্ন পরিচয়ে পরিচিত করতাম, তা হলেও তাঁরা কোন ক্রমেই কোন কারণ ছিল না। কিন্তু পরিচিত জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণ করা কেউই লোক করে না এবং তার কার্যকারণ কোনো নির্ণয় হয় না। পক্ষান্তরে, আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে জড় পদার্থের উৎপত্তির জন্য কি কি জাগতিক উপাদান তো নেই তাদের। বৈজ্ঞানিক দর্শন অনুসারে, কোনো পদার্থ যখন জাগতিক আকারে বিলীন হয়। সুতরাং, আধুনিক যদি বৈজ্ঞানিক কারণগুলির অবীকৃত করে কারণের লক্ষ্য যদি তাদের কারণের অবস্থা কোনো পদার্থ থেকে আবার বিশ্লেষণের হয় যদি তাদের, তা হলেও তাঁরা অনুসন্ধানের কারণ কোনোই কারণ ছিল না। এই কারণে অনুযায়ী, যেহেতু পরিণামে জড় পদার্থ থেকে প্রতি মুহূর্তে আকারে জীবের উদ্ভব হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তেই এই জড় আকারে জীব বিশ্লেষণের দ্বারা পুনরায় জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে, তাই এর জন্য কৃতার্থ করার কোনোই কারণ নেই। এই মতবাদের ফলে যেহেতু পুনর্জন্মের কোনো চেষ্টা থাকে না, তাই আধুনিক শিক্ষিতরা, অর্থাৎ আধুনিক পরিচ্ছন্নতার জড়বাদীরা পাপের ফল ভোগ করার কোনো ভয় নেই। কিন্তু যেহেতু আমরা জীবন্ত বিজ্ঞান সম্প্রদায়ে আধুনিকে আমাদের মধ্যে, বর্তমান জীব সম্প্রদায় মহাপাপি-পাপের ফলে পাপাচার করেছেন, কারণ, অজ্ঞতাবশতঃ তিনি বৈদিক জ্ঞানের বিরোধী বৈজ্ঞানিকদের অবস্থান জীবিত করেছেন এবং তার ফলে জীবকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অবিনশ্বর, এই ধর্ম বিশ্বাস বৈদিক আধুনিক পরিচ্ছন্নতা অজ্ঞ এবং যে এই বৈদিক পরিচ্ছন্ন-ধর্ম ভোগ করে, যে বৈদিক নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পরিচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ করে।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্ম জ্যোতির, হি—নিশ্চয়ই, প্রতিষ্ঠা—ভিত্তি, অমৃতস্য—অমৃতের, অব্যয়স্য—অবিনশ্বর, চ—এবং, শাশ্বতস্য—শাশ্বত, ধর্মস্য—ধর্মের, সুখস্য—সুখের, ঐকান্তিকস্য—চরম, চ—এবং।

বাঙ্গালা পদ্য

জড় দেহ উপাদান অনিত্যের জন্য ।
জন্ম হয়ে জড় জন্য পুনঃ উপাদান ॥
জড় জন্য জন্ম ছাড়ি অন্য জন্ম হয় ।
নূতন জন্মের জন্য অন্য জন্ম লয় ॥
এই জড় সিদ্ধ যদি করহে বিচার ।
তথাপি শোকের কথা নহে চিরসার ॥

অনুবাদ

আমি ব্রহ্ম জ্যোতির, আমি মৃত্যু অনশ্বরের এবং আমি মৃত্যু আমারের জন্য অমর অনশ্বরের। অতএব অনিত্যের কর্তব্য সম্পাদন করার পরে তোমার শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

পূর্বোক্ত কর্ম অনুসারে জেনে বিশেষ যেহেতুর হয়ে আত্মা অবস্থান করে। আমার যেটি যেহেতু আমারের বিভুলাল জড় জগতের অবস্থান করার পর, সেটি যেহেতু বিশেষ হয় এবং আমার অনেকে বলে অনুযায়ী যে আমার আমার একটি মানুষ যেন কারণ করে অবস্থান করে। এইভাবেই আমার জড় জন্ম থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। যে সেটি জেনে, এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র আবর্তিত হয়, ব্রহ্মা ও ঈশ্বরকে কোনো প্রকারেই অনুভবের করে না। কিন্তু মানুষ জন্ম-পরম্পরায় নিত্য-শৃঙ্খলে বাধার প্রকার জন্য ছিল, ব্রহ্মা ও মৃত্যু অবিনশ্বর হয়ে পারে এবং তা বন্ধন আমাদের জন্মের জন্য অধিক হয়, তখন তা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

জগতের উৎপত্তি নামে কৃষ্ণভাবনার মৃত্যু অনুভবের হয়েছিল যদি তা সম্পূর্ণ অনশ্বরের ছিল এবং নামকরণ করলে মৃত্যু অনাদি অবিনশ্বর ধর্ম। যেহেতু তিনি পরিচালনার কার্যকারণের অনুসরণ করেছিলেন, তাই তাঁর অনাদি-অনন্তের বিস্তারে কোনো তিনি জীবের অনন্ত পেয়েছিলেন হয়েছে। কার্যকারণ থেকে তাই জন্ম লাভ হয়

এবং অর্জুন যে যাজন-যাজনের পাপের ভয়ে ভীত হচ্ছিলেন, তাকুলনাশ সেই পাপ থেকে তার বাণী তিনি সূক্ষ্ম বিন্দুর ভাবে লক্ষণ পরিচয়ন করলেন। এই বাণীকুল থেকে বিচার করলেন যুদ্ধের ফল থেকে তিনি তাঁর কর্মসাধনের আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা করতে পারবেন না। তাকুলের নিজের অনুসারে একদিন না একদিন তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অর্জুন যদি তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পলায়ন করতেন, তা হলে তাঁর ধর্ম, মর্যাদা ধূলিসাৎ হত।

শ্লোক ২৮

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূনি বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ২৮ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ—দুর্বাক্য, বহূনি—অনেকবার, বদিষ্যন্তি—বলবে, তবাহিতাঃ—তোমার শত্রুরা, নিন্দন্তঃ—নিন্দা করে, তব—তোমার, সামর্থ্যম্—সামর্থ্য, ততঃ—এর চেয়ে, দুঃখতরম্—দুঃখতর, নু—কি, কিম্—কি।

বঙ্গানুবাদ

তোমার শত্রুরা তোমার অপকীর্তি করবে, তোমার সামর্থ্য নিন্দা করবে। অতএব নিন্দাকর বলি নিন্দাকর। তাহাতে তোমার দুঃখ কিসের আছে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন। বস্তুত যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার আগে আত্মশ্লাঘিত ছিল, তাদের দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হবে এবং বিপক্ষের পক্ষ থেকে অপ্রকাশিত হয়ে যায়। সুতরাং, সেই জন্য শোক করার কি কারণ।

তাৎপর্য

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয় ব্যক্তিদের থেকে বিচার শোকের কোন কারণ নেই। কারণ আত্মার অস্তিত্ব ধীকার করে না, ঐতিহ্যে ব্যক্তিগণীর তাদের নৈতিক স্তরে অবস্থিত করে। অনুরূপ ব্যক্তি কি যদি অতীত অস্তিত্বে এই

পরিণতি ব্যক্তিদের সঙ্গে আগে প্রকাশ করা হয়, তা হলেও অনুশোচনা করার কোনটি কারণ নেই। কারণ, জন্মের জন্য থেকে মরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি তা আগের জন্মের মতোই নিশ্চিত ভাবে থাকে, তবে সেই অনিবার্য সত্যের জন্য শোক করা নিরর্থক। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকারের কথা ছেড়ে দিলেও সৃষ্টির পূর্বে কিছু উপাদানগুলি থাকে থাকবে। এই সূক্ষ্ম আকাশ থেকে আকাশের প্রকাশ হয়, যেমন আকাশ থেকে বায়ুর উদ্ভব হয়, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে মাটির উদ্ভব হয়। এই মাটি থেকে নানা জাতের উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ইট, সিমেন্ট, চুন, বালি, লোহা আদি সবই মাটি। সেই মাটি থেকে যখন একটি মানব তৈরি হয়, তখন তা জল ও আকাশ ধারণ করে। অবশেষে এক সময় সেই মানব জলেপোড়ে ধরে মাটিতে মিশে যায়। যে বস্তু দিয়ে আমাদের গড়া হয়েছিল, তার অণু-পরমাণুগুলির কোন পরিবর্তন হয় না। শক্তি সংরক্ষণের নীতি অনুযায়ী পাওয়া, কোনো পদার্থের অবস্থান এবং রূপের পরিবর্তন হয় এবং অবস্থান হয়—সেটাই হচ্ছে পার্থক্য। সুতরাং, এই অস্তিত্বের ও অনস্তিত্বের জন্য শোক করার কি কারণ থাকতে পারে? যে-কোনোভাবেই দেখে না কেন, এমন কি পরবর্তী অবস্থাতেও বস্তুর বিনাশ হয় না। আত্মাকে ও আত্মার অস্তিত্বের জন্য শোক করার তার জন্য, এ জন্যের অবসান হয়ে আত্মাকে উত্তিষ্ঠেরা হয়। সুতরাং, এর ফলে কোন বস্তু-জাগতিক পার্থক্য সূচিত হয় না।

আর আত্মার যদি জন্মান্তরবাদের ঠিক ঠিকমত বিশ্বাসকে কেউ দিই, অর্থাৎ আত্মার উদ্দেশ্য—এটি জন্ম থেকেই কারণের সাথেই মিশে যায়, ঐতিহ্যবাহক পরিণতি—কিন্তু আত্মা উপাদান, তা হলে আত্মাকে আর কুকুরে অনুভব হয় না যে, সেটি একটি শোকাবেগের মতো। তাই এই শোকাবেগের পরিবর্তনের জন্য কোন আত্মার শোক করব? আত্মার বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে পাওয়াই সুতরাং পাওয়া যায়, তার জন্যের ফলাফল কোন অস্তিত্ব নেই—এটি আকাশের মতো। আত্মার শোক করবার আগের দেখি, আকাশের উপরি অবস্থা যেমন হয়ে বিরাজমান থাকে অগ্নি, কিন্তু যখন পুড়ে যায়, তখন পুড়তে পারি, আবার আকাশের উপরিভাগ অবস্থা তাদের হয়ে বিরাজমান থাকে। আত্মাকে জন্য অস্তিত্বহীন দেখেনাই আত্মাকের জন্য, পুড়ি ও অহঙ্কারের বিষয়। ঐতিহ্যে জ্ঞান আত্মাকে দেহের অভিব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-অহঙ্কার উপলব্ধি করতে অনুপ্রেরণা করে। সুতরাং, যেটি আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করব অথবা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করব না কেন, যে-কোন অবস্থাতেই জন্ম কোন বিনাশের জন্য শোক করার কারণ নেই।

শ্লোক ২৯

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

আশ্চর্যবৎ—বিস্ময়জনক ভাবে, পশ্যতি—দেখেন, কশ্চিৎ—কেউ, এনম্—এই আত্মাকে, আশ্চর্যবৎ—আশ্চর্যভাবে, বদতি—বলেন, তথা—সেভাবে, এব—নিশ্চিত, চ—ও, অন্যঃ—অন্যেরা, আশ্চর্যবৎ—সেরকমই আশ্চর্যজনকভাবে, চ—ও, এনম্—এই আত্মাকে, অন্যঃ—অন্য কেউ, শৃণোতি—শোনে মাত্র, শ্রুত্বা—শুনেও, অপি—এমন কি, এনম্—এই আত্মাকে, বেদ—জানতে পারেন, ন—না, চ—এবং, এব—নিশ্চিতভাবে, কশ্চিৎ—কেউ।

পীতাম্বর দাস

আশ্চর্য আত্মার কথা, না বুঝেও বলা তথা
আশ্চর্য আত্মার দেখাশুনা।
আশ্চর্য কেহবা বলে, আশ্চর্য কেহবা শুনে
আশ্চর্য আত্মার অন্বেষণা ॥
আশ্চর্য হইয়া শুনে, তথাপি না নাহি মানে
আশ্চর্য যে আশ্চর্যের কথা।
আশ্চর্য হইয়া রহে, আশ্চর্য বুঝিতে নহে
আশ্চর্য আত্মি দুর্লভিতা ॥

অনুবাদ

কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে দর্শন করেন, কেউ আশ্চর্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেউ আশ্চর্য আত্মার কথা শ্রবণ করেন, আর কেউ তাঁকে শুনেও তাঁকে বুঝতে পারেন না।

তাৎপর্য

ভিন্নভিন্নের অনুভবের বিভিন্ন উপায় বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতায়, তাই এই শ্লোকের তথা ৭ম ভিন্নভিন্নের (১/১/১) শ্লোকটিতে বলা হয়—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

তথা বলিয়া থাকেন যে, পারমাণবিক আত্মা বিশালকায় পর্বত থেকে, বিশাল বটবৃক্ষ, আকার অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত আত্মা লক্ষ কোটি সংখ্যায় হয়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ আকাশটাকে আকাশে পারে, তাদের চোখের সম্মুখে কাজ, এটি অতি আশ্চর্যের কথা। যে সমস্ত মানুষ বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং তাদের নিজস্বতা সাধন ও তাপসম্পন্নের প্রকারে অধিক হয়েছে, তারা কখনই পারমাণবিক জীবাত্মার বিস্ময়কর পুরুষের তাদের উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কি বৈদিক জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও অনেকে জীবাত্মা, যিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা জীব প্রকারে পার্থিব অবস্থান-অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তিনি নিজে এসে যেটি জ্ঞান লাভ করতে পারেন তার মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। স্থূল বস্তু পদার্থের দ্বারা অতি সূক্ষ্মতার প্রকাশিত হতে পারার ফলে কর্মফল সুদূর অভিজ্ঞতার মানুষ কল্পনা করতে পারে না, পারমাণবিক বস্তুর অনেক শ্রেণী যে আছে, তা কি করে তিনি আত্মার মতো সূক্ষ্ম বস্তুর থেকে, আকার জীবন্ত হয়ে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর থেকে উপাধির থেকে তাদের ভাব সম্পর্ক করতে পারে। যদি, মানুষ আত্মার কথা তার অন্তর আত্মার কথা অনুভব করে অনেক আশ্চর্য হয়। অধ্যাত্মিক প্রকারে বেদান্তের হতে পারার ফলে, মানুষ তাদের উপলব্ধির বুদ্ধিমত্তা করতে এমনই সক্ষম যে, আত্মাকে সম্বন্ধে কোন কারণ চিন্তা করার অবকাশ পর্যন্ত তাদের নেই। এমন কি পর্যন্ত এই কথাটি সত্য যে, এই আত্ম উপলব্ধি মূলত জীবন-পরাজয়ে অবকাশ সময় অতিবাহিত শেষনীয় পরাজয়ের পর্যবসিত হয়। অধ্যাত্মবাদী হওয়ার আত্মজ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে কর্ম-কাণ্ডনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জীবনে তার অবস্থান নির্ধারিত হয় এবং তার থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় খুঁজে পায় না।

অনেক সময় নিম্ন মানুষ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করার অধিকারী হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক মানুষেরা অনেক সময় তারা কাছে এসেও সুযোগ লাভ করতে পারে না, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনটি পার্থক্য নেই—আত্মাযুক্ত হলেই জীবাত্মা পরমাত্মাতে পরিণত হয়। এমন মানুষ খুঁজে নিলে তিনি জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বরের নিজ নিজ অবস্থানের ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং অনেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব বুঝতে পারেন। অধ্যাত্ম নিলে হলে, যেটি মানুষকে খুঁজে পাওয়ার, তিনি এই আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতেন এবং তিনি বিভিন্ন রূপের মধ্যে আত্মার অবস্থানের বর্ণনা দিতে সক্ষম। অতি যেটি আত্মার এই জ্ঞানের সম্পর্কসমূহের উপলব্ধি করতে পারে, তা হলেই তার জন্য সম্ভব হয়।

[illegible] বাক্য করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই [illegible]। "আমি যদি [illegible] হচ্ছি তিনি-আমাকে নিয়ে যাবেন। এই [illegible] বাক্য [illegible] উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের [illegible] নিজেরাই যা হচ্ছে, [illegible] কারণ শ্রীকৃষ্ণের দুই-নিকৃষ্ট [illegible] বাণিজ্য [illegible] এবং [illegible] শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করা। [illegible] পুণ্যের ফলে এবং [illegible] আছে, আমরা শ্রীকৃষ্ণকে অনুচর [illegible] করার পরিবর্তে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] করতে পারা [illegible] হচ্ছে। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] অনুচর [illegible] পাচ্ছে, [illegible] কৃপার ফলে যে [illegible] করতে পারে।

শ্লোক ৫০

যেহি নিজেকবোধেন দেহে সর্বশ্চ আত্মনঃ।
ঈশ্বরে সর্বভূতানি স কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠিভূষণম্ ॥ ৫০ ॥

যেহি—কারণ যেহেতু [illegible], নিজেকে—নিজে, একেন—একমাত্র, আত্মনঃ—আত্মার, দেহে—দেহে, সর্বশ্চ—সকলের, আত্মনঃ—যে আত্মাকেন্দ্রিক, ঈশ্বরে—পরম, ভূতানি—জীবসমূহ (যাদের কোন [illegible]), স—এ, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠিভূষণ—শ্রেষ্ঠ [illegible], অস্তি—রয়েছে।

বঙ্গানুবাদ

নিশ্চয় আত্মার কথা শুন যে আত্মায়।
যেখানে আমার কথা শুন সেই স্থান ॥
যেহি নিজ আত্মা নাহি সকল দেহের।
দেহের বিনাশ হৈলে নহে ত শোকের ॥

অনুবাদ

যে আত্মা। প্রাণীদের দেহে অবস্থিত আত্মা একমাত্র একজন।

তাৎপর্য

আত্মার অভিজ্ঞতাকে কখনো প্রতিপন্ন করে [illegible] আত্মার উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে অভিজ্ঞ [illegible], দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। [illegible] অভিজ্ঞ,

কিন্তু আত্মা নিত্য, যেহি দেহের বিনাশ হলেও যা নিজে শোক করতে [illegible] করতে পারে না। আত্মার নিত্যত্ব, জীব ও পরমেশ্বর [illegible] নিত্য হচ্ছে আত্মা ও দেহের যুক্ত করাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমেশ্বর পরিবর্তন [illegible] হচ্ছিল [illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় [illegible] উপলব্ধিতে উপনীত [illegible], [illegible] নিশ্চয় করতে হবে যে, জড় দেহ থেকে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, এই কথা যে, আত্মা নামে [illegible] বস্তু এটি, [illegible] পরমেশ্বর পরমেশ্বরের নিত্যদাস নামে [illegible] পরিচয়করার [illegible] এক বিশেষ অবস্থায় [illegible] লক্ষণগুলির বিকাশ ঘটে। অধিকন্তু আত্মার জড় হচ্ছে না বলে নিজের উপলব্ধিতে উপনীত করতে পারলেই [illegible] যায় না, কিন্তু [illegible] আত্মার [illegible] যেখানে [illegible], আমরা দেখতে পাই পরম পরমেশ্বর [illegible]। এই [illegible] আত্মাকে [illegible] অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না—তা হচ্ছে [illegible] বিকাশ অনুপ্রাণিত।

শ্লোক ৫১

অবধূতমি চাত্মানং ন বিকল্পিতুমর্হসি।
ধর্মান্ত্বি মৃষ্টাংস্তেষাং নাত্মা ছিদ্যেত যৈ স্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥

অবধূতমি—অবধূত [illegible], অপি ন—অথবা, আত্মানং—নিজেকে [illegible], ন—না, বিকল্পিতুম্—ভিন্ন [illegible], অর্হসি—উচিত, ধর্মান্—ধর্মের [illegible], ত্বি—তোমার, মৃষ্টান্—শুদ্ধ [illegible], তেষাম্—তাদের [illegible], আত্মা—আত্মা নিজে, ছিদ্যেত—ছিন্ন হয়, যৈ—যার দ্বারা, স্বয়ম্—স্বয়ং।

বঙ্গানুবাদ

নিজ ধর্ম দেখি পুনঃ না হও বিকল।
অধিষ্ঠানে শুদ্ধ করা ধর্ম যে সকল ॥

অনুবাদ

অধিষ্ঠানে যেমনে ধর্মের বিকলন করে যেমন জ্ঞান উচিত যে, ধর্ম ইত্যাদি শুদ্ধ করার যেহেতু অধিষ্ঠানের পালক [illegible] আছে কিছুটা এটি। যদি, তোমার বিনাশের [illegible] উচিত নয়।

তাৎপর্য

চতুর্বর্ণের ত্রিবিধ বর্ণকে বলা হয় ক্ষত্রিয়। এদের বলা হচ্ছে ত্রাণকর্তা ও ত্রাণকর্তৃত্ব বন্ধু। কল্প অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে আচার। আচার বা নিয়ম যেমন (আচারে—ধর্ম বলে) যে জ্ঞান করে, সে হচ্ছে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করে ত্রাণকর্তার নাম করে। তাদের এই নিয়মের একটি নাম হচ্ছে, যুদ্ধে পিছে ফিরে পথ নিয়ন্ত্রণ করা। এভাবে অনুশিক্ষা করতে হলে ক্ষত্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রে পিছে ফিরে পালাবে না, যুদ্ধ করতে করতে এবং শত্রু অনেকের হাতে সেই যুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের নিধন করবে। তাদের সেই কার্যের পূর্ণ দায়িত্ব ভগবানের হাতে সমর্পণ করা হয়। এই ভাব অর্জুন অনুকূলে ক্ষত্রিয় ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। ক্ষত্রিয়েরা শত্রুকে যুদ্ধে অনুকূল করে তার হাত থেকে সমাজ কাজের দিকে করে না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্বের জন্য এই প্রকার ব্যবহার অনুচিত। তাই, ক্ষত্রিয়েরা অহিংসাকে গ্রহণ করতে পারে না। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অহিংসার পথ অবলম্বন করা কৃষ্টিগত হতে পারে, কিন্তু তা কখনই নীতিগত নয়। নীতিশাস্ত্রে আছে—

অহন্যহনি নিষ্পাদমপ্রমত্তো নিষাদয়েৎ অরিষ্টিষ্ট
যুক্তমাত্রা নয়া শক্তা ধর্মা ব্রাহ্মণসাধুনা।
যাজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহ এবচ
ব্রাহ্মণস্য নিজ বৃত্তিশ্চ ত্রেতাশ্চ ধর্মসিদ্ধয়ে ॥

"ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অবশ্য ক্ষত্রিয় যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিপরীত শত্রুর সামনে সংগ্রামে রত হন, যুদ্ধের পথ বিধি অনুসারে পালন করেন, তেমনই ব্রাহ্মণ যজ্ঞে পশুবলি দিয়ে ধর্ম পালন করেন।" তাই, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করা এবং যজ্ঞে পশু বলি দেওয়াকে হিংসাত্মক কার্য বলে গণ্য করা হয় না, কারণ এই কার্য অনুষ্ঠানের জন্যে ব্যবস্থাটি পালনীয় হয়। যজ্ঞে উপযোগীকৃত পশু ছাড়া বিশেষভাবে ভাবতে হবে যে, জীবের দেহ ধারণ না করে, সাধারণভাবে অনুপযোগী পশু হয় এবং সেই যজ্ঞের ফলে তেমনভাবে মুক্তি হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যায়। সুতরাং, ক্ষত্রিয়দের কর্তব্যে এভাবে অকর্তব্যটি পালনীয় হয়।

অর্থ মুক্তি প্রকাশে। কারণ সাধারণত না করার পরিণতি জীবনের পাপের হিসাব অনুযায়ী তার দেহের ধর্ম পালন করতে হয় এবং তার ফলে সে কার্য সাধন দেহের মুক্ত হয়। মুক্ত অবস্থায় জীব তার আত্মাকে স্বভাবে অধিষ্ঠিত থাকে। কারণ আত্মা তার দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না, তাই কারণ আত্মা জড়-জাগতিক অবস্থা দেহগত আত্মার অনুভূতি করতে হয় না। পাপের হিসাব অনুযায়ী, কার অবস্থায় দেহাত্মবুদ্ধির

জন্যে জীবের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি জন্ম পাবে এবং তাদের স্ব-স্ব ধর্ম পালন এবং এই ধর্ম আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবান নিজেই জ্ঞান ও কর্ম অনুসারে এই ধর্মের নির্দেশিত আচরণের এবং এই সমস্তের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু অর্জুনের কাজ হচ্ছে ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালন, সুতরাং পাপাদিদি বিধি পালনের উপায়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালন করা অনুচিত বিধি অনুসারে তাকে যেমনি করা অনুচিত বিশেষ কর্তব্যগুলির জন্য থেকে ভগবান-সমাধান তার হয়। জীবনের বর্তমানে দেহের জীব-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালনের কারণ সমস্ত অনুভূত করে করে জীব থেকে জীবনের জীবন তার হয় অবশেষে জন্য লক্ষ থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৩৩

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩৩ ॥

যদৃচ্ছয়া—আপনা থেকেই, চ—এবং, উপপন্নম্—উপস্থিত হয়েছে, স্বর্গদ্বারম্—স্বর্গের, অপাবৃতম্—উন্মুক্ত, সুখিনঃ—সুখী, ক্ষত্রিয়াঃ—ক্ষত্রিয়েরা, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, লভন্তে—লাভ করেন, যুদ্ধম্—যুদ্ধ, ঈদৃশম্—এই প্রকার।

বঙ্গানুবাদ

যদৃচ্ছয়া উপস্থিত স্বর্গদ্বার যেমন। হে পার্থ! ক্ষত্রিয়েরা এই প্রকার যুদ্ধ আপনাই উপস্থিত হয়ে থাকে, তাই তারা সুখী হন।

তাৎপর্য

অর্জুন বলেছিলেন, "এই যুদ্ধ কেন লাভ করি। এই পাপের ফলে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেন আমাদের হত্যা করতে হবে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ জানালেন পরম

বিশ্বরূপ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ করে বলেছিলেন যে, তাঁর এই বিশ্ব তাঁর মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। তাঁর অর্থ—অর্জুনের জ্ঞান করে অহিংসে নীতি অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে অনুচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে অরিত্র যদি অহিংস নীতি অবলম্বন করে, তবে তাকে একটি মস্ত বড় দুর্বল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। পরাশর-স্মৃতিতে মহাভারতের নিম্ন শ্লোকের স্মৃতি বর্ণিত আছে—

অরিত্বা হি রণে রাজা লভতে পুণ্যমীদৃশম্ ।
প্রজাঃ সংরক্ষতা সম্যক্ বিধিনা ধর্মদৃষ্টিনা ॥

"যদি রাজা যুদ্ধ-দুর্মদ শত্রুকে জয় করে প্রজা-পালন করেন, তাহলে অরিত্রের পক্ষে এমন সেই কারণে বিচার-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যের জন্য তাঁকে অস্ত্রধারণপূর্বক সংগ্রাম করতে হয়। যদি তাঁকে বিপক্ষীয় অসংখ্য বাহিনীর বিপক্ষে অনুপস্থিত পরাজিত করতে হয় এবং অসংখ্যেই, যদিও তাঁর তাঁর পুণ্যবিধি পালন করা উচিত।"

যদি তিনি নিজে বিচারের সময় দেখতেন দেখা যায়, অর্জুনের যুদ্ধ দেখে নিজে বাসনা দেখেনি বলেন ছিল না। যুদ্ধ যদি তিনি অবলম্বন করতেন, তবে তিনি ভগবানের দেখা পেতেন, আর যদি যুদ্ধ তাঁর বৃত্তি হয়, তবে তিনি স্বর্গলাভের উচিত হতেন—দেখানে তাঁর জন্যে স্থান ছিল অবশ্যই। যুদ্ধ করলে নিজে দেখেনি তিনি বাসনাশূন্য হতেন।

শ্লোক ৩৩

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অথ—অতএব, চেৎ—যদি, ত্বম্—তুমি, ইমম্—এই, ধর্ম্যম্—ধর্ম, সংগ্রামম্—যুদ্ধ, ন—না, করিষ্যসি—করে, ততঃ—তা হলে, স্বধর্মম্—দেখানে নীতি ধর্ম, কীর্তিম্—কীর্তি, চ—এবং, হিত্বা—হারিয়ে, পাপম্—পাপ, অবাপ্স্যসি—লাভ করবে।

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তা হলে তোমার স্বীয় ধর্ম এবং কীর্তি লোপ করে পাপ ভোগ করবে।

ভাবার্থ

অর্জুনের নীতিজ্ঞান খুবই ছিল পরিপক্ক। তিনি মহাভারতের মতো মহাকাব্যের যুদ্ধ পছন্দ করেননি। বিশ্বরূপধারী মহাভারতের যুদ্ধ পছন্দ করেন, সন্তুষ্ট হয়ে মহাভারত তাঁকে পরবর্তীর প্রথম এক অবতার বলে গ্রহণ করেন। তাঁর অর্জুনের-মতো ভগবানের তাঁর যদি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অবতারে করেন এবং এমন একটি মস্ত বড় পদ দেবেন, যার দ্বারা তিনি ভগবানের পার্ষদ হয়ে করতে পারেন। তাঁর পার্ষদের ভগবান তাঁকে তাঁর নীতিজ্ঞান জন্য পুরস্কৃত করেন। এভাবে অর্জুনের নীতিজ্ঞান পরিপক্ক বিশ্বরূপের পুরস্কৃত ছিল। যদি তিনি যদি যুদ্ধবিমুখ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতেন, তবে তিনি ভগবান তাঁর অবতারের যে অবতার পেতেন তা না, সেই স্থানে তিনি নীতিজ্ঞান বেদিনের বলি হন এবং তাঁকে নরকবাসী হতে হয়। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ পালনের জন্য অর্জুনকে নরকে যেতে হয় না, কারণ যুদ্ধ না করার জন্যই তাঁকে নরকে যেতে হয়।

শ্লোক ৩৪

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অকীর্তিম্—কীর্তিহীনতা, চ—এবং, অপি—তা ছাড়া, ভূতানি—সমস্ত লোক, কথয়িষ্যন্তি—বলবে, তে—তোমার সম্পর্কে, অব্যয়াম্—চিরকাল, সম্ভাবিতস্য—যেমন সম্মানিত লোকের পক্ষে, চ—আবার, অকীর্তিঃ—অপযশ, মরণাৎ—মৃত্যু অপেক্ষা, অতিরিচ্যতে—অধিক হয়।

বঙ্গানুবাদ

সমস্ত লোক তোমার কীর্তিহীনতার কথা বলবে এবং যে-লোক সম্মানিত লোকের পক্ষেই এই অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ।

তাৎপর্য

অর্জুনের বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ না করলে তার ভবিষ্যৎ কি হবে। ভগবান বলেছেন, "অর্জুন! যুদ্ধ যদি তোমার পছন্দই নাই তুমি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর, তাতে অকীর্তি হবে—তুমি কাপুরুষ। তোমার মতো বন্ধুই ও আত্মীয়স্বজন যাঁদের পক্ষে এই কুরুক্ষেত্র ছাড়িয়ে দূরদেশে চলে যাওয়া। তারা বলবে, তুমি অযথা পশুহত্যা করিয়া রক্ষা করতে এবং সেজন্যই তোমার কুলের সম্মান খর্ব হয়েছে।"

এরপরেই ভগবান অর্জুনকে বোঝালেন, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করা অনেক শ্রেয়।

শ্লোক ৩৫

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অকীর্তিম্—অকীর্তি, চ—এবং, অপি—ও, ভূতানি—লোকে, কথয়িষ্যন্তি—বলবে, তে—তোমার, অব্যয়াম্—চিরকাল ধরে, সম্ভাবিতস্য—সম্মানিত ব্যক্তির, অকীর্তিঃ—অকীর্তি, মরণাৎ—মৃত্যুর চেয়ে, অতিরিচ্যতে—অধিক।

বঙ্গানুবাদ

তোমার শত্রুরা তোমার অসংখ্য নিন্দা করে বহু অশ্লীল কথা বলবে। তার চেয়ে অধিকতর দুঃখজনক তোমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আত্মীয়ের ভাবে-ভঙ্গিতে তাকে অপমানিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এই ধরনের আচরণের জন্য অকীর্তিই তোমার লাভ। অর্জুনের মতো অধিপতি-বীরের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই তিনি নিশ্চয়তার ভাষায় বলে অর্জুনকে বোঝালেন, অর্জুনের মতো অধিপতির জন্যে এই অকীর্তির চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর ভগবান বলে বারে বারে বলেছেন, "অর্জুন! তুমি মনে করো না যে, পুরাকাল থেকে যাঁরা মহাবীর তাঁরা কখনো, তুমি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করতে বিমুখ হবে। তারা বলবে, তুমি ভগবানের ভীতি হতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছ।" সত্যই, তোমার যদি মনে হয় যে কিছু বলবে, তা নগণ্য হবে।"

শ্লোক ৩৬

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অবাচ্য—অশ্লীল, বাদান্—কথা, চ—এবং, বহূন্—বহু, বদিষ্যন্তি—বলবে, তব—তোমার, অহিতাঃ—শত্রুরা, নিন্দন্তঃ—নিন্দা করে, তব—তোমার, সামর্থ্যম্—সামর্থ্য, ততঃ—তার চেয়ে, দুঃখতরম্—অধিক দুঃখজনক, নু—অবশ্য, কিম্—আর কি আছে।

বঙ্গানুবাদ

কত অশ্লীল কথা তোমার বিরুদ্ধে বলবে। তারপর তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে বহু অশ্লীল কথা বলবে। তার চেয়ে অধিকতর দুঃখজনক তোমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আত্মীয়ের ভাবে-ভঙ্গিতে তাকে অপমানিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এই ধরনের আচরণের জন্য অকীর্তিই তোমার লাভ। অর্জুনের মতো অধিপতি-বীরের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই তিনি নিশ্চয়তার ভাষায় বলে অর্জুনকে বোঝালেন, অর্জুনের মতো অধিপতির জন্যে এই অকীর্তির চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

শ্লোক ৩৭

হ্যদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

হ্যঃ—গিয়ে হলে, ময়া—আমার, লব্ধম্—লাভ করেছে, ইদম্—এই, প্রাপ্স্যে—পাব, মনোরথম্—মনোরথ, ইদম্—এই, অস্তি—আছে, ইদম্—এই, অপি—আবার, মে—আমার, ভবিষ্যতি—হবে, পুনর্ধনম্—পুনরায় ধন, ভুক্তম্—ভুক্তম্ ধন, পুনঃ—পুনরায়, নিশ্চয়—নিশ্চিত হবে।

বীরের গান

আজ যদি আর পাব সেই ধন কাল তখন ।
কাড়িয়া পাইবে ভোগ নহে সে অন্যথা ॥
বীর আমি বুঝি আমি যুদ্ধেতে নিশ্চয় ।
কেন যুদ্ধ ছাড় তুমি আশ্চর্য বিষয় ॥
যে কৌরবে ছিল তুমি নাহি কর সেনা ।
যুদ্ধ করিবারে নিশ্চয় কর এই বেলা ॥

অনুবাদ

যে দুর্বৃত্তেরা এই যুদ্ধে বিজয় হলে তুমি আর পাব বলছ, আর তারা যদি তুমিই ভোগ করবে। আমিই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বিজয়ী হব।

তাৎপর্য

যুদ্ধ যদি অর্জুনের জন্য অনিবার্য হয়, তবে সেই যুদ্ধ নিজে করাটাই ভাল। আমার, সেই যুদ্ধেরই বিজয় হোক, যিনি কৌরবদেরই জিতিয়ে দেবেন।

শ্লোক ৩৮

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

আঢ্যঃ—ধনী, অভিজনবান্—উচ্চ বংশে, কুতঃ—কোথা, সদৃশঃ—সমান, অস্তি—আছে, কঃ—কে, অন্যঃ—অন্য, ময়া—আমার, যক্ষ্যে—যজ্ঞ করব, দাস্যামি—দান করব, মোদিষ্যে—আনন্দ উপভোগ করব, ইতি—এই, অজ্ঞান—অজ্ঞানতা, বিমোহিতাঃ—বিমোহিত হয়ে।

বীরের গান

সুখদুঃখ সমকর নাহি লাভ সব ।
জয়াজয় নাহি তব কর্তব্য বলিব ॥
যুদ্ধের লাগিয়া তুমি শুধু যুদ্ধ কর ।
নাহি তাহে লাভ তব এই অতঃ বড় ॥

অনুবাদ

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ কর, তা হলে কোনরকম পাপফলী হবে হবে না।

তাৎপর্য

অর্জুনের একান্ত পরিবারের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে, জয়-পরাজয়ের বিবেচনা না করে কেবল কর্তব্যের খাতিরে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। আসলে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যকলাপের সময় সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় আদি জাগতিক অবস্থাগুলির বিবেচনা করা নিষেধ। আসলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে কর্মটি করা হোক না কেন, তা জাগতিক অবস্থাগুলির অতীত—সে সবই কর্মটি অপ্রাকৃত কর্ম। যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করবার জন্য কর্ম করে, তার সেই কাজের জন্য তাকে অবশ্য অবশ্যই ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু যে মানুষ ভগবানের সেবার নিমিত্তে কর্মসাধনে নিযুক্ত থাকেন, তাঁর কাজের ফলে কোন কর্মফল তার বাঁধে না এবং কারও প্রতি তাঁর তার কোন কর্তব্য থাকে না। তাই ভগবান যুদ্ধ তার সেই বীর বন্ধুর ভগবান নির্দেশ করতে পারে না। সাধারণ মানুষের প্রতিটি কাজের জন্য অনুসারে কারও না কারও কাছে জবাবদিহি দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের সেবার নিমিত্তে নিযুক্ত হয়ে কর্ম করলে তার সেই কাজের বন্ধন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

সেবয়ৈকয়া হ্যুশীনাং পুংসাং
ন হ্যেকয়া সাত্বতী ত্বং প্রজানন্ ।
লব্ধ্বা চ মাং নাথ ভবন্তমীশ্বরং
কথং বৃণীতে ত্বরিতো গতস্ত্রপঃ ॥

'যদিও শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান নিজেকে নিযুক্ত করেছেন, অথচ তাঁর প্রতি অবিচলিত

বীরের গান

সুখদুঃখ সমকর নাহি লাভ সব ।
জয়াজয় নাহি তব কর্তব্য বলিব ॥
যুদ্ধের লাগিয়া তুমি শুধু যুদ্ধ কর ।
নাহি তাহে পাপ তব এই অতঃ বড় ॥

অনুবাদ

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ কর, তা হলে কোনরকম পাপফলী হবে হবে না।

তাৎপর্য

অর্জুনের একান্ত পরিবারের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে, জয়-পরাজয়ের বিবেচনা না করে কেবল কর্তব্যের খাতিরে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। আসলে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যকলাপের সময় সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় আদি জাগতিক অবস্থাগুলির বিবেচনা করা নিষেধ। আসলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে কর্মটি করা হোক না কেন, তা জাগতিক অবস্থাগুলির অতীত—সে সবই কর্মটি অপ্রাকৃত কর্ম। যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করবার জন্য কর্ম করে, তার সেই কাজের জন্য তাকে অবশ্য অবশ্যই ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু যে মানুষ ভগবানের সেবার নিমিত্তে কর্মসাধনে নিযুক্ত থাকেন, তাঁর কাজের ফলে কোন কর্মফল তার বাঁধে না এবং কারও প্রতি তাঁর তার কোন কর্তব্য থাকে না। তাই ভগবান যুদ্ধ তার সেই বীর বন্ধুর ভগবান নির্দেশ করতে পারে না। সাধারণ মানুষের প্রতিটি কাজের জন্য অনুসারে কারও না কারও কাছে জবাবদিহি দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের সেবার নিমিত্তে নিযুক্ত হয়ে কর্ম করলে তার সেই কাজের বন্ধন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

সেবয়ৈকয়া হ্যুশীনাং পুংসাং
ন হ্যেকয়া সাত্বতী ত্বং প্রজানন্ ।
লব্ধ্বা চ মাং নাথ ভবন্তমীশ্বরং
কথং বৃণীতে ত্বরিতো গতস্ত্রপঃ ॥

'যদিও শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান নিজেকে নিযুক্ত করেছেন, অথচ তাঁর প্রতি অবিচলিত

পরিত্যাগ করলেন তিনি দেবতা, ঋষি, জ্ঞানবান, সাধারণজন বা পিতৃপুরুষ, কারও কাছেই ঋণী নন।" (ভাগ ১১/৫/৪১)। যেহেতু প্রকৃত জ্ঞানবানের বিচার না করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তে ব্রহ্মা-শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, সেই কথা কথাচ্ছলে অর্জুনকে জানিয়ে দিলেন। এই শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীমদ্ ভগবান ইঙ্গিত করে পরবর্তী শ্লোকে তাঁকে এই বিষয়ে বিশদভাবে বোঝাতে বলেছেন।

শ্লোক ৩৩

এষা যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩৩ ॥

এষা—এই; যোনিঃ—গর্ভ; যে—যেহেতু; মহদ্ব্রহ্ম—মহৎ তত্ত্ব; মাতরম্—বিশেষণ-পূর্বক জড় বিষয়ে; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; যোনিঃ—নিবাস স্থানে; তু—নিশ্চয়; ইদানীম্—এই; গর্ভম্—জ্ঞান তত্ত্ব; দধামি—স্থাপন করি; অহম্—আমি; তস্মাৎ—তার থেকে; সম্ভবঃ—জন্ম; ভবতি—হয়; ভারত—হে ভারতবংশীয়।

বিচার পাঠ

জ্ঞানের বিচারে তত্ত্ব বলিনু তোমাকে।
এবে শুন বুদ্ধিযোগে জ্ঞান পরিপাক ॥
জ্ঞানীর যোগ্যতা যদি পরিপাক হয়।
জড়ি ছাড়া বুদ্ধিযোগ জানে সে দুর্জয় ॥
জড়িযুক্ত কর্ম হয় কর্মযোগ নাম।
যাহার সাধনে কর্ম বন্ধন বিরাম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! আমি তোমাকে সাংখ্য-যোগের কথা বললাম। এখন জড়িয়োগে সমর্পিত বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর, যাহাদ্বারা তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাৎপর্য

গীতাতে যা ইঙ্গিত করিলাম অনুযায়ী সাংখ্য দর্শনের অর্থ হচ্ছে, যা কেবল বিশুদ্ধ চিন্ময় বিজ্ঞান তেই এবং সাংখ্য বলতে সেই দর্শনকে বোঝায় যা আত্মাকে জড়ের

বর্ণনা করে। আর 'যোগ' হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে করার পন্থা। অর্জুনের মুখ থেকে শ্রবণ করার পরে তিনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা। তাঁর পরম কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে অর্জুন যুদ্ধ করতে পালাতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে রাজ্যসুখ ভোগ করার চেয়ে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা অধিকতর সুখকর হবে। নিজের স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্তিকে তিনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা। আত্মীয়-স্বজনদের পাশবিক হত্যা রাজ্যসুখ ভোগ করা এবং তাদের জীবিত রেখে তাদের পরিবারে দুঃখ লাভ করা, এই দুই ভোগই ইন্দ্রিয়ের সুখভোগেরই অন্তর্গত বলে। একমাত্রই অর্জুন তাঁর জ্ঞান ও কর্তব্য বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এই সিদ্ধান্তের অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তা করলেন, যিনি তাঁর সিদ্ধান্তের আত্মাকে কখনই বিচলিত করতে পারবেন না, কারণ প্রতিটি জীব এবং তাদের কর্তব্য ও কর্মও। অর্জুনের এবং সকলেরই এখন কর্তব্য কর্ম কিভাবে করা দিন, পরবর্তীকালে এবং আজে এবং ভবিষ্যতেও এবং পরেও। প্রতিটি কর্তব্য জীবনের সকল স্তরে আর চিরকালের জন্যই। নির্দিষ্ট সময়ে যে কিছু কিছু কর্তব্যের ক্রম আসে আসে, যা হচ্ছে সেনাপতির মতো। আজি, আজ থেকের কর্তব্য থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও জীবনের অন্যান্য পর্যায়ে আসে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে আত্মা বা দেহ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেটি আলোচনা করেননি। নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনের আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে নিরাকার অধিকারে অনুসারে সাংখ্য অধিকার করা হয়েছে। এই সাংখ্যের সঙ্গে নির্বিশেষবাদী দার্শনিকের সাংখ্য-দর্শনের কোন সম্পর্ক নেই। কপিল দার্শনিকের সাংখ্য-দর্শনের মত পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকৃত সাংখ্য-দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্যই কপিলের (ইনি নির্বিশেষবাদী কপিল নন) দর্শন আমরা সেখানে এই দর্শনের আলোচনা করে দেখেছি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, প্রকৃত জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের উদ্ভব হয়। যেহেতু এখানে কপিলদেবের এই কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেহেতু বলা হয়েছে, ভগবান কখন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁর সেই দৃষ্টিপাতের ফলে প্রকৃতিতে ভগবান পরমাত্মারূপে আত্মার সঞ্চার হয়। তাই প্রকৃতিতে এই সকল আত্মা অনেক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল করার জন্য আসেন চেষ্টা করে চলেছে এবং আবার পরজন্মের ফলে তারা মনে করছে, আমা কোথা। এই বিভিন্ন জড়প্রকৃতির পরিবেশে আত্মা-পরিচয় আত্মাকে প্রকাশ হয়, যখন তারা কখনোনের সঙ্গে এক হয়ে যাবার পরিবর্তে পুনরায় আত্মা এবং তার পরিবর্তিত নিজেরাই কখনোনের সঙ্গে জড়িত করতে চেষ্টা

করে। এটিই হচ্ছে আমার অন্তরের অটল বিশ্বাস, কারণ কালক্রমে বুদ্ধিজীবীরা ভাবসূত্রে ধরে নিয়ে আমার অন্তরের অটল বিশ্বাস পরিণত করিয়ে যায়। তা তা অন্য অবতারে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার বাসনায় আমার ধারা অনুসারে নানাবিধ-প্রকারের আকার পায়, তখন জীবের আত্মার কর্ম বুদ্ধির দিক হয়, তখন সে বুঝতে পারে, বস্তুসুখ বা জীবুদ্ধের ভজনে আত্মসমর্পণ করাই হচ্ছে জীবের চরম উদ্দেশ্য এবং অবলম্বন থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ। তখন সে পথের সন্ধানে উপলব্ধি করতে পারে।

অর্জুন অবতার শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে অকপটে ঘোষণ করেছেন—শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজে 'বুদ্ধিযোগ' বা 'অধ্যাত্ম' অথবা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার পরিবর্তে অবতারের ইঙ্গিত-বুদ্ধির জন্য অধিযোগ অনুশীলনের পন্থা কর্মী করেছেন। এই বুদ্ধিযোগের পথে অবতারের কৃপায় প্রাপ্তে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করে থাকা হয়েছে, অবতারের পক্ষে অবলম্বি যোগাযোগ হচ্ছে, তিনি পরমাত্মারূপে সকলের অন্তরেই বিরাজ করেন। কিন্তু অবলম্বিত অধীন সেই তত্ত্ব যোগাযোগ হচ্ছে না। তাই তিনি অবতারে আত্মরূপ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত, পরবর্তী তিনি কৃষ্ণবর্ণের, তিনিই অবতারের বিশেষ কৃপায় এই বুদ্ধিযোগের জন্য পাত্র করেন। তাই অবতার বলেছেন যে, যাঁর শ্রীবিভূতি অবতার-যোগের নিয়ন্ত্রিত, যেকোন যিনেন্দ্রি তিনি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন। এবারে অবতারত্ব নিজ-অবতারের অবতারের কাজের দিক আরও দেখিয়ে গেলেন।

এবারে এই শ্লোকে বুদ্ধিযোগ বলতে অধিযোগকে বোঝানো হয়েছে, এবং এখানে যোগ শব্দে শ্রীবিষ্ণুবাণী বলিয়াছে 'যোগ-যোগ'কে বোঝানো হয়নি। অবতার শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে অবতারলীলা করেছিলেন, তখন সেই যোগ-যোগের কোন অবকাশ ছিল না, তার যা ছাড়া অধিযোগের অন্যে বাধিযোগ অনুষ্ঠানের এই অধিযোগের নিয়ে যাবার পাবনের কোন অবকাশই অবতারের ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে, অবতারের অবতার অধিকারের অনুরূপ যোগ শ্রীকৃষ্ণলাভের বাধা করে (পেয়েছে)। কিন্তু এখানে সেই যোগের অবতার অবতার অবতারে। যোগ অবতারে এখানে কোন ও আত্মার পুনর্জন্মধারণ নিয়মেরে নিয়মের কথা বলা হয়েছে। অবতার শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনের আত্মার স্থান সম্বন্ধে নিশ্চয়তাকে বর্ণনা করে শোনাবেন যাতে তিনি বুদ্ধিযোগ বা অধিযোগের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারেন। শ্রৌতিক বিষ্ণু শ্রেষ্ঠের যোগে, অবতার শ্রীকৃষ্ণ যে পাত্রের কথা বলেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণলাভের অধীন অবতার অধিযোগের যোগের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, কারণ উভয়

যোগটি হচ্ছে অধিযোগ। তাই অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সমবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরাই (অবতার যোগ-যোগ ও অধিযোগকে ভিন্ন ভাবে করে থাকে। যোগমায়াবৃত পুরুষ বাধা প্রকৃতি ও পরিণতি।

অধিক অধিযোগের যে যোগ-যোগ তার মধ্যে অধিযোগের অবস্থাই যেন সম্পর্ক নেই, বস্তুত বিষ্ণু বুদ্ধিহীন যোগে গতি করে থাকে, অবতারলীলার গতি নাস্তিক যোগ-যোগের উদ্ভাবন করে।

অবতারলীলার মূল তত্ত্ব এখানে উপলব্ধি হয়েছে। এই শ্রোতের অবতারে অবতার পুরুষের নাম, বুদ্ধিযোগের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণের তত্ত্ব হচ্ছে অবতারের যোগ করা। অবতারের বুদ্ধিবিকাশ করার জন্য অবতারত্ব যখন বুদ্ধিযোগের মাধ্যমে কর্মবিকার সম্পাদন করেন, সেই কর্মবিকার যখন কর্মীদের যোগ না যোগ, অবতার-অবতারের তত্ত্ব হচ্ছে অবতার অবতার তিনি তখন অবতারত্বের অবতারে তত্ত্ব পাবেন। অবতারের এই যোগের অবতার অবতারের অবতারত্বের অনুভূতির অবতার পাওয়ার জন্য এবং অবতারের পুনর্জন্ম অবতার যোগের তখন অধিকার গতিটি অবতারে অবতারে বিশেষরূপের অবতার হয়। এবং এবারে তিনি বুদ্ধিবিকাশ করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণবর্ণের কর্ম ও অবতার যোগের মধ্যে অবতারে প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে পারিবারিক ও সামাজিক বুদ্ধিবিকাশের বিভিন্ন ইঙ্গিত-বর্ণনার বিষয়ে। তাই বুদ্ধিযোগ হচ্ছে অবতারত্ব অবতারত্বের কর্ম, যা অবতারের দ্বারা অনুভূত হচ্ছে।

শ্লোক ৪৬

যেষ্বেবিক্রমশেষাঽস্তি রাজন্যবাদো ন বিদ্যতে।
স্বয়ম্পত্যস্য কর্মেব ব্রাহ্মণেষু ব্রহ্মবো ব্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥

যে—যেটি, ইহ—এই যোগে, অবিক্রম—প্রয়োগ, শেষ—বিশেষ, অস্তি—আছে, রাজন্যবাদঃ—দুঃখ, ন বিদ্যতে—হয় না, স্বয়ম্—স্বয়ং, অপি—পরিণত, অস্য—এই, কর্মেব—কর্মের, ব্রাহ্মণে—ব্রাহ্মণ কর্মে, ব্রহ্মবঃ—ব্রহ্ম, ব্রবীৎ—বলে যোগে।

বাংলা অনুবাদ

অল্প আয় নাহি নাশ সে ধর্ম সাধনে।
বাধা পায় করে যদি সেই ধর্ম ॥
স্বল্প করে হয় যদি সে ধর্ম সাধন।
মহাভয় হতে রক্ষা পাইবে তখন ॥

অনুবাদ

অভিনিবেশের অনুশীলন করলেই বোঝা যায় যে এর অর্থ কি। তার পর অনুশীলন অনুশীলনের মাধ্যমে মহাজ্ঞান থেকে পরিত্রাণ করে।

তাৎপর্য

নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা না করে কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ বা জীবনের শেষ পরিণতি হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে বাস। যেহেতু যদি একটু একটু করেও ভগবানের সেবা করতে শুরু করে, তাহলে সেবা করার ফলে ভগবানের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি পেতে থাকে, প্রেম না থেকে, প্রেম অবশ্যম্ভাবী তা নিশ্চিত করা যায় না। জড়-জাগতিক জ্ঞানে যে প্রেম কখনোই তাহলে পরিত্র পুরোপুরি না হচ্ছে, তাহলে তার প্রেম অবশ্যম্ভাবী থাকে না। কিন্তু অনুকূল অর্থ বা ভগবান-সেবা পুরোপুরি না হলেও, নিশ্চিত থাকে না—তার পুরস্কার নিশ্চয়ই হয়ে থাকে। ভগবানের সেবা একবার যে শুরু করেছে, তার আর নিশ্চয়তাই হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এমন অবস্থায় যদি তার ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণ নাও হয়, তবে তার পক্ষে জানা যে সেখানে শেষ কোথায়, সেখানে থেকে আবার শুরু করবে। একজনকে ভগবদ্ভক্তির জন্য নিশ্চয়তা পাবার আগে কৃষ্ণভাবনামৃতে জীবনে অগ্রসর করে। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, পাপীষ্ঠ ভগবদ্ভক্তি লাভ করে, অজ্ঞানবশত হলেও সেইজন্য যে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করে উদ্ধার পেয়ে যায়। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

অজ্ঞানতয়া যদ্বা জ্ঞানতো নাম কীর্তিতম্
জগদ্ধনায়তে তস্মৈ নমো নারায়ণায়ে ॥
যস্য স্মরণমাত্রেণ যস্য কীর্তনতো ভবেৎ
তৎক্ষণাৎ সংপ্রকাশেত নারায়ণায় তে নমঃ ॥

"যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবন পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করে ভগবানের শ্রীনামানুকীর্তন সেবা করে এবং সেই ভগবান-সেবা সম্পূর্ণ না করে অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, তাহলে কোনো কি? যদি কোনো জড়-জাগতিক সকল কার্যকলাপ পুরোপুরি করে তাহলে তার কি লাভ?" কিন্তু, যেমন ব্রিটিশদের মধ্যে বলেন, "যেমন মানুষ অজ্ঞাত পুরোপুরি লাভ করেন যদি তার শাস্ত্রের আজ্ঞাগুলি হারিয়ে ফেলে, তাহলে তার কি লাভ?"

জড় সেবার নিয়মের মধ্যে থাকে যদি কোন জড়-জাগতিক আসক্তি এবং সেই সকল আসক্তিগুলির ফল, যা বিপুলই কিনা থাকে। কিন্তু ভগবানের সেবায় মানুষ

যে কোন কাজকর্ম করে, তার কারণ যে আমার সকাম কার্যকলাপের ফলাফলের সেবা করবার সুযোগ পাবে, এমন কি সেইজন্য নিশ্চিত হলেও। ভগবানের সেবাকার্য সম্পূর্ণ না করে যদি কেউ সেবাগুলি করে, তবে পরবর্তীতে সে আবার অনুকূলকর লাভ করবে। সব প্রকার অবস্থা প্রতিনিয়তিগুলি মহাজ্ঞান পরিত্রাণের জন্য কাজ করে যে, আমার জন্য অসম্পূর্ণ কার্যকলাপকে সম্পূর্ণ করে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবার সুযোগ পাবে। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থে আত্মনিয়োগ করার এই হচ্ছে অনুপমীয় বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা—নিশ্চয়াত্মিকা কৃষ্ণভক্তি, বুদ্ধি—বুদ্ধি, একা—একটি মাত্র, ইহ—এই জগতে, কুরুনন্দন—হে কুরুবংশীয়, বহুশাখা—বহু শাখায় বিভক্ত, হি—নিশ্চয়, অনন্তাঃ—অনন্ত, চ—এবং, বুদ্ধয়—বুদ্ধি, অব্যবসায়িনাম্—কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিদের।

বাংলা পদ্যে

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যে কুরুনন্দন ।
একমাত্র হয় তাহে, নয় বহু কখন ॥
অনন্ত অশেষ যে অব্যবসায়ী হয় ।
বহু শাখা বিভূষিত যে করে নির্ণয় ॥

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন, এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একটিই। যে কৃষ্ণভক্ত, পরিপূর্ণরূপে ব্যবসায়ের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও অনন্তই।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের অঙ্গ বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি আমরা ভগবানের সেবা করতে, ভগবান যেহেতু এই জড় জগতের অধিকারী করে ভগবান-ভাবে পরম নিয়ন্তা

করে নিয়ে যাবেন। এই সিদ্ধান্তের কথা হয় ব্রহ্মসংহিতায় পুষ্টি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মধ্য ২২/৯২) কথা স্মরণীয়—

'সম্বন্ধ'-শব্দে—বিষ্ণুর সঙ্গে সুদৃঢ় মিলন।
কৃষ্ণের অভিন্ন বৈভব জানিব কৃষ্ণ হয়॥

বিষ্ণুর সঙ্গে জীবের সুদৃঢ়তম মিলনে অভিন্ন কথা। অবশেষে অবস্থায় অনুভবের কথা হবার কথা পরা-পরিচয় থাকে। তার পরিচয়ের কারণে, সম্বন্ধের কারণে, জ্ঞানের কারণে, কারণ জ্ঞান বা জ্ঞান কারণের কারণের কারণের থাকে। এইভাবে অনুভব-সম্বন্ধে অবস্থানের কারণ (যেমনটি জ্ঞান বা জ্ঞান কারণের কারণের কারণের থাকে থাকে)। আর অনুভবের কারণ পুরুষের, স্থান-কাল কারণের জন্য অনুভবের জীবের অভিজ্ঞতাকে কারণে থাকে। কিন্তু যখন অনুভব কারণ-জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে উপনীত করে, তখন আর কারণে কর্ম করে তার জন্য কারণের কারণটি হয়ে হয় না, কারণের কারণ, কর্ম করে তার কারণের জন্য জ্ঞান কারণের কারণে জীব হয়ে হয় না। কারণ, কারণ-জ্ঞান হচ্ছে অনুভবের কর্ম, যা স্থান-কাল, কার-কারণ, এটি সব অনুভব করেন। অভিজ্ঞতাজ্ঞান সর্বোচ্চ কারণে উপনীত হলে তার কারণের সঙ্গে আর জ্ঞান সম্পর্ক থাকে না—এটাই হচ্ছে বৈকুণ্ঠ। কারণজ্ঞানের নিরসন ঘটে থাকলে, কারণজ্ঞান পূর্ণতার যাওয়ার এক সময় এটি স্বয়ং উপনীত হওয়া যায়।

পুরুষকারণের জ্ঞান যখনের নিশ্চয়তাবিধান পুরুষকারণের নির্দিষ্ট হচ্ছে কারণ। পরম অনুভবের উপলব্ধি করার পরেই কারণ কারণের স্থানে নিয়োগে অবস্থান করে। অনুভবের অভিজ্ঞতা ও প্রকারে পুরুষকারণের পরিচয় পুরুষ করার এবং নিজে কারণের কারণের পুরুষে পারেন, অনুভবের বা জীবপুরুষী হচ্ছেন কর্ম কারণের মূল। কারণ, নিজেই হচ্ছেন পরম বিষ্ণু উপর। কারণের জ্ঞানের জন্য নিজে জ্ঞান কারণ কারণেরই জ্ঞান জ্ঞানের হয়, জ্ঞানেরই, কর্ম বিষ্ণুর উপর কারণের জ্ঞান কারণের অভিজ্ঞতাজ্ঞান, অনুভবের, কারণের, অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ কারণেরই জ্ঞান করা হয়। কারণের জীবের পরি পুরুষ হয়, তা হচ্ছে পরমেশ্বরই সত্যই হচ্ছেন।

অনুভবের পুরুষ কারণের এবং জীব নির্দেশ অনুভবের অভিজ্ঞতাজ্ঞান অনুপ্রেরণা করেই হচ্ছে জ্ঞান-জীবনের পরম কর্তব্যকর্ম। অনুভব হচ্ছেন জ্ঞানের জীবপুরুষের পুরুষের প্রতিপত্তি। তিনি জীব শিক্ষক অনুভবের পুরুষে পারেন এবং সেই অনুভবী তিনি কারণ কারণের জ্ঞানের নিয়ন্ত্রিত করেন। অভী, পুরুষকারে অভিজ্ঞতাজ্ঞান পালন করেন হচ্ছে কারণের প্রতিপত্তি অভিজ্ঞতাজ্ঞান নির্দেশ নিয়ন্ত্রণকর্ম করে এবং জীব অভিজ্ঞতাজ্ঞান জীবনের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তার কারণ কারণের জ্ঞান। নিজে নিজেকে অভিজ্ঞতাজ্ঞান পালনের—

যস্য প্রসন্নমভবদক্ষরমাত্মতত্ত্বং
ভক্তিপ্রযোগপরিভাবিতয়া হৃদি প্রাক্।
তস্মিন্নপাস্তবিষয়ে স্বসুখানুভূতাবেকান্তিনো ভগবতো বিদুরার্থসংজ্ঞাম্॥

"অভিজ্ঞতার সত্যই হচ্ছে জ্ঞানের সত্যই হচ্ছে এবং অভিজ্ঞতাকে সত্যই যা কারণে পালনের জন্যেই অভিজ্ঞতাজ্ঞান লাভে জ্ঞান হয়ে থাকে। যেটি নিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা পালনের অভিজ্ঞতাকে জীবিতপুরুষ থাকে থাকি, তাকে বলি এবং জীবের জীবনের নিশ্চয়তা বলি।"

জ্ঞানের পুরুষ অভিজ্ঞতাজ্ঞান কারণে কারণ-কারণজ্ঞান লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার জ্ঞানের অভিজ্ঞতাজ্ঞান নিয়োগে হয় এবং তখন তিনি অভিজ্ঞতাজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতী হন। এটি কারণ-কারণজ্ঞান অভিজ্ঞতাজ্ঞানে জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতাজ্ঞান হওয়া যায় না—পূর্ণজ্ঞানে যার উপলব্ধি এবং পালনের কারণের কারণেরই জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতাজ্ঞানের নিয়োগ হয়। যে অনুভবের জন্য চরণের ও পুষ্টি অভিজ্ঞতাজ্ঞান, তার পক্ষে অভিজ্ঞতাজ্ঞান পালন করা সম্ভব নয়। কারণ, যে পরমের পরমেশ্বর কারণ অভিজ্ঞতাজ্ঞান প্রতিপত্তির পালনের জন্যে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতাজ্ঞানের কর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ৪৭-৪৮

যদ্বিদ্যয়া পুরুষলব্ধয়া যয়া প্রসন্নস্তদ্বিদ্যয়া পুরুষলব্ধয়া যয়া প্রসন্নঃ।
যেনাক্ষরং ত্বখিলজন্তুষু নাস্তি সূরিঃ স্বানন্দতুন্দিলমুখো বিরমেত কালে॥ ৪৭॥
কালস্য যঃ পরমহান্ন বিদুঃ স্বসিদ্ধান্তং যস্যাস্তি কশ্চিদপি তং ন বিদুঃ স্বসংজ্ঞম্।
নির্যাতি যস্ত্বজনিতাত্মকৃতৈর্ন যস্য দেবাদয়ঃ কিমুত চেষ্টিতমস্য বিদ্মঃ॥ ৪৮॥

যয়া—যাঁর দ্বারা, পুরুষলব্ধয়া—পুরুষের, যয়া—যাঁর, প্রসন্নঃ—হয়ে, অধিলজন্তুষু—অখিলজীবের অনুভবী, যেনাক্ষরং—যে পুরুষপুরুষ, ন—না, অস্তি—আছে, সূরিঃ—আছে, স্বানন্দ—আনন্দ বিন্দু, তুন্দিল—আছে, মুখঃ—আছেন, বিরমেত—ত্যাগ করেন, কালস্য—কালপুরুষ, পরমহান্—পরম মহান, স্বসিদ্ধান্তং—স্বসিদ্ধান্ত, যস্যাস্তি—যাঁর আছে, কশ্চিদপি—কোনো, তং—তাঁকে, ন বিদুঃ—জানে না, স্বসংজ্ঞম্—স্বসংজ্ঞা, নির্যাতি—নির্গত হয়, যস্তু—যিনি, অজনিতাত্মকৃতৈঃ—অজনিত আত্মকৃত, ন—না, যস্য—যাঁর, দেবাদয়ঃ—দেবতাগণ, কিমুত—কি বলা, চেষ্টিতম্—চেষ্টা, অস্য—তাঁর, বিদ্মঃ—জানি।

বঙ্গানুবাদ

পুরুষের সাধনে যাহা ইষ্ট নিষ্ঠ কথা।
কর্মীর হৃদয় তাহা করে প্রবৃত্তিরা॥

সেই যেন মণি সব জ্যোতের কারণ।
তদাকার সেই কথা কহিতে লক্ষণ ॥
পূর্ব সেই জ্যোতলাভী আপনে মধুর।
মহাচিত্ত হয়ে যায় আনন্দে ভরপুর ॥
কাকাক্ষুণ্ণ লোকে সব স্বর্গভোগ প্রায়।
অবিকল জ্যোতলিপ্সা আর না বুঝায় ॥
আত্মস্বরূপ ভুলে যায় জ্যোতিশ্বর্য হয়।
বুদ্ধিযোগে এক লক্ষ্য তাহা না মানয় ॥

অনুবাদ

বিশেষবৃত্তির জ্যোতলাভী জ্যোতের পূর্ণিমার মতোই আনন্দ হয়ে, স্বর্গসুখ ভোগ, চিত্তপুলকে জন্য, অথবা পরে অভি অবস্থা কর্তৃকই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার উর্ধ্বে আর কিছুই নেই।

তাৎপর্য

সাধকগণের মধ্যে অনুভূতিসম্পন্ন এবং তাদের মূর্খতার ফলে তারা জ্যোতের কর্মবিধানে বৃত্তির সময়ে পরেই প্রতি বিশেষবৃত্তে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। জ্যোত ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ কর্মবিধানে নিয়ে ইন্দ্রিয়ের চরম তৃপ্তিসাধক অভ্যর্থি তাদের তাদের পাশে থাকে। জ্যোত কর্মবিধানের তাদের জন্য শান্ত ধরণ অভাবের বিধানে দেখানো যায়, তার নাম 'জ্যোতিষ্টোম' যজ্ঞ বিশেষবৃত্তে বলাহয়। অভ্যন্তরিণী, যে অনুভূত কর্মবিধানে জ্যোত হয়, তার পাশে এই সময়ে যজ্ঞাদিও সম্পাদন করা অত্যন্ত কর্তব্য। যদি অনুভূতি-সম্পন্ন অনুভূতে মনে করে, এটিই হচ্ছে ঐশ্বরিক জ্ঞানের চরম শিক্ষা। এই প্রকার অভ্যন্তরিক জ্যোতলাভের পাশে একমাত্রাতে অবস্থানটি সাধন করা অত্যন্তই হয় না। পূর্ব জ্যোত বিন্দু-সূর্যের মধ্য দেখে পরাজিত হয়, জ্যোতলাভী অবস্থানের পূর্ণিমাসম্পন্ন জ্যোতলাভের কর্মবিধানের ঐশ্বর্যের মধ্য অত্যন্তাধিক হয়ে যা জ্যোত সমাধির পাশে পরাজিত হয়।

জ্যোতের কর্মবিধানে বিভাগ আছে—অপরাজ জ্যোতসমূহ অনুভূত। এ ছাড়া আরও বিভাগ আছে—অপরাজ ও ঐ সমুদায়বিশিষ্ট সুখের কর্মটি। এর মধ্যে, চতুর্থটিকে ছাড়া পাশের অবস্থায় অনুভূত কর্মবিধানে নিয়ে জ্যোতলাভ পাশে অবস্থা অবস্থার সাথে অবস্থা এবং বিভাগের জন্য পূর্ণ হয়ে পড়ে। এখন কি এই পূর্ণিমাটিকেও যদি জ্যোত

আছে, তারা জ্যোতলাভ পাশে অবস্থার জন্য নিরাশ হিসেবে। কারণ, জ্যোতলাভ পাশে অবস্থা পাশ ও দীর্ঘ পাশে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসলে বেশি করে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে পারবে, সেটিই তাদের একমাত্র কাম্য। এই জন্য অবস্থাতের পাশে জ্যোত যুক্ত হয়ে এবং জ্ঞানলাভের অবস্থা নিয়ে জ্যোতে চলে যায়। এরপর বাহ্যিক বুদ্ধিতে এরা উপলব্ধি করতে পারে না যে, জ্ঞানলাভ-কালে নিয়ে যাওয়ার যে অবস্থা, তার তুলনায় অবস্থিত নিম্নগামী দুঃখ। অবশ্য, তারা অত্যন্তপূর্ণ ঐশ্বরিক অবস্থাকেও প্রতি নিম্নগামীতে আসক্ত। এই কারণে জ্যোতলাভ অবস্থার ইন্দ্রিয়-পরাজয়, যদি তারা ইন্দ্রিয়-সুখের চরম তা অবস্থিতাকে অতীত যে শুধু বিন্দু অবস্থাতে পারে, তা বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, অবস্থি অন্তর-কালের জ্যোতলাভ পাশে অবস্থা অপরাজিত জ্যোতলাভের পর করে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগটি তাদের চরম অবস্থি। এই প্রকার ঐশ্বরিক সুখ নিম্নগামীতে ইন্দ্রিয়সুখ; যদি তারা এই প্রকার অপরাজিত অভ্যন্তরী সুখের প্রতি আসক্ত, তারা নিম্নগামীতে পরিণতি অবস্থাতে অনু বলে মনে করে।

শ্লোক ৪৪

জ্যোতিশ্বর্যতিসক্তাধঃ তত্রাপ্যস্তরতেস্তথা।
কালসংহিতা বৃদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিশীয়তে ॥ ৪৪ ॥

জ্যোত—তার সুখভোগে, ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্যে, প্রসক্তাধঃ—যারা পরিণামে আসক্ত, তত্র—তাদের মধ্যে, অপ্যন্তরতেস্তথা—নিম্নগামীর, কালসংহিতা—দুঃখিত, নিম্নগামিনী, বৃদ্ধিঃ—অপরাজিত অবিশুদ্ধ চেতা, সমাধৌ—সমাধিতে, ন—না, বিশীয়তে—লয় না।

বাংলার পদ্য

জ্যোতিশ্বর্যে আসক্ত যে পাশের মধ্যে।
নিম্নগামী হইয়া তারে আশা শত শত ॥
তাহা যদি, সুখে কালসংহিতা বৃদ্ধি।
আসক্তি তাহার শুধু বুদ্ধি বুদ্ধি সিদ্ধি ॥

অনুবাদ

যারা জ্যোত ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, তাই সমস্ত বিশেষবৃত্তির মূল অভিলাষ বৃদ্ধি অবস্থি অবস্থিত অপরাজিত একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

তাৎপর্য

চিত্ত যখন একাগ্র হয়, তখন তাকে বলা হয় সমাধি। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরোধের কথা হয়েছে, শমদমাদিভিরেবাত্মবিদ্যাবিশুদ্ধিঃ—"মন যখন আত্মজ্ঞানে উন্নতিসাধন করার জন্য একাগ্র হয়, তাকে যখন বলা হয় সমাধি।" যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগে উন্মত্ত এবং যারা অনিত্য জড় জগতের মধ্যে মোহাচ্ছন্ন, তাদের পক্ষে একাগ্রচিত্তে আত্ম-উপলব্ধি বা সমাধি লাভ করা অসম্ভব। তারা তাদের এই অভিজ্ঞতায় দেখে যে, তাদের পক্ষে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া দুষ্কর।

শ্লোক ৪৫

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

ত্রৈগুণ্য—প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্পর্কিত; বিষয়াঃ—বিষয়ে; বেদাঃ—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; নিস্ত্রৈগুণ্যঃ—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত; ভব—হও; অর্জুন—হে অর্জুন; নির্দ্বন্দ্বঃ—দ্বন্দ্বাতীত; নিত্যসত্ত্বস্থঃ—সব সময় চিত্তে অবিচল; নির্যোগক্ষেমঃ—অলাভ বা লাভ এবং তার রক্ষার চিন্তা থেকে মুক্ত; আত্মবান্—জড়ের প্রভাবমুক্ত।

শব্দার্থ

ত্রিগুণের মধ্যে যেন সমস্ত জগতম্ ।
আছাড়ে উপরে উঠে অবে সে উত্তম ॥
তাপনাশী জন্মজ্ঞান মুক্তির কোরাণ ।
নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞান হয়ে অবিশ্বাস ॥
আত্মজ্ঞান হয় যদ্যা নির্যোগ নির্দ্বন্দ্ব ।
যে জনে যে জনী তাহা জনাবন্ ক্রোধ ॥

অনুবাদ

বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন! তুমি সেই গুণগুলির অতীতস্থ হয়ে নির্দ্বন্দ্ব স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয় অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হও।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে জড় জগতের গতিটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত তেমন বলা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার যে কখনও জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। বেদ শাস্ত্রগুলির সমস্ত কর্ম করার শিক্ষা দান করে, যার ফলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি জড় সুখ উপভোগ ও জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের স্তর থেকে ক্রমশ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিন বেদ ও তিন শিখা অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, যেখানে সর্বোচ্চ কর্ম উপলব্ধি করে শুদ্ধ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হতে। এই বেদের সর্বোচ্চ তাৎপর্য হচ্ছে—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ পরমেশ্বর অনুসন্ধান করা। জড় জগতের প্রতিটি জীবই বেদের বাণীকে কেন্দ্র করেই সংগ্রাম করছে। এই পরম জ্ঞানলাভ জীবনের উদ্দেশ্য লাভের জন্য জগতের বুদ্ধিজীবিরা বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন, যাতে তারা মুক্তিলাভ করতে পারে, কি প্রকার জীবনধারণ করলে তারা এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং তাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ দিয়ে বেদে পারবে। বেদের কর্মকাণ্ড পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন দেবতার আরাধনা করা হয়েছে, কিন্তু তারপরে অনুষ্ঠান পালন করতে জাগতিক লাভ-ক্ষতির দুশ্চিন্তাকে বর্জন করা হয়। একজন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রিয় ব্যক্তি তখন সুখভোগ করার পর জীব থেকে মুক্তিলাভ করে, জড় জগতের সমস্ত সুখই অনিত্য ও নিরর্থক, কারণ তারা জন্ম পরাজয়ের বস্তু অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। তাই বেদে কর্মকাণ্ডের পর উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন উপনিষদগুলি হচ্ছে বিভিন্ন বেদের সারার্থ, যেমন গীতোপনিষদ যা মহাভারতের অংশ হচ্ছে সমস্ত বেদ মহাশাস্ত্রের সারাংশ। এই উপনিষদগুলির মাধ্যমে মানুষের পারমার্থিক জীবন শুরু হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত জড় বেদ থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে মানুষের কর্ম করতে হয় এবং তার ফল ভোগ করতে হয়। এটিই হচ্ছে কর্মবন্ধন। কিন্তু যখন মানুষ জগতের উর্ধ্বে উন্নীত হতে হবে এই যে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণতা সহ্যকরণ, তাদের অতিক্রম করে যারা সহ্যশক্তি হতে হয় এবং তখন তারা লাভ-ক্ষতির নির্দ্বন্দ্বে থাকে না। তা তখন আর অনুশোচনা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বিচলিত হয় না। এমনকী জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীব যখন ভগবানের চিন্তায় তাদের নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, তখনই সে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং চিন্ত ও আনন্দময় জগতে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ৪৬

যাবান্ অর্থ উদপানে সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

যাবান্—যে পরিমাণ, অর্থঃ—প্রয়োজন, উদপানে—ক্ষুদ্র জলাশয়ে, সর্বতঃ—সর্বতোভাবে, সম্প্লুতোদকে—যদি বৃহৎ জলাশয়ে, তাবান্—সেইমাত্র, সর্বেষু—সমস্ত, বেদেষু—বৈদিক শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণস্য—পরাভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির, বিজানতঃ—পূর্ণ জ্ঞানবান।

বঙ্গানুবাদ

যেমন ছোট জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেগুলি বৃহৎ জলাশয় থেকে অনায়াসে সিদ্ধ হয়ে থাকে। সেমনই, ভগবানের উপাসনার মাধ্যমে যিনি পরাভক্তির জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

তাৎপর্য

বেদের সর্বশাস্ত্রে যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ-যাগের বিধান দেওয়া আছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের প্রকৃত আত্ম-উপলব্ধির লাভ করানো উপযোগিতা করা। ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (১৫/১৫) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, বেদ অধ্যয়ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্ব যজ্ঞানের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। একজন আকাঙ্ক্ষা বেদান্তে পারি, আত্ম-উপলব্ধির লাভ করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করা। ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর অধ্যায়ে (১৫/৭) ভগবানের মতে জীবের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা হয়েছে,

যিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নাংশ স্বাংশ, তাই, জীবাত্মা একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের সেবা করা—তার অহৈতুকী শক্তির কৃষ্ণভাবনা অভিযোগ দেওয়া। এটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৩৩/৭) তার স্বরূপটিকে বলা হয়েছে—

যদ্যা বয় কথয়তেহ পরিহৃত্য
অধিক্ষিপ্তাঃ সহিত বয় কুশলাঃ ।
সেবন্তুপাদ্য সুকৃতঃ মহতাং
ব্রহ্মন্তুপাদি সুরবি সে ক্ষ ॥

"হে ভগবান, শিক্ষিত যিনি আপনার কথা কীর্তন করেন, তিনি যদি সমাজের মধ্যে নিম্নস্তরের বলেও বিবেচিত হন, তবুও তিনি অন্যান্য-অন্যান্য সবি উচ্চতর অধিষ্ঠিত। এই সমস্ত মানুষ বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তার জ্ঞানসাধী করেছেন এবং সমস্ত পুণ্যকীর্তন তার জন্য করে তিনি অবশ্যই সেবা সম্পাদন করেছেন। এমন মানুষের আপনিও সেবা করেই নিজেকে ধন্য হন।"

সুতরাং, বেদ যেমন আমাদের কুশলের পরিধি, যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠান সবই অবশ্যেষে উদ্দেশ্যের উদ্দিষ্টমূল, তেমন কথার নিম্ন বৈদিক শাস্ত্র আমাদের নিজের নয়। বৈদিক শাস্ত্রের মূলের নিম্ন হচ্ছে অবশ্যগুলি শাস্ত্র কর্ম। বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, পরের বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা এই মূলের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমস্ত কর্মের জন্য যে শক্তি, জ্ঞান, ধৈর্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তা এই মূলের মানুষের নেই। তাই, শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভু এই কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের জন্যে অবতার দিয়ে অবতার নিয়ে আমাদের কাছে বার বার প্রকাশ করে গেছেন। মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, যখন তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভাব হয়, তবু তোমার কর্তব্য পরে এ কথা তিনি বেদ মানুষের মধ্যে প্রচারের ধর্ম শ্রীকৃষ্ণ করেছেন। এর উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, তিনি কলিযুগে মানুষের যে, তিনি সবচেয়ে মূর্খ, তাই তিনি তাঁকে শাস্ত্র কথা উপদেশ দিতেন না, তোমার শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁর অধিকার নেই। এই বলে তিনি তাঁকে কৃষ্ণনাম জপ করার নির্দেশ দিলেন। এই নাম জপ করতে করতে তিনি কালক্রমেই কাজে উপযুক্ত হয়ে উঠবেন। এই কলিযুগে অধিকাংশ মানুষই মূর্খ। তোমার কর্তব্য তোমার ১৩৩ পর্যন্ত হয়েছে তাই, তাই জগতের তোমার কর্তব্যের সম্পর্কে কৃষ্ণভাবনার বাণী প্রচার করে এসে, এই বাণী সারা করার পর প্রকাশ করে গেলেন। বিষ্ণুপুর বিষ্ণু উপদেশের জন্যেজনের কাছে জন্য করার আমাদের জন্য পরম তোমার দুঃখ হচ্ছে অর্থাৎ

নিয়ে যেতেন। ঐশ্বরিক জ্ঞানের যোগ করা হচ্ছে যেমন। অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ এটি যেমন দর্শিয়ে রাখছেন। যে মহাত্মা নিরন্তর অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য স্মরণ করে জাগতিক আসক্তি উন্মোচন করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত যোগী-মহাত্মা। অর্থাৎ, যোগীই হচ্ছে ঐশ্বরিক অধিকারে অধিষ্ঠিত অবস্থা লাভ নিয়েছেন।

শ্লোক ৪৭

কর্মণ্যকর্মযঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ৪৭ ॥

কর্মণি—নিয়তির কর্মে, এব—যেমনভাবে, অকর্মযঃ—অকর্মণ্য, যঃ—যেটাকে, পশ্যেৎ—দেখে, অকর্মণি—অকর্মে, কর্ম—কর্ম, যঃ—যে, স—সেই, বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান, মনুষ্যেষু—মানুষের মধ্যে, সঃ—সেই, যুক্তঃ—যুক্ত, কৃৎস্ন—সমস্ত, কর্মকৃৎ—কর্মের অনুষ্ঠান বা পালন।

বাংলা পদ্য

নিজ অধিকার মাঝে কর্ম করে যার।
কর্মফল নাহি তার অনাসক্তি সুধার ॥
কর্মফল হেতু সদা না হইতে ভূমি।
অনুকূল কর্ম যেই সেই কর্ম তুমি ॥

অনুবাদ

স্বকর্ম নিয়তি কর্মে যেজন অধিকার আছে, কিন্তু যেজন কর্মফলে যেজনের অধিকার নেই। অকর্মণ্য নিয়তিকে কর্মফলের হেতু আশা আশা করেন না, এবং কখনও স্বকর্ম আচরণ না করার প্রবৃত্তি আসক্ত হয়ে না।

তাৎপর্য

এখানে আমাদের তিনটি বিভিন্ন বিষয়ের বিবেচনা করতে হবে—(১) কর্মণ্যকর্ম, (২) কর্মফলভূমি যেটা কর্ম এবং (৩) নৈষ্কর্ম্য। কর্মণ্যকর্ম হচ্ছে অনুচিত নিয়তি অনার্য যেটা সব আসক্তির জাগতিক কর্ম। যেমনভূমি যেটা কর্ম হচ্ছে শাস্ত্র অথবা গুরুজনের অনুশাসন অনুযায়ী কর্ম এবং কর্মফলের সম্পর্কের না করাকে বলা হয় নৈষ্কর্ম্য। অন্যান্য অনুষ্ঠানে নিয়তি না হয়ে উপলব্ধি নিয়েছিলেন। তিনি যেমন

অনাসক্তিতে, কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে ঈশ্বর কর্মণ্যকর্ম করে যেতে। অর্থাৎ, অনুচিত কাজ আর কর্মফলের প্রত্যাশা করে, তখন যে কর্ম-আচরণে জাগতিক হয়ে আর অন্যান্য আসক্ত হয়ে পারে। এমনটাই যে কর্মের কলাফলের পুরো অনার্য পুরো যোগ করে।

কর্মফলভূমিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম ও আবশ্যিক কর্ম। যেমনভাবে প্রাণের ধারণের প্রয়োজনে না করে পারেন অনুশাসন অনুযায়ী নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিকর্ম হচ্ছে অনুষ্ঠানের কর্ম। কারণের প্রয়োজনে যে কর্ম করা হয়, যা শাস্ত্র, গুরু আদেশ হয়, যে আদেশ পালনেই করা যেতে-না যেতে, না আসক্ত। অর্থাৎ, কারণের প্রয়োজনে করা আসলেই কর্মফলের আশায় হয়েছে। কর্মফলের কারণেই করতে হয়, কিন্তু যেমন কখন কারণের প্রয়োজনে না করে নিয়মানুযায়ী নেই কর্ম করতে হয়, এই প্রকার কারণের আশাজনিত কর্মফলের নিত্যকর্মের ভূমিকা পালন করেন।

অন্যান্য যদি আনুষ্ঠানে উপলব্ধি নিয়েছিলেন, অন্যান্য না যেতে নিয়মের আগে পুরো করে ঈশ্বর কর্মফলের পালে যেতে। যদি পুরো যোগ না যেখানে নিত্য অন্য এক প্রকারের আসক্তি। এই প্রকার আসক্তি কর্মিকে ভূমিকা পালন করেন না। যদি কোনো আসক্তি না থাকে, যে-কোনো প্রকার আসক্তিই অজ্ঞানের কারণ। কর্মফলের যোগে নিয়মের মধ্যে নিয়ম আসা পালন, অথবা কর্মফলেতে পুরো কর্মটি ভিন্ন আনুষ্ঠানে থেকে ভূমিকা একমাত্র কর্ম পান।

শ্লোক ৪৮

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি।
বিনির্ধূতকল্মষো যুক্ত্বা সর্বকর্মফলং ত্যজেৎ ॥ ৪৮ ॥

যোগযুক্তঃ—যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মুনিঃ—মুনি, কর্মফলং—যোগের কর্মফলকে, ত্যজেৎ—পরিত্যাগ করে, ব্রহ্মণি—যে ব্রহ্মেতে, বিনির্ধূত-কল্মষঃ—পাপমুক্ত ও পুণ্যবান, সন্ন্যাস—সন্ন্যাসের, যুক্ত্বা—যুক্ত হয়ে, অধিগচ্ছতি—লাভ করে, যোগেন—যোগের, ঈশ্বরে—ঈশ্বর হয়।

বাংলা পদ্য

যোগী হয়ে কর কর্ম আসক্তি রহিত।
আসক্তি রহিত কর্ম অজ্ঞানে জীবিত ॥

হৃষীকেশ: তত্র ভক্তি কর্ম করে যিঁহ ।
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম হৈলেও সুভাব ॥
এই সমত্বাব হয় যোগসিদ্ধি নাম ।
সেই সিদ্ধিফলে পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! মনঃসংযোগের কারণে পরিত্যাগ করে অভিলাষশূন্য হয়ে স্বধর্ম-নির্দিষ্ট কর্ম আচরণ কর। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমবুদ্ধি, তাকেই যোগ বলা হয়।

তাৎপর্য

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অনুরোধ যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যোগ কাকে কি বোঝায়? যোগের অর্থ হচ্ছে, পরম ঈশ্বরপরায়ণী ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান করা। পরমেশ্বর কে? সেই বিষয়ের কারণ পরমেশ্বর হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এখানে যেহেতু তিনি নিজেই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিচ্ছেন, সুতরাং সেই যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি তাঁর আসক্তি হওয়া উচিত নয়। আর তার সাথে যখন তার নির্দেশ করছে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দীক্ষিত হয়। অর্জুনের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করা। ফলাফলের আদৌ পরাজয় অথবা জয় হোক তাতে কোন এবং কৃষ্ণভাবনাময় ফলাফলের জন্যেই এই যোগের অনুশীলন করা হয়। ফলাসক্তির সম্পূর্ণরূপে কেবল পরমেশ্বরের জন্যই সম্ভব। ফলাফলের প্রতিটি যা ফলাফলের পরিণাম পরম করার ফলে সমস্ত ফলাসক্তির নিবারণ হয় এবং তখন চিন্ময়স্তরে হয়ে যোগের সাধন করা সম্ভব হয়।

অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং সেই হেতু পরোক্ষ নির্দেশ অনুসারে তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্মের আচরণ করছেন। কিন্তু যুদ্ধের ফল হচ্ছে, ক্ষত্রিয়-ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে তুষ্ট করা। কিন্তু ফলাফল দৃষ্টি হচ্ছে যে, কাকেই নিজেকে সন্তুষ্ট করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা উচিত। যদি কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট না করে, তবে সে ক্ষত্রিয়-ধর্মের আচরণ অনুশীলন যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। এখানে ফলাফল সম্বন্ধেও বার বার জোর দিয়েছেন নির্দেশ যে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

শ্লোক ৪৯

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

দূরেণ—দূর পরিহার করে; হি—যেহেতু; অবরম্—নিকৃষ্ট; কর্ম—কর্ম; বুদ্ধি-যোগাৎ—ফলাসক্তির ফলে; ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়; বুদ্ধৌ—সেই চেতনায় চেতনায়; শরণম্—পূর্ণ শরণাগতি; অন্বিচ্ছ—চেষ্টা কর; কৃপণাঃ—কৃপণেরা; ফলহেতবঃ—ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ।

বঙ্গানুবাদ

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ অথবা ভক্তির অনুশীলন করে সকাম কর্ম থেকে দূরে থাক এবং সেই চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে ফলাফলের শরণাগত হও। যারা ফলের কামনা করে কর্ম করে, তারা কৃপণ।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, তিনি ফলাফলের নিয়োগ, তিনি কখন কীভাবে সকাম কর্ম ত্যাগ করে ভক্তি সহকারে ফলাফল-ভোগের ইচ্ছা হয়। পূর্ণরূপে নিশ্চয়তার সাথে জানা যায় যে, বুদ্ধিযোগ হচ্ছে ফলাফলের অনুকূল ভোগ। এই ভোগটি হচ্ছে সকল কীর্তনের যথার্থ পরিণতি। একমাত্র কৃপণেরাই ফলের ফলাফল ভোগের বাসনা করে, কারণ তারা পুনরায় জাগতিক স্তরে অবস্থান হয়ে থাকে। অধিকতর কর্ম দ্বারা তারা সকল আকাঙ্ক্ষাকারী পুনঃ, কারণ সেই সকল আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নিম্নতর জন্ম ও পুনরায় হয়ে জাগতিক স্তরে। তাই কখনই ফলাফলের শরণাগত করা উচিত নয়। ফলাফল শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণভাবনাময় অধিষ্ঠিত হয়ে সকল কার্যকর্ম করা উচিত। এর পরে জীবনের শেষে যখন অধিষ্ঠিত চেতনাময়ের স্তরে অধিষ্ঠিত কখনও কিভাবে তার যত্ন করতে হয়, কৃপণ তা জানে না।

অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর, কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমেই আমার শক্তি নিয়োগ করা। তাহলেই জীবনের সার্থকতা আসবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে যে, অনুচরা এই অনুপম সম্পদ পাওয়ার সুযোগ অবহেলার দোষে ত্রুটী না হয়ে, কৃপণের মতো এই অনুপম সম্পদের অপচয় করে।

শ্লোক ৫৩

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫৩ ॥

বুদ্ধিযুক্তঃ—যিনি কৃষ্ণভাবনার দ্বারা যুক্ত, জহাতি—মুক্ত হতে পারে, ইহ—এই জীবনে, উভে—উভয়, সুকৃত-দুষ্কৃতে—পুণ্য ও পাপ, তস্মাৎ—সেই জন্য, যোগায়—নিজের কর্তব্যের জন্য, যুজ্যস্ব—যুক্ত হও, যোগঃ—কৃষ্ণভাবনা, কর্মসু—সকল কর্মের, কৌশলম্—কৌশল।

বাংলায় অনুবাদ

বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতি যে ফল ।
দুষ্কৃতি না ফলে পায় করহে নির্মল ॥
অতএব তুমি সেই যোগেতে যুক্ত কর ।
কর্মের কৌশল এই বুদ্ধিযোগ হয় ॥

অনুবাদ

যিনি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করেন, তিনি এই জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হন। অতএব, তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুশীলন কর। সেটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ কর্মকৌশল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের সেবা করে মানুষ এই জীবনে ভাল ও মন্দের ফলাফল অতিক্রম করতে পারে। এই কর্মযোগের অর্থই হচ্ছে যে, কর্ম-বন্ধনের মূল কারণ থেকে মুক্ত হওয়া। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণেই জীব তার স্বরূপ ভুলে যায়। এই ভুলবোঝার অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হচ্ছে,

জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের উপলব্ধি করে জীব যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা। তা হলে আত্মার স্বরূপের অজ্ঞানতা আসলে উপলব্ধি হবে এবং কর্ম-বন্ধনমুক্ত কর্ম ও কর্মফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচর্যার কলা থেকে সাধারণ মুক্ত হতে পারব। সেই জন্য, সকল কর্মফলের প্রতিক্রিয়াকে পরিত্যাগ করে যোগের পদ্ধতিকে কৃষ্ণভাবনামৃতের কর্মে নিযুক্ত হওয়াকে অনুশীলন করাই শ্রেয়স্কর হয়েছে।

শ্লোক ৫৪

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫৪ ॥

কর্মজম্—কর্মফলের, বুদ্ধিযুক্তাঃ—কৃষ্ণভাবনামৃতে যুক্ত হয়ে, হি—নিশ্চয়ই, ফলম্—ফল, ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে, মনীষিণঃ—মহর্ষিগণ অথবা ভক্তবৃন্দগণ, জন্মবন্ধ—জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে, বিনির্মুক্তাঃ—মুক্ত হয়ে, পদম্—পদ, গচ্ছন্তি—লাভ করেন, অনাময়ম্—দুঃখ-দুর্দশা রহিত।

বাংলায় অনুবাদ

মনীষিগণ কৃষ্ণভাবনার দ্বারা যুক্ত হয়ে কর্মফলের ফল ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এভাবে তাঁরা পরম দুঃখ-দুর্দশার অতীত অবস্থা লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভক্ত ভগবানের দুঃখ-দুর্দশা থেকেও মুক্ত, মুক্ত পুরুষেরা যেখানেই অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৪০) বলা হয়েছে—

নমোস্তিতে নে পরমাত্মতন্ত্রায়
ভবৎপ্রপন্নায় ভবায় ভূম্নে ।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥

"অহংকার অভাব, যিনি কোন কিছুর আশায় এবং যিনি দুর্ভিক্ষকালে মুমূর্ষু পরিবার পালন করেন, যিনি পরমেশ্বরের ভক্তির মাধ্যমে যিনি ধ্যান করেছেন, যিনি অন্যজনের এই অবস্থায় বিহীন হন। যিনি কারো এই অবস্থায় দোষদর্শন। অথবা কখন বা দোষারোপ করা-অবাঞ্ছিত ক্রোধ নেই, অর্থাৎ ঈশ্বরই হচ্ছেন যিনি পরাজয়কারী। যে কারণে প্রতি পরাজয়ে নিখুঁত, সেখানে যিনি সর্বদা অবস্থান করেন ঠিক না।"

আমাদের অভিজ্ঞতায় অথবা আমরা বুঝতে পারি না যে, এই জড় জগৎ প্রতি পদক্ষেপে দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। একজন প্রতি পদক্ষেপেই নিখুঁত। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা হচ্ছে অজ্ঞানতাচ্ছন্ন। দোষারোপ করা কারো, কখন কখন কারণিক অবস্থায় বাধা উপস্থিত পরিস্থিতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ করে আমরা দুঃখী হাই। আমরা জানি না, এই জড় জগতের যেকোনো জীবই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করে প্রকৃতি পেতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবন অবলম্বন উপলব্ধি করতে পেরে বুঝতে পেরেছেন যে, যিনি অবস্থানের নিয়ন্ত্রণে, যিনি তখন অভিজ্ঞতাগুলোর পথ অবলম্বন করে অবস্থানের কেবল নিজেকে নিয়োজিত করেন। এর ফলে যিনি ঈশ্বরলোকে নির্ভীক হবার যোগ্যতা অর্জন করেন, সেখানে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা মৃত্যু ও পরাজয় তখন নেই। আমাদের অবস্থান উপলব্ধি করতে পারার পরে যিনি আমাদের অবস্থানের পরিবর্তিত অবস্থান উপলব্ধি করতে পারি। অভিজ্ঞতায় যে ব্যক্তি মনে করে, অবস্থান ও যে একটি জড়ে অবস্থিত, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে করে, সে-ই অবস্থান, তার পক্ষে অতি পরমতত্ত্বের অবস্থানের কেবল কথা কখনই সম্ভব নয়। অবস্থানের ধারা কিছু হচ্ছে যে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের কাজ। আজ আর কাল জন্ম-মৃত্যুর অবস্থাটি অবশ্য পরিবর্তনের নির্ধারিত হয়। অভিজ্ঞতায় জ্ঞানের-দেখা মৃত্যু আর কেবল উপলব্ধি করা সম্ভব মৃত্যু হচ্ছে ঈশ্বরের নির্ধারিত হওয়া যায় না। এই জ্ঞানের-দেখাকে বলা হয় কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ, অথবা যখন আমরা একে বলা হয় অভিজ্ঞতাগুলো।

শ্লোক ৪৭

ক্ষান্তিরেব তিতিক্ষা স্যাদ্ বুদ্ধিরাত্মবিনিগ্রহঃ।
ক্ষমা সত্যমিতি নির্দ্বন্দ্বং দোষদর্শো ন তু ক্ষমা ॥ ৪৭ ॥

ক্ষান্তি—ক্ষমা, ক্ষমা, তিতিক্ষা—ধৈর্য, স্যাৎ—হবে, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, আত্মবিনিগ্রহঃ—আত্মসংযম, ক্ষমা—ধৈর্য, সত্যম্—সত্য, ইতি—এই, নির্দ্বন্দ্বম্—নিরপেক্ষ, দোষদর্শঃ—দোষদর্শ, ন—নয়, তু—নিশ্চয়, ক্ষমা—ক্ষমা। ৪৭—৪৮।

বাংলা অনুবাদ

যখন দোষারোপ করা বুদ্ধিযোগ ধারণা।
দোষারোপ করিবারে হয়ে যাবে পালা ॥
তখন নির্দ্বন্দ্ব সব হয়ে যাবে কাজ।
অবিচল দোষারোপ তব নাহি রবে বাজ ॥

অনুবাদ

একজন পরমেশ্বরের অবস্থানে অর্থাৎ নিজের কর্ম করবার করতে করতে যখন দোষারোপ বুদ্ধি দোষারোপ করার অবস্থানে সম্পূর্ণভাবে অধিষ্ঠান করবে, তখন বুদ্ধি বা কিছু থাকবে এবং বা কিছু প্রকাশিত, সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হয়ে পারবে।

তাৎপর্য

অবস্থানের অবস্থা আমাদের পরিবর্তন বুঝতে পারছি যখন, তখন দোষারোপের অবস্থা আমাদের উপলব্ধি করতে পারি। অভিজ্ঞতায় যে ব্যক্তি মনে করে, অবস্থান ও যে একটি জড়ে অবস্থিত, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে করে, সে-ই অবস্থান, তার পক্ষে অতি পরমতত্ত্বের অবস্থানের কেবল কথা কখনই সম্ভব নয়। অবস্থানের ধারা কিছু হচ্ছে যে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের কাজ। আজ আর কাল জন্ম-মৃত্যুর অবস্থাটি অবশ্য পরিবর্তনের নির্ধারিত হয়। অভিজ্ঞতায় জ্ঞানের-দেখা মৃত্যু হচ্ছে ঈশ্বরের নির্ধারিত হওয়া যায় না। এই জ্ঞানের-দেখাকে বলা হয় কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ, অথবা যখন আমরা একে বলা হয় অভিজ্ঞতাগুলো।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন —

সর্বজ্ঞানের অবস্থায় জ্ঞানের দোষ হয় দূরীভূত পাবে
দোষ দেখার নিরপেক্ষ কর্মবিধিরই নাম কাজ পাবে।
যত জানি নিজে জ্ঞানপূর্ণতোরকরণ অবস্থিত
আমার আমার অবস্থা হয়েছি তখনো মনে নিরপেক্ষ দোষ ॥

"এই অবস্থায়। নিজেদের যদি দোষারোপ পরিত্যাগ করি, দোষারোপ করা দোষ। যে দোষারোপ। এই নিরপেক্ষ। আমাদের যদি আর দোষারোপের নিজেদের উপলব্ধি করতে

পারি না। আমার এই অবস্থায় তোমরা কথা বলো। এখন আমি তোমাদের অবস্থান বুঝি না কেন, আমি বন্ধুগণকেই কখনোই শ্রীকৃষ্ণকে ‘তুমি’ বলে ডাকি এবং তার সঙ্গে আমি নানা অপরাধে তোমে যুক্ত হয়ে পড়ি। আমার মনে হয়, এটাই আমার পাপ হয়েছে।

পাশ্চাত্যবাসি বলে যাঁরা নাস্তিক অভিমানী, তাঁদের পাপ তোমে নির্দেশ অনুযায়ী নিজে যাদের-অনুষ্ঠান পালন করা এবং অন্যের সাহায্যে, যেমন—পুত্র সাধারণ জন্ম করা, পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা, নিদেশমতো বহু উপাসনা করা আছে। কিন্তু কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ হলে তিনি আমি সাধারণের অবস্থাকেও তোমে করেন, তাঁদের কাছে তোমে সাধারণ-অনুষ্ঠানের কিছু পালন করবার হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই অন্যের সাধারণ পালন বিধি পালন করেছেন। পরন্তু যে-সকল অবস্থাগুলি, সাধারণত, বিধি-নিষেধের অধীনে নির্দেশ তোমের হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অবস্থাগুলির কৃপা লাভ করে ভক্তি-সাধনের সম্পূর্ণরূপে অধিকারী করা। আমি, অর্জুনের তোমে বিধি নিষেধকে উল্লঙ্ঘন করেছেন, কিন্তু আমার তোমে সকল সাধারণ-অনুষ্ঠানের পালন নিয়ে এসে না। তোমে কারণ, তোমের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবস্থাগুলি লাভ করা, তোমে কারণ না তোমে যারা অন্যের মধ্যে সাধারণ-অনুষ্ঠান অধীনের নিয়োজিত হয়, তারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গের ভক্তি লাভ করেছে। যে মানুষ অবস্থাগুলি লাভ করেছেন, তিনি পরমেশ্বরের কৃপা উপলব্ধি হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর কাছে তোমে, উপলব্ধিকারের আর তোমে অবস্থাকাঙ্ক্ষিতা নেই।

শ্লোক ৫৫

অবিভক্তিশ্চাপি তে ব্যক্তা স্থাবরাণি নিশ্চলা।
সহস্রাবচলা বুদ্ধিস্তব তোষকারণাৎ ॥ ৫৫ ॥

অবিভক্তি—উপলব্ধি আছে, বিভক্তিশ্চাপি—তোমের অবস্থাকে কোনো অবস্থাকে না হয়ে, তে—তোমার, ব্যক্তা—ব্যক্ত, স্থাবরাণি—পাহাড়ে, নিশ্চলা—অবিচলিত, সহস্রাবচলা—নিশ্চয় তোমার না কুরুক্ষেত্রের, অবচলা—স্থির, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, তব—তোমার, তোমার—আমার তোমার, অবচলাবলি—পাপ করার।

বিশ্বরূপ দর্শন

অবিভক্ত পৃথিবীর জ্ঞান যখন নিশ্চলা।
অর্থ জ্ঞান তোমে আমি জানিনি সকলা ॥

সমাধি তখন হয় কর্মবোধে স্থিতি।
স্থিতপ্রজ্ঞ আর নাম তোমারে পাই ॥

অনুবাদ

তোমার বুদ্ধি যখন তোমের বিভিন্ন অবস্থাকে আর বিভিন্ন হয়ে না এবং আমার উপলব্ধির অধীনে স্থির হয়ে, তখন বুঝি নিরবচ্ছিন্ন আর কর্মবোধের অধিকারে।

তাৎপর্য

জীবের যখন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃতে অবস্থান করে, তখন আর কোনো অবস্থাকে কোনো হয় না, তিনি পূর্ণ অধিকারে হয়েছেন, তিনি ব্রহ্ম-উপলব্ধি ও পরমাত্মা উপলব্ধির জন্য অধিকারে করে আর অবস্থানের কারণে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পরমাত্ম-অবস্থানে প্রথম পুরুষ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের উপলব্ধি করা, আমি আমি পরমাত্মার ভগবানের তোমে করেন জীবের অবস্থানে পরিণত। তোমে কারণ, যখন ভগবানকে তোমের পূর্ণরূপে বর্ণনা হয়ে তোমের হয়ে অর্থাৎ তোমে পরম ভগবানের অনুষ্ঠান করেন না। অধিকারের ভগবানের তোমে করলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কটি তোমেরের পূর্ণরূপে হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রতিটি উপদেশের অর্থ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন জীব অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণভাবের পরিবেশে ভগবানের তোমে করেন, অর্জুনটি তার ফল পালন তার এবং ভগবদ্গীতার অনুষ্ঠান আরম্ভ করা যায়।

শ্লোক ৫৬

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৬ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বললেন, স্থিতপ্রজ্ঞস্য—যাদের বুদ্ধিটিকে পরিচিত, কা—কি, ভাষা—ভাষণ, সমাধিস্থস্য—সমাধিস্থ অধিকার, কেশব—হে কৃষ্ণ, স্থিতধীঃ—কৃষ্ণভাবনায় স্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, কিম্—কি, প্রভাষেত—বলেন, কিম্—কিভাবে, আসীত—অবস্থান করেন, ব্রজেত—চিন্তা করেন, কিম্—কিভাবে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

কি লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ কিবা তাঁর ভাষা ।
হে কেশব! কহ মোরে সমাধিস্থ আশা ॥
স্থিতধী কি বলে কিবা উঠেবসে করে ।
কিভাবে গমন করে কথন নিদ্রারে ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ সমাধি বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন?

তাৎপর্য

বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষেরই কোনো কোনো না কোনো লক্ষণ থাকে, কৃষ্ণভাবনামৃতে মানুষের সেই লক্ষণ হল, ধনী, জ্ঞানী, ঈশ্বরানুরাগের কতকগুলি সদ্গুণের লক্ষণ থাকে। একজন ধনীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে তিনি ধনী, একজন শ্রেণীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে তিনি শ্রেণী, একজন জ্ঞানীর লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে তিনি জ্ঞানী, যেমনটি শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ কিংবা তাঁর চেয়েও অধিকতর কোনো ব্যক্তিত্ব থাকা, তখন অর্জুন, উদ্ধবজী, মহাত্মাগণ অথবা দেবর্ষি নারদ বোঝা যায়, তিনি হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তের এই লক্ষণ সকলের মধ্যে ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তিনি কিভাবে কথা বলেন, বলেন, কথার মধ্যে নিহিত সবচেয়ে গভীরভাবে মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার প্রয়াস হচ্ছে। তাছাড়া আছে, দুর্গ যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুর্গ না ফুরোয়, ততক্ষণ তার দুর্গের ভাবনা থাকে না। বিশেষ করে আমাদের দেশগুলোতে পরিবার দুর্গ ততক্ষণ তার দুর্গ না ফুরোয়, যতক্ষণ তাদের টাকার দেনা, কিছু পাওনাদার যে দুর্গ ভোগে, ততক্ষণই তার পরিবার চালাতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃতের মানুষের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ পাওয়ার নিয়ম ছাড়া আর কোনো কাজই করেন না। আমাদের লক্ষণ কখন আমাদের কাছে বীজ আকারে প্রকাশিত হয় এবং তা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৫

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; প্রজহাতি—ত্যাগ করেন; যদা—যখন; কামান্—মনোবাসনা; সর্বান্—সর্ব প্রকার; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; মনোগতান্—মনের মধ্যে থাকা; আত্মনি—আত্মার নিজের মধ্যেই; এব—অবশ্যই; আত্মনা—নিজের চেতনার দ্বারা; তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; স্থিতপ্রজ্ঞঃ—দিব্য ভাবে অধিষ্ঠিত; তদা—তখন; উচ্যতে—বলা হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

নিজের উক্তির সুখে যত কাম আছে ।
বদ্ধ জীব মনোধর্মে কাম পাবে পাছে ॥
সে সব কামনা ত্যজি আত্ম-জ্ঞানবলে ।
সমস্ত জানিয়া ক্রমে হয় আত্মজ্ঞানে ॥
তখন জানিবে তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ সুধী ।
এ ছাড়া আর যে লোক সকলেই দুঃখী ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পার্থ! জীব যখন মানসিক জল্পনা-কল্পনা থেকে উদ্ভূত সমস্ত মনোবাসনা ত্যাগ পরিত্যাগ করে এবং তার মন যখন একান্তে পরিত্যক্ত হয়ে আত্মাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃতে মানুষ অবিচল আত্মতুষ্টির সঙ্গে অপ্রাকৃত পরিস্থিতিতে থাকে, তার কোনো অভাববোধ নেই, যাদের জন্যে তেমন কোনো দেখা যায় না। কারণ, তারা তাদের নিজের মনের কল্পনা-বাসনাকে কাবু, আত্মসংযমী করে নিজেদের উন্নতিতে লাগিয়ে থাকে।

সুখদায়ক, একথাই বলাবলি করা হয়েছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে যুদ্ধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য রাজ্যের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। কুরুক্ষেত্রে এই ইচ্ছাকে কখনই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু অর্জুন যখন কৃষ্ণভাবনায় নিজেকে নিবেদিত করে, তখন কোন রকম বাহ্যিক কারণই ছাড়া স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা তিরোহিত হয়। অর্জুন মহাবীরই কর্তব্য হচ্ছে ক্ষত্রিয়ধর্মের অধিকারের পথ অবলম্বন করা, কেন না এই পথ অবলম্বন করার ফলে যে অধিকারী অবশ্যই ভোগলাভ করিতে হবে পারে। তিনি বলেছেন তিনি জানেন, তিনি জানেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো যদি এবং পরম উপলব্ধির স্তরে তিনি নিজেকে অনুভব করেন। কিন্তু কখনোই ভোগ করার তুচ্ছ ভোগ বাসনাই তখন আর তাঁর থাকে না। তিনি তাঁর বন্ধুর স্থানে দাঁড়িয়েছেন নিজে ভোগের জন্য ভোগের জন্য ভোগের বাসনাই তুচ্ছ বলেছেন।

শ্লোক ৪৬

সুখেষ্বনুষিক্তমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

সুখেষু—বিষয় সুখে, অনুষিক্তমনাঃ—নিরন্তর চিন্তা, সুখেষু—সুখে, বিগতস্পৃহঃ—স্পৃহাশূন্য, বীত—মুক্ত, রাগ—আসক্তি, ভয়—ভয়, ক্রোধঃ—ক্রোধ, স্থিতধীঃ—স্থিতপ্রজ্ঞ, মুনি—অনুশীলন পটিয়সী, উচ্যতে—বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ

সুখে অনুষিক্তমনা সুখে নাহি স্পৃহা ।
নিজ সেবাকার্যে যাঁর একমাত্র ইহা ॥
বীতরাগ শোক ভয় ক্রোধ নাহি যাঁর ।
সে জন স্থিতধী মুনি নিশ্চিত অন্তর ॥

অনুবাদ

বিষয় সুখে উপস্থিত হলেও যাঁর মন বিচলিত হয় না, সুখ উপস্থিত হলেও যাঁর স্পৃহা হয় না এবং যিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাৎপর্য

যাঁকে বলা হয়, তিনি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে কখনো কখনো অনুকূল পরিবেশে কখনো কখনো পরিবেশের অনুকূলতায় অনুপ্রাণিত করতে পারেন। অর্থাৎ বলা হয় যে, অনেক দুর্লভ মানব জন্ম। কোন দুর্লভ জন্ম পাওয়া যায় দুর্লভ থেকে কখনও না হয়, তবে তাঁকে কখনই মুনি বলা যায় না। আত্মতৃপ্তিবিধি হচ্ছে ন তিষ্ঠতি (ভাগবতম, ১০/২/৩২/১১)। কিন্তু তাৎপর্য এখানে বলেছেন, স্থিতধীমুনি পরিবেশের থেকে ভিন্ন। স্থিতধীমুনি পরিবেশ কৃষ্ণভাবনাময় হয়, কেন না তিনি ভগবান-পরমেশ্বরের পরম অবস্থানে পরিবেশিত থাকেন। তাঁকে বলা হয় প্রশান্তাত্মা-নিরুপদ্রব-ব্রহ্মভূতাত্মা (ভাগবতম, ১০/১৪/৪৪)। অর্থাৎ তিনি ভগবান-পরমেশ্বর ছাড়া অন্যকিছুতে কখনো উপলব্ধি করতে পারেন যে, পরমেশ্বর-ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুতে ন তিষ্ঠতি অর্থাৎ স্থিতধী হতে পারেন না (ন্যায়ুপপন্ন অর্থাৎ ন অবস্থান মুনিপদবি)। তাঁকে বলা হয় মুনি, যাঁর মন একাগ্রিত। এই পরিবেশে কৃষ্ণভাবনাময়ের অবস্থানকালে অন্য কোনোরকম জিনিস প্রভাবের কোন অবস্থানই তাঁর বিচলিত করতে পারে না। কারণ, তিনি সব কিছুতেই সুখ-দুঃখিতে অবস্থানের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি যেন থাকেন, যাঁর পূর্বজন্ম অথবা, পরবর্তী অবস্থানে অবস্থান করেন সুখ-দুঃখ যাঁর একমাত্র লাভ, কিন্তু অবস্থানের অধীনতুলী অবস্থায় থাকে যাঁর সেই অবস্থা সুখ-দুঃখিতে অন্য অবস্থায় থাকে যেতে। যেমনটি, যখন যাঁর দুঃখানুভূতি হয়, তখন তিনি নিজেকে সেই দুঃখের অবস্থায় থাকেন, মনে করেন, তিনি কাতর, অবস্থানের কৃপাতেই তিনি যাঁ কখন দুঃখের অবস্থায় থাকেন এবং অবস্থানের কোনোরকম সেই অবস্থা থেকে অধিক কোনো অবস্থায় পরিবেশে পারেন। অবস্থানের কোনো অবস্থায় যদি তিনি কখনই সংসারী ও সংসারী এবং কোন কখন অবস্থায় অবস্থিত বা নির্বিকার যাঁকে সেই কোন কোনো নিজে অবস্থায় পারে না। নিজেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অবস্থায় অবস্থানকালে অন্য হয় অবস্থায় এবং এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অবস্থানে না থাকলে অন্য হয় নির্বিকার। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত, যাঁর কোন বিষয়ে প্রতি আসক্তিও নেই, বিরক্তিও নেই, কোন না অবস্থানের কোনো যিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছেন। অর্থাৎ যাঁর কোন প্রকারের স্বার্থ থাকে যিনি কোনোকিছুর হন না। অথবা হন না বাসনা হন, যিনি যাঁর সাধনের অধীনই একটিই।

শ্লোক ৪৭

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪৭ ॥

যত—যিনি, অবিত্ত—নাস্তি, অকিঞ্চিতঃ—অকিঞ্চন রহিত, তত্র, তত্র—সেই সেই, প্রাপ্ত—লাভ করে, তত্র—তাহা, অবতত্ত্ব—বাহাদ, ন—না, অভিলাষতি—অভিলাষ করেন, ন—না, সেষ্টি—চেষ্টা করেন, তত্র—তাহা, প্রজ্ঞা—পূর্ণ জ্ঞান, প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত।

দীপের গান

সেবাপূর্ণি নাহি, দীন অকিঞ্চন কিবা দীন ।
অর্থ অভিলাষে, লোক ধাবনে ॥
অভিলাষ যেন নাহি সর্ব চিত্তে কয় ।
তাঁহার জানিও প্রজ্ঞা স্থির প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

তত্ত্ব জগতে যিনি যখন যত্র নিজের আকাঙ্ক্ষা রহিত, যিনি কিছু বস্তু লাভের অভিলাষ করে না এবং অহৈতুকী নিজের উপস্থিতি হলে তেমন করেন না, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

তত্ত্ব জগতে যত সমস্তই নানা প্রকার উপাদান-পাঞ্চ আছে তাদেরই, তেমনিই সকলের মধ্যে যা আছেন তাদের পাবে। যিনি এই সমস্তের উপাদান-পাঞ্চের নিতান্তিত হন না, যিনি কাল-কালের প্রভাবিত হন না, কিংবাই কৃষ্ণভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থাকে বিভোর থাকেন তাদের। অনুগত তত্ত্ব জগতের বাসনায় যত সমস্তই তত্ত্ব-আকার সমাপিত থাকে, কারণ তত্ত্ব জগতেরই এই উপাদানের দ্বারা সমাপিত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় একনিষ্ঠ ভক্ত কখনই এই তত্ত্ব-আকার সংযুক্ত দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই জগতের জীবনের সেবায় রত। কখনও জীবনের নাহি এই সমস্তের মধ্যে তিনি তত্ত্ব উপাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের আত্মানুগ আত্মার অধিষ্ঠিত হন, তাকে পরিভাষায় বলা হয় 'সমাধি'।

শ্লোক ৫৮

অজ্ঞা সংহরতে প্রজ্ঞা, কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

অজ্ঞা—কখন, সংহরতে—সংহরণ করেন, চ—এবং, অঙ্গানি—তিনি, কূর্মঃ—কচ্ছপ, অঙ্গানি—অঙ্গসমূহ, ইব—যেমন, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে, ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় থেকে, তস্য—তাঁর, প্রজ্ঞা—চেতনা, প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত।

দীপের গান

যেমনে ইন্দ্রিয়সুখে বিচলিত মন ।
যেমনী বাসনায়, দীন অকিঞ্চনে সর্বদা ॥
যদি সে ইন্দ্রিয় মন কূর্ম অঙ্গ মত ।
ইন্দ্রিয় যেমনার্থ মন নিবারে নিয়ত ॥
অকিঞ্চন জানি তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ।
সে জন ইন্দ্রিয়জিৎ যোগাঙ্গী বিদিত ॥

অনুবাদ

কূর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন প্রতিরক্ষাবরণের মধ্যে গুটিয়ে করে, তেমনিই যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাঁর চেতনা স্থির হয়ে প্রতিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

যোগ-সাধনাটি, যোগী অথবা অধ্যাত্মবাদের সাধন হোক, তিনি তাঁর চিত্ত অনুসারে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারেন। অধিকাংশ মানুষই তাদের ইন্দ্রিয়ের বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রকৃত যোগীকে সংযমের নিয়মে পালন করা। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থির করা হয়। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি যেমনেরই, বিশুদ্ধ, কিন্তু পশুদের মতো কখনো সেবা করতে, যোগী বা অধ্যাত্মবাদ তিনি যেমনকারে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ম অনুসারে পরিচালিত করেন। তিনি তাদের কখনই অবৈধভাবে সেবা করতে দেন না। পশুর অবৈধ-অকর্মণ্য, তিনি নিজের সম্পর্কে তাদের সকল নিয়ন্ত্রণ দেখতে পারেন। এই সমস্ত তিনি-নিয়মের নিয়ন্ত্রণগুলি অভ্যাস করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বশ করতে পারেন, জৈবিক নিয়ম থেকে অধ্যাত্মবাদি সাধন করা যায় না। এই সম্পর্কে একটি খুব সুন্দরভাবে কূর্মের উদাহরণ দেওয়া যায়। কূর্ম যে-কোন সময়ে তার হাত, পা, মাথা আদি অঙ্গগুলি তার খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে, আবার প্রয়োজনে তাদের পুনরায় বের করে আনতে পারে। তিন

যেমনই, কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করলেই তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন, আর অন্য সময় তাদের ছাড়িয়ে রাখেন। একমাত্র ইন্দ্রিয় সংযম করার মাধ্যমে একমাত্রিকে অনুশীলন যোগ্য হয়। পাঞ্চরাত্রে এখানে যেমনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি নিজের কৃষ্টি-সাধনের জন্য তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে কাজে না লাগিয়ে অনুশীলন যোগের জন্য তা নিয়োগ করেন। অনুশীলন যোগের বিস্তারে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার হয়, কৃষ্টির কৃষ্টির দিকে তা যোগাযোগ হয়েছে। কৃষ্টির মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর।

শ্লোক ৫৯

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

বিষয়াঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়সমূহ, বিনিবর্ত্তন্তে—নিবৃত্ত হয়, নিরাহারস্য—কৃত্রিমভাবে নিজে থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করে, দেহিনঃ—দেহীর, রসবর্জম্—নিরাহারে বর্জন করে, রসঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, অপি—তথাপি, অস্য—তাঁর, পরম্—উৎকৃষ্ট পরম, দৃষ্ট্বা—দর্শন করে, নিবর্ত্ততে—নিবৃত্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ

ভোজন করিয়া হয় বিষয়-নিবৃত্তি।
তাহা নহে দ্বিগুণেরা স্বাভাবিক বৃত্তি ॥
পরমেশ্বর দর্শনি যেবা জ্ঞানবন্ত হয়ে।
দ্বিগুণের দেহী তাঁর বিষয়ে নিবারে ॥

অনুবাদ

কৃত্রিমভাবে জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু অন্তর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্তরে আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই নিম্নস্তরের থেকে নিরন্তর নিবৃত্ত হন।

তাৎপর্য

অজ্ঞানতার স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে অন্তর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিত্যাগ করতে পারে না। তিনি-নিয়মের দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পন্থা অনেকটি

যেমনটি বিশেষ আহারের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমনটি পাঞ্চরাত্রে এটি সংযত নিয়ম-নিয়মের মাধ্যমে হয় না এবং তার শ্রেষ্ঠের জন্য এটি সম্ভব পাঞ্চরাত্রে থেকে পাঞ্চরাত্রিকদ্বারা নিজের আহারের তার পাঞ্চরাত্রে লাগানো শ্রেয়ের আহারে করে না। যেমনটি, ঘৃত, মিষ্টান্ন, আলু, ফলমূলাদি, দুগ্ধজাতীয়, শাকসব্জি, আম আদি সাত্ত্বিক খাদ্য-গোত্রের মতো কিছু পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতির দ্বারা যে ইন্দ্রিয় আসক্তি, তা তিনি অনুশীলন, ভক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনার সর্বাগ্রে পাঞ্চরাত্রে আসতে অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের কমল-চরণে আসক্তি অনুভব করেছেন, তাঁর আর নিম্নস্তরে অন্য পন্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে থাকে না। অর্থাৎ, অনুশীলন-যোগের প্রয়োজন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণের জন্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় অনুশীলন করা না হয়, অর্থাৎ এই নিয়ম-নিয়মের অনুশীলনের হয়। যখন কোনো ব্যক্তিকে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই ইন্দ্রিয় পন্থা গ্রহণ তাঁর কর্মে প্রবৃত্তিত হোলেন।

শ্লোক ৬০

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

যততঃ—যত্নশীল, হি—নিশ্চয়ই, অপি—সত্ত্বেও, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, পুরুষস্য—ব্যক্তির, বিপশ্চিতঃ—বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রমাথীনি—তাঁর বিক্ষোভকারী, হরন্তি—হরণ করে, প্রসভম্—বলপূর্বক, মনঃ—মনকে।

বঙ্গানুবাদ

আত্মার সম্পর্ক নাহি ইন্দ্রিয়ের যতন।
পণ্ডিত হইলেও হয় প্রমথিত মন ॥
প্রমাথী ইন্দ্রিয় তাঁকে নিয়োজিত করেন।
শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের লাগে আত্মন কর্ষণে ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং ক্ষোভকারী যে, তারা আমি যত্নশীল বিবেকসম্পন্ন পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিপথচালিত আকর্ষণ করে।

ভাবার্থ

অর্থাৎ আমি, তুমি ও অন্যান্যজনেরা আছেন, তাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নৈষ্কর্ম্মিক চেষ্টা করেও অনেক সময় ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রেখে যায় এবং তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়েন। অর্থাৎ নির্বিবেকের মতো যেমন, তিনি নীচ জন ও ইন্দ্রিয়কে শাসন করবার জন্য নানাবিধ নিয়ম পথে পরিচালিত করলেন তার বিপরীত, তিনিও অনেক প্রকারের জ্ঞান দুষ্ট হয়ে কখনও হয়ে অচেতনবিধি হন। পুনর্বার ইন্দ্রিয়গণ এই প্রকার অনেক বাধাকে উল্লঙ্ঘন পারেন যায়। এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়কে শাসন করা অসম্ভব বলিয়া। অথবা জীবকে নিয়োজিত না করে, যেমনি এই প্রকার জ্ঞানবিধি অর্থাৎ যেকোন বিষয় হয়ে পড়ে না। এজন্যই কবিবর কৃষ্ণবিজয় মহাকাব্যে মহাকবি ও অলঙ্কার শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

> সংসারী নর যেবা কৃষ্ণপরায়ণ
> অনন্যভাবে অনুরাগে লয় শরণ।
> কখনহি নর নারীসঙ্গে অবিচারে
> কখনহি কৃষ্ণবিমুখ দুষ্ট নিরীহারে ॥ ২ ॥

"অর্থাৎ যদি একজন জীবকুলের সংসারীদের যেমনে নিয়োজিত হয়েছে এবং অবশ্য প্রতিনিয়তই এর এর অন্যান্যের বাসনা আকাঙ্ক্ষা করেছি। একজন যেমন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা মনে হলেই অন্যের জন্য বিমুখতা ভাবে থাকে এবং অবশ্য সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী দুষ্ট যেমি।"

কৃষ্ণভক্তি একটি এক অন্যান্যের অন্যান্যে পরিপূর্ণ যে, এর জন্য একজনের যেমনে কোন কৃষ্ণভক্তের প্রতি অন্য কোন আকর্ষণ থাকে না। অথবা কখন কৃষ্ণভক্ত অন্যের যেমনে কৃষ্ণের বিমুখতি হলে যেমন অন্য আকর্ষণকারে তিনিও অন্যের ইচ্ছা করেন না, যেমনটি কৃষ্ণভক্তির স্থানে পরিপূর্ণ জন্য কোন বিমুখ হয় না। কৃষ্ণভক্তি আকর্ষণের কারণ নয় জন্য অনেক যেমনটি পাওয়া যায় এবং যেমন অন্যান্যেরা যা অন্য বিমুখিত হন না। যদি আমরা দেখতে পাই, মহাকবির অবতীর্ণকে বিমল কারণে উদ্ভব হলে, তাহা যেমনটি তুমি কৃষ্ণের দাস লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যদের তিনি মহাকবি অবতীর্ণের কাছে কথা বিশ্বাস করে দাস হয়ে থাকে। কারণ, মহাকবি অবতীর্ণের এর কৃষ্ণদাসত্বের কথা ছিল (ক ঐ অহং কৃষ্ণদাসাভিমানোস্মীতি ঐকান্তিকভূমানীতি)।

শ্লোক ৬১

> জানি সর্বাণি সারঙ্গ দুষ্ট অসীত কথপ্রাঃ।
> যদেন হি যদেন্দ্রিয়াণি কথং তাত্ত্ব প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

জানি—সেই ইন্দ্রিয়গুলি, অবশি—অবশ, সারঙ্গ—সারঙ্গ পক্ষী, দুষ্ট—দুষ্ট হয়ে, অসীত—অবস্থিত হয়ে, কথপ্রাঃ—অবশ্য যাহে সম্পূর্ণ দুষ্ট, ছাড়ে—সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত, হি—অবশ্যই, কথ—কীর, ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি, কথ—কীর, তাত্ত্ব—তাত্ত্ব, প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা অনুবাদ

> কৃষ্ণপ্রেম দুষ্ট হয় ইন্দ্রিয় সংযত।
> ইন্দ্রিয় যে বশ হয় তাহা প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

যিনি কীর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে থাকেন তাঁর ইন্দ্রিয় অধিপতিগণের হাত কীর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

ভাবার্থ

অধিকারীগণ যে যেটি যেমন যে প্রকারে পরিচালনে থাকেন করা হয়েছে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া ইন্দ্রিয়কে সংযত করা যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়েছে, তাহা যেমনটি তুমি অন্যান্যের মহাকবি অবতীর্ণের প্রতি কৃষ্ণ হয়ে কীর ইন্দ্রিয়-সংযত হয়িছে যেমনটিতেন। পক্ষান্তরে, মহাকবি অবতীর্ণ তুমিদের মতো পরিপূর্ণভাবে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ নয়, কিন্তু তিনি নিজেও কৃষ্ণভক্ত। অথবা অন্যান্যের যাহাতে নয় যেমনে তিনি তুমিদের সঙ্গে অবস্থান ও অন্যান্যে নিজের সাহ আছেন এবং তার কারণে নীচ অবস্থা হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৪/১৮-১৯) বর্ণিত নিম্নোক্ত অন্যান্যের পরিপূর্ণভাবে হয়ে অবশ্যই মহাকবি অবতীর্ণের কীর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে করতে সক্ষম হয়েছিলেন—

> ক ঐ অহং কৃষ্ণদাসাভিমানে
> কীটাদি ঐকান্তিকভূমানীতি।
> অবশি হয়েছিলাম অবশিষ্টে
> অবশি হয়েছিলাম অবশ্যমে ॥

[illegible]

"অতএব অর্জুনের ভীষ্ম আমাকে জীবিতাবস্থায় [illegible] বাণে, ভীষ্ম বাণী দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible] ভীষ্ম বাণ দিয়ে [illegible]"

এখানে [illegible] শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। [illegible] হওয়া যায়, যা [illegible] অর্জুনের [illegible] হিসাবে করতে পারি। [illegible] আচার্য মহাশয়ের জীব আত্মার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, [illegible] আত্মবিষয়ক [illegible] তুলেছেন। "অবশ্য জীবাত্মার দেহ ত্যাগ করেছেন দেহের ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে থাকে।" তা ছাড়া, [illegible] বর্ণনা [illegible] হয়—"একটি আত্মাকে নিয়ে যেমন একটি [illegible] যায় তা কিছু পুষ্টিতে [illegible] পারে, [illegible] ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্যের থেকে তা গ্রহণের অনুভব দান করে।" [illegible] অর্জুনের [illegible] বর্ণনা করে নির্দেশ [illegible] যে, [illegible] ইন্দ্রিয়গুলি দান করে। পুনরায় [illegible] কোনো [illegible] বলা হয়নি। যে সমস্ত [illegible] দেহী ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা [illegible] বিষয় দান করে, তারা [illegible] ইন্দ্রিয়গুলির [illegible] অনেকে [illegible] পারে না। কিন্তু যাঁরা [illegible] আত্মার [illegible], তাঁরা [illegible] ইন্দ্রিয়গুলির [illegible] করেন—[illegible] আত্মার [illegible] নিয়ন্ত্রণে [illegible] করেন। এটাই হচ্ছে [illegible] বিশেষ।

শ্লোক ৬২-৬৩

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

ধ্যায়তঃ—ধ্যান করতে করতে, বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, পুংসঃ—মানুষের, সঙ্গঃ—আসক্তি, তেষু—ইন্দ্রিয় বিষয়ে, উপজায়তে—উৎপন্ন হয়, সঙ্গাৎ—আসক্তি থেকে, সঞ্জায়তে—সঞ্জাত হয়, কামঃ—কাম, কামাৎ—কাম থেকে, ক্রোধঃ—ক্রোধ, অভিজায়তে—জন্মায়, ক্রোধাৎ—ক্রোধ থেকে, ভবতি—হয়, সম্মোহঃ—পূর্ণ মোহ, সম্মোহাৎ—সম্মোহ থেকে, স্মৃতি—স্মৃতির, বিভ্রমঃ—বিভ্রান্তি, স্মৃতিভ্রংশাৎ—স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার ফলে, বুদ্ধিনাশঃ—জ্ঞান নাশ, বিবেকবুদ্ধির বিনাশ, বুদ্ধিনাশাৎ—বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে, প্রণশ্যতি—অধঃপতিত হয়।

বাঙ্গালা পদ্য

শুষ্ক বৈরাগ্য যে আর বিষয়েতে ধ্যান ।
ক্রমে ক্রমে সঙ্গ সেই হয় অবসান ॥
সঙ্গ হতে কাম হয় কামে ক্রোধ হয় ।
ক্রোধে সম্মোহন পরে বিষম বাড়ায় ॥
স্মৃতি ভ্রষ্ট হলে পরে বুদ্ধিনাশ হয় ।
বৈরাগীর সর্বনাশ সেই যে পর্যায় ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ধ্যানে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ, মানুষ পুনরায় জড় জগতের গভীরতমে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

যারা অধ্যাত্ম জগতের উন্নত হয়নি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নিয়ে সর্বদাই চিন্তা করা তাদের তাতে আসক্তি জন্মায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিতৃপ্ত করা সম্ভবপর, তাই

[illegible] সেই ইন্দ্রিয়গুলি কাজ-কারণের নিয়মের পাশে যুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কাজ-কারণের অধীনেই ইন্দ্রিয়গুলো নিজের কাজ [illegible] হয়, এমন কি [illegible] এবং নিজের এর দ্বারা [illegible]—কর্মফলের অধীনে [illegible] শ্রেণীতে [illegible] নেই। কাজ করবার এই [illegible] দেহে [illegible] অবস্থার উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অধিষ্ঠিত হওয়া। এক পরম মহাজনের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি [illegible] পার্থিবী শক্তি [illegible] হয়ে [illegible] করছেন, তখন [illegible] হয় এবং তিনি পার্থিবীর স্তরে বিলিন হন, ফলে [illegible] শক্তি হন। [illegible] একটিই [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] [illegible] হয়, কিন্তু [illegible] প্রতি [illegible] অধিকার লাভ করে তিনি অন্যান্য এই পার্থিবের উর্ধ্বে হন। শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] পুরুষের [illegible] যায়ে [illegible] যে, নির্বিকার [illegible] কাজ করবার নিজ পার্থক্য লাভ করে এবং [illegible] স্থান লাভ করেন, তার ফলে তিনি কাজ ইন্দ্রিয়সমূহ [illegible] পরিচালনা করতে পারেন। [illegible] কাজ [illegible] [illegible] হয়। [illegible] ইন্দ্রিয়সমূহ [illegible] হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible]

শ্রীল জীব গোস্বামী ভাগবতের এই নির্দেশ দিয়েছেন—

> অন্তঃকরণতা বৃত্তা ইন্দ্রিয়ত্বমিবাগতাঃ।
> বহুবৃত্তিষু পরিচয়ে তৈরেবাত্মা বধ্যতে ॥
>
> (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/১৪৭)

অন্তঃকরণের নির্দেশ ছাড়া কাজ করতে পারেনা, তার নিজে কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। তাই [illegible] নয়, তারা বৃত্তিতে উপাদান কাজ নিয়ন্ত্রণের পরিচয় করার চেষ্টা করে এবং অন্তঃকরণ, যদিও তারা কাজ পালন [illegible] বৃত্তির পালন করে, কিন্তু এই [illegible] শক্ত চেষ্টা করেও [illegible] নিজে হয় না। তাদের [illegible] উপাদানে [illegible] হয় [illegible]। শক্তিশালী, অন্তঃকরণ [illegible] নিজের [illegible] কিন্তু অন্তঃকরণের [illegible] করতে হয়, তখন তিনি [illegible] কাজ [illegible] হয়ে পড়েন না। বৃত্তিসমূহ, ইন্দ্রিয়গুলির কাজে,

[illegible] পালনের [illegible] হয়েছে নিয়ন্ত্রণ, তাই তিনি [illegible] না, [illegible] করতে পারেন না। [illegible] ইন্দ্রিয়-কর্মের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্তঃকরণ [illegible] যে, জীবকে [illegible] এবং [illegible] যা কিছু উপাদান জীবকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তা তিনি [illegible]। তাই, কাজ উপাদান [illegible] [illegible] নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়ন্ত্রণের [illegible] [illegible]। [illegible] তাই [illegible] ইন্দ্রিয়-কর্মের [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যা কিছু পরিচয় হয়ে থাকে এবং সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারেন না। পক্ষান্তরে, নির্বিশেষবাদীরা কাজ করার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যা কিছুই পার্থিব স্তরে পরিচালনা করতে পারেই হয়, কিন্তু এই [illegible] বৃত্তির নিয়ন্ত্রণের স্তরে [illegible] জীবকে উপাদান করতে পারে না। পক্ষান্তরে নির্বিশেষবাদীরা তাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অনুবাদ

অবিনাশী আত্মা নিত্য বস্তুর অবিনাশী আত্মা এবং অনিত্য বস্তুর অবিনাশী নিয়ম থেকে মুক্ত হয়ে, যাঁর নশ্বরতা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবিরত অনুশীলন করে জন্মান্তরের কৃপা লাভ করেন।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, অবিদ্যা-রোগ, যাতনাদায়ী আদি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা সম্ভব হলেও, অন্তরালে রোগের উদ্ভব বিমুক্ত না করলে, তাদের পুনরায় আবার জন্ম নেওয়ার ভয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যাতনা সমূহ অন্তরালের অন্তরে অন্তরালবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়সমূহ যখন মনে হয়েছে, অন্তরালের প্রতি নিয়ন্ত্রণ অধিক লাভ করার জন্যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি যেন আকৃষ্ট থাকে না। অন্তরালের প্রতি আকর্ষণ একটি পর্যায় যে, আর যেন বিমুক্ত প্রতি দৃষ্টি যেন প্রকৃত বোধ থাকে না। অন্তরালের বোধবৃত্তিকে আবরণ করার ফলে নিজে-নিজের প্রতি দৃষ্টি আর আকৃষ্ট থাকে না। অন্তরালের অভাবে একমাত্র চিন্তা হচ্ছে, কিভাবে তিনি অন্তরালের সেবা করবেন, কিভাবে অন্তরালকে তুষ্ট করবেন, এ ছাড়া আর যেন নিজেরই তিনি চিন্তা করেন না। আদি তিনি সমস্ত প্রকারের আকৃষ্টি ও নিবৃত্তিকে অতীত। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা অনুসারে যেমন তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্যকর্ম করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি চান, তবে তিনি এমন আচরণ করেন, যার জন্য সমস্ত জগৎ তাঁকে নিন্দা করতে পারে। আবার শ্রীকৃষ্ণ না চাইলে তিনি তাঁর অনন্ত আদিত্য কর্তব্য পরিত্যাগ করেন। কর্তব্যকর্ম পালন করাবার নির্দেশ যদি আমাদের উচ্চতর দিকেরে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত যেমন অন্তরালের নির্দেশ অনুসারে তাঁর কর্তব্যকর্ম করে চলেন। অন্তরালের অধিষ্ঠাতৃদেবী কৃপার ফলে তাঁর শ্রী ভগবানের চক্ষু যেমনই লাভ করেন, তার ফলে যেমন তাঁর কর্তব্য অনুসরণ পরিত্যাগে তিনি পটীয়সী অন্তরালের যেমন অনুকূলতা আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ৬৫

জ্ঞানতে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসন্নচেতসঃ—অন্তরালের অধিষ্ঠাতৃদেবী কৃপা লাভ করার ফলে, সর্ব—সমস্ত, দুঃখানাম্—সমস্ত দুঃখের, হানিঃ—বিনাশ, অস্য—তাঁর, উপজায়তে—হয়, প্রসন্নচেতসঃ—প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির, হি—অবশ্যই, আশু—অতি শীঘ্র, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, পরি—সর্বতোভাবে, অবতিষ্ঠতে—স্থির হয়।

বঙ্গানুবাদ

অন্তরালের কৃপা লাভ করে যাঁর মন প্রসন্ন হয়েছে, তাঁর সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি অচিরেই সুস্থির হয়।

তাৎপর্য

চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর কোন অন্তরালের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না, এভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি পরিপূর্ণ স্থির হয়।

শ্লোক ৬৬

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

ন অস্তি—থাকতে পারে না, বুদ্ধিঃ—নিশ্চয় বুদ্ধি, অযুক্তস্য—যে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, ন—না, চ—এবং, অযুক্তস্য—কৃষ্ণভাবনাবিহীন ব্যক্তির, ভাবনা—যুক্তির চিন্তা সম্ভাবিত, ন—না, চ—এবং, অভাবয়তঃ—পরমেশ্বর চিন্তাশূন্য ব্যক্তির, শান্তিঃ—শান্তি, অশান্তস্য—শান্তিবিহীন ব্যক্তির, কুতঃ—কোথায়, সুখম্—সুখ।

বঙ্গানুবাদ

জীবের স্বরূপ হচ্ছে অনন্তকাল ধরে। বুদ্ধিযোগ নিজে তার কোথায় না থাকে। অতএব যে অচেতন ব্যক্তি তার স্থিতি। কোথা শান্তি তার কল সুখের প্রাপ্তি।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পারমার্থ বিষয়ক বুদ্ধি না থাকলে কোন শান্তিলাভ সম্ভব নয়। এই সকল শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়?

তাৎপর্য

জড়বাদের সেবার নিমিত্তে বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে জড়বাদী শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে না। জড়বাদ বিভাগী শাস্ত্র আমাদের (৪/১১) জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ যেভাবে জড়বাদের আশ্রয় নেয়, কৃষ্ণভক্ত হয়ে সেভাবে তার ফল ও জড়বাদের একমাত্র ভোক্তা, তিনিই সকল বিশ্ব-ব্যবস্থার অধীশ্বর এবং তিনিই সকল জীবের সুহৃৎ ও ভোগকারী প্রভু, তাঁকেই যে সুহৃৎ শান্তি লাভ করতে পারে। তাই, যে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তার জীবনের কোন ফল উদ্দেশ্যই থাকে না। জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি, তা না জানাই তার সমস্ত অশান্তির কারণ। কিন্তু যেহেতু মানুষ বুঝতে পারে, জীবনের সকল সোনার, অধীশ্বর ও অধিভূতের পরম সুহৃৎ, তাকে তার জন্য জীবনের সেবার প্রস্তুত হয়ে আসে এবং তার ফলে সে সুহৃৎ শান্তি লাভ করে। তাই, জীবনের পরম অধিকার হচ্ছে যে তার পরম অধিকারীকে জানে, সে কখনই কোন সেবাদাসের উপকরণের শান্তি ও পারমার্থিক প্রগতির পুষ্টি আকাঙ্ক্ষা না করে, সে অবশ্যই সুখ-সুবিধার পীড়িত ও অশান্ত। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে একটি স্বয়ং-প্রকাশিত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, যা জীবনের সকল পরম পাত্র সেবাদাস আকাঙ্ক্ষাই বিফল করে দেয়।

শ্লোক ৬৭

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্—ইন্দ্রিয়সমূহের; হি—নিশ্চয়ই; চরতাম্—বিচরণকালে; যৎ—যদি; মনঃ—মন; অনুবিধীয়তে—সদা অনুসরণ করে; তৎ—তা; অস্য—তার; হরতি—হরণ করে; প্রজ্ঞাম্—বুদ্ধিকে; বায়ুঃ—বায়ু; নাবম্—নৌকা; ইব—মতো; অম্ভসি—জলে।

বাংলা পদ্য

ইন্দ্রিয় চালিত করি মনোবর্ত্ম দ্বিধি ।
বায়ুর মধ্যেতে যথা নৌকার প্রগতি ॥
সে নৌকা যেমন শত্রু উলটাল করে ।
অযুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা সেইরূপ হরে ॥

অনুবাদ

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে, তেমনই মন বিষয়কারী যে কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের জন্য অযুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে।

তাৎপর্য

অযুক্ত ব্যক্তি তাঁর মন কোনো ইন্দ্রিয়ের জন্যদাসের সেবায় নিয়োজিত না করলে, যদি তাঁর কোন একটি ইন্দ্রিয়ের জন্য খুব উৎসাহ থাকে তবেই হয়, তা হলেও তিনি মন জড়বাদের শিক্ষালাভে থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন, ফলে তাঁর পারমার্থিক স্থিতি ব্যাহত হয়। অর্জুনের আত্মীয়দের কৃষ্ণভক্তির অভাবে আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর মতো আত্মীয়দের মন কোনো ইন্দ্রিয়ের জন্যদাসের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে। তা হলেই মন একাগ্র হবে, জড়বাদের জীবনের অধিকারী হবে, কেননা সেটিই হচ্ছে জীবনে নিজস্ব অবস্থা অর্জনের উপায়।

শ্লোক ৬৮

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; যস্য—যাঁর; মহাবাহো—হে মহাবীর; নিগৃহীতানি—নিয়ন্ত্রণ করেছেন; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে; তস্য—তাঁর; প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞা; প্রতিষ্ঠিতা—স্থির।

বাংলা পদ্য

অতএব মহাবাহো যাঁর মন বিষয় ।
নিগৃহীত মন যাঁর আয়ত্তে নিশ্চয় ॥

তাঁহার ইন্দ্রিয় বশ মোরে অর্পিয়া ।
তাঁহারই ভক্তি হয় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ॥

অনুবাদ

কৃষ্ণার্থে, যে আচারে। যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকছে, তিনিই দ্বিজোত্তম।

তাৎপর্য

যেকোনোভাবে কৃষ্ণভাবনা অথবা কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যেকোনটি যেকোনো সময় ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-কার্যের যেকোনটিকে সম্পন্ন করা যায়। যেমন জিহ্বার শক্তি বাড়িয়ে কারো শরীরের পতন করা যায়, ইন্দ্রিয়গুলিকে যেকোনটি উপায়ে সম্পন্ন করতে হয়—যেমন অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বা ধর্ম না। যেকোনোভাবে কৃষ্ণভাবনার যেকোনো নিয়ন্ত্রিত পন্থার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এই কারণে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, কৃষ্ণভাবনাময় অনুষ্ঠানে শরিক হওয়া ও সাধন করে যেন কোন যেমন সমস্যার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যেটি পরিচিত অনুশীলন করতে হয়, তাঁরই কাজ হয় সাধক, অর্থাৎ তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য পাত্র।

শ্লোক ৬৬

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৬ ॥

যা—যে; নিশা—রাত্রি; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবদের; তস্যাম্—তাতে; জাগর্তি—জাগ্রত থাকেন; সংযমী—আত্মসংযমী; যস্যাম্—যাতে; জাগ্রতি—জাগ্রত থাকে; ভূতানি—সমস্ত জীব; সা—তা; নিশা—রাত্রি; পশ্যতঃ—দর্শনশীল; মুনেঃ—আত্মদর্শন পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে।

যাঁহার জ্ঞান

নিখিল নিখিলে নিদ্রা করে যে প্রচুর ।
সর্বদা জাগ্রত যেথি সদা ভরপুর ॥

সংযমীর যেথি যেটা নিশার সমান ।
সংযমী জাগ্রত থাকে আত্মবিজ্ঞান ॥
নিখিলের যেথি আত্মা জাগ্রত সমান ।
উভয়ের কার্য হয় সদা সাবধান ॥

অনুবাদ

সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, দ্বিজোত্তম সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট আনন্দকে সম্পন্ন অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, তখন তত্ত্বজ্ঞানী মুনির নিকট তা রাত্রিস্বরূপ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মুনি কারোর মুনিত্বের লক্ষণ দেয়। এক ব্যক্তির মুনিত্বের লক্ষণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুযায়ী উপভোগের নৈসর্গিক ব্যাপারে পূর্ণ বিরতি লাভ করে, যার জন্য সাধারণ মুনিরাও আত্মানুসন্ধানী এবং আত্ম-উপলব্ধির পথেরই জন্য জাগ্রত। আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তি যা ইন্দ্রিয়ীয় অনুভবের বাস্তবতার জড়-জাগতিক স্তরে আকার অনুভবের কাছে, তেমন রাত্রির অন্ধকার বলে মনে হয়। আত্ম-উপলব্ধি সম্পর্কে বাস্তবের জন্যই জড়-জাগতিক অনুভবের যেমন রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী মুনি জড়-জাগতিক অনুভবের রাত্রিতে অবিচল থাকেন। সেই সময় পরমেশ্বর আধ্যাত্মিক প্রতিটি প্রকাশ আধ্যাত্মিক পথে আত্মোন্নতি অনেক উপলব্ধি করেন, আর তখন সংযমী যেমন রাত্রিতে ঘুমিয়ে থেকে নানা রকম ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য জেগে একা সেই কাজে যে কখনও নিজেকে সুখী মনে করে, কখনও দুঃখের জেগে দুঃখীও মনে করে। এই সময় জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের প্রতি আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তি সর্বদাই উদাসীন থাকেন। তিনি জড়-জাগতিক রাত্রিরূপের সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থেকে আত্ম-উপলব্ধির কাজে সর্বদাই থাকেন।

শ্লোক ৬৭

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অনুপরিমাণম্—অণিপূর্ণ; অসমর্থিতম্—স্থির; সমুদ্রম্—সমুদ্রে; অন্যে—অন্যান্য; প্রবিশন্তি—প্রবেশ করে; যদ্বৎ—যেমন; তদ্বৎ—তেমন; কামাঃ—কামনাসমূহ; যম্—যাঁর মধ্যে; প্রবিশন্তি—প্রবেশ করে; সর্বে—সকল; সঃ—সেই ব্যক্তি; শান্তিম্—শান্তি; আপ্নোতি—লাভ করেন; ন—না; কামকামী—বিষয়কামী ব্যক্তি।

বীরের গান

সমুদ্রে নদীর জল যেমন প্রবেশ ।
বিনিময় নহে, সেই সদা নির্বিশেষ ॥
সেইমতে মনে যার কামের বাসনা ।
সে শান্তি পাইবে কভু শান্তির বাঞ্ছনা ॥

অনুবাদ

বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তি লাভ করে না। জলধারা যেমন সদা পরিপূর্ণ এবং স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে কোনরূপ বিচলিত করতে পারে না, কামনাসমূহও তেমন স্থিতিশীল ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট হয়েও তাঁকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না, অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

ব্যক্তি-অহংকারের জন্য সাধারণ জীবের পূর্ণ অভাব এবং ব্যক্তি সত্তার পরিসমাপ্তির জন্য সাধারণ জীব সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিন্তু সমুদ্রের কোনও পরিবর্তন হয় না—স্থির থাকে, সমুদ্র কখনও বিক্ষুব্ধ হয় না, এমন কি কোনরূপে অতিরিক্ত জলে প্লাবিত হয় না। কৃষ্ণভাবনাময় যে কৃষ্ণভক্তও পূর্ণ আত্মতৃপ্তিতে কোনটি অভিলাষ পোষণ করেন। তাঁকেও অসংখ্য জড় সুখ দিতে আসে, তাঁকেও বিভিন্ন মুক্তির জন্য লোভে প্রলোভিত করা যায়। কিন্তু জগতের জড় ভোগ পুরোপুরি জন্য এই সমস্ত কামনা-বাসনার দ্বারা কখনই বিচলিত হন না। অবশ্য, কৃষ্ণভক্তের কোন বিশুদ্ধ বাসনা নেই, জগতের ভোগ সমস্ত আসক্তি কোনও করেন। তাই তিনি সমুদ্রের মতো—নিজের মধ্যেই সর্বদা পরিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়ের এই যেসব কামনা-বাসনার দ্বারা অজ্ঞানী জীব জগতে প্রবেশ করুক, জীব জগৎ সমুদ্রের মতোই অবিচলিতভাবে পরিপূর্ণ থাকে। এটিই হচ্ছে জগদ্বাসীর লক্ষণ—জড় জগতের ভোগবাসনার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, অসীম কামনাবাসনা জীব মধ্যে রয়েছে। জগদ্বাসীর সেবার পরিবর্তনের জন্য আসক্ত যারা তিনি যে শান্তি লাভ করেছেন, তা সমুদ্রের মতোই অবিচলিত। কোন বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে

বিচলিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে, অসংখ্য, এমন কি যত বুদ্ধির অগণনীয়—বাসনার বাসনাসমূহ অগণনীয়ের কি অন্ত আছে, তাহার সবগুলি অসংখ্য। সমস্ত নদী, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বজ্জনী শ্রেণী—সকলেই অসংখ্য, যেহেতু তাদের অপূর্ণ বাসনা। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত জগতের ভোগের সর্বোচ্চস্তরে পরম শান্তি লাভ করে থাকেন, তাঁর কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না। অবশিষ্টাংশে, তিনি এমন কি জড় জগতের ভোগবাসনার পক্ষে যেতে বুদ্ধির কামনায় কাতর না। কৃষ্ণভক্তের কোন জড় কামনা থাকে না, তাই তাঁর সম্পূর্ণভাবে শান্ত।

শ্লোক ৭২

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

বিহায়—ত্যাগ করে; কামান্—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাসমূহ; যঃ—যে ব্যক্তি; সর্বান্—সমস্ত; পুমান্—পুরুষ; চরতি—বিচরণ করেন; নিস্পৃহঃ—স্পৃহাশূন্য; নির্মমঃ—মমত্ববোধ রহিত; নিরহঙ্কারঃ—অহঙ্কারশূন্য; সঃ—তিনি; শান্তিম্—প্রকৃত শান্তি; অধিগচ্ছতি—লাভ করে।

বীরের গান

কাম ছাড়ি যবে যেবা নিস্পৃহ বীরেন্দ্র ।
মমতা রহিত আর অহঙ্কার নাহি ।
মনঃপ্রসাদীন আর অহঙ্কার নাহি ।
তার শান্তি নিরবিধি সেইত গোঁসাই ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

নির্মম হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন কিছু কামনা না করা। পক্ষান্তরে, জগতের বিভিন্নভাবে ভোগ করার বাসনাই হচ্ছে নির্মমতা। এই জড়

[illegible] বুদ্ধি, অহংকার [illegible] না [illegible] এবং [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] না [illegible], শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণে [illegible] নিজের যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করতেই হবে কৃষ্ণভাবনার পরিচয় পাবে। এই পরিচয় পাবার যে [illegible] হবে পারে, সে [illegible] পারে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর অধিপতি, তাই জীবের সত্তা [illegible] জন্য সব কিছুই তাঁর সেবায় উৎসর্গ করা উচিত। [illegible] [illegible] নিজের [illegible] [illegible] শুরু করতে পারেননি, কিন্তু অর্জুনের [illegible] তাঁর [illegible] পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়েছিলেন, তখন অর্জুনের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যুদ্ধ করতে সম্মত হলেন। নিজের জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা অর্জুনের ছিল না, কিন্তু অর্জুনের ইচ্ছার জন্য তাঁকে সেই একটি অন্যায় সংগ্রামে নিজেকে দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্জুনের অন্যায় করার পরামর্শ হচ্ছে সাময়িক রজোগুণের একটুখানি উদয়। [illegible] কৃষ্ণভাবনাময়ীদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। জীব কখনই ইন্দ্রিয়-পুতুলিকার অথবা মনের রজোগুণের [illegible] হয়ে পারে না। তাই ইন্দ্রিয়পুতুলি ও মনের-মনোভাব লক্ষণ থেকে মুক্ত হবার জন্য যে জীবের ত্রৈগুণ্যময় পরিবর্তন করে অপ্রাকৃতভাবে প্রয়োগ করতে পারে। কৃষ্ণ-কার্তিক পাঞ্চরাত্রের [illegible] অবস্থাটি [illegible] যে, সব কিছুই জীবকুলের (ইন্দ্রিয়গুলির অর্থাৎ) এবং সেই জন্য তিনি [illegible] কিছুর উপাসনা অভিলাষ পাবি করেন না। এই পাঞ্চরাত্রিক জ্ঞান আজ-উপলব্ধির উপায় প্রদর্শিত। অর্থাৎ, কৃষ্ণ সর্বাবস্থাতে [illegible] যে, উপর অবস্থায় প্রয়োজনীয় জীব জীবকুলের নিজে অভিলাষের অধীন এবং তাই জীবের নিজের ইন্দ্রিয় অথবা জীবকুলের সমস্যার না উদ্ভব [illegible]। কৃষ্ণভাবনাময়ীদের এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে [illegible] পাবে [illegible] মূল নীতি।

শ্লোক ৭৯

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৭৯ ॥

এবম্—এই, **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির, **পরম্**—শ্রেষ্ঠ, **বুদ্ধ্বা**—জেনে, **সংস্তভ্য**—স্থির করে, **আত্মানম্**—নিজে, **আত্মনা**—নিজের দ্বারা, **জহি**—বধ কর, **শত্রুম্**—শত্রুকে, **মহাবাহো**—হে মহাবাহু, **কামরূপম্**—কামের রূপে, **দুরাসদম্**—দুর্জয়।

বঙ্গানুবাদ

এই প্রকার বুদ্ধিরও যে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! তিনি এই বুদ্ধি লাভ করেন, যিনি যোগেশ্বর হন। জীবনের অন্তিম অবস্থায় এই বুদ্ধি লাভ করে, তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়-ধামে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ ভগবান-সচেতন নিজে জীবন এক মুহূর্তের জন্যে লাভ করা সম্ভব, কারণে সকল-শ্রেণীর জীবনের জন্য অবশ্যই সম্ভব না হতেও পারে। এই জীবনে লাভ করতে হলে কেবল শাস্ত্র অধ্যয়নে উপলব্ধি করে আসে প্রয়োজন হয়ে। পরিশেষে অবশ্যই জীব কৃষ্ণের সঙ্গে, অথবা কৃষ্ণ-সচেতনের [illegible] [illegible] জীবনের শেষ পর্যায়ে উপলব্ধি হয়েছিলেন। জীবনে অন্তিম [illegible] জীবনের পরিণতি। জীবনের অন্তে কৃষ্ণ জীবনের পরিণতি [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] [illegible]। এই কৃষ্ণ-কার্তিক জীবনধারা পরিবর্তন করতে হয়, সেই কথাটি [illegible] মূল অনুশাসনে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি পাঞ্চরাত্রিক জ্ঞান অর্জনের [illegible] বলেছেন যে, এই কৃষ্ণ জীবনের পরবর্তী পরে একটি জীবন আসে। এই জীবনের পরিবর্তনটি পূর্ণ, জীবনাবস্থায় যেটি যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তাহলে সে [illegible] [illegible] [illegible] পারে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। যেহেতু উপাধি উদয়, যদি অভিজ্ঞতায় অবস্থানের অভাবের [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে ভগবান-বোধ অর্জিত। তাই জগতের সমস্ত শক্তি ইন্দ্রিয় পুতুলির জন্য সঞ্চিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় জগতের সমস্ত শক্তি জগতের জীবকুলের [illegible] জন্য সঞ্চিত হয়। [illegible] কি এই জীবনে কৃষ্ণভাবনার উদ্ভব হলে পরে [illegible] হয় এবং তিনি কৃষ্ণভাবনাময় হন, তিনি নিজেকেই ইন্দ্রিয়পুতুলি ভগবান-জ্ঞানে প্রদান করেছেন।

[illegible] হচ্ছে তার সঙ্গে ঠিক নির্ণীত। শ্রী শ্রীধর স্বামী টিকায় বোধের 'অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ জ্ঞান'। অভিনবগুপ্তের ভাষ্যানুসারে বোধ নিশ্চয়রূপে জ্ঞানযুক্তীয়ের বৃত্তি অবলম্বনে দীপার সার হয়েছে (যা তথাপি সমাধিযোগের প্রকৃতিরূপে বলেছে)। অর্থাৎ, তার লক্ষণ যেমন বুদ্ধিরই হচ্ছে শ্রীধর স্বামী টিকা।

শ্রীল অভিনবগুপ্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানযুক্তীয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমস্ত জ্ঞানযুক্তীয়ের সমাধান বলে বর্ণিত করেছেন। জ্ঞানযুক্তীয়ের বিভাগসমূহ হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অভিনবযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় বর্ণিত করা হয়েছে এবং সমস্ত গীতার সারার্থ-স্বরূপ অভিনবযোগের আভাস দেওয়া হয়েছে।

অভিনবযোগ কয়ে শ্রীকৃষ্ণের গান।
শুনে পার্থ ধন্য হয়ে কৃষ্ণসমাধান॥

ইতি—গীতার বিশ্বরূপের সারার্থ শ্রীচৈতন্যের বিরচিত 'সারার্থ-প্রোত' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অভিনবযোগ সমাপ্ত সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বললেন; জ্যায়সী—শ্রেষ্ঠতর; চেৎ—যদি; কর্মণঃ—কর্মের অর্থ অপেক্ষা; তে—তোমার; মতা—মতে; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; জনার্দন—হে শ্রীকৃষ্ণ; তৎ—তা হলে; কিম্—কেন; কর্মণি—কর্মে; ঘোরে—ভয়ঙ্কর; মাম্—আমাকে; নিয়োজয়সি—নিযুক্ত করছ; কেশব—হে শ্রীকৃষ্ণ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন॥
যদি বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ হয়ে জনার্দন।
ঘোর যুদ্ধে নিয়োজিত কর কি কারণ॥

অনুবাদ

অর্জুন কহিলেন—হে জনার্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান-নির্ভরিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতর হয়, তা হলে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নিযুক্ত করবার জন্য কেন আমাকে প্রোৎসাহিত করছ?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণ বীর শিষ্য অর্জুনকে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জ্ঞানে যুদ্ধবিদ্যা শেখার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ তিনি অর্জুনের অন্তরঙ্গ সখা বলেই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে তিনি অর্জুনের অন্তরঙ্গ উপলব্ধি করার পন্থাও বর্ণিত হয়েছেন—সেটি হল যুক্তি, বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা। অবশেষে অধ্যায় এই বুদ্ধিযোগের অর্থ করে একমাত্র নিষ্ঠাই যোগ কর্ম-বিমুখতার অবস্থা গ্রহণ করে। কৃষ্ণভাবনাময় না হয়ে অর্জুন নিষ্ঠাহীন হয়ে কেবল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অবলম্বী কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ধর্মের যুদ্ধাদি করে। কিন্তু পরোক্ষভাবে ভগবান-বন্ধুত্বের শিক্ষা লাভ না করে নিষ্ঠাহীন হয়ে কৃষ্ণভাবনা ছাড়া কর্মফল নিবারণ, অথবা যোগের পন্থা অবলম্বন যোগের পাত্র, কিন্তু ভক্তের যোগ লাভ হয় না। অর্জুনের প্রশ্নের বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগের কর্মাদিক যোগে অধ্যায় যোগের মাধ্যমে যদি বিশেষ আলোচনা এবং করেছিলেন, নির্দেশ করেছে কৃষ্ণভাবনা ও কর্মফলাদি জীবিকাদান করেছেন। পরবর্তীতে, তিনি কৃষ্ণভাবনার অর্জুনের মধ্যবর্তী বিভিন্ন পুরাণিদ্বারা কৃষ্ণভক্তের দুঃখ যোগ বিষয় হয়ে গেছেন। কিন্তু বিশেষভাবে বিশেষ করে তখন তিনি বীর ভক্তগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কর্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বুদ্ধির অধ্যায়ে তাঁকে কর্মযোগ বা কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে বলেন যার শেষভাগ।

শ্লোক ৫

অবিনাশেন যদ্ভাবং বুদ্ধিঃ সেবতেঽর্জুন যে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৫ ॥

অবিনাশেন—অবিনাশের, যৎ—যে, ভাবম্—ভাবের দ্বারা, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, সেবতে—সেবিত হয়, যৎ—যাহা, যে—যাহাতে, তৎ—তাহাতে, একম্—একমাত্র, বদ—বলা হয়, নিশ্চিত্য—নিশ্চিতভাবে, যেন—যার দ্বারা, শ্রেয়ঃ—মঙ্গল, অহম্—আমি, আপ্নুয়াম্—লাভ করতে পারি।

বঙ্গানুবাদ

হে অর্জুন, কৃষ্ণভাবনায় বুদ্ধি সেবিত যে জন।
নিশ্চিত যা হয় তাই বল, যেন শ্রেয় উপলব্ধ ॥

অনুবাদ

বুদ্ধি যেন অবিনাশের ভাবের দ্বারা আমার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করায়। অতএব, দয়া করে আমাকে নিশ্চিতভাবে বল যেটাই আমার পক্ষে অবলম্বনে শ্রেয়স্কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার বুদ্ধিযোগের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, নিষ্কাম কর্ম, অনিত্য জগতের স্থিতি আদি বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠাতি শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানের পরিচয়দিয়ে হয়েছিল। অবশেষে প্রশ্ন এল, উপলব্ধির জন্য অবলম্বন পন্থা-অনেকটী সম্পর্কীয় বিশেষভাবে বুদ্ধিযোগ নির্দেশকারী এবার আলোচনা। সুতরাং, অধ্যায়টাকে উপদেশ দানে অর্জুন সাধারণ মানুষের মতো বিষয়কর্মাদিতে হয়ে ধীরে ধীরে একটু মন্দ করেছেন, যাতে সাধারণ লোকেরা অনুসরণের অধ্যায়ের উপদেশগুলি জানিয়ে অধ্যায়ের অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। অধ্যায়-বাক্যের অর্থাৎ অর্থ যা কৃষ্ণকে লোকে অর্জুন নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিলেন। কৃষ্ণভক্তিতে অবশ্য কখনো অধ্যায় নিয়ন্ত্রিত করে অধ্যায় অর্জুনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবেই। নিশ্চিতভাবে অধ্যায় পরিচয় লোকে—যেমনভাবেই অর্জুন কৃষ্ণভক্তিযুক্তের পন্থা অনুসরণ করতে পারেনি এবং। পরবর্তীতে, কৃষ্ণভক্তিতে পথ খুলে করে যোগের উপদেশে অধ্যায়ের অনুসরণের অর্জুন মনে তাঁর মধ্যে অধ্যায়ের আলোচনা করেছেন, যাতে অধ্যায়ের প্রকৃত উপলব্ধি করার জন্য বীর পরিচিতভাবে পারেনি, বীরের পুরিত হয়।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, লোকে—জগতে, অস্মিন্—এই, দ্বিবিধা—দুই প্রকার, নিষ্ঠা—নিষ্ঠা, পুরা—ইতিপূর্বে, প্রোক্তা—বলা হয়েছে, ময়া—আমার দ্বারা, অনঘ—হে নিষ্পাপ, জ্ঞানযোগেন—জ্ঞানযোগের দ্বারা, সাংখ্যানাম্—দার্শনিকদের, কর্মযোগেন—কর্মযোগের অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা, যোগিনাম্—ভক্তদের।

বাঙ্গলা গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
বিবিধ লোকের নিষ্ঠা বলেছি তোমারে।
সাত্ত্বিক আর জ্ঞানযোগ যোগ্য অধিকারে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, দুটি প্রকার মানুষ আত্ম-উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। কিছু লোক তাত্ত্বিকজ্ঞানের দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চায় এবং আবার আমার ভক্তি অধিক মাধ্যমে জানতে চায়।

তাৎপর্য

বিভিন্ন অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যোগ ও কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ—এই দুটি পন্থার কথা বলেছেন। এই শ্লোকে ভগবান আবার নিজে কথা বলেছেন। যোগ-যোগ শ্লোক ও অন্যান্য অনুভূতি নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়বস্তু। যে সমস্ত মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে চায়, তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যোগ-যোগ। অন্য পন্থাটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা বা বুদ্ধিযোগ, যা বিভিন্ন অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকে বলা হয়েছে। ভগবান ৬৬তম শ্লোকেও বলেছেন যে, এই বুদ্ধিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করলে অতি সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অবিলম্বে এই পন্থায় যোগ যোগ-প্রাপ্তি হয়। ৬৬তম শ্লোকে আবার বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করাই হচ্ছে বুদ্ধিযোগ এবং তার মধ্যে বুদ্ধিযোগ ইতিমধ্যেই অতি সহজেই লাভ হয়। অতি, এই দুটি যোগ্যতা বর্ণ ও কর্মবন্ধন এবং ভগবানের উপর নির্ভরশীল। দার্শনিকদের বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণত্ব বা অন্য যোগ্যতা, আর ক্ষত্রিয়দের বর্ণ হচ্ছে ক্ষত্রিয়ত্ব-কর্মবন্ধন। অধিক লাভ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে যে সমস্ত দার্শনিকেরা বা জ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরে পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, ভগবান আবার কৃষ্ণভাবনার এবং উপলব্ধি হন। কর্মযোগীদের এই কথা বলা হয়েছে। অন্য পন্থাটি হচ্ছে পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার স্থিতি জানবার কথা। পরোক্ষ পন্থাটি হচ্ছে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান-কর্মবন্ধন, যার দ্বারা ক্রমশঃ যে কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উপনীত হতে পারে, আর অন্য পন্থাটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য, পরমেশ্বর বলে উপলব্ধি করে ভক্তি সহকারে

আত্মজ্ঞান অর্জন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা। এই বুদ্ধি যদি কৃষ্ণভাবনার পন্থাটি গ্রহণ, তবে না এই পন্থা দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান-কর্মবন্ধন আবার ইন্দ্রিয়গুলির অধিকারের উপর নির্ভরশীল নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত যথা-অধিকারের পন্থা এবং কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন প্রথমে, মধ্যপূর্ণ হয়ে অন্তিমে পরমপূর্ণ হয়। অতি নিম্নস্তরের প্রাকৃত পন্থাগুলিতে এই পন্থা সহজ ও নিরাপদ।

শ্লোক ৫

ন কর্মণামনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৫ ॥

ন—না, কর্মণাম্—নিয়ত কর্মের, অনারম্ভাৎ—অনুষ্ঠান না করে, নৈষ্কর্ম্যম্—কর্মফল থেকে মুক্তি, পুরুষঃ—মানুষ, অশ্নুতে—লাভ করে, ন—না, চ—এবং, সন্ন্যসনাৎ—কর্মত্যাগের দ্বারা, এব—কেবল, সিদ্ধিম্—পূর্ণতা, সমধিগচ্ছতি—লাভ করে।

বাঙ্গলা গান

বিহিত কর্মের নিষ্ঠা না করি আচরণ।
নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান যে জন্মে হয় এক বস্তু ॥
বিহিত কর্মের আচরণে চিত্তশুদ্ধি নয়।
কেবল সন্ন্যাসে কর্মসিদ্ধি নাহি হয় ॥

অনুবাদ

কেবল কর্মের অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আবার কর্মত্যাগের মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ত নিয়মের আচরণ করার ফলে মনের অন্তর পবিত্র হয় এবং তার বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে যায়, তখন মানুষ পরিপূর্ণ জীবনযাপনের পন্থাকে গ্রহণ করার যোগ্য হয়। আত্মা পবিত্র না হলে—সম্পূর্ণভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত না হলে, পরমেশ্বর গ্রহণ করার যোগ্য অধিকারী হয় না। অনেকেরই ধারণা আছে, সংসার ত্যাগ করে পরমেশ্বর ব্রহ্ম করা যায়েই, অথবা সন্ন্যাস বর্ণ পরিগ্রহণ করা যায়েই তারা তৎক্ষণাৎ নারায়ণের মতো ভগবান হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

কিন্তু তা অনুভবের অতীত। আত্মা পরিত্যক্ত না হলে, জড় দেহ মুক্ত না হলে অন্যদেহে নিজে, তা কেবল সাধারণ-অজ্ঞানতা উৎপাদনেরই সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা কৃষ্ণভাবনামৃতে স্থিত থাকেন, তবে তিনি জানেন যে তিনি জড়দেহে কৃষ্ণ নাম করেন, তখনই তিনি তাঁর সেই নাম শ্রবণ করেন। অজ্ঞানতার পরিণামে প্রকৃতির গুণের দ্বারা জড় জগতের জড় কলুষের সংস্পর্শ থেকে জীব পরিত্রাণ লাভ করে।

শ্লোক ৪

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৪ ॥

ন—না; তৎ—সেই; ভাসয়তে—প্রকাশ করে; সূর্যঃ—সূর্য; ন—না; শশাঙ্কঃ—চন্দ্র; ন—না; পাবকঃ—অগ্নি; যৎ—যেখানে; গত্বা—গিয়ে; ন—না; নিবর্তন্তে—ফিরে আসে; তৎ—সেই; ধাম—ধাম; পরমং—পরম; মম—আমার।

বিশ্বনাথ বলেন

অথবা সময় যদি না করিয়া কর্ম।
থাকিতে পারে না কেহ স্বাভাবিক ধর্ম ॥
প্রকৃতির গুণ দ্বারা সদাই নির্মিত।
সেই কর্ম করে যাতে কলেবর যত ॥

অনুবাদ

সেখানে সূর্যালোক, চন্দ্রালোক বা অগ্নির দ্বারা আলোকিত হয় না। সেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না, সেটি আমার পরম ধাম।

তাৎপর্য

কর্মফলের দ্বারা জড় দেহটি বাঁধা পড়ে। আত্মার গতি হচ্ছে সর্বদিক অবাধ। আত্মার উপাধিটি যা আত্মাকে জড় দেহ গ্রহণে বাধ্য করে। প্রকৃতপক্ষে জড় দেহটি একটি নিছক গতি মাত্র, কিন্তু সেটি দেহে অবস্থান করে আত্মা সর্বদিক ভ্রমণে গতিময় হওয়ার জন্য কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ এবং এটি কর্মফলের

দেহের সে এক দুর্ভোগের জন্যের নিজের হাতে পড়তে না। সেটি হচ্ছে, জীবাত্মাকে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের মাধ্যমে নিত্যস্থিতি করতে হয়, যা না হলে জীবাত্মা দেহান্তরে গেলেও জীবনের যাত্রা-পথে জড়-জাগতিক কর্মের বন্ধনে থাকে। আত্মা বস্তুতঃ বাস্তবিক আনন্দময় তবুও আত্মা জড় দেহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তাই এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য শাস্ত্রনির্দেশিত কর্মের আচরণ করতে হয়। কিন্তু আত্মা যখন জীবাত্মার দেহের স্বাভাবিকভাবে নিমগ্ন হয়, তখন সে যা করে, তার পাকে তা অনুভবের হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

আত্মা যদ্যদি তত্তদ্ভবতো
বিপরীতলক্ষণ পৃথগাত্মনো বুদ্ধি।
যত্র ন যদ্যনুযুক্তমিদং
তেন কার্যং যদ্যনুবন্ধকৃতং ন স্যাৎ ॥

"যদি কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে এবং বুঝতে পারে যে যদি শাস্ত্রনির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না মেনেও হয়ে থাকে তবুও তার কর্মের পাকে না করে, এমন কি যে যদি অসম্পূর্ণভাবে হয়, তা হলেও তার কোন প্রকার ক্ষতি না অবশ্যই হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য শাস্ত্রনির্দেশিত পন্থার অনুসরণ করে, তাকে বলা কি লাভ, যদি সে কৃষ্ণভাবনামৃত না হয়?" সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে অগ্রসর হওয়াই প্রতিবন্ধকতার পথ থেকে মুক্ত থাকার উপায়। তাই, মহাজন আচার্যগণ অথবা যে-কোন নিষ্ঠাবান ভক্তের পন্থার অনুসরণ নিশ্চয়ই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে আচরণ করা। তা না হলে তার নিষ্ঠাই নিরর্থক।

শ্লোক ৫

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

নির্মানমোহাঃ—মান-অভিমান, অমোহ—মোহের অভাব, জিত—জয়, সঙ্গ—আসক্তি, দোষাঃ—অভাব, অধ্যাত্ম—আত্মজ্ঞান, নিত্যাঃ—নিত্যস্থিতি, বিনিবৃত্ত—নিবৃত্ত, কামাঃ—কামনা, দ্বন্দ্বৈঃ—দ্বন্দ্ব থেকে, বিমুক্তাঃ—মুক্ত, সুখ—সুখ, দুঃখ—দুঃখ, সংজ্ঞৈঃ—নামে, গচ্ছন্তি—গমন করে, অমূঢ়াঃ—মোহমুক্ত, পদম্—পদ, অব্যয়ম্—অব্যয়, তৎ—সেই।

শ্রীধর স্বামী

কর্মেন্দ্রিয় রোধ করি মনেতে স্মরণ।
ইহা নাহি চিন্তয়ন্তি বৈগুণ্য কারণ॥
অতএব সেই ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা হয়।
ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী পাষণ্ডেতে কয়॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পাঁচ-কর্মেন্দ্রিয় দ্বারাই কাজের মধ্যে মগ্ন থাকে, তবু যদি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের স্মরণ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তিটি নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী বলে বলা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

যাহারা মিথ্যাচারী আছে, তারা কৃষ্ণভাবনামৃতে যোগদান করিতে চায় না, কেবল কাজ করার ভান করে। কিন্তু এতে কোন কাজ হয় না। কারণ, তারা তাহাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে কোন কাজেই লাগাইতে পারিতে হয় না। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণ অর্জুনকে ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়-সুখের কাজে লাগাইতে বলিতেছেন। তাহা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধি-একটি কাজকর্মের কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাহা হইতে মন ইন্দ্রিয়ের বড় হইয়াছে। কর্মিগণ যাহারা কাজের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি কোন কাজেই পারে, কিন্তু পরিণাম বা অনুভবের জন্য কোন স্মরণ করে না, তাহারা কাজে কাজে কাজ চিত্ত তাহা হয় এবং যে জন্যেই তাহা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি যোগী কোন কোন উপায়ে, যে অবস্থায় অর্জুনের কোন কাজ করে কোনের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে হচ্ছে মন ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমরা আমরা বুদ্ধি-একটি কাজকর্ম করে পারিলাম কাজকর্মের কাজে, তাহা কাজকর্মের কাজে, কিন্তু বুদ্ধি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, যেমনটি কোনো-একটি কাজের মূলের কাজ বুদ্ধি ছাড়া কাজ কিছুই নয়। অর্থাৎ কৃষ্ণের দিকে কাজেন্দ্রিয় কাজের এই কাজের পাশাপাশি কাজকর্মের কাজ জ্ঞান অর্থাৎ কাজ কোন। এই কারণে কাজকর্মের জন্য অর্থাৎ অর্থাৎ এবং যেই জন্য তাহা কাজকর্মের কোনো-একটির কাজ নিয়োজিত।

শ্লোক ৭

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭॥

যঃ—যিনি, তু—কিন্তু, ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি, মনসা—মনের দ্বারা, নিয়ম্য—সংযত করে, আরভতে—আরম্ভ করেন, অর্জুন—হে অর্জুন, কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ—কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা, কর্মযোগম্—কর্মযোগ, অসক্তঃ—আসক্তি রহিত, সঃ—তিনি, বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠ হন।

শ্রীধর স্বামী

কিন্তু যদি নিষ্কেন্দ্রিয় সাধক নিয়মে।
কর্মের আরম্ভ করে যথা যথা ক্রমে॥
বাতুল না হয় কভু তৈরাগ্য করি।
অনাসক্তি হলে হয় সহজ শ্রীহরি॥
সেই হয় কর্মযোগ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা।
অসক্তিরহিত কর্ম বিশেষ প্রকারে॥

অনুবাদ

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাচারী অপেক্ষা অনেক ভালো হোন।

তাৎপর্য

সাধুর যেন মতে কৃষ্ণভাবনামৃতে বা যোগপদ্ধতির জন্য যেন কোনোরূপে ইন্দ্রিয়ের অভাবে নিযুক্ত থেকে শ্রীভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সাধন করা শত-সহস্র ভালো হয়। শ্রীভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম মরণ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ অর্থাৎ, শ্রীভগবান কৃষ্ণের অর্থ হচ্ছে জীবিত জীবগণকেও আমার মনে করা। আমরা লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুভবে যেটি প্রথম পাওয়ার দিকে দিকে অগ্রসর। কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত হয়ে কর্মফলের আশা করে এমনকি কৃষ্ণের জন্যেও কাজ করে থেকে পারে। আত্ম-উপলব্ধির জন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয়ে অনুভবের সাধন জীবনযাপন করে যেটি যখন কর্মফলের জন্য, তখন আর তার কর্মফলের আশায় হয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকে না, কারণ সে তখন আসক্তিরহিত হয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষভাবে তার কর্মফলের জন্য হয়। এভাবে আমরা ও নিষ্কলুষ আমার

[illegible]

শ্লোক ৮

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

নিয়তম্—শাস্ত্রোক্ত, কুরু—কর, কর্ম—কর্ম, ত্বম্—তুমি, কর্ম—কাজ, জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ, হি—অবশ্যই, অকর্মণঃ—কর্মহীন অপেক্ষা, শরীরযাত্রা—দেহরক্ষা, অপি—এমন কি, চ—ও, তে—তোমার, ন—না, প্রসিদ্ধ্যেৎ—সিদ্ধ হয়, অকর্মণঃ—কর্ম না করে।

বাংলা অনুবাদ

তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর, কেননা না করার চেয়ে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করে কেউ দেহরক্ষাও নির্বাহ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মানুষের মধ্যে যারা মানুষ, যারা জ্ঞানবান তারা শাস্ত্র থেকে জেনেছে যে, তারা স্বকীয় চিন্ময় স্বরূপোপলব্ধির জন্য কর্ম-বাঁধনের দ্বারা আবদ্ধ থাকবার পাত্র নয়, কিন্তু যা পারমার্থিক উন্নতির পথাবলম্বে অন্যের জন্য যথা বিষ্ণু তথা করেছে। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের অনুশাসনে এই তথ্যের জন্য শাস্ত্র দ্বারা নির্দেশ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি বলেন শাস্ত্রনির্দেশিত পবিত্র কর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুন ছিলেন

[illegible] ক্ষত্রিয়, তাই শাস্ত্র-নির্দেশিত যুদ্ধ-পরিচালনা কর্ম পালন করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। এই কর্ম পালন করার ফলে তাঁর পক্ষে আসক্ত মানুষের হৃদয় পবিত্র হয় এবং ফলে সে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। কখনোনিত অজ্ঞানীরা, যারা বেদ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম, তারাও অন্যের দেখা দেখা কীর্তনাদি শ্রেণীর, শাস্ত্রের আদেশ কীর্তনাদি শ্রেণীর হয়েই। এমন কি যারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক অনুধাবন করতে হয়। তাই, অন্য কারণের অনুষ্ঠানাদিতে মন না বসে, নিজের শ্রেয়োলাভের জন্য কর্ম করা শাস্ত্র উচিত নয়। এই জন্য শাস্ত্রের আদেশানুযায়ী পালন করা অন্যের উপর কাজের অনুসরণ প্রবৃত্তি যাতে অবশ্য উচিত-বুদ্ধিতে পালন করে। সেই অনুসরণ প্রবৃত্তিরূপে পরিচালনা করতে হবে। শাস্ত্র নির্দেশিত উপায়ে যে না করে, কল্পিতকর্ম যাতে করে এবং অন্যের দেখে নিজে প্রতিষ্ঠা নিজের করে অজ্ঞানবশে অবিচারিকগণী শ্রেণী হবার চেষ্টা করা অবশ্যই উচিত নয়।

শ্লোক ৯

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর জন্যই কেবল, কর্মণঃ—কর্ম, অন্যত্র—না হয়ে, লোকঃ—এই জগতের, অয়ম্—এই, কর্মবন্ধনঃ—কর্মবন্ধন, তৎ—তাই, অর্থম্—বিষ্ণুর জন্য, কর্ম—কর্ম, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, মুক্তসঙ্গঃ—আসক্তি রহিত হয়ে, সমাচর—অনুষ্ঠান কর।

বাংলা অনুবাদ

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সন্তুষ্টির জন্য কর্ম না করলে জড় জগতে মানুষ কর্মবন্ধনে বদ্ধ হয়। অতএব হে কুন্তীপুত্র, তুমি আসক্তি রহিত হয়ে বিষ্ণুর জন্য কর্ম সম্পাদন কর।

অনুবাদ

বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, যা না হলে কর্মটি এই জন্য হলেও বন্ধনের কারণ। অতি, হে রাজেন্দ্র! অনন্যভাবে সন্তুষ্টি নিয়োগের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর এবং এরপরেই তুমি সর্বশক্তি সম্পন্ন যোগে যুক্ত থাকতে পারবে।

তাৎপর্য

যোগেশ্বর যোগ প্রক্রিয়ায় অনন্য প্রতিটি জীবকে কর্ম করতে হয়, যদি সেটাকে পূর্ণ ও সার্থক অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের জীবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে তারাও উপযোগী পরমার্থলাভের অধিকার হয়। যজ্ঞ অবশ্যই জনগণের জীবিকা অর্জন সম্পর্কিত যোগের। অতি জীবের প্রীতি করার জন্যই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। যেমন বলা হয়েছে—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। পক্ষান্তরে, এমন একজন পরম-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ করা যায় যাতে পরমেশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য জীবিকুল যোগ করার দ্বারা একটি উপযোগ সাধিত হয়। মুক্তাত্মা, কৃষ্ণভাবনাভাবিত হয়ে অনুষ্ঠান, যেমন না এই ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ যাতে উপযোগ হয়ে অনন্যভাবে জীবিকুলের সন্তুষ্টি করা। অর্থাৎযজ্ঞানাং পূজাং পূজ্যং / বিষ্ণুযজ্ঞানাং (বিষ্ণু পুরাণ ৬/৮/৮)।

অতি বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। এ ছাড়া অন্য কারণে কর্মটি আমাদের এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। যেটি কর্ম জ্ঞানী যোগে অথবা পরোপকারী যোগে, সেটি কর্মের ফল অনুষ্ঠানকারীকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। অতি, জীবকুলকে (অথবা জীবিকুলকে) সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণভাবনাভাবিত হয়ে কর্ম পালন হয়। একজনটি যে জগতের যোগসাধনা হয়েছে, যে আর জগতের জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয় না—মুক্ত জীব নির্দিষ্ট। এটিই যজ্ঞ কর্ম সম্পাদনের ফল, যেমনিভাবে এবং এটি পরম্পরা অথবা প্রজাদের যজ্ঞ পাপ-প্রশমনের প্রয়োজন হয়। জগতের-রক্ষাকারী যজ্ঞ অথবা উপযোগের জগতে যারা জগতের উপকারের (যেমন জগতের জীবকুলের উপকারের অনুষ্ঠান করেছিলেন) পরীক্ষা নির্দিষ্ট যজ্ঞ এটি যোগ সাধন করতে হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিছক্ষ কাজ উচিত নয়, বরং সব নিছক্ষ জীবকুলের সন্তুষ্টি নিয়োগের জন্য কাজ উচিত। এরকমটি অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকেই মুক্ত থাকা যায়, যদি এর—তা ছাড়া জগতের স্বাভাবিক যোগসাধিত জীবে প্রকৃত উন্নতির ব্যবস্থা করা, যার ফলে জীব অধিকতরভাবে পরম যাতে উন্নতির ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

শ্লোক ১৭

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১৭ ॥

সহ—সহ, যজ্ঞাঃ—যজ্ঞাদি, প্রজাঃ—প্রজাগণকে, সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে, পুরা—পূর্বকালে, উবাচ—বলেছিলেন, প্রজাপতিঃ—সৃষ্টিকর্তা, অনেন—এর দ্বারা, প্রসবিষ্যধ্বম্—উন্নতিলাভ সৃষ্টিলাভ হন, এষঃ—এটি, সকল, বঃ—তোমাদের, অস্তু—হোক, ইষ্ট—নয়ত অভীষ্ট, কামধুক্—কামনাপূরী।

বাঙ্গালা পদ্য

প্রজাপতি সৃষ্টি করি যজ্ঞের সহিত।
উপদেশ করেছিলা তাঁরে প্রজাগণ ॥
যজ্ঞের সাধন করি সুখী হও সবে।
মনোবাঞ্ছা পোষ পাবে ইচ্ছিত বৈভবে ॥

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদি যজ্ঞ প্রজাগণকে সৃষ্টি করে বলেছিলেন—"এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উন্নতিলাভ সম্পন্ন হও। এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত কামনাই পূর্ণ করবে।"

তাৎপর্য

ভগবান জীবিকু এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে মানবের জীবনের জন্য-কাজে নিজে যাবার সুযোগ দান দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান জীবকুলের সঙ্গে তাদের যে নিজ সম্পর্ক রয়েছে, সেটি সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার জন্যই জীবসকল এই জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়ে জড় বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেমন কারী মানবের এই পাশের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—যেদিন সর্বভূতানাং যেনেদং। ভগবান বলেছেন যে, যেমন বিষ্ণুর দ্বারা জীবের কথা। নিছক জড় কাজ হয়েছে—কারী নিয়োগেরজন্য। যদি, যদি জীবের নিজের মানবে ভগবান জীবিকু। জীবকুলকেও (১/১৬/১০) জীবভাবে যেমনটি ভগবানের বর্ণনা করেছেন যে, ভগবানই হচ্ছেন সব নিছক্ষ শক্তি—

[illegible]

[illegible] ॥

[illegible] ॥ ১১ ॥

[illegible]

শ্রীধরের ভাষ্য

[illegible]

অনুবাদ

[illegible]

তাৎপর্য

[illegible]

এরপরে যোগ অনুষ্ঠানের সময়ে কর-ঐশ্বর্য লাভ হয় কিনা, কিন্তু এই লাভগুলি যোগের মূল উদ্দেশ্য নয়। যোগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

[illegible] হিন্দু [illegible] হয়, তখন তিনি জীবনের [illegible] [illegible] থেকে মুক্ত [illegible]। [illegible] অনুষ্ঠানের [illegible] [illegible] [illegible] হয়, তাই [illegible] [illegible] হয়েছে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এবং যা যদি আমরা করি, তা হলে অনুচিত করিয়া আমাদের পরিত্যাগ করবেন হবে। যে সমস্ত ভোগের সম্ভার, তা কখনই সুখী হবে পারে না, কেন না তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। সুখ অনুসন্ধানী যে সমস্ত ভোগের আয়োজন সম্পন্ন বৃদ্ধি করে তাতে আমাদের কোন লাভের উপায় হবে, তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। তাহলে এমনভাবে যাজন হবে তাতে ইন্দ্রিয়সুখ কোন বাধা, যাতে করে নিজেদের আমাদের উন্নতিতে সুখী করতে হয়, তা যাতে আসে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এর মধ্যে শ্লোক দ্বারা—সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন। এই যজ্ঞ যে কোন অনুষ্ঠান করতে পারে এবং তার মধ্যে কৃষ্ণভাবনার অমৃত পান করতে পারেন।

শ্লোক ১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞশিষ্টি—যজ্ঞাবশেষ, অশিনঃ—ভোজনকারী, সন্তঃ—ভক্তগণ, মুচ্যন্তে—মুক্ত হন, সর্ব—সর্ব প্রকার, কিল্বিষৈঃ—পাপ থেকে, ভুঞ্জতে—ভোগ করে, তে—তারা, তু—নিশ্চয়, অঘম্—পাপ, পাপাঃ—পাপীরা, যে—যারা, পচন্তি—পাপ করে, আত্মকারণাৎ—নিজের জন্য।

বাঁধার গান

যজ্ঞের সাধন করি অন্ন ভোগ খায় ।
মুক্তির পথেতে চলে পাপ নাহি হয় ॥
আর ভোগ অন্ন পাক নিজ স্বার্থে করে ।
পাপের ভোগ ক্রমে বাড়ে দুঃখভোগ তারে ॥

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তগণ যজ্ঞ পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট খাদ্যই গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য খাদ্যই পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।

তাৎপর্য

যে ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণভাবনামৃত পান করেছেন, তাঁদের কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। তিনি সব যজ্ঞের ভগবানের উপাসনা করা। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪) তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

[illegible] বলা হয়েছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (যিনি সর্ব ঐশ্বর্যশালী) অথবা তাঁর বিষ্ণু (বিষ্ণুতত্ত্ব) অথবা জীবকুল (সর্বোত্তম পুরুষ)-এর চেয়ে বড় আর কেউ নেই, তাই তাঁর যজ্ঞ অন্যান্য যজ্ঞের চেয়ে অনেক বড় বলে কেউ কিছুই মনে করেন না। যদি, এই পৃথিবীর অধিবাসীরা জল, বিদ্যুৎ, আলো, আগুন আদি বিভিন্ন অধিদেবতার যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠান করেন এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করে উপযুক্ত ফল লাভ করেন। অথবা পরম পরেশের, যাঁর আজ্ঞানুসারে জল [illegible] ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞ সাধন করে থাকে, শাস্ত্রে আদেশ দেয়া আছে যদি তাঁর [illegible] তাহলে তাঁরা সেই আদেশের মধ্যে থেকে তাঁর আদি আদেশ পালন করেন। যে মানুষ যেমন ও পাপী যে কি করে সুখী হতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। যদি, সর্বোচ্চ সুখী হবার জন্য আমাদের কৃষ্ণভাবনায় উন্নত হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যা না হলে, এই পৃথিবীতে দুঃখ ও পাপই আমাদের ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৪

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্নাৎ—অন্ন থেকে, ভবন্তি—উৎপন্ন হয়, ভূতানি—প্রাণী থেকে, পর্জন্যাৎ—বৃষ্টি থেকে, অন্ন—অন্ন, সম্ভবঃ—উৎপন্ন হয়, যজ্ঞাৎ—যজ্ঞ থেকে, ভবতি—সম্ভব হয়, পর্জন্যঃ—বৃষ্টি, যজ্ঞঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কর্ম—পেশাগত কর্ম, সমুদ্ভবঃ—উদ্ভব হয়।

বাঁধার গান

অন্ন খেয়ে জীব বাঁচে অন্ন যে জীবন ।
সেই অন্ন উৎপাদনে বৃষ্টি যে কারণ ॥
সেই বৃষ্টি হয় যদি যজ্ঞ কার্যে হয় ।
সেই যজ্ঞ সাধ্য হয় কর্মের কারণ ॥

অনুবাদ

অন্ন থেকে প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং পেশাগত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ অন্যান্যদীকার তাৎপর্য বিশ্লেষণ—যে ইন্দ্রিয়সমন্বিত [illegible] সেবা [illegible] সম্পাদনে [illegible] অনুকূলতা [illegible] প্রতিষ্ঠাপনে নিযুক্ত থাকে। পরাভক্তির অবস্থায় [illegible] মনের সঙ্গে যুক্তির [illegible] বিধি। বিধি হচ্ছে শাস্ত্র [illegible] সেবার জন্য [illegible] সেবা করে, অথবা [illegible] বিধির [illegible] সেবা [illegible] করে থাকে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের [illegible] নিযুক্ত করেছেন। [illegible] পুষ্টিসাধন করার জন্য এবং [illegible] নিয়ন্ত্রণ [illegible] হয়েছে, কিন্তু [illegible] এই [illegible] সেবাকার্যে নিযুক্ত করা যায়। এখানে নদীই হলো [illegible] আছে, [illegible], [illegible] আদি [illegible] করে থাকে, যার ফলে [illegible] পরিবারে [illegible] উৎপন্ন হয়। [illegible] ইন্দ্রিয়সেবা [illegible] করা হলে [illegible] স্থান-বিশেষে [illegible] সেবা [illegible] পুষ্টিসাধন হয়, যদি [illegible] [illegible] করে পুনরায় [illegible] প্রয়োজন হয় না। এই [illegible], কৃষ্ণভাবনামৃতের [illegible] অবলম্বন করেছেন [illegible] নিয়োজন করে [illegible] [illegible] থাকেন। [illegible] ফলে [illegible] বাধ্য হয়। এখানে [illegible] গ্রহণ করার [illegible] শুধু যে [illegible] [illegible] নিয়ম [illegible] পাপ-কর্মফল [illegible] হয়ে [illegible] আছি [illegible], [illegible] প্রকৃতির [illegible] অনুকূল [illegible] থেকেও [illegible] মুক্ত হয়। [illegible] [illegible] আদি [illegible] ইন্দ্রিয়সেবায় [illegible] পারে, [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] অনুকূল [illegible] থেকে [illegible] পারে। [illegible] [illegible] অনুকূলতা [illegible] থেকে [illegible] পারে এবং [illegible] এখানে অনুশীলন করেন, [illegible] [illegible] পারে হয়। [illegible], কৃষ্ণভাবনামৃত [illegible], যিনি [illegible] কৃষ্ণভাবনামৃত [illegible] করে জীবন যাপন করেন, তিনি নিশ্চয় তাঁর [illegible] [illegible] করতে পারেন এবং এই [illegible] [illegible] উন্নতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, যে [illegible] [illegible] করে [illegible] নিয়োগ [illegible] ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য [illegible] গ্রহণ করে, তার পাপময় [illegible] থাকে এবং [illegible] অনুসারে সে পাপময় জীবনের পুনর্ভব ও দুঃখময় ফলের নিকটই পতিত [illegible], যাতে সমস্ত পাপফলের [illegible] ভোগ করতে পারে। এই জন্য [illegible] অনুকূলানুগ, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় গ্রহণ করলে সে অনুকূলতা হয় এবং সে [illegible] [illegible] অধিষ্ঠিত হয়। যদি সে [illegible] করে না, সে [illegible] অনুকূলতা [illegible] [illegible] হতে [illegible] ভোগ করে।

[illegible] পাপ-পুণ্য, [illegible] অনুকূলতা [illegible] [illegible] পাপময় অনুকূলতা [illegible] ও পাপ-পুণ্য থেকে জীবন যাপন করে। যে সময় মানুষ [illegible] [illegible] করে, [illegible] অনুকূলতাকে [illegible] উন্নতি নির্ভর করতে হয়, কারণ যে পরমাণু [illegible] করে, সেই পরমাণু [illegible] ও [illegible] উন্নতির [illegible] পুষ্টি। [illegible] বুঝতে পারি যে, [illegible] [illegible] উন্নতি নির্ভর করেই [illegible] প্রকৃতিকে জীবন যাপন করি, [illegible] [illegible] উন্নতি নির্ভর করে না। [illegible] থেকে পুষ্টি [illegible] [illegible] হয়। এই পুষ্টি নির্ভর করছে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতার। এঁরা সকলেই [illegible] [illegible] কৃষ্ণ। [illegible], [illegible], [illegible] পুষ্টি [illegible] [illegible] পুষ্টি [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

অনুবাদ

অথবা কর্ম যেমন যোগের উদ্ভব হয়েছে এবং যেমন অজ্ঞান বা অজ্ঞানের উদ্ভবের (মোক্ষ প্রাপ্তির) হয়েছে। অতএব কর্মবন্ধন দ্বারা কর্মের প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তাৎপর্য

অজ্ঞানের প্রভাবে আত্মার অবস্থান জীবনধারণ বৃদ্ধি করার জন্যই যে কর্ম করা হয়েছিল, সেই কথা এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত করা হয়েছে। পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর বহুবিধ শক্তির মধ্যে দুটি শক্তি কার্যকরী হয়, যথা অজ্ঞানের কর্মের দ্বারা জীবের বন্ধন এবং যোগের নির্দেশ অনুসারে সকাম কর্ম পালন করা। যোগের সকল কর্মপদ্ধতিগুলি বর্ণিত করা হয়েছে। যে কর্ম যোগের অনুকূলিত হয়নি, তাকে বলা হয় বিকর্ম বা পাপকর্ম। যদি, যোগের নির্দেশ অনুসারে সকল কর্ম করাটাই হবে পুণ্যবানের কাজ, তাহলে কর্মফলের জন্য যোগের মুক্ত থাকা যায়। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যোগের অনুসারে বাস্তুর নির্দেশ অনুসারে চলতে হয়, যেমনটি অর্জুনকে নির্দেশ দিয়ে পরম পরমেশ্বরের পরিচালিত হওয়াটি অনুসরণ করেছিল। যোগের সকল নির্দেশগুলি পালনটি অর্জুনের নির্দেশে যোগের উদ্ভব হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে—কর্ম করবার পূর্বেকার দুর্বলতা জীবাত্মাকে বদ্ধ করেছিল বহুবিধ কর্মফলের শৃঙ্খলে। "অতএব, বন্ধুগণ, জ্ঞানের ও অজ্ঞানের—এই দুই অবস্থা যোগের নির্দেশে যোগের উদ্ভব হয়েছে।" (ভগবদ্গীতা উপনিষদ ৪/১৬/১১) অজ্ঞানের পরিণতিতে, তিনি নির্দেশের জ্ঞানের দ্বারা বন্ধন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষেই বলা হয়েছে, কর্ম পরিণামে জ্ঞানের দ্বারা যে যোগ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুই ধরনের ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ, অজ্ঞানের দ্বারা নির্দেশনাবলী বন্ধ করতে পারেন, যাঁর বুদ্ধির দ্বারা পরিচালনা করতে পারেন। অনুরূপভাবে, জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির প্রতি বুদ্ধিমান করেন এবং তার ফলে কাজের বিধি-ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করতে হয়। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে জীব বুদ্ধি করতে পারে, এই কাজের বন্ধ জীবনের সাথে কাজ করে যোগের মুক্ত হয়ে যায় যাঁর কাজে নিয়ে আসতে পারে, সেই ধরনটি তিনি ইন্দ্রিয় জ্ঞান পান করেন। অজ্ঞানের দ্বারা দ্বারা যাঁরা, এই কাজ অনুসারে পরিণতি বন্ধ জীবটি কাজ বুদ্ধিমান করতে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকারী একজনকে বাঁধিত হয়েছে যে, অজ্ঞান যেন অজ্ঞানের বিকৃত কাজগুলিকে পরিবৃত্ত করতে পারি, অজ্ঞানের যথাযথভাবে বুদ্ধিমান পরিচালনা করে উপকার-কাজে নিয়ে যেতে পারি। কাজ জ্ঞানের বুদ্ধিমান বন্ধন যোগের মুক্ত হওয়ার জন্য জ্ঞানবান জীবনের একজন করেছেন। তাই, প্রতিটি জীবনের কর্তব্য হচ্ছে

বুদ্ধিমান্যের নিয়ন্ত্রণ হয়ে পরিবর্তন করা করা। যারা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে না, তারা যদি বুদ্ধিমান্যের বা বুদ্ধিমানি লাভ করতে পারে, তবে তাদের ইন্দ্রিয় যাপনের দ্বারা বুদ্ধিমানি লাভ হয়।

শ্লোক ১৯

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৯ ॥

এবম্—এই প্রকারে, **প্রবর্ত্তিতম্**—যেভাবে ধারা প্রবর্তিত, **চক্রম্**—চক্র, **ন**—করে না, **অনুবর্ত্তয়তি**—যেতে, **ইহ**—এই জীবনে, **যঃ**—যিনি, **অঘায়ুঃ**—পাপপূর্ণ জীবন, **ইন্দ্রিয়ারামঃ**—ইন্দ্রিয়সুখে, **মোঘম্**—বৃথা, **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র (অর্জুন), **সঃ**—সেই ব্যক্তি, **জীবতি**—জীবন ধারণ করে।

বাংলার পদ্য

সেই যে প্রাণের চক্র আছে প্রবর্ত্তিত।
যে চক্রে যে আছি হয় বিশেষ বর্ত্তিত ॥
পাপের জীবন তার অতি অকারণ।
ইন্দ্রিয় জীবনে করে পাপ পরায়ণ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি এই জীবনে যেভাবে ধারা প্রবর্তিত চক্র অনুসরণে পথ অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।

তাৎপর্য

বৈদিক জীবন-পদ্ধতি অনুযায়ী, অন্তরের পরিবারের ধারা কর্ম উপলব্ধি করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার যে অধীনে প্রবর্তিত, তা যদি অজ্ঞানের পাপের জীবন যাপন অপরাধ বা পরিবারে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি, যারা কর্ম-জাগতিক বুদ্ধিমান করতে হয়, তাদের এই পথের চক্র অনুবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। যারা তা করে না, তারা অবশ্যই জীবন যাপন করবে, কারণ তারা পাপের ভোগের জন্যই ভোগে হবেন এবং তারা জন্মেই অধঃপতিত হবে। প্রকৃতির নিয়মে এই অনুসরণ-জীবন পদ্ধতির বিশেষ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কর্মফলের, অজ্ঞানের ও অবিদ্যাপ্রভাবের মধ্যে

[illegible] উপলব্ধি করে তাদের উপলব্ধি করা। পাপ-পুণ্যের অতীত পরমাত্মাকেই পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার পর মানুষের করার কোনো অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু তারা কর্ম নিষ্পাদনের নিমিত্ত, অথবা এই কথার যথার্থ তাৎপর্য বোঝাবার নিমিত্ত পরিত্যাগ হওয়া উচিত নয়। মানুষ নানা ধারণার বশে নিজে বিভ্রান্ত পারে। কিন্তু জ্ঞানীগণের কোনো কর্ম না করা হলে সমস্ত কর্মই অবিলম্বে এর বিপরীত-প্রতিক্রিয়া জন্ম, তাই পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তি কাজের পরিণাম ভাল লাগল করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ কর্মফল-লাভের সন্ধানে ব্যস্ত, তারা বিপরীতমুখে কোনো কাজের হয়। জ্ঞানীগণ জীবন্মুক্ত হবেই তারা যদি তাদের কাজ যথাযথ সম্পাদিত করেন, তাহলে তারা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন কোনো করতে পারে, অথবা যেটি কর্মফলের সন্ধানে ব্যস্তদের না দ্বারা পড়ে। এই জ্ঞানীগণ বিভিন্ন শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী উপদেশ দিতেন করে না, যা নির্দেশ পাঠ করলেন জ্ঞানীগণের পালনীয়কর্ম বর্ণনা, তিনি আচারাচরণ যেন-তেনটি উপদেশ। তাই, যেমনটি নির্দেশ অনুসারে বলা করে যেন-তেনটিকে বুদ্ধি করা হলে পূর্ণজ্ঞানীর কর্মবিধি বিধিটি অধিক হয়। জ্ঞানবৃদ্ধিতে প্রকাশ হয় যে, নির্দিষ্ট যেন-তেনটিকে বুদ্ধি করলে কাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু সাধারণের যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য থাকে, জ্ঞানীগণ জীবন্মুক্তের বুদ্ধি করা কোনো প্রয়োজনে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন কারণে ঐশ্বরিক অবতার কৃষ্ণভাবনার নির্দেশ হয়। কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য যদি অবতার কৃষ্ণভাবনার উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে কৃষ্ণের হাতে, তা কোনো উদ্দেশ্যেরই ঐশ্বরিক অবতার-অনুষ্ঠান হয়ে যায় কিন্তু না। তাই অনুসারে কর্তব্য হবে, যেমনটি নির্দেশমতোই যেমনটি ঐশ্বরিক অবতার-অনুষ্ঠানের অবশ্য নীতির না তেমন, তার অবশ্যই কৃষ্ণভাবনা পালনের চেষ্টা করা।

শ্লোক ২৭

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে, তু—কিন্তু, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—অহঙ্কারে, প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি, ক্রিয়মাণানি—অনুষ্ঠিত, গুণৈঃ—গুণের দ্বারা, কর্মাণি—কর্মসমূহ, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে, অহম্—আমি, কর্তা—কর্তা, ইতি—এই, মন্যতে—মনে করে।

বঙ্গানুবাদ

আর যে বুদ্ধিহীন অহঙ্কারবশে।
কর্তা কর্ম কিছু নাই করিলাম জ্ঞানে ॥

পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানবান অভিজ্ঞ করে যেই।
অহঙ্কার অহমিকা বুদ্ধিহীন অজ্ঞানেই ॥

অনুবাদ

কিন্তু যে ব্যক্তি অহঙ্কারে মোহিত, অজ্ঞানে প্রকৃত এবং অজ্ঞানেই মজুরি, তিনি কোনো কর্তাকর্ম নেই।

তাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনায় কৃষ্ণভাবনামৃতের যোগ কৃষ্ণচেতনাহীন যিনি কৃষ্ণভাবনায় নয়, তাঁর কোনো কোনো কর্তব্য নেই। কৃষ্ণভাবনা লাভ করার অভিপ্রায়ে তাঁর অজ্ঞান কৃষ্ণভাবনায় কর্তব্যকর্ম হয়ে পড়ি হয়েছে। তাহলে তাহলে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যে ফল লাভ করা যায় না, কৃষ্ণভাবনার অভাবে তা দুঃখের মধ্যে পরিণত হয়। এরপর যেমন যজ্ঞ হলে জীব পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর নিত্যসম্পর্ক সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন। অজ্ঞান ব্যক্তিরা কৃষ্ণের জীব কর্তব্যকর্ম যথা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয় এবং তাই তিনি যদি তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য-অকর্তব্যের পরিচালনা অনুসারে আচরণ না। এই কোনো কৃষ্ণভক্ত জীবের যদি কিছু নিয়মাবলি পালনের যা এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বাধা জীব যদি কোনো যোগ না।

শ্লোক ২৮-২৯

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতেঃ গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কিন্তু, তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞানী, তু—তবে, মহাবাহো—হে মহাবাহু, গুণকর্মবিভাগয়োঃ—গুণ ও কর্মের বিভাগ, গুণাঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ, গুণেষু—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে, বর্তন্তে—বিচরণ করে, ইতি—এই, মত্বা—মনে করে, ন—না, সজ্জতে—আসক্ত হয়, প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির, গুণসম্মূঢ়াঃ—গুণের দ্বারা মোহিত, সজ্জন্তে—আসক্ত হয়, গুণকর্মসু—গুণ ও কর্মে, তান্—তাদের, অকৃৎস্নবিদঃ—অল্পজ্ঞ, মন্দান্—অজ্ঞ, কৃৎস্নবিৎ—পূর্ণজ্ঞানী, ন—না, বিচালয়েৎ—বিচলিত করা।

বঙ্গানুবাদ

তত্ত্বজ্ঞানী যিনি অহমিকাবশে মোহিত।
কর্তাকর্তব্য যারা কিছু [illegible] করেন ॥

সে নয়ে কারণে কর্মী নিষ্কর্ম সাধনে ।
সর্বস্ব ত্যাগেতে পূর্ণ শরণ্য শরণে ॥

অনুবাদ

আত্মজ্ঞান অনুকূলকারী কর্মিগণ এই জগতে কর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই; এবং এই জগতে কর্ম না করারও কোন কারণ নেই। তাঁদের অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতেও হয় না।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে উপলব্ধি করে জানতে পেরেছেন যে, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তিনি আর সাধারণ কর্মীর-মতো কর্মফলের পিছনে ধাবমান থাকেন না। কারণ, তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাটাই হচ্ছে একমাত্র কর্তব্যকর্ম। তাঁদেরে আত্মজ্ঞান লাভ করার পর আর কোন কর্মপদ্ধতি-অনুসরণ জীবন ধারণ করে। কিন্তু পারমার্থী ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভ অবশ্যকর্তব্য পুরুষের নিয়োজিত, নিজের, অথবা সেবাকার্যে কৃষ্ণভক্তির লাভ করতে পারে না। কারণ, কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে হচ্ছে কৃষ্ণসেবা, শ্রীকৃষ্ণের সাথে কথা, যাঁর কৃষ্ণভক্তি একটি পুরুষোত্তম জীব হচ্ছে তেমন। তিনি ব্যক্তিটি অনুষ্ঠানে জ্ঞানলাভের সেবার নিয়োজিত থাকেন। অন্যদের সেবা-প্রবৃত্তিতে পূজা করাটাও কর্তব্য হচ্ছে, কৃষ্ণলাভের জন্য যেন থাকেন না। কারণ, তিনি জানেন, সেবার জ্ঞানলাভের সেবা করাটাই কর্তব্যের সেবা করা হয়।

শ্লোক ১৯

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব, অসক্তঃ—আসক্তি রহিত হয়ে, সততম্—সর্বদা, কার্যম্—করণীয়, কর্ম—কর্ম, সমাচর—অনুষ্ঠান কর, অসক্তঃ—আসক্তি হয়ে, হি—অবশ্যই, আচরন্—অনুষ্ঠান করলে, কর্ম—কর্ম, পরম্—পরাকাষ্ঠা, আপ্নোতি—লাভ হয়, পুরুষঃ—মানুষ।

বাংলা পদ্য

অতএব অনাসক্ত হয়ে কার্য কর ।
যুক্ত নিষ্কাম সেই আচরে হও দৃঢ় ॥

অনাসক্ত কার্য করে পরম পদেরে ।
যোগ্য হয় জনে জনে সে পদ লভিবে ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার মাধ্যমে মানুষ পরমপুরুষকে লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

নিষ্কিঞ্চনতাটি কর্মী বুঝি হয়, কিন্তু তাঁর কেবল পরম পুরুষ ভগবানের জন্য; তাই, বস্তুজগত ব্যতীতভাবে কর্ম যেটি ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁকে-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ কৃষ্ণ করার লাগেন, কারণ সেটি তিনি তাঁর ইচ্ছা। তাঁর কর্ম করে, অধিকন্তু তাঁর পালন করে অন্য মানুষ যাঁরা কর্মফলে, কিন্তু সব-সময়, অন্য-জন, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিচারে না করে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাটাই হচ্ছে নিয়োগ। এটাই হচ্ছে কর্মযোগের কর্ম, জ্ঞানলাভ নিজেরই সেটি উদ্দেশ্য নিয়ে (যোগের)।

নৈষ্কর্ম্য অবস্থায় অনুষ্ঠান, কাম্য-কর্ম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় উপভোগের অধিক কাজে কর্তব্যে কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। কিন্তু জ্ঞানলাভের সেবার যে কর্ম অধিক হয়, তা অবশ্যকর্তব্য কর্ম এবং তা শুদ্ধ ও আসক্ত কর্মফলের অধীন। কৃষ্ণভক্তের পালন যেকোন কর্ম করেন, তা তিনি নিজ জ্ঞানলাভের কারণে জন্য করেন না, তা তিনি কারণে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য। জ্ঞানলাভের সেবা করার জন্য তিনি নানা প্রকার কর্ম করেন, কিন্তু সেটি পরমার্থ কর্ম যেহেতু তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন থাকেন।

শ্লোক ২০

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

কর্মণা—কর্মের দ্বারা, এব—কেবল, হি—অবশ্যই, সংসিদ্ধিম্—সিদ্ধি, আস্থিতাঃ—যাঁরা অবস্থিত হয়েছেন, জনকাদয়ঃ—জনক আদি রাজাগণ, লোকসংগ্রহম্—জনসাধারণের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এব অপি—ও, সম্পশ্যন্—বিবেচনা করে, কর্তুম্—কর্ম করা, অর্হসি—উচিত।

গীতার গান

জনকাদি মহাজন কর্ম দ্বারা করি ।
সিদ্ধিলাভ করেছিল জানিনি আচরি ॥
তুমিও সেজন কর লোকশিক্ষা লাগি ।
লাভ নাই কিছুমাত্র ত্যজি ইহাগী ॥

অনুবাদ

জনক আদি মহাজনেরা কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব, জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত।

তাৎপর্য

জনক রাজা আদি মহাজনেরা ছিলেন ক্ষত্রিয়-রাজর্ষি, যাঁরা বেদের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ, দান-ধর্ম করতে কোন বাধাবিপত্তির সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার জন্য তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শাস্ত্রের বিধির সাথে সামঞ্জস্য অনুষ্ঠান করতেন। কিন্তু তারা ছিলেন নীতিবাদীর নিম্ন এবং নীতিবাদের স্বরূপ। জনসাধারণ যাঁরা শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিক জানে না তাঁদের জন্য তিনি উদাহরণ হিসেবে, কিন্তু যেহেতু তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী বিষয়ে জ্ঞানের একটী অবস্থায়। তারা ছিলেন, যাঁরা তাঁর জ্ঞানদানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি শাস্ত্রের বাণীর অনুষ্ঠান করতেন। তাহলেই, জনসাধারণ নিশ্চয়ই এবং তাঁর উদাহরণ স্বরূপ অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ হওয়ার যোগ্যতা ছিল না, কিন্তু অনুষ্ঠানের কার্য হলো তিনি জনসাধারণের মধ্যে আচরণের জন্য, এটী কথা সমাধানে অনুসারে যোগাযোগ করাই, তাঁরা পুনঃ জেগেছিলেন। কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণতার স্তরে, শাস্ত্রি জ্ঞানের কথার জন্য নির্দেশের যেটি কথা বলেছিল, এমন কি জনসাধারণ নিশ্চয়ই নিজেরও লাভ তেমনি করেছিলেন, কিন্তু পূর্ণতার পূর্ণ সাধারণী কর্মসাধিকা। এটী কারণে অনুসরণ করার কারণে নিজের অবস্থা নিয়ে যাওয়ার নিম্নস্তর শিক্ষা দেওয়াটা অসম্ভবই করেন। যদিও কৃষ্ণভাবনায় জনসাধারণের জন্য জনগণের প্রতি কোন কথা স্পষ্ট নেই, কিন্তু অনুসরণ তিনি শাস্ত্রের অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কর্মকাণ্ডগুলি সম্পাদন করেন। অধিকন্তু কৃষ্ণভাবনায় এমনভাবে কর্ম করেন, যাতে সাধারণ তাঁর অনুগামী হতে জনসাধারণ শাস্ত্র করতে পারে। সেটী কথা শাস্ত্রগুলি কোথায় বলা হয়েছে।

শ্লোক ২১

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

যৎ যৎ—যেভাবে যেভাবে, আচরতি—আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠঃ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তৎ তৎ—সেই সেভাবেই, এব—অবশ্যই, ইতরঃ—সাধারণ, জনঃ—মানুষ, সঃ—তিনি, যৎ—যা, প্রমাণম্—প্রমাণ, কুরুতে—স্বীকার করেন, লোকঃ—সারা পৃথিবী, তৎ—তা, অনুবর্ততে—অনুসরণ করে।

গীতার গান

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করে লোকের আদর্শ ।
ইতর জনতা যাহা করে তার হর্ষ ॥
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কিছু প্রমাণ স্বীকারে ।
তাহাই স্বীকার্য হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সারা পৃথিবী তারই অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষদের একটী একমাত্র নেতার প্রয়োজন হয়, যিনি নিজের আচরণের দ্বারাই তাদের শিক্ষা দিতে পারেন। যে কোন নিজেই কৃষ্ণভাবনার ব্যক্তি আছেন, তিনি জনসাধারণকে কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচ্যুত হতে শিক্ষা দিতে পারেন না। নীতিবাদের অর্থই হচ্ছে শাস্ত্রের, শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাস্ত্রের আদেশ নেওয়াটী নিজেদের নীতিবাদের আচরণ করা উচিত। একারণেই তিনি শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় আচার্য অথবা গুরুদেব শিক্ষক। যাঁরা, জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকের অবশ্যই শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হয়। যেটি যদি শাস্ত্র-নীতিবুদ্ধি জনতার কাছে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক হতে চায়, তাহলে কোন কাজ তো হবেই না, বরং অধিক ক্ষতি। অনুগামীরা ও এটী জানেন শাস্ত্রে জনগণের নিজেরা শাস্ত্রের-বাক্যের গুরু হোলেন শিক্ষা দিতে যোগ্য এবং এই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সমাজের গুরু হোলেন তাঁদের অনুসরণ করেন। একারণেই জনসাধারণ শিক্ষা এই সমাজের আদর্শ শাস্ত্র অনুগামী

[illegible] ছিলেন। তিনি নিজের ইচ্ছাই পালন করেন, তাঁর আদর্শ নীতি অনুসরণ করা উচিত, যা প্রকৃত আত্মোন্নতি করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলেছেন, পূর্বজন মহাজনদের পন্থাই অনুসরণ করা শ্রেয়স্কর বলে উচিত, যা হলেই পরমাত্মিক জীবনের উন্নতি লাভ করা যায়। রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান, পিতা ও শিক্ষক হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই সেবিত জনগণের পথপ্রদর্শক। জনসাধারণকে পরিচালনা করার জন্য নেতার উপদেশ উপর নির্ভর করেছে। যদি তাঁরাই উচিত, শাস্ত্রের বাণী উপলব্ধি করে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জনসাধারণকে পরিচালিত করে, এবং আদর্শ স্থাপন করে থেকে। এটি কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু এর ফলে যে সমাজ গড়ে উঠবে, তাকে অতিশয় অনুকূল জীবন বলেই গণ্য হবে।

শ্লোক ২২

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

ন—না, মে—আমার, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, অস্তি—আছে, কর্তব্যম্—কর্তব্য, ত্রিষু—তিন, লোকেষু—লোকে, কিঞ্চন—কোন, ন—না, অনবাপ্তম্—পাওয়া, অবাপ্তব্যম্—পাবার, বর্তে—নিত্য আছি, এব—অবশ্যই, চ—ও, কর্মণি—শাস্ত্রোক্ত কর্মে।

বঙ্গানুবাদ

হে পার্থ! এই ত্রিভুবনে আমার কিছুই কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্ত কিছু নেই এবং প্রাপ্তব্যও কিছু নেই। তবুও আমি কর্মে আসক্ত আছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে পুরুষোত্তম ভগবানের অর্জুনকে বলা হচ্ছে—

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা
করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা
দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ
প্রারভতে নরঃ সুখম্।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা
পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥

"অধিষ্ঠান হচ্ছেন দিব্যজ্ঞানের পাত্র, দিব্যজ্ঞান এবং জ্ঞেয়তত্ত্বের পাত্র (জ্ঞেয়তত্ত্ব)। জ্ঞানপ্রাপ্তি হচ্ছে দিব্যজ্ঞানবিধি। তিনিই জ্ঞানলাভে দিব্য দিব্য শক্তি লাভ করেন, তাঁকে জ্ঞেয়ী পরমেশ্বর বলে। তিনি সমস্ত জ্ঞেয়তত্ত্বের পূজ্য এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত শক্তির পরম শক্তি। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত ক্রিয়াশক্তি ও নিষ্ক্রিয়তা শক্তির, সমস্তের পূজ্য। তাঁর থেকে বড় আর কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

"তাঁর কোন প্রয়োজন জীবের আছে বলে। তাঁর কোন এবং তাঁর পালনের জন্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি পরমাত্মক। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন (বহু-কোন ইন্দ্রিয়ের কর্ম সমস্ত করতে পারে। যদি তাঁর কোন কর্ম, কারণ নেই নেই, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর শক্তি অসীম ও বহুমুখী, যদি তাঁর সমস্ত কর্ম স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হয়ে থাকে।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৭-৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর, এটি তাঁর কোন কর্তব্য নেই। কর্তব্য বলে যাদের কোন কারণ হয়, যাদের অনেক কর্তব্যকর্ম করতে নির্দেশ দেওয়া থাকে। কিন্তু এই ত্রিভুবনে তাঁর কোন কিছুই লাভ নেই, তাঁর কোন কর্তব্যকর্মও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত কৃষ্ণভাবনার পুরুষোত্তম ঈশ্বরীয় কোন কৃষ্টির সম্মান করার নিমিত্ত পালন করেছেন, কেন না সাধারণ প্রজা যাতে অনুসরণ করতে। যদিও তিনি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অধীন, কিন্তু তবুও তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করেন না।

শ্লোক ২৩

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

যদি—যদি, হি—অবশ্যই, অহম্—আমি, ন—না, বর্তেয়ম্—বর্তমান হই, জাতু—কখনও, অতন্দ্রিতঃ—শ্রান্তিহীন ভাবে, জাতু—কখনও, ন—না, বর্তেয়ম্—বর্তমান হতাম, মম—আমার, পার্থ—হে পার্থ, অনুবর্তন্তে—অনুসরণ করবে, মনুষ্যাঃ—সমস্ত মানুষ, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

বাংলা পদ্য

যদি যদি কর্ম আমি অতন্দ্রিত হয়ে।
তবে পার্থ সবে অনুগমন করয়ে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যদি আমি অলস হয়ে কর্মকর্তব্য বর্তমান না হই, তবে আমার অনুগামী হয়ে সমস্ত মানুষই কর্ম বাদ করবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্মের সুশৃঙ্খল সামাজিক-ব্যবস্থা যদি কৃষ্ণভাবে হয়, এবং এইভাবে সমাজকে যদি যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করা হয়, তাহলেই সমস্ত অনুগামীরা নিজের ও পরস্পরের অনুগমন করে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হয়। এই সমস্ত নিয়মকানুনের বিধি-নিষেধের কোনো কিছু জীবনের জন্য, অবসানের জন্য নয়। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের জন্য আমরণ অপেক্ষা করেছিলেন, তাই তিনি শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত বিধির অনুগামী করেছিলেন। অবশেষে এখানে বোঝানো হচ্ছে, যদি তিনি এই সমস্ত বিধি-নিষেধের অধীনস্থ না থাকেন, তবে তাঁর সমস্ত অনুগামী কর্তব্যকর্মহীন হয়ে উঠবে। শ্রীকৃষ্ণের থেকে আমরা জানতে পারি, এই পৃথিবীতে অবতার করার সময় অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ যতো-খানি তাঁর পুরোহিতের সমস্ত বিধি যথাযথ অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

উৎসীদেয়ুঃ—ধ্বংস হবে, ইমে—এই সমস্ত, লোকাঃ—সমস্ত লোক, ন—না, কুর্যাম্—করি, কর্ম—শাস্ত্রোক্ত কর্ম, চেৎ—যদি, অহম্—আমি, সঙ্করস্য—

অবিশুদ্ধতার, চ—এবং, কর্তা—কর্তা, স্যাম্—হব, উপহন্যাম্—বিনষ্ট হবে, ইমাঃ—এই সমস্ত, প্রজাঃ—জীব।

বাংলা পদ্য

ফল এই হবে সবাই উচ্ছন্ন যাবে।
আমার বর্ণিত পথ কেবল অভাবে ॥
নিমি আর কিছু নাহি হবে বর্ণাশ্রমে।
নিশ্চিত জীবন এই প্রজারা সকলে ॥

অনুবাদ

আমি যদি কর্ম না করি, তা হলে এই সমস্ত লোক ধ্বংসের হবে। আমি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রবর্তক হব এবং তার ফলে আমার দ্বারা সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা অনুসারে আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমাজ জীবনে ঘটে এবং তার ফলে সমাজের শান্তি ও সুখলাভ হয়ে থাকে। এই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা যোগ্য করার জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া আছে, যা অনুসরণ করার জন্য মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয় এবং পুরুষ মহাকাশলোকের জীবে উন্নতিসাধন লাভ করতে পারে। অবশেষে যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জীবের সর্বাঙ্গীণ প্রকল্প সাধনের জন্য এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের তাৎপর্য ও তাদের সমাজ ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণ দৃষ্টান্ত দেন। অবশেষে তাঁরই সমস্ত জগতের নিয়ন্তা, যদি জীবন যদি নিয়মানুগামী হয়ে সমস্তই হয়, পক্ষান্তরে অবশ্যই যদি তাদের অধঃপতন হয়। যদি, অনুচর সমস্ত শাস্ত্রোক্ত অনুশাসন না মেনে স্বেচ্ছাচারিতা করতে থাকে, তখন তাদের নিজে অবতরণ করে সুখময় সমাজের শান্তি ও সুখলাভ প্রতিষ্ঠা করেন। যেমনটি আমাদের মতো জীবনে হয়ে, অবশ্যমেধ শাস্ত্রে অনুশাসন করাই আমাদের কর্তব্য, অবশ্যমেধে অনুসরণ করা যেন কখনোই আমাদের উচিত নয়। অনুসরণ করা আর অনুকরণ করা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। অবশ্যই জীব নিজেদের যেমনটি পর্যায়ে ভুলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জীবের অনুকরণ করে আমরা যেমনটি পারি তেমনটি পারি না। যেমন অনুসরণের পথে যা করা অসম্ভব নয়। অবশ্যমেধে সমস্ত বিধিটি আমাদের, জীব জীবন অনুসরণ করে অবশ্যই হবার যেটি করা দুর্বিষহই নয়। যদি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, জীবের অনুসরণ করে আমাদের জীবনের

মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ পারবে, সেজন্য অবশ্যই তাঁর যথাযথভাবে নীতির অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/৯৯-৩১) বলা হয়েছে—

> দেবর্ষি নারদোঽস্মাকং মানধৌ ধর্মবিৎ সতাম্।
> নিগৃহ্যাকারমেতীহ লোকান্ কামচরো মুনিঃ॥
> ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়েষু বিহারিণঃ।
> তেষাং যৎ প্রসৃতিমুগ্রং ধৃতিগ্রাহেণ সারথেঃ॥

"আমার এবং তাঁর শক্তিতে শক্তিমান আমাদের ঐতিহ্যে আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য। দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রলোক আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য করে এবং তিনি মহান বুদ্ধিমান, যে স্বেচ্ছাচারিতায় এই সারা ইন্দ্রিয়লোকটিকে পালন করে। কিন্তু আমাদের মন সবসময় সকল আশা উচিত মতে আমাদের কখনও ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ না করি। যেহেতিকে মহাজনের অনুসরণ করে ঠিক পথে করা আমাদের কর্তব্যই উচিত নয়।"

আমাদের কর্তব্য নিশ্চিতরূপে পথ নির্দেশনা করা উচিত, যখনই তাঁরা অধিক অবস্থানগুলিতে হন ও তাঁদের শক্তি মানুষদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এটি সম্ভব শক্তি দ্বারা, আমার আমাদের শক্তিসম্পন্ন নিয়মের অনুসরণ করা উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ইঁদের অনুসরণ করা। সমুদ্র-মন্থনের সময় যে বিষ উঠেছিল, তা পান করে মহাদেব কাশীতে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু যেসব আমাদের মধ্যে শক্তি আছে এবং কথা বিষের পান করে, তারা তার মৃত্যু আনয়নকারী। কিন্তু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের মহাদেবের স্তরে বলে দাবি করে এবং মহাদেবের বিষ পানকারী অনুসরণ করে পৌঁছা আদি অনুকরণ পান করে। তারা জানে না, এর মধ্যেতে আমাদের মৃত্যুকে তারা ডেকে আনবে। যেমনটি, কিছু ব্যক্তি মুক্তপুরুষের দেখা যায়, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করবার জন্য অনাচারের আদি অনুকরণ করে—কামনীয়ের অনুসরণ করে। তারা জেনেও জেনে না, অনাচারের দ্বারা যেমনটি আদি রোগগ্রস্ত অবস্থা আসে এটি। যদি শক্তিমানের অনুকরণ না করে উহাকে অনুসরণ করাটিই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমাদের শিক্ষা যেমন জন্য আমাকে যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা পালন করাটাই আমাদের পরমার্থ আদির হবে। কিন্তু যা না করে, যদি আমরা নিজেরাই অনাচার করতে যাই, তা হবে আমাদের অবনতির অনাদিকি। আমাদের কাজের এর আমাদের যেন জেনে—যেমন ঐশ্বরের জন্য আমাকে এর নিজেদের অনাচারের আমাদের পাপ হয়ে থাকে, কিন্তু যদি শক্তিমান অনাচারের যদি শক্তিমানের যেন নিজেই আমাদের মধ্যে যেন না।

শ্লোক ২৫

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫॥

সক্তাঃ—আসক্ত হয়ে, কর্মণি—কর্তব্যের কাজে, অবিদ্বাংসঃ—অজ্ঞানী ব্যক্তিরা, যথা—যেমন, কুর্বন্তি—করে, ভারত—হে ভরতবংশীয়, কুর্যাৎ—করা উচিত, বিদ্বান্—জ্ঞানী ব্যক্তি, তথা—সেমন, অসক্তঃ—আসক্তি রহিত হয়ে, চিকীর্ষুঃ—পরিচালিত করতে ইচ্ছা করে, লোকসংগ্রহম্—জনসাধারণকে।

বাংলায় অনুবাদ

হে ভারত! অজ্ঞানীরা যেমন কর্তব্যকর্মের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে, জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কর্ম করবেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের জন্য এবং কৃষ্ণভক্তির-নিয়ম পালনের জন্য পার্থিব হয়ে, তাদের কার্যাবলিতে পার্থিব। কৃষ্ণভাবনার উন্নতি সাধনের পক্ষে যা সহায়ক নয়, কৃষ্ণভাবনার জন্য সেই সমস্ত কর্ম করার নয়। অজ্ঞানীরা সমাজের আসক্ত কার্যকলাপে কর্ম করে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করাটাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করে এবং এটি পাপ মনে হয়, কিন্তু সাধারণের মূর্খ মানুষ যারা সমাজ কর্ম করে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন যারা কর্ম করে জীবনের তৃপ্তি লাভ করবার জন্য। তাই মানব-সমাজের কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করবার জন্যেই, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণ পরিচালিত করতে পারেন। কর্মযোগের অর্থের হচ্ছে জীবন অন্য-মুক্ত কর্ম-পদ্ধতি হচ্ছে পাপ পাপের, এই পদ্ধতির নিয়মের ঈশ্বরের ইচ্ছাতে কর্মের করা যায়, যা কেবল ঈশ্বরই জানতে পারেন।

শ্লোক ২৬

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

ন—না, বুদ্ধিভেদম্—বুদ্ধিনাশ, জনয়েৎ—জন্মানো উচিত, অজ্ঞানাম্—অজ্ঞ ব্যক্তিদের, কর্মসঙ্গিনাম্—কর্মফলের প্রতি আসক্ত, জোষয়েৎ—নিযুক্ত করা উচিত, সর্ব—সমস্ত, কর্মাণি—কর্ম, বিদ্বান্—জ্ঞানবান, যুক্তঃ—যুক্ত হয়ে, সমাচরন্—অনুষ্ঠান করে।

বাঙ্গলা পদ্য

বুদ্ধিভেদ নাহি করি যুক্ত কর্মীগণে ।
অজ্ঞানী যে হয় তারা আসক্ত যে কর্মে ॥
জ্ঞানী যে সমাধানে হয়ে সর্বকর্ম যাজে ।
জ্ঞানীর অজ্ঞানী সব অধিকারে মাজে ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কর্মাসক্ত অজ্ঞানীদের বুদ্ধি বিনাশ করবেন না। বরং, তাঁরা অভিযুক্ত চিত্তে স্বয়ং কর্ম অনুষ্ঠান করে অজ্ঞানীদের কর্মে প্রবৃত্ত করাবেন।

তাৎপর্য

যোগিন্দ্র অর্জুনকে বলেন। যেহেতু যাদের যোগের শেষ কথা। যোগের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, যম-নিয়ম আদি, এমন কি আর কর্মফলাসক্তদের সমাজ নিয়ন্ত্রিত একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। যেহেতু সব জীবেরা তাদের আজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অধীন, তাই তারা সেই উদ্দেশ্যে কেবল অনুষ্ঠান করে। কিন্তু দৈবিক আচার-অনুষ্ঠানের বিধি-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সমাজে কর্ম ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাধ্যমে মানুষ ক্রমশঃ কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হয়। তাই কৃষ্ণ-ভক্তিহীন কৃষ্ণভাবনা অজ্ঞানীদের কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তে বাধা দেওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা দেন, কিভাবে সমস্ত কার্যের ফল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করা যেতে পারে। অধিক কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি একমাত্র আচরণ করেন, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যেহেতু-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি

সেবাকার্যের উৎসাহ করতে পারে, তাদের কি করা কর্তব্য। তাঁদের কৃষ্ণভাবনাহীন কাজ দেখানোর জন্য তাদের সেবায় উচিত নয়, কারণ তারা ইন্দ্রিয়ের কৃষ্ণভাবনা দৈবিক অনুষ্ঠানের বিধি-নিয়মের না করে যাজনী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। এই সমাজে অজ্ঞানীদের সেবাকার্যের পক্ষে দৈবিক আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে তারা কোন বিশুদ্ধি লাভের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কারণ-ব্রহ্মাণ্ডের অনুসারে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে সর্বতোভাবে পবিত্র হয়।

শ্লোক ২৭

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির, ক্রিয়মাণানি—নিয়োজিত, গুণৈঃ—জড়ের দ্বারা, কর্মাণি—সকল কর্ম, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে, অহঙ্কার-বিমূঢ়—অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, আত্মা—আত্মা, কর্তা—কর্তা, অহম্—আমি, ইতি—এভাবে, মন্যতে—মনে করে।

বাঙ্গলা পদ্য

বিদ্বান পুরুষের হয় এই মত সেন ।
প্রকৃতির বশ এক অন্য সে বিজ্ঞান ॥
প্রকৃতির গুণে বশ কার্য করি যান ।
অহঙ্কারে মত হয়ে নিজে কর্তা হয় ॥
জ্ঞানবান পরিত্রাণ প্রকৃতির মানে ।
সেহে আত্মবুদ্ধি করে অজ্ঞানের স্থানে ॥

অনুবাদ

অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব তাদের প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ত্রিগুণময় সমস্ত কার্যকে জীব কর্তা মনে করে 'আমি কর্তা'—এই ভ্রমে অভিভূত করে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি ও দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিটি, এদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলিকে একটি পরিষ্কারভাবে জানা উচিত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির

[illegible] এবং অধীন অবস্থান করেছে। যে যোগের-পুরুষোত্তম, যে মহাত্মাদের মধ্যে হয় নিত্যযোগী, তাদের কিছু কর্মই পাপ মধ্যে করে। যে কারণে না যে, তাদের যোগের মাধ্যমে যে সমস্ত কর্ম অধিক হয়েছে, তা অধীই হয়েছে প্রকৃতির পরিবেশনের এবং এই প্রকৃতির পরিবেশের হয়েছে ভগবানেরই নির্দেশ অনুসারে। জড়-জগতের অনুসারে বুঝতে পারে না যে, যে সর্বোচ্চস্তরের ভগবানের নিত্যপুরুষেরা। অন্যদের মধ্যেও যিনি যে আছে, যে নিজেকে কর্তা মনে করে করে থাকে, যে জীবনধারণে কর্ম পাপ হয়েছে, এই সমস্ত প্রকৃতির যে নিজেই প্রকাশ করে। এটিই হচ্ছে সমস্তকর্মের কারণ। যে কারণে না যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহটি পাপ পুণ্যেরাদের ভগবানের নির্দেশে তারা প্রকৃতির সৃষ্টি এবং দেহী আত্মাই কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় ও অকর্মণ্য সমস্ত কাজই শ্রীকৃষ্ণের যোগের নিয়োগ অনুসারে হয়। যোগের-পুরুষোত্তম অনুসরণ পুরুষ যে, ভগবান হচ্ছেন অধীশ্বর, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। অজ্ঞানতা পাপে তার ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানেরই অধীনে হয়ে থাকে এবং ইন্দ্রিয়গুলি যোগে কাজ করে থাকে অনুসরণ পরমেশ্বরের অধীনে তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে এবং তারাই জানে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়।

শ্লোক ২৮

মত্তস্তিষু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

মত্তস্তিষু—কারণ, তু—কিন্তু, মহাবাহো—হে মহাবীর, গুণকর্ম—প্রকৃতির সকাম কর্ম, বিভাগয়োঃ—পার্থক্য, গুণাঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ, গুণেষু—ইন্দ্রিয়-বিষয়ে, বর্তন্তে—প্রবৃত্ত হয়, ইতি—এভাবে, মত্বা—মনে করে, ন—না, সজ্জতে—আসক্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ

মত্তস্তিষু, হে মহাবীর অর্জুন, গুণকর্ম।
গুণ দ্বারা কার্য হয় জ্ঞানে সত্যমর্ম ॥
অজ্ঞানের গুণকার্য না করে সজ্ঞান।
প্রকৃতির গুণকার্য আসক্ত না হন ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুণকর্মবিভাগের কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য জানেন বলেই তিনি অনাসক্ত হয়ে, কখনও ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়ে পড়েন না।

তাৎপর্য

যিনি মহাত্মা, তিনি পূর্ণ জিজ্ঞাসু হয়েছেন যে, কারা প্রকৃতির সাথে যিনি প্রতিনিয়ত লিপ্ত হয়ে আছেন। তিনি জানেন যে, তিনি হচ্ছেন শুধু পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধিনেতা। কাজেই এখন এই কারণে প্রকৃতির সাথে প্রকৃত কারণ নয়। পরিবেশনের ভগবানের অধিনেতা ভগবানের তিনি তাঁর প্রকৃত কারণ জানেন। তিনি ভগবানের কারণেই যে, যেহেতু যা যেহেতু কারণে তিনি যেহেতুপ্রকৃতির কারণ হয়ে পড়েছেন। তাঁর তত্ত্ব জানার তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিয়ন্ত্রণে এবং প্রকৃতি পরিবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগের সমস্ত কর্ম কর্মই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। যদি তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যকলাপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন এবং তার ফলে অবশ্যই তিনি অনুভবিক ও অধিষ্ঠিত করে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছায় অবশ্যই তিনি কাজ করছে পরিচালিত হচ্ছেন, তাই এই পুরুষের প্রকৃত কারণের যোগে পুরুষেরই তিনি পুণ্য পাপে আসক্ত করেন না, পক্ষান্তরে তিনি যা ভগবানের অধীনেই সাধন হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, তিনি ভগবানের তিনটি প্রকার—প্রাণ, পরমাত্মা ও ভগবান সম্পর্কে জানেন, তাঁদের সবার মধ্যে যিনি পরমেশ্বর, ভগবান ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা তিনি জানেন।

শ্লোক ২৯

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির, গুণসম্মূঢ়াঃ—গুণের প্রভাবে নিম্ন পরিণত, সজ্জন্তে—আসক্ত হয়, গুণকর্মসু—প্রকৃত কার্যকলাপে, তান্—তাঁদের, অকৃৎস্নবিদঃ—অজ্ঞ পরিজনদের, মন্দান্—অল্পবুদ্ধি, কৃৎস্নবিৎ—জ্ঞানী, ন—না, বিচালয়েৎ—বিচলিত করেন।

গীতার গান

তাপদগ্ধ আমাকি যে তাপেরে সন্ধান ।
প্রাকৃত নিজেরে মনে সেই কার্যে যুক্ত ॥
অবাধ্যী যুক্ত জনে না করি বন্ধন ।
কর্মের যোজনা হয়ে জনে জ্ঞান বল ॥

অনুবাদ

অতএব তুমি আমাতে সমর্পিত হয়ে, অধ্যাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে কর্মানুষ্ঠান করো। কিন্তু যাদের কর্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে, পুরুষোত্তম সেই সম্পূর্ণতা ও মহান চিন্তাশক্তি বিকশিত করেনি।

তাৎপর্য

যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তারা তাদের কাজ সম্পাদনে তাদের জ্ঞানের অভাব মনে করে, তাদের অনেকে কাজ উপলব্ধি করার জন্য দুর্বিনীত হয়। এই শ্লোকটি কাজ সম্পর্কিত উপদেশ। এই কাজ শ্রেষ্ঠের পথে যারা পরিচালনায় আসক্ত, তাদের কাজ হয় ভ্রান্ত, অর্থাৎ তারা যাকে আত্ম-উপলব্ধির অভাব বলি। দুর্বল শ্রেণীকে তাদের কাজ শ্রেষ্ঠদিকে তাদের আত্মা পথে হয়ে থাকে, এই শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ আত্মা যে সমস্ত অনুভূতির সাথে তাদের সম্পর্ক নাই বিচারে, তাদেরকে তারা অজ্ঞানতার বলে বিচার করে, যে শ্রেণে তারা জন্য নিয়েছে অজ্ঞান, যে শ্রেণে তারা তাদের কাজ শ্রেষ্ঠটি প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি তাদের শ্রেণ আর শ্রেষ্ঠ শ্রেণেকে তারা পূজা করে এবং তাদের অনুভূতে কতকগুলি আচারের অনুষ্ঠান করেছে তারা ধর্ম বলে মনে করে। আচারপালন, জাতীয়তাবাদ, পরোপকার আদি হচ্ছে এই কাজের কাজ উপলব্ধি কাজ অভিজ্ঞের কতকগুলি আদর্শ। এই সমস্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা তাদের কাজ প্রাকৃতিক কাজের মধ্যে পাচ্ছে। তারা মনে করে, কৃষ্ণভাবনা কর্ম হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, আমি কৃষ্ণভাবনা নিয়ে তাদের আচরণের মধ্যে বলব তাদের এটি। এই কাজের শ্রেষ্ঠোক্ত অনুভূতির অভিজ্ঞতা-শীলি আমি শ্রেষ্ঠের দিকের কারণে দুঃখী হয়, কিন্তু তাদের কোন কাজ হয় না। পরমেশ্বরের কাজ আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান আমাদের অবশ্যে শ্রেষ্ঠোক্ত, যাঁরা এই সমস্ত শ্রেষ্ঠোক্তির অনুভূতির কারণে কোন জ্ঞান লাভ করে শ্রেষ্ঠ নয়, পরমেশ্বরে যাঁরা নিবেদন যাঁরাই পরমেশ্বরের কর্ম জ্ঞানকাণ্ড শ্রেষ্ঠ করে থাকেন।

তারা অজ্ঞ-বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ বোঝে না। আমি তাদেরকে বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশের, যাতে তারা জ্ঞানকাণ্ডের সমস্ত কাজ শ্রেষ্ঠ করে আমাকে লাভ করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে আমাদের জ্ঞানকাণ্ডের অধীনের শ্রেষ্ঠিত্ব কৃষ্ণভাবনা আছে, পরমেশ্বর নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। আমাদের উচিত আমাদের যে, অনুভূতির সাথে তাদের জ্ঞানকাণ্ডের পথে না করলে, সেটি তাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

শ্লোক ৩১

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যাদের, মে—আমার, মতম্—মতবাদ, ইদম্—এই, নিত্যম্—সর্বদা, অনুতিষ্ঠন্তি—অনুসরণ করে, মানবাঃ—মানবগণ, শ্রদ্ধাবন্তঃ—শ্রদ্ধাসহকারে, অনসূয়ন্তঃ—ঈর্ষা না করে, মুচ্যন্তে—মুক্ত হয়, তে—তারা, অপি—নিশ্চয়, কর্মভিঃ—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে।

গীতার গান

যতজন তুমি পার্থ ছাড় অভিমান ।
তোমার সমস্ত শক্তি কর মোরে দান ॥
অর্পিলাম আমা ছাড় নির্ভর হইয়া ।
মুক্ত কর আমা আমি মুক্তির লাগিয়া ॥

অনুবাদ

যতজন, হে অর্জুন। আমাতে সম্পন্ন হয়ে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ কর এবং অহঙ্কারশূন্য, নিশ্চিন্ত ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ বর্ণিত করা হয়েছে। একজন জ্ঞানবান ব্যক্তিকে যে, সম্পূর্ণভাবে আমার-চেতনায় উন্মুক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। উপদেশের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সাথে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, যাদের কর্তব্য হচ্ছে ঠিক যেভাবেই জ্ঞানকাণ্ডের শেষ করা। জ্ঞানকাণ্ডের অনুসারীর পক্ষেও আমার কাছের মধ্যে আসা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যাঁরা আমাকে পরিজ্ঞান

করাই হচ্ছে অনুচিত কর্ম। তাই, শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল হয়ে তা আচরণের পালন করাটাই হবে, যেন সে সেটিই হচ্ছে জীবের স্বভাব। অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে অন্যের প্রতি খুশী হয়ে তেষ্টা করে, তার ফল যে তেমি কেবল নিজেই লাভ হয় না। অর্জুনের ইচ্ছা অনুযায়ে কর্ম করাই হচ্ছে জীবের কর্তব্য এবং সেটি ছাড়া যদি কেউ কিছু ভাল করছেন হয়, তবে তা-ই বিদেশ। অর্জুন-ভক্ত, গরুর-মাটি, পুরুষ-মহিলার কথা বিচারে না করে অর্জুনের মহাকাশ পালন করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যেন বাহ্যিক দেহের মাধ্যমে অর্জুনের সুখের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্জুনের পক্ষে সেই নির্দেশ মানাই তাদের কোন পাপ ছিল না, যদিও সেই নির্দেশ মানাটাই হয়েছিল। অর্জুনের হচ্ছেন সমস্ত আত্মার আত্মা, তাই, নিজের সুখ-দুঃখের কথা বিচারে না করে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ পরমাত্মার, তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায়, তিনিই হচ্ছেন অর্জুনের। নির্দেশটি মানা হচ্ছে, কৃষ্ণ সমস্ত জড়ের সেবা করে, তাদের সে সেবা বিদ্যুৎ লাভ করে না। অর্জুনকে সেবা করে তাদের উপর দিয়ে, কিন্তু তার এই কর্তব্যটিকে সে নিজের জন্য ভাল করে না, কারণ সে জানে যে, সেটি উচিত কাজ হবেনা। ঠিক তেমনই, এই জগতের সব কিছুই জগতের, তাই তাঁর সেবাতে সব কিছু করাটা করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি তা করি, তা হলে আমরা জগতের সবকিছু কৃষ্ণ হতে পারি। তা হলেই আমাদের কাজ স্বাভাবিক হয় এবং আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি। সেটি হচ্ছে এটি অর্থাৎ 'আমাদের' কর্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য। সেটি যখন এই প্রকার কৃষ্ণভাবনার হয়ে কর্ম করে, তখন নিজেদের যে কেন কিছুর উপর অধিকারের দাবি করে না। এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় নির্মম অর্থাৎ 'কোন কিছুই আমার নয়।' অর্জুনের এই কথাের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আমরা অধিকার প্রকাশ করি—এটি আমার আমাদের কর্তব্যটিকে আরোপ-করলেও আমার আসল হচ্ছে অর্জুনের নির্দেশকে আমার করি, তাই তা সুখকারী নয়কারী। এই নিয়ত মনোবৃত্তি যখন হয় তখন আসক্তি বর্জিত। এরকমটি অনুত্ত নিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ লোকশূন্য হয়ে পারে। জন্ম ও কর্ম অনুযায়ে আমাদেরটি যেন না কোন নিদেশ করেন থাকে এবং কৃষ্ণভাবনার নিয়ত হয়ে সেটি করেন সম্পাদন করা প্রয়োজন করেন। এই কর্ম পালন করার ফলে আমরা কর্ম জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৩১

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যাঁরা, মে—আমার, মতম্—নির্দেশাবলী, ইদম্—এই, নিত্যম্—অবিরত, অনুতিষ্ঠন্তি—নিয়মিতভাবে অনুসরণ করেন, মানবাঃ—মানুষেরা, শ্রদ্ধাবন্তঃ—সশ্রদ্ধ, অনসূয়ন্তঃ—অসূয়া রহিত, মুচ্যন্তে—মুক্ত হন, তে—তাঁরা সকলে, অপি—এমন কি, কর্মভিঃ—কর্মের বন্ধন থেকে।

বাঙ্গালা পদ্য

আমার এমত কার্য অনুষ্ঠান করি।
সর্ব কর্ম করে তবু অর্জিতে জীবেরি॥
শ্রদ্ধাবান মোর ভক্ত অসূয়াবিহীন।
কর্মবন্ধ মুক্ত হয় অর্জিতে বিলীন॥

অনুবাদ

আমার নির্দেশ অনুসারে যেসমস্ত মানুষ ঐকান্তিক কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাবান ও অসূয়া রহিত হয়ে এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তাঁরাও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে আদেশ দিয়েছেন, তা নৈতিক আচরণ সম্পর্কে, যেটি [illegible] তা পালন করা। যেমন যেমন পিতা, পালক, কৃষ্ণভাবনার এই [illegible] যেমন পিতা, পালক। অর্জুনের প্রতি বিশেষভাবে না হয়ে এই উপদেশের [illegible] পুত্র নিদান পালন উচিত। অর্জুনের আমার কর্তব্যের [illegible] [illegible], কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস এই। তাঁরা যেন নিজে [illegible] এবং উপদেশ করতে সক্ষম হবেন না এবং পরবর্তী কর্মের বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু যদি আমরা যেন প্রভুর প্রতি অর্জুনের পালন নির্দেশের [illegible] পূর্ণ শ্রদ্ধাবান হয়, অন্য সময় নির্দেশগুলিতে অর্থাৎ [illegible] পালন করতে [illegible] হয়, অনুত্ত যে অর্জুনভাবনায় কর্মের অনুশাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে। [illegible] পালন করার প্রয়োজন পর্যন্তে যেটি হচ্ছে অর্জুনের নির্দেশ নিজে [illegible] পালন করে থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু যে এই পন্থার প্রতি বিশ্বাস না [illegible] যদি যে নির্দেশের ও কর্মের বিরোধে না করে প্রৌঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে এই [illegible] অনুষ্ঠান করতে থাকে, তবে সে নিশ্চিতভাবে জীবের জীবন [illegible] পর্যন্তে অবশ্যই উন্নীত হবে।

শ্লোক ৩২

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢাংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যে—যারা, তু—কিন্তু, এতৎ—এই, অভ্যসূয়ন্তঃ—অসূয়াপরায়ণ, ন—না, অনুতিষ্ঠন্তি—নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করে, মে—আমার, মতম্—নির্দেশ, সর্বজ্ঞান—সর্বজ্ঞতার জ্ঞানে, বিমূঢান্—বিমূঢ়, তান্—তাদেরকে, বিদ্ধি—জানবে, নষ্টান্—বিনষ্ট, অচেতসঃ—কৃষ্ণভাবনাহীন।

বাংলা পদ্য

কিন্তু যারা অসূয়াপরায়ণ আমার এই নির্দেশ পালন করে না, তাদেরকে সকল জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, বিমূঢ় এবং পারমার্থ লাভের সকল প্রচেষ্টা থেকে ভ্রষ্ট জেনো।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের যে উপদেশ আমি সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মীদের অবশ্য কর্তব্যের নির্দেশ মানতে অনেকেরা অবজ্ঞা দেখান শাস্তি হয়, যেমনটি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ অমান্য করলেন নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে। অজ্ঞানতাবশতই লোক, যা যে কাজই উচিত করেন যেন, তার কার্যকলাপের ফল, তার নিজের জ্ঞান সম্পর্কে, এমন কি পারমার্থ, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সকল সম্পর্কেও যে অজ্ঞ। সুতরাং তার জীবনের পুরো পরেরে লোকেরা অন্ধ হয়।

শ্লোক ৩৩

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

সদৃশম্—অনুরূপভাবে, চেষ্টতে—চেষ্টা করে, স্বস্যাঃ—নিজ, প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির গুণে, জ্ঞানবান্—জ্ঞানবান, অপি—যদিও, প্রকৃতিম্—স্বভাবকে, যান্তি—অনুসরণ করে, ভূতানি—সকল জীব, নিগ্রহঃ—দমন, কিম্—কী, করিষ্যতি—করতে পারে।

বাংলা পদ্য

জ্ঞানবান হয়ে যারা প্রকৃতির বশ ।
নিগ্রহ করিবে নাহে জীবের বিবশ ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁর স্বভাব অনুসারে কার্য করেন, কারণ প্রত্যেকেই ত্রিগুণজাত প্রকৃতির গুণে স্বভাবের অনুসরণ করেন। সুতরাং নিগ্রহ করে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনের জন্য অতিশীঘ্র না হয়ে পারবার কারণ প্রকৃতির গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১৪) ভগবান সেই কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এমন কি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা পারমার্থে প্রেমময়ের [illegible] প্রকৃতির গুণের অধীনে [illegible] পুরুষ অবতার প্রভুপাদ থেকে [illegible] আসছেন। এক জনসাধারণের উদাহরণ আছে, যারা জনগণ-উদ্ধারণী নাম [illegible] পরিচয় করে, কিন্তু অন্তরে তাদের বস্তুপ্রকৃতির জগতের ভাবে ভরা থাকে। তারা [illegible] মতবাদ তাদের ভাবে ভরা থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কুল পারদর্শী ব্যক্তি [illegible], কিন্তু পারমার্থ ক্ষেত্রে অত্যন্ত অজ্ঞান থাকার কারণে যে জন্য লক্ষ্য থেকে [illegible] পারে না। জীব যেন লক্ষ্য থেকে দূরে হয়ে পারে কেবল তার [illegible] প্রকৃতির প্রকৃতি এবং এই কৃষ্ণভাবনা পরিবর্তন পরিবর্তন-পর্যায় পালন করেন তবু লক্ষ্য থেকে দূরে হওয়া যায়। অর্থাৎ, জনগণ-উদ্ধারণ নাম না করে ঠাকুর [illegible], [illegible] দেশের কৃষ্টির পারদর্শিনী থেকে পারে দেশের [illegible] হয়। তার থেকে পারে নিজ নিজ স্বভাবে অনুসরণ করে কেবল উদ্ধারণের [illegible] কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে পালন চেষ্টা করা উচিত। একমাত্রই জনগণ-উদ্ধারণ [illegible] পারে পারে অনুসরণ করতে পারে।

শ্লোক ৩৪

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ, ব্যাপ্য—আবৃত, তোষ্যে—বিজয়ে, অবস্থিতৌ—বিশেষভাবে অবস্থিত, মহাবাহো—মহাবাহু, কু—শর, অস্য—শ্রীকৃষ্ণের, মহাত্মনঃ—মহান্ত ব্যক্তির, শ্রী—মহান, কি—অলঙ্কার, আত্ম—স্বয়ং, পরিশঙ্কিতৌ—প্রতিপন্ন।

বঙ্গানুবাদ

মহাবাহু অর্জুন, ইন্দ্রিয়ার্থ ব্যতীত আমার অন্য কোন বিষয় নেই। কিন্তু এখানে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সম্মিলিত উল্লেখ উচিত নয়, কারণ তা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রতিকূল।

তাৎপর্য

যাদের মতে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয়েছে, তাদের আর অন্য কোনও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের বাসনা থাকে না। কিন্তু যাদের চেতনা অল্প ব্যবহারিক, তাদের অর্জুনের মতো শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। তা হলেই পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়সুখ জীবনে কাম্য করে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে অনুচর অন্য পরিজন আসতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করলে আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হতে হয় না। যেমন, যেহেতু কারও পাকস্থলী রয়েছে, তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিয়ত খাদ্য গ্রহণ করে জীবন যাপন করতে। নিয়মিত স্ত্রী অথবা স্বামী সঙ্গে যৌন জীবনের মাধ্যমে সন্তান লাভ করার শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে এবং অন্য সময় জীবনযাপনে ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে এই সমস্ত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অনুচর তা অনুসরণ করতে হয় না, কারণ যে কৃষ্ণ সচেতন মানুষের চেতনা দুর্বল হতে পারে না। এই ধরনের বিভিন্ন বাসনাগুলি দমন করতে হলে, তা না হলে যেগুলি আত্ম-উপলব্ধির পথে দুর্বিষহ প্রতিবন্ধক হতে পারে। কারও কোনটি যথাযথ আছে, অথবা যার আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে, কিন্তু তা

পালন করা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে করতে হবেই। আর যা সাধুর আচরণের অনুকূল হবে, তাতে কোনও দুর্বলতা না আসে। প্রকৃতপক্ষে কোনও দুর্বলতা থাকলে, কোনটি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে করা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সাধুর পক্ষে অনুকূল হবে। অর্জুন এই কথা বলেছেন যে তিনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পছন্দ করেন না। তাই, নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করলেও তাঁর পক্ষে অনুকূলের অনুকূল হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পরিপন্থী। অর্জুনের ইন্দ্রিয়সুখের বাসনাকে যদি কোনও প্রকারে তাঁর পক্ষে দুর্বল হয়, তাহলেই তাকে তাঁর দুর্বলতাকে করতে বাধ্য হোক দুর্বল হতে পারে। তাই, কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্যের কোন কোনো নিয়ম ভঙ্গ করা উচিত নয়। ইন্দ্রিয়সুখ অর্জন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের লাভ করা, তাই কোনও অবস্থাতেই তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬৫

যোগিনঃ কর্মণো নিত্যং পরমর্ষেঃ অনুষ্ঠিতম্ ।
কর্মণো নিয়তং যোগঃ পরমর্ষেঃ অবাপ্তয়ে ॥ ৬৫ ॥

যোগিনঃ—যোগী, কর্মণঃ—কর্ম, নিত্যম্—যোগযুক্ত, পরমর্ষেঃ—মহান ঋষি দ্বারা, অনুষ্ঠিতম্—উপদেশের অনুসারে, কর্মণঃ—কর্মের, নিয়তম্—নিয়ম, যোগঃ—যোগ, পরমর্ষেঃ—মহান ঋষি, অবাপ্তয়ে—লাভের জন্য।

বঙ্গানুবাদ

কর্মযোগ অনুষ্ঠান যোগযুক্ত হলেও উপদেশের অনুসারে পরমর্ষি যোগ উপলব্ধি। পরমর্ষি পরমেশ্বর যদি তুষ্ট হন, তাঁর কৃপালাভের, কিন্তু কর্মের ফলের অনুষ্ঠান করা উপযোগী।

তাৎপর্য

পরমার্থ পরিচালনা করার জন্যপরিচালনে ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শের ফলে, অর্জুন অধ্যাত্ম বিদ্যা অনুশীলন করেন। তাঁরা তাঁদের গুরু অনুসারে পাঠ-নিয়মিত কর্তব্যগুলি অনুসরণ যেভাবেই তিনিই অনুগামী নিয়মিত হয়েছে। অর্জুনের যে বাহ্যিক দেহ, তাই হচ্ছে পরাজয়ের কারণ। এই কারণে সম্পাদন করার জন্যেই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছাকাছি যেতে পারে থাকি। কিন্তু বাস্তবিক অর্জুন পরাজয়ের তাই যেতে না দেন, তাহলে তাঁর অনুভবের অপেক্ষা বুদ্ধিমান পরিচ্ছন্ন তাঁকে নিজেকে পাঠা অধ্যাত্মের যেতাবে করেন। জাগতিক জ্ঞানের কারণে এবং পারমার্থিক জ্ঞানের কারণে মিল হতে পারে, কিন্তু যেগুলি সম্পাদন করা না করার প্রকারভেদে। অর্জুন যখন কথা অনুভবের জন্য কর্তব্যের পালনে, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে, তার নিজের আত্মীয়ের জন্য নিজেই বিজয় পালন করা এবং যেতে আত্মহত্যাই অন্যথায়। অনুমান করা উচিত হয়। যেমন, সমাজের যারা ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অধিকারী-পালনে, কিন্তু পাপকর্মের জন্যে পালনের অধিকার ব্রাহ্মণের হলেও বিশেষ অধিকার নিয়ে পালনে। অর্থাৎ অধ্যাত্ম পালনে নিয়ে অধিকারে যদি অনুভবের অভাবে হয়, তাহলে তাদের, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অনুভবের করে অধিকারের পালনের অভাব হলে উচিত নয়। নিজেদের পরিচালনা করা পালনেরই কর্তব্য, কিন্তু তা সকল অবস্থায় হয় নীচে নীচে—অধ্যাত্মের স্তরে নয়। তাহলে অর্জুন যখন তার তাদের ভালোবাসার স্তরে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় লাভ করেন, তখন তিনি যে কোন অবস্থায় পালনের করতে পারেন, কিন্তু তাঁর যেটি অবস্থা অর্থ অনুভবের হয় পালনের নির্দেশ অনুসারে। কৃষ্ণভাবনার যেটি পূর্ণ স্তরে ব্রাহ্মণ অধিকারের মতো পালনের করতে পারেন, অধিকার ব্রাহ্মণের মতো পালনের করতে পারেন। অবস্থানের স্তরে তার কর্তব্যের জন্য অনুভবের স্তর নির্ধারণ হবে। যেমন, অধিকার হওয়ার পরেই নির্দেশিত ব্রাহ্মণের মতো পালনের করেছিলেন, আবার ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেও পালনের অধিকারের মতো পালনের করেছিলেন। তাঁরা অবস্থানের স্তরে অধিকারের ছিলেন, যেটি তাঁর একবার পালনের করতে পারেন। কিন্তু অনুভব যখন অনুভব স্তরে যায়, তখন তার অনুভবের জন্য অনুভবের করতে তার অর্থাৎ পালনের করে সমস্তকিছুতে কৃষ্ণভাবনার লাভ করতে হয়।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; অথ—তবে; কেন—কার দ্বারা; প্রযুক্তঃ—প্রেরিত হয়ে; অয়ম্—এই; পাপম্—পাপ; চরতি—আচরণ করে; পূরুষঃ—ব্যক্তি; অনিচ্ছন্—অনিচ্ছায়; অপি—যদিও; বার্ষ্ণেয়—হে বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব; বলাৎ—বলপূর্বক; ইব—যেন; নিয়োজিতঃ—নিয়োজিত।

বাংলা অনুবাদ

অর্জুন কহিলেন ঃ

হে বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ তুমি বুঝিয়া দেখহ।
কি লাগি হইয়াছে জীব পুরুষ পাপ মোহ ॥
অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় পাপে নিয়োজিত।
অবশ হইয়া করে পাপ যেন পতিত ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে বার্ষ্ণেয়। অনুভব করে দ্বারা প্রেরিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

[illegible] অধিকারের ফলে জীব সুখের ভিতর, পরিণত ও সকল রকম অনুভব দেখতে হয়। এটি, যে কারণ জগতের পালনের অধিক নয়। কিন্তু যে কখন তার কাজের [illegible], তখন সে নিজ চিত্তে চিন্তাভাবনায় ও অধিকারভাবনায় পালন [illegible] নিজ হয়। তাই, এখানে অর্জুন জীবনের এই বিষয় অবস্থা [illegible] শ্রীকৃষ্ণের কাছে, যে তার উপলব্ধি করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। [illegible] জীব পালনের করতে হয় না, কিন্তু যে পালনের করতে পারে [illegible]। [illegible] করে পালনের কিন্তু পালনের পালনের করতে অনুভবের করেন না, কিন্তু তা কখনও জীব পালনের নিজ হয়। তার কারণ [illegible] পালনটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, কামঃ—কাম, এষঃ—এই, ক্রোধঃ—ক্রোধ, এষঃ—এই, রজোগুণ—রজোগুণ, সমুদ্ভবঃ—উদ্ভব হয়, মহাশনঃ—সর্বভুক্, মহাপাপ্মা—সবচেয়ে পাপী, বিদ্ধি—জানবে, এনম্—এটা, ইহ—এই জগতে, বৈরিণম্—শত্রু।

শ্লোকের পাঠ

শ্রীভগবান উবাচ ॥

কাম আর ক্রোধ হয় রজোগুণ থেকে ।
অতিভুক্ পাপীর শ্রীরে এই দুই মহা শত্রু জানে ।
জানী জীব এই দুই মহা শত্রু জানে ।
করে তাই ভগবানের কার্য সাধনে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন। রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বভুক্ ও পাপাত্মক, কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

তাৎপর্য

জীব যখন কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিস্মৃতির মাধ্যমে জড়ে, তখন তার সেবাবৃত্তি পাশবিক বৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পাশবিকতায় পরিণত হয়। ঠিক যেমন ইঁদুরের সংস্পর্শে দুধ দোষযুক্ত হয়ে যায়, তেমনই জড়জগতের সংস্পর্শে আত্মার প্রেম বাসনায় রূপান্তরিত হয়। তারপর, কামের অতৃপ্তির ফলে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ থেকে মোহ এবং এভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে ক্রমবিস্তারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, কাম হচ্ছে জীবের সব চাইতে বড় শত্রু। এই কামই শুদ্ধ জীবসত্তাকে এই জড় জগতে আবদ্ধ করে পাশবিক করে। ক্রোধ হচ্ছে কামেরই রূপান্তর, এবং এটা রজোগুণের সংস্পর্শে আসে, ক্রোধ আসে প্রতিটির বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর হয়। তাই, কামের রূপান্তরে ক্রোধের সংস্পর্শে আসা পর্যন্ত না হয়ে নিজে, যদি পরীক্ষা করার মাধ্যমে তাকে পরিবর্তন করা যায়, তা হলে আমরা পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রোধ আসে না নিজের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

আমাদের বোঝা নিজে-নিজেই নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজেকে অনেকগুলি বিভাগে ভাগ করেছে। জীব হচ্ছে এই নিত্য পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক প্রকাশ। ভগবান জীব সৃষ্টিকরেন, আর জীবকে আংশিক স্বাধীনতা দান করেছেন, কিন্তু যখন তারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং ভগবানের সেবা না করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কাজে ব্যস্ত হয়, তখন তারা কামের দ্বারা পরিচালিত হয়। ভগবান এই কাম সৃষ্টি করেছেন যাতে শুদ্ধ জীব তার এই কামেন্দ্রিয় তৃপ্তিবাসনাকে পূর্ণ করতে পারে। একমাত্র তার মাধ্যমে কামের-লালসাগুলিকে চরিতার্থ করার দিকে তার সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হতে পারে, তখন সে তার কামের আবরণ থেকে মুক্ত পারে।

এই আবরণ সেবাবৃত্তি সেবার-বৃত্তির সৃষ্টিতে, সেখানে বলা হয়েছে, ভগবানের সেবা—কৃষ্ণভাবনা অর্থাৎ তাকে পরমেশ্বর সম্বন্ধে সচেতন করা। শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ভগবান যাঁকে বলেছেন—"সব কিছুর উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর।" সুতরাং কামেরও উৎস হচ্ছেন ভগবান। তাই, যদি কামকে ভগবান-প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় উন্নত করা যায়, কিংবা সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা যায়, তা হলে ক্রোধ উদ্ভবের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। একইভাবে কামের সঙ্গে সঙ্গে লোভও ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, ভগবান জন্ম গ্রহণের জন্য প্রত্যেকের কর্মফল বন্ধ করেছিলেন এবং একজনই তিনি যিনি কামের শত্রুদিগকে জয়ের উপায় করেছিলেন। একজনের রূপান্তরীকরণ, ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে উদ্ভব সম্বন্ধে ক্রোধ শত্রুদিগকে উপায়ে সংহার করে ভগবানেরই একটি নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগাবার উপায়ে নিয়োজিত।

একজন আমাদের দেখতে পাই, যাদের কাম ও ক্রোধকে যখন আমরা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করি, তখন তারা শত্রু থাকে না, আমাদের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়।

শ্লোক ৪০

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৪০ ॥

ধূমেন—ধূমের দ্বারা, আব্রিয়তে—আবৃত, বহ্নিঃ—আগুন, যথা—যেমন, আদর্শঃ—দর্পণ, মলেন—ময়লার দ্বারা, চ—এবং, যথা—যেমন, উল্বেন—জরায়ুর দ্বারা, আবৃতঃ—আবৃত থাকে, গর্ভঃ—গর্ভ, তথা—তেমন, তেন—কামের দ্বারা, ইদম্—এই, আবৃতম্—আবৃত থাকে।

বীরাঘ্ন গান

ত্রিগুণেতে কাম হয় সর্ব আবরণ।
আতপেতে ধূম যথা দর্পণ মলিন ॥
অথবা জরায়ু যথা গর্ভ আবরণ।
আগন্তুক এই মল কামের কারণ ॥

অনুবাদ

অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই জীবাত্মা বিভিন্ন প্রকার এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

জীবাত্মা যখন জেনেশুনে বিভিন্ন আচরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, দর্পণ যেমন ধূলোর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, জীবাত্মা তখন জেনেশুনে বেশের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। বলাকে বলা ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূম আবরণের জন্যে প্রকাশের যেমন আবরণের পরিবর্তে উৎপত্তি করা হয়, তেমনই কামের আবরণের তত্ত্ব ধূমাবরণের উৎপত্তি করে থাকে। দর্পণকে বলা হয়, জীবাত্মা যখন তখন শুদ্ধ-নির্মল ধূলোবালির তলায় চেপে যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূমাবরণের অগ্নির মতো জীবাত্মা ধূলোবালির পর্দার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। আবরণ প্রকারেই ধূমের উৎপত্তি হয়, কিন্তু কামের আবরণের তত্ত্ব পর্যায়ে আবরণকে দেখা যায় না। তেমনই, ধূমাবরণের তাত্ত্বিক পর্যায়ের বিভিন্ন, কিন্তু কামের-তেজ প্রকৃতি হয়ে থাকে না। দর্পণের ধূলো পরিষ্কার করার পর যেমন আবার যদি সেই কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনই, যখন কোনো পারমার্থিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্ত-দর্পণের আবরণ অপসারণ করে উদ্ধার হয়ে জীবাত্মার পক্ষে পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হয়। আবার জীবাত্মা যখন জীবের পক্ষে আবরণ ধূলোবালির তলায় জীবের পক্ষে আবরণ ধূলোবালির তলায় ধূলোবালি পড়ে, এই আবরণ জীব কর্ম আবরণ। আবার শিশু সন্তানরা পরিষ্কার করতে পারে না। জীবাত্মার এই আবরণকে পীড়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পাঠকেরা জানি, কিন্তু যখন কারোর পক্ষাঘাত হয়ে পড়ার ফলে তারা এমন আবরণ পরিষ্কার করতে যে, তাদের জেনেশুনে তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যেতে। ধূলোর দ্বারা

আবরণের দর্পণকে শক্ত-পরিষ্কার করে তুলনা করা যায়, আর ধূমাবরণের অগ্নিকে শক্ত ধূমাবরণ তুলনা করা যায়। জরায়ু-পরিষ্কার প্রাপ্ত হলে জীব তার পুত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের অগ্নিতে তুলতে পারে। ধূমাবরণের আবরণকে পুত্র সন্তানের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন, তা যেমন এক সময়ে বড়ো বড়ো হয়ে যায়, তেমনই পুত্র সন্তানের প্রতিপালন করার ফলে মানুষ তার অবস্থার ক্রমোন্নতির আবরণ অগ্নিতে তুলতে পারে। এইভাবেই জরায়ু-কবচের পরিবর্তে সন্তানের জন্মের জীব তার জন্মগত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারে। জরায়ুকবচ পরিত্যাগ করলে জীব তার পরে তার জরায়ুকে বন্ধন বলতে পারে আর তা বড়ো হয়ে পড়লেও কৃষ্ণভাবনামৃতে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে পারেন।

শ্লোক ৩৯

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

আবৃতম্—আবৃত, জ্ঞানম্—জ্ঞান, এতেন—এর দ্বারা, জ্ঞানিনঃ—জ্ঞানীর, নিত্যবৈরিণা—নিত্যশত্রুর দ্বারা, কামরূপেণ—কামরূপ, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, দুষ্পূরেণ—দুষ্পূরণীয়, অনলেন—অগ্নির দ্বারা, চ—এবং।

বীরাঘ্ন গান

এই নিত্য বৈরি করে জ্ঞান আবরণ।
জীব তাহে বদ্ধ হয় নহে সাধারণ ॥
কামে হয় দুষ্পূরণ অগ্নির সমান।
অতএব কাম লাগি হয় সাবধান ॥

অনুবাদ

কামরূপী চির শত্রুর দ্বারা জীবের জ্ঞান আবৃত হয়। এই কাম দুষ্পূরণীয় অগ্নির মতো নিরবচ্ছিন্ন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যে জেনে জেনেও আচ্ছাদিত করেনি জেনেশুনে কাম, তেমনই কাম উদ্দেশ্যের দ্বারা কখনই কামের নিবৃত্তি হয় না। কাম জ্ঞানের

[illegible] হিন্দু [illegible] হয়ে [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীহরি গান

অর্জুন হে আমার। তথাহতে কায়।
নিরমিয় করি হও সম্পূর্ণ নিশ্চয় ॥
ইন্দ্রিয় ধারণ সেই কায় জন্য জন্য।
সে জ্ঞান বিজ্ঞানবাদী, নাহি শব্দ অন্য ॥

অনুবাদ

অর্জুন, হে অর্জুনাগ্রজ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-বাচক পরাবিদ্যা প্রতিপাদন এই আত্মাকে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

অর্জুন বলছে, যোগীই অন্তর্মুখে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনার উপায় নিয়োজন করে নিজে নিজে পরম শক্তি লাভের জন্য করতে পারেন, কারণ এই আত্মার প্রভাবে জীব আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে তার স্বরূপ ভুলে যায়। একথা জ্ঞান করাতে যেটি আত্মাকে জেনেছেন হয়েছে, সে জ্ঞান আত্মাকে প্রকৃত আত্মাকে কখন জানা যায় নাহিতে পেল, অর্থাৎ সে জ্ঞান আত্মাকে জানা নাহিতে পেল যে, আত্মাকে আত্মাই হচ্ছে আত্মাকে প্রকৃত জ্ঞান—আত্মাকে জানা যেটি একটি আত্মজ্ঞান হয়। বিজ্ঞান বলতে যেটি বিশেষ জ্ঞানকে বোঝায়, যা জ্ঞানকে নিজে আত্মাকে নিয়ে সম্পর্কিত করে তাকে নাহিতে পেল। এর আগের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবলেছে (১/৯/৪১) যদি হচ্ছে—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং যে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সমাসতো ময়া তুভ্যং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ॥

"আত্মজ্ঞান ও জ্ঞান-প্রকাশক পরম গোপনীয় ও পবিত্র জ্ঞানযুক্ত, কিন্তু অসূয়াশূন্য চিত্তে এই জ্ঞান নিবেদন করলাম, তাকে তা ভালোভাবে বোঝা যায়।" জ্ঞানবাদীরা আত্মাকেকে আত্মাকেই সম্পর্কে আত্মজ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানকেকে অধিকতর মানে, তাই তাকেই সর্ব হচ্ছে জ্ঞানকেকে শেষ কথা। এই উপদেশের সার হল কৃষ্ণভাবনামৃত। তাই, শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে যোগীই আত্মাকের ইন্দ্রিয় কৃষ্ণভাবনার বিমুখ হবেন, তাহে আত্মার সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে আত্মাকের জীবন সার্থক করে তুলবে নাহি।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে যে জ্ঞান-যোগ আছে, তাতেই বিমুখ যদিনিশ্চয় হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত যোগেরই যদি আত্মার জ্ঞানকেকে আত্মাকেকে নিয়ে,

যে হলে আত্মাকের আত্মাকে জ্ঞান-যোগ আছে তাকে পরিবর্তিত হয়ে পারে না। জ্ঞান-যোগ আছে বিমুখ হয়ে গেলে, তখন তাকে আত্মাকের আত্মাকে নিয়ে আত্মা করতে হবে। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনা একটি পরিপ্রশ্নী যে, এমন কি জ্ঞানযোগ শেষ পর্যায়ের যদি কেউ পরমের নির্ণয় সত্য আত্মাকেকে নিয়ে-নিয়োজনে অনুশীলন করে, তবে সে কৃষ্ণভাবনা নিতে পারে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের যে কোন পর্যায়ে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন শুরু করা যায়। তখন আমরা কৃষ্ণভাবনার আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি, জ্ঞানকেকে আত্মাকেকে উপলব্ধি করতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের যে পর্যায়েই হোক, তখন সেখেকেই আমরা ভক্তিযোগের অনুশীলন শুরু করতে পারি এবং আত্মাকের পরম শক্তি আত্মাকে কৃষ্ণভাবনা জাগ্রতকে করতে পারি। এটিই হচ্ছে জ্ঞান-শ্রীকৃষ্ণের সর্বোচ্চ পূর্ণতার স্তর।

শ্লোক ৪২

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; পরাণি—শ্রেষ্ঠ; আহুঃ—বলা হয়; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ—ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা; পরম্—শ্রেষ্ঠ; মনঃ—মন; মনসঃ—মনের চেয়ে; তু—এবং; পরা—শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; যঃ—যিনি; বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির চেয়ে; পরতঃ—শ্রেষ্ঠ; তু—কিন্তু; সঃ—তিনি।

শ্রীহরি গান

পরমাত্মা জ্ঞানবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রধান ।
ইন্দ্রিয়নিশ্চয় মন কর্মের বিধান ॥
মন হয়ে পরবুদ্ধি জ্ঞানের আত্মা ।
অর্জুন কর সেবা সেই পরমাত্মা ॥

অনুবাদ

স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর যিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

[illegible] ইন্দ্রিয়গুলি। [illegible] হয় [illegible], কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি [illegible] হয়। [illegible], [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয়গুলি [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] হয়, তখন এই সমস্ত ইন্দ্রিয় [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] এই অধ্যায়ের মহিমা। [illegible] জীবের কল্যাণের জন্যই, তাই [illegible] [illegible] এবং [illegible] জৈবিক [illegible] মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে [illegible] [illegible] [illegible]

অনুবাদ

পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুক মহাশয়—আমি পূর্বে পুরুষের বিশ্বরূপের এই অধ্যায় বিস্তৃত কথাটাই জ্ঞানযোগে বলেছিলাম। সূর্য যা মহাকাশের জন্য মন্ত্রে বলেছিলেন এবং সনু যা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।

জ্ঞানপর্ব

এখানে মহাকাল মহাকালীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পুরুষের আদি বিভিন্ন মহাযোগের মহাযোগ মহাকাল এই জ্ঞান লাভ করেন। সমস্ত মহাযোগের মহাযোগ বিশেষ বর্ণিত হচ্ছে মহাকালের কথা এবং সেই জন্য বিশেষ লক্ষণগুলি, মহাকালীর বিষয় সম্পর্কে পুরুষের আদির ইচ্ছা মহাকাল, যাতে বিশেষ মহাযোগ পরাকাষ্ঠার মধ্যের দিকে জীব পরিচালিত করতে পারেন। তাই মহাকালের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ করে মহাকালের মহাযোগ অনুসারে আমরা-আমাদের জন্য সকল যোগে যুক্ত হওয়ার পথ প্রদর্শন করেছেন। মহাকালীর বিশেষগুলি হচ্ছে পরাকাষ্ঠার মহাযোগ অনুশীলন করা এবং মহাকালের সঙ্গে জন্য (য় ক্রিয়া সম্পর্ক রাখেন), সেই কথাই আমরা হচ্ছে। তাই, সকল মহাযোগের ও সকল রাষ্ট্রের সংগঠনগুলি কর্তিত হচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যমে, সংস্কৃতির মাধ্যমে ও অধিক মাধ্যমে মহাকালের এই জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করে। পরমাত্মার কথা বলে, সকল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এবং পরমেশ্বর যেমনভাবে কর্তিত হচ্ছে, কৃষ্ণমহাকাল অনুত্র নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্ন ধর্মে, যাতে প্রতিটি মনুষ্য এই মহাবিশ্বের পূরণ অর্জন করতে পারে এবং মানব-জীবনের পূরণের পূর্ণতা পরমের সাথে যাতে অনুভব করতে পারে।

এই মহাকাল কাল পুরুষোত্তম এবং বিশ্বরূপ, যিনিই হচ্ছেন পুরুষোত্তম অধীশ্বর। এই সূর্য যেমনই লোকিকভাবে শব্দের সমের পূর্তি হচ্ছে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৫) বলা হয়েছে—

> কালস্বভাবে সতি যস্য সন্নিধানাৎ
> লভন্ত আত্মানুগুণানিকেতনেষ্বে।
> গন্ধাম্বুবায়ুবিবিধাস্তমুকালযোগে
> যোগিন্যসৌ পুরুষ ঈশ্বর আদিদেবঃ ॥

এর অর্থ হচ্ছে, "সময়ের মধ্যের মধ্যে, যাদের যেমনভাবিক, সুগন্ধি পরিবহ যা সূর্য কালের চক্রবালে। তিনি যিনি আমাদের আদিদেবতার হয়ে বলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আমি ভজনা করি।"

সূর্য যেমন মহাকালিক কাল এবং সর্বকালের পুরুষের বিশ্বরূপ পুরুষোত্তমে পরিমাপন করছেন। এই পুরুষের শব্দের মহাকালিকে কাল ও অধ্যেকের কাল করে লোকিকের নিয়ন্ত্রণ করছে। কালের শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে সূর্য ইচ্ছা করলেই পরিমাপন করছেন। এই পুরুষোত্তম কালের শ্রীকৃষ্ণ যেন অধিষ্ঠাতৃদেবী কৃপায় কালে চক্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে করে মহাকালীরের জ্ঞান লাভ করেন। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, মহাকালীরা মানুষ পরিমাপের জন্মের-মরণের অধীনী নয়, যাঁরা আদিকালীর কাল থেকে অনাদিকে হয়ে আসা মহাকালের মুক্ত-নিত্যমুক্ত পার্ষদ।

মহাকালের শাস্ত্রিকার (৪৯৮/৫১-৫২) আমরা মহাকালীরের ইতিহাসের উল্লেখ পাই—

> মেরুপৃষ্ঠগতা ৫ কালো নিবসন্ মন্দরে পুরী ।
> মুক্তো মেরুপৃষ্ঠগতো পুরুষোত্তমকারণে পুরী ।
> ইক্ষ্বাকুণা ৫ কথিতো কাশ্যপ লোকমন্দিরে ॥

"মেরুপৃষ্ঠের মাঝের নিবসন অনুত্র মন্দরে কাল-কারণের কাল করেন। মহাকালীরের নিয়ে মনু এই জ্ঞান ইক্ষ্বাকু পুত্র মহারাজা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং মনুপুত্রের কাশ্যপ ইক্ষ্বাকুকে কাল করেন। এই মনুপুত্রের শ্রীমহাকাল অধিষ্ঠিত হন।" সুতরাং, মহাকালীরের মহারাজা ইক্ষ্বাকুর সময় থেকেই মহাকালের অধিষ্ঠান।

এই পৃথিবীতে একজন অধিপুরুষের পরিচয় হাজার বছর চলবে। অধিপুরুষের স্থিতির ২,৪৪,০০০ বছর। এর মধ্যে তিন মহাযুগের (১,২০,০০০ বছর) এবং তার মধ্যে সত্য যুগের (১৪,০০,০০০ বছর)। একজন প্রায় ১১,০০,০০০ বছর আগে মনু ১০ পুত্র এই পৃথিবীর অধীশ্বর ইক্ষ্বাকুকে এই মহাকালীরের জ্ঞান দান করেন। ৫১৮৫ মিলিয়ন বছর ৪৩,২৪,০৪,০০০ বছর, তার মধ্যে ১৪,০৪,০৪,০০০ অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা যদি মনে করি, মনুর আগের সময় মহাকাল শ্রীকৃষ্ণ [illegible] মহাকালীরের জ্ঞান দান করেছিলেন, যা হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয় ১১,০৪,০৪,০০০ বছর আগে এবং আমার-সময়ের এই জ্ঞান প্রায় ১০,০০,০০০ বছর পূর্বে পরিবর্তন। শ্রীমদ্ভাগবতের বছর আগে মহাকাল এই জ্ঞান পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত অনুযায়ী এই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible]। আমরা অধিকন্তু এই জ্ঞান বিশ্বরূপকে দান করেন, কারণ নিবসনের [illegible] একজন অধিষ্ঠিত এবং পুরুষোত্তমের সময়ে অধিষ্ঠিত তিনিই হচ্ছেন আদি [illegible]। কালচক্রের কাল থেকে আমরা মহাকালীর কাল হচ্ছেন আর মহাকালীর [illegible] পরমাত্মা হচ্ছেন—এই জ্ঞান পেয়েছিলাম। তৈলিক মহাকাল [illegible] পরমপুরুষোত্তমের কারণ আছেন ৪৪, অনুসরণ পরমেশ্বরের পরমাত্মা (পরমাত্মা মহাকাল) [illegible], মহাকালীরের [illegible] কর্তৃ পৃথিবীতে পালনের কর্তৃপুরুষ অবতার কারণ

[illegible]

শ্লোক ২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ যদ্যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এবম্—এভাবে, পরম্পরা—পরম্পরাক্রমে, প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত, ইমম্—এই বিজ্ঞান, রাজর্ষয়—রাজর্ষিগণ, বিদুঃ—বিদিত হয়েছিলেন, স—সেই জ্ঞান, কালেন—কালের প্রভাবে, ইহ—এই জগতে, যোগঃ—পুনর্মিলন, নষ্টঃ—বিনষ্ট, পরন্তপ—হে পরন্তপ অর্জুন।

বীরের গান

সেই পরম্পরা দ্বারা রাজর্ষিগণ ।
একে একে শুনে সব বীরের গান ॥
কালক্রমে পরম্পরা হয়েছে বিনষ্ট ।
পরম্পরা বিনা জ্ঞান সব অর্থ নষ্ট ॥

অনুবাদ

এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বীর রাজর্ষিদের কাছেই বিজ্ঞানটির উদ্ভব হয়েছিল, কারণ তাঁরা পরম্পরার মাধ্যমে ঐ পরম্পরা উপদেশ লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের আন্দোলন কখনই মতবাদের জন্ম নয়। তাই

[illegible]

শ্লোক ৩

স এবায়ং মযা তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই, এব—অবশ্যই, অয়ম্—এই, ময়া—আমার দ্বারা, তে—তোমাকে, অদ্য—আজ, যোগঃ—যোগ বিজ্ঞান, প্রোক্তঃ—বলা হয়, পুরাতনঃ—অতি প্রাচীন, ভক্তঃ—ভক্ত, অসি—তুমি হও, মে—আমার, সখা—সখা, চ—ও, ইতি—অতএব, রহস্যম্—রহস্য, হি—অবশ্যই, এতৎ—এই, উত্তমম্—উত্তম।

বীরের গান

আমারে অর্জুন পুনঃ সেই পুরাতন ।
পূর্বসম পরম্পরা করিছে স্মরণ ॥

অস্তি কিন্তু তে কুশলিনে শ্রীধরং বদন্তঃ ।
কুশলি তোত্র স্থিতিশ্চ কথং বিমৃষ্টা ॥

অনুবাদ

তোমি অবশ্যই তোমার আর অর্জুনকে কল্যাণ, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং আমি তুমি এই বিষয়ের অতি গূঢ় রহস্য জানবার অধিকার পাবার।

তাৎপর্য

[illegible] তুমি [illegible] অর্জুন আছে, তারা হচ্ছে ভক্ত ও অর্জুন। [illegible] অর্জুনকে [illegible] গীতার [illegible] করেছিলেন, যেমন অর্জুন ছিলেন তাঁর সখা ভক্ত। অর্জুনের কল্যাণে এই মহাগ্রন্থের জ্ঞানের সর্বোচ্চ উপলব্ধি করতে পারে [illegible]। এই মহান পাঠ্য [illegible] গীতার [illegible] আছে, যেমন কারো কোনটি অনেক বড়ের সমাধিস্থ, আর কোনটি অর্জুনের মতো সমাধিস্থ। [illegible] সমাধিস্থ [illegible] পড়লে অনায়াসে শ্রীধরের [illegible] সর্বোচ্চ উপলব্ধি করা যায় এবং তার ফলে [illegible] উপলব্ধি করতে [illegible] অধিকার লাভ হয়। কিন্তু অর্জুনের মতো পড়লে কোনটি লাভ হয় না, উপরন্তু সর্বনাশ হয়। অর্জুন [illegible], শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন [illegible] [illegible], যিনি অর্জুনের পাশে অবস্থান করে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করেন, পক্ষান্তরে [illegible] পাশে [illegible] [illegible] যিনি এই পাঠ্য বিষয়ের গূঢ় রহস্য [illegible] করা [illegible] হয়। অর্জুনের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করে না। [illegible] [illegible] [illegible] শক্তির নির্দেশ পালনে চেষ্টা করে। [illegible] [illegible] শক্তিকে [illegible] করে। [illegible] [illegible] করে [illegible] এবং [illegible]। [illegible] যিনি [illegible] উপলব্ধি করতে পারেন। [illegible] [illegible] অর্জুনের [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সর্বোচ্চ উপলব্ধি করা এবং [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্লোক ৪

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; অপরম্—পরবর্তী; ভবতঃ—তোমার; জন্ম—জন্ম; পরম্—পূর্বে; জন্ম—জন্ম; বিবস্বতঃ—সূর্যদেবের; কথম্—কিভাবে; এতৎ—এটি; বিজানীয়াম্—আমি বুঝব; ত্বম্—তুমি; আদৌ—শুরুতে; প্রোক্তবান্—বলেছিলে; ইতি—এভাবে।

শ্রীধর গান

অর্জুন কহিলেন ঃ
তুমি ত নবীন সখা সেদিন জন্মিলে ।
কোটী কোটী বর্ষ পূর্বে সূর্য জন্ম নিলে ॥
এ কথা কি করে বুঝি পূর্ব এত দিনে ।
উপদেশ পুরাকালে তুমি করেছিলে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে। তুমি যে পুরাকালে বলেছ এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে, তা আমি কেমন করে বুঝব?

তাৎপর্য

অর্জুন হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনেকটাই [illegible], যা মনে এটি কি করে সম্ভব হল, তিনি [illegible] করতে পারছেন না। তার কারণ হচ্ছে, অর্জুন এই [illegible] তাঁর নিজের জন্য বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু যারা [illegible] করে না অথবা যে সমস্ত অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] পারে [illegible] হয় না, তাদের [illegible] বিশ্বাস করেন। [illegible] [illegible] হবে যে, অর্জুন [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন [illegible] পুরাকালের [illegible], [illegible] কিন্তু [illegible] এবং [illegible] [illegible]। [illegible] অর্জুনের [illegible] এটি বুঝতে পারা খুবই কঠিন যে, [illegible] ও [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] শক্তির [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]। তাই, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] শক্তির [illegible] [illegible] [illegible]। শ্রীকৃষ্ণ যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], পুরাকাল থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু অসুরেরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। যে [illegible] [illegible], শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] অর্জুন

এই সময়ে তাঁর কাছেই উপস্থিত সংবাদবাহক যাহা কিছু বিলেষ তাহা সকলই বিস্তার পাইয়াছে, অনুচরেরা যাহা যাহা জানিত তিনি জানেন। অতএব, অনুচরেরা যদি যাহাতে তাহাদের নিজেদের এবং অনুগামীদের যোগ্যতা নিজের বাহুর বিরোধী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছে। তাহাতেও তাহা নিজের যথার্থ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত অনুচর অনুগামিগণ জানা উচিত। ইতি, জগতের সকল বিরোধী তাঁর অনুচরের পরিচয় এর সমান, কখন পরস্ত জগতের সমান হয়। জগতের শ্রীকৃষ্ণের দেখিয়া এই অনুচরের অনুচরের যাহা বিস্তারের বাহ্য মাত্র বাহ্য পাইয়া, কারণ তাহা জানেন, অথবা জগতের, অনুচরে যাহাদের শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ের পরিচয়ের অনুচরণ নাহাতে হয়, কিন্তু জগতের জন্য জগতের নিজের দেখিয়া জগতের-অনুচরে সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রকাশ পাইয়া কৃতার্থ হয়। তাহাদের বিরোধীরা এই পরমবস্তু যাহাদের আছেন, কারণ তাঁরা অবিদ্যা জগতের অনুচর লীলা পরিচয় তাহাতে আছেন। যাহা নির্বিশেষবাদী জগৎ-বিরোধী, তাহা যাহা পাইয়া জগতের যাহাদের একজন সাধারণ অনুচর, তাহাদের একজনেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা জগৎ পাইয়া কৃতার্থ পাইয়া যে, শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের অতি আত্মীয়, তাঁরা জগৎ অধিকারপ্রাপ্ত, তিনি অনুচর, তিনি আত্মীয় ও জগদীশ। জগতের অন্য অনেকে অনুচিত যাহারা অবিদ্যাসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ করেন। জগতের শ্রীকৃষ্ণের অনুচরের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁরা যাহা জেনে পাইয়া যাহাদের না। অনুচরেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে অন্য অনুচিত জগদীশিষ্টের অধিক একজন অবতার অনুচর বলে মনে করে, তাহারা সেই অধিকার অধিক বুদ্ধি পাইয়া জগতে অনুচরেরা সেই তত্ত্ব বাহাদের জগতের যাহাদের তাঁর জগতের সম্বন্ধে তত্ত্ব করেন। কিন্তু অনুচরগণের, তাঁহাদের মধ্যে জগতের সম্বন্ধে সেখানে তত্ত্বের অধিকারী থাকে না।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বলিলেন, বহূনি—বহু, মে—আমার, ব্যতীতানি—অতীত হইয়াছে, জন্মানি—জন্ম, তব—তোমার, চ—এবং, অর্জুন—হে অর্জুন, তানি—সেই সমস্ত, অহম্—আমি, বেদ—জানি, অর্জুন—অর্জুন, ন—না, ত্বম্—তুমি, বেত্থ—জান, পরন্তপ—হে পরন্তপ (শত্রুজয়ী)।

শ্রীভগবান বলিলেন

হে অর্জুন! বহু জন্ম তোমার আমার।
হইয়াছে পূর্বকালে সে সব অপার॥
তুমি নাহি জানি সেই তুমি ভুলে যেন।
আমি কিন্তু তুমি জীব এইভাবে আছ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বলিলেন—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারি, কিন্তু তুমি পার না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩৫) আমরা জগতের অবতারের সম্বন্ধে জানিতে পারি। সেখানে বলা হইয়াছে—

অতীতানন্তরূপাণি জন্মানি তব চার্জুন।
তানি কৃষ্ণাহং বেদ ত্বং ন বেত্থ পরন্তপ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৪৬) আরও বলা হইয়াছে—
অহমাত্মাত্মনাত্মানং সৃজে তদবিতাপ্যহম্।
তথাপি কালরূপেণ বিশ্বস্য ন বিমুহ্যতি॥

"অতীত সময় পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ, অসংখ্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মের কথা, তিনি অতীত, অনুচর ও জগদীশ। অতীত অনন্ত কালে পরিবর্তন, কিন্তু তিনি অনন্তের অতীত, পুনঃ-পুনঃ এবং তিনি অনন্তই এবং শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ। যাঁহা সেই (সেই), তাঁহাদের অবতারের অধিকারসম্পন্ন এই জন্ম সৃষ্টি, কিন্তু জগতের তত্ত্ব তত্ত্ব অধিকার জগতের এই জন্ম বলিয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৪৬) আরও বলা হইয়াছে—

আত্মাত্মানং বিনির্মায় বিভুঃ
আত্মাত্মনাত্মানমনুপ্রবিশ্য চ।
পশ্যন্নাত্মনাত্মানং সৃজ্যমানং বিভুঃ স্বয়ম্
আত্মাত্মানমনুপ্রবিশ্য আত্মা আত্মানং॥

"অতীত সময় পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ, অসংখ্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মের কথা,

[১৫] শ্রীভগবান্‌কে, শ্রীকৃষ্ণিতাদের অর্থি অজ্ঞানে অবতরণ করেন, কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ঈর অর্থি অজন এবং তিনি স্বয়ং অবতরণ করেন।"

শ্লোকের বলা হয়েছে যে, যদিও ভগবান অজন্মা, তবুও তিনি অজন্ম রূপে প্রকটিত হন। সাধারণ লোকে যেমন নানা কর্ম নিষ্পত্তির ফলের জন্য নিজের দেহ পরিবর্তন করে না, ভগবান সেরূপ নানাপ্রকার প্রকটিত হলেও তাঁর নিজের দেহ পরিবর্তন হয় না। ভগবানের যেটি অজন্ম রূপ সেই অবস্থাতেই তাঁকে উৎপত্তি বলা যায় না, কিন্তু তাঁর যখন প্রকটিত তাঁর অজন্ম রূপেও অর্থ উৎপত্তি করতে পারেন (যেমন দুর্গাসপ্তশতীর অবতরণে)। অর্জুনের মনে অবতরণ হচ্ছেন ভগবানের নিত্য অজন্ম। ভগবান বলছেন অবতরণ করেন, তখন তাঁর অজন্মের অবতরণ বিভিন্ন যোগমায়া অনুযায়ী তাঁর যেমন ভাবের জন্য তাঁর দেহে অবতীর্ণ হন। অর্জুন হচ্ছেন সেই ভাবেরই একজন ভক্ত। এই শ্লোকে দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ জন্মের আগে ভগবান যখন পৃথিবীতে নিবাসকালে অবস্থানরত ছিলেন, তখন অর্জুনের অন্য যেমন জ্ঞান ছিল তেমনই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান যা জেনেছিলেন, কিন্তু অর্জুন তা ভুলে গেছেন। বিভূটিকেন ভগবানের সঙ্গে অনুচিকেন জীবের এটিই পার্থক্য। অর্জুন ছিলেন তার পরিপ্রশ্নকারী বীর, তিনি ছিলেন পরাক্রম, কিন্তু তা হলেও তা পূর্ণ জ্ঞানের কাছে তার অজ্ঞতার পার্থক্য ছিল এটি। তাই, ভগবানের মাধ্যমেই জীব যত অবস্থাই ভোগ না কেন, সে কখনই ভগবানের সমতুল হতে পারে না। তিনি ভগবানের নিত্য সহচর, তিনি কখনই শ্রেষ্ঠজন পুরুষ পারি, কিন্তু তিনি কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের অনুচর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, জড়-জগতের কোনও ভগবান যখন তাঁর অবতরণ হবে তখনই আত্মবিস্মৃত হন না। তাই, জীব কখনই ভগবান হতে পারে না, এমন কি অনুচিকেন যারা মুক্ত জীবের সকল নিয়ন্ত্রণ ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। অর্জুন যদিও ভগবানের সখা ছিল, তবুও তিনি যখন যখন ভগবানের অবতরণ নিশ্চয় হন, তখন ভগবানের নিজ কৃপার ফলে তার স্মৃতিশক্তি যখন ভগবানের অবতরণ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কিন্তু অবতার যা অনুচরেরা কখনই ভগবানের অনুচরের কাল উপলব্ধি করতে পারে না। তাতেই ভগবানের জীবের পক্ষে ভগবানের এই নিত্য অবতরণ অনুচিকেন বুদ্ধি নিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিত্য পার্ষদ অর্জুন উভয়েরই নিত্য পার্ষদ, কিন্তু সকল লক্ষ লক্ষ জন্ম যখনই ভগবান যে লীলা প্রকাশ করেন, তা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের জন্য আসে, কিন্তু অর্জুনের জন্য নয়। এই শ্লোকের অবতরণে অজ্ঞান বুঝতে পারি, জীবের যেমনভাবে ভগবান যখন যখন পূর্ণ বিকাশ ঘটে,

কিন্তু ভগবান তাঁর অভিব্যক্তিতে যেন পরিবর্তন করেন না, তাই তিনি বিভূটি থেকেন না। তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ তাঁর যেন এবং তিনি স্বয়ং এবং ও অভিন্ন। ভগবান সম্পর্কিত এর বিভূটি টিকে, কিন্তু জীবের স্বভাব এবং যার জন্য যেন এবং না। ভগবান যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখনও তাঁর যেন এবং তিনি স্বয়ং একই থাকেন। তাই, জড় জগতে অবতরণ করলেও তিনি জীবের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবানের এই অবতরণ তত্ত্ব অনুভবের বিভূটিটি বুঝতে পারে না। সেই কথা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৬

তদ্ধোঽপি কর্মণো বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৬ ॥

তদ্ধ—অবশ্যই, অপি—যদিও, কর্মণঃ—কর্মের, বোদ্ধব্যম্—জানার, বোদ্ধব্যম্—জেনে, বিকর্মণঃ—নিষিদ্ধ কর্মের, শিক্ষাঃ—শিক্ষাগুলি, অপি—যদিও, কর্মণঃ—কর্মের, বোদ্ধব্যম্—জানা, গহনা—অতিশয় জটিল, কর্মণঃ—অকর্মের, অকর্মণঃ—অকর্মের, গহনা—অতিশয় জটিল হয়, গতিঃ—অকর্মের অবস্থান গতির জন্য।

বিভিন্ন পাঠ

অবতারের নিয়ামক অজ্ঞানতা রহিত।
অজ্ঞানতা পরাজয়ে তুমন জর্জিত ॥
তথাপি তুলনায় সহজে তাঁর সাথে আমি।
সেই অবস্থায় যোগ জ্ঞান বুঝ তুমি ॥

অনুবাদ

যদিও আমি অজন্মহীন এবং আমার নিত্য যোগ স্বভাব এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অজ্ঞানতা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আমি আমার আমি নিজের মায়ার দ্বারা দ্বারা অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবান অবতারে তাঁর অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন—যদিও তিনি অজন্মা অনুভবের মধ্যে অভিব্যক্তি হন, তবুও তাঁর কখনও কখনও পূর্ণ 'অবতার' পরবর্তী

[illegible]

[illegible]

শ্লোক ৭

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অস্মাকম্—আমাদের; তু—কিন্তু; বিশিষ্টাঃ—বিশিষ্ট; যে—যাঁরা; তান্—তাঁদের; নিবোধ—জেনে নিন; দ্বিজোত্তম—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ; নায়কাঃ—নায়ক; মম—আমার; সৈন্যস্য—সৈন্যের; সংজ্ঞার্থম্—পরিচয়ের জন্য; তান্—তাঁদের; ব্রবীমি—বলছি; তে—আপনাকে।

বঙ্গানুবাদ

যো মাং স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং প্রয়াতি স ন্যসেৎ।
যঃ স্মরন্ ভাবং ত্যজতি কলেবরং তস্য তদ্ভাবমাপ্নুয়াৎ ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ে আমাকে স্মরণ করে এবং দেহত্যাগ করে, তখন তিনি তিরোভাব লাভ করে আমাতে উপনীত হন।

তাৎপর্য

এখানে দুইটি কথাই তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুইটি কথাই পূর্বে কখনো আলোচনা হয়নি। প্রথমত, পূর্বগামী ভক্তের অনুগামী, কৃষ্ণভাবনাময় পরম ব্যক্তি নিজে নিত্যকাল, তাঁকে অনুভবের জন্য যে শরীর প্রয়োজন তাও নিত্য। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে—কৃষ্ণভাবনার যে স্তরে, সেখানেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। অধিক প্রমাণ এখানেই, কখনও কখনও ভক্ত-বিশেষের অনুগামীরা কৃষ্ণভাবনা লোপে কৃষ্ণভাব ভিন্ন স্বভাবে আবির্ভূত হন, কিন্তু অনুগামির লোক নিজেকেনিজেকে পরাজয় করে। তিনি কীভাবে ভিন্ন স্বভাবে লীলা করেন—তিনি হচ্ছেন স্বয়ংই। তাঁকে, যখন অবতারের অনুগমন এবং অবতার প্রাপ্তি হয়, তখন অবতার ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে এই ভাব প্রকাশে অবতরণ করেন। অবতার তত্ত্ব যেমন বিভিন্নের অবতার এবং যেমন এই বিভিন্নাংশের স্বভাবের আধার যে অবতারই হচ্ছেন স্বয়ং। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, এই সকল বিভিন্নাংশের হচ্ছে অবতারের অধীন এবং অবতার নিজেই যেমন পরমেশ্বর পুরুষ স্বয়ংরূপে। যেমন অবতারেরই বাণী এবং প্রকাশ প্রকাশে তিনি এই ভাব প্রকাশ করেন। তাই, অবতার নিজেই হচ্ছেন, অবতারিত্বের অবতারের আধার (এষো তু ভগবান্ স্বয়ম্—ভাগবতপুরাণ)। কৃষ্ণভাবনাময় পর্যায়ের এই তত্ত্বের বিশেষ অধিক কথা হয়েছে। অবতারের বিভিন্নাংশ এই তত্ত্বের প্রতিনিধি স্বরূপই হচ্ছে যেমন উদ্দেশ্য। নীরব লোকে অবতার পরিচিতাংশে অবতারের, অধিকারি পরিচয়ের প্রকাশে শ্রবণ প্রকার—স্বয়ং স্বয়ং অধিকারি এবং আবেশ শক্তি। তিনিই বিভিন্নাংশের অনুগামে অবতার আনুষঙ্গিক অবতারের অনুগমন করেন তখন পূর্ণ অবতারের হচ্ছে শ্রবণের কারণ। অবতারী অনুগামে অবতার আনুষঙ্গিক অবতারের অনুগমন করেন তখন পূর্ণ কারণ, তখন অবতারের অধিকারিত্ব হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের লোকে

অবতার অবতারের পরিচয়ী ক্রমের বিভিন্নাংশ এবং অনুগামীর লোকের এবং কারণে অবতারের অধিকারিত্ব, তখন শ্রীকৃষ্ণের অবতারের পূর্ণাংশের অবতরণ অবতারিত হয়েছিলেন। যেমন কোন কোন বিশেষ অবতারের পরবর্তীর লোকের নিকট আছে, কিন্তু আনুষঙ্গিক অবতারের অনুগামের বৈদিক শিক্ষার অনুসরণে এর কারণ নিজেরাই বৈষ্ণবের পরবর্তীর নিকট হয় আছে। এই অবতারের পূর্ব আছে যেমন আধীন শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার কারণে কৃষ্ণভাবনা পূর্ণ অধিকারিত্ব আবির্ভূত। এখানেই অবতার লোকের পরিচয়, অবতারের পরবর্তীর অবতারের লোক বিশেষ বিশেষ পরম অবতার তাত্ত্বিক এই তত্ত্বে অবতারের অবতারের এবং পরবর্তী তত্ত্ব বিচারে পাওয়া। পরবর্তীর প্রকাশ যে পরবর্তীর অবতারের স্থান প্রকাশ করা উচিত নয়। অবতারের ১০-এর মধ্যে পরবর্তীর, কৃষ্ণভাবনা যেমন স্বয়ংরূপ-বৃদ্ধিমান্ অবতারের পরবর্তীর, কিন্তু এই পরবর্তীর পূর্ণ। তিনি স্বয়ং বিভিন্ন অনুগামের যে কোন অবতারের, যে কোন অবতারের, যে কোন স্থানে অবতারের পরবর্তীর পারেন। অবতারের অবতারের তিনি স্বয়ং পরবর্তীর অনুগামী পরবর্তী করেন, যতটুকু যেটি বিশেষ স্বরূপ ও অবতার অনুগামের অবতারের অবতরণ করতে পারে। কিন্তু যেমন বিশেষ একটি আছে—স্বয়ং অনুগামের অবতার এবং অনুগামের অবতারানুগামী অবতার। পরবর্তীর তিনি স্বয়ং অধিকারিত্ব হন, পরবর্তীর তিনি যেমন পরবর্তীর অবতার স্বরূপের পরিচিতিতে যেমন পরবর্তীর, অবতার পরবর্তীর তিনি স্বয়ংরূপে অবতারের পরবর্তীর।

অনুগামের অবতার অবতারের অবতারের অবতারানুগামীর পরিচয়ের, অবতার অবতারানুগামীর অধিকারি যিনি পূর্ণ-পরবর্তীর অনুগামেরই যেমন পূর্ণরূপে পাওয়া। পূর্ণ অবতার পূর্ণরূপে হয়ে হয়। এই অধিকার তত্ত্ব একটি নিজের পরবর্তীর অবতার অবতারের পরিচয়ের অবতারের অবতার, কিন্তু স্বয়ং পরিচয়ের অবতারের অবতার। অধিকারি অবতারের অবতারের একটি অবতরণ পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ণ-অবতার বিশেষের অবতার যিনি ও নিজ অবতারানুগামী অবতার অবতার হয়। যিনি অবতার অবতার এবং অনুগামের অবতার হয় পরিচয়ের অবতার অবতারের অবতার-অবতারের অবতারে। অবতারের অবতারের যিনিই হচ্ছেন অধিকারি অবতারের পূর্ণাবতারের বিশুদ্ধ অবতার। যেমনভাবে অবতারের পরবর্তীর এই অবতারের অবতার ও অবতারের হয়।

শ্লোক ৬

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

পরিত্রাণায়—পরিত্রাণ করার জন্য, সাধূনাম্—ভক্তগণের, বিনাশায়—বিনাশ করার জন্য, চ—এবং, দুষ্কৃতাম্—দুষ্কৃতকারীদের, ধর্ম—ধর্ম, সংস্থাপনার্থায়—সংস্থাপনের জন্য, সম্ভবামি—আবির্ভূত হই, যুগে যুগে—যুগে যুগে।

শ্রীধর পদ্য

সাধুদের পরিত্রাণ অসাধুর বিনাশ ।
যে করে অধর্ম তার করি সর্বনাশ ॥
ধর্ম ধর্ম স্থিতি ধর্ম করিতে সাধন ।
যুগে যুগে আসি আমি জন্ম যে কারণ ॥

অনুবাদ

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার অনুবাদে কৃষ্ণভাবনার বিচ্যুত যে অসুর, তিনি হচ্ছেন সাধু। যেমন যেকোনো আদালতেরই অবশ্যই পাল্টা হয়ে থাকে, কিন্তু যদি অন্যায়ে তিনি বলি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তাহলে তাঁকেও হয়ে তিনি সাধু। আর তাঁর কৃষ্ণভাবনাকে যদি কারো না, তাহলে তিনিও দুষ্কৃতম্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি সত্যের সাধু বা দুষ্কৃতকারীর ঐতিহাসিক বিচার অনুসারে হলেও এখানে দুষ্ট ও সাধুদের কথা হয়। কিন্তু তিনি যদিও পরিত্র অবস্থাতেই নিয়োজিত, তিনি যদি দুষ্ট এবং অসৎ হন, তাহলে দুষ্কৃত হয়ে যে তিনি সাধু। আবার, যখন অসুরেরা নিজে ব্যবহার জন্য পাঠানো অসৎ যেকোনো অবতার করেছিলেন, তিনিও অসুরদের বিনাশ করার জন্য তাঁকে যেকোনো অবতার করতে হয়। অসুরেরা অবশ্য অনুচর পাঠাচ্ছে, যাঁরা অসুরদের সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করা। অনুচরেরা ভগবানের ভক্তদের নানাভাবে কষ্ট দেয়, তাঁদের উপর উৎপাত করে, এমন তাঁদের পরিত্রাণ করবার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। অনুচরেরা অবশ্যই হচ্ছে ভক্তদের উপর অত্যাচার করা, কিন্তু যদি তারা পরমেশ্বরের হয়, তাহলে সে তেমনটি পারে না। অনুচর অবশ্যই হিরণ্য হিরণ্যকশিপুর পক্ষের, কিন্তু যা সত্যের হিরণ্যকশিপু তাঁকে পরাজয়ের নির্দেশ করে। শ্রীকৃষ্ণের আরো তেমনটি হিরণ্য কারণের অবতারে,

কিন্তু যা সত্যের কারণে তাঁকে এবং তাঁর পরি অনুচরদের পরাজয়ের নির্দেশিত করে, কারণ যে অসুরের সেবেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পরাজয়ের অধিকারী হবেন। এর থেকে বোঝা যায়, কারণের নিজে কারণে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল না, মূল উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো উপায়ে ভক্ত। কিন্তু এই পুঁথি কারণে অবতারে পরিত্র হয়েছিল। অর্থাৎ, অবতার এখানে বলেছেন, অনুচরদের পরিত্রাণ করার অসম্ভব বিনাশ করবার জন্য তিনি অবতরণ করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য লীলা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিনয়বিনয় (শ্লোক ১১/১৬৩-১৬৪) প্রেমবিলাস মাধ্যমে অবতারের অবতরণের মূলগত সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন—

> দুষ্টি-ভয়ে যেই দুষ্টি প্রকটে অবতরে ।
> সেই ঈশ্বরেরই 'অবতার' নাম ধরে ॥
> অবতারীর শরীরেতে সবার অবস্থান ।
> বিশেষ অবতারী ধরে 'অবতার' নাম ॥

"অবতার-কাল থেকে এটি, অর্থ অবতার যেকোনো ধরনের মধ্যে ঈশ্বরেরই অবতার নাম পায়। এই অবতারের অবস্থান শরীরেতে অবস্থান করেন। তাঁদের অবতারে অবতরণ করার জন্য তাঁকে অবতার বলা হয়।"

অবতারের অনেক প্রকার অবতার আছে, যেমন—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার, আবেশ অবতার ও পূর্ণাবতার। তাঁদের নির্দিষ্টির ভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেন। কিন্তু অবতার শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবার অবতারের উৎস—অংশিপুরুষ। অবতার শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ এবং পরিত্রাণের কারণের জন্য, তাঁর তাঁর শত্রুর অবতরণ শ্রীকৃষ্ণকে-লীলায় তাঁকে দর্শন করবার জন্য নির্দেশিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর ভক্ত ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য।

ভগবান এখানে বলেছেন, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি কলিযুগেরও অবতরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা হচ্ছেন, কলিযুগের অবতার চৈতন্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন কারণে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের অবতরণ এবং অন্যান্য অবতারগণের অবতরণের তুলনায় করেছেন। তিনি অবতার-লীলা বলে বলেছেন—

> যুগধর্মের আরম্ভ হয় সেকালের প্রথম ।
> কলিযুগে প্রথম চৈতন্য মোর নাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের জীবিতকাল অবতারের কথা উপনিষদ্ অধ্যয়নে, শ্রীকৃষ্ণলীলার অর্থি পাঠের জ্ঞানপূর্ণ অর্থের অবতারে উল্লেখ আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণের অবতার জীবিতকাল অধ্যয়ন তাঁহাদের গাঙ্গীর্য নাকীর্তন অধ্যয়ন রাখি নাকীর্তনের আরম্ভ হয়। অবতারের এই আকার পুরুষকারীদের অধ্যয়ন করেন না, যদ্যপি তিনি তাঁর অধিকারী দ্বারা অবতারের থেকে অধ্যয়ন উদ্ধার করেন।

শ্লোক ৯

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯ ॥

জন্ম—জন্ম, কর্ম—কর্ম, চ—এবং, মে—আমার, দিব্যম্—দিব্য, এবম্—এইভাবে, যঃ—যিনি, বেত্তি—জানেন, তত্ত্বতঃ—যথার্থভাবে, ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে, দেহম্—দেহকে, পুনঃ—পুনরায়, জন্ম—জন্ম, ন—না, এতি—প্রাপ্ত হন, মাম্—আমাকে, এতি—প্রাপ্ত হন, সঃ—তিনি, অর্জুন—হে অর্জুন।

বঙ্গানুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, দেহ ত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমাকে নিত্য লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর থেকে অবতারের অবতরণের কথা যাঁরা যথাযথভাবে জানেন তাঁরা কথা হচ্ছে। তিনি অবতারের অবতরণের পর উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি জন্ম অবতারের লক্ষণ থেকে উপলব্ধি করেছেন এবং যাঁরা তেমনভাবে করার পর তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবান-ধামে ফিরে যান। জন্ম লক্ষণ থেকে অবতার বুঝে হওয়া

একেবারে সম্ভবপর নয়। বিভিন্নপন্থী জ্ঞানী ও যোগীরা যদি জন্ম-কার্যাদির তত্ত্বজ্ঞানের ফলে এই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু যা সত্যের, প্রকৃতপক্ষেতিনি বিনি হয়ে নিজে জানা যে মুক্তি লাভ করে, তা পূর্ণ মুক্তি নয়, কারণ পুনরায় এই জড় জগতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, ভগবানের অভিজ্ঞানময় দেহ ও তাঁর লীলার অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করতে পেরে দেহত্যাগ করার পরে ভগবানের ধামে গমন করেন এবং তখন আর তাঁর জড় জগতে অধঃপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪) বলা হয়েছে, ভগবানের জন্ম আছে, ভগবানের অবতার আছে—অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্। ভগবানের জন্ম যখন হয়েছিল তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। এই অবতারে মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁর স্বরূপ হয়। দুর্বৃত্তরাজের জড় জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা এই তত্ত্ব তাঁরা নিশ্চয় করতে পারে না। যেমন (পুরুষবোধিনী উপনিষদে) বলা হয়েছে—

এতমজং যোনিমনিত্যমেকং ভক্তপ্রিয়ং বিশ্বধরং বিভুং চ।

"এক ও অদ্বিতীয় ভগবান নানা নিয়মাধীন তাঁর সঙ্গে ভক্তদের সঙ্গে লীলা করতে নিত্য অনুরক্ত।" যেমন এই উপনিষদে ভগবান নিত্যলীলা লীলায় এই জন্মের কথা বলেছেন। তিনি সুদূর বিশ্বাসের সঙ্গে যেমন এই কথাকে, ভগবানের এই কথাকে যারা যথা যথা করে বাস্তবিক জন্ম-কর্মকার তাদের কালাকার করেন না, তিনি অবশ্যই জড়ের মুক্তি লাভ করেন। যেমন ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন যথার্থ জ্ঞানবান এই সম্পর্কে আছে। তিনি সুদূরে পেয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন পরমেশ্বর তখন তিনি ভগবানকে বলতে পারেন, "তুমিই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তাঁরা ভগবান"—তাঁর ভগবান, মুক্তি লাভ হয় এবং ভগবানের নিত্য ধামে তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবানের নিকট পরমার্থ লাভ করেন। অর্থাৎ, ভগবানের এই সকল একনিষ্ঠ ভক্তরা যে পরমার্থ লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে উপনিষদ নিম্নের মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

"পরমেশ্বর ভগবানকে জানলেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোনই পথ নেই।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮) অবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে জানে না, সে অবশ্যই যারা আছেন, যাঁরা তার পক্ষে জন্ম লক্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মনুষ্য দেহের প্রতিটি দেহের মনুষ্য জন্ম লাভ করা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে জন্মগ্রহণের পরে জন্মের অবস্থায় যাহারা ভগবানের দেহের জন্ম লাভ হয় না। এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্ম জগতে অনেক সম্ভব, অনেকে প্রতিপন্নই, অনেকে অর্থ উপার্জন করতে পারে, কিন্তু

[illegible]

শ্লোক ১০

দ্বিকরালবদনাক্ষোভা মন্দ্রা মন্দ্রপ্রবিষ্টিতাঃ ।
বহ্নেঃ জ্বালাকলাপা পুষ্ণা জ্বলন্তমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

দ্বিক—দুই, করাল—আবলি, বদন—মুখ, ক্ষোভা—ক্ষোভ, মন্দ্রা—অত্যন্তে নিবিড় ছিল, মন্দ্র—আকাশ, উপস্থিতাঃ—একাত্মভাবে আবিষ্ট হয়ে, পুষ্ণা—পুষ্ট, জ্বলন—আগুন, কলাপা—একগুচ্ছ হয়ে, পুষ্ণা—পরিষ্ট হয়ে, জ্বলন্তম্—আগুন প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, আগতাঃ—লাভ করেছে।

বিশ্বের গান

ছড়ি হাত তার ক্ষোভে ত্রিভুবন আকাশ ।
অগ্নির অর্চ্চিতে সত্য করিয়া বিনাশ ॥
বহু শক্ত জ্বালা তব কলাপের ঘারে ।
বিশ্বের ধরিয়া গ্রাস পেয়েছে আমারে ॥

অনুবাদ

আবলি, কর্ণ ও ক্ষোভ থেকে যুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আমাকে গ্রস্ত হয়ে, একাত্মভাবে আমাতে আবিষ্ট হয়ে, পুষ্ট বহু বহু অগ্নি আমার জন্য গ্রাস করে পরিষ্ট হয়েছে—এবং একগুচ্ছে অগ্নিশিখা আমার অভিমুখে ছুটে গ্রাস করেছে।

তাৎপর্য

আগেই বলা হয়েছে, যে সমস্ত অনুচর কালের অগ্নি আবলিত অনুচর, তাদের গ্রাসে আমাদের অগ্নিশিখা জন্য উপলব্ধি করা যুক্ত। আবলিত, যে সমস্ত অনুচর দেবতাগুলির দ্বারা উপলব্ধি, তারা কর্ণ পর্যন্তের উপর একটি মত যে, তাদের গ্রাসে কলাপের অগ্নিকণাগুলির পরিমাণগুলির স্থানে উপলব্ধি করা গেছে অগ্নিকণা। এই সমস্ত অনুচরদের ক্ষোভগুলো যুক্ত উঠেছে পারে যে, কলাপের একটি

উপর দেখা যাচ্ছে, যা অগ্নিময়, পূর্ণ আকারে এবং নিজে আকাশের। অনুচরেরা উপস্থিতরূপে, আকাশের কর্ণ দেখেনি নয়ন, আকাশের হাত আকার এবং সম্পূর্ণ নিরালম্ব। সুতরাং, এই কর্ণ দেখেছিলেন আকাশের অনুচর অকাল যাদে ভোগ নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকি, কলাপের দেখেছিল ভোগের নয়ন, আকাশ এবং সম্পূর্ণ নিরালম্ব। সুতরাং, সাধারণ অনুচরের যখন কলাপের অগ্নিশিখার অকাল সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তখন তাদের কর্ণ দেখেছিল কালেরই মতো আকার। এই কর্ণ দেখেছিলেন যার প্রকাশিত হয়ে দেখেছিল অনুচর মতো করে, শিক্ষা-প্রয়োগের যে নিরবিচ্ছিন্ন দেখেছি পাওয়াগুলি। তারা কলাপ তারা মতো করে, পাশাপাশি দেখা যাবার দেখি—তিনি নিরিখেন। তারা যাতে একটি পরীক্ষাগারে নিরালম্বে যে, কর্ণ কলাপ দেখে পুষ্ট হলাম পাওয়ে যে একটি আকারের অগ্নিশিখা, যা তারা আকারে কর্ণ পায়। কখন তারা অনুভব হয় যে, ঠিক জীবনের ইচ্ছে, স্বরূপ ও পরিবেশ, কিন্তু তারা পুনরায় পরিষ্ট হবার জন্যে দীপ্ত হয় এবং তারা নিরালম্বে, নিরবিচ্ছিন্ন শূন্যের নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে পাওয়েছি, পাশাপাশি তারা তারা মতো করে। আকাশের তারা জীবনের অনুচরের সমুদ্রের পাশে দৃশ্যমান আছে, যা সমুদ্র থেকে উদিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যেই আবার বিলীন হয়ে যায়। মনের মতো এটিই হচ্ছে পূর্ণতা পরিণামের জীবন নিজে পরিবেশের সমস্ত দিকে। বস্তুতপক্ষে এটি হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানপূর্ণ জীবনের এবং অনন্তের অবস্থা। এ ছাড়া আছে এমন কিছু লোক আছে, যারা আত্মজ্ঞান পরিবেশের কথা একেবারেই বুঝতে পারে না। অনুচরের কথাগুলিতে যখন তখন পরিবেশের জ্ঞানের এবং তাদের অবস্থানের পাশে নিজের হয়ে তারা একটি নিরক্ষ ও শুদ্ধ হয়ে পারে যে, দেখবার তারা মুখের মতো নিজের যেন, কলাপের যেটি এবং এমন কিছু কিছুটি শূন্যের পরিবেশিত হয়। এটি আকাশের দেখেছেন বিশ্বরূপের জন্য জীবন বলেন পারে। তারা এক আকাশের দেখেন আছে, যারা কিছু নিজের নয়টি আকার যে, পাশাপাশি কিছু নিয়ে তারা একেবারেই কাজ পারেন না। আকাশের মধ্যে কেউ কেউ পাশে নিজের আকাশ নীল মনে হয় এবং কেউ কেউ আকাশের মধ্যেকার পরিবেশিত হয়েছে দেখে পূর্ণ-নিজেরা না দেখে, নিজেরা হয়ে তার নিজুলেই পরিবেশিত করে। এটি আকাশের অনুভবের পরীক্ষা, তখন, তারা আছি আকাশগুলোর আকার গ্রহণ করে এবং আকাশের দেখি। দেখেছেন নিজের মধ্যের পরিবেশ অকাশের নিজে বর্ণনা পাশে প্রকাশ করে পরিবেশিত নিজু অনুভবের প্রকাশিত করে। অনুভবের বর্ণনায় হচ্ছে, পরিবেশিত কর্ণগুলো আকাশের করা, আকাশের আকারের স্বরূপের আকারের জন্য কাশের মতো পাশে মনে করে দীপ্ত হওয়া এবং তারা জীবনের নিজেদের মধ্যে কর্ণ নিজুরে শূন্য পাশে মনে করা—তারা আকাশের এই নিজেই পরিবেশিত কর্ণ থেকে যুক্ত হয়েছে। তারা

[illegible] এই তিনটি বিভূতি থেকে যুক্ত হওয়া [illegible] উপাস্য হচ্ছেন—[illegible] [illegible] গ্রহণ করে ভগবানের সেবা করা, তিনি অনুসারে [illegible] অনুশীলন করা। [illegible] করার ফলে হয় 'আর' অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অহৈতুক প্রেমের অনুভূতি।

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর [illegible] (১১/৪/১৩-১৭) লিখেছেন—

> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

"[illegible] শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা [illegible] প্রতিটি স্তরের [illegible] করতে হবে। এই [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অনুশীলন করেছেন। [illegible] [illegible] সেবেন [illegible] অনুশীলন করতে হবে [illegible] অনুশীলন করার ফলে, অনুশ্রব [illegible] আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, আর-উপাসনার পথে অগ্রসর হতে হতে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রতি অগ্রসর হয়। এই [illegible] ফলে প্রভুর [illegible] প্রতি আকর্ষণ আসক্তি লাভ করে—যা থেকে ভগবানের প্রতি পরমাসক্তি [illegible] আসক্তির ফলে 'আর' পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি [illegible] আসক্তিতে [illegible]। এই প্রেম হচ্ছে জীবাত্মার চরম কাঙ্ক্ষিত পরিণতি।" এই প্রেম-ভক্তির স্তরে কেউ নিজেকে ভগবানের অহৈতুকী প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত পারে। সুতরাং, [illegible] অনুসারে জীবের জীবন-সেবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে অনুশ্রব আসক্তির মাধ্যমে স্তরে উন্নীত হতে পারে। যে ব্যক্তি কেবল পরমেশ্বর থেকে মুক্তি লাভ করে, তার নিকট পূর্ণরূপে ভক্তি [illegible] পুনরায় জীবনের সেবা নিযুক্তি পায়। তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে [illegible] পারে।

শ্লোক ১১

> যে বৈকা মাং প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।
> মায়ামেতাং তরন্তি তে অনুবাদ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

যে—যারা, বৈকা—সেবাতে, মাম্—আমাকে, প্রপদ্যন্তে—আত্মসমর্পণ করে, মায়াম্—[illegible], এতাম্—[illegible], তরন্তি—অতিক্রম করে, তে—তারা, মায়ামেতাম্—পুনরায় [illegible], তরন্তি—অতিক্রম করে, তে—তারা, অনুবাদ—পরম অনুবাদ, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

গীতার গান

> যেজনে যে ভাবে মোরে আমি সেই ভাবে।
> ভজনোপায় ফল দিই আপন প্রভাবে ॥
> আমাকেই সর্ব মতে ভাবে সব জীব।
> আত্মনিষ্ঠ আত্ম হয় পথে ভেদ নাহি ॥

অনুবাদ

যারা সেবাতে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেবাতেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

[illegible] বিভিন্ন বৃত্তিজাত থেকে জীবকুলের আত্মরক্ষা করছে। পাশ্চাত্যের ভগবান [illegible] তাঁর নির্দিষ্ট [illegible] এবং এরা অনু-পরমাণু সহ সর্বত্রের [illegible] পাশ্চাত্যজগতে পুরাতনে উপাসনা করা হয়। কিন্তু জীব যখন [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পুরাতনে উপাসনা করতে পারেন। কারণ তত্ত্ব অনুসারী পাশ্চাত্যে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ, তাই যে যেভাবে ভগবানকে সেবে হয়, তার নির্দিষ্ট [illegible]। আত্মতুষ্ট ভগবানের উপাসনা জীব তার অবস্থার আকর্ষ অনুসারী [illegible] থাকে তাদের নির্দিষ্ট করে থাকেন। যেমনঃ কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পাশ্চাত্যের [illegible] দেখে থাকে, কেউ তাঁকে শান্ত ভাবে ভাবে থাকে, কেউ সখ্য [illegible] ভাবে করে সেবা করে, আবার কেউ পরম নিজ ভাবে ভাবে করে ভগবানকে। [illegible] সেবক জীবের বাসনা অনুসারী তাঁদের পরমেশ্বর ভক্তে নিজেদের করে [illegible] ভগবানের প্রতিদান দেন। কিন্তু ভগবানের সেবক, নির্দিষ্ট সেবার নির্দিষ্টভাবে [illegible] করে এবং ভগবানের জীবের বাসনা অনুসারী তাদের সাথে আচরণ নির্দিষ্ট [illegible]। ভগবানের তত্ত্ব ভক্তের আত্মতুষ্ট সাধনে এবং এই জন্য জগতের [illegible] লাভ করেন এবং তাঁর সেবার নিমিত্তে হয়ে আত্মতুষ্ট [illegible]। যে সকল নির্বিশেষবাদী তাদের আত্মার সত্তাকে বিলীন করে দিতে

[illegible] বাস্তবিক আত্মহত্যা করতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তাঁর [illegible] পাঠান (১৮৮)। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা জগতের অধিবাসীদের জন্য কিছুই করে না, তারা তাদের জগতের অধিবাসী পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না এবং পরিণামে তাদের অধিকাংশ সময়ই অনুন্নত বিমূঢ় হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ব্রহ্মজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে, কারণ এই জড় জগতে নিজে এসে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে হরিয়ে নেয়। কারণ অধোক্ষজ জগতে তাদের কারও অনুভূতি পায় না, কিন্তু এই জগতে এসে আবার পরিত্রাণ হওয়ার সুযোগ পায়। তাই সাধারণ কর্মী, যোগেশ্বরগণ অথবা তাদের যথা-যথা অনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা এবং যে সমস্ত জ্ঞানী বিধি অনুসরণ করে, তিনি তাদের সেই কামনা প্রদান করেন। এরাজাতীয় ব্যক্তিরা যেখানে পারে, সেখানেও সেখানে বিধি লাভ হয় জগতেরই কারণের মধ্যে এবং পরমার্থ সাধনের বিভিন্ন পন্থাগুলি তাদের সেই একই ধারণা বিভিন্ন রূপ। তাই, কৃষ্ণভাবনার এবং বিভিন্ন ভাবে অধিকতর না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৩) এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

"সে কারণে কামনা-বাসনা থাকুক বা থেকে, সব কিছুর কামনা বিশিষ্ট ব্যক্তিরই হোক, বা মোক্ষকামী সেবীই হোক বা নেই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অধিকতরভাবে তাত্ত্বিক জগতের পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১২

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ—বাসনা করে, কর্মণাম্—কর্মফলের, সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, যজন্তে—তাদের যারা উপাসনা করে, ইহ—এই, দেবতাঃ—দেবতাদের, ক্ষিপ্রম্—অতি শীঘ্র, হি—অবশ্যই, মানুষে—মানব-সমাজে, লোকে—জড় জগতে, সিদ্ধিঃ—লাভ লাভ, ভবতি—হয়, কর্মজা—কর্মের ফল থেকে।

শব্দার্থ

কর্মকাণ্ডী সিদ্ধি লাগি করে দেবতাদী।
ইহলোকে হয় সদ্য কর্ম দেবতা সেবী॥

শীঘ্র সেই কর্মফল এ মনুষ্যলোকে।
জন্মিয়া সে সদ্য ভুঞ্জে দুঃখে আর শোকে॥

অনুবাদ

এই জগতে মানুষেরা সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে এবং তাই তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। সকাম কর্মের ফল অত্যন্ত অল্প সময়ে লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে [illegible] অনেকে অজ্ঞ থাকে থাকে। অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কিছু লোক, যারা শিক্ষিতের অভিনয়ে অভিনয় করে, তারা এই সমস্ত দেব-দেবীকে জগতের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে এবং তাদের জন্য তাদের অন্য জগতাধিপতির সেই কথা বলা হয়ে থাকে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত দেব-দেবী জগতের বিভিন্ন রূপ নয়, তাঁরা হচ্ছেন জগতের বিভিন্ন অঙ্গ-বিশেষ। জগতের হচ্ছেন এক আর অবিভাজ্য অংশের হচ্ছে না। যেমন বলা হয়েছে, নিজের শিরোদেহ—জগতের হচ্ছেন এক ও অবিভাজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—"জগতের শীর্ষদেশ হচ্ছেন পরমেশ্বর।" বিভিন্ন দেব-দেবী হচ্ছেন শক্তিমান যাদের দ্বারা এই জড় জগতের পরিচালনা করতে পারেন। এই সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন জড় জগতের বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন জীব (নিয়ন্তারঃ), তাই তাঁরা কেউ অন্যান্যদের জগতের সমকক্ষ হতে পারেন না। যে সমস্ত বলা যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিবজী ও বিভিন্ন দেব-দেবী একই পর্যায়ভুক্ত, তার কোন অবকাশ নেই, তাদের বলা হয় নাস্তিক অথবা পাষণ্ডী। এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব এবং অতি বিখ্যাত ব্রহ্মাকেও ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে শিব, ব্রহ্মা অতি দেবতারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন (শিবাদিবিভূতয়ঃ)। কিন্তু যা সাধারণ মানব-সমাজে অজ্ঞতা দেখা যায়, তাদেরকে দুর্বল লোকেরা 'ভগবানের সমান মহাজন', এই ভাব বলেছেন অজ্ঞতা দ্বারা ভগবান পূজা করে। যাঁরা দেবতার কাছে এই জড় জগতের কোন শক্তিশালী মানুষের কাছে সেবাকারে যোগদান। কিন্তু ভগবান শ্রীভগবান, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, তিনি এই জড় জগতের অংশ নন। তিনি জড় জগতের অতীত চিন্ময় জগতের অধিষ্ঠাতা থাকেন। এমন কি ব্রহ্মাজীর মন্দিরের প্রধানের শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলে ঘোষণা, পরমেশ্বর অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের অতীত। তিনি দুর্বল লোকেরা (প্রাকৃতজন) যা মনুষ্য অনেকানেক কল্পনা করে অথবা বিভিন্ন জড়

[illegible] শ্রেণীর পূজা করে থাকে। এই সমস্ত দুর্বল [illegible] বুঝতে পারে না, বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করার ফলে যে ফল লাভ হয়, তা অনিত্য। তিনি [illegible] বুদ্ধিহীন, তিনি অল্পবুদ্ধিই [illegible]। কৃষ্ণ ও অনিত্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করা নিষ্প্রয়োজন। তারা [illegible] বিভিন্ন ভাবে ভাবে এই সমস্ত দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা কালগ্রাসে হয়। দেব-দেবীদের দেবত্ব লাভ হচ্ছে স্বল্প এবং অনিত্য। [illegible] অবর, [illegible] অবতারের মহিমা, এমন কি বিভিন্ন দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা সকলেই হচ্ছে মহাজাগতিক সমুদ্রের বুদ্বুদ। কিন্তু যদি আমরা এই জগতের [illegible] পরিবেশ-পরিবেশ, [illegible] সমস্ত অনিত্য স্বল্প ঐশ্বর্য লাভের আশায় উন্মত্ত। এই জন্যই অনিত্য লাভ লাভের জন্য মানুষেরা জ্ঞান-সহকারে বিভিন্ন দেব-দেবীর জন্য পরিশ্রমী দেব বাহিনী পূজা করে। [illegible] দেবতাকে পূজা করে যদি সফলতা লাভ করে, তাহলেও তারা পরম দুর্দশা লাভ করে। যদিও তারা সকলেই অবতরণের [illegible] জন্য এবং তার ফলে আবার কাল চক্রে [illegible] কিন্তু অবশ্যই পরম লাভ করছে। এই সমস্ত দুর্বল [illegible] কিভাবে জন্য কৃষ্ণ ভক্তির জন্য [illegible] আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে, সমস্তই [illegible] উপেক্ষাবৃত্তি লাভ করার জন্য যারা এবং কৃষ্ণ এবং উপেক্ষাবৃত্তি [illegible] এবং দেব-দেবী সকলে বিশেষ [illegible] জীবনের [illegible] প্রতি আকর্ষিত হয়। এই শ্লোক থেকে জানা যায়, পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠানই [illegible] জীবনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থক হয়। অধিকাংশ মানুষই অধিক উচ্চ স্তরের [illegible] যাকে [illegible] এবং দেব-দেবী [illegible] উপেক্ষাবৃত্তি [illegible]। তবে এই সমস্ত [illegible] প্রতিকার করার জন্য তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজারে [illegible] দিয়ে 'প্রতি কর্ম' 'প্রতি কর্ম' বলে [illegible] করে থাকেন [illegible] নয়।

শ্লোক ১৩

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

চাতুর্বর্ণ্যম্—মানব-সমাজের চারটি বিভাগ, **ময়া**—আমার দ্বারা, **সৃষ্টম্**—সৃষ্টি হয়েছে, **গুণ**—গুণ, **কর্ম**—কর্ম, **বিভাগশঃ**—বিভাগ অনুসারে, **তস্য**—তার, **কর্তারম্**—স্রষ্টা, **অপি**—যদিও, **মাম্**—আমাকে, **বিদ্ধি**—জানবে, **অকর্তারম্**—অকর্তারূপে, **অব্যয়ম্**—পরিবর্তন রহিত।

গীতার গান

চারি বর্ণ সৃষ্টি মোর গুণ কর্ম ভাগে ।
যার যাহা গুণ হয় তাহিব সে আগে ॥
তথাপি সে নহি আমি গুণ কর্ম মাঝে ।
অকর্তা নির্বিকার আমি সকলের কাজে ॥

অনুবাদ

প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজের চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। যদিও এই প্রকার সৃষ্টি হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

তাৎপর্য

[illegible] বর্ণ বিভক্ত করি। [illegible] সেবাবৃত্তি বর্ণ বিভক্ত সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই বর্ণ বিভক্ত লাভ করেছে, আমার প্রকাশের পরে বর্ণ বিভক্ত [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়। [illegible] বর্ণটি [illegible] সৃষ্টি। [illegible] সৃষ্টি হয়েছে [illegible] দিকে, [illegible] বর্ণ হয় ব্রাহ্মণ এবং [illegible] মস্তকের [illegible]। [illegible] পায়ের জন্য হচ্ছে শূদ্রবর্ণ, [illegible] বর্ণ হয় [illegible] এবং [illegible] [illegible]। [illegible] পায়ের জন্য হচ্ছে বৈশ্যবর্ণ, [illegible] বর্ণ হয় [illegible] [illegible]। [illegible] পায়ের জন্য হচ্ছে ক্ষত্রিয়বর্ণ, [illegible] বর্ণ হয় শূদ্র, [illegible] [illegible]। [illegible] এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, [illegible] তিনি এই [illegible]। [illegible] তাদের [illegible] জীবনের [illegible]। জীব হচ্ছে [illegible] [illegible]-বিশেষ, কিন্তু [illegible] কিন্তু- [illegible], [illegible] হচ্ছে [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু অনুসারে [illegible] [illegible] অনুসারে [illegible] জন্য [illegible] এই চারটি বর্ণ-বিভাগ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] অনুসারে অনুসারে বর্ণ নির্ধারিত হয়। [illegible] বিভিন্ন গুণ অনুসারে জীবনের বিভিন্ন লক্ষণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] দিক দিয়ে [illegible] [illegible], [illegible] বা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] তখন তিনি তৈরিও পারেন না। কৃষ্ণভক্ত হয়, মুক্তিতে, আর কর্মী সব কর্মী আর-আরাধনায় রত থাকেন। অথবা জীবন্মুক্ত যেমন সমস্তের হয় যেমন থাকেন, জীব কল্যাণ যেমন এই কর্ম-নিয়ন্ত্রণে থাকেন, এমন কি তিনি থাকি, কৃষ্ণাদি নিয়ন্ত্রণও থাকেন।

শ্লোক ১৯

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ১৯ ॥

ন—না, মে—আমার, পার্থ—পৃথাপুত্র অর্জুন, অস্তি—রয়েছে থাকার প্রয়োজন, ন—না, মে—আমার, কর্তব্যম্—কর্তব্যকর্ম, ত্রিষু—তিনটি, লোকেষু—লোকসমূহে, কিঞ্চন—কোনো, অনবাপ্তম্—অপ্রাপ্ত, অবাপ্তব্যম্—প্রাপ্তব্য, বর্তে—নিযুক্ত, এব—নিশ্চয়, চ—এবং, কর্মণি—এই জগতের কার্যে হয়, ন—না, বর্তে—নিযুক্ত, কর্মণি—কার্যে।

বঙ্গানুবাদ

কর্তব্যং কর্মণি নিত্যং যদি কোন কারণে।
স্পৃহা কভু নাহি মোর কোন কর্মফলে ॥
আমার কর্তব্য কর্ম কৃষ্ণে জ্ঞান মতে।
বন্ধন মুক্তিন তার কর্মের ফলেতে ॥

অনুবাদ

কোন কর্মী আমাকে প্রয়োজন করার পারে না এবং আমার কোন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও কখনও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের অধিবাসীরা উন্নতি পাবে যে, তারা কোন কুল পাবার পারেন না, আমার তারা সাধুর অধিকারে অধিন নন। যেমনটি এই জড় জগতের অধিবাসী উপভোগ জড় জগতের কোন কর্মের অধীনে থাকেন না। যদিও তিনি এই জড় জগত সৃষ্টি করেছেন, অথচ এই জড় জগত সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন। কিন্তু জীব জড়া প্রকৃতির উপর অধিপত্য করার চেষ্টা করে কর্মফলের

বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন রাষ্ট্রপতিকে প্রধিন যেমন কোন কর্মচারীদের সঙ্গে সমান যেমন কোনো জমাই দাবী নন, কর্মচারীরাই তার জন্য দায়ী হয়ে থাকেন, জীবের যেমনটি তার কর্মফল ভোগ করে থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য জীব নানা কাম কর্ম করে চলে। অথবা কখনও এই কারণে কর্ম করার নিয়ম যেমনটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব উন্নতোন্নত থাকে যেমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য এই সংসারে কর্ম করে এবং সুখের পথ অন্বেষণ ভোগে করার বাসনা করে। অথচ যেহেতু স্বভাবপূর্ণ, তাই জীব অবস্থানের অন্বেষণের প্রতি ভোগ করার বাসনাই নেই। কারণ যে ব্যক্তির চেতনা অবস্থানের নাম-বাণী, জীবের অবস্থান নিজেই নিয়ন্ত্রিত থাকেন। কর্মচারীরা যে তাদের নিয়ন্ত্রণের সুখভোগ করতে চায়, মালিক কখনই তা চায় না। অথবাচারক যেমনটি তার সুখভোগ করার যেমন স্পৃহা নেই। তিনি সব সময়ই অবস্থানের কর্ম এবং কার্য করা বলে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ থাকেন। নিয়ন্ত্রণকারক কখন যেতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন রাজপুরুষ পৃথিবীর কখন পৃথিবী দাবী নন, যদিও পৃথিবীর অধিকারে যেমন রাজপুরুষ কর্মচারীরা সকলেরই থাকে না। তেমনি পৃথিবীতে যেটি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং কৃষ্ণস্যেব কর্মণি।
প্রাকৃতস্যাপি কৃষ্ণস্য যদ্বৎ তৈ কৃষ্ণশক্তয়ঃ ॥

'এই জড় পৃথিবী পাবার কখনও অধিকার কখনোই কখনোও। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকেন, যার দ্বারা জড় পৃথিবীকে প্রকাশ করা যায়।' পৃথিবী জীব অধিকার করবে, যেমন—যেমনটি, মানুষ, পশু, পাখি আদি এবং তারা পরস্পরই উন্নতির পৃথিবী অবস্থা পরিবর্তন অনুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। অথবা অধিকার প্রকৃতির যে অনুযায়ী কর্ম করার জন্য তারা সুখভোগ করে। কিন্তু তিনি নিজে অধিকার সুখ ও অধিকার যেমন কোনো তারা দাবী হন না। (ভাগবত-পুরাণ (১/১/৫৬) বলা হয়েছে, 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে—অথবাচারক কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণকারী থাকেন, তিনি যেমন যেমনে প্রতি পরিচালনাযুক্ত হন। জীব তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম করে এবং সেই অবস্থা কোনো সম্পূর্ণ পরিচিত তার নিয়ন্ত্রণে। অথবাচারক পরিচালনা শক্তি অনুযায়ী প্রকৃতির অধিকারে জীবের অবস্থা ইচ্ছা পূর্ণ অবস্থার সুযোগ প্রদান করেন। অথবাচারক এই জটিল তত্ত্ব যিনি বুঝতে পারেন, তিনি তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। পরিশেষে, যে ব্যক্তি অথবাচারক অবস্থানের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করেন, তার কোনো কর্মের জটিল হন না। অথবাচারক অবস্থানের তত্ত্ব বুঝতে না পেরে যে ব্যক্ত থাকে, অথবাচারক থাকে পরিচালি

নয়, জীবের মতো কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ, তাহা হোক তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু তিনি শাস্ত্রবাক্য উপলব্ধি করেছেন, তিনি মুক্তাত্মাগণের কৃষ্ণভাবনাময় পূর্ণতার স্তরে পারেন।

শ্লোক ১৫

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এভাবে, জ্ঞাত্বা—জেনে, কৃতম্—অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কর্ম—কর্ম, পূর্বৈঃ—প্রাচীন, অপি—পরিও, মুমুক্ষুভিঃ—মুক্তিকামীগণ কর্তৃক, কুরু—কর, কর্ম—শাস্ত্রোক্ত কর্ম, এব—অবশ্যই, তস্মাৎ—অতএব, ত্বম্—তুমি, পূর্বৈঃ—প্রাচীন মহাজনগণ কর্তৃক, পূর্বতরম্—প্রাচীনকালে, কৃতম্—অনুষ্ঠিত।

বাঙলা পদ্য

এই সত্য অবগত পূর্বে যে মুমুক্ষিগণ।
অনায়াসে জ্ঞান লাভ করেছে ভুবন ॥
তুমি পূর্ব মহাজনে করা অনুসরণ।
যথাকর্ম নিষ্ঠিলাভ হইবে নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

প্রাচীনকালে সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা আমার অহৈতুক কৃষ্ণ অবগত হয়ে কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও সেই প্রাচীন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষের জ্ঞান লাভ করবার জন্যে পরিপূর্ণ এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের জ্ঞান আহরণ নির্ভর। কৃষ্ণভাবনার অনুরূপ—জ্ঞানমুক্তির এই দুই শ্রেণীর লোকেরাই চিত্ত শান্ত করে তাদের জ্ঞান লাভে পরিপূর্ণ, তারা নিরন্তর অনুশীলন করে তাদের জ্ঞানকে পরিমার্জিত করতে পারে—তাদের জ্ঞানকে আরও পূর্ণ করতে পারে, আর তাদের জ্ঞান উচ্চতরেই পরিণত হতে থাকে, তারা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে আর

তাদের কৃষ্ণভাবনা পরম জ্ঞানে পিতা লাভ করতে পারে। তারা পূর্বে, অথবা তাদের মতো কৃষ্ণভাবনার পূর্ণ প্রকাশ হয়নি, তারা অনেক পথের মধ্যে পড়ে, তবু তাদের পাঠকর্ম পরিমার্জন করে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে তারাও পরমার্থ লাভ করতে পারে। কিন্তু এই ধারণাটি আছে। কৃষ্ণভাবনার জ্ঞানের অনুশীলন অথবা কর্মফলের পরিবর্তে করে অনেকটা উন্নতির পথে এগোয়, তখন জীবনের ভিত্তে না থেকে নিচে নামে। আমাদের বোঝানোর জন্যে হয়ে নিয়মিতে কর্ম করতে হয়। কৃষ্ণভাবনার জন্য কাজ কর্মফলের মধ্যে অনেকটা তুলনা। অবশ্য কৃষ্ণভাবনার স্তরে জ্ঞানের জীবনের শেষ কাজ উদ্দেশ্য তার প্রাণ কাজকর্ম নয়। তাই জ্ঞানের অনুশীলন নিয়মিত নিয়মিতভাবে, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের পথের অনুসরণ করে জ্ঞানমুক্তির অনুশীলন করতে। জ্ঞানের নিম্নস্তরে, যিনি অধীন, তাঁদেরও তাঁদের কাজ করতে হবে। যাঁরা অবস্থায় জ্ঞান বিকাশের জীব শেষ করেছেন, তাঁরা কাজ যিনি অবসর নেননি। তাই যিনি পূর্বতন নিয়মানের নিয়মের নিচে অনুসরণ জীব পথের অনুসরণ করতে বলেন। এই নিয়মকে যারা শেষ পর্যন্ত মেনে জ্ঞানের নিম্নেই জ্ঞানানুশীলনে অগ্রসরণ পথ পরিচালিত। এই পথের জ্ঞানমুক্ত মানুষেরাও পথেরই মুক্ত পুরুষ এবং তাঁরা পথেরই অধিক জীবনের নিয়ম অনুসারে জীব শেষের জন্য। তাই, যিনি অনুশীলন নিয়মের শেষের মানুষের আনন্দের নিয়মের শেষ, জ্ঞানমুক্ত মানুষেরাও পথের অনুসরণ করে জ্ঞানমুক্তির শেষের কর্মফলের পথেরই যিনি পাবেন একমাত্র নিশ্চয়।

শ্লোক ১৬

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কিম্—কি, কর্ম—কর্ম, কিম্—কি, অকর্ম—অকর্ম, ইতি—এভাবে, কবয়ঃ—বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ, অপি—ও, অত্র—এই বিষয়ে, মোহিতাঃ—মোহিত হন, তৎ—তাই, তে—তোমাকে, কর্ম—কর্ম, প্রবক্ষ্যামি—আমি বিশ্লেষণ করব, যৎ—যা, জ্ঞাত্বা—জেনে, মোক্ষ্যসে—তুমি মুক্ত হবে, অশুভাৎ—অশুভ অবস্থা থেকে।

বাঙলা পদ্য

কিবা কর্ম অকর্ম যা কবিরো বিভ্রান্ত।
তাই তব তুমি আমি হব ভবসার ॥

যদি সে বলিল আমি নিজে কর্ম হয়।
জানিলে সে ভগবদ্ভক্ত আমাদের অন্য ॥

অনুবাদ

কাজে কর্ম ও অকাজে অকর্ম জান, যা দ্বিধা করছে বিজ্ঞানী ব্যক্তিজন সেদিন হয়। আমি সেই কর্ম নিয়ে তোমাকে উপদেশ করব। তুমি তা অবশ্য হবে সমস্ত অশুভ অশুভ থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তি মহাজনদের পথের অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করা শ্রেয়স্কর। কর্মীরা (প্রাকৃত কর্মফল) যে উপভোগ নিয়েছেন, পরার্থী তোমে নিজে কাজ পালন করে থাকেন, তেমন অবিশ্বাসের জন্যদের তেমন কাজ উচিত নয়।

এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণিত করা হয়েছে, পরম্পরার মাধ্যমে ভগবান/কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করেছেন এবং তেমন মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে জ্ঞান অর্জন হয়। ভগবান নিজেই ভগবান/কৃষ্ণজ্ঞান পরিবেশে পৃথিবীর নিকটবর্তক হন করেন। তেমনি মহাজন নিজেরা ঈশ্বর পুত্র মনুকে জ্ঞান করেন, মনু তা ঈশ্বর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে জ্ঞান করেন। এভাবেই পৃথিবী অবধি থেকে এই জ্ঞানের প্রবাহিত হয়ে আসছে। অর্জুন যখন নিজে পরম্পরার পৃথিবীর যে অংশে অবস্থান করেছেন, জীবনের পথের অনুসরণ করেই এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। অন্যথা যদি পৃথিবীবাসী তেমন না হন, তবে পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ না করলে, সে কখনই কৃষ্ণভাবনাময় সত্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তেমনি কখনও নিজে অর্জুনকে এই জ্ঞানের অধিকারী গণ্য করেছে অন্যত্র করেছেন। অর্জুনের পথের অনুসরণ করে যদি কেউ ভগবানের সেবায় এই জ্ঞানের আহরণ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের কর্ম ভগবানের নিয়তি থেকে মুক্ত হতে পারেন।

কেবলমাত্র জাগতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালাভ করেও মহাজন হওয়ার যায় না। অন্যথায়, একমাত্র ভগবানই পারেন কৃষ্ণ পরীক্ষা করতে পারেন। ভগবদ্গীতা (১৮/৫৫) ভক্তি-কর্মফলের মাধ্যমে একটি অন্যান্য কর্ম ভিন্ন কারণে কারণে কর্ম বলে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, মনু, কুমার, কপিল, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জনক, ভীষ্মদেব যেমনটি, অম্বরীষ, শুকদেব, অর্জুন মহাজনের পথের অনুসরণ করে আমাদের কর্মের প্রকৃত কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তা অনুশীলন করতে হয়। শ্লোকের ও অনুবাদের বিভিন্নে অন্যান্য অকাজ-উপলব্ধির পন্থা অভিজ্ঞান করতে

পারি না। আমি ভগবান ঈশ্বর অর্জুনের কৃষ্ণের কথাটি অর্জুনকে যেটি অধ্যায় মাধ্যমে বিভিন্ন অধ্যায়ের পুস্তিকায় বিভিন্নভাবে যে, অনুসরণ কৃষ্ণভাবনাময় অনুশীলনের অধ্যায়েই আমার এই কর্ম জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ১৭

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্মণঃ—কর্মের, হি—অবশ্যই, অপি—ও, বোদ্ধব্যম্—জানা উচিত, বোদ্ধব্যম্—জানতে, চ—ও, বিকর্মণঃ—নিষিদ্ধ কর্ম, অকর্মণঃ—অকর্ম, চ—ও, বোদ্ধব্যম্—জানতে, গহনা—অত্যন্ত কঠিন, কর্মণঃ—কর্মের, গতিঃ—গতি।

বাংলা অনুবাদ

কর্ম যে বুঝিবে বুঝি অকর্ম বুঝিবে।
বিকর্ম বুঝিবে কথা আরো বুঝ হবে ॥
বুঝিব কর্মের গতি নিগূঢ় যে অতি।
যে বুঝিল সে বুঝিল আমার অন্তর ॥

অনুবাদ

কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞান অর্জন।

তাৎপর্য

যেমন যদি পরিচালিত কাজ জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয়, তবে কাজে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের পার্থক্য জানতে হবে। কাজে অকাজে হতে জগতে-কাজ কি, অকাজের কাজ হয় কি সম্পর্ক এবং এই কাজ জগতের বিভিন্ন অংশে প্রকারে যে বিকাশে তার কার্যকারণ কাজে। এই কাজের উপলব্ধিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এই কাজ পুস্তিকায় যে উপলব্ধি করতে পারে, সেই বুঝতে পারে যে, জীবনের 'জ্ঞান' হয়—'কৃষ্ণের নিত্যদাস'। তাই কৃষ্ণভাবনায় অধিক হয়ে জগতের সেবা করাই প্রকৃতি জীবনের পরম কর্তব্য। স্বয়ং ভগবদ্গীতায় ভগবান আমাদের এই নিয়মের অনুসারী শিক্ষাই দান করেছেন। যে নিয়মের এবং যে কর্ম এই নিয়মের বিপরীত করে, তাকে বলা হয় বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম। এই কৃষ্ণজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে

উপলব্ধি করতে হলে অনুগতের কৃষ্ণভাবনাময় আচরণ লক্ষ করতে হয়—পরিপ্রশ্ন করতে হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হয়। তত্ত্বদ্রষ্টাদের কাছ থেকে এই জ্ঞান আহরণ করা এবং তাঁদের সঙ্গ থেকে তা আহরণ করার মাধ্যমে কেবল পারমার্থিক সেবা। এই পরম তত্ত্বজ্ঞান একান্তভাবে সদ্গুরুদেব কাছ থেকে আহরণ না করলে পরম পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে এবং এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

কর্মণি—কর্মে, অকর্ম—অকর্ম, যঃ—যিনি, পশ্যেৎ—দর্শন করেন, অকর্মণি—অকর্মে, চ—ও, কর্ম—কর্ম, যঃ—যিনি, সঃ—তিনি, বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান, মনুষ্যেষু—মানব-সমাজে, সঃ—তিনি, যুক্তঃ—দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত, কৃৎস্নকর্মকৃৎ—সব প্রকার কর্মে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও।

বীরাঘব গান

কর্মেতে অকর্ম দেখে অকর্মে যে কর্ম।
সে বুদ্ধিমান মনুষ্য সে যুক্তরূপে কর্ম ॥

অনুবাদ

যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সব প্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়েছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে সব প্রকারের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত। তিনি যদিও সমস্ত কর্মেই আসক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। তাই তাঁর কৃষ্ণভাবনাময় জীবনে আর পুনঃ কর্মের পুনঃ জেগে থাকার হয় না। একান্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁরাই জ্ঞান-সমাজে যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ। অকর্ম বলতাম কর্ম হচ্ছে কর্মফল রহিত কর্ম। ভিন্নিপ্রকারীরা কর্মফলের জন্যে যাঁরা হচ্ছে সব প্রকার কর্ম

পরিত্যাগ করে। তারা মনে করে, কর্ম করলেই তার সব ফেলে করতে হবে এবং এই সমস্ত কর্মফল তাদের মুক্তির পথে অন্তরায়-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবদ্ভক্তি করেন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস। তাই তিনি পরিস্থিতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সমস্ত কার্যকর্ম করেন, তাই সেই সমস্ত কাজের সব ফলাফলই গ্রহণ করেন, কিন্তু তাতে তা জেগে থাকতে হয় না। একান্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে তিনি সব প্রকার কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং কর্মের নিয়ম তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই বলা হয়, 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম', কারণ তাঁর কোনও কামনা নেই। তিনি তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করবার জন্য কোন কিছুই করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব করার পরম আনন্দ লাভের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত কামনার নিবৃত্তিকল্পে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাই তাঁর তিনি সম্পূর্ণভাবে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১৯

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যস্য—যাঁর, সর্বে—সব প্রকার, সমারম্ভাঃ—কর্ম প্রচেষ্টা, কাম—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা, সঙ্কল্প—সংকল্প, বর্জিতাঃ—বর্জিত, জ্ঞান—জ্ঞানের, অগ্নি—অগ্নি দ্বারা, দগ্ধ—দগ্ধ, কর্মাণম্—কর্মফলকে, তম্—তাঁকে, আহুঃ—বলেন, পণ্ডিতম্—পণ্ডিত, বুধাঃ—জ্ঞানীগণ।

বীরাঘব গান

সকল সমারম্ভে যার সংকল্প বর্জিত।
জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম পণ্ডিতেরা প্রবর্ত ॥

অনুবাদ

যাঁর সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা কাম ও সঙ্কল্প রহিত, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানীগণ বলেন যে, যাঁর সমস্ত কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিদগ্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে।

তাৎপর্য

যে বস্তুর মাধ্যমে জ্ঞানলাভ, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কৃষ্ণকে পাওয়ার। অবশ্য, কৃষ্ণভাবনা বিহীন যত রকম ইন্দ্রিয়বৃত্তি রয়েছে তাদের থেকে মুক্ত। তাঁর স্বভাব যে অপরাধের নিয়মাধীন, এটি সমস্তকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি অনুসারে পাওয়ার মধ্যে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী হয়েছে। যখন কৃষ্ণভাবনায় স্বভাবের তাঁর স্বভাবের সমস্ত অনুসরণ বন্ধ হয়ে যায়। এমনটাই স্বভাব যখন অনুযায়ী হয়, তখন মনের ইন্দ্রিয়গুলি কোন কারণ স্বভাব স্বভাবে অবস্থিত হয়, তাই তিনি বন্ধন নিয়ন্ত্রণে। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, তিনি এই পথে উপলব্ধি লাভ করতে পেরেছেন। জ্ঞানলাভের নিম্ন পর্যায়ের এই পথে উপলব্ধিতে অবস্থানের স্তরে তুলনা করা হয়। এই স্বভাবে একবার জ্ঞান উদিত, তা সব কারণ কর্মফলকে ছাড়িয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

শ্লোক ২৯

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২৯ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে, কর্মফলাসঙ্গম্—কর্মফলের আসক্তি, নিত্য—সর্বদা, তৃপ্তঃ—পরিতৃপ্ত, নিরাশ্রয়ঃ—আশ্রয়শূন্য, কর্মণি—কর্মে, অভিপ্রবৃত্তঃ—পূর্ণরূপে সংযুক্ত, অপি—যদিও, ন—না, এব—অবশ্যই, কিঞ্চিৎ—কিছুই, করোতি—করেন, সঃ—তিনি।

বিকল্প অনুবাদ

ত্যক্ত কর্মফলাসক্ত আশ্রয় বিহীন ।
নিত্য তৃপ্ত নিরাসক্ত নিজ কর্মে লীন ॥
সে প্রবৃত্ত নিজ কর্মে কিছু নাহি করে ।
অকারক কর্মফল স্বজ্ঞান বিচারে ॥

অনুবাদ

তিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত এবং কোন প্রকার আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সব প্রকার কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কর্মফলের আশায় কোন কিছুই করেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অভিজ্ঞ হয়ে জীবাত্মার সাহায়ে নিয়োগের জন্য সব প্রকার কর্ম করার আকাঙ্ক্ষাটি কেবল কর্মফল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছেন যে ভক্ত, তিনি নিজের জন্যের-জোরের বলে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম করেন, তাই তিনি কোন প্রকার কর্মফলের আশায় করেন না। তিনি সর্বদাই জ্ঞানলাভের পর্যায়েতে, তাই তিনি নিজেকে তাঁর জীবিত বলেন করেছেন, সেটি শরীরের সেবার জন্যে নিযুক্ত করেন না। তিনি জানেন, জ্ঞানলাভ জীবনুক্তি হয়েছেন পরমেশ্বর এবং তিনি কর্ম করেছেন করেন, তাই তিনি সব কিছুই জ্ঞানলাভের জীবনের সমান করেন। তিনি,কিছুই করেন না প্রকার না প্রকার হয় না, কিংবা এ কারণ, যা কিছু তিনি তাঁর অধিকারে পেয়ে করেছেন, সেটি সময় সংরক্ষণ করে রাখতে হয় না। তাঁর পরম শক্তি, পরম কারণ, পরম সম্পদ নিয়ে তিনি কোন অপরাধেরই সেবা করেন, এ জন্যে তার কোনটি তাঁর কোন কারণ পৌঁছায় না। এটি স্বভাবের নিয়মের কৃষ্ণভাবনা ছাড়া ও অন্য সব প্রকার কর্মফল থেকে মুক্ত, তেমন তিনি কোন কারণেরই করেন না। এটি হচ্ছে স্বভাব অবস্থা কর্মফলহীন সাধকদেরই লক্ষণ। তাই, কৃষ্ণভাবনায় রয়েছে যে সব কর্ম, তা সবই জীবনের কর্মফলের সঙ্গে আসক্ত করে থাকে। তাদের সব হয় নিরর্থক, এটি কথা পুরোটি বলা হয়েছে।

শ্লোক ৩০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৩০ ॥

নিরাশীঃ—কামনাশূন্য, যত—সংযত, চিত্ত—মন ও বুদ্ধি, আত্মা—পরিচালনা করেন, ত্যক্ত—পরিত্যাগ, সর্ব—সমস্ত, পরিগ্রহঃ—অধিকারের কারণ সামগ্রী, শারীরম্—শরীর রক্ষার্থে, কেবলম্—কেবল, কর্ম—কর্ম, কুর্বন্—করেন, ন—না, আপ্নোতি—লাভ করেন, কিল্বিষম্—পাপ।

বিকল্প অনুবাদ

কর্মফলে স্পৃহাহীন যত্ন চিত্ত আত্মা ।
সর্ব পরিগ্রহ ত্যক্ত যুক্ত সে সর্বথা ॥
শরীর নির্বাহ মাত্র কর্ম সেটি করে ।
কল্পিত্ত সর্ব কর্ম সর্ব পাপ হতে ॥

অনুবাদ

এই ভাবের জ্ঞানী ব্যক্তি ভীষ্ম তন্ত্র ও যুক্তিতে অভিজ্ঞতাসহকারে সত্যের কথা বলেন। তিনি বাস্তুর অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন করে কেবল জীবন ধারণের জন্য কর্ম করেন। এরকমই কর্ম করার ফলে কোন ক্রমে পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতে অনুরক্ত ব্যক্তি সদা সচেতন, তিনি তাঁর কার্যকলাপে অপরাধ করে অথবা কোন কাজেই আসক্ত থাকেন না। তাঁর মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। তিনি জানেন যে, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অধিকারে আছেন, তাই পরমেশ্বরের অধিকারে অবস্থানে তাঁর কোন কার্যকলাপ তাঁর নিজের স্বার্থকর্ম নয়, সেই কার্যকর্ম করা হয় কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কলুষ। যেমন, আমরা যখন আকাশের ছায়াটিকে দেখি, তখন ছায়াটি নিজের ইচ্ছায় নড়ে না। সমস্ত পরিবেশ ছায়াটির কারণেই তা সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে অবস্থানের কারণে কারণেই পরিবর্তিত হয়, যেন না তাঁর নিজের ইচ্ছিত-কৃত্রিম কোন কারণ থাকে তেমনি। একটি বস্তুর দ্বারা যেমনভাবে পরিবর্তিত হয়, বিভিন্ন দেশকালেই পরিবর্তিত হয়। আমরা কখনোকারো কোনো কোন দিকে হয়, পরিবার করবে হয়, কখনওবা কোনো কখনোকারো দেখা করার কারণে কোনো দিকেরে দুঃখ-কষ্ট ভোগে। তাই তিনি সদা সর্বদা কর্মফল থেকে মুক্ত। যেমন, একটি পাখির নিজের দেহের উপরেই কোন অভিলাষের অভিলাষ নেই। পাখির নিজের অভিলাষ ইচ্ছা অনুযায়ী সেই পাখিটিকে বলি দিতে পারে, তবু পাখিটি কোন প্রতিবাদ করে না। তার অভিলাষ কোন অভিলাষ নেই। অনুরূপভাবে তেমনই তিনিরও। সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনার দেখার দিকেরেই হয়ে তিনি সকল পাপকর্ম উপলব্ধি করেন, তিনি সকল পাপ কার্যকে বন্দনা করেন, তখন তার কর্মফলের উপর অভিলাষ করার কোন কারণ তাঁর থাকে না। জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য উপায়ে অর্থ লাভের জন্যেই তিনি কখন নিজেরই কার্যকলাপ পালন করে থাকেন। তাই, এই সমস্ত জড়-জাগতিক পাপের দ্বারা তিনি আর কলুষিত হন না। তখন তিনি তাঁর সব কর্মফলের বন্ধনগুলো থেকে মুক্ত থাকেন।

শ্লোক ২২

অনুজ্ঞাতস্তমনুষ্ঠায় মহাভাগবতো মহান্ ।
গন্তা নিজনিকেতাখ্যং ক্বচিন্মন্যে নিজং গৃহম্ ॥ ২২ ॥

অনুজ্ঞাতঃ—অনুমোদিত, তম্—তাকে, অনুষ্ঠায়—পালন করে, মহাভাগবতঃ—মহাভাগবত, মহান্—মহান, গন্তা—যাবেন, নিজ—নিজের, নিকেতাখ্যম্—বাসস্থানে, ক্বচিৎ—কিছু, মন্যে—মনে করি, নিজম্—নিজের, গৃহম্—গৃহ, অনুজ্ঞাতঃ—অনুমোদিত, তম্—তা, অনুষ্ঠায়—অনুসরণ করে, মহাভাগবতঃ—মহাভাগবত, মহান্—মহান, নিকেতাখ্যম্—বৈকুণ্ঠধাম হয়।

বৈষ্ণব গান

মহাজনের জন্য তুমি সর্ব অনুযুক্ত ।
নির্ধনের ধনচিন্ত নিত্য করে ভুক্ত ॥
সিদ্ধসিদ্ধ সমবুদ্ধি নহিত নিষেধ ।
কহিয়াও সর্ব কর্ম করিলা শ্লেষ ॥

অনুবাদ

তিনি মহাজনের যা আদেশ করেন, তাতাই অনুসরণ করেন, তিনি খুব-খুব, ধন-দেহ আদি আসক্তি অধীনস্থ হন না এবং মহাভাগবত, তিনি কারোর সমালোচনা ও অপরাধের অভিলাষ করেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করেন কর্মফলের দ্বারা কখনও আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতে অনুরক্ত সাধক অবস্থায় (যে অনুযায়ী, তিনি তাঁর গুরুর আদেশের অপেক্ষা অতিরিক্ত অগ্রগতি করেন না। অবস্থায় তিনি যা পান, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অগ্রগতিকারক তাঁর কাছে যা আসে, তিনি কেবল তা-ই গ্রহণ করেন। তিনি নিজে করেন না, অপরকে করান না। তাঁর আচারণের পরিবর্তে করে চলেন এবং তার ফলে তিনি যা পান, তা অপরকেও দান করে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকেন। তাই, তাঁর জীবন ধারণের ধারণাতে তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজ ভাব বলে, তিনি অন্য আর কারও দাসত্ব করেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার জন্য তিনি যে কোন স্থানে আর কারোর গ্রহণ থাকেন। অন্য কারোর অনুকরণ—দীক্ষা-শিক্ষা, খুব-খুব, তাঁকে কোন অবস্থাতেই প্রভাবিত করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের আচরণ দাস করার ফলে তিনি কারু ইচ্ছিত অনুযায়ি কর্মীদের, তাই ইচ্ছিতের অনুযায়ি চলন-বলন এই অনুকরণ থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে সর্ব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিজের অবস্থান রেখে করেন। তাই কারোর ও সমালোচনা—এই দুয়ের প্রভাব থেকেই তিনি মুক্ত থাকেন। পূর্বাচার্যে তিনি জ্ঞানবান-অনুরক্তের সাথে আলোচনা, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ হয়।

শ্লোক ২৩

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

যত্র—যে; কালে—কালে; তু—অবশ্য; অনাবৃত্তিম্—ফিরে আসা; আবৃত্তিম্—ফিরে আসা; চ—এবং; এব—নিশ্চয়; যোগিনঃ—যোগী; প্রয়াতাঃ—প্রস্থান করে; যান্তি—গমন করে; তম্—সেই; কালম্—কালে; বক্ষ্যামি—আমি বলব; ভরতর্ষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ।

বঙ্গানুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি এখন সেই কালের কথা বলব যে কালে যোগী দেহ ত্যাগ করে প্রস্থান করে এবং যে কালে সে ফিরে আসে বা ফিরে আসে না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তি লাভ করে অনুচ্চ স্তরের জড়বাদীরা দেহত্যাগ করে মৃত্যুর পর ফিরে আসে বা ফিরে আসে না। কিন্তু যিনি ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এখানে তিনি বলেছেন যে কিভাবে কৃষ্ণভক্তগণ দেহত্যাগ করে ফিরে আসেন। তিনি বলেছেন যে, যারা কৃষ্ণভক্ত নয় তারা কিভাবে ফিরে আসে

হচ্ছেন ঈশ্বর এবং তাঁর সেবাদিই প্রকৃতির প্রকৃষ্ট ব্যবহার। স্বভাবতঃই সব কিছুই এই প্রকৃতিরই অধীনে কাজ করছে। কিন্তু যেহেতু জীব কখনো ঈশ্বর-ভূমিকা অনুকরণ করে থাকে, তাই অজ্ঞানতা হতে পড়াশোনা তাদের প্রকৃত স্বরূপ না জড়-জাগতিক বলে হয়। কখনো সব কিছুই জড় বলে প্রতিভাত হয়। এই জড় অজ্ঞানতাকে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে বিদূরিত করা যায়। যদি, কৃষ্ণভাবনায় জাগরিত হয়ে থাকেন তখন আপনার চরণে কেবল কিছু ঈশ্বরের মতি, কখনো অর্পণ, ধৃতি, মতি, যোগ্য ও জ্ঞান আসে। তখন আপনার জ্ঞানচক্ষুতে কেবল কিছু চেতন মতি, তখন যা কিছু এমনই জড় পর্যবসিত হয়—প্রকৃত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। পরাকাষ্ঠায় যখন আপনার জ্ঞান জাগরিত হয়ে পড়ে, তখন আপনি জড় পদার্থ বলে আর কিছু থাকে না। আপনার এই জড় পদার্থ নিয়ে যখন আপনাকে কেবল নাড়া দেয়া হয়, তখন তা আত্মাকে দেহে পরিণত হয়। এমনটাই কৃষ্ণভাবনামৃত যা আপনাকে দিয়ে আপনার জড় চেতনাকে প্রকৃত স্বরূপে পরমেশ্বরের জ্ঞানগ্রহণে করতে পারি। তবে যখন পর্যায়ক্রমে কৃষ্ণভাবনায় জড় থাকে, তখন আপনি বলা হয় পারেন। এই অবস্থায় আত্মাকে চেতনায় যখন কেবল কিছু জড় হয়, তখন আপনি বলা হয় পারে। এই ভিন্ন চেতনার অর্পণ, অর্পিত ধৃতি, মতি, যোগ—সবই প্রকৃতির হয়ে থাকে, অর্পণ আত্মাকে দেহে পরিণত হয়। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পদ্ধতি।

শ্লোক ২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৪ ॥

দৈবম্—দেবতাদের পূজায়, এব—নিশ্চয়ই, অপরে—অন্য অনেকে, যজ্ঞম্—যজ্ঞ, যোগিনঃ—যোগিগণ, পর্যুপাসতে—যথাযথভাবে উপাসনা করেন, ব্রহ্ম—ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, অগ্নৌ—অগ্নিতে, অপরে—অন্যেরা, যজ্ঞম্—যজ্ঞ, যজ্ঞেন—যজ্ঞের দ্বারা, এব—নিশ্চয়ই, উপজুহ্বতি—আহুতি প্রদান করেন।

বঙ্গানুবাদ

কিছু যজ্ঞ করে পরে কেউ যোগী হয় ।
একজনটী যোগ যোগী যোগেরই নিলয় ॥

অনুবাদ

কোনও কোনও যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, আর অন্য যোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সব কিছু নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন।

তাৎপর্য

পূর্বের শ্লোকে বর্ণিত অনুযায়ী, কৃষ্ণভাবনায় জাগরিত হয়ে যিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন, তাঁকেই বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু এমনও অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা যোগাভ্যাস করার জন্য অনুকূল পরিবেশ পাননি। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা প্রথম অবস্থায় জ্ঞানযোগের নির্বিশেষ জ্ঞানের উপাসনা বা কিছু ঈশ্বরের ভাবনা। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন যোগের বিভিন্নভাবে অনেক অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যাঁরা নিষ্ঠাবান তারা যোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি করার জন্য অনুষ্ঠান করে এবং বিভূতি লাভ এবং এর পর মুক্তি। আবার যারা অনুষ্ঠানের পুণ্যে ফলের জন্য আগ্রহী থাকে। তার একটী হচ্ছে জড় সুখভোগের লাভের জন্য এবং অন্যটী হচ্ছে জ্ঞানলাভের জন্য। যাঁরা সাধুবৃত্তি জানী, যাঁরা জ্ঞানলাভের জন্য, তাঁরা জ্ঞানলাভের তৃপ্তি করার জন্য যাঁদের কিছু কিছুটা জ্ঞানলাভের মাধ্যমে অর্পণ করেন। কিন্তু যারা এর শ্রেণীর চেয়ে আছে, যারা অনেক বেশি করে জড় সুখভোগ করার জন্য ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের উপাসনা করে থাকেন। এই সকল দেবতারা হচ্ছেন বায়ু, অগ্নি, জল, গ্রহ আদি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পরিচালক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যাঁদের এই সকল পরিচালনার কার্যে নিয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সকল শক্তি জ্ঞানহীনের শক্তি, এগুলি কোন দেবতার নিজের শক্তি নয়। যারা জ্ঞানহীন আছেন অনুসারে তাঁরা এই সকল শক্তির পরিচালনা করেন। যারা জড় সুখভোগ করার জন্য বিভিন্ন কর্মফলের অনুসারে বিভিন্ন ফলের দ্বারা দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের বলা হয় 'অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন'। যারা এক শ্রেণীর অজ্ঞানতাপন্ন আছেন, যাঁরা পাপ-ফলের বিভিন্নতা জ্ঞানের উপাসনা করেন এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর অধিষ্ঠাতা অনুসারে প্রকৃতিকেন্দ্রিকে তাঁদের পূজার দ্বারা উপাসনা করে থাকে যান। এই সকল বিভিন্নপন্থীরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য বাস্তবিক আগ্রহের পন্থা অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে, যখন জ্ঞানী ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিবর্তে জ্ঞান যাঁরা জ্ঞানবিচার সম্পন্ন উপলব্ধি করেন, তারা বিভিন্নপন্থী প্রকৃত বিশিষ্ট হয়ে থাকার জন্য তাঁরা জড় উপাদানিসমূহ উপলব্ধি করেন। বিভিন্নপন্থীদের মধ্যে সাধারণী হচ্ছে পরমব্রহ্ম এবং প্রকৃতিকে অধীনে অধিষ্ঠিতা অধীনে হচ্ছে, সকলকে। কিন্তু অনুষ্ঠান মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের যারা জীবনের পরমার্থ নিবেদনের জন্য অধীন

অর্থাৎ যাহারা—এমন কি যাঁহার আত্ম-জ্ঞানলাভ জন্যপরোক্ষে জীবনযাপন করিয়াছেন। এমনকি, কৃষ্ণভক্ত হইলেও অধিকারী শ্রেণী, কিন্তু তিনি কখনও তাঁর কৃষ্ণ ভজনের বিশেষ সাধন করেন না।

শ্লোক ২৯

জোহরীনীহিশ্বাসে শ্বাসেহিতথা ।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

(জোহরীনি—জ্বলন্ অগ্নি, ইন্দ্রিয়ানি—ইন্দ্রিয়সমূহ, অন্যে—অন্যেরা, সংযম—সংযমরূপ, অগ্নিষু—অগ্নিতে, জুহ্বতি—আহুতি দেন, শব্দাদীন্—শব্দ আদি, বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় আদি, অন্যে—অন্যেরা, ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়রূপ, অগ্নিষু—অগ্নিতে, জুহ্বতি—আহুতি প্রদান করেন।)

বঙ্গানুবাদ

দৈহিক ব্রহ্মচারীর কেহ ইন্দ্রিয় সংযম ।
জোহরাগ্নি জ্বলন্ত রূপ অগ্নিতে অর্পণ ॥
রূপ রস শব্দ স্পর্শ বিষয় সংযম ।
যজ্ঞাহুতি দেয় হয় ইন্দ্রিয় দমন ॥

অনুবাদ

কোনো কোনো (কেহ ব্রহ্মচারীরা) জ্বলন্তস্বরূপ অগ্নিতে সংযম আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন, আবার অন্য আবার (সিদ্ধপুরুষ গৃহস্থেরা) শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও গার্হস্থ—এমন জীবনের এই চারটি আশ্রমের বিশেষ ভাবে অনুসরণে পূর্ণ শ্রেণী ভাবে আশ্রমের কথা। গার্হস্থের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা জ্ঞান-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আবার, জ্ঞান-জীবনের এই চারটি আশ্রমের যেকোনোটে যিনিই কর হয়েছে, যাতে অন্তত যজ্ঞ পারমার্থিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ব্রহ্মচারীর অনুসরণ করলেন থেকে ইন্দ্রিয় দমন করে অনুসরণ করেন। এই শ্লোকে জীবনের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যিনি আশ্রম করা ইন্দ্রিয়কে এবং গার্হস্থ

ইন্দ্রিয়কে উদ্দেশ্যসাধনের আশ্রমে অর্পণ করে। ব্রহ্মচারীরা যেমনভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। আর আশ্রমের অন্যান্য শ্রেণী উপায় হচ্ছে জ্ঞান, যাতে মানুষ ব্রহ্মচারী সর্বোচ্চ হরেকৃষ্ণমহামন্ত্র জপের, অন্যান্যের মধ্যের জ্ঞান ও জীবনের অন্তর হয়ে যাবেন। যিনি কখনও পৌরোহিত আশ্রমের না হয়ে কখন জ্ঞান করেন না। অন্য অন্যান্যের যে পথ, সেই পথ মধ্যের অন্য পথের আশ্রম করে গ্রহণ—অন্যের অন্য অধিকারী করে থাকেন। যাঁরা ব্রহ্মচারী কখনও সেই জ্ঞান পথের অর্পণের যে করে অধিক অন্যান্যের নিজেকে জ্ঞান ও জীবন করেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

যেমনটি আশ্রম। যিনি গৃহস্থ, যিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার অনুমতি লাভ করেছেন, তিনি আশ্রমে আশ্রমান্তরের মধ্যে সেই কার্যে নিযুক্ত হন। যেমনভাবে, বানপ্রস্থের যেমন, অধিক আশ্রমে অধিক অধিক অনুসরণ একটি আশ্রমিক প্রণালী আছেন। কিন্তু আশ্রমী গৃহস্থ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নিয়ে যে ইন্দ্রিয়সংযমে কখনই অধিকাধিকারে অনুভব হন না। অর্থাৎ, অধিকাধিক শব্দ শব্দাদেই, অধিক জীবনের নিজিত্বে নিজেকে যেমনভাবে যেমন জ্ঞান আছে, কারণ আশ্রমে যেমন জীবন যাপনের সেটিই ঠিক পথ। এই আশ্রমে আশ্রমে, আশ্রমের অধিক অধিক অন্য আশ্রমে আছে, আবার এর আশ্রমের সংসারী গৃহস্থ যিনি নিজে-যেমনভাবে অনুশীলনে যিনি পারমার্থিক জীবনের মধ্যে উদ্দেশ্যের আশ্রমে উন্নতি করেন।

শ্লোক ২৮

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৮ ॥

(সর্বাণি—সমস্ত, ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়, কর্মাণি—কার্যসমূহ, প্রাণকর্মাণি—প্রাণবায়ুর কার্যকলাপ, চ—এবং, অপরে—অন্যেরা, আত্মসংযম—আত্মসংযমের, যোগ—যুক্ত হওয়ার পন্থা, অগ্নৌ—অগ্নিতে, জুহ্বতি—আহুতি দেন, জ্ঞানদীপিতে—জ্ঞানপ্রজ্বলিত দ্বারা দীপ্ত।)

বঙ্গানুবাদ

সর্বেন্দ্রিয় কর্ম প্রাণ সংযম অগ্নিতে ।
যোগীগণ যজ্ঞ যোগী জ্ঞান অগ্নিতে ॥

আত্মতত্ত্বমনি যেষ জ্ঞান বিদিতে ।
পৃথক পৃথক যেষী হয় মুক্ত সে লোকেতে ॥

অনুবাদ

জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-সংযমের মাধ্যমে যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, কিংবা যাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ও প্রাণবায়ু প্রাণের মধ্য প্রকৃতির আত্মসংযমন অভিজ্ঞ আছেন তাঁরা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পাঁচটি প্রণীত যোগপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। পাঁচটিতে যোগপুরুষ আত্মজ্ঞান প্রত্যাহার ও পরাকাষ্ঠা লাভ অভিলাষীর কথা বলেছেন। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তাকে বলা হয় পরাধীন। কিন্তু যখনই যাঁরা ঐ বাসনা ইন্দ্রিয়-সংযমের মাধ্যমে আসক্তি রহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় স্বাধীনতা। আত্মা জীবাত্মাকে অজ্ঞানতার বশ হয়ে জড়ের বস্তুর কার্যকলাপের অধীন থাকে। নিম্নের শ্লোকগুলির বিস্তার মাধ্যমে এটি অনুধাবন করা যায়। পাঁচটিটি যোগপদ্ধতি শিক্ষা দেয় কিভাবে জৈবিক বস্তুকে নিষ্ক্রিয় করে আত্মাকে জড় সত্তা থেকে মুক্ত করা যায়। এই যোগপদ্ধতি অনুসারে প্রথমেই হঠাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটি প্রথমেই বলেছে জড় কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুলির নিজ পরাকাষ্ঠাকে উন্নত চিন্তা করে। যেমন জিহ্বার কাজ হল, দৃষ্টির কাজ দেখা, হাতের কাজ ধরা, আবার পায়ের কাজ চিন্তা ও পদার্পণ করা। কান এবং এরা সকলেই আত্মার অধীনে থাকা প্রকৃত কার্যকর্তা হয়ে উঠেছে। যোগপুরুষ নিম্নের প্রকারে একটি পদ্ধতি হয়। অনুলোম বায়ুর গতি আয়ত্তাধীন, পরে বায়ুর প্রত্যাহার আয়োজন ও প্রত্যাহার হয়, সমান বায়ু সমতা অবস্থায় থাকে, আর ধীরে বায়ু নিয়ন্ত্রণাধীন। বায়ুর অনুলোম এবং প্রতিলোম আত্মাকে আত্মজ্ঞান নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ২৮

জিতাসনো জিতশ্বাসো যোগমাচরতো জিতে ।
স্বধিষ্ণ্যাদ্ধারণাদ্যত্র যত্রাস্তে সংশিতব্রতঃ ॥ ২৮ ॥

জিতাসনঃ—যোগ আসনাদির দ্বারা, জিতশ্বাসঃ—অনায়াসে আয়ত্তের দ্বারা, যোগমাচরতঃ—অষ্টাঙ্গ যোগপদ্ধতি দ্বারা, জিতে—যোগাসনে, স্বধিষ্ণ্যাৎ—আত্মাতে, ধারণাৎ—যোগ আত্মসংযমের দ্বারা, যত্রাস্তে—নিয়ন্ত্রণের পরাকাষ্ঠার দ্বারা, ৮—৯, যত্রাস্তে—ঐকান্তিক আত্মা প্রতিষ্ঠিত, সংশিতব্রতঃ—কঠোর ব্রতপালনে।

ধীরাত্মা যদা
জিতাসনো জিতশ্বাসো যোগমাচরতো জিতে ।
স্বধিষ্ণ্যাদ্ধারণাদ্যত্র যত্রাস্তে সংশিতব্রতঃ ॥

অনুবাদ

কঠোর ব্রত গ্রহণ করে যোগী যোগী ব্রত পালনের দ্বারা করেন। কেউ কেউ আসনগ্রহণ দ্বারা করেন, কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ-যোগাচরণ দ্বারা করেন এবং অন্য অনেকে পরাকাষ্ঠার জ্ঞান লাভের জন্য যোগ অভ্যাসগ্রহণ দ্বারা করেন।

তাৎপর্য

এই সময় সাধারণ একটি জন্য যোগীদিগণ পথ দেখে পারে। আসনে যোগ আছে, যাহা সেখা প্রকৃত পথ-বাস অথবা আসনের দ্বারা সম্পন্ন করে। আসনগুলি আসনে শরীর-পরিচর্যা ও নাক-পরিষ্কারের যোগ আছে, যাঁরা অর্থাৎ, আসনের, আসনের, অর্থাৎ, আসনের, সিদ্ধান্তটি আছে প্রকৃত আসনে আছে প্রকৃতি আছেন। আসনের যোগের হাসপাতাল, কৃষ্ণের আসন-আসন এবং এই আসনের আছে প্রকৃত আসনে আছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুটুম্ব-পরিবারে আসনগুলি হল বস্তু, শিক্ষা আর আর ও বৈদিক নিয়ন্ত্রণ করা। এই সময় আসনগুলিকে বলা হয় একাগ্রতা-যোগ। আসনের যোগে আছে যাঁরা ঐকান্তিক বৈদিক আসনে আসনগুলির-আসনের জন্য প্রকৃতিতে, চিকিৎসক আছে যোগপুরুষ আসনগুলির অনুশীলন করেন। এই সময় আসনে বিশেষ বিধি-নিয়মের মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করলেন জন্য কঠোর ব্রত পালন করতে হয়। যেমন, চিকিৎসক ব্রত পালনকারী হয় আর পরি আসনে না, নিয়মিত আহার করেন না, নিজে একগ্রাসের বেশি দুগ্ধ আহার গ্রহণ করেন না, আসনে কখনও দুগ্ধ পরিমাণ আসেন না। একগ্রাসী আসনগুলির দুগ্ধ পরিমাণ আসনের আর হয় যোগাসন-ব্রত। আর এর আসনের যোগ আছেন, যাঁরা প্রতিদিন আর আসনের জন্য পাঁচজন-যোগ, ত্রিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ আছেন অনুশীলনের অনুসরণ আছেন। কেউ আসনের আসন পরিষ্ঠ দীর্ঘ ব্রত করেন। এই আসনে নিয়মের বলা হয় যোগ-আসন, অর্থাৎ এই আসনে আসনের বিশেষ আসনের বিধি আসনের জন্য আসনের অনুষ্ঠান করা। আসনের আসনে, যাঁরা আসনে আসনে বৈদিক আসনে, বিশেষ আসনে চিকিৎসিত, যোগাসন-দুগ্ধ আসনে আসনে-আসনে পাঠ করেন। এখানেও বলা হয় আসনে-ব্রত। এই আসনে যোগীরা প্রথম আসনের বিভিন্ন প্রকার আসনে নিয়ন্ত্রণের এবং যাঁরা যাঁরাদের জীবনের অধিকারী। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত এই সময়ে আসনে

[illegible]

শ্লোক ২৯

অপানে ভৃগুরি প্রাণ প্রাণেশ্বাণ ভবাপহে ।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
অপানে নিয়তপ্রাণা প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অপানে—অপানবায়ু; ভৃগুরি—আহুতি দেন; প্রাণম্—উর্ধ্বগামী বায়ুকে; প্রাণে—উর্ধ্বগামী বায়ুতে; অপানম্—অপানবায়ু; রুদ্ধ—রোধকারী; অপরে—অন্য কেহ; প্রাণ—প্রাণবায়ু; অপানে—অপান বায়ু; গতী—গতি; রুদ্ধ্বা—নিরোধ করে; প্রাণায়াম—শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসে প্রাণায়াম; পরায়ণাঃ—পরায়ণ; অপরে—অন্য কেহ; নিয়ত—নিয়ন্ত্রিত করে; আহারাঃ—আহার; প্রাণান্—প্রাণবায়ুকে; প্রাণেষু—প্রাণবায়ুতে; জুহ্বতি—আহুতি প্রদান করেন।

বীরের গান

প্রাণাপান যোগক্রিয়া অপানে দমন ।
প্রাণাপান গতিরুদ্ধ প্রাণায়ামী হন ॥
আহারাদি সর্ব করি নিয়ত আহার ।
প্রাণকে প্রাণেতে যজ্ঞ যোগের আকার ॥

অনুবাদ

অন্য বীরা প্রাণায়ামের প্রতি আসক্তি, তাঁরা অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে এবং প্রাণবায়ুতে অপান বায়ুকে আহুতি দিয়ে অপানের প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করে পরায়ণ হন। কেউ আবার আহার সংযম করে প্রাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতেই আহুতি দেন।

তাৎপর্য

যোগের নিয়মিত-সাধনে নিয়ন্ত্রণের প্রণালীকে বলা হয় প্রাণায়াম। প্রাণায়াম ছাড়া যোগাভ্যাস বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করার মাধ্যমে এই প্রাণায়ামের অনুশীলন করা

হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবার জন্য এই পন্থার বিধি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পন্থায় প্রিয়া অনুশীলন করার ফলে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে নাভীর নিচে স্থাপিত করা হয়। অপান বায়ুর গতি নিম্নমুখী এবং প্রাণবায়ুর গতি উর্ধ্বমুখী। প্রাণায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে যোগী এই বায়ু দুটিকে নাভীর মূলে স্থাপিত করে তাদের মেলাতে সক্ষম করেন এবং 'পূরকের' মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে পূর্ণ করেন। এখানেই নিশ্বাসকে বন্ধ রাখাকে কুম্ভক বলা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'রেচক'। বুদ্ধি বায়ুর গতিকে বন্ধ স্থির করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'কুম্ভক'। এই কুম্ভকের অনুশীলনের ফলে যোগীরা পারমার্থিক উপলব্ধির পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন। সাধুর যোগী এবং অন্যে পারমার্থিক উপলব্ধির চরম পূর্ণতা লাভ করতে চান, পরবর্তী জন্মের জন্য জাগতিক সুখকে ইচ্ছা করেন না। যোগী জানে, কৃষ্ণভক্ত-যোগ সাধনের মাধ্যমে যোগীরা তা না পেলে আয়ু বৃদ্ধি করে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিকাংশ নিরাকার কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন অপেক্ষা যোগের কষ্ট পাওয়ার জন্য, অধিকাংশে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে করতে সক্ষম হন। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা জাগরণের মোহের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে, তাই তার দিকে নিয়ত তাকাতে হয় না। কৃষ্ণভক্ত জীবনের শেষে, তিনি অনায়াসে জাগতিক জীবনকে ত্যাগ করে চলে যান। তিনি যোগীদের মাধ্যমে তাঁর আয়ুকে বর্ধিত করে বা দিন এই আয়ু জাগতিক কাজ করার জন্য কখনই তাঁর চাহে না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি মুক্ত পুরুষ। যোগী সম্পর্কে ভগবদ্গীতায় (১৮/১৮) বলা হয়েছে—

যদা হি যোগযুক্তাত্মা অধিষ্ঠায়েহ যোগতঃ ।
স কৃৎস্নং নরমেধাত্মা ভক্তিমান্ ভক্তবৎসল ॥

"তিনি জগতের প্রতি তার অধিকৃত যোগের নিয়মানুসারে থাকেন, তিনি তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমনের অধিকারী করেন এবং অচিরেই চিন্ময় জ্ঞানে উন্নীত হন।" অনুবাদক, কৃষ্ণভক্তগণের অধিক ধৈর্যের সঙ্গে সঙ্গে তার তাকে তার জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তারা যোগেরই কৃষ্ণভক্তিযুক্তের স্তর হয়। কৃষ্ণভক্তদের অধিক অগ্রগতির জন্য তাঁরা অবশ্যই অধ্যাত্মিক স্তরে অধিষ্ঠিত। এই স্তর থেকে তিনি কখনই পতিত হন না এবং অন্তকালে অধিষ্ঠিত তিনি জগতের চিন্ময় গ্রহে নিত্যলীলায় প্রবেশ হন। কৃষ্ণভক্তগণ প্রকৃত কারণ যদি তিনি সর্বদাই অন্তরালী এবং তার ফলে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই সংযত। তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না করতে পারলে যোগ অভ্যাসের জন্য যোগের কষ্ট থেকে মুক্তি প্রদান যায় না।

শ্লোক ৫০

সর্বেঽপ্যেতে যদ্বিধয়া যদ্ভক্তিগুণকর্ম্মভিঃ ।
যদ্ভক্তিযুক্তযুক্তস্য যদ্ভি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৫০ ॥

সর্বে—সকলে, অপি—অবশ্যই, এতে—এই সকলে, যদ্বিধয়া—যদ্ভক্তিগুণ, যদ্ভক্তিগুণকর্মভিঃ—যদ্ভক্তি যদ্ভক্তিগুণ কর্ম দ্বারা নির্ণীত হয়, যদ্ভক্তিযুক্তযুক্তস্য—যদ্ভক্তি যুক্ত ব্যক্তির, যদ্ভি—যাহা পাওয়া, ব্রহ্ম—পরম, সনাতনম্—সনাতন ইত্যাদি।

বীরাঘব গান

এই সব জড়বিশ্ব জীব পাপ হয় ।
জ্ঞানে জ্ঞানে পাপহীন ব্রহ্ম যে প্রাপ্য ॥
যদ্ভক্তিতে যোগী তার নিষ্পাপ জীবন ।
যোগ্য যদ্ভি হয় পাবে ব্রহ্ম সনাতন ॥

অনুবাদ

এরা সকলেই যদ্ভক্তবৃন্দ এবং যদ্ভক্তির প্রভাবে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বীরা যদ্ভক্তিগুণ অনুসরণ করেন, এবং তার পর সনাতন ব্রহ্মবিদে লিপ্ত থাকে।

তাৎপর্য

যদ্ভক্তি সম্পর্কিত পুরাণিক বর্ণনায় জানতে পারা যায় যে, জ্ঞানযজ্ঞ-যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ-যজ্ঞ, দান-যজ্ঞ, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করা। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাই হচ্ছে জগতগুলির মূল কারণ। অতএব, ইন্দ্রিয়-সুখের ভোগবাসনা পরিত্যাগ না করতে পারলে জড়জগতের জীবনের দুঃখ নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য হচ্ছে শাস্ত্রের প্রধান পরিবেশন। পুরাণিক যত কথাই যদ্ভক্তি পালনপূর্ণ জীবনের অনুষ্ঠান থেকে অনুষ্ঠাতাকে মুক্ত করতে সহায়তা করে। এই আত্মোপলব্ধি যদ্ভক্তি কেবল এই জীবনেই পুণ্য-উপলব্ধি প্রাপ্তি হয়, তাই নয়, তা তার এই জীবনের শেষে নির্দিষ্ট দ্রৌপদীর পাশে পাওয়া। অবশেষে-যদ্ভক্তে অনুসরণে নিত্যসুখ পাওয়া যায়।

শ্লোক ৫১

যদ্যপি লোকেঽধুনাঽনন্তা জুহ্বতোনাঃ কৃষ্ণবর্ত্মনি ॥ ৫১ ॥

যদ্যপি—যদি, অধুনা—এই, লোকে—জগতে, অনন্তা—অনন্ত, জুহ্বতোনাঃ—অনন্তরূপে যাজিকগণ, কৃষ্ণবর্ত্মনি—কৃষ্ণের, অন্যত্র—অন্যত্র, কৃষ্ণবর্ত্মনি—যে কৃষ্ণপথে।

বীরাঘব গান

ইহলোকে যজ্ঞ কিবা কেবল কৃষ্ণ নাই ।
পরলোক বিনাযজ্ঞে কেমনে যে পাই ॥

অনুবাদ

যে কৃষ্ণলোকে। যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেবলি এই জগতে কৃষ্ণ কাজের পাওয়া না, তা হলে পরলোকে কৃষ্ণপ্রাপ্তি কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

জীব যে-কোনো কেবলি যজ্ঞ করে এই জড় জগতের আনন্দ লাভ না করে, তার কারণ তাকে তার স্বাভাবিকভাবে আত্মার থাকে। শাস্ত্রগ্রন্থে বলা হয়, জড়-জগতের সকিছু পাপের কারণে জীবাত্মা এই জড় জগতে অবস্থান করে। অবশ্যই হচ্ছে এই পাপ-পঙ্কিল জীবনের কারণ এবং জীবন যাপনের পাপের ফল বহুবিধ পাপে, তারপর জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কোন দাবী করে না। জড় জগতের এই অজ্ঞানতার থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যজ্ঞ-পালন। তাই বর্ণ, আশ্রম, কাম ও মোক্ষ পালন করার মাধ্যমে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথ বেদ দেখিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই পাপ অনাদি হয়ে দিয়েছি যাপ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, জ্ঞানবিজ্ঞানের আত্মোপলব্ধি আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে দান, পুণ্য, দুঃখ আদি পর্যায়ে অবস্থান করা যায়, তখন আত্মোপলব্ধি হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি পুষ্টি পেয়েছে পাপাচরণের থেকে আত্মা মুক্ত হয় না। পেয়েছে এই সময় মূল আত্মোপলব্ধির দিকে যেতে, তখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নেশা কাটে। অতি, যেহেতু নিত্যজীবনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নিত্যই-বাসনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এজন্যই বীরে বীরে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার হয়। মুক্ত জীবনের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে ভগবানের নাম গান করা। দৈনন্দিন কর্মের অনুষ্ঠানের আমরা দেখতে পাই যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা আসে। কিন্তু ভৌতিক পাপ অনুষ্ঠানে যদি কেউ এই সময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, তা হলে সে এই লোকের মাধ্যমে পূর্ণ জীবনের কি করে আশা করতে পারে এবং আমা প্রাপ্ত নিত্য পরলোকী জীবনের তো কথাই নেই? নিত্যিক

[illegible] কর্মীদের [illegible] করার পরিবর্তে [illegible]। [illegible] বিভিন্ন [illegible] যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে [illegible] বিধি নিয়েই [illegible] করা যায়। কিন্তু যাদের [illegible] কেবল [illegible] অনুসরণ করা যায়, যখন [illegible] হয়ে [illegible] হয়ে [illegible] নিজের [illegible] আসনের পরিবর্তে [illegible] করে [illegible] দেখা করা যায়। [illegible] হচ্ছে [illegible] এবং [illegible] সহকারে [illegible] করার [illegible] উপায়।

শ্লোক ৩২

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

এবম্—এভাবে, বহুবিধাঃ—বহুবিধ, যজ্ঞাঃ—যজ্ঞ, বিততাঃ—বিস্তৃত, ব্রহ্মণঃ—বেদের, মুখে—মুখে, কর্মজান্—কর্মজাত, বিদ্ধি—জানবে, তান্—তাদের, সর্বান্—সকলকে, এবম্—এভাবে, জ্ঞাত্বা—জেনে, বিমোক্ষ্যসে—মুক্তি লাভ করতে পারবে।

বীথীর গান

হে শুভ্রকেশাঙ্গন! অতএব জানিবে হে পার্থ ।
আছে যত যাহা কিছু সকল নিরর্থ ॥
কেননি শাস্ত্রেতে উথা বহু যজ্ঞ হয় ।
কর্ম শাখা প্রশাখাদি কে করে নির্ণয় ॥
যে সব যজ্ঞাদি জ্ঞান সব কর্মজাত ।
মুক্তিপথ সেই জ্ঞান যজ্ঞ যে সর্বদা ॥

অনুবাদ

এই সমস্ত বহুবিধ বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবং এই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত। সেগুলিকে ভগবদ্ভক্তির জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন কর্মীর বিভিন্ন মানসিকতা অনুযায়ী বেদে নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার বিধান দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই আর দেহাত্মবুদ্ধিতে জড়িত হয়ে আছে।

তাই, সমস্ত যজ্ঞের এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার দেহ, মন আবার বুদ্ধির যোগ্যতা অনুসারে অবশ্যই অনুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর নিজের মুখ থেকে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠ, দ্রব্যময়াৎ—দ্রব্যময়, যজ্ঞাৎ—যজ্ঞ থেকে, জ্ঞানযজ্ঞঃ—জ্ঞানময় যজ্ঞ, পরন্তপ—হে শত্রু দমনকারী, সর্বম্—সমস্ত, কর্ম—কর্ম, অখিলম্—পূর্ণরূপে, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, জ্ঞানে—জ্ঞানে, পরিসমাপ্যতে—সমাপ্ত হয়।

বীথীর গান

কিন্তু হেথা জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্য যজ্ঞাপেক্ষা ।
জ্ঞানীর মহিমা আর কর্মীর অপেক্ষা ॥
সর্ব কর্ম শেষ হয় জ্ঞানের সদনে ।
কর্মবন্ধ ছিন্ন হয় জ্ঞানের সাধনে ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! সমস্ত কর্মই পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং জ্ঞানযজ্ঞের জ্ঞানদাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণ করে পরম সত্য আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের উপলব্ধি হয়ে তাঁর নিত্য আনন্দময় লাভ করা। কিন্তু যা সাধারণ অজ্ঞানতাবশত অজ্ঞানী লিপ্ত হয়ে আছে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে সেই প্রকার বস্তুর অভাব হওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানকারীর নিজের ও যজ্ঞের অনুসারে যজ্ঞ বিভিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের লাভ করার জন্যেই জ্ঞানী যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানহীন কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কেন না

অনাবৃত্তি অর্থ লৌকিক ক্রিয়া হয়—যাতে পরমার্থ লাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞান যথাবিধি পরীক্ষের অধ্যাত্মের আলোকে অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়। অজ্ঞানের জন্যে জীবিত না হলে বাস্তবিকই যোগাভ্যাসের আবশ্যিক কার্যকলাপ। যখন যোগের সকল কার্যকর্ম অধ্যাত্মের আলোর জন্যে জীবিত করে, তখন তার পুরুষ পরমেশ্বরের পরিপ্রেক্ষিতে পরিপ্রেক্ষিত হয়। অধ্যাত্মের যজ্ঞ-ক্রিয়াকে কর্মফল (যজ্ঞের অর্থ) অথবা আত্মজ্ঞান (সেবা-বিজ্ঞানের) বলা হয়। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত যজ্ঞ, যার দ্বারা পরম জ্ঞান লাভ করা যায়।

শ্লোক ৫৪

যজ্ঞং বিন্ধি প্রদানেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫৪ ॥

যজ্ঞ—বিষ্ণুর যজ্ঞের সেটি জান, বিদ্ধি—অবগত হোন জান, প্রণিপাতেন—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, পরিপ্রশ্নেন—ঐকান্তিক জিজ্ঞাসা করেন যারা, সেবয়া—সেবার দ্বারা, উপদেক্ষ্যন্তি—উপদেশ দান করবেন, তে—তোমাকে, জ্ঞানম্—জ্ঞান, জ্ঞানিনঃ—আত্ম-উপলব্ধির, তত্ত্ব—সত্য, দর্শিনঃ—দ্রষ্টাগণ।

বাংলায় পদ্য

অতএব সে বিজ্ঞান সে জ্ঞানিগণের জ্ঞান।
উপযুক্ত গুরুপদ করহে আশ্রয় ॥
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার সহিত।
গুরুমুখে জানি সব আপনার হিত ॥

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং আত্মজ্ঞানের সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উপলব্ধির পথ বিশ্লেষণের পূর্বে। অর্জুন, অবতার আমাদের উপদেশ দিয়েছেন সেই সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, যিনি তত্ত্ব-পরম্পরার ধারায় জ্ঞানের-তত্ত্বজ্ঞান

লাভ করেছেন। তত্ত্ব-পরম্পরাকে যিনি জ্ঞানের-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি, তিনি কখনই গুরু হতে পারেন না। অবতার হচ্ছেন স্বয়ং তত্ত্ব। তিনি এই পথের তত্ত্বজ্ঞান পুস্তিকা আমাদের দান করেছিলেন। তারপর তত্ত্ব-শিষ্য ধারার পরম্পরাকে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে থাকবে। অর্জুন, এই পরম্পরার ধারায় যিনি এই জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি এই জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তিনিই এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে দান করতে পারেন। অন্যথায় একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে অথবা কল্পনা করেনাকে উপলব্ধি করতে পারি না। এখানে খুব চমৎকার ভাবে বোঝে নেয়া উচিত অপরোক্ষ পদ্ধতির উদ্ভাবন করে লোক উপদেশ। এই জন্য ভগবান (৬/৩৬/১৬) বলা হয়েছে, স্বর্গ বা বাসুদেবপরায়ণঃ—যাঁরা পরম সত্য আত্মা, ভগবানই তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ আশ্রয়ে। অর্জুন, অজ্ঞান-অজ্ঞান বা কৃষ্ণ অর্থ অথবা পরমেশ্বরের অন্যান্য বিভাগের মাধ্যমে কখনই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি হতে পারে না। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ-ভাবনার বিকাশের প্রয়োজন হয়ে থাকে, কৃষ্ণ বিশেষে যাঁর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে জীবনধারণের মতো যাঁর সেবা করতে হয়। সম্পূর্ণরূপে নিজের অবস্থা সমর্পণের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। আত্মসমর্পণ ও সেবা না করে কেবল প্রশ্ন করে কখনই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। অর্জুনের পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার যোগ্য কিনা তাঁকে এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পারলেই অর্জুনের কাছে শিষ্যের লাভ করার অধিকার দান করেন। এখানে অর্জুনের মতো অনুকরণ করা অবশ্য সুন্দর হচ্ছে বিনম্র ভাব করে শিষ্য করা হয়েছে। শিষ্য যেমন কৃষ্ণ সম্পর্কে অর্জুনের উপদেশ লাভ করেছে, তা নয়, তাকে আত্মসমর্পণ, অর্জুনের ঐকান্তিক সেবা এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই জ্ঞানের অর্থ উপলব্ধি করেছেন হয়ে। সম্পূর্ণরূপে যাঁর শিষ্যের প্রতি অবতার কৃপা পেয়েছেন। অর্জুন শিষ্য যখন বিনীত ও আত্মসমর্পণী সেবায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিষয়ের পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৫৫

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৫৫ ॥

তব—তা, ছাড়ি—ত্যাগ, ন—না, পুন—পুনরায়, সোহ্য—সেই, এবম্—এই প্রকার, আসাদি—আছে হয়, পাবক—হে পাবনকারী, কেন—যার দ্বারা, কৃপাদি—কৃপাদিযুক্ত, অশেষাদি—সমস্ত, ঈক্ষাদি—দর্শন করাচ্ছে, আত্মাদি—পরমাত্মা, অশেষ—অনন্ত, মহি—আমাতে।

শিক্ষার গান

সে তব জ্ঞানের কথা বুঝিতে পারিলে।
সেহ আর হয়ে নাহি, হরিলে জিহ্বিলে॥
তখন সে আত্মাদৃক্ দেখে ব্রহ্মময়।
সম্পূর্ণ দর্শন সেই, সম্পর্ক সে সয়॥

অনুবাদ

হে পাবক! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর সেখানে থাক না, কেন না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ আমা সমতুল্য আমার এবং আমা আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

তত্ত্বজ্ঞানী সাধুজনের কাছ থেকে পাবক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে নিজে বুঝতে পারে যে, সমস্ত জীবই হচ্ছে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা অস্তিত্ব আমাদের নেই বলে হয় মাত্র। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'না' আর এ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'না'। অর্থাৎ 'আমি' কোন অস্তিত্ব নেই। কেউ কেউ মনে করে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব নেই। তাদের মতে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন মহান ঐতিহাসিক পুরুষ এবং পরমেশ্বর হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু অনন্তশয়নীলার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। পরবোম্ব অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর মূল কারণ। ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তবে তাঁরাও অনন্ত। অনন্ত জীবই হচ্ছে ভগবানের অংশ-প্রকাশ মাত্র। যেমনটি, পরম জীবও হচ্ছে ভগবানের অংশ-প্রকাশ। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভুল করে মনে করে যে, বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের মাধ্যমে ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বয়ং অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা। প্রকৃত জ্ঞান লাভের মাধ্যমে আমাদের

অভিজ্ঞতা এই যে, যখন কোন কিছু পাবকরূপে পরিবর্তিত হয়, তখন তার মূল স্বরূপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মায়াবাদী দার্শনিকেরা এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর, তিনি হচ্ছেন অনন্ত। অর্থাৎ তাঁর থেকে এক কোটি ভগবান তাঁর কোন বিনাশ হয় না, অথবা তাঁর থেকে এক বিস্তার ভগবানের তাঁর কোন বিনাশ হয় না। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

পরমেশ্বর পাবকরূপিণী জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা অবিদ্যাকে জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছি এবং আমরা মনে করে থাকি যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভিন্ন। আমরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন কিন্তু অনুচ্চ আমরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নই। জীবের দেহগত পার্থক্য হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ যার পরিবর্তনের অস্তিত্ব নেই। আমাদের অজ্ঞানতা উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নিজের করা। যখন তাঁকে অনুচ্চ মনে করেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীব নিত্য ভিন্ন সম্পর্ক অনুপেক্ষা জীব দেহগত সম্বন্ধে যারা জীব পরাধীন, তারা অধিক অজ্ঞানপূর্ণ। অনন্তশয়নীলার পরম উপদেশই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্যকালের সেবক এবং সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে গেলে থাকতে পারে না। যে জীব মনে করে, সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা, সেটিই হচ্ছে মায়া। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জীবদের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। অনাদিকাল ধরে সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়ার কারণেই তারা কখনও অনুচ্চ কখনও পরম কখনও সেবার অভাবে জড়ে দূরে সেজেছে। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সেবার কথা ভুলে যাওয়ার কারণেই এই সেবার পার্থক্যের নিত্য হয়। কিন্তু যেই মুহূর্তে কৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গে আমা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন তিনি এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই সব পারমার্থিক জ্ঞান কেবল সাধুজনের কাছ থেকেই লাভ করা যায়। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল জীব শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব, এই বোধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পরম তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান, যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আত্মা। এই পরম জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান জীবদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য করেছে, এবং সকল কারণ মায়ার মাধ্যমে আমরা পড়েছি। একজনের সঙ্গে একটির পর একটি যোগ করে যখন আমাকে জ্ঞান করতে হয় এবং সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়। এই মায়ার প্রভাবে জীবের যখন কর্মফলের মাধ্যমে উপাধি করতে গেলে জীব পাগলপ্রায় হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার বুদ্ধির পাশে এসেছে মরণের। সেই সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১০/৬) বলা হয়েছে—কুমিবিড্ভূতাবাসে কলেবরে বনেষ্টিতি। বুদ্ধির অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসত্বের নিজের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া।

শ্লোক ৩৯

যদি যেষামি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

যদি—যদি কি, যেষ—যদি, যদি—তুমি হও, পাপেভ্যঃ—পাপীদের থেকে, সর্বেভ্যঃ—সমস্ত, পাপকৃত্তমঃ—পাপিষ্ঠ, সর্বম্—এই সমস্ত সমস্ত পাপকর্ম, জ্ঞানপ্লবেন—দিব্য জ্ঞানরূপ তরণীর দ্বারা, এব—অবশ্যই, বৃজিনম্—দুঃখময় সমুদ্র, সন্তরিষ্যসি—অতিক্রম করবে।

বিশ্বনাথ

পাপী হয়ে পাপী যদি হয়ে থাক তুমি।
তথাপি জ্ঞানের পোতে তরিবে আপনি ॥

অনুবাদ

তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমাদের জ্ঞান উপলব্ধি করা এতই মহিমান্বিত যে, তা অজ্ঞানতার সমুদ্রে যে জীবন-সংগ্রাম, তা থেকে আমাদের সঙ্গে পার উত্তীর্ণ করে। এই জড় জগতের জ্ঞানের পরিধিতে সমুদ্র অথবা জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। যদিও দুঃখ জীবনের যেমন সীমার কোনো সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে না, ঠিক তেমনই জড় জগতের যে জীবন-সংগ্রাম তা দুর্লঙ্ঘ্য। অজ্ঞান-সমুদ্রে যে তরঙ্গ মাঝে মাঝে আছে, তার উত্তালতা একমাত্র উপলব্ধি হলে, যদি কোনো এতে আছে তুলে নেয়। এই জ্ঞানপোতে আরোহণ কোনো প্রকার মাধ্যমে। এখন কোনো যদি দুর্ভাগ্যবশত হয়ে আমাদের এই জ্ঞানপোত থেকে তুলে নেয়, তা হলেই কেবল আমরা উদ্ধার পেতে পারি। জ্ঞানপোতের কাছ থেকে পাওয়া আমাদের জ্ঞানের-সার হচ্ছে, এতদ্বারা দুঃখিত পার। এই জ্ঞানের-তরঙ্গের যা কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে, আমাদের উদ্ধারকারী জীবন। গুণি পাওয়ার এই পথ আমাদের পথের, সকল ও অত্যন্ত পরিপূর্ণ।

শ্লোক ৪০

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৪০ ॥

যৎ—যেমন, করোষি—তুমি করে, যৎ—যেমনভাবে তুমি, অশ্নাসি—খাও, যৎ—যেমন, জুহোষি—হোমাগ্নিতে, দদাসি—দান, যৎ—যেমন, তপস্যসি—তপস্যা, কুরুষ্ব—করে, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, জ্ঞানযোগ—জ্ঞানযোগ পথে, সর্বকর্মাণি—সমস্ত কর্ম কর্মফলে, মদর্পণম্—আমাকে, কুরুষ্ব—করে, তৎ—সেমনই।

বিশ্বনাথ

প্রথম অধিকে যথা কাষ্ঠ জ্বালাবে।
জ্ঞানাগ্নি জ্বলিলে পাপ সকল নিবাবে ॥
অতএব জ্ঞানমুক্ত যদি সে পবিত্র।
তাহা নহে জড় জ্ঞান পাপ অত্যন্ত ॥

অনুবাদ

জ্ঞানযোগের প্রক্রিয়ায় অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, হে অর্জুন! তেমনই জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্ম করে দেয়।

তাৎপর্য

যে জন আত্মা ও পরমাত্মা এবং জীবের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা নেয়, তাকে জ্ঞানযোগ অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই অগ্নি যেমন পাপ কর্মফলকেই ভস্ম করে তাই নয়, তা পুণ্য কর্মফলকেও ভস্ম করে তাদের অস্তিত্ব পরিণত করে। কয়েকটি কর্ম কর্ম প্রকাশ হয়। কোনো কোনো কর্মের ফল অনিশ্চিত, কোনো কর্মের ফল পরিণাম, কোনো কর্মের ফল ইতিমধ্যেই ভোগ করা হয়ে গেছে, আবার কোনো কোনো কর্মের ফল পৃথিবীতে থেকে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু জ্ঞানের উপলব্ধির পাবক আমাদের আমাদের যা সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। ভগবদ্গীতায় ৪/৪/২১) কথা হয়েছে, শ্রীল শ্রীধরস্বামী এতে সমর্থনযুক্ত বলেছেন—"পাপ ও পুণ্য উভয় কর্মফল যেমনই পরিত্যাগ পাবনা যায়।"

শ্লোক ৩৮

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ন—নিশ্চয়ই নেই, হি—অবশ্যই, জ্ঞানেন—জ্ঞানের, সদৃশম্—তুল্য, পবিত্রম্—পবিত্র, ইহ—এই জগতে, বিদ্যতে—বিদ্যমান, তৎ—তা, স্বয়ম্—স্বয়ং, যোগ—যোগে, সংসিদ্ধঃ—সংযোগসাধনে সিদ্ধ, কালেন—কালক্রমে, আত্মনি—আত্মায়, বিন্দতি—উপলব্ধি করেন।

পীযূষ বর্ষণ

যোগসিদ্ধ সেই জ্ঞান ভিন্ন নির্মল।
সে জ্ঞান লভিলে হয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥

অনুবাদ

এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের পরিপক্ক ফল। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, তিনি কালক্রমে আত্মায় পরা শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জ্ঞানের তাৎপর্য হচ্ছে পরমার্থ উপলব্ধি। তাই, এই নিত্য জ্ঞানের মতো পবিত্র ও নির্মল আর কিছু নেই। পাতঞ্জলের পন্থানুসারে যোগ হচ্ছে আত্মার এবং সৃষ্টির কারণ হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞান হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পূর্বাঙ্গ ফল। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন, তাঁকে আর আত্মার শান্তির অন্বেষণ করতে হয় না, কেন না তিনি তাঁর অন্তরেই নিত্য শান্তি উপভোগ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জ্ঞান যে শান্তি কৃষ্ণভাবনামৃতের পর্যায়ভুক্ত হয়। ভগবদ্গীতায় এই জ্ঞানের ভাষ্য উপলব্ধ।

শ্লোক ৩৯

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি, লভতে—লাভ করেন, জ্ঞানম্—জ্ঞান, তৎপরঃ—যিনি ভক্তিযোগে অনুরক্ত, সংযত—সংযত, ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞানম্—জ্ঞান, লব্ধ্বা—লাভ করে, পরাম্—পরমতম, শান্তিম্—শান্তি, অচিরেণ—অচিরেই, অধিগচ্ছতি—লাভ করেন।

পীযূষ বর্ষণ

শ্রদ্ধাবান যেই, হয় সংযত যেই জন।
সংযত ইন্দ্রিয় যার তৎপর সে জন ॥
সে জ্ঞান লভিলে শান্তি অচিরাৎ পায়।
সংসারের যত ক্লেশ সব মিটে যায় ॥

অনুবাদ

শ্রদ্ধাবান্ ও তৎপর হয়ে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

যিনি শুদ্ধ বিশ্বাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। শ্রদ্ধাবান বলতেই বলা হয় যিনি বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণভক্তি লাভ করলে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন হয়। ভগবদ্ভক্তি লাভ করলে জীবনের পরমার্থ সাধিত হয়। শুদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা *হচ্ছে কৃষ্ণ হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হচ্ছে হচ্ছে / হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে*—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে মানুষ যখন প্রকৃতির গুণ অনুসারে থেকে মুক্ত হয় এবং তখন জগতে এই প্রকার দিব্য হয়। এ ছাড়া, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার পথে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হয়। যিনি ইন্দ্রিয়ের সেবাভিত্তিক সংযম করে শুদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধি লাভ হয়।

শ্লোক ৪০

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—শাস্ত্রজ্ঞান রহিত মূঢ়, ঃ—এবং, অজ্ঞানজনিত—শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, ঃ—ও, সংশয়—সংশয়, আত্মা—ব্যক্তি, বিনশ্যতি—বিনষ্ট হয়, ন—না, অয়ম্—এই, লোকঃ—লোকে, অস্তি—আছে, ন—না, পরঃ—পরবর্তী জীবনে, ন—না, সুখম্—সুখ, সংশয়—সংশয়, আত্মনঃ—ব্যক্তির।

বঙ্গানুবাদ

শাস্ত্র ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই আত্মজ্ঞানে লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

তাৎপর্য

সমস্ত সংশয়ের চিত্তে শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানবিহীনই হচ্ছে মূর্খ। যে সমস্ত মানুষের বুদ্ধি স্বল্প পাণ্ডিত্যের দ্বারা, তাদের শাস্ত্রজ্ঞান অথবা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। আমার একজন বিনু লোক আছে, যাদের শাস্ত্রজ্ঞান অথবাদের বা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেনা, শাস্ত্রের কথায় তাদের বিশ্বাস নেই। শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন লোক উদ্ধৃত করে এবং নানা ভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি তাদের কোনোই বিশ্বাস নেই। আমার মনে এক সময়ের মানুষ আছে, যাদের তত্ত্বজ্ঞানবিহীন প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তারা বিশ্বাস করে না যে, কৃষ্ণলোক বৈকুণ্ঠলোক বলেও কোনো কিছু আছে বা তারা সেই লোকে যেতে পারে। এই সমস্ত মানুষের মধ্যে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয় না। তারা সংশয়বাদীর হয়। এমন কোনো কোনো কোনোই বিশ্বাস নেই এবং আর এই শাস্ত্রের বিষয় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তারা এমনকি পরবর্তীতে জীবনে কোনো কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। কখনও এমন কোনো কৃষ্ণ-বিমুখ ব্যক্তির প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারা কখনই অন্যান্য-ভক্তজনের সঙ্গে করতে পারে না। তারা শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্র-নির্দেশের অনুসরণ করে পারে তারা তারা কখনই হতে পারেনা অনুসরণ করেন। পারমার্থিক উন্নতিলাভ অবশ্যই জন্য প্রতিটি

ক্ষেত্রে এই জ্ঞানটি সংশয়ের বিষয়। সুতরাং, সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতির কোনো কখনো সম্ভব নয়। তারা ইতিটি অনুসারী কর্তব্য হচ্ছে, তত্ত্ব-সম্পন্নদের যে সমস্ত বচনে আছেন, তাঁদের পথের অনুসরণ করে সাধনা করা।

শ্লোক ৪১

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

যোগ—কর্মযোগের অনুশীলনের দ্বারা, সন্ন্যস্ত—ত্যাগ করেছে, কর্মাণম্—কর্মফল, জ্ঞান—জ্ঞানের দ্বারা, সঞ্ছিন্ন—ছেদন করেছে, সংশয়ম্—সংশয়, আত্মবন্তম্—আত্মজ্ঞানে, ন—না, কর্মাণি—কর্মফলে, নিবধ্নন্তি—আবদ্ধ করতে পারে, ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়।

বঙ্গানুবাদ

অতএব, হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্মফলকে ত্যাগ করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদন করেছেন এবং আত্মজ্ঞানে স্থিত হয়েছেন, তাঁকে কোনো কর্মই আবদ্ধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণ-বিমুখ শ্রীতিতে জ্ঞানযোগে যিনি অনুসরণ করেন, এই বিষয় অর্জুনের প্রশ্নের যিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধে সংশয় নিবৃত্তি হয়। ভগবদ্গীতার আলোচনে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় অবস্থিত হওয়ার ফলে যিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ, যিনি নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্মফল ত্যাগে মুক্ত।

শ্লোক ৪২

অস্থানস্থানসম্ভূতং শুদ্ধং জ্ঞানশিলাঞ্জনম্ ।
দ্বিট্ছিদ্রং সলক্ষ্মং যোগমবিকৈর্ভিঃ ভাবয় ॥ ৪২ ॥

অস্থান—অযোগ্য, অস্থানসম্ভূতম্—অযোগ্য থেকে উদ্ভূত, শুদ্ধম্—কলুষবিহীন, জ্ঞান—জ্ঞানের, অঞ্জিনা—অঞ্জনের দ্বারা, আক্ষম্—আয়ত্ত, দ্বিট্—দ্বিট্ করে, ছিদ্রম্—ছিদ্র, সলক্ষ্মম্—লক্ষণ, যোগম্—যোগে, অবিকৈঃ—অবিকৃত হয়, ভিদিকৈঃ—পূর্ণ করার জন্য ছিদ্রে দীপাদি, ভাবয়—যে ভাবনাকারী।

দীপের লক্ষণ

অস্থানসম্ভূত যোগ জ্ঞান অঞ্জি দ্বারা ।
হৃদয়ে ঈশ্বর সব রহিয়াছে যারা ॥
এই সব ছিদ্র করি জাগিয়া উঠিবে ।
যে ভাবয়। যোগেবিকৈ হয় এ সবারে ॥

অনুবাদ

অস্থানস্থ, যে ভাবয়। যোগের দ্বারায় যে অস্থানসম্ভূত সংসারের ঈশ্বর রয়েছে, যা জ্ঞানরূপ অঞ্জনের দ্বারা ছিদ্র কর। যোগরূপ করে পূর্ণ করার জন্য ছিদ্রে দীপাদি।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে যে যোগপ্রণালী উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গ-যোগ' অর্থাৎ যোগের উপযোগী শাস্ত্রের আটটি অঙ্গ। এই যোগে দুটি প্রকার বস্তু অনুষ্ঠিত অথবা ত্যাগ হয়—যার একটি হচ্ছে যমরাজ অর্থাৎ সব প্রকার বস্তু নিয়ন্ত্রণের উপদেশ করা এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ, যা সম্পূর্ণরূপে সব শাস্ত্রবিধির অর্থ। যমরাজ-লাভ যদি শাস্ত্রবিধির উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়, তাহলে তা কাজ-কাজালিকা করে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এই সব যদি শাস্ত্রবিধি পালন করবার জন্য, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনার অধিক হয়ে অর্জিত হয়, তাহলে তা সার্থকতা পূর্ণতা লাভ হয়। শাস্ত্রবিধির অর্থের দুটি ভাগে বিভক্ত—নিজের আত্মলাভ উপলব্ধি করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রভুত্ব লাভ উপলব্ধি করা। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান এবং দুটি অধ্যায়ে অধ্যাত্মের উপলব্ধি করা হয়। প্রথম অধ্যায়ে উপলব্ধি করা হয় যে, জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রকার উপলব্ধি

লাভ হলেই, অর্থাৎ এই জ্ঞানের দ্বারাই ভগবানের নিত্য লীলার বস্তু সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান নিরাকার ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতির কথা বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্গীতার নির্দেশিত ভগবানের উপদেশ যে বুঝতে পারে না, সে হচ্ছে কাল্পনিক ভগবান-বিরোধী। ভগবান যে কতো একটুখানি জানিয়ে দিয়েছেন, সে তার অন্তরায়রূপে কাজ করে। ভগবদ্গীতার ভগবান এবং পরমেশ্বরের জীব স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ভগবানের অধিনায়কত্বে স্বতন্ত্রভাবে প্রভুত্বলাভ করতে পারে না, সে নিরাকারী মূর্খ। কৃষ্ণভাবনামৃতের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। যেমন, শ্রবণম্, কীর্তনম্, স্মরণম্-পাদ, পাদসেবন-পাদ, ঈক্ষণ-নিত্য-পাদ, যোগাভ্যাস-পাদ, অর্চনম্ ও বন্দনম্-পাদের অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং দাস্য-সখ্য আত্মনিবেদনের দ্বারা অবশেষে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশ হয়। এই সব ক্রমবিকাশী পন্থা হচ্ছে 'যোগ' এবং সব পন্থাই নিয়ন্ত্রিত করেই বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত। কিন্তু এই সবের চেয়ে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি। এই উদ্দেশ্যকে যিনি অনুসরণ করেন, তিনিই হচ্ছেন ভগবদ্গীতার যথার্থ শিষ্য। কিন্তু জীবাত্মার পরমেশ্বরের সঙ্গে যদি ভাব থাকে, তা অসম্পূর্ণ হয়। যদি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যথার্থ গুরুপরম্পরা শিষ্যত্বে আত্মসমর্পণ করে যাঁর কাছে থেকে নিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ভগবদ্গীতা যা অন্য শাস্ত্রগুলি নিয়ন্ত্রণের কথা উঠেছে। পৃথিবীর অর্থ থেকে যে জ্ঞান যত-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে, তা আত্মজ্ঞান করতে যা পরম্পরার মাধ্যমে অধিকারীর যে সম্পর্ক, তাঁর কাছ থেকে। যেটি যেটি পন্থা আছে পৃথিবীতে ভগবান যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে এই পৃথিবীতে এসেছে এবং পরম্পরা যা সম্পূর্ণ অধিকারীদিগকে দান করেছেন। অর্থাৎ, ভগবদ্গীতার ভগবান উপদেশ প্রচেষ্টাকারী প্রাপ্ত করা উচিত। যে সময় প্রচারক আসেন আপনিই আত্মা তখন ভগবদ্গীতার জ্ঞানকে বিকৃত করে তার অর্থ পাল্টে মানুষকে দিলেন প্রবিষ্ট করে, তাদের সম্পর্কে সাধারণ ব্যক্তিরা প্রভাবিত করেন। ভগবান হচ্ছেন অধিকারীদের পরমেশ্বর এবং তাঁর সমস্ত শক্তিরই অধীশ্বর। এই সম্পর্কে শুধু নিয়ন্ত্রণ করে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি ভগবদ্গীতার জ্ঞান লাভ করতে সুযোগ পেয়েছেন, সুযোগ।

অধিকোত্তম করে, জীবাত্মার স্থান ।
প্রকৃতি যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণের প্রাণ ॥

ইতি—অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি জানাবার জন্য উপরোক্ত শ্লোকের 'জ্ঞানযোগ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতীয় মহাকাব্য অধ্যায়ের অধিকোত্তম তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাস-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বলিলেন, সন্ন্যাসম্—ত্যাগ, কর্মণাম্—সকল কর্মের, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, পুনঃ—পুনরায়, যোগম্—যোগ, চ—ও, শংসসি—প্রশংসা করছ, যৎ—যা, শ্রেয়ঃ—শ্রেয়স্কর, এতয়োঃ—এই দুটির মধ্যে, একম্—একটি, তৎ—তা, মে—আমাকে, ব্রূহি—বল দয়া করে, সুনিশ্চিতম্—নিশ্চিতরূপে।

বঙ্গানুবাদ

অর্জুন কহিলেন ঃ

হে কৃষ্ণ বারেক কর্ম ত্যাগ যে কহিলে।
পুনরায় কর্মযোগ কহ নিরবধি ॥
তার মধ্যে যেবা নিশ্চিত শ্রেয়িস্কর।
সংশয়বিহীন করি আমারে কহিবে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি দুটি আত্মাকে কর্ম ত্যাগ করতে বলছেন এবং আবার কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে বলেন। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক কল্যাণকর, তা সুনিশ্চিতরূপে আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই শ্লোক অর্জুনের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকাম কর্ম থেকে কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কামকর্মের কর্ম থেকে। নিষ্কামকর্মের থেকে তিনি সকাম-কর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, কারণ এই আপাত কর্ম আত্মার্থক এবং তা পালন করার ফলে মানুষ কর্মবন্ধন প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তার জন্মান্তর তার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, এবং বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা কিভাবে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাও আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন যে, নিষ্কাম কর্ম জীবকে ক্রমে ক্রমে উন্নত করে থাকে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তার কর্তব্যের স্থানটি কোথায় পরিবর্তিত হয়। তারপর, এই চতুর্থ অধ্যায়ে শেষে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিলেন, পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে যোদ্ধৃত্বের স্তরে যুদ্ধ করতে। সুতরাং, আপাতে একটি পথে অধিকারভূমিতে কর্মে নিযোজিত হয়ে এবং জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম পরিত্যাগ করতে পারেন কিংবা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিজ্ঞান-অনুষ্ঠানের স্তর থেকে বিজ্ঞান প্রয়োগে নিযোজিত করতে চেয়েছেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, জ্ঞানের মাধ্যমে কর্ম ত্যাগের কর্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে সকাম কর্ম, তা থেকে নিজে থাকা। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে অধিকারের পালন করার জন্য যদি কর্ম করা হয়, তা হলে কর্ম ত্যাগ করা হয় কি করে? তিনি মনে করেছিলেন, জ্ঞানের মাধ্যমে কর্মযোগে অবস্থিত থাকলে তার উদ্দেশ্য কর্ম থেকে নিজে হওয়া, কারণ কর্ম ও জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত রূপে রয়েছে। ভগবান অনুভব করেছিলেন অর্জুনের প্রশ্নটি যে, পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে যে কর্ম করা হয়, তা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত এবং তাই তা শ্রেষ্ঠকর্ম। সুতরাং, তিনি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন, পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে কি অধিকারবশে কর্ম পরিত্যাগ করতেন, না, পূর্ণ জ্ঞানে কর্ম করতেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্‌ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সন্ন্যাসঃ**—কর্মত্যাগ; **কর্মযোগঃ**—কর্মযোগ; **চ**—ও; **নিঃশ্রেয়সকরৌ**—মুক্তিদায়ক; **উভৌ**—উভয়; **তয়োঃ**—সেই দুটির মধ্যে; **তু**—কিন্তু; **কর্মসন্ন্যাসাৎ**—কর্মত্যাগের চেয়ে; **কর্মযোগঃ**—কর্মযোগ; **বিশিষ্যতে**—শ্রেষ্ঠ।

বঙ্গানুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কর্মত্যাগ কর্মযোগ উভয়ই মুক্তিদায়ক। কিন্তু, এই দুটির মধ্যে কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাস থেকে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে সকাম কর্ম করা হয়, তা অনুভবে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে থাকে। জীব যখন তার শারীরিক সুখভোগের তৃপ্তি করার বাসনায় কোনো কর্ম করে থাকে, তখন সে ইন্দ্রিয়সুখের তার ধরেই অগ্রসরণ একটির পর একটি বিভিন্ন দেহের মধ্যে ভ্রমণ করে এই জড় জগতের মুক্ত ভোগের এবং তার ফলে জড় বন্ধনে অবস্থানের ধারেই চলতে থাকে। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৪-৬) সঠিকভাবে বলা হয়েছে—

> দুঃখ হৈতবো দুঃখাত্মকে বিচিন্ত্য
> ধর্মাদিষ্বপীহ যদ্বিহিতং তদার্ত্তম্ ।
> ৪ অদ্ধা যথা বিষ-ফলাহ্যুপভোক্তুমিচ্ছোঃ
> স্যাদপ্যসূন্ন তু যতো বিরমেত ভূয়ঃ ॥

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ।
ত্বং হি জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভবতি ভারত ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥

"ইন্দ্রিয়সমূহ কোন কোনো জন্য বস্তুর বিষয় এবং সে স্থানে না যে, তার প্রকৃতপক্ষে যেটি হচ্ছে তার পূর্ণরূপে সম্পন্ন করেন জন্য। এই সেবাটি অধ্যাত্মী, অথবা এর জন্যই বস্তুসমূহে দুঃখদায়ী, কাজে-কাজে কোনো করতে হয়। যদি, জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ কোনো অবস্থায় আমাদের কর্ম করা কাজ নয়। নিজের সমূহ কারণ সম্পর্কে যে বস্তুর কোনোও অনুসন্ধান করে না, তার জীবন ব্যর্থ অথবা অধ্যাত্ম হয়ে থাকে। যতক্ষণ বস্তুর তার প্রকৃত কারণ বুঝতে না পারে, ততক্ষণ তাকে ইন্দ্রিয়সমূহ কোনোও জন্য কর্মসমূহের আশ্রয়ে কর্ম করতে হয় এবং যতক্ষণ নিজেসমূহ কোনো কারণের কারণের তার কোনো আশ্রয় থাকে, ততক্ষণ তাকে এক দেহ থেকে তার এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। আত্মসম্পন্ন আত্মজ্ঞান আত্মার জন্য সম্পন্ন করে নিজেই হতে পারে, কিন্তু অনুসন্ধান করলে তাকে আমরা এই কারণকে দমন করে বস্তুসমূহের সমাধান দানি করা। কোনো ব্যক্তিটি যে এই জন্য কারণের দমন থেকে মুক্ত হলেন মুক্তিলাভ পেতে পারে।"

অর্থাৎ, যে কাম অনুসারে শিক্ষা দেয় যে, সে তার জন্য দেয় নয়, তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে তার আত্মা, সেই জ্ঞানের জন্য দমন থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো উপায় নেই। আত্মার দমন ইন্দ্রিয়াদি করতে কোনো আত্মার শাসনের কর্ম পালন করতে হয়, নতুবা জন্য দমন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করতে হলে যে কর্ম করা হয়, সেটি কর্ম নামের কর্ম নয়। আমাদের কর্ম অনুসারে প্রকৃত আত্মার প্রতিটিতে পরিচালনা করে। কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত না হয়ে, কেবলমাত্র আত্মার কর্ম জ্ঞান করাটাই শুধু জীবনের প্রকৃত অনুভূতি হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের সম্পূর্ণরূপে অনুভূত না হচ্ছে, ততক্ষণ আত্মার কর্মের জন্য কর্ম করতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতে কর্ম অধিষ্ঠিত হলে তা আপনা থেকেই জ্ঞানলাভের কারণ হোলে অনুসারে মুক্ত করতে পারবে এবং তখন আত্মার আত্ম

এটি জন্য জগতে নিয়ে আসতে হয় না। যদি, কৃষ্ণভাবনামৃতে কর্ম করাটি অধিষ্ঠিতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে না কর্মফলে থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণভক্তিবিহীনে নৈষ্কর্ম্য অনুপূর্ব, সেই কথা শ্রীল জন গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব ২/১৪৬) বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"মুমুক্ষুরা অবস্থায় অধ্যাত্মীয় সম্পর্কের প্রকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করে এবং সেই অবস্থা সম্পূর্ণ হয় না। এই পার্থক্যের বৈরাগ্যকে 'অনুপযোগী' বলা হয়।" আমরা এখন বুঝতে পারি যে, সব কিছুই অধ্যাত্মের, আত্মারের কিছুই নয়, যদি 'আমার' বলে কোনো কিছুর উপর আত্মার অধিকার নিজের করা উচিত নয়, তখন আত্মার সম্পূর্ণরূপে আসে। অনুভবের কোনো উচিত, অধ্যাত্মীয় কোনো কিছুই জন্য নিয়োজন নয়। তা হলে আত্মার কর্ম আসে কোথা থেকে? যে আত্মা, সব কিছুই হচ্ছে আত্মারের সম্পত্তি, সে নিজে নিয়োজনকে। যেহেতু সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের, যদি কর্মই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজন করতে হয়। এই তত্ত্ব কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত কর্ম আত্মারাধী সাধারণীদের কৃষ্টির উপরেও এতে অনেক আছে।

শ্লোক ৪

কোহ্যং ন নিয়তাত্মানো যে ন যোগিনো ন কাঙ্ক্ষিণঃ ।
নির্বন্ধুঃ যি মহাবাহো দুরং বস্তুনি প্রত্যুয়ে ॥ ৪ ॥

কোহ্যং—কোথায়, যদি—যিনি, নিয়তাত্মানো—সংযমী, মহাত্মানো—মহাত্মা, যে—যিনি, ন—না, যোগিনো—যোগ করেন, ন—না, কাঙ্ক্ষিণঃ—আকাঙ্ক্ষা করেন, নির্বন্ধুঃ—কর্মফলের, যি—অবশ্যই, মহাবাহো—হে মহাবীর, দুরং—দূরে, বস্তুনি—বস্তুর সেবায়, প্রত্যুয়ে—দূরে যান।

বঙ্গানুবাদ

কারণেই নিয়তাত্মা যোগে কর্মযোগী ।
অনাসক্ত নিয়তেরে নহেন যে যোগী ॥
নির্বন্ধু যে মহাবাহো দূরে বস্তু নাহি ।
যোগেরে করিতে আসি করিয়া নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

যে অধ্যাত্মবাদী। তিনি কীর্তনের প্রতি কোন যত্ন বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, কীর্তনই নিত্য স্থায়ী বলে জানেন। এই প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তির এক পাত্র কৃষ্ণ কর্তনের কোন ত্রুটি লাভ করেন।

তাৎপর্য

যিনি পূর্ণজ্ঞানে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই হচ্ছেন সত্যকার জ্ঞানী, কারণ তিনি কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবান বা অনুরাগ যে কোন দিক থেকেই সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত। এরকমই যিনি কর্ম কিছু করেন তাতে আসক্ত প্রতি অবস্থায় কর্তব্যের কোন করেন, তিনিই হচ্ছেন সত্যকার জ্ঞানী। কারণ, কর্তব্যের সাথে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা তিনি জানেন। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, জীবকে হচ্ছেন পরমাত্মারই পূর্ণ অংশ তিনি হচ্ছেন তাঁর অভিব্যক্তির অংশ মাত্র। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান, যা কর্তব্যনিষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ-রূপ নিয়োজিত পরম সত্য। নির্বিশেষবাদীরা যে জ্ঞানের কথা এক হয়ে জানেন ব্রহ্মের সাথে পরম কোন কারণ যা সম্পূর্ণ আছে, কারণ তাদের পূর্ণতা লাভ হয়ে পারে না। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ, তাই পরিপূর্ণ-রূপ নিয়োজিত নিবিড়। এই অভিন্ন-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তই হচ্ছে সত্যকার পারমার্থিক অনুভূতি। তখন অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা বা শোক করবার কিছুই থাকে না। তাই তাঁর মধ্যে আর কোনও অনুভূতি থাকে না, কারণ তিনি যা করেন তা সবই শ্রীকৃষ্ণের জন্য করেন। এরকমই ভক্তিযোগের এর কোন ত্রুটি হবার কারণ তিনি কার সঙ্গলাভ করে। এমন কি এই কার কারণে অবস্থানকালেও তিনি সঙ্গলাভ থাকেন।

শ্লোক ৪

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

সাঙ্খ্য—কার্য কারণের বিশ্লেষণমূলক বস্তু, যোগৌ—যোগকে, পৃথক্—পৃথক, বালাঃ—অজ্ঞরা, প্রবদন্তি—বলে, ন—না, পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতেরা, একম্—একটিকে, অপি—ও, আস্থিতঃ—অবস্থিত হয়ে, সম্যক্—পূর্ণরূপে, উভয়োঃ—উভয়ের, বিন্দতে—লাভ হয়, ফলম্—ফল।

বাংলা পদ্য

সাঙ্খ্যযোগ কর্মযোগ যেবা পৃথক বলে।
পণ্ডিত যে নহে, কভু বালকের ছলে ॥
উভয় কার্যের মধ্যে যে কোন যে এক।
উভয়ের ফল প্রাপ্তি হইবে সম্যক্ ॥

অনুবাদ

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল সাঙ্খ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক পৃথক পদ্ধতি বলে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তা বলেন না। উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটিকে সুষ্ঠুরূপে অনুসরণ করলে উভয়ের ফলটি লাভ হয়।

তাৎপর্য

সাঙ্খ্য-দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আত্মার স্থিতির নির্ণয়ই করা। জড় জগতের আত্মা হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু বা পরমাত্মা। ব্যক্তিচেতনে যখন কৃষ্ণভাবনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়, তখন পরমাত্মারও সেবা সাধিত হয়। এমনটি প্রতিফলিত হচ্ছে পরমের মূল পুরুষ যার কাছ থেকে, আর অংশটি হচ্ছে সেটি মূলের প্রকাশিত অংশ। সাঙ্খ্য-দর্শনের যথার্থ শিক্ষাটি জড় জগতের মূল শ্রীবিষ্ণুকে জানবে সেবার পূর্ণ অনুভূতি হচ্ছে তাঁর সেবার সমূল ফল। তাই, এই দুটি পদ্ধতিকে কোনও ভেদ নেই, কারণ এদের উদ্দেশ্যই উদ্দেশ্য হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। তাই, পরম লক্ষ্যকে যারা জানেন না, তারাই কেবল বলে যে, সাঙ্খ্যযোগ ও কর্মযোগের উদ্দেশ্য এক নয়। কিন্তু যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি জানেন, এই সকল বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে এক।

শ্লোক ৫

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

যৎ—যা, সাঙ্খ্যৈঃ—সাঙ্খ্য দর্শনের দ্বারা, প্রাপ্যতে—লাভ হয়, স্থানম্—স্থান, তৎ—তা, যোগৈঃ—নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা, অপি—ও, গম্যতে—লাভ হওয়া যায়, একম্—এক, সাঙ্খ্যম্—সাঙ্খ্য, চ—এবং, যোগম্—কর্মযোগকে, চ—এবং, যঃ—যিনি, পশ্যতি—দর্শন করেন, সঃ—তিনি, পশ্যতি—যথার্থ দর্শন করেন।

গীতার গান

সাংখ্যযোগ সাধ্য করি যে পদ যে পায়।
যোগসিদ্ধি হলে সাধ্য তাহা উপায়॥
অতএব সাংখ্য কিংবা যোগ এক নয়।
বুদ্ধিমান যেই হয় যে বুঝে এক ফল॥

অনুবাদ

যিনি জানেন, সাংখ্য-যোগের দ্বারা যে গতি লাভ হয়, কর্মযোগের দ্বারাও সেই গতি লাভ হওয়া যায় এবং যিনি সাংখ্যযোগ ও কর্ম-যোগকে এক বলে জানেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান।

তাৎপর্য

বাস্তবিক সাংখ্যদর্শন যথার্থ উপলব্ধি হলে, জীবাত্মার পক্ষে তাকে লাভ করা যায়। জীবাত্মার পক্ষে লাভ হলে তাকে উপলব্ধি, তাই এই দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে সেই নিত্যকে উপলব্ধি করা যায়, তা ভিন্ন নয়। সাংখ্য-দর্শনের মাধ্যমে আত্মা এই নিত্যকে উপলব্ধি করে যে, জীব এই জড় জগতের নয় নয়, সে হচ্ছে পূর্ণ পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই, এই জড় জগতে নিজের আত্মাকে সেবাধীন মনে করে। তার অধিকের ও পরবর্তী শ্লোকগুলি উপলব্ধি হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ লাভ করা। যখন সে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করে, তখন সে যথার্থই তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। তাহলেও পদ্ধতি সাংখ্য-যোগের মাধ্যমে অনুসরণ করে নিত্যের প্রতি নিবেদিত হয়ে হয় এবং কর্মযোগ পদ্ধতি অনুসারে অনুসরণ কৃষ্ণভাবনাময়ের মধ্যে আত্মার হয়ে হয়। সুতরাং, এই দুটি পন্থা এক ও অভিন্ন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় একটিকে নিরাকার ও অন্যটিকে আকারে বলে মনে হয়। কিন্তু তবু সত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ একই হয়। এই কথা যিনি বুঝতে পেরেছেন, তিনি বস্তুত তত্ত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

শ্লোক ৬

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬॥

সন্ন্যাসঃ—পরিত্যাগ, তু—কিন্তু, মহাবাহো—হে মহাবীর, দুঃখম্—দুঃখ, আপ্তুম্—লাভ হয়, অযোগতঃ—নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত, যোগযুক্তঃ—নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানকারী, মুনিঃ—জ্ঞানী, ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে, ন চিরেণ—অচিরেই, অধিগচ্ছতি—লাভ করেন।

গীতার গান

সন্ন্যাস করিয়া যদি নাহি কর্মযোগী।
মহাবাহো সি বলিব বৃথা সেই জ্ঞানী॥
যোগযুক্ত মুনি সেবা ব্রহ্মপদ পায়।
অচিরাৎ সেই কার্য সিদ্ধি যোগে হয়॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগের সন্ন্যাস দুঃখদায়ক। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসী দুই প্রকারের—আরুরুক্ষু ও যুঞ্জান। আরুরুক্ষু সন্ন্যাসীরা সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন করেন আর যুঞ্জান সন্ন্যাসীরা যোগের দুটোর যথার্থ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণভাবনা-দর্শন অধ্যয়ন করেন। আরুরুক্ষু সন্ন্যাসীরাও যোগের দুটো অধ্যয়ন করেন, কিন্তু যদিও তা অধ্যয়ন করেন শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারই পরিচিতিকে। শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় অনুষ্ঠানকারী যোগযুক্ত সন্ন্যাসীরা তিনি অনুসারে অধিষ্ঠিতভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাই যুঞ্জান সন্ন্যাসীরা নিজের জ্ঞানানুশীলনে পরমাত্মা করেন। যুঞ্জান সন্ন্যাসীদের জড়-জাগতিক কর্মযোগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু তবুও ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁরা সর্বদা ভগবান জ্ঞানানুশীলন অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সাংখ্য ও যোগের দর্শন অধ্যয়নকারী এবং আরুরুক্ষু সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীরা ভগবদ্ভক্তি অধ্যয়ন করতে পারেন না। যেহেতু জীবের অধ্যয়ন অধ্যয়ন অপরাধ, তাই প্রথম নিজের অবস্থাটুকু জানতে নিজের ও প্রাপ্য বস্তু তাঁরা জানতে জানতে শ্রীকৃষ্ণভাবনার শরণাগত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভাবনার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করতে না পারার ফলে তারা ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে। মুক্তির উপায়ে আরুরুক্ষুদের পক্ষে জ্ঞানানুশীলন এবং অষ্টাঙ্গ-অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুসরণ করাই নিয়মিত। জ্ঞানানুশীলন-পরায়ণ যুঞ্জান সন্ন্যাসীরা জীবনে কিন্তু কর্মের সম্পর্ক করে পরমাত্মার অধ্যয়ন লাভ করেন এবং এই জ্ঞানানুশীলন লাভ পরমাত্মা হলেন অধিকের জীবন যে ঈশ্বর জ্ঞান-পথে নিয়ে যাবেন, সেই পরমাত্মা তাঁরা নির্দিষ্ট। আরুরুক্ষু সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও

আত্ম-নিমজ্জিত কর্ম থেকে এই হয়ে পড়েছেন, পরোপকার আদি প্রাকৃত কার্যকলাপে পুনরায় প্রবৃত্ত হন। এমনি সাধু জড়-জাগতিক কর্মফল। এমনটি আমার দেখার পরে, যাঁর আদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা থেকে হতোদ্যম, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অনুপযুক্ত পরোপকারের থেকে অনেক নিম্ন স্তরে অবস্থান করেন। এই সমস্ত প্রকারের জাগতিক কর্ম আমার পক্ষে কৃষ্ণভাবনাময় নয় বলেন।

শ্লোক ৭

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যোগযুক্তঃ—নিয়ত কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা—শুদ্ধ চিত্ত, বিজিতাত্মা—আত্মসংযত, জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতি, কুর্বন্নপি—কর্ম করেও, ন—না, লিপ্যতে—লিপ্ত হন।

শিষ্যের ধ্যান

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা চিত্ত যার শুদ্ধ ।
জিতেন্দ্রিয় হয় যেই অহংকার প্রবীণ ॥
সর্বভূত আত্মা যেবা কর্মযোগে লগ্নে ।
বিষয়ের মধ্যে থাকে লিপ্ত না থাকে ॥

অনুবাদ

যোগযুক্ত আত্মা বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত জীবের অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে সমস্ত কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তিনি মুক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি প্রতিটি জীবাত্মার সুহৃৎ মিত্র এবং প্রতিটি জীবের তিনি মিত্র। কৃষ্ণভাবনাময়ের পক্ষে সমস্ত কর্মই এই স্তরে। এই সময়ে যাঁরা কেবল নিছকই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। এমনটি পাওয়ার জন্যেও তাঁরা থেকে ভিন্ন নয়, কেননা তিনিও তেমনই, যাঁরাই জীবিত ভগবানের সেবায় নিরত। তিনি জানেন, পাওয়ার জন্যে কিছু নিজে কেবল সমস্ত পাওয়াটাকে জন্য কেবলমাত্র হয় অথবা নিজেকে পাওয়া নিজে কেবল

সমস্ত কেবলমাত্র পাওয়া দেখেছেন হয়, কেননা ভগবানের সেবা করার জন্যে সমস্ত জীব-জগতের সেবা করা হয়। এমনটি শ্রীকৃষ্ণের পালন করার জন্যেই তিনি সমস্তকেই পালন করে চলেছেন। আর তিনি সমস্তকেই তিনি এবং সমস্তকেই তাঁর আদি তিনি। যেহেতু তাঁর কার্যকলাপে সমস্তকেই সন্তুষ্ট, আর তাঁর সেবায় পরিত্র ও নির্মল। যেহেতু তাঁর সেবায় পবিত্র ও নির্মল, আর তাঁর জন্য সম্পূর্ণভাবে সাধক। আর তাঁর দিক সমস্ত হওয়ার জন্যে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহও সমস্ত। তাঁর জন্য সর্বদাই সমস্তকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, আর তিনি কখনই সমস্তকে নিযুক্ত হন না। সুতরাং, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণভাবের বাহ্যিক কর্ম কার্যকলাপে নিযুক্ত হলেও কোন সমস্যা থাকে না। তিনি কৃষ্ণভাবে জন্যে কাজ নিজেই করেন না, তিনি কৃষ্ণভাবের জন্যে কাজ নিজেই জন্য করেন না এবং তিনি জগতের সমস্ত জন্যে কাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্য না; আর, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কর্মফলের পাওয়ার। এমনটি তাঁর ইন্দ্রিয় পালন করেছে, তিনি কখনও আসক্তিযুক্ত করেন না। এমনকি কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "তা হলে আমাদের কোন কৃষ্ণভাবের মুক্ত অবস্থার আমরা কিভাবে? তিনি কি কখনও কোনকিছুর জিজ্ঞাসা করে?" সেই জন্যে উত্তর প্রশ্নকারীদের জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন। জগতবাসীদের কাছেই কখনই মনে মনে হতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি সমস্তের সাথিদের কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন থাকবে, কোন না থাকলে কখনই তাদের পাওয়া যায় না। আর, আমাদের পরিচালিত কৃষ্ণভাবের পুরোপুরি প্রকৃত আছে। জগতের শ্রীকৃষ্ণের নিজের অনুভবের কোনো কোনো পরিবর্তন হয়েছিল। আর, কৃষ্ণভাবের পুরোপুরি অনুভূতি যাঁরা সাধারণ পুরু করেছিলেন না। সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় হয়ে তিনি জগতের শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেছিলেন। এই আদেশ জগতকে কোন অসম্ভবই কর্মফলে আসক্ত হন না।

শ্লোক ৮-৯

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

ন—না, এব—অবশ্যই, কিঞ্চিৎ—কোন কিছু, করোমি—করি, ইতি—এভাবে, যুক্তঃ—নিয়ত কৃষ্ণভাবে যুক্ত, মন্যেত—মনে করেন, তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ, পশ্যন্—দর্শন,

শৃণ্বন্—শ্রবণ, স্পৃশন্—স্পর্শ, জিঘ্রন্—ঘ্রাণ, অশ্নন্—ভোজন, গচ্ছন্—গমন, স্বপন্—শয়ন, শ্বসন্—শ্বাস গ্রহণ, প্রলপন্—প্রলাপ, বিসৃজন্—ত্যাগ, গৃহ্ণন্—গ্রহণ, উন্মিষন্—উন্মীলন, নিমিষন্—নিমীলন, অপি—যদিও, ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে, বর্তন্তে—প্রবৃত্ত হয়, ইতি—এভাবে, ধারয়ন্—ধারণা করে।

বীরের গান

যে যোগী চিন্তায় সদা হয়ে তত্ত্বদর্শী ।
অবিরাম করি কিন্তু করি না কিঞ্চিৎ ॥
দেখি শুনি স্পর্শ করি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ।
স্বপনে গমনে কিংবা ভোজনে বিলাসে ॥
প্রলাপ করি কিংবা ত্যাগে বা সে গ্রহণে ।
উন্মীলন নিমীলন কিংবা নিদ্রা যায় জাগে ॥
জড়কার্যে জড়ত্বের সহজ সে জ্ঞানে ।
নিজ কার্য অচ্ছেদ্য সর্বদা সে ধ্যানে ॥

অনুবাদ

চিন্তায় প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও নিশ্বাস আদি ক্রিয়া করেও অবিরত জানেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করছেন না। কারণ প্রলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মীলন ও নিমীলন করার সময় তিনি এই ধারণা করেন যে, তার ইন্দ্রিয়গুলি কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত রয়েছে, তিনি নিজে কিছুই করছেন না।

তাৎপর্য

তিনি কৃষ্ণভাবনাময়ের দিব্য স্থিতির সম্পূর্ণরূপে পরিচয়, তিনি জিনি করেন, বলেন, অনুভব করেন, শোনেন ও দেখেন—এই পাঁচটি জ্ঞানের ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযোগ করে যেকোনো কাজ করতে পারেন না। তার কারণ হচ্ছে, তিনি সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হয়ে জেনেছেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করছেন। আত্মোপলব্ধিতে স্থিত হয়ে, তিনি জানেন যে ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জীব কর্ম করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি জীব নন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান, যা হচ্ছে পরমাত্মারূপে অবস্থান। কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণসেবায় ইন্দ্রিয়ের বস্তুটি বিষয় করার সেবায় প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনায় আত্মোপলব্ধিতে ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তনের নিয়োজিত থাকে বলে মনে হলেও

প্রকৃতপক্ষে তিনি অবিচলিত থাকে। কর্মী ও জ্ঞানীরা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং অবিচলিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জড় আহরণ করা, সেটি হচ্ছে পাপ, প্রলাপের ও জ্ঞানযোগীদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং অবিচলিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্ম করা। কৃষ্ণভাবনাময় যেহেতু আত্মোপলব্ধি ইন্দ্রিয়ের এই পার্থক্য কখনো ভাব পরিবর্তন হয় না। জ্ঞানযোগের সেবা ছাড়া তিনি অন্য কোনো সেবায় আগ্রহী নন। কারণ তিনি জানেন, তিনি হচ্ছেন জ্ঞানযোগের নিত্যদাস।

শ্লোক ১০

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মণি—পরমেশ্বর ভগবানে, আধায়—সমর্পণ করে, কর্মাণি—সমস্ত কর্ম, সঙ্গম্—আসক্তি, ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে, করোতি—অনুষ্ঠান করেন, যঃ—যিনি, লিপ্যতে—প্রভাবিত হন, ন—না, সঃ—তিনি, পাপেন—পাপের দ্বারা, পদ্মপত্রম্—পদ্মপাতা, ইব—যেমন, অম্ভসা—জল দ্বারা।

বীরের গান

ব্রহ্মণি নির্বিষ্ট কার্য নিশ্চয় যে করে ।
বিষয় প্রভাবে সেই ভাবেতে না ভরে ॥
আহরণ পাপ পুণ্য নাহি তাহে লেপে ।
সেই পদ্মপত্র জলে জন্মি না লেপেন ॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, তেমন পাপ জীবকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না, ঠিক যেমন জল পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মণি শব্দটির অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায়। কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছে তত্ত্বগত বিভিন্ন স্তরের অভিব্যক্তি—তাদের মধ্যে হচ্ছে 'ব্রহ্মণ'। বৈদিক মন্ত্র—ব্রহ্মী ত্রয়ম্ ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপনিষদ ৩.১), জ্ঞানযোগের ব্রহ্ম যথেষ্টপ্রকার ব্রহ্ম আছেন। কৃষ্ণের উপনিষদ

১/১/৯) এবং ভগবদ্গীতার শ্লোক ৩৩ (অধিষ্ঠানং তথা কর্তা) (গীতা ১৪/১৯) বর্ণিত আছে যে, এই জগতের সব কিছুই প্রকৃতির প্রকাশ। এই প্রকাশ বিভিন্ন বিভাগের হয়, কিন্তু তা মূল কারণ থেকে অভিন্ন। বিশেষবিভাগে ভাগ হয়েছে, সব কিছুই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর। তিনি এই জগতের পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেই উপলব্ধির ফলে সব কিছুই কৃষ্ণভাবনার সেবায় নিয়োজিত করেছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই পাপ-পুণ্য কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পাপ অথবা পুণ্য কোন কর্মফলই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি জানেন, কোন বিশেষ কর্ম সাধন করার জন্যই কৃষ্ণভক্ত তাঁকে তাঁর কাজ পরীক্ষাটি দান করেছেন, অতি উপযোগের সেবাতেই তিনি সেটি নিয়োজিত করেন। কৃষ্ণভক্ত যা সব প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন ক্রমে পাপকর্মের পঙ্কলেপনের দ্বারা কখনও স্পর্শ করতে পারে না। গীতোপনিষদ (৯/৩০) ঘোষণা করেছেন, অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি বলেন—"আমার কর্ম আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কাজে সমর্পণ করা।" নিশ্চয়ই হচ্ছে, যে জীব কৃষ্ণভাবনামৃতে, তার দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা কখনও এমন কাজ করে যে কর্ম করে, কিন্তু তিনি কৃষ্ণভাবনাময় তিনি জানেন, তাঁর সেবাটি শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি, তাই তিনি যা কর্মফলের কখনোই সেবায় নিয়োজিত করেন।

শ্লোক ১১

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

কায়েন—দেহের দ্বারা, মনসা—মনের দ্বারা, বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা, কেবলৈঃ—বিশুদ্ধ, ইন্দ্রিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয় দ্বারা, অপি—এবং কি, যোগিনঃ—কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কাম কর্মযোগীগণ, কর্ম—কর্ম, কুর্বন্তি—করেন, সঙ্গম্—আসক্তি, ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে, আত্ম—আত্মা, শুদ্ধয়ে—শুদ্ধ করার জন্য।

বঙ্গানুবাদ

কায় মন বাক্যে যে যে যোগের সাধন ।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি একত্রে বন্ধন ॥
যোগার্থে যে কার্য তত্ত্ব ঈশ্বরার্থ যে যুক্ত ।
সকল সময়ে জ্ঞানযোগী নিত্যযুক্ত ॥

অনুবাদ

আত্মশুদ্ধির জন্য যোগীরা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ, মন, বুদ্ধি, এমন কি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও কর্ম করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কায়, মন, বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কৃষ্ণভাবনাময় কর্মের কোন জড় প্রতিক্রিয়া হয় না। অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করার ফলে অধঃপতনের সম্ভাবনা নাশিত হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব ২/১৮৭) জীব গোস্বামী তাই বর্ণনা করে গেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"তিনি শরীর, মন, বুদ্ধি ও বাণী দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতের অবস্থায় অবস্থান করলেও, এমন কি জাগরণের জড়-জাগতিক কর্মে অনুরক্ত থাকলেও তিনি মুক্ত পুরুষ।" জীব গোস্বামী এখানে লিখেছেন যেহেতু এরা তিনি কখনই মনে করেন না জীব সেবাটি হচ্ছে জীব স্বয়ং, অথবা তিনি জীব সেবাটির অধিকারী। তিনি বলেন যে, জীব স্বয়ং জীব সেবাটি নয় এবং জীব সেবাটি জীব সম্পত্তি নয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের এবং জীব সেবাটি শ্রীকৃষ্ণের। যখন তিনি জীব দেহ, মন, বুদ্ধি, বাণী, জীবন, ধন অর্থাৎ সবকিছু শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন, তখনই তিনি সর্বোচ্চস্তরে কৃষ্ণভক্ত হন। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের প্রভাবে মনুষ্য জ্ঞান করে, তার সেবাটি হচ্ছে তার স্বয়ং, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকার ফলে তিনি সেই অহঙ্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ নিদর্শন অবস্থা।

শ্লোক ১২

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

মুক্তঃ—[illegible], কর্মিণাম্—কর্মের ফল, ত্যজন্—পরিত্যাগ করে, শান্তিম্—শান্তি, আপ্নোতি—লাভ করেন, ত্রৈবর্গিকীম্—ত্রিবিধ ফলপ্রদ, অনুমুক্তঃ—[illegible], কামকাঙ্ক্ষয়া—কামনাপূর্তির জন্য [illegible], ফলম্—কর্মফলে, সঞ্চয়ঃ—আসক্তি, নিষ্ফলে—আসক্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ

যেটি কর্মফল আসক্ত করে ত্রৈবর্গিকী শান্তি লাভ করেন, কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের ফলে ও প্রেমের-পুরুষার্থের ত্রৈবর্গিক অনুভবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃতের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি এবং প্রেমের-পুরুষার্থের দ্বিতীয় স্তরে কর্মফলের প্রতি আসক্তি। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং তাঁর প্রীতি নিমিত্তেই কেবল সমস্ত কর্ম করেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে মুক্ত পুরুষ, কারণ, তিনি কখনই কর্মফলের আসক্তি নিয়ে কর্ম করেন না। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত কেবল ত্রৈবর্গিক মুক্তি দেয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানের না হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মফলের প্রতি নিষ্কামতার বিকাশ হয়। কখনও শ্রীকৃষ্ণকে, হয়তো পরমেশ্বর পরব্রহ্মকে। কৃষ্ণভাবনামৃত অতি উচ্চস্তরের। নির্বিশেষবাদের যা কিছু আছে, তা সবই কখনও শ্রীকৃষ্ণের পরিবারে। কখনও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ব্রহ্মজ্যোতি। অতি, কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জিত হয়ে যে ফলাফলগুলি অর্জিত হয়, তা পারমার্থিক কর্ম, যা অত্যন্তই এবং কারণ কখনোই অনুভবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অতি কৃষ্ণভক্তি পাওয়া। কিন্তু যারা অধিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য লাভ-পূজার হিসাব করেন, তারা কখনই শান্তি পেতে পারেন না। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের তফাৎ—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-ব্যতীত যেন কিছুটি অর্জিত নেই এবং এই সবই ত্রৈবর্গিকীর পরম শান্তি ও আনন্দ দান করে।

শ্লোক ১০

সর্বকর্মাণি ভগবতি সংন্যস্যাত্মাত্মদে হরিঃ।
নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ১০ ॥

সর্ব—সমস্ত, কর্মাণি—কর্ম, ভগবতি—ভগবান, সংন্যস্য—সমর্পণ করে, আত্মনি—আত্মা, হরৌ—শ্রীকৃষ্ণ, সিদ্ধিং—পরাকাষ্ঠা, নৈষ্কর্ম্যং—কর্মের অতীত স্থিতি, লভতে—লাভ করে, যথা—যেভাবে, বিন্দতি—লাভ করে, তৎ—তা, শৃণু—শ্রবণ কর।

বঙ্গানুবাদ

যারা সমস্ত কর্ম করেন তাদের আত্মা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে জীব সমস্তের নিয়ন্তা প্রেমময় পুরুষ, পরম পুরুষ কৃষ্ণের কাছে আসেন, তিনি নিজে কিছুটি করেন না এবং কাউকে নিজের কিছু করেন না।

তাৎপর্য

প্রেমময়ী জীবনের পরমা অভিলাষিতা একটি পরমার্থ লাভ করে। প্রেমময়ী পরমাত্মার কর্ম অনুভবের বিশেষ অংশের প্রভাবের অধীনে প্রেমময়ী শক্তির হয়। জীবাত্মা যদিও প্রেমময় এবং প্রেমের পরমাণু অংশ হয়ে পারেন, কিন্তু অনুভব যদি সে ইচ্ছা করে, তবে এর প্রেমের পুরুষ হয়ে পারেন। অবশ্য নিজে স্বতন্ত্রভাবে কখনো স্বতন্ত্র পুরুষের মতন সে তার অধীন প্রেমময়ীকে হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে তার পরমার্থ স্বরূপকে পুরুষোত্তমীকে সমর্পণ করতে সে তার প্রেমময়ীকে প্রেমের পুরুষ হয়ে পারেন। জীব যখন কৃষ্ণভাবে পরিণত হয়, তখন জীব প্রেমময়ীর সমস্ত কর্ম প্রেমের সে পুরুষ হয়। এই ভাবনার নিয়ন্ত্রিত জীবন যখন তার তাদাত্ম্যতির পরিণতিতে হয়, কখন সে সমস্তকে এই সমস্তের-নিয়ন্ত্রিত একটিতে তার করে। এই একটি ভাবনিষ্ঠের একটির সর্বত্র তার কর্ম হচ্ছে—

অন্যত্রাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
কুর্যাৎ তস্যাপি নৈবেহ কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

"যাহাদের অন্তরাত্মা তিনি জীবনযাত্রা নেতৃত্ব করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সিদ্ধপুরুষের অধিকারী। সেইরূপ পরমাত্মা হচ্ছে—তৃপ্তি লাভ, তৃপ্তি লাভ, তৃপ্তি লাভ, সুখ, চিরন্তন ও শান্ত। কিন্তু অবস্থায় জীব যার সেইরূপে তার স্বভাব যার পরিবর্তন নেই, কিন্তু যখন সে তার পরমাত্মা অধিকারীর পরমাত্মার সঙ্গে তার পরিবর্তন পুনরায় পায়, তখন সেই অবস্থায় সে পরমাত্মার সঙ্গেই যুক্ত হয়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/১৮)

সেই জন্য, কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করে সেইরূপ যারা ও অধ্যাত্মজীবন এই দুই প্রকার কর্ম সেইজন্যই যুক্ত।

শ্লোক ১৮

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৮ ॥

ন—না, কর্তৃত্বম্—কর্তৃত্ব, ন—না, কর্মাণি—কর্মসমূহ, লোকস্য—জীবের, সৃজতি—সৃষ্টি করে, প্রভুঃ—সেইরূপ শরীরের প্রভু, ন—না, কর্মফল—কর্মের ফল, সংযোগম্—সংযোগ, স্বভাবঃ—স্বভাব প্রকৃতির গুণ, তু—কিন্তু, প্রবর্ততে—প্রভুত্ব হয়।

বঙ্গানুবাদ

সেইরূপ শরীরের প্রভু জীব কর্ম সৃষ্টি করে না, সে কাউকে দিয়ে কিছু করায় না এবং সে কর্মের ফলও সৃষ্টি করে না। এই সবই হচ্ছে কেবল প্রকৃতির গুণের প্রভাবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায় অনুসারে, জীব কখনোই মোটেই পরা প্রকৃতি-সম্ভূত। এই পরা প্রকৃতি কখনোই পরা প্রকৃতি কখনো থেকে ভিন্ন। যেমন না সেখানকার

এই উপযুক্তি পরা প্রকৃতির কাজে জীবাত্মা অধিকারের যারা অপরা প্রকৃতির অধীনে আছে। জীবাত্মা তার কর্ম অনুসারে অপরাধী এক-একটি দেহ লাভ করে সেই দেহে বাস করে। এরকমই দেহের পরিবর্তে আবার যখন সে পরমাত্মা লাভ হয়। সে তখন পরমাত্মার পরিবর্তে আবার যখন সেই কাজ সেইটিরই তার প্রকৃত স্বভাব হচ্ছে যারা কারণে পরে করে এবং সেই সেইরূপ কর্মের ফল ভোগ করতে থাকে। কাজ-কর্মানুসারে বিভিন্ন পরিবর্তনে আসে এই সেইরূপের পুনরায় ভোগ করতে হয়। কিন্তু সে যুক্তিতে সে সেইরূপবুদ্ধি পরিবর্তন করে এবং বুঝতে পেরেছে যে, সে তার দেহ নয়, সেই যুক্তিটি সে তার দেহের পরিবর্তে পরিবর্তন—তার কর্মফলের পরিবর্তে যুক্ত হয়। যখনই সেই সেইরূপ-শরীরটে সে বাস করে, যখনই সে মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে তার সেইটির অধীশ্বর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার সেইরূপ অধীশ্বরের নয় এবং তার কার্যকলাপের কর্তাও নয়। সে হচ্ছে অণুসদৃশ চিন্ময়স্বরূপ, জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী, অনুকূল জীব। তার-পরিবর্তে ঈশ্বরের যখনকারি তাহার অধীনের নিয়ে চলেছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করাতে সেই পরিবর্তে তার সেই। ঈশ্বর কৃষ্ণভাবনামৃতধারী অধীনে আসার ফলে কারণে সে এই কলুষমুক্ত পরম হয়ে পারে—পরম পুরুষের সেবক হতে পারে।

শ্লোক ১৯

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৯ ॥

ন—না, আদত্তে—গ্রহণ করেন, কস্যচিৎ—কারোর, পাপম্—পাপ, ন—না, চ—এবং, এব—অবশ্যই, সুকৃতম্—পুণ্য, বিভুঃ—পরমেশ্বর ভগবান, অজ্ঞানেন—অজ্ঞানের দ্বারা, আবৃতম্—আবৃত, জ্ঞানম্—জ্ঞান, তেন—তার দ্বারা, মুহ্যন্তি—মোহিত হয়, জন্তবঃ—জীবসমূহ।

বঙ্গানুবাদ

ঈশ্বরের কারো সঙ্গে সেই পাপ পুণ্য। পাপ পুণ্য যারা কিছু নিজে ইচ্ছা করে। অজ্ঞানজনিত সেই মোহ ইচ্ছা করে। পাপের অধিক যারা করে জ্ঞানহীনতা করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান জীবের পাপ অথবা পুণ্য কিছুই গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের আবৃত হওয়ার কারণে জীবসমূহ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

সচ্চিদানন্দ বিভু পরমেশ্বর কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি অনন্ত জ্ঞান, শ্রী, যশ, বীর্য, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। তিনি অসীমে অবস্থিত। পাপ ও পুণ্য জীবের কর্মেই স্পর্শ করতে পারে মাত্র। তিনি কোন জীবের জন্যই কোন বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন না। কিন্তু অজ্ঞানতার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব বিভিন্ন পরিস্থিতির কামনা করে এবং তার ফলে তার কর্ম ও কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ হয়। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতিভুক্ত, তাই তার স্বভাবে সে পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যা স্বভাব তার শক্তি বিভিন্ন হওয়ার ফলে সে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভগবান কর্ম পরিচালক, কিন্তু জীব তা নয়। ভগবান বিভু, কিন্তু জীব অণুস্বরূপ। জীবসমূহ জাগতিকভাবে ইচ্ছা করার অধিকারী আছে, কিন্তু কেবলমাত্র কর্ম পরিচালনে ভগবানের ইচ্ছাই তার সেই ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয়। জীব যখন তার কামনা-বাসনার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই কামনা-বাসনাগুলিকে পূর্ণ করবার জন্যই ভগবান তাদের অনুমোদন করেন। কিন্তু তাদের বিশেষ কামনার পরিতৃপ্তিতে তাদের কর্ম ও কর্মফলের জন্য ভগবান কোন জবাবদিহী করেন না। বিভিন্ন স্তরে জীব যাই তার জন্য মোহাচ্ছন্নই তার স্বভাব ভাবে মনে করে এবং জাগতিক সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে থাকে। পরমেশ্বরের ভগবান জাগতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যের কাছে যেমন কোন ছায়া পড়ে না, তেমনই ভগবানের সুখ কারও কারও পক্ষে অসুখ বলে ভগবান কারোর কারোর সঙ্গে কামনা-বাসনাগুলির কথা জানেন। কামনা-বাসনাগুলি হচ্ছে জীবের স্বভাবের সুপ্ত অংশ। জীব যেমনটি কামনা করে, ভগবান ঠিক তেমনটিই তার জন্যে ব্যবস্থা পূর্তি করেন। তাই, ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কোন শক্তিই জীবের নেই, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের। তিনি পরিবেশের নিয়ন্ত্রক, তাই তিনি শুধু কারও বিশেষ জীবের ইচ্ছার হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু যেটি যখন জীবসমূহের পালনের ইচ্ছা করেন, তখন ভগবান জীব প্রতি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন হন এবং জীবের প্রয়োজনের নিয়ন্ত্রণের করেন, যার ফলে তিনি জীবের দেহের শাশ্বত সুখ আস্বাদন করতে পারেন।

বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে, এক ই দেব বহু কর্ম করেছেন তা হচ্ছেন মোহাচ্ছন্ন জীবসমূহের। এক ই অনেকের কর্ম করেছেন বলেছে নির্দিষ্টে—"ভগবান

জীবকে অজ্ঞানের প্রভাব করেন যাতে তার উন্নতি সাধন হয়। তিনি জীবকে জ্ঞান দানের প্রভাব করেন যাতে সে পরমগতি লাভ করে।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫/৮)

অচ্ছো জন্মনিশ্চয়ত্যেকমেকং বৃক্ষং বৃক্ষং
উপাসতে তিষ্ঠতি একো বৃক্ষং ॥ ॥

"বৃক্ষ-বৃক্ষের উপর জীব অধিষ্ঠানের নির্ভরশীল। কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষের উপর, তেমনই ভগবানের উপর জীব স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে।"

তাই, যেমনটি জীব অজ্ঞানতার দ্বারা কৃষ্ণভাবনা হারায় বাসনা করে এবং সেটিই তার মোহাচ্ছন্ন হবার কারণ। তাই সে পরিবেশনের হয়েছে, যেহেতু তার সত্য সুখ ও দুঃখ, তাই সে তার স্বভাব বিস্মৃত হয়—সে ভুলে যায় যে, সে ভগবানের নিত্যদাস এবং একমাত্রই সে অধিকারে তার স্বভাব হয়ে পড়ে। স্বভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে সে মনে করে, তার ভগ-স্বভাবের জন্য ভগবানই দায়ী। এই কথার বিশ্লেষিত করে শ্রীমদ্ভাগবত (৭/১/৪৪) বলা হয়েছে, বৈষ্ণবশিরোমণি ও আচার্যপ্রবর ঠাকুর শ্রী বলেছিলেন—"ভগবান কাউকে সুখ করেন না অথবা ভগবানকে না, অধিক সেটি তাকে মনে হয়।"

শ্লোক ১৬

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানেন—জ্ঞানের দ্বারা, তু—কিন্তু, তৎ—সেটি, অজ্ঞানম্—অজ্ঞান, যেষাম্—যাদের, নাশিতম্—নাশ হয়, আত্মনঃ—জীবের, যেষাম্—যাদের, আদিত্যবৎ—সূর্যের মতো, জ্ঞানম্—জ্ঞান, প্রকাশয়তি—প্রকাশ করে, তৎ—সেটি, পরম্—পরমেশ্বর পরমেশ্বরকে।

বিশ্বনাথ বলেন

অতএব জ্ঞান উপদিশেন মাত্রা নাশ ।
আত্মার স্বরূপ তথা স্বরূপই প্রকাশ ॥
সূর্যের প্রকাশে যথা অন্ধকার যায় ।
জ্ঞানের প্রকাশে তথা অজ্ঞানের ক্ষয় ॥

অনুবাদ

জ্ঞানের সাধনায় যাঁদের অজ্ঞান বিলীন হয়েছে, যাঁদের সেই জ্ঞান আত্মতত্ত্ব পরমেশ্বরকে প্রকাশ করে, তিনি যেমন দিনমানে সূর্যের কিরণে সব কিছু প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গেছে তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত তাঁদের কখনই মোহাচ্ছন্ন হন না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—কবী অপ্যত্র মুহ্যন্তি, অপশ্যতি অবিদ্যাবী এবং ৪ টি অধ্যায়ে অনুবাদ। তারা অবিদ্যা অবস্থায় অধিষ্ঠিতপ্রাপ্ত। এই অধ্যায়ে অজ্ঞান কি। শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা হয়, যে কথা অর্জুন ভগবদ্গীতার উপলব্ধিতে প্রকাশ করা হয়েছে—অর্জুন কৃষ্ণভাবনায় জ্ঞানবান হয়েছেন। পর পর অধ্যায় পাঠ করলে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর হন, অথবা কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর কাছে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, যেমন দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে সব কিছু প্রকাশিত হয়। তাঁর নামাবলীতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃষ্টিধারাপূর্ণ যে সময় দিগন্তকে অন্ধকার বলে মনে করে, তখন সে আলোর অস্তিত্ব বাঁধে পরিচিত হয়। তাঁর যদি জ্ঞানলাভ হয়, তা হলে সে আলোর-ধারা মোহাচ্ছন্ন হয় দিগন্তে। যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, অজ্ঞান বা পরমেশ্বর জ্ঞানলাভের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী। প্রকৃত জ্ঞান কৃষ্ণভাবনামৃত মহাপুরুষের কাছে, যেমনটি লাভ করা যায়। অর্জুন, এই প্রকার যথার্থ সত্যকের অনুসরণ করে তাঁর কাছে কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা প্রকাশিত করেছে হয়। সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, কৃষ্ণভাবনামৃত তেমন সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানতা দূর করতে পারে। যেটি জ্ঞান পাওয়ার 'মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে আর সেই নয়, সে আর কারু থেকেও অধীন, বস্তুত সে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত সত্যকের পরমেশ্বর হয়ে গমন হয়, তা হলে সে সব কিছুই জানতে পারে। কেননাঁর ভগবানের অধিষ্ঠিতির অধিষ্ঠিত পারে হলেই ভগবান ও জীবাত্মার মধ্যে অবস্থানের দিক্ষা সম্পর্কটির কথা জানা যায়। ভগবানের অধিষ্ঠিতির কখনও ভুল করেন না যে, তিনি ভগবান, কিন্তু জীবের জ্ঞানলাভের অবস্থাই কখনও করা হয়, কারণ তিনি জ্ঞানবান হয়ে থাকেন। ভগবান ও জীবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা অবশ্য উচিত। ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাধ্যম থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেটি জানা গেছেন, যেখানে জীব কখনও এবং

ভগবানের কখনও। অর্জুনের অবস্থানেই পূর্ণরূপ অজ্ঞান ছিল, এখনও অবস্থা এবং অধিষ্ঠিতে বুঝিতে পারেন পারবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সব কিছুই এক হয়ে যায় হয়, কিন্তু নিজের চেতনার পূর্ণতার দ্বারা প্রতিটি বস্তু অবশেষে সম্পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে উপলব্ধি হলে যেমনটি সব কিছুর অজ্ঞান বিলীনটি হয়। পরমেশ্বরের জীবাত্মা অবস্থানের অজ্ঞান বিলীনটি হয়ে, সম্পূর্ণ জ্ঞান।

শ্লোক ১৭

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

তদ্বুদ্ধয়ঃ—যাঁর বুদ্ধি পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হয়েছে, তদাত্মানঃ—যাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্র হয়েছে, তন্নিষ্ঠাঃ—যেখানে ভগবানেই নিবিষ্টপ্রাপ্ত, তৎপরায়ণাঃ—যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, গচ্ছন্তি—লাভ করেন, অপুনরাবৃত্তিম্—মুক্তি, জ্ঞান—জ্ঞানের দ্বারা, নির্ধূত—বিধৌত, কল্মষাঃ—কলুষ।

বঙ্গানুবাদ

যাঁর বুদ্ধি পরমেশ্বরে স্থির হয়েছে, মন পরমেশ্বরে নিবদ্ধ একাগ্র হয়েছে, নিষ্ঠা পরমেশ্বরে দৃঢ় হয়েছে এবং যিনি পরমেশ্বরকে তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছে এবং তিনি জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরাতত্ত্ব। সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা ঘোষণা করছে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সেটি একটি কথা বলা হয়েছে। ভগবদ্গীতার পরমতত্ত্বের প্রশ্ন, পরাতত্ত্বের ও ভগবদ্ধামের বিচার। ভগবান হচ্ছেন পরাতত্ত্বের শেষ কথা। তাঁর চিদ্দেহ আর কিছু নেই। ভগবদ্গীতায় বলেছেন, ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ—"আমি অমৃত। আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউই নয়।" বিভিন্নাংশ জীব সম্পর্কেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, প্রকৃতেঃ পরমেশ্বর—পরমেশ্বর বিভিন্নাংশ জীবের

অবস্থা। পুনরায়, সর্বশেষে জীবন্মুক্তি হচ্ছে সাধনের ফল। যদি মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার জগতের জীবন্মুক্তাবস্থাই নিয়ে নেয়, অর্থাৎ, যিনি পূর্ণরূপে জীবন্মুক্তের পর্যায়ে, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে পরম পরমেশে উপনীত থাকেন। কৃষ্ণভক্ত পূর্ণরূপে জগতের জীবন্মুক্তের অতিরিক্ত বৈকুণ্ঠ-ধাম উপলব্ধি করতে পারেন। এই নিশ্চয়তা লাভ হলে তিনি অবিলম্বেই মুক্তির পথে এগিয়ে যাবেন।

শ্লোক ১৮

নিবাসিনাস্পদং ব্রাহ্মণো গতি ইষ্টিনি।
যদি তৈস্ত স্বপাদকে ৪ পতিতঃ সমর্পিতঃ ॥ ১৮ ॥

নিবা—নিবা, নিবা—নিবা, স্পদং—স্পদ, ব্রাহ্মণো—ব্রাহ্মণ, গতি—গতিতে, ইষ্টিনি—ইষ্টিতে, যদি—যদি, তু—এবং, এব—অবশ্যই, স্বপাদকে—চরণে, ৪—এবং, পতিতঃ—পতিত, সমর্পিতঃ—সমর্পণ।

বঙ্গানুবাদ

সমস্ত পবিত্রের নিবা নিবাস্পদ ব্রাহ্মণ, গতি, ইষ্টি, তু এবং স্বপাদকে যদি সমর্পণ হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত কখনই যদি তখন কৃষ্ণের মতো পর্যায়ে নিজে আসেন না। পরাভক্তি-অবস্থায় পরিপক্বতায় একজন ব্রাহ্মণ একজন চণ্ডালের থেকে অনেক বড় হতে পারে, অথবা একটি কুকুর, একটি গরু, একটি হাতি জাতিগতভাবে নিম্ন হতে পারে, কিন্তু ভগবান-ভক্তদের দৃষ্টিতে এই সেবকরা সেবাধীন নিবাস। অবশ্য, পরমাত্মা ভগবানের মতো পরমভক্ত। তিনি সেবক, সমস্ত জীবের আশ্রয় ভগবান জীবন্মুক্ত

তাঁর অহৈতুকী ভজন পরমাত্মারূপে নিয়ত করেন। পরমাত্মার এই উপলব্ধি যাদের হয়নি। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ভগবান অবতারেই সমস্তরূপে কৃপা করেন, যখন তিনি অর্চাবিগ্রহে জীবন্মুক্তি তাঁর পথ যাদের হয়ে থাকেন এবং জীবের অন্তরে নির্বিশেষে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত হয়ে নিয়ত করেন। ভগবান এবং ভগবানের সেই ভিন্ন রূপের ভগবান যাদের উপলব্ধি করেন পরমাত্মা রূপে নিয়তরূপে। অন্য ভক্তদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রকাশে তারা সেবায় তুষ্ট হয়। কিন্তু সেবাধীন জীবন্মুক্ত ও পরমাত্মা একই উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে। ভগবানরূপে এক হলেন জীবন্মুক্ত এবং পরমাত্মার অবতার ভিন্ন, যখন জীবন্মুক্ত কেবল একটি সেবা পাবার পাত্র, কিন্তু পরমাত্মা সেবক সেবা নিয়ত করেন। কৃষ্ণভক্তিতে অধিক কৃষ্ণভক্তি এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত। তাই, তিনি কৃষ্ণের সেবী এবং পরমাত্মা-স্বরূপ। জীবন্মুক্ত ও পরমাত্মার সাদৃশ্য হচ্ছে যে, উভয়েই অবিনাশ্বর, আর তাদের চৈতন্যরূপ হচ্ছে যে, জীবন্মুক্ত অনুভূতিতে আর পরমাত্মা সর্বত্রিত্র নিয়তরূপে বিদ্যমান।

শ্লোক ১৯

ইত্যেষ বৈরিণী সহস্রী সেবয়া সতাং দ্বিষং মনঃ।
নির্জিতং হি সত্ত্বং ব্রহ্ম তদ্ধাম ব্রহ্মণি যে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্য—এই জীবন্মুক্ত, এষ—অবশ্যই, বৈরি—বৈরিতার ভাব, স্থিতম্—নিহিত, সর্ব—সব ও সুখ, সেবয়া—সেবায়, সতাম্—সাধুদের, দ্বিষম্—দ্বিষ, মনঃ—মন, নির্জিতম্—জিতেন, হি—অবশ্যই, সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ, ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, তদ্ধাম—সেই ধাম, ব্রহ্মণি—ব্রহ্মে, যে—যারা, স্থিতাঃ—অবস্থিত।

বঙ্গানুবাদ

জীবন্মুক্ত সেই জ্ঞানী অবস্থান করে। সেই সাধুদ্বিষ্ট মনের সেবায় যে অন্য ॥ সমস্ত নির্জিত ব্রহ্ম ভাবে ব্রহ্মস্থিতি। ব্রহ্মজ্ঞানী সেই, তার সেই হয় স্থিতি ॥

অনুবাদ

জীবন্মুক্ত মন সাধুদ্বিষ্ট হয়েছে, জীবন্মুক্ত ইন্দ্রিয়সেবায় অন্য ও সুখের অন্যের অন্য করেছেন। জীবন্মুক্ত সমস্ত নির্জিত, তাই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মস্থিতি অবস্থিত হয়ে আছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে আনন্দ সম্বন্ধীয় কথা বলা হয়েছে, তা আত্ম-উপলব্ধির লক্ষণ। যিনি এই স্থিতি লাভ করেছেন, তাঁর কাছে বস্তু, বিশেষ করে কাম-সুখের লক্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। তখনকার জীব তার দেহটিকে আর আমার বলে মনে করে, তখনকার সে আর অন্যান্যের সঙ্গলাভ চায়নি। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির কালে তখন সে এত বিভোর যে, সে সিদ্ধান্ত করে, তখন সে কাম লক্ষণ থেকে মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, তখন আর মনে হবে এই কাম জগতের প্রভাবের কারণে হয় না, কেননা কারণ পর সে আনন্দ-কারণে স্থিতি হয়। কাম ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আনন্দ সম্পূর্ণ নির্মল। সেজন্যই, জীবন কাম ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়, তখন সেই নির্মল হয় এবং আনন্দ-কারণে প্রকাশ করার যোগ্যতা লাভ করে। এই কারণে সেজন্যই জীবন্মুক্ত। আনন্দ লক্ষণ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত করা হয়েছে।

শ্লোক ২৩

য এবংবিৎ স্থিতঃ সোঽন্তঃ সোঽন্তরারামস্তথান্তরজ্যোতিঃ।
স যোগযুক্তঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

য—যে, এবংবিৎ—এভাবে নিশ্চয়ী হয়, স্থিতঃ—স্থিত থাকে, সোঽন্তঃ—সুখ লাভ করে, য—যে, তথা—তেমনি, অন্তরারামঃ—অন্তরে আনন্দ লাভ করে, তথা—এবং, অন্তর্জ্যোতিঃ—অন্তরে জ্ঞান আলোকিত, সঃ—সে, যোগযুক্তঃ—যোগী, কৃৎস্নঃ—সম্পূর্ণ, ব্রহ্মনির্বাণম্—ব্রহ্মনির্বাণ, ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মস্বরূপ, অধিগচ্ছতি—লাভ করে।

বঙ্গানুবাদ

এভাবে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা বর্ণিত করা হয়েছে। জীব যখন লক্ষণ হয়ে যে, তিনি দেহাত্মবোধ থেকে জীব দেহটিকে জীব স্বরূপ মনে করে ভুল করেন না। তিনি সুনিশ্চিত জানেন যে, তিনি জীব দেহ নন। জীব সম্বন্ধে জ্ঞান হলে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অনুগামী হন। সেই কারণে, দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তিনি জড়-জাগতিক লাভ অথবা অভিনিবেশ আকাঙ্ক্ষিত বা প্রয়োজন হন না। অথবা এই পুরুষকারে কাম হয় দিব্যবুদ্ধি। অর্থাৎ, কখনই তিনি জীব জড় দেহটিকে আত্মা বলে ভুল করেন না, অথবা দেহটিকে নিয়ে কাজ করে আত্মার অবস্থান করেন না। এই কারণে যখনই তিনি পরমেশ্বর উপলব্ধির স্থিতিতে উন্নীত হতে পারেন, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে জানতে পারেন। তিনি যিনি জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তাই তিনি ভগবানের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে এক হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি করেন না। এই হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা আত্ম-উপলব্ধি। এই দ্বিতীয়টি অধ্যায় অবলোকনে বলা হয় কৃষ্ণভাবনা।

শ্লোক ২৪

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২৪ ॥

বাহ্যস্পর্শেষু—বিষয়সুখে, অসক্তাত্মা—অনাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি, বিন্দতি—অনুভব করেন, আত্মনি—আত্মায়, যৎ—যা, সুখম্—সুখ, সঃ—তিনি, ব্রহ্ম—ব্রহ্মে, যোগযুক্তাত্মা—যোগযুক্ত হয়ে, সুখম্—সুখ, অক্ষয়ম্—অফুরন্ত, অশ্নুতে—ভোগ করেন।

বঙ্গানুবাদ

বাহ্যস্পর্শ সুখ যারা নাহি যে আসক্তি।
আত্মাতেই যেজনেরি আছয়ে বিন্দিতি ॥
সেই ব্রহ্মযোগ যুক্ত আত্মা পায়।
অক্ষয় সুখেরে সদা বর্ণিত যে রয় ॥

অনুবাদ

যেই ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষ যোগ করেন তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না, তিনি নিশ্চয় সুখ লাভ করেন। ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অমিত অমৃতাস্বাদ শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

যদ্যপি মম প্রেষ্ঠ কৃষ্ণলীলাবিধি
শ্রবণাদ্যাস্বাদ্যমৃতাদপি সন্তুষ্টিদাতা।
তথাপি মম বাঞ্ছিতমেবে স্বাধীনে
কথমতি কৃপণতাং কুর্যুঃ ত্বিদিনিনো ॥ ১ ॥

"যখন থেকে আমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের শ্রবণ থেকে অমৃত রস আস্বাদন করেছি, তখন থেকে বাঞ্ছিতফলের কথা কেন বলি, যেটি চিন্তার বিষয়ে আমি খুব বেশি এবং কৃপণের মতো দুঃখ বিকৃত হয়।" প্রকৃতপক্ষে যা কৃষ্ণভাবনায় অমিত অমৃত বিতরণের প্রেরণা যোগায় এবং আমরা লাভের যে, তখন আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার বাসনার প্রতি তীব্র লোভের জন্ম থাকে না। কারণ কৃষ্ণভাবনা দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে পড়ে দূর। সমস্ত বিশ্ব এমনই ভোগে অভিনিবিষ্ট হয়েছে। লোকেরা নিজেরা লোভের নিম্ন এবং অনুরাগের দ্বারা কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভাবনার নিম্নস্তরের ভক্ত কারণ্যের পরিচয়ে কারণ নিজের উপকারের কার্য করতে পারেন। যেটি হচ্ছে পরমার্থ উপলব্ধির পরীক্ষা। পরমার্থ উপলব্ধি ও কাম উপভোগের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কোন কারণে ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ১২

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

যে—যে সমস্ত, হি—অবশ্যই, সংস্পর্শজাঃ—কারণ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ-জনিত, ভোগাঃ—ভোগসমূহ, দুঃখ—দুঃখ, যোনয়ঃ—কারণ, এব—অবশ্যই, তে—সেই সমস্ত, আদি—আদি, অন্তবন্তঃ—অন্তবিশিষ্ট, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, ন—না, তেষু—তাদের, রমতে—রতি লাভ করেন, বুধঃ—বিবেকী ব্যক্তি।

বিচার বিশ্লেষণ

স্পর্শ সুখের যে আনন্দ কেবল দুঃখময়।
ভোগ নয়ে, জেনেই সেই জ্ঞানিই নিশ্চয় ॥

সেই সুখে জানি আছে শুধু দুঃখ হয়।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই না করেন ভয় ॥

অনুবাদ

বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয়! এই সকলের সূচনাকাল আছে ও অন্তবিশিষ্ট। তাই, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে রতি লাভ করেন না।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতির উদয় হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলি অসীম, আবার সেগুলিই অসীম। জীবসমূহ সুখের অন্বেষণে অসীম বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন না। অজ্ঞানতার কারণে তারা পাপের পথে, কিংবা যিনি অসীম তাঁর সুখানুভূতির প্রার্থী হয়ে পড়েন। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

যথেষ্ট বেদবিদ্যাভ্যো ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতঃ।
ইতি ব্রাহ্মণসংসৎসু বদন্তি প্রমবাদিনঃ ॥

"বেদীয় পাণ্ডিত্যের ফলে যারা অনন্য নিষ্ঠাবান আচরণ করেন। তাই, বেদী পণ্ডিত-প্রবরেরা এরূপ বলে থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৩/১) বলা হয়েছে—

যদ্যং যেষ্ট যেষ্টব্যং দুষ্প্রাপং
ক্ষণিকং ক্ষণার্হমিহ দেহভৃতাং হি।
তত্রাপি বিদ্বান্ দুরুপাস্য যোগ্য
ভক্তাবসাদমনু প্রবণীত ধীরঃ ॥

"হে পুরঞ্জন! মনুষ্য-শরীর অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য আত্মার পরিচয় করার কোন প্রয়োজন নেই। বিবেকবান পুরুষেরা এই সুখ লাভ করে থাকে। তাই, এই জীবনে যোগাচরণ অনুশীলন করা উচিত, যার প্রভাবে মোক্ষ লাভ হয়, পরিণামে হয়ে এবং তার ফলে অন্তর বিষয় আনন্দ লাভ করবে।"

জ্ঞানী, বস্তুতঃ যেকোনো ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না, যা হচ্ছে অসংখ্যের কারণের কারণ। জীবের যোগ্যতা যত বেশি হয়, তারই সে জ্ঞানীর শ্রেণীর পর্যায়ে আসীন হয়।

শ্লোক ২৩

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

শক্নোতি—সমর্থ; ইহ এব—এই শরীরে; যঃ—যিনি; সোঢ়ুম্—সহ্য করতে; প্রাক্—পূর্বে; শরীর—শরীর; বিমোক্ষণাৎ—ত্যাগ করার; কাম—কাম; ক্রোধ—ক্রোধ; উদ্ভবম্—উদ্ভূত; বেগম্—বেগ; সঃ—তিনি; যুক্তঃ—আত্ম-সমাহিত; সঃ—তিনি; সুখী—সুখী; নরঃ—মানুষ।

বঙ্গানুবাদ

শরীর ছাড়িবার পূর্বে যে মানুষ কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।

তাৎপর্য

যদি কেহ আত্ম-উপলব্ধির পথে উন্নতি লাভের প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাহাকে দেহ ত্যাগ করিবার পূর্বেই কতকগুলি কাজ করিতে হইবে। এই দেহ ছয় রিপুর—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, উন্মাদ ও বিদ্বেষের বেগ ও ক্ষোভ সহ্য করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, নতুবা তাহা হইবে যোগীর অযোগ্য স্থানী। এই যোগসাধনা কঠোর সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি দমন করিতে এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বেগগুলিকে বশীভূতভাবে রক্ষা করিতে। জড় বাসনা ক্ষণস্থায়ী, উহা দেহের ধর্ম, উহার বেগেরও সৃষ্টি হয় এবং তাহা সহিতে হয়, চক্ষু ও কর্ণ উত্তেজিত হয়। যদি, এই জড় দেহটিকে বলপূর্বক আত্মা এই বেগগুলি সহ্য করিতে অভ্যস্ত করিতে হয়। যিনি তা পারেন, তিনি ইন্দ্রিয় আত্ম-সংযমি এবং আত্ম-উপলব্ধির ফলে তিনি লাভ সুখী। যোগীদের কর্তব্য হচ্ছে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্যের প্রচেষ্টা করা।

শ্লোক ২৪

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

যঃ—যিনি, অন্তঃসুখঃ—অন্তরে সুখী, অন্তরারামঃ—আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, তথা—এবং, অন্তর্জ্যোতিঃ—আত্মাই যাঁহার দীপ্ত লক্ষ্য, এব—নিশ্চয়ভাবে, যঃ—যিনি, সঃ—তিনি, যোগী—যোগী, ব্রহ্মনির্বাণম্—ব্রহ্মনির্বাণ, ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে, অধিগচ্ছতি—লাভ করেন।

বঙ্গানুবাদ

যাঁহিরের সুখ ছাড়ি যেবা অন্তর্মুখ।
অন্তরে রমণ করে অন্তর্জ্যোতি জ্ঞান ॥
ব্রহ্মভূত হয় সেই ব্রহ্মেতে নির্বাণ।
যাহিরের আত্মা ছাড়ে পায় তত্ত্বজ্ঞান ॥

অনুবাদ

যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত এবং আত্মাই যাঁর লক্ষ্য, তিনিই যোগী। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

তাৎপর্য

আত্মাতে যে সুখ আস্বাদন করেন, যে আত্মায় সুখলাভের পথে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের পরিবর্তন করেন। জীবাত্মার সুখের আকাঙ্ক্ষা অনুভূতির সুখ আস্বাদন করেন। যদি, তিনি এর আস্বাদনে স্থির হয়ে পরে তিনি ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভের জীবনের ক্রিয়াকলাপে উন্নতিলাভ করতে পারেন। এই অবস্থায় সুখ পুরোপুরি কাল্পনিক নয় অথবা অস্থায়ী নয়। এই অবস্থাকে ব্রহ্মভূত বলে, কারণ জগৎ-জ্ঞান নিয়ে পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্লোক ২৫

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

সমবেত—লাভ করেন, প্রকর্ষেণ—প্রকৃষ্টরূপে, অবাপ্ত—লাভ করেন, শ্রীবৎসাঙ্কতয়া—শ্রীবৎসচিহ্ন, দ্বিজ—দ্বিজ গণের, দ্বিজাত—দ্বিজ, সমাহ্বয়ম্—সংজ্ঞাবিশিষ্ট, সর্বভূত—সমস্ত জীবের, হিতে—কল্যাণে, রতাঃ—রত।

জীবের গান

নিষ্পাপ হইয়া করি প্রেমেতে নির্মল।
সর্বভূত হিতে রত দ্বিজ দ্বিজোত্তম ॥

অনুবাদ

সংযতচিত্ত, সমস্ত জীবের কল্যাণে রত এবং সাধনা দ্বারা নিষ্পাপ অধিকগণ প্রকৃষ্টরূপে লাভ করেন।

তাৎপর্য

তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবভাবিত, তিনিই কেবল পারেন সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধন করতে। মানুষ যখন বুঝতে পারেন যে, কৃষ্ণভক্তি জীবনের সর্ব পরিবেশের কারণ, তখন তেমনটাই অধিক হয়ে তিনি যে কর্ম করেন, সেই কর্ম সমস্তেরই কল্যাণ সাধন করে। কৃষ্ণভক্তির যে পরম চেতনা, পরম শিক্ষা, পরম লক্ষ্য, সেই কথা বুঝতে পারলেই পরাগতি অনুভব করতেন পারি পারে। আমি, পরম পরমেশ্বরকে এই চেতনাতে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমস্তের কল্যাণের জন্য। প্রকৃতিগত ভাব পাল্টে না করলে, এই পরম পবিত্র কর্ম সম্পাদন করা যায় না। কৃষ্ণভাবনার মধ্যে জীবগণের পরম শিক্ষার সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। জীব মধ্যে কোন সংশয় থাকে না, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমপুরুষ। এটিই হচ্ছে নিত্য কল্যাণ-চেতনার তাৎপর্য।

যে মানুষ কেবলমাত্র মানব-সমাজের জাগতিক কল্যাণ সাধন করতে পারে না, যে প্রকৃতপক্ষে কখনই জগতের সাধন করতে পারে না। পারিবারিক প্রেম ও মানবের জাগতিক উন্নতির কথাই শুধু দিতে পারে না। জীবন-সংগ্রামের সময় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন করতে হচ্ছে, তখনকার মতো জীবের নিত্য সম্পর্কের কথা পুনর্বিচার করার দরকার। যখন জীবগণের মধ্যে জীব নিত্য সম্পর্কের কথা পুনর্বিচার করতে হয়, যখন তিনি নিজ স্বরূপের সঙ্গে প্রেমে সমস্তেই মুক্তি লাভ করেন, এমন কি জড় প্রেমের মধ্যে অবস্থান করলেও তিনি তখন মুক্ত।

শ্লোক ২৬

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

কাম—কাম, ক্রোধ—ক্রোধ, বিযুক্তানাম্—মুক্ত, যতীনাম্—সন্ন্যাসীদের, যতচেতসাম্—সংযতচিত্ত, অভিতঃ—সর্বতোভাবে অভিতঃ, ব্রহ্মনির্বাণম্—ব্রহ্মনির্বাণ, বর্ততে—উপস্থিত হয়, বিদিতাত্মনাম্—আত্মজ্ঞ।

জীবের গান

কাম ক্রোধ বিনির্মুক্ত যত্ন চিত্ত যিন ।
আত্মজ্ঞ জানী যতি অতীব শুদ্ধীন ॥
সকলত্ব বিচার করি প্রেমেতে নির্মল ।
প্রকৃতি অতীত আর প্রেমে অবস্থান ॥

অনুবাদ

কাম-ক্রোধশূন্য, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর সর্বতোভাবে অভিতঃ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে।

তাৎপর্য

মুক্তি লাভের অর্থ যে সকল অনুভূত সকার পরমার্থ লাভের জন্য, জীবনে যথার্থ মুক্তিকামী হওয়ার চেষ্টা। ভাগবতে (১১/১১/৩৬) এই কথার সমর্থনে বলা হয়েছে—

যৎকায়বাঙ্মনঃপ্রাণধিয়ামাত্মভিরাশ্রিতঃ
অবিদ্যয়ানুশয়িনামাত্মসাক্ষ্যপবর্গতঃ ।
তদ্ব্যক্তমেতদ্বিগুণং বিকারং প্রকৃতের্লয়ম্
চোদনালক্ষণং প্রাহুরহং ব্রহ্ম পরং পরম্ ॥

"যেকোন ব্যবহার-চেতনা প্রকাশের পরে পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেবের প্রকৃতির সঙ্গে। জীবের সাধারণ অবস্থার সমস্তের বাসনার উপলব্ধির কারণে অবস্থানের সঙ্গে ভগবানের পরমপদের দেখার ভাব আছে, জীবের অজ্ঞতা পুনর্বিচারে কেবলমাত্র মুক্তি-অধিকার উপলব্ধির কথা বলতে পারেন না।"

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বর্ণবিভাগ যোগ করলে পাওয়া এবং তাদের যে, বহু বহু মুনি-ঋষিরা এর তাৎপর্যের কারণে সেই বাক্যগুলির লক্ষ্য করতে পারেন না। কিন্তু অন্তরঙ্গ নিরন্তর ভগবান কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে, অন্তঃ-উপলব্ধি করে অতি শীঘ্রই প্রকৃতিলীন হয়ে যান তাঁরা। পূর্ববর্তী অন্তঃ-অন্তরঙ্গ লাভ করার ফলে তিনি অবিলম্বে মহাবিষ্ণু পাবেন। এর উপমাস্বরূপ উপদেশ দিয়ে বলা হয়—

অন্তর্বহিশ্চাপ্যনাবৃত্তিরবিদ্যাবৃত্তিরিষ্যতে ।
ব্রহ্মণ্যপ্যবিদ্যা বৃত্তিস্তু ব্রহ্মবৃত্তিস্তু পঞ্চধা ॥

"অর্থাৎ, ব্রহ্মা ও পরমাত্মা যেমন অন্তঃ, বুদ্ধি ও পরিচিত ভাবের অন্তরঙ্গ প্রতিপালন করে। যে পঞ্চধা (দ্বিধা)। অবিদ্যা বৃত্তি বৃত্তি।"

ব্রহ্মজ্ঞ যেমন বুদ্ধিপাতের-ধারা অন্তরঙ্গ প্রতিপালন করে। বুদ্ধি যখন অন্তরে বাহ্যের অন্তরঙ্গ উপলব্ধি করে। যে ব্যক্তির চিত্ত থেকে বাহ্যিক জগতের ভাবে অন্তরের ভাব ধারণ করতে থাকে। যেমনটি, কৃষ্ণভক্ত অন্তরঙ্গ-ধারা থেকে অন্তরঙ্গ দূরে বাহ্যজগতের পার্থিব জগতের ভাব করার ফলে এবং অবিদ্যা কৃষ্ণভক্তিভাবের ভাবনা পাওয়ার ফলে অন্তঃ-ধারা প্রাপ্ত হন। তিনি অন্তঃ জগতের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার। অন্তঃ-উপলব্ধির এই স্তরকে বলা হয় প্রকৃতিলীন, যার অর্থ হচ্ছে জগতের বিষয়ে নিজের বাসনা ভাবের প্রভুর দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ নিবৃত্তি।

শ্লোক ২৭-২৮

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্যাত্যপ্রসন্নৈশ্চক্ষুরাদ্যৈরথো ভবেৎ ।
প্রাণায়ামৈর্মনো যুক্তৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মসংবুদ্ধিমুনির্ধৈর্যগৃহীতয়া ।
বিনির্ধূয়েহ্যঘং যোগো হ্যনন্তায় কল্পতে ॥ ২৮ ॥

স্পর্শান্—শব্দ আদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, কৃত্বা—করে, বহিঃ—বাইরে, যাত্যন্—যায়, অসন্তুষ্ট—অসন্তুষ্ট, চক্ষু—চক্ষু, ঃ—ও, এব—নিশ্চিতরূপে, অন্তরে—ভাবে, অন্তরে—অন্তরে, প্রাণায়ামৈঃ—প্রাণ ও অপান বায়ু, মনঃ—মনকে, কৃত্বা—করে, প্রাণায়ামের—নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, জিতপ্রাণঃ—বিজয়শীল, যত—সংযত, ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়, মনঃ—মন, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, মুনিঃ—মুনি, যোগী—মুনি, পরায়ণঃ—পরায়ণ, বিনির্ধূয়—বিনির্ধূয়, ইহ—ইহা, অঘম্—পাপ, যোগঃ—যোগ, যঃ—যিনি, অনন্তায়—অনন্তের, কল্পতে—যুক্ত, এব—অবশ্যই, সঃ—তিনি।

শ্রীধর বলেন

এ ছয়ের অষ্টাঙ্গ যোগ কথা বলি শুন ।
অন্তরঙ্গ বাহ্যের হয় অতীব ভিন্ন ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বাহ্য বস্তু ।
বহিরীন্দ্রিয় করি রাখি না রাখি সমস্ত ॥
চক্ষু সেই অন্তরেতে রাখিয়া নিশ্চল ।
প্রাণায়াম বায়ু করি নাসা অন্তরেতে ॥
মনেরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণ যেমনে বর্ণন ।
উভয় প্রক্রিয়া সেই যোগের সাধন ॥
ইন্দ্রিয় সংযম সেই যোগ প্রকরণ ।
জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা মুনি যোগে পরায়ণ ॥
সে জনে সে ধীর ইচ্ছা জন্য অন্য যোগে ।
মুক্ত হয় সে পুরুষ অনন্ত নিরোধে ॥

অনুবাদ

জন যোগে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় ব্যাপারে করে, অন্তঃকরণের মধ্যে বুদ্ধি স্থির করে, অন্তরিন্দ্রিয় মধ্যে বিজয়শীল প্রাণ ও অপান বায়ুর নির্ণয় ও অধোগতি রোধ করে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযম করে এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা নিয়োজ করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মুক্ত।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গযোগের অন্তরঙ্গের যোগের নিয়মাবলির মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগ উপলব্ধি হয়। অষ্টাঙ্গ অন্তরঙ্গের অন্তরঙ্গের জন্য হয়। নিজের মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগের সাধন করার ফলে কৃষ্ণভক্তি অন্তরঙ্গের স্থিতি লাভ করে যাঁর কারণে পরিবারে অন্তরঙ্গের উপস্থিতি অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই বিশেষ অন্তরঙ্গের প্রকৃতিলীন বলা হয়।

প্রকৃতিলীন অবস্থায় উপদেশের নিয়মিত প্রতিপালন করার পর অন্তরঙ্গ অনুশীলনে অষ্টাঙ্গযোগের (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) অন্তরঙ্গ অবস্থার অবস্থায় নিয়মাবলি এই স্তরে উপলব্ধি হওয়া যায়, সেই সময়ের উপদেশ দিয়েছেন। যাঁরা অন্তরঙ্গের যোগের বিশেষ ধারণা করা হয়েছে, তাঁরা পরমের অন্তরঙ্গের সেবায়, পরমের

জ্ঞেয়কে ছাড়া আলাদাভাবে কিছু হয় না। জ্ঞেয়ের ভাবাবস্থায় পঞ্চভূতের অন্তরে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে পরিচয়ের পরে, বুদ্ধি নামে যাকে বুদ্ধি নিজে পরে, অর্থাৎ জীবিত জ্ঞেয়ে পরিণতিতে একান্ত করতে হয়। একারণে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞেয় বস্তুর নিজের কথা হয়েছে, কারণ তা হলে বুদ্ধিতে পাওয়ার পরামর্শ থাকে। সম্পূর্ণভাবে জ্ঞেয় বুদ্ধির ভাবাবেগ নিজের কথা হয়েছে, কারণ তা হলে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রতি আসক্তি হওয়ার ভয় থাকে। জ্ঞেয়ের অবস্থাতে জ্ঞান ও অজ্ঞান বস্তুর জ্ঞেয় করার ফলে পরিণামে অবস্থাতে জ্ঞান-জ্ঞেয়ের বিষয় নির্দিষ্ট হয়। এখানেই অবস্থানে কারণ করে, ইন্দ্রিয়-বিষয় পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়াবেগ বন্ধ করা সম্ভব হয় এবং তার কারণে সকল প্রকারের বাক্য করতে সক্ষম হন।

এই জ্ঞেয়বস্তুটি যদি জানা হয়, জ্ঞেয় আমি জ্ঞেয়ে দুকে করতে সাধারণ করে এবং জ্ঞেয়ের অবস্থাকে বস্তু সম্পূর্ণ অবস্থায় পরমাত্মার ঈশ্বরীয় অনুভব করা যায়। তাতে, কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে জ্ঞেয়বস্তুকে কারণ অবস্থাতে অবস্থা ও অবস্থাকে পন্থা। পরবর্তী অবস্থাতে তা নির্দিষ্টভাবে বাধ্যতা করা হয়েছে। কৃষ্ণভক্তিরসের জন্য সর্বশেষ অবস্থায় জ্ঞেয়ের বিশেষত্বের, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কখনো জ্ঞেয়ের বিষয়ে অনুভব হতে পারে না। সুতরাং, ইন্দ্রিয়-সাধন করার জন্য অধীন-জ্ঞেয়ের জ্ঞেয়ে অধিকারের অধিক উচ্চতর।

শ্লোক ১৩

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

জ্ঞেয়ম্—জ্ঞেয়; যৎ—যাকে; প্রবক্ষ্যামি—বলবো; তৎ—সেই; জ্ঞেয়ম্—জ্ঞেয়; যৎ—যাকে; জ্ঞাত্বা—জেনে; অমৃতম্—অমৃত; অশ্নুতে—লাভ করে; অনাদিমৎ—অনাদি; পরম্—পরম; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; ন—না; সৎ—সৎ; তৎ—তা; ন—না; অসৎ—অসৎ; উচ্যতে—বলা হয়।

বাংলা অনুবাদ

জ্ঞেয়কে আমি ভাল আমি সেই সকল।
যে কথা যে বুঝে জ্ঞান সেই, সেটি বক্ষ ॥
সকল বস্তু অপরার আমি জ্ঞেয়ের ইই।
সমস্ত জ্ঞেয়কের স্বামি কেবল নহে সেই ॥

সমস্ত জীবের বস্তু আমি একমাত্র।
জ্ঞানেরও শক্তি হয় জ্ঞানিতে সর্বত্র ॥

অনুবাদ

আমাকে সমস্ত বস্তু ও অপরার পরম জ্ঞেয়রূপে, অধিষ্ঠানরূপে এবং সমস্ত জীবের পূর্ণজ্ঞানরূপে জ্ঞেয়ের জ্ঞেয়বস্তুর দ্বারা-দ্বারাই জ্ঞেয়ের দ্বারা জ্ঞানের শক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

আমার দ্বারা আমাকে হয়ে সব জীব এই বস্তু জগতে পরিচয় আবেদন করে, কিন্তু জ্ঞানবাদীরা এই আমার দাবির শক্তি লাভের যথার্থ পন্থার কথা তারা জানে না। শক্তি লাভের আমাদের সেই নীতি হচ্ছে—জগতের জীবগণ দ্বারাকে সমস্ত কর্মের জ্ঞেয়, এটি উপলব্ধি করা। তাই, অনুভবের কর্মের হচ্ছে জগতের জ্ঞেয়ের সব কিছু উপলব্ধি করা, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত প্রাণীদের এমন কি জ্ঞেয়বস্তুর অধিপতি। তাঁর জ্ঞেয়ে জ্ঞেয়ী যারা জ্ঞেয়ী (এটি)। শিব, ব্রহ্মা আদি জ্ঞেয়ী জ্ঞেয়বস্তুর তাঁর অনুভব কৃষ্ণ। জ্ঞেয়ে (ভগবদ্গীতা ৭/২) জ্ঞানবাদের কথা হয়েছে—জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর দ্বারা জীব সব কিছুর উপর অধিপত্য করার অধিকারী হয়, কিন্তু অনুভবশাস্ত্র যে জগতের মধ্যের অধীন। জগতের জীবগণ দ্বারাকে জানাতে, কিন্তু জীব কখন প্রকৃতির অধীনে নিয়ন্ত্রণ থাকে। এই সকল পরাজিত উপলব্ধি করতে না পারলে, অধিপত্যবাদের অধীন সম্পদায়ভাবে, জ্ঞেয়বস্তুটি এই সংসারে শক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণভক্তিরসের অর্থ হচ্ছে যে, জগতের জীবগণ দ্বারাকে জানাতে পারে, এমন কি বস্তু জগ জ্ঞেয়বস্তুর দ্বারাকে তাঁর অনুভব কৃষ্ণ। এই পরম পরাতত্ত্বে উপলব্ধি করতে পারলেই পূর্ণ শক্তি লাভ করা যায়।

জ্ঞানবাদীরা এই পরম অবস্থায় কৃষ্ণভক্তিরসামৃত বা কৃষ্ণভক্তির বাস্তবিক পরিচয় জানা হয়েছে, তাদের অজ্ঞানতার অর্থাৎ অর্থ হয়। অর্থাৎ কিভাবে মুক্তি লাভের করতে পারে—অদ্বৈতবাদ এই যে তত্ত্ব, তার উপর একটা জ্ঞেয়বস্তু হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞেয়বস্তুর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণজ্ঞানের জগতের জীবগণের পরাজ্ঞেয়বস্তু পরমের জগতের হয়ে জীব জ্ঞেয়ের অর্থ যায়। এই অর্থটাকে বা অজ্ঞানতা অধীন। কৃষ্ণভক্তিরসামৃত হচ্ছে অধীন অধিপত্যের, যার অজ্ঞানতা হচ্ছে অধিপত্যের অধীনের জগতের একটি পরাজিতের। কৃষ্ণভক্তিরসামৃতের অর্থ হচ্ছে পরম-তত্ত্বের সঙ্গে অজ্ঞানের সম্পর্কের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যিনি অবিনাশী বলে জ্ঞাত হয়েছেন এবং ইন্দ্রিয় প্রতিপুষ্ট যিনি পরাজিত বা ভোগী নন। যিনি জীবনের প্রতি আসক্ত না হয়ে ধীর ভাবে কর্ম করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, পরমেশ্বরের চেয়ে জড় ও চিন্ময়বস্তুর সংযোগ অনেক শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যোগ সকলের সঙ্গে অনুশীলন করা সম্ভব, কিন্তু কারণ এই অবিনাশী বা অনুশীলন করা এক কঠিন ব্যাপার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগের পদ্ধতি বর্ণনা করে অর্জুনকে বুঝিয়েছেন যে, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম বা কর্মযোগ পদ্ধতিতে অনেকটা ভোগী। এই অধ্যায়ের সন্ন্যাসী হচ্ছে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ছাড়া-গেরুয়ার জন্য কর্ম করে। যাজ্ঞিকের কর্ম অবশ্য যোগারূঢ় অবস্থায় যোগী যেভাবে কর্ম করে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে কর্মযোগের সন্ন্যাসী না হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগ অবস্থায় কর্ম করা। ভক্তিযোগী জীবনী কৃষ্ণভাবনার অভিজ্ঞতার আলো, তাই কৃষ্ণভাবনার যোগ অবস্থায় হচ্ছে যথার্থ একজন সন্ন্যাসী। পরীক্ষার দিনে কৃষ্ণ-চেতনা সম্পূর্ণ পরীক্ষার পরমেশ্বরের জন্য কর্ম করে, তাদের আত্মিক স্বার্থের জন্য নয়। যেমনটি, যে অর্জুন আত্মিক স্বার্থের পরিবর্তে পরমেশ্বরের ভূমিকা জন্য কর্ম করেন, তিনি হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত যোগী।

অধিকন্তু, কিছু সন্ন্যাসী মনে করে যে, তারা সব প্রকার জাগতিক কর্মের থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তারা অবিনাশের সঙ্গেনিজ আত্মাকে অনুশীলন করা ছাড়া কাজ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অবিনাশের, কারণ তাদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের জড় কাজ। এই শ্লোকে বলেছে জাগতিক কাজের থেকে অবসর গ্রহণের মানে অবিনাশী নয়। ঠিক যেমনটি, যদি কোনোর জাগতিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করে, আত্মিকভাবে একে যোগী যে কাজ করে চলেছে, তার অধিকতর স্বার্থের জন্য জাগতিক। তিনিই যথার্থ আত্মজ্ঞানের অবস্থানে থেকে সন্ন্যাসী। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় অর্জিত অবস্থা হচ্ছে একজন যোগী, যিনি পরমেশ্বরের ভূমিকায় কাজ করে নিজেকে কর্ম করেন। অর্জুন, তাকে একটুও অবিনশ্বর কাজের থেকে যায় না। শ্রীকৃষ্ণের পদ্ধতি নিজে কাজটি যদি পরমেশ্বরের একজন কাজটি, তাই, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগী, যথার্থ সন্ন্যাসী। যোগাচার্য ভূতীয়ের শ্রীকৃষ্ণের মহাত্মা বর্ণনা করেছেন—

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

"হে অর্জুন! আমি যদি কাজের বাধা না, আমি অনুগামী কাজের বাধা না এবং আমি পুরুষী স্ত্রী কাজের বাধা না। আমার একমাত্র কাজের হচ্ছে, আমি যেন কৃষ্ণ-সন্ন্যাসের যোগের প্রতি অটলভাবে প্রতি বাধা করতে পারি।"

শ্লোক ২

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

যম্—যাকে, সন্ন্যাসম্—সন্ন্যাস, ইতি—এভাবে, প্রাহুঃ—বলা হয়, যোগম্—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থাকে, তম্—তাকে, বিদ্ধি—জানবে, পাণ্ডব—হে পাণ্ডুপুত্র, ন—না, হি—অবশ্যই, অসংন্যস্ত—ত্যাগ না করে, সঙ্কল্পঃ—বাসনা, যোগী—যোগী, ভবতি—হয়, কশ্চন—কেউ।

বাংলায় অনুবাদ

হে পাণ্ডব! যাকে সন্ন্যাস বলে জানে, তাকেই যোগ বলে জানে, কারণ ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগের বাসনা গ্রহণ না করলে কখনই যোগী হওয়া যায় না।

তাৎপর্য

যথার্থ 'সন্ন্যাস-যোগ' অথবা 'অবিনাশযোগ' তাৎপর্য হচ্ছে জীবাত্মাকে জীব স্বভাব পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে যোগী অনুগামী কর্ম করা। জীবাত্মার যোগ পূরণ করতে অর্জিত এবং। জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। যখন সে জড়া শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন সে নিজ অবস্থা ভুলে হয় এবং যখন সে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন শক্তি পরমেশ্বর পরিপক্ক হয়, তখন সে জড় বন্ধনে

পরিচিত হয়। তাই, জীব যখন জড়াজগৎ-রূপ সম্বন্ধে আসতে হয়, তখন সে তার ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়, অথবা সব প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগের কার্যকলাপে পরিবর্তন আসে। ইন্দ্রিয়-সকল কাজ তেমনিই কিন্তু আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি যাঁর মন সর্বদা ইন্দ্রিয়ই জড়জগৎ উপভোগ থেকে নিবৃত্তিলাভ করেছে, তাই তাঁর আর কোন বিষয়ে রুচি আর আসক্তি থাকে না। সুতরাং, কৃষ্ণভক্তি একমাত্র যোগী ও সন্ন্যাসী। আর যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নিমিত্তে তাহাকে কৃষ্ণভাবনার আশ্রয় নেওয়াই পূর্ণ হয়ে যায়। আসক্তিহীন বস্তুটি পরিত্যাগ করতে না পারলে জড় জগৎ থেকে সরিয়ে নেওয়া কেউ অর্থ হয় না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, মন প্রকৃত পরিচিতির অর্থ হয়ে যায় কার জড়জগতের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা। তিনি পরমেশ্বর উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যখন তিনি কৃষ্ণভাবনার অনুকূল সাধন করেছেন, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বৃত্তি তাঁর আর কোন স্পৃহা থাকে না। তিনি তখন সমস্ত জড়জগৎ জীবনের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অথবা কলুষতা থেকে মুক্ত। যখন জড়জগৎ-অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেনি, তখনও সেখানে কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি অথবা কোন আর কোন উপায় নেই, কারণ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এবং সুস্থিরভাবে থাকতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে সব কয়টি জড়জগতের বন্ধনগুলিকে অতিক্রম হয়।

শ্লোক ৩

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

আরুরুক্ষোঃ—আরোহণ করার ইচ্ছুক, মুনেঃ—মুনির, যোগম্—অষ্টাঙ্গযোগ, কর্ম—কর্ম, কারণম্—কারণ, উচ্যতে—বলা হয়, যোগ—অষ্টাঙ্গযোগ, আরূঢ়স্য—অবস্থিত হয়েছেন, তস্য—তাঁর, এব—অবশ্যই, শমঃ—কারণ যথেষ্ট নিবৃত্তি, কারণম্—কারণ, উচ্যতে—বলা হয়।

বাংলা অনুবাদ

সব যোগ হয় সিদ্ধি কর্ম সে কারণ।
আরুরুক্ষু মুনি যেই, শুন বিবরণ ॥
যোগেতে আরূঢ় যেই, শমতা কারণ।
সাধকের জন্য পন্থা যোগানুষ্ঠান ॥

অনুবাদ

অষ্টাঙ্গযোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন, তাদের পক্ষে কর্ম অনুষ্ঠান করাই উপযুক্ত পন্থা, আর যাঁরা ইতিমধ্যেই যোগারূঢ় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উপযুক্ত পন্থা।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গযোগ পথের পূর্ণ হওয়ার পন্থাকে যোগ বলা হয় থাকে। এই যোগের একটি বিশিষ্ট পথের সূচনা করা হয়, তার মধ্যে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার পর্যন্তের জন্য অষ্টাঙ্গযোগ করা যায়। জীবনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে এই বিভিন্ন স্তর একে একের পর এক পরমেশ্বরেরই প্রকৃত স্তর উপলব্ধি করেছে। বিভিন্ন স্তর অনুসারে এই বিভিন্ন বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টিকে আর দুই ভাগে একে তেনি তিন ভাগে বিভক্ত—জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই বিভিন্ন স্তরের যে পর্যায়ে যোগাভ্যাসে অগ্রসরে যোগারূঢ়ত্ব ও যোগারূঢ় হয় বলা হয়।

অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রাথমিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মাধ্যমে আসন অভ্যাস করে ধ্যান করার প্রয়োজনীয় পন্থার কর্ম আগে বলা হয়। এই পন্থার জিজ্ঞাসা মাধ্যমে প্রকৃত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ণ প্রাথমিক পন্থার লাভ হয়। প্রাণায়ামের সিদ্ধি লাভ হলে ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি যখন প্রত্যাহার প্রত্যাহারটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যায়।

কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত যখন যোগারূঢ় স্তরে আসীন, তখন তিনি সর্বোচ্চ জীবনের সমস্ত স্তরের পরিচিতি। তিনি সর্বোচ্চ অবস্থানের যোগের স্তর, তাই তিনি সব প্রকার প্রাথমিক পর্যায়গুলি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে গেছেন বলা হয়।

শ্লোক ৪

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যদা—যখন, হি—অবশ্যই, ন—না, ইন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়ে, ন—না, কর্মসু—সকাম কর্মে, অনুষজ্জতে—আসক্ত হয়, সর্বসঙ্কল্প—সমস্ত জড় বাসনা, সন্ন্যাসী—ত্যাগী, যোগারূঢ়ঃ—যোগারূঢ়, তদা—তখন, উচ্যতে—বলা হয়।

গীতার গান

ইন্দ্রিয়ার্থ যদা কর্ম আত্মচিত্ত নয়।
সর্ব সংকল্পশূন্য সন্ন্যাসী সে হয়॥
যোগারূঢ় সে অবস্থা শাস্ত্রের নির্ণয়।
সে অবস্থা মুক্ত পদ করহ আশ্রয়॥

অনুবাদ

যখন যোগী তার বুদ্ধিযোগের দ্বারা সংকল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ভোগ বিষয়ে এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি রহিত হন, তখন তাঁকেই যোগারূঢ় বলা হয়।

তাৎপর্য

মানুষ যখন জড়ীয়ভাবে কর্মফলের অনুসরণে যেভাবে নিয়োজিত হয়, তখন সে কর্মযোগের আশ্রয়ভূত হয়, তখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা স্বার্থের কর্ম করার কোন প্রবৃত্তি তার থাকে না। যদি তা না হয়, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা লাভের কর্মগুলিতে তার মানুষ কখনও থাকতে পারে না। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম না করা হলে, আত্মোপলব্ধির অথবা পরমেশ্বর কর্তৃক কর্ম করার বাসনা থেকে যোগ। কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম কিছু জীবৎকাল সংসারে বিভোরের জন্য কর কিছুটা কাজের, তাই তিনি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। পরমার্থের কর্ম যদি, যার এটি উপলব্ধি হয়নি, তাহলে যোগারূঢ়ের নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাকে উন্নীত না হওয়ার পর্যন্ত নিজে-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যুক্তিযুক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে।

শ্লোক ৫

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫॥

উদ্ধরেৎ—উদ্ধার করা কর্তব্য, আত্মনা—মনের দ্বারা, আত্মানম্—জীবাত্মাকে, ন—না, আত্মানম্—আত্মাকে, অবসাদয়েৎ—অধঃপতিত করা, আত্মা—মন, এব—অবশ্যই, হি—নিশ্চয়ই, আত্মনঃ—জীবাত্মার, বন্ধুঃ—বন্ধু, আত্মা—মন, এব—অবশ্যই, রিপুঃ—শত্রু, আত্মনঃ—জীবাত্মার।

গীতার গান

অনাসক্ত বিষয়েতে যদা কর্ম হয়।
সংসার সে কূপ হতে নিজ আত্মা কর॥
আত্মাকে উদ্ধার করা আত্মার উচিত।
আত্মাকে নহি কভু কর অবসাদ॥
আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই সে রিপু।
আত্মার শত্রু সে হয় দ্বিপদাবলিপু॥

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, কখনও তার আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনই উচিত নয়। মনই জীবের অবস্থা থেকে বন্ধু ও শত্রু হতে পারে।

তাৎপর্য

অনাসক্তভাবে আত্মা লাভের জন্য, মন ও আত্মাকে যোগাযোগ। যোগাযোগের লক্ষ্য জীবাত্মার ও পরমের বিশেষ অবস্থা থাকে। যেহেতু মনই হচ্ছে যোগাযোগের জন্য, তাই একজন আত্মা লাভের জন্যে যোগাযোগ হচ্ছে। যোগের বিশেষত্ব হচ্ছে মনকে বশ করার উচিত নিজের থেকে আত্মার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যতা। একজন অবশ্যই মনে রাখবে যে, মনকে একমাত্র আত্মার সাহায্যে হতে পারে তিনি যদি জীবাত্মা অজ্ঞান-অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তার সাধারণ অবস্থায় জীব মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে। অজ্ঞানীজনদের মন আত্মা যদি মন জগতে অধীন হয়ে পড়ে, তাহলে মন আত্মাকে দ্বারা আত্মার হতে অন্য বস্তুগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তাই, মনকে একমাত্রে নিজে যেভাবে উচিত তাকে যে তার অবস্থা নিজে উপলব্ধি যদি আত্মাই না হয় তাহলে তার থেকে মন জীবাত্মার উদ্ধার হয়। ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আসক্তি হচ্ছে অধঃপতিত হওয়ার উচিত নয়। বিষয়ের প্রতি আসক্তির যত বেশি হবে, অধঃপতনের পরিণতির তত দূর হবে। পক্ষান্তরে যেভাবে মুক্তির পর্যায়ের পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় মনকে পরিশুদ্ধ নিযুক্ত পারে থাকা। এই কথাটিকে যোগ যেভাবে জন্য দ্বি শব্দটি একটানা ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ, এই ছয় জন্য যোগ উপর যদি, তাই এই পন্থাকে অধঃপতি বলা করা উচিত। পদ্মের বলা হয়েছে—

[illegible]
[illegible] ॥

"অর্থাৎ মনুষ্যের নিজের দ্বারা নিজের উদ্ধার করা। নিজেকে নিজের প্রতি অধঃপতিত করবে না, কারণ নিজের দ্বারা নিজের অধঃপতিত হতে উদ্ধার করুন।" (মনুস্মৃতি ৪/১১) সুতরাং কৃষ্ণভাবনার পথে অগ্রসর হিতৈষিদের কাছে এর উদ্ধার লাভ করা যায়।

শ্লোক ৬

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

বন্ধুঃ—বন্ধু, আত্মা—মন, আত্মনঃ—জীবের, তস্য—তাঁর, যেন—যার দ্বারা, আত্মা—মন, এব—অবশ্যই, আত্মনা—জীবের সংযত, জিতঃ—বিজিত, অনাত্মনঃ—যিনি মনকে সংযত করতে অক্ষম, তু—কিন্তু, শত্রুত্বে—শত্রুতার জন্য, বর্তেত—আচরণ, আত্মৈব—সেই মন, শত্রুবৎ—শত্রুর মতো।

গীতার গান

যে জন জিনিল নিজ মন আত্মজিৎ ।
সে মন সে বন্ধু তার পরেতে বলিত ॥
অজিত যে মন সেই মন নিজ শত্রু ।
অনবস্থী হয় তথা বিরুদ্ধ বিপক্ষ ॥

অনুবাদ

যিনি জীব মনকে জয় করেছেন, জীব মন জীব পরম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম, জীব মনই জীব পরম শত্রু।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরে পরমাত্মা লাভ, তার মাধ্যমে পরমপুরুষ ভগবানের পথে যে বন্ধুর আত্মা অগ্রসর করতে পারে। অন্যদিকে যা পথে যোগাভ্যাসের যোগাসনে বসাতে কেবল বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। যে অনুচর মনকে বশ করতে অক্ষম, সে অবশ্যই তার পরম শত্রুর মতো কাজ করবে। তার ফলে,

তার জীবন ও তার উদ্দেশ্য, দুটি নষ্ট হয়ে যায়। জীবনে অবশ্য হচ্ছে তার প্রভুর আজ্ঞা পালন করা। তার অবশ্য অধিক শত্রু হয়ে যাবে, অবশ্যই তাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদির আজ্ঞা পালন করতে হয়। কিন্তু যদি সেটা জীবিত হয়, তখন পরমাত্মাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত যে ভগবান জীব আছেন পরমাত্মা জীব স্বয়ংরূপ হয়। যোগাভ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, হৃদয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জীব আজ্ঞা পালন করা। যেটি করা আত্মজিৎদের কৃষ্ণভাবনাময় জীবন করে, তখন সে জানতে পারে যোগের আসনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হয়।

শ্লোক ৭

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জিতাত্মনঃ—জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্তস্য—প্রশান্ত ব্যক্তির, পরমাত্মা—পরমাত্মা, সমাহিতঃ—সমাধিস্থ, শীত—শীত, উষ্ণ—উষ্ণ, সুখ—সুখ, দুঃখেষু—দুঃখে, তথা—এবং, মান—সম্মান, অপমানয়োঃ—অপমানে।

গীতার গান

প্রশান্ত যে জন সেই সর্বজিৎ জিত ।
আত্মজিৎ মন পরমাত্মা সমাহিত ॥
শীত শীত তার সুখ মন অপমান ।
জিত মন যার তার সকলই সমান ॥

অনুবাদ

জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর কাছে শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ এবং সম্মান ও অপমান একই রকম।

তাৎপর্য

পরমাত্মাকে প্রত্যেক জীবের অন্তরে বিরাজ করেন যে ভগবান, তাঁর আদেশ পালন করাই হচ্ছে জীবের কর্তব্য। যাঁরা আত্মজিৎ হয়েছেন তাঁরা তাঁর কাছে বিনীত হয়, তখন জীব তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে। তাই, শেষ

একটি যোগ অভ্যাস করার জন্যে মন যখন সাহস হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি যোগ পথাবলম্বী উন্নতির হয়েছেন। অন্যথায় অবশ্য অসম্ভবই পালন করতে হয়। মন যখন শান্ত অনুভবিতে নিবিষ্ট হয়, তখন অন্যান্যের অবশ্য নিয়োগের জন্য ছাড়া আর কোন বিষয় নয় থাকে না। এভাবে অসম্ভবই উপলব্ধি করার পথাবলী যোগের জন্য যোগ নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হতে হয়। মনকে অবশ্য করার ফলে মন অন্যান্য যোগেরই পাশাপাশি নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। কৃষ্ণভাবনাময় অন্তরঙ্গ যোগেতু অধিকারে এই অভ্যাসের জন্য উপযুক্ত হয়, যদি তিনি খুব দৃঢ়, শীত-উষ্ণ আদি দ্বন্দ্ব অধিকারের চিত্ত অবলোকন প্রভাবিত হন না। এই অবস্থাতে মন হয় অবস্থানিক সমাধি অবস্থা অবলম্বন-অভ্যাসের।

শ্লোক ৮

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান, বিজ্ঞান—উপলব্ধি জ্ঞান, তৃপ্ত—তৃপ্ত, আত্মা—জীব, কূটস্থ—নিজের স্থানে অবিচলিত, বিজিতেন্দ্রিয়—নিয়ন্ত্রিত, যুক্ত—আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য, ইতি—এভাবে, উচ্যতে—বলা হয়, যোগী—যোগী, সম—সমদর্শী, লোষ্ট্র—মৃৎপিণ্ড, অশ্ম—পাথর, কাঞ্চনঃ—সোনা।

বঙ্গানুবাদ

যিনি জ্ঞান লাভী, মন জ্ঞান বিজ্ঞানেতে।
কূটস্থ বিজিতেন্দ্রিয় নিজের কার্যেতে ॥
সম লোষ্ট্র স্বর্ণ যার যুক্ত হন যোগী।
সকল অবস্থাতে যে অবিচলী ত্যাগী ॥

অনুবাদ

যে যোগী শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বয় অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি বিষয় রূপে অবিচলিত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দৃঢ়সম্ভব, প্রস্তর ও সুবর্ণ সমদর্শী, তিনি যোগারূঢ় বলে কথিত হন।

তাৎপর্য

পরম-তত্ত্বের অনুভূতি যা হচ্ছে পূর্ণজ্ঞান বিজ্ঞান যোগ পারদর্শিতা যেটি। পাত্রে বলা হয়েছে—

যথা শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞে ন জ্ঞানমাত্রমিহেষ্যতে।
যোগাঙ্গত্বে হি জিজ্ঞাসা ব্রহ্মণো স্বরূপতঃ ॥

"যথা অনুভূতি বিজ্ঞানের বলা যেটি শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্য অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যথায় যোগ অভ্যাস করার সময় নিত্য চেতনার উদ্ভাস হয়, যখন অন্যান্যের অভ্যাসকৃত নাম, রূপ ও লীলার উদ্ভাস স্থান তাঁর অন্তরে অনুভূত হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/১৩৪)

এই অবস্থাটিতে হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ। কেবল লৌকিক পরিভাষার দ্বারা কৃষ্ণভাবনা লাভ করা যায় না। এই স্থান লাভ করতে হলে অন্তরঙ্গ-অভ্যাসের সময় অন্তরের সব অভাবের সৌভাগ্যবশে দূরে হয়। অন্যথায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারা কৃষ্ণভাবনাময় অভ্যাস অন্তরঙ্গ উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ তিনি সব অধিক যোগ পরিতৃপ্ত হতে পারেন। অন্তরঙ্গ-অভ্যাসের উপলব্ধির সময় অনুভূত জীব শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে সম্পর্কিত লাভ করেন। অভ্যাসকৃত অভ্যাস সম্পর্কে অন্যান্যের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়, কিন্তু পূর্ণজ্ঞান বিজ্ঞান যোগে অন্যান্য পাশ্চাত্য-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সেবাভাবের ও বিকাশ হতে পারে সম্ভাবনা থাকে। অন্তরঙ্গ-অনুভূতির কৃষ্ণভাবনাই হচ্ছেন অন্তর্যামী পরম সত্যটি, কারণ তিনি সর্বভাবেরই অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মা। তিনি সর্বশক্তি অভ্যাসকৃত জন্যে অধিকারিত, কারণ লৌকিক জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। অন্যথায় কারণে লৌকিক নিয়ম ও অভ্যাসকৃতের জ্ঞান অর্জন, উভয় ভাবে অধিকারের হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনার কারণে তার মূল্য এবং উপলব্ধি মূল্যবান যা পাশ্চাত্যের থেকে বেশি নয়।

শ্লোক ৯

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

সুহৃৎ—স্বভাবতঃ হিতৈষী, মিত্র—প্রেমময় হিতকারী, অরি—শত্রু, উদাসীন—নিরপেক্ষ মধ্যের নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ—নিরপেক্ষ মধ্যস্থকারী, দ্বেষ্য—ঘৃণ্য, বন্ধুষু—বন্ধুতে, সাধুষু—সাধুতে, অপি—ও, চ—এবং, পাপেষু—পাপীতে, সমবুদ্ধিঃ—সমবুদ্ধি, বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠ পাত্র থাকেন।

শ্রীধর স্বামী

সুহৃদ মিত্র নিন্দক বন্ধু কিংবা অরি ।
সকলের প্রতি তিনি সমবুদ্ধি করি ॥
সবান্ধব কিংবা সাধু যে পাপীষ্ঠমতি হয় ।
সকলের প্রতি সমান যোগেশ্বর প্রাপ্তব্য ॥

অনুবাদ

তিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, সম্বন্ধী, বন্ধু, ধার্মিক ও পাপাত্মা—সকলের প্রতি সমবুদ্ধি, তিনিই যোগেশ্বর নামে কথিত।

শ্লোক ১০

যোগী যুঞ্জীত সতত্মাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যোগী—যোগী, যুঞ্জীত—সমাধিযুক্ত করবেন; সতত্মাত্মানং—সর্বদা, আত্মানম্—যোগ, জ্ঞান ও আত্মাকে (মনকে) নিয়োজিত, রহসি—নির্জন স্থানে, স্থিতঃ—অবস্থিত হয়ে, একাকী—একাকী, যতচিত্তাত্মা—সংযতচিত্ত, নিরাশীঃ—নিষ্পৃহ হয়ে, অপরিগ্রহঃ—পরিগ্রহ রহিত হয়ে।

শ্রীধর স্বামী

যে যোগী সতত থাকি একাকী নির্জনে ।
নিরাশী অপরিগ্রহ চিত্তের সাধনে ॥
সংযতচিত্ত হয়ে থাকে অধিক সময় ।
ঈশ্বরেতে আত্মার জ্ঞান লীনভূত হয় ॥

অনুবাদ

যোগেশ্বর অধিক সময় পরমাত্মার সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর প্রেম, জ্ঞান ও চিন্তাকে নিয়োজিত করবেন, তিনি একাকী নির্জন স্থানে অবস্থান করবেন এবং সর্বদা সর্বপ্রকারে তাঁর মনকে লীনভূত করবেন। তিনি কামনাযুক্ত ও পরিগ্রহ রহিত হবেন।

ভাবানুবাদ

অধিকাংশ টীকাকারের মতে, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপাসনাই করা যায়। অধিক পরমাত্মা অধিক ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে মুক্তিলাভের। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য এবং পরমাত্মার অংশবাদী শ্রেণীভুক্ত আচার্যগণের মুক্তিলাভের, কারণ বিশিষ্টাদ্বৈত হচ্ছে ভগবানের শ্রেষ্ঠশক্তি রশ্মিরূপী এবং অবিচিন্ত্য পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের আংশিক প্রকাশ। অতএব, অধিক পরমাত্মা ভগবানের সেবা না করলেও শ্রেণী এবং অধিকারে পার্থক্যবশতঃ মুক্তিলাভ করে। তবে, পরমাত্মাবাদের মুক্তিলাভের কারণই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী, কারণ তিনি পূর্ণরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সম্বন্ধে জানেন। তিনিই পরমাত্মাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠজ্ঞান। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য ও সাধারণ শ্রেণী পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করতে পারেননি।

যা সাধারণ, এই শ্লোকে বিশেষ একটান সেবার হচ্ছে, যোগীকে তিনটি কারণে সর্বদাই নিরোধিত হওয়া কারণ যাতে তাঁর মনোপ্রাণ সর্বদাই নিবিষ্ট থাকে। শ্রেণীর প্রথম কারণ হচ্ছে একাকী নির্জনে ভগবান ধ্যানে নিযুক্ত একান্ত করা। দ্বিতীয়টি একান্ত ভগবান নিযুক্তকে দূরে না নিয়ে অধিক ধীর করা যায় করা। একাকীই নিরোধ ভগবানের চিন্তায় মনকে একান্ত করার পথ হচ্ছে সর্বাধিক। কারণ এই একান্তের সাথে করার জন্য নির্জনে বসবাস করা উচিত এবং যারা বিষয়কর্মী উপদ্রব থেকে দূরে থাকা উচিত। সাধারণের কারণই থাকা উচিত—ভগবান-প্রাপ্তির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিত্যাগ করা। তৃতীয় সাধারণের বলে তাঁর অন্তরাত্মার যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ তা পরিত্যাগের লক্ষণের বৃদ্ধি করে।

এই শ্লোক পাঠের ও অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণ পালন তিনিই করতে পারেন, যিনি কামনাবাসনার মুক্তিলাভকারী, কারণ পরিত্যাগের মুক্তিলাভকারীর ভগবান তাঁকেই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে আত্ম-উৎসর্গ করা। এই ভগবান তাঁকে পরিত্যাগের কোন অবকাশ থাকে না। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ মুক্তিলাভকারীদের বাণীর কথা বলেছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"নিজের প্রতি আসক্তিশূন্য হয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিষ্ঠা করে অনায়াসে যেমন অনুকূল বিষয়টুকু গ্রহণ করতেই হবে তার যুক্তিসঙ্গত। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা না ভেবে যে সব বিষয় পরিত্যাগ করে, তার উপেক্ষা পূর্ণ হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/১৪৫-১৪৭)

কৃষ্ণদাসগণের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করলেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি। অতএব, তিনি যেমন কিছুই নিজের বলে দাবি করেন না। নিজে কোন কাজ করে তিনি কোন কিছুর সমাধান করেন না। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূলে যেগুলি হবে কেবল উচিত এবং যেগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। নিজে যেগুলো প্রতি তিনি সর্বদাই উদাসীন, কারণ তিনি সর্বদাই অন্যান্যের কাছে অধীনতা। অন্যান্যরা যারা কাজের সব কাজের যেমন যেমনভাবে তেমনি করে তিনি সর্বদাই একাকী। এটি, কৃষ্ণদাসগণের অবস্থাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সেবা।

শ্লোক ১১-১২

যদ্যপি যেষাং প্রতিষ্ঠাপ্য দ্বিজবাসসমাকুলম্ ।
সাত্ত্বাস্তিকা নাভিমীতং ঠৈলঙ্গিনকুশোদরম্ ॥ ১১ ॥
ঘটোদপাত্রং মনঃ কৃত্বা পরমিত্রেষ্বিতেষিণঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুক্তাস্ যোগমাস্থাপিতক্ষয়ে ॥ ১২ ॥

যদ্যপি—পরিত্র, যেষাং—যাদের, প্রতিষ্ঠাপ্য—স্থাপন করে, দ্বিজম্—দ্বিজ, বাসসম্—বাসন, আকুলম্—নিবেদন, ৩—৩, অতি—অতি, উদ্ভিজ্জম্—উদ্ভিজ, ৩—৩, অতি—অতি, বিজম্—বিজ, ঠৈলঙ্গিনকুশোদরম্—কুশোদরের উপর মুখার্থ, ঘট উপরে পাত্রাদ্য যেমন, ঘট—যেটি আকারে, উদপাত্রম্—জলপাত্র, মনঃ—মনকে, কৃত্বা—করে, পরমিত্রে—মনকে সমান করে, ইতিতে—উচিত, ক্রিয়ে—কার্যকলাপ, উপবিশ্য—উপবেশন করে, আসনে—আসনে, যুক্তাঃ—যুক্তাসন অবলম্বন, যোগম্—যোগ অভ্যাস, আস্থ—অভ্যাসকরণ, নিরুদ্ধয়ে—মন অবলম্বন করে।

বীরচন্দ্র গান

পবিত্র স্থানেতে বসি নিয়মেন উপরে ।
ঠেলাদিন বসু আসনটি পাছাপরে ॥
অতি উচ্চে নাহি আসে অতি নীচে নয়ে ।
স্থির মন হয়ে সেথা যোগাভ্যাসে রয়ে ॥

একোহপ্যঃ মন কৃত্বা যত্ত্বিতেন্দ্রিয় ।
যোগাভ্যাসং করে ভূমি নিরুদ্ধ হৃদয় ॥

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের নিয়ম এই যে, কৃষ্ণদাসের উপর কৃপাবশতঃ আসন, যার উপরে পদ্মাসন যোগে অবস্থা উচ্চ বা অবস্থা নীচ না করে, সেই আসন পবিত্র স্থানে স্থাপন করে আসন অবিচল হবেন। যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে দ্বিজ, উদ্ভিজ ও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করে চিত্ত শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করে যোগ অভ্যাস করবেন।

তাৎপর্য

এখানে 'পবিত্র স্থান' কথাটি বীরচন্দ্রকে যোগাসনে বোঝানো হয়েছে। অভ্যাসকালে যাতে সাত্ত্বিক যোগী ও ভক্ত পুরুষগণ কাছে থাকেন, অনুকূল, কৃষ্ণদাস, ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণের অতি স্থানে অবস্থা করা ও অনুকূল বীরচন্দ্রকে যোগ নির্জন স্থানে অভ্যাসে করে যোগ অনুশীলন করেন। কিন্তু আধুনিক যুগের অধিকাংশ অনুগামীর পক্ষে এই অভ্যাসের সাথে করা সম্ভব নয়। আজকাল অনেক বড় বড় শহরে তথাকথিত যোগ অনুশীলনের ফুল বা যোগিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই শহরে অধিকাংশই উচ্চ উপার্জনের একটি ভাল মাধ্যম হয়ে পড়ে, কিন্তু সেখানে যোগ অভ্যাসের জন্য একটি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিশেষজ্ঞের, অভিজ্ঞতাই অনুপ কখনই লাভ করতে পারে না। তাই, পুরাতনগণ পুরাণে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী কলিযুগে অনুপ দেখা অসম্ভব, পরমার্থ সাধনে অশক্তি এবং সর্বদাই নানা প্রকার উপদ্রবের দ্বারা উপদ্রবিত, তাদের ক্ষেত্রে পরমার্থ সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করা।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"নিশ্চয় ও শ্রদ্ধাসহ পরিপূর্ণ এই কলিযুগে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই, এ ছাড়া আর কোন গতি নাই।"

শ্লোক ১৪-১৬

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৪ ॥

দশাত্মাত্মা নিরবদ্যশ্রিয়াবিষ্টয়া দ্বিজঃ ।
অন্তঃ সংসার্য বন্ধিত্বা মুক্ত আসীদ যথেতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তঃ—অন্তরে, আত্মানিষ্ঠ—শরীর ও মনকে, শ্রীয়া—শ্রীতে, আবিষ্টয়া—আবিষ্ট করে, আত্মনা—নিজেকে, দ্বিজ—দ্বিজ হয়ে, সংসার্য—দৃষ্টি প্রেরণ, নিরবদ্যয়া—নির্দোষ আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্ম—শীষ, দিশ—সমস্ত দিকে, ত—তা, অনবলোকয়ন্—অবলোকন না করে, দশাত্মা—দশাত্মা, আত্মা—চিত্ত, নিরবদ্যীঃ—নির্দোষ, প্রকাশিয়ে—প্রকাশ হয়ে, দ্বিজ—অবস্থিত, অন্তঃ—অন্ত, আসাদ্য—সম্পূর্ণরূপে সংযত করে, ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে), দ্বিজ—দ্বিজ, মুক্তঃ—সংসারিকভাবে, আসীদ—অবস্থান করলেন, যথা—যেভাবে, ইতঃ—এখান থেকে।

বঙ্গানুবাদ

তেন শিব ত্রিজ দিন সজন কবিহ ।
জ্ঞান অবস্থা ধীর আবেশে বসিয়া ॥
নাসিকায় অগ্রভাগ সজন দেখিয়া ।
অন্য যত দৃশ্যবস্তু সিন্ধু না দেখিয়া ॥
দশাত্মাত্মা অন্য নাহি প্রকাশহি এক ।
সংসারিক জন দেখা আসাদেহি এক ॥

অনুবাদ

শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রেখে অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দশাত্মাত্মা, অন্তঃকরণ ও প্রকাশ-এতে স্থির পূর্বক সমস্ত পদার্থ অন্য কিছু দেখে প্রত্যাহার করে, আপনাকে জীবনের সকল লক্ষ্যস্থলে স্থির করে ব্রহ্মের আবেশ আনয়নপূর্বক দেখে অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা, যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে সর্বত্র বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান। যোগাভ্যাস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরাত্মার এই পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন করা। এ ছাড়া যোগের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। জীবনের সকলের নিরবচ্ছিন্ন বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা অবস্থান না করলে জীবের কোন অস্তিত্বই থাকে না, তিনি কেবল অনন্তকাল পরমেশ্বর

ভগবান থাকেন। জীবাত্মার পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে জীবাত্মা অন্তরে পরমাত্মাকে জানার চেষ্টা করা হয়। জীবাত্মা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন পরমাত্মারই জীবাণুরূপে উপলব্ধি করতে হলে পূর্ণ প্রকাশ সাধন করতে হয়। আর, যোগীকে পুরুষোত্তম ভগবান নিরবধি এবংবিধ পুরুষোত্তম বিষ্ণু অনুভবের অবস্থানের স্থান করতে হয়। যখন অন্তরে আত্মার নিকট বৈকুণ্ঠ-পরমেশ্বর হয়ে অবস্থানকারি যোগীকে প্রকাশ নিয়ে অবস্থানকারি যোগাভ্যাস করলে কখনই যোগী হওয়া যায় না। অন্তরাত্মার ও পরম ভগবানের উপলব্ধিজনিত, বিশেষ করে যোগ জীবন পরিচালনার অভ্যাস করতে হয়। আদি পরমেশ্বর ব্রহ্মার প্রকাশ-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অন্তঃ প্রকাশ বাহ্য অবিচ্ছেদ্য সর্বদা ।
সেই বৈকুণ্ঠনাথের প্রকাশহি প্রকাশে ॥

"সর্ব প্রকার পরিস্থিতিতে সর্বদা সর্বত্র অন্তর ও বাহ্যের স্থান পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠ পরিচালনা করাকে বলা হয় প্রকাশ।" বৈকুণ্ঠ-পরমেশ্বর যদি কখনই সম্পূর্ণ যোগাভ্যাস করতে পারে না। তাই বৈষ্ণব যোগীকে প্রকাশ সাধন করার শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ তাকে যোগ জীবন পরিচালনা করার কোন প্রয়োজনই থাকে না। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে শিশুকে পাঁচ বছর বয়সে ব্রহ্মচর্যের যোগ দেয়া হয়, যেখানে ব্রহ্মচারীকে প্রকাশের পূর্ণ সাধনের শিক্ষা দান করেন। প্রকাশের পূর্ণাঙ্গতার না হলে ধ্যান, জ্ঞান সম্ভব হচ্ছি যদি যোগ যোগের পরেই অবস্থান হওয়া যায় না। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট জীবন যাপন করে যে পূর্ণাঙ্গতাকে প্রাপ্ত করে, তাকে প্রকাশারী বলে গণ্য করা হয়। এই প্রকারে যখনই পুরুষোত্তম ভক্ত সম্পর্কার প্রকাশ পাবে, কিন্তু জ্ঞানী যখন যোগী সাধনার পূর্বের প্রকাশারীকেও গ্রহণ করে না। তাহলে কিন্তু পূর্ণ প্রকাশ সাধন করা অসম্ভব কর্তব্য। অতিপ্রকাশে পূর্বের প্রকাশারীকেও গ্রহণ করা হয়, কারণ এই যোগ এক সম্পর্কারী যে, তার অবস্থান করে অন্তরাত্মার যোগ করার ফলে জীবন অবস্থা পরম সাধনা সাধনা যোগেরই পরিণতি হয়ে যায়। ভগবদ্গীতায় (৬/২৯) বলা হয়েছে—

সর্বত্র সমদর্শনঃ সর্বভূতেষু সর্বদা ।
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ॥

পরমেশ্বর ভগবানের সাথে আত্মা সম্পর্কের যোগ করে উভয়-অবস্থায় অবস্থান হচ্ছে পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য দর্শন করে যিনি প্রকৃতই প্রকাশের যোগে, আত্মার অবস্থানের নিরবচ্ছিন্ন অবস্থা যোগেরই নিকট হয়ে যায়। অন্য ছাড়া আর কোনটিই এই অবস্থানের অভিজ্ঞতার স্থান পাই না।

শিশুরাপী। পূর্বদিনে কৃষ্ণচন্দ্রকে গাছ থেকে ফেলে দেওয়া যে হয়েছে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবু রাত্রি অবসান নিকট হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কুলে ফেলবার কাল সর্বশেষ রাত্রি। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৬/৩৭) বলা হয়েছে—কাল শিশুরূপিণিং সেবাশিশুরূপধারিণং শিশুরূপধারী। কৃষ্ণচন্দ্রকে যুবতী হয়ে বধ করে কোন কৃষ্ণ বধকারী একথার অবকাশ। যদি, কৃষ্ণচন্দ্রকে বধকারী কেবল পরপুরুষ হোন অথবা পরপুরুষ পারেন। আর যেহেতু কোনোক্রমে কারও পাপ লাভ হলে, অপরাধী শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডিত করা, তাই নিশ্চয়ই কৃষ্ণচন্দ্রকে বধকারী হবেন কোন যোগী। এখানে যে যোগের কথা বলা হয়েছে, তা অষ্টাঙ্গ যোগ সমস্ত জাতির অবলম্বিত যোগশিক্ষা কোন পাত্র দিয়েছে, তা কোন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ১৩

যুক্তাকৃতিঃ সমাস্থানঃ যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিঃ নির্বিশন্ত্যাত্মে মনসস্তুপরিক্ষয়াৎ ॥ ১৩ ॥

যুক্তাকৃতিঃ—অবস্থান করে, একত্র—এই প্রকারে, সমাস্থানঃ—বসে, আসনে—যোগ, মন ও আত্মাকে, যোগী—যোগী, নিয়তমানসঃ—সংযতচিত্ত, শান্তিম্—শান্তি, নির্বিশন্ত্যাত্মে—লাভ করেছিলেন, মনসস্তুপরিক্ষয়াৎ—চিত্ত-দমন, অবিদ্যাজাত—লাভ হয়।

বীরের গান

যোগাসনে যে যোগ সাধে নিয়ত মনন।
সমাধি যোগী যোগী অদ্ভুত সাধন ॥
নির্বিশ্ন সাধন শান্তি হয় অবিকারী।
বিত্ত যার তার সাধে বধ্য বীরাবলি ॥

অনুবাদ

এরাবতী, যোগ, মন ও কর্মেন্দ্রিয়ের সাধন করার অভ্যাসের ফলে যোগীর মন সাধন যুক্ত হয় এবং তিনি অবশেষে আত্মার শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলন করার পাঁচ উদ্দেশ্য এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আর আসনের যুক্তাকৃতিতা শব্দে কেবল যোগ-আসনের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, আর

আসনের সাধন থেকে যুক্তি লাভ করাই হচ্ছে যোগ-সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আসনের উন্নতি সাধন করা অবশ্য দৈহিক নিয়ন্ত্রণের জন্য যোগ অভ্যাসে যে হয়, কারণ দীর্ঘকাল ধরে যোগী যদি দীর্ঘায়ু লাভ করেন। অবশ্যই নিশ্চিত যদি অভ্যাসকারীর পুনঃ নিধন হয়ে যাবার নয়। অবশ্যেষে মৃত্যুর পূর্ব কাল নিশ্চয়ই যোগী। যদি, অবশ্যেষে নিশ্চয়ই যদি পাশ্চাত্যের অবসান-কাল প্রাপ্তি হয়। ভগবদ্গীতায় অবসান-কালের চিত্র বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যোগী নিশ্চয়ই অবস্থানের অবস্থার জন্য মুখ, হস্ত অথবা পদ্মিন-শরিরে অবস্থান হয় না। যেখানে প্রতিটি যুক্তি মুক্তির মধ্যে অবস্থান অবস্থানে উন্নতিতে। অবশ্য কাল অবিচারণ, কিন্তু পাশ্চাত্যে এবং যোগের অবস্থিতি প্রকারভেদে পরমাত্মা কাল অথবা উন্নতির কাল বলা হয়।

যে যোগী যীয় যোগ-সাধনায় নিয়োজিত আছেন, তিনি অবিচারের অবস্থান শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন যোগেন, যীয় সম্মুখে অবস্থান পাচ্ছেন—অবিচার, মনসস্থ, মনোহরণ। তিনিই সাধক শান্তি লাভ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণচন্দ্রের যে যোগের কৃষ্ণচন্দ্র সাধক যীয় সাধন মতে অভ্যাস করার যোগাযোগ অবলম্বন করেন। অবশ্যেষে অবশ্য যোগের কৃষ্ণচন্দ্র সাধকে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭) বলা হয়েছে, যোগেন এবং সিদ্ধাবলোকয়ন্তঃ—অবশ্যেষে যদিও যীয় সমস্ত যোগাযোগে যাপন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যীয় উন্নতির নিম্নে শক্তির প্রভাবে সর্বোচ্চ দৃশ্য এবং সর্বশুদ্ধে পরমাত্মাকারে অবস্থিত নিরাকারে। অবশ্য অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ এবং যীয় অবস্থান-প্রকাশ নিজ সম্মুখে অবিচারের অবস্থান না হলে যোগ অবস্থাতেই অবস্থানের নিজ অবস্থা নিশ্চয়ই অবশ্য যোগাযোগে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকাশ লাভ করা যায় না। অতি, পূর্বদিনে কৃষ্ণচন্দ্রকে যদি তিনি অবস্থানের যোগ পাচ্ছেন, তিনিই প্রকাশ প্রকৃত যোগী, কারণ যীয় অন্য অবিচারের অবস্থান শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্তী হয়—ন হি অন্যং কৃষ্ণপ্রাপ্তিশ্চেতঃ। যোগের (ভগবদ্গীতা ৬/৮) বলা হয়েছে, তাদের নিশ্চিন্তরূপি পুরুষোত্তমি—"পরাবেশ অবস্থান শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকে পাবার পরাবৃত্তি অন্য ও মুক্তির দ্বারা যোগে নিয়ত পাবার যায়।" এর থেকে বোঝা যায় যে, যোগাবস্থায় একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পক্ষে থেকে মুক্ত হওয়া। অতিরিক্ত যোগাভ্যাস বা শারীরিক অবস্থান, যেখানে যোগাবস্থায় যোগের উদ্দেশ্য নয়।

শ্লোক ১৪

নাসাগ্রদৃষ্টিরচলা স্বকালাভ্যসনাদ্যয়া।
ন প্রতিক্ষণবীর্যস্য প্রাণায়ামো হি তদ্বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

ন—না, অতি—অত্যধিক, অশ্নতঃ—ভোজনকারী, তু—নিশ্চয়, যোগঃ—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, অতি—অত্যন্ত, ন—না, চ—ও, একান্তম্—নিরালা, অনশ্নতঃ—অনাহারীর, ন—না, চ—ও, অতি—অত্যন্ত, স্বপ্নশীলস্য—নিদ্রালুর, জাগ্রতঃ—জাগরণকারীর, ন—না, এব—অবশ্য, চ—এবং, অর্জুন—হে অর্জুন।

বাঙ্গালা পদ্য

অতিভোজী অনাহারী যোগে সিদ্ধ নয়।
অতিনিদ্রা অতিজাগী শুভ নহে হয়॥

অনুবাদ

অধিক ভোজনকারী, নিরাহার অনাহারী, অধিক নিদ্রালু ও নিরন্তর অধিক জাগরণ উভয়ই অসুস্থ হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যোগীদের আহার ও নিদ্রা আদির কথায় বিশেষ দেওয়া হয়েছে। অতিভোজীর অর্থ হচ্ছে যে, যারা যত পারে পরিমাণের অতিরিক্ত আহার করে। অনুচিত ভাবে অপরকে যাচনা পরিহারে যারা শাক, ফল-মূল, দুধ আদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংগ্রহ করে অনুচিত ভোগ করেই উদ্বিগ্ন হয়। ভগবদ্গীতায় এই ভাবের আলোচনা পাওয়ায় পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনকে বলা হয়েছে। আমার ভক্তিযোগ-সম্পর্কে অনুচিত আহার। আদি, যারা অন্য-আদি আহার করে, যারা শাক করে, কৃত্রিমভাবে অথবা অবৈধ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে আহার করে, তারা আহার-ভোগের অপব্যবহার নিবেদনের পরিবর্তে অপরের ধন ভোগ করে। কৃষ্ণকে যে ভাবে পাওয়া যে পরমেশ্বরভগবান। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কেবল নিজের উদরের-তৃপ্তির জন্য রন্ধন করে এবং আহার করে, সে পাপ ভক্ষণ করে। যে একাদশী পালন আহার করে না প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে, সে কখনই যোগে অনুশীলন করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করাই হচ্ছে একাদশী পালন। কৃষ্ণভাবনামৃতের ভক্ত ভগবানকে উৎসর্গ না করে কখনই কিছু গ্রহণ করেন না। আদি, কৃষ্ণভাবনামৃতের ভক্তই কেবল যোগাভ্যাসে পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। কিন্তু যে অজ্ঞাত উপায়ে একাদশী তিথি পালন করে কৃত্রিম উপায়ে আহার পালন করে, সে কখনই যোগ অনুশীলন করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের ভক্ত শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে উপবাস পালন। তিনি যথাযথভাবে অতিরিক্ত আহারের কথা না, আবার উপবাসের

কথাও না। আদি, তিনি যোগ অভ্যাস করার জন্য একাকী উপযুক্ত। যে ব্যক্তিগণের অতিরিক্ত আহার করে, যে সুখের জন্যেই নানা প্রকার কষ্ট ভোগে এবং যার মধ্যে যে ব্যক্তিগণের অতিরিক্ত ঘুমায়। ও অতির যেমি ঘুমানো কারণ পরেই উচিত নয়। যেমন অতির মতো যে যত অতির যেমি ঘুমায়, সে অবশ্যই অসুস্থতার ভাবে প্রাপ্তিবিধি। যে অনুচিত ব্যক্তিগণের ভাবে আছেন, যে অবস্থাকারী অথবা এবং অবশ্যই নিদ্রালু। সেই অনুচিত যোগ অনুশীলন করতে পারে না।

শ্লোক ১৭

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাবোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭॥

যুক্ত—নিয়ন্ত্রিত, আহার—ভোজন, বিহারস্য—বিহার, যুক্ত—নিয়ন্ত্রিত, চেষ্টস্য—চেষ্টাবিশিষ্ট, কর্মসু—কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানে, যুক্ত—নিয়ন্ত্রিত, স্বপ্নাবোধস্য—নিদ্রার ও জাগরণ বিশিষ্ট, যোগঃ—যোগ অভ্যাস, ভবতি—হয়, দুঃখহা—দুঃখনাশক।

বাঙ্গালা পদ্য

যুক্তচারী বিহার যে যুক্ত কর্ম চেষ্টা।
যুক্ত নিদ্রা যুক্ত জাগি যোগ পরাদৃষ্টি॥

অনুবাদ

যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়ন্ত্রিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

তাৎপর্য

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এগুলি হচ্ছে দেহের প্রবৃত্তি। পশুদেহধারণে এদের আহার না করা হলে এরা দেহের সঙ্গে অবিনশ্বর হয়ে থাকে। ভগবদ্গীতায় বিভিন্ন প্রকার সহজ করার জন্যেই আহারের প্রবৃত্তিকে সংযত করা যায়। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা, পাতা, পাপড়ি, ফল, মূল, দুধ আদি নিবেদন করা যায়। এরকমই কৃষ্ণভাবনামৃতের ভক্ত অনুচিত আহারের অবলম্বন, পরমেশ্বরের প্রসাদভুক্ত নয়, এমন খাদ্য গ্রহণ করার নিষেধ পালন করেন। কৃষ্ণভাবনা

সর্বশক্তি, যাঁর কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্য পালন করার কারণে, তাঁকে তিনি ব্যতীত অন্যান্য দিব্য উপাসকদের চেয়ে বড় শক্তি দান করেন। অন্যশ্চলন্তঃ—কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে একটি মুহূর্তও থাকতে চান না। তাই তিনি পূর্ণ শক্তি লাভের নিমিত্ত জন্য যত্ন করেন। এই শিক্ষার যাঁরা আদর্শ হচ্ছেন শ্রীল রূপ গোস্বামী, তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য দুই মণিরত্ন জন্য নিজে যোগেন, কখনও কখনও আবার ঘরের বাইরে। মহাজনগণ উপদেশ দিয়েছেন যিনি লাভ করে জন্য না করে মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণসেবা না করে তাঁকে পশুর চেয়ে পশুতর বলেছেন। কৃষ্ণসেবা ছাড়া কৃষ্ণভক্ত আর কোন কাজই করেন না। তাই, যাঁর পরিপূর্ণ শক্তি বলতে এবং উদ্বিগ্ন-কৃষ্টির সম্পূর্ণ যোগ দেয়। কৃষ্ণভক্তের যেহেতু উদ্বিগ্ন-কৃষ্টির কখনো থাকে না, তাই তাঁর কাজ কৃষ্ণসেবায় অবলম্বন যোগ্য। যেহেতু তাঁর কাজ, বাক্য, চিন্তা, ভাবনাসহ এবং সব প্রকারের নির্দিষ্ট কর্ম কৃষ্ণসন্তুষ্টির, তাই তিনি কখনই কাজ-কালাদির ক্রম যোগ করেন না।

শ্লোক ১৮

যত্র বিনিয়তং চিত্তমাত্মনো নাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যত্র—যখন, বিনিয়তম্—নিয়ন্ত্রিত থাকে, চিত্তম্—মন এবং তার কার্যকলাপ, আত্মনি—আত্মাতে, এব—নিশ্চয়ভাবে, অবতিষ্ঠতে—অবস্থান করে, নিস্পৃহঃ—স্পৃহাশূন্য, সর্ব—সমস্ত, কামেভ্যঃ—কামনা থেকে, যুক্তঃ—যোগযুক্ত, ইতি—এভাবে, উচ্যতে—বলা হয়, তদা—তখন।

বাংলা পদ্য

যখনেতে বিনিয়ত চিত্ত আত্মাতেই।
নিস্পৃহ যে সর্বকামে সেই যোগযুক্তই ॥

অনুবাদ

যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন, তখন তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় আছেন বলা হয়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের থেকে যোগীর কার্যকলাপের পার্থক্য হচ্ছে যে, যোগী যেমন অবস্থাতেই জড়-জাগতিক কাজের-বাসনা বিশেষ করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হন না। অর্থাৎ যোগীর অনুভূতি এত সংযত যে, তিনি কোন প্রকার জাগতিক বাসনার দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না। কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করলে যোগীর এই শক্তি উপলব্ধি করা যায়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/১৮-১৯) বলা হয়েছে—

> ॥ যে চ মূঢ়া জনৈরেষাং
> বার্তাদিভিরসদ্ব্যবহারৈঃ ।
> আত্মনি প্রত্যয়াদ্যৈরবিদ্বাংসো
> ভ্রাম্যন্তি কামলোভাদিভির্হতধিয়ঃ ॥
> ভূতৈর্গৃহীতবলিভির্ভবদীয়ভৃত্যা
> ভবদ্ভয়াপহমুপাসত উদ্বিতৃষ্ণাঃ ।
> ত্বয্যুদ্বহন্ত্যথ মহান্তমিহোরুভারং
> যৎপাদপদ্মমকরন্দরসং পিবন্তি ॥
> যে ত্বন্যথা চ পুনরন্যথা
> যদ্বাসনাবসনবদ্ধধিয়ো ভ্রমন্তি ।
> ব্রহ্মাণ্ডকোটিষু হ কোটিশ ঈশ্বরা
> বিশন্তি যন্নিহ ন যন্তি পুনর্ভবোর্ম্যাম্ ॥

"অজ্ঞানের অন্ধকারে যাঁর জন্মের জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের দ্বারা লাভ করেছিলেন। তাহলে তখন তিনি যাঁর জন্যে শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী লীলা কথার নিরন্তরের করেছিলেন। যাঁর ভক্ত দ্বারা তিনি জগতের অশেষ মঙ্গল করেছিলেন, যাঁর জ্ঞান-ইঙ্গিত দ্বারা জগতের লীলা জ্ঞান করেছিলেন, যাঁর বাক্য দ্বারা জগতের অহৈতুক জ্ঞান দান করেছিলেন, যাঁর ভক্ত-ইঙ্গিত দিয়ে তিনি জগদ্বাসীকে প্রেম স্পর্শ করেছিলেন এবং যাঁর ভ্রূ-ইঙ্গিত দিয়ে তিনি জগতের শ্রীচরণে অর্পিত পাদ্য কুসুমের ভ্রমর রূপে গ্রহণ করেছিলেন। যাঁর জিহ্বা দিয়ে জগতের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, যাঁর পদযুগল দ্বারা তিনি বিশ্বের ভ্রমণ করেছিলেন, যাঁর মস্তক দিয়ে তিনি জগতের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং যাঁর মনের দ্বারা জগতের তিনি জগতের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। এই সমস্ত অহৈতুকী কার্যাবলি তাঁর ভক্তেরাই সেবা।"

ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে এই আত্মার আত্মার কথা অনুভব করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে সঙ্গে তা অসম্ভব দূরত্ব এবং অসম্ভবকে, যা মহাজনের অভিজ্ঞতায় শাস্ত্রবিধানের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। অসম্ভবের সম্ভাবনার ধারা যদি অসম্ভব না অসম্ভব জীবনের মধ্যে একান্ত হয়, তাহলে পরিণত আত্মার জ্ঞান-চেতনা এই সকল ভাবনাকে গ্রহণ করে। অধিকন্তু এই ধারণা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির দ্বারা হয় 'অর্চন' অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানগ্রাহ্যে চেতনা নিয়োজিত করা। তা-ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কোন না কোন কর্মে অবশ্যই নিযুক্ত করতে হয়। কার্যবিধির মধ্যে তা-ও ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্যের দ্বারা কোন মতেই সম্ভব নয়। অতি, সাধারণ মানুষের নিকট কেবল যারা সাধারণ আত্মার গ্রহণ করেন, তাদের পক্ষে পূর্বোক্তিত নিতি অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে ও মনকে জ্ঞানগ্রাহ্যে চেতনে নিয়োজিত করাটি অসম্ভব-বাহ্যিক অর্থাৎ পাত্র। জ্ঞানানুশীলনের ধারে দুরূহ স্থান বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

যদা বীণা নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যদা—যেমন, বীণা—বাতি, নিবাতস্থঃ—বায়ুশূন্য স্থানে, ন—না, ইঙ্গতে—বিচলিত হয়, সা উপমা—সেই উপমা, স্মৃতা—বিবেচিত হয়, যোগিনঃ—যোগীর, যতচিত্তস্য—সংযতচিত্ত, যুঞ্জতঃ—অনুশীলনী, যোগম্—যোগ, আত্মনঃ—আত্ম-বিষয়ক।

বাংলা অনুবাদ

যদা বীণা বিনা বায়ু স্থিরভাবে থাকে।
উদ্ভব উপমা সেই যোগীর নিকটে ॥

অনুবাদ

বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিন্তাশক্তি নিয়োজিত অনুশীলনী যোগীর চিত্তের যোগনীতিতে অবিচলিত থাকে।

তাৎপর্য

অজ্ঞান না থাকলে দীপশিখা যেমন স্থিরভাবে জ্বলে, অবিচলভাবে পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকেন যে ভক্ত, তাঁর চিত্তের সেই দীপশিখার মতোই স্থির চিন্তন।

শ্লোক ২০-২৩

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

যত্র—যে অবস্থায়, উপরমতে—নিবৃত্তি হয়, চিত্তম্—চিত্ত, নিরুদ্ধম্—সব দিক থেকে সংযতচিত্ত হয়, যোগসেবয়া—যোগ অনুশীলনের দ্বারা, যত্র—যেখানে, চ—এবং, এব—অবশ্যই, আত্মনা—শুদ্ধ মনের দ্বারা, আত্মানম্—আত্মাকে, পশ্যন্—উপলব্ধি করে, আত্মনি—আত্মাতে, তুষ্যতি—তৃপ্তি হয়, সুখম্—সুখ, আত্যন্তিকম্—পরম, যৎ—যা, তৎ—তা, বুদ্ধি—বুদ্ধি দ্বারা, গ্রাহ্যম্—গ্রহণযোগ্য, অতীন্দ্রিয়ম্—অতীন্দ্রিয়, বেত্তি—জানেন, যত্র—যেখানে, ন—না, চ—ও, ন—না, এব—অবশ্যই, অয়ম্—এই অবস্থায়, স্থিতঃ—অবস্থিত, চলতি—বিচলিত হয়, তত্ত্বতঃ—তত্ত্বগতভাবে থেকে, যৎ—যা, লব্ধ্বা—অর্জনের মাধ্যমে, চ—ও, অপরম্—অন্য কিছু, লাভম্—লাভ, মন্যতে—মনে করে, ন—না, অধিকম্—অধিক, ততঃ—তার চেয়ে, যস্মিন্—যাতে, স্থিতঃ—স্থিত হয়ে, ন—না, দুঃখেন—দুঃখের দ্বারা, গুরুণা অপি—গভীর দুঃখ অধিক, বিচাল্যতে—বিচলিত হয়, তম্—তা, বিদ্যাৎ—জানবে, দুঃখসংযোগবিয়োগম্—দুঃখ অবস্থার সংযোগ-অধিক দুঃখ, বিয়োগম্—বিয়োগ, যোগসংজ্ঞিতম্—যোগসংজ্ঞাটি দেওয়া হয়।

বাংলা পদ্য

যোগীর সে আত্মস্থিতি যোগ সাধনেতে।
যোগাভ্যাস দ্বারা মনে যোগ অভ্যাসেতে ॥
বিষয় ভোগের উপরতি যোগীর প্রধান।
নিরুদ্ধ সে যোগসেবা নিষ্ঠির নিদান ॥
আত্মাদ্বারা আত্মা শুদ্ধ আত্মার দর্শনে।
নিজ সেই যোগী হয় যোগের সাধনে ॥

সত্ত্বং যে সুখ আত্মা ইন্দ্রিয়ানীহ ।
দেবা যেষাং নাহি ভাবে অস্থিরং জড়ধ্রুবং ॥
যে সুখ ইহাতে লাভ সর্বলাভ হয় ।
অন্য সব যত লাভ বিন্দু কাম্য নয় ॥
আত্মাকে ইহাতে স্থির দৃঢ় সুখেতে আছি ।
অস্থির না হয় যাকে অটল বিচারি ॥
যেবা আছি যে অবস্থা যদি লভ্য হয় ।
অস্থির-যোগের সিদ্ধি আত্মাতে করয় ॥

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের ফলে যে অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে তার বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়, সেই অবস্থাকে যোগসমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় যোগ অভ্যাসকারী আত্মার উপলব্ধি করে যেমন আত্মারামী পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। সেই আনন্দময় অবস্থায় অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভূত হয়। এই পরমাত্মিক চেতনায় অবস্থিত হলে যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোন বিন্দু পাওয়ার এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে কঠোর বিপদেরও চিত্ত বিচলিত হয় না। তাই জড়জগতের সংস্পর্শ-জনিত দুঃখ-দুর্দশা থেকে এটিই হচ্ছে মুক্তির সূচি।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলন করার ফলে প্রথমে মন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণহীন হয়ে। এটিই হচ্ছে যোগের প্রথম লক্ষণ। তারপর যোগী সমাধিতে স্থিত হন। তার অর্থ হচ্ছে—তিনি আত্মা ও পরমাত্মার এক লাভ করার ফলে জড় থেকে মুক্ত হয়ে অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় ও চিত্তের দ্বারা পরমাত্মাকে অনুভব করেন। যোগমার্গ পরমাত্মার পরমাত্মার যোগসূত্রের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কলি যাতায়াত জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আকাশ স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করে এবং অভিজ্ঞতাহীন যোগীকে বুঝি বলে মনে করে, কিন্তু তার পরমাত্মার যোগ প্রণালীর অনুকূল অবলম্বন উপলব্ধি পারে পারে না। পরমাত্মার যোগসমাধিতে আত্মার পরমাত্মার উপলব্ধির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞতাহীন তা বর্ণনা করে না, কারণ তা হচ্ছে যোগের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে ভাব বলে পরিচিত হয়। অবশ্য ও আত্মার দ্বৈতভাবে অভিজ্ঞতাহীন বর্ণনা করে না, কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে আত্মার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার

অবস্থা অনুভূতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই কথার বীজ্যুক্তি দিয়ে যোগের ধারা পরম্পরাগত ভূমি, যিনি হচ্ছেন যোগের প্রবর্তক ভগবান। এই শ্লোকটি বীজ যোগসূত্রের (১/১৬) সাথে যোগের—সুক্ষ্মবস্তুবিষয়ত্বং চাগ্রলিঙ্গপর্যবসানম্ নৈরপেক্ষ্যং তদ্বৎপ্রতিষ্ঠং বা ইন্দ্রিয়প্রতিষ্ঠং বা।

এই ইন্দ্রিয়গুলি অবশ্য অন্তরাত্মার শক্তি হচ্ছে আত্মারই। পুরুষার্থ শব্দের যোগের পার্থ, অর্থ, কাম এবং পরিণামের প্রত্যেকের সাথে এক হয়ে অবস্থান করেছি। প্রত্যেকের সাথে একীভূত হওয়াকে অতীন্দ্রিয়তার বলেন নৈরপেক্ষ। কিন্তু পরমাত্মার সম্পর্কে এই নৈরপেক্ষ হচ্ছে সেই নিজ অন্তরাত্মা শক্তি, যার দ্বারা জীব তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। জীবাত্মার অন্তরাত্মা জীব শিক্ষাগুরু এই অন্তরাত্মার অন্তরাত্মা, যোগেশ্বরেশ্বরের অন্তর্যামী ভগবান বর্ণনাকে বর্ণনা করা। চিত্তের এই অবস্থা হচ্ছে পরমার্থ বুদ্ধি, অন্তর অন্তরাত্মা/অতীন্দ্রিয়তা। অন্তরিক্ষ নিজের অন্তর এই বিষয়ের অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১০/৬) এটাকে বলা হয়েছে অন্তরাত্মা অবস্থিতিঃ কৃষ্ণানুভূতিরেব এই শ্লোকের সেই একটি কথা বলা হয়েছে।

চিন্তাকে পরে, অবশ্য অন্য অভিজ্ঞতার পরিধি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে অবসান। যোগের চিন্তা চিন্তাকলন শুরু হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, অন্তরাত্মা অবস্থিতিঃ —এটি হচ্ছে 'জীবাত্মার পরমার্থ স্বরূপ'। এই স্বরূপ বলে নিরপেক্ষভাবে বলা যায়ের যায়ে, তখন জীবাত্মা অন্তরাত্মা হয়। এই নিরপেক্ষতা না অবস্থানে যোগের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ এই নয় যে, কখন আবার নিজে অবস্থানে নিজেন হয়। পরমাত্মার মুনি এই শব্দের সমর্থন করে বলেছেন—নৈরপেক্ষ্যং তদ্বৎপ্রতিষ্ঠং বা ইন্দ্রিয়প্রতিষ্ঠং। এই ইন্দ্রিয়গুলি বা অন্তরাত্মার অবস্থান হচ্ছে পরমার্থ জীবন। যোগের-সূত্রের (১/১/১৪) সেই কথার বীজ্যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে, অবস্থানমেবেতরত্র। এই অন্তরিক্ষ অন্তরাত্মার অবস্থানটি হচ্ছে যোগের প্রথম লক্ষ্য এবং অভিজ্ঞতার অবস্থা কখনো অবস্থানে এই অবস্থা পাওয়া কখন যায়। অনুরূপ অবস্থায় অভিজ্ঞতার নিম্নস্তরে বর্ণনা করা হয়।

এই অধ্যায়ে পরিণত যোগপদ্ধতির পদ্ধতি দুটি প্রকারের—'সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি' ও 'অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি'। নামের প্রথম পার্থক্যের অনুসারে যখন অন্তরাত্মার দ্বিতীয়ে বলা হয় 'সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি'। 'অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে' যোগের প্রথম স্তর নিয়ন্ত্রণের যোগের সম্বন্ধ থাকে না, কারণ এই দ্বিতীয়ে তিনি সব প্রকার ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা অতীত। এই চিত্ত অবস্থায় অতীন্দ্রিয় যোগী কখনো কোন বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হন না। যোগী যদি এই স্তরে উন্নীত না হতে পারেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর যোগাভ্যাস পালন হয়নি। অনুভূতির সূক্ষ্মতার কথাকথিত যোগ, যা বিভিন্ন

[illegible] যে নিজেকে জেনেছে যে উপলব্ধি পায়।) এখন কি, যে যোগী যৌগিক সিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট, তেমন ব্যক্তিও যোগী নয়। যোগী হতি যোগের আনুষঙ্গিক উপলব্ধির প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তবে সে যোগের যথার্থ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, যেটি কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। হতি, যারা যোগ-অভ্যাসের কারণে যেখানে কখনো তাদের সিদ্ধি বলতে কেবল আত্মিক যোগকে, তারা যোগের অন্যান্যতাকে বোঝে। কারণে যোগের উদ্দেশ্য যে, বিভিন্ন যোগ-পদ্ধতির সম্বন্ধে [illegible] বর্ণনা হয়েছে।

এই দুটো যোগ-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা লাভ। এই যোগপদ্ধতি বর্ণনা হয় না। অন্যান্যগুলি পালন করলেও মানুষের উচিত যে অন্তরঙ্গ আনন্দ আস্বাদন করা, তার ফলে তিনি আর কোন প্রকার কিছু দুঃখভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন না। শরীরযুক্ত এই জীবিতকে ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগের অনুশীলনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি আছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনা অথবা ভক্তিযোগের অনুশীলনে যোগের কোন অসুবিধা নেই।

ধ্যানযোগ এই জন্য শ্রেষ্ঠ আছে, ধ্যানযোগ আয়ত্ত, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম আদি জন্য যোগের প্রক্রিয়াগুলিকে (অষ্টাঙ্গ যোগ)। কিন্তু যদি ভক্তিযোগের বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে কখন এই আত্মপ্রকাশকারী যোগের হয়, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয় না। [illegible], অন্য জীব জীবিত থাকলেও তাদের [illegible] নিয়ন্ত্রণ করাকেন, তিনি অনুভূতি যোগ করে সমাধিস্থ লাভ করতে চেষ্টা করেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের আত্মকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। তিনি দুর্গন্ধ, যোগ, আসন, প্রাণায়াম কি অন্যান্য নিয়মে আবদ্ধ হন। অনি আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে থাকলে থাকলে তিনি সম্পূর্ণ সফল। যোগ দুর্গন্ধটি [illegible] করতে পারে না। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১৪) বলা হয়েছে—আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ। তিনি এই সমস্ত প্রাথমিক পদ্ধতিগুলিকে পথ করেন, কারণ তিনি আনন্দময়ী জানেন যে, এগুলি অনিত্য—এগুলি আসবে ও যাবে, অনি, তিনি কৃষ্ণভাবনা করলেই, এগুলি আর প্রয়োজন হয় না। একারণে তিনি যোগের পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৪

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ।
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

স—সেই যোগ, নিশ্চয়েন—অবিচলিত অধ্যবসায়, যোক্তব্যঃ—অভ্যাস করা উচিত, যোগঃ—যোগপদ্ধতি, অনির্বিণ্ণচেতসা—অবিচলিতভাবে, সঙ্কল্প—অভিলাষ, প্রভবান্—জাত, কামান্—কামনা, ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে, সর্বান্—সমস্ত, অশেষতঃ—পূর্ণরূপে, মনসা—মনের দ্বারা, এব—অবশ্যই, ইন্দ্রিয়গ্রামম্—ইন্দ্রিয়সমূহকে, বিনিয়ম্য—নিয়ন্ত্রিত করে, সমন্তাৎ—সবদিক থেকে।

নীরস পদ্য

ইন্দ্রিয়ের ধৈর্য আর নিশ্চয় আত্মিক ।
যোগপদ্ধতি নাশি ছাড়ি নিজের প্রাণিক ॥
সঙ্কল্প সমস্ত দ্বারা না হয়ে কিঞ্চিৎ ।
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে করিবা বিহিত ॥

অনুবাদ

অবিচলিত অধ্যবসায় ও নিশ্চয় সহকারে এই যোগ অনুশীলন করা উচিত। সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

যোগীকে পূর্ণ সাফল্য ও ধৈর্য সহকারে অবিচলিত থেকে যোগ অভ্যাস করতে হবে। এক সময় বা এক সময় সাফল্যের তিনি অসম্পূর্ণ হলে—একান্তই পূর্ণ অসম্পূর্ণ হলে সাধীন ধৈর্য সহকারে এই পথ অনুসরণ করতে হবে। অসময় সময়ে নিশ্চয় হলে হতোদ্যম হওয়া কখনই উচিত নয়। কারণ পূর্ণ সাফল্য লাভে তিনি যোগ অভ্যাস করেন, তিনি অসম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন। ভক্তিযোগের সম্বন্ধে ঠিক এমন যোগপদ্ধতি বলেছেন—

ইন্দ্রিয়ানামনুৎপত্তিঃ প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ।
সর্বত্রাসংগ লাভো দূরাৎ হরিবিমুখাৎ প্রতিহারঃ ॥

"আত্মজ্ঞানী ইন্দ্রিয়, ধৈর্য ও পূর্ণ নিশ্চয় সহকারে প্রত্যাহারের অবিচল অনুকূল করে থাকে এবং যোগের সফলতাকে বর্ণনা করেন তাদের অবিচলিতের সাফল্য লাভ করে থাকে।" (ভক্তিরসামৃত ৩)

[illegible] সাধক সাধনের সেই চরমটি পর্যন্তি পৃথিবি অনুসরণ করা উচিত, যার জন্য সাধনের আরম্ভ তেমন নিয়েছিল। একটি চরমটি পর্যন্ত অনুসরণ করেও যদি কোনোদিন, কিন্তু মহাপুরুষের কৃপায় সাধক সেই নিয়মটি ভেঙে যায়। আবার অবিচল চিত্তে সেই চরমটি পর্যন্ত অনুসরণ করতে আরম্ভ করে তার নিয়মটি নিশ্চিত নিতে দিতে। কিন্তু অনুচ্ছ তার সেই আরম্ভের কর্মপদ্ধতি করেনি। তখন সেই চরমটি পর্যন্ত অনুসরণ অবিচল রেখেছে সাধক তার তার শেষটি চেষ্টাটি অনুসরণ করা তুলনায় সাধন। তার এই অবস্থায় সাধকের জন্য সাধনটি তাকে পরিত্যাগ করতে লাগল। এদিকে সেই চরমটি পর্যন্ত তখন প্রতিদিনের ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে নিপুণ সাধক সাধনিকার পরিপূর্ণ করতে সেই কথা শেষটিকে এবং তাঁর শেষটি শেষটির জন্য অনুভূতিতে তাঁর মনের করে দিলেন। তিনি সেই শেষটি চরমটি পর্যন্তিটিকে শেষের সেই অনুভূতি দিতে এলেন। সাধক চরমটি পর্যন্তি এই শুধু সাধক শেষে দুঃখ করে তাকে সাধনার অবস্থার পরিচিতটি দিলেন। তারপর তিনি অনুভূতিকে আরোপ করলেন চরমটি পর্যন্তি নিয়মটি নিশ্চিত দিতে, যার যে যদি জ্ঞ না করে, তা হলে তিনিই সেই চরমটি পর্যন্তি অবস্থাটি বর্ণনা করলেন, সেই কথাতে তিনি অনুভূতিকে অবিচল দিলেন। তাঁরপরে যাতে অনুভূত তখন চরমটি পর্যন্তি নিয়মটি নিশ্চিত দিলেন। একমাত্রই সাধকের কৃপায় সেই চরমটি পর্যন্তি তার ভিন্ন দিতে শেষের তুলনা হল।

তোমাদি, তোমাদের কথা, বিশেষ করে অবস্থাতের তোমার সাধনের অভিজ্ঞতার সাধক সাধনের জীবন বর্তমি যাতে তার হতে পারে। কিন্তু সেই যদি ঐশ্বরিক নির্দেশ তাকে অভিজ্ঞতের অনুশীলন করেন, তখন অবশ্য তাঁকে নিজেদের সাধনা করতেন, কেন না যে নিজেকে সাধনায় করে, অবশ্যই তাকে তার অবস্থাকে সাধনা করেন।

শ্লোক ২৩

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫॥

শনৈঃ শনৈঃ—ধীরে ধীরে, উপরমেৎ—নিবৃত্তি করে, বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা, ধৃতিগৃহীতয়া—ধৈর্যযুক্ত, আত্মসংস্থম্—নিজের স্বরূপে স্থিত, মনঃ—মন, কৃত্বা—করে, ন—না, কিঞ্চিদপি—অন্য কোন কিছুই, চিন্তয়েৎ—চিন্তা করা উচিত।

ধীরার থাক

ধীরে ধীরে উপরাম নিয়ম কোরবে।
আত্মস্থিত মন করি বিরাম চিন্তাকে॥

অনুবাদ

(পূর্বোক্ত) বুদ্ধির দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে আত্মাতে স্থির করে এবং অন্য কোন কিছুই চিন্তা না করে সর্বদিক্ হতে হয়।

ব্যাখ্যা

শুধু নিয়মে ও বুদ্ধির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশ করতে হয়। একেই বলা হয় 'প্রত্যাহার'। শুধু নিয়মে, যোগে ও ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হয়ে অন্তরে অন্তর্মুখতাকে সাধক করে সর্বদিক্ করতে হয়। তখন আর কোনটে আত্মবুদ্ধি হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সাধনাতে বলা যায়, যতক্ষণ কর্ম কোনো অস্থির থাকে, ততক্ষণ মন্ত্র জপাতেও মনে পুরা থাকবেন, তখনই ইন্দ্রিয়-বুদ্ধির কথা চিন্তা করা উচিত নয়। অবশেষে ধীরুক্ষের বুদ্ধির কথা দ্বারা আর কখন কোন সুখের কথা কল্পনা করতে উচিত নয়। আত্মবিচারে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করার ফলে অন্তরাত্মাকে এই স্থিতি লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৬

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬॥

যতঃ যতঃ—যে যে নিমিত্তে, নিশ্চরতি—অবিরত বিচরিত হয়, মনঃ—মন, চঞ্চলম্—চঞ্চল, অস্থিরম্—অস্থির, ততঃ ততঃ—সেই সেই নিমিত্ত থেকে, নিয়ম্য—নিয়ন্ত্রিত করে, এতৎ—এই, আত্মনি—আত্মাতে, এব—অবশ্যই, বশম্—বশে, নয়েৎ—আনবে।

ধীরার থাক

অস্থির চঞ্চল মন যখন যখন ধায়।
সেইটি করি সেই মন বশেতে রাখায়॥

আহার সময়ে জল অল্পই রাখিবে।
চঞ্চল স্বভাব তার শোধন করিবে ॥

অনুবাদ

চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে আহার স্থলে আনয়ন করে।

তাৎপর্য

মন অত্যন্তই অস্থির ও চঞ্চল। কিন্তু আহারকালে যেমনটি প্রয়োজন হয়ে, সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা, অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করা। নিজে নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করতে পেরেছেন, তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর অর্থাৎ যিনি যে আহার যতটুকু যাকে বলা হয় যোগেশ্বর, অর্থাৎ যে তার ইন্দ্রিয়ের দাস। বিষয় ভোগের নিমিত্তেই একজন যোগেশ্বর আহারেরই আয়োজন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি জন্যেই ইন্দ্রিয়ের অধীন হওয়ার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকে। বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। ইন্দ্রিয়গুলিকে পুরোপুরি বশ করার সেটিই হচ্ছে সঠিক পন্থা। আর শাস্ত্রেতে যা বলা হচ্ছে, সেটিই যোগ-শাস্ত্রের পরম বিধি।

শ্লোক ২৭

প্রশস্তলাভঃ প্রোক্তঃ যোগিনঃ সুখসুত্তমম্ ।
ইন্দ্রিয়ৈঃ শান্তরজসঃ ব্রহ্মভূয়মকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

প্রশস্ত—প্রশস্ত, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নিমিত্ত, অলাভঃ—লাভ করা, যি—নিশ্চিতভাবে, প্রোক্তঃ—বলা, যোগিনঃ—যোগী, সুখম্—সুখ, উত্তমম্—সর্বোত্তম, ইন্দ্রিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয় দ্বারা, শান্তরজসঃ—রজোগুণ প্রশমিত, ব্রহ্মভূয়ম্—ব্রহ্মভাবে পরিণত, অকল্মষম্—নিষ্পাপ।

বীরাঘব গান

প্রশান্ত হইলে মন সুখ উত্তম যোগীর ।
শান্ত হয় রজোগুণ নিষ্পাপ শরীর ॥

নিষ্পাপ হইলে সেই সহজেতে স্থির ।
ব্রহ্মভূত নাম তার শুদ্ধ সর্ব্বত্রির ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাবে পরিণত, প্রশান্ত চিত্ত, রজোগুণ প্রশমিত ও নিষ্পাপ হয়ে যাঁর মন আত্মাতে নিবিষ্ট হয়েছে, তিনিই পরম সুখ লাভ করে।

তাৎপর্য

যখন অনুচ্চ থেকেই সুখ হয়ে আত্মাকে আত্মারূপে সেবার সর্বোত্তমভাবে নিজেকেই ব্যবহারে লাগা হয় ব্রহ্মভূত। ব্রহ্মভূতি শব্দের পরিচয় (ভাঃ গীঃ ১৮/৫৪)। আত্মাকে ব্যবহারবিশেষ বলে স্থির না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। এ তো শুধু কৃষ্ণভাবনামৃত। আত্মাকেই যা কৃষ্ণভাবনামৃতের নিজ স্বরূপ পালনের জন্যেই এলো, তা তখন তার অনুচ্চ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৮

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

যুঞ্জন্—যোগযুক্ত হয়ে, এবম্—এভাবে, সদা—সর্বদা, আত্মানম্—আত্মাকে, যোগী—যিনি পরম আত্মার সঙ্গে যুক্ত, বিগত—মুক্ত, কল্মষঃ—কলুষতার অন্ত অনুচ্চ থেকে, সুখেন—অনায়াসে সুখে, ব্রহ্মসংস্পর্শম্—পরমেশ্বরের সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত হয়ে, অত্যন্তম্—পরম, সুখম্—সুখ, অশ্নুতে—লাভ করেন।

বীরাঘব গান

নিরন্তর আত্মার পালন যোগী অকল্মষ ।
সুখে ব্রহ্মসংস্পর্শ যে অতল অতল ॥
ব্রহ্মভূত হয় হয় যে যোগী তখন ।
প্রাকৃত গুণাদি আদি ব্রহ্ম অনুভব ॥
ব্রহ্মস্পর্শ বিনা হয় কেমনে তা জানি ।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মে দর্শন অর্থ ব্রহ্ম জানি ॥

অনুবাদ

এবারে আত্মজ্ঞানী যোগী কিভাবে সমস্ত জগতের সঙ্গে একত্ব লাভ করে মুক্ত হয় এবং আত্মসাক্ষাৎকার লাভের ফলে মুক্ত আত্মরূপে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞানীর অর্থ হচ্ছে জগতের সঙ্গে আত্মার যে নিত্য সম্পর্ক আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মাকে জানা। জীবাত্মা হচ্ছে জগতের অংশবিশেষ মাত্র। তাই, তার কর্তব্য হচ্ছে পরিপূর্ণ জগতের সেবা করা। জগতের সঙ্গে এই আত্মার সম্পর্কের কথা হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান।

শ্লোক ২৯

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

সর্বভূতস্থম্—সমস্ত প্রাণীতে স্থিত; আত্মানম্—পরমাত্মাকে; সর্ব—সমস্ত; ভূতানি—জীব; চ—ও; আত্মনি—আত্মায়; ঈক্ষতে—দর্শন করেন; যোগযুক্তাত্মা—কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত; সর্বত্র—সর্বত্র; সমদর্শনঃ—সমদর্শী।

বিশ্বনাথ

সর্বত্র সমান বৃদ্ধি যোগযুক্ত আত্মা।
সর্বাত্মিকা যেই যোগী দেখে পরমাত্মা ॥

অনুবাদ

প্রকৃত যোগী সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন এবং আত্মাকে সব কিছু দর্শন করেন। যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্রই আত্মাকে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় যোগীই হচ্ছেন প্রকৃত যোগী, কারণ তিনি সমস্তের অন্তরে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪.৩১.১৪) পরমাত্মারূপে ভগবান সমস্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তিনি যেমন ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়ে

অবস্থান করেন, তেমনই আবার একটি ক্ষুদ্রতম কণাতেও অবস্থান করেন। সমস্ত যোগী জানেন যে, ভগবান হচ্ছেন নিত্য চিন্ময়, যদি তিনি একটি ক্ষুদ্রতম কণাতেই অবস্থান করেন অথবা একটুকরা সং-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই অবস্থান করেন, তবু পদার্থের মধ্যে তিনি কখনও প্রভাবিত হন না। এটিই হচ্ছে ভগবানের পরম নিরপেক্ষতা। পরমাণু জীবাত্মার মধ্যেও তাঁকে অবস্থান করে, কিন্তু সে পরমাণুর মধ্যে অবস্থান করে না। সেটিই হচ্ছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য। যে আত্মজ্ঞানে যোগ লাভের ফল নয়, সে তার স্বরূপের বর্ণনা করতে পারে না। একজন কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত অনায়াসে যোগীর স্থিতি, ধ্যানযোগী ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক জানতে পারেন। কৃষ্ণ গীতায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরমেশ্বরের ঈশ্বর হাতে যাঁরা মনে করেন যে, পরমেশ্বর নামক কোনও ব্যক্তি নেই, যা কেবল জীব অথবা জড়ের সমষ্টি সমন্বয়, অথবা শিল্প বা জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সৃষ্টির সমন্বয়সাধন। পরমাত্মারূপে তিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করেন।

অধিকন্তু, প্রতিটি জীব ভগবানের ভিন্নাংশ শক্তিরূপে অবস্থিত। ভগবানের শক্তির মূল প্রকাশ হচ্ছে জীব চিৎ-শক্তি বা পরা শক্তি এবং জড়া শক্তি বা অপরা শক্তি। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জীব ভগবানের পরা শক্তির অংশ হওয়ায় সে অপরা শক্তির দ্বারা লাভ হতে পারেনা। জীব কখনই ভগবানের শক্তিতে অধিষ্ঠিত। প্রতিটি জীবাত্মা চেতন বা চেতনাময়ে ভগবানের মতো অবস্থিত।

যোগী সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, কারণ তিনি দেখেন যে, জীব তাদের কর্মফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অবস্থানের জন্য ভগবানের ভিন্নাংশ। জীব কখন ভগবানের অপরা শক্তিতে লাভ করে, অবস্থান করে, তখন সে জড় উপাধিতে আবদ্ধ হয়, আবার সে ভগবানের পরা শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে আবার ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়। উভয় অবস্থাতে জীব ভগবানেরই অংশ। সর্বভূতের প্রতি এই যে সমদৃষ্টি, তা কেবল কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিই পূর্ণরূপে লাভ হয়।

শ্লোক ৩০

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যঃ—যিনি, মাম্—আমাকে, পশ্যতি—দর্শন করেন, সর্বত্র—সর্বত্র, সর্বম্—সব কিছু, চ—এবং, ময়ি—আমাতে, পশ্যতি—দর্শন করেন, তস্য—তাঁর, অহম্—আমি, ন—না, প্রণশ্যামি—অদৃশ্য হই, সঃ—তিনি, চ—ও, মে—আমার, ন—না, প্রণশ্যতি—অদৃশ্য হন।

শ্রীরাধার গান

যে দেখে আমারে সব স্থাবর জঙ্গমে।
অন্য দৃষ্টি নাহি তার নিরখিল আমারে॥
সে হয় আমার প্রেমী অহর্নিশি হৃদি তার।
শ্রীরাধা ভাবনা ভক্ত নহে কাদাচনে॥

অনুবাদ

যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যাই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির আড়ালে হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতে যাঁরা নিরন্তরভাবে সর্বত্র কৃষ্ণকেই দর্শন করেন এবং তিনি সব কিছুই কৃষ্ণরূপে দর্শন করেন। ঋষিগণ বলেন যে, এই ভাবনার প্রভাবে তিনি তিনি ভগবানকে সাধারণ মানুষের মতো তিনি তিনি স্থানে দেখেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরই প্রকাশ, এবং তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময়। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর ঈশ্বর। এটিই কৃষ্ণভাবনার পূর্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণভাবনামৃতের বিশেষত্ব হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ করা—এই ভাব কারও পক্ষে দুর্লভ অবস্থা। আত্ম-উপলব্ধির অন্তিম কৃষ্ণভাবনার এই স্তরে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, অর্থাৎ তাঁর কাছে কৃষ্ণ সব কিছুই কৃষ্ণময় হয়ে ওঠে এবং তিনিও তখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হয়ে যান। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে তখন এক নিবিড় আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় জীব কখনই বিনষ্ট হয়ে যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণ আর কখনও জীব আমার দৃষ্টির আড়ালে যান না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য যোগ আমার আমাদের বিনাশ হয়। যাঁরা ভক্ত কখনও এই ভুল করেন না। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিরূপ নেত্রের দ্বারা যাঁরা সেই অচিন্ত্য গুণসম্পন্ন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এই শ্লোকটিতে, শ্যামসুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই জীব আমার দৃষ্টির আড়ালে যান না এবং আমিও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যাই না। যে ব্যক্তি প্রেমী জীব হলেন শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি একাগ্রচিত্তে নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করেন। এই ধরনের ব্যক্তি প্রেমী ভক্ত ভগবানকে পরিচিত হন এবং তিনি এবং সুদূরবর্তী ভগবান ভগবানকে এক চোখে দেখতে পারেন না।

শ্লোক ৩১

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১॥

সর্বভূতস্থিতম্—সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত, যঃ—যিনি, মাম্—আমাকে, ভজতি—ভজনা করেন, একত্বম্—অভিন্নরূপে, আস্থিতঃ—অবস্থিত, সর্বথা—সর্বভাবেই, বর্তমানঃ—অবস্থিত হয়ে, অপি—সত্ত্বেও, সঃ—তিনি, যোগী—যোগী, ময়ি—আমাতে, বর্ততে—অবস্থান করেন।

শ্রীরাধার গান

সর্বভূতস্থিত যেবে সর্বত্র আমারে।
ভজনে আস্থিত হয়ে সেবয়ে সে মোরে॥
সে যোগী নিখিল ভাবে সর্বত্র থাকিয়া।
আমারে সেবয়ে নিত্য আমারে ভজিয়া॥

অনুবাদ

যে যোগী সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মা রূপে আমাকে ভেদহীন আমার ভজনা করেন, তিনি সর্ব অবস্থাতেই আমাতে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

যে যোগী পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনি তাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের অনাদি অনন্ত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দর্শন করেন। যোগীদের এটি জানা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন নন। শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা বিষ্ণুরূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করেন। যা হোক, অন্যান্য জীবের অন্তরে যে অসংখ্য পরমাত্মা বিদ্যমান রয়েছেন, তাঁরাও ভিন্ন নন। তেমনই, জড়বিশ্বের অন্তর কৃষ্ণকারণার্ণবের অন্তর এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর অন্তরে যত যোগীর সংখ্যার যেমন পার্থক্য নেই। কৃষ্ণকারণার্ণবের যোগী এই তত্ত্ব জানতে অন্তর্যামীরূপে বাস করে অনাদি কাল থেকে যত পরমাত্মা তিনি সকলে শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতি করেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১৮-১৯) বলা হয়েছে যোগমায়ী যোগী সম্পর্কে বলেছেন—যিনি অন্তরাত্মা ও বিশ্বের সর্বত্রই কৃষ্ণকারণার্ণবের কারণরূপে সর্ব অবস্থাতেই বিরাজমান। অন্যত্র পদ্মপুরাণে যোগী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> বিষ্ণোরাত্মপরোক্ষেণ যুক্তো যোগো বিদো বিদুঃ ॥
> তস্মাদ্যো ভবতি বিদ্বান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবান্ ॥

"যিনি সকলের হৃদয়ে সূক্ষ্ম-কারণের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সর্বাবস্থায় শ্রীবিষ্ণুরূপে ধ্যান করেন, তিনি কৃষ্ণকারণার্ণবের কারণ রূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সান্নিধ্য লাভ করে নিজের স্বাভাবিক অনুভূতি করেন।"

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে যিনি তন্ময়চিত্তে যোগ সাধনায় লিপ্ত তিনি। সর্বশিরোমণি যোগী বলে উপলব্ধি করতে পারেন যে, পরাকাষ্ঠা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করেন, তখনই তিনি সবচেয়ে অনুভূত যোগে যুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের অসীম পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে (ব্রহ্মসংহিতা ঐশ্বর্যময় ১/৪১) বলা হয়েছে, এমনকিনি যদি কখনো যোগেশ্বরেরা—"অসীম অনন্তের প্রকাশক, তিনি সর্বজনের সর্বদেশে হৃদয়ে বিরাজমান।" অনুরূপভাবে, স্মৃতি-শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

> একো এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বগতো ন সংশয়ঃ ।
> ঐশ্বর্যাদ্বিশ্বরূপো ঽসৌ দ্বিধেব সমবস্থিতঃ ॥

"অসীমের অনন্ত শ্রীবিষ্ণু বিশ্বলোকে সর্বত্রবিদ্যমান। তাঁর অসীম পরিধি সম্পর্কে অনন্ত বিস্তারের তিনি সর্বদাই বিরাজমান। স্মৃতিতে আরো বিশেষ একটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়।"

শ্লোক ৫৭

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৫৭ ॥

আত্ম—নিজের, ঔপম্যেন—তুলনায় যারা, সর্বত্র—সর্বত্র, সমম্—সমভাবে, পশ্যতি—দর্শন করেন, যঃ—যিনি, অর্জুন—হে অর্জুন, সুখম্—সুখ, বা—অথবা, যদি—যদি, বা—অথবা, দুঃখম্—দুঃখ, সঃ—সেই, যোগী—যোগী, পরমঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ, মতঃ—মনে করা হয়।

বঙ্গানুবাদ

> সমুদায় পুরুষ আর কেহ নহে পর ।
> প্রাকৃত বিচারে নাহি স্বপর অপর ॥
> নিজ সুখ নিজ দুঃখ অন্যেতে ব্যবহার ।
> যোগী সে সর্বদর্শনী সর্বত্র সমার ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের অনুরূপ দর্শনসহকারে দর্শন করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকারণার্ণবের অধীনে রয়েছেন পরম যোগী। তিনিই অনুভূতির পরিপক্বতায় নিজে সর্বজনেরই সুখ-দুঃখ সম্পর্কে সচেতন। অন্যান্যের মধ্যে তাঁর পক্ষের সম্পর্কের জন্য দুঃখে অবস্থান করেন বলেই জীব প্রেমপরায়ণ হয়। অন্যের পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই যে বিষ্ণুরূপে পরম কারণিকরূপের পরম যোগেশ্বর, সমস্ত যোগ ও জ্ঞানযোগের অধিপতি এবং সমস্ত জীবের অন্তরে সুস্থির, সেই সম্পর্কে উপলব্ধি করেই তাঁর সুখের কারণ। বিশ্ব যোগী জানেন যে, কারা প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের জন্য দুঃখে অবস্থান করেই নিরন্তর প্রেম যোগ করেন। তাঁর কৃষ্ণকারণার্ণবের অন্তর, তিনি পূর্ণ আনন্দের তার লাভ করেছেন, তিনি জানেন যে, তাঁর পরমাত্মা যোগী নিজে অনন্ত তার অবস্থান, যদিও তিনি সমস্ত নিজে কৃষ্ণকারণার্ণবের নিরন্তর অন্তরে অবস্থান যোগী করেন। কখনো যোগী কৃষ্ণকারণার্ণবের অন্তর পরমাত্মা কারণে সচেতনী হন, যদিও তিনি এই কারণের যোগী পরমাত্মাকারী এবং তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণকারণের নিয়ন্ত্রক (সেবক)। ব্র ভ ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন যে নিত্যপুরুষ (বীজ ১৮/৬৬)। পরমাত্মা, অন্তরস্থ জীবের কারণে অন্তরে নিত্য অবস্থান, যদিও তিনি

[illegible] সুদূর সুদূরে। যিনি সাধারণ যোগী হন হয়, কখন তিনি অর্জুনকিন্তু [illegible] যোগের সিদ্ধি লাভ করেন না, তা তিনি আমার জীবের পরমার্থ সম্পাদন [illegible] দিয়ে যুক্ত। তিনি সাধক প্রতি হিসাবে, যেন অর্জি অবলোকন [illegible] করেন না। [illegible] ও বিভিন্নাংশী যোগীর মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। তিনি সাধ্য করার [illegible] যে যোগী নির্বাচন করে [illegible] করেন, তিনি অর্থ [illegible]। কিন্তু যে [illegible] প্রতিটি মানুষকে পুরুষকারে পরিণত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তিনি নির্বাচন আমাদের যোগীর যোগে আমাদের নিকটবর্তী অর্জুনিক।

শ্লোক ৩৩

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন, যঃ অয়ম্—এই পদ্ধতি, যোগঃ—যোগ, ত্বয়া—তোমার দ্বারা, প্রোক্তঃ—বর্ণিত হল, সাম্যেন—সমদর্শিতার, মধুসূদন—হে মধুসূদন, এতস্য—এর, অহম্—আমি, ন—না, পশ্যামি—দেখি, চঞ্চলত্বাৎ—চঞ্চলতার, স্থিতিম্—স্থিতি, স্থিরাম্—স্থায়ী।

বঙ্গানুবাদ

অর্জুন বললেন :

আপনি যে যোগপদ্ধতি করিলেন আখ্যান।
হে মধুসূদন! আমি না পারিনু যোগের ॥
মোর মন চঞ্চল যে অস্থির যে অতি।
আছএব বুঝি আমি অসম্ভব গতি ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন! তুমি যেটি সমদর্শিতার যে যোগ উপদেশ করলে, মনের চঞ্চলতা স্বভাবসিদ্ধ আমি এর স্থায়ী স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে অষ্টাঙ্গ যোগ যোগের কথা বলেছেন যোগী সাধক পদ্ধতি যে যোগ-পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন, অর্জুন এখানে সেই যোগের [illegible] করেছেন,

[illegible] তিনি নিজেকে সেই যোগসাধনে অসমর্থ মনে করে [illegible]। এই কলিযুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে পুরাকালে [illegible] পর্বতে বসে [illegible] নিয়ে ধ্যান যোগসাধন করা সম্ভব নয়। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [illegible] জীবনের জন্য কিছু জীবন-সংগ্রাম। এই যুগের সাধারণ মানুষ এতই অসংযমিত যে, পরমার্থ সাধন করবার যোগ্য [illegible] প্রতিটি [illegible] প্রতি। অর্জুন সাধারণ পন্থা অবলম্বন করেন আর পরমার্থ সাধনের প্রার্থী হন না। তা হলে জীবনযাত্রা, উপার্জনের অধিকার, স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং অন্য নিজের যেসব [illegible] অর্জুন [illegible] ও যুদ্ধের যোগের সাথে তার বিরোধ করেন। এই সাধারণ জীবন সম্পর্কে অর্জুনের মতো অনেকেই কিছু করেছেন, এই যোগসাধন [illegible] অসম্ভব, এমন কি নিষিদ্ধ দিন যেসব [illegible] পরিস্থিতি [illegible]। অর্জুন হিসেব অতি উচ্চ পদমর্যাদার [illegible] এবং তিনি অনেক [illegible]। তিনি হিসেব [illegible], শৌর্যবীর্যে [illegible] এবং অসাধারণ তিনি উচ্চমান পরাক্রমের [illegible] বীরপুরুষের অধিকারী [illegible]। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে অর্জুনের পুরাকালে-পুরিত আমাদের [illegible] বেশি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই যোগপদ্ধতি আচরণ করতে অক্ষমতা করেন। [illegible], ইতিহাসের যোগসাধন [illegible] এই যোগ অনুশীলন করতে [illegible]। অতি আমাদের [illegible] হচ্ছে যে, কলিযুগে অধিকাংশের [illegible] অর্জুনের পক্ষে অসম্ভব। [illegible] পুরাকালে অর্জুনের পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটি অসম্ভব। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যদি এটি অসম্ভব হতে পারে, তা হলে [illegible] কি [illegible]। যে সমস্ত অর্জুন বিভিন্ন যোগ অনুশীলন [illegible] এই যোগ-পদ্ধতির [illegible] পরে অগ্রগতি লাভ করে, তারা [illegible] তাদের [illegible] অনুসরণ করতে। তাদের জীবনের [illegible] উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ [illegible]।

শ্লোক ৩৪

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

চঞ্চলম্—চঞ্চল, হি—নিশ্চিতরূপে, মনঃ—মন, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, প্রমাথি—বিক্ষোভকারী, বলবৎ—শক্তিশালী, দৃঢ়ম্—দুর্বিনীত, তস্য—তার, অহম্—আমি, নিগ্রহম্—নিগ্রহ, মন্যে—মনে করি, বায়োঃ—বায়ুর, ইব—মতো, সুদুষ্করম্—দুষ্কর।

শ্রীধর স্বামী

হে কৃষ্ণ হাস্য যে কিবা প্রলাপী মনের।
অতি কলাপনে সেই মন শান্ত করে॥
অস্থির বিগ্রহ অতি সুদুষ্কর।
বায়ুবেগ যথা হয় অতীব প্রবল॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, শক্তিশালী ও দৃঢ়। তাকে স্থির করা বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়েও অধিকতর কঠিন বলে আমি মনে করি।

তাৎপর্য

মন অত্যন্ত চঞ্চল ও দুর্নিবার। যে, যে কারণে মনকে বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে তাকে পরিচালিত করতে পারে, তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণে মন বুদ্ধির অধীনেই থাকা উচিত। আত্মোন্নতির জন্য মনকে নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরিচালিত করতে হয়, যাতে তার পক্ষে মনকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়। বুদ্ধির দ্বারা শক্ত ও স্থিরের অধিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হতে হবে। আত্মোন্নতি বুদ্ধি মনের অধিকার করবে, আত্মনিয়ন্ত্রণে কোন অসারী মনকে তা করতে পারে না। মনকে, যা প্রায় কোনোটা বায়ুকে আয়ত্ত করার মতোই কঠিন। ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে (৬ষ্ঠ অধ্যায় ১/৬/৪-৬) বলা হয়েছে—

অনন্যেনৈব যোগেন শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জুন।
বুদ্ধিমতা তু শক্যোঽহং বিজ্ঞাতুং তত্ত্বতঃ পরন্তপ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

"এই যোগের দ্বারা অসারী মনকে জীবাত্মা, বুদ্ধি দ্বারা সেই মনকে অসারী। মন দ্বারা যখন জড়ের এবং ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জেয়। এমনটাই মন ও ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। জিজ্ঞাসীল জ্ঞানীরা এমনটাই চিন্তা করেন।" বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরিচালিত করা উচিত, কিন্তু মন এত শক্তিশালী ও দৃঢ়নিষ্ঠ যে, বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে সে বুদ্ধিকেই পরাভূত করে তাকে পরিচালিত করতে শুরু করে। ঠিক যেমন, অনেক সময় জটিল অবস্থায় মানুষের চোখ-ইন্দ্রিয়কেও অতিক্রম করে। এই কারণে শক্তিশালী যে মন, তাকে

সোজা পথানুসারে আনতে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগের প্রযুক্তি-জ্ঞানী মানুষের পক্ষেও তা সম্ভব করা অত্যন্তই দুষ্কর। সুতরাং, আধুনিক মানুষের পক্ষেও তার কি করার আছে? এই সম্পর্কে এখানে বায়ুর যে উপমা দেওয়া হয়েছে, তা খুবই উপযুক্ত। প্রাণবায়ু মানুষের কখনও আয়ত্তে আনতে পারে না, তার তুলনায় অধিক মনকে বশ করা অনেক কঠিন। মনকে বশে আনার সহজ পন্থা আমাদের কাছে প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যমান রয়েছে। সেই পন্থা হচ্ছে পূর্ণ ভক্তি সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই পন্থা হচ্ছে, যা চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে—মনকে পরিষ্কারকারী দর্পণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের নিত্যস্থিতি করতে হবে। তা হলেই আমরা প্রেম নিয়ে দ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়ে মন স্থিতি হতে পারে।

শ্লোক ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অসংশয়ম্—নিশ্চয়ই; মহাবাহো—হে মহাবীর; মনঃ—মন; দুর্নিগ্রহম্—দুর্নিবার; চলম্—চঞ্চল; অভ্যাসেন—অভ্যাসের দ্বারা; তু—কিন্তু; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; বৈরাগ্যেণ—বৈরাগ্যের দ্বারা; চ—ও; গৃহ্যতে—বশীভূত করা যায়।

শ্রীধর স্বামী

ভগবান কহিলেন :

অসংশয় সেই কথা তুমি যা কহিলে।
অত্যন্ত কঠিন সেই মনের চঞ্চলে॥
কিন্তু যদি করে চেষ্টা অনন্য কৌন্তেয়।
বৈরাগ্য সাধনে তাকে হয় বশ্য সেই॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিবার ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

তাৎপর্য

অর্জুন অর্থাৎ সাধারণ জীব যে কত শক্তিহীন তা আজুনি কুরুক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছিল। ভগবদ্গীতা সেই কথা বলিয়াছে মাত্র। কিন্তু সেই সাথে ভগবান জানিয়ে দিলেন যে, অর্জুনের ন্যায় বিপ্রাবস্থার জীবও তা পারে। সেই অবস্থাটি কি? অর্জুনের ন্যায় কৃষ্ণকে অবিচলিত বিশ্বাসের সাথে, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণ, ব্রহ্মচর্য, নির্জন স্থান আদি কয়েকটি বিধি-নিয়ম পালন করা সম্ভব হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে অর্জুনের অবস্থাটিও সম্ভব করা যায়। অর্জুনের মনের ও চরম অবস্থা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। অন্যান্য সমস্ত বস্তুর ও অবস্থা থেকে মন সরিয়ে এনে কৃষ্ণে স্থির করা। এটি অতি পরিশ্রমসাধ্য পন্থা। কৃষ্ণভাবনা যত বেশি প্রকাশ করা যায়, মন তত বেশি সহজ হয়ে কৃষ্ণভাবনায় নিবিষ্ট হতে থাকে। কৃষ্ণভাবনায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে থেকে অন্যের অবস্থান করলে সহজেই বোঝানো শিক্ষা লাভ করা যায়। বৈষ্ণব-সঙ্গে হচ্ছে নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়া। অন্যান্য প্রতি আসক্তি। কৃষ্ণলীলায় অন্যের আসক্তি থাকার থেকে নির্বিশেষ বৈরাগ্য অনেক বেশি কঠিন। কৃষ্ণলীলায় প্রতি আসক্তি সম্ভব পুরুষ গোপাঙ্গনাগণ, কারণ কৃষ্ণভাবনা প্রকাশ করা মাত্রই জীবের জীব প্রতি অনুরাগ হয়। এই আসক্তিকে বলা হয় পরোপকারী, অর্থাৎ পরমার্থিক আসক্তি। এই অনুভূতি আসলেই কৃষ্ণের অধিক অধিক প্রকাশে প্রকাশে কৃষ্ণ-বিমুখিকেন প্রতিষ্ঠা করে। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা হয়, তখনই তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব হয়। সেই কারণে, অর্জুনের বেলায় এর বিপরীতটি জোরে যুক্ত হয় এবং অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব হয়। এই পদ্যটি আসলেই কৃষ্ণের বিশেষ এবং উপযুক্ত অবস্থানের জন্য যোগ নিয়ন্ত্রণ করার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রদ্ধা রাখা কারণ হচ্ছে উপর মতো কৃষ্ণের বিশেষ এবং কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে ভগবানের নিজস্বরূপের উপযুক্ত পন্থা। এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩৬

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অসংযত—অসংযত, আত্মনা—যাদের মন, যোগঃ—আত্ম-উপলব্ধি, দুষ্প্রাপঃ—দুষ্প্রাপ্য, ইতি—এভাবে, মে—আমার, মতিঃ—অভিমত, বশ্য—নিয়ন্ত্রিত, আত্মনা—যাদের মন, তু—কিন্তু, যততা—যত্নবান, শক্যঃ—সম্ভব, অবাপ্তুম্—লাভ করতে, উপায়তঃ—সঠিক উপায় অবলম্বন করে।

গীতার গান

অসংযত মন যার যোগ সে দুষ্কর।
সেটি, সে আমার মত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আত্মবশী চেষ্টা করি সে করে উপায়।
তাহার সে কার্যসিদ্ধি জানহ নিশ্চয়॥

অনুবাদ

অসংযত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্ম-উপলব্ধি দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যার মন সংযত এবং যিনি সঠিক উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করার চেষ্টা করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এখানে অর্জুনকে নির্দেশ দেন যে, যার নিজ যোগের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি লাভের সম্পর্কে ইতিমধ্যে জ্ঞান না থাকলে কখনই যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। মনকে সুসংহতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে যোগের অনুশীলন করাটি হলো যোগের আসনের প্রাথমিক পদক্ষেপ। মনকে সংযত না করে যোগ অনুশীলন করা যেমন অসম্ভবের সম্ভাবনা। এটি অবশ্যই সেখানকার যোগেশ্বরগণের যোগসাধনা অর্থাৎ উপলব্ধির কারণে একটি জ্ঞান উপায় হতে পারে, কিন্তু পরমার্থ সাধনের সাধনায় তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। অর্থাৎ, নিজের জ্ঞানগোচর অবস্থানের যোগের যোগের নিয়ন্ত্রণের কারণে মনকে সংযত করতে হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত না জানলে-যোগ ছাড়া মনকে কখনও সংযত করা যায় না। কৃষ্ণভাবনামৃত অবলম্বন করলেই যাদের অর্জুনের মতো যোগ-সাধনায় সফল লাভ করেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত না হলে যোগ অনুশীলনকারী কখনই যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৭

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বলেন, অযতিঃ—অলস যোগী, শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে, উপেতঃ—যুক্ত, যোগাৎ—যোগ যোগে, চলিত—বাধা, মানসঃ—চিত্ত, অপ্রাপ্য—

না যোগে, যোগসংসিদ্ধিঃ—যোগের সফল ফল, কথম্—কি, সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, গচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়।

বাংলা গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

চেষ্টা করিয়াও যদি সিদ্ধি নাহি হয় ।
হে কৃষ্ণ! বল তার কি আছে উপায় ॥
সাধারণ চেষ্টা করি বিফলিত হয় ।
অজ্ঞানত যে যোগসিদ্ধি তাহার নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ! যিনি প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগের পথে যুক্ত হোয়ে পরে বিক্ষুব্ধমনা হেতু সেই পথ হতে বিচলিত হয়েছে বা পারেনি, তার সেই অর্ধ যোগীর কি গতি লাভ হয়?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় অষ্টাঙ্গযোগের পন্থা বা যোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টাঙ্গযোগ পদ্ধতি অনুসারে যোগী অবশেষে যোগের সিদ্ধি লাভ করে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে। এই জড় জগতে জীবের অবস্থান এক, তার অবস্থান হচ্ছে মন, দেহ ও আত্মাকে নিয়ে। এই অবস্থান অত্যন্ত জটিল, তা তার দেহ ও মনের অধীন। অষ্টাঙ্গযোগে অথবা ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করতে হয়। এই সব অধ্যায় পড়েছেন অনুশীলনকারীকে জানতে হয় জীবের অবস্থান কি, তার সঙ্গে পরমেশ্বরের কি সম্পর্ক এবং কিভাবে পরমেশ্বরের সঙ্গে সেই সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে কৃষ্ণভাবনামৃতে থাকা যায়। এই তিনটি পন্থার যে কোন একটিকে অবলম্বন করে অধ্যাত্মজ্ঞানের তার অনুশীলন করতে হয়। কেউ কেউ এক জন্মে বা এক সময় পরমপদলাভে পৌঁছাতে পারে। ভগবদ্গীতায় বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর পরমপুরুষ পাবার জন্য জড় প্রবৃত্তির জন্য বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য অনেক জন্মের থেকে প্রয়াস করে। এই তিনটি পন্থার মধ্যে ভক্তিযোগটি এই যুগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কারণ, ভগবানকে জানবার জন্য এটিই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পন্থা। জড় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য অর্জুন পরমেশ্বর

ভগবানকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। যদিও নির্বিশেষ মতে পরমেশ্বর ভগবানের অনুশীলন করতে পারি। কিন্তু যোগের মাধ্যমে অষ্টাঙ্গযোগ পন্থায় এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। যদি, কোনদিন কোন যোগসাধক সিদ্ধি লাভ না করেন পারে—এমন অবস্থায় তার পরিণাম কি হতে পারে। পরিশেষে, কোনো ব্যক্তি যদি যোগের পথে পরিপূর্ণ অনুশীলন করে পারে। পরিশেষে পরমেশ্বর প্রভুর নিকটে যুক্ত যোগের ফলটুকু লাভ করে। তাহলে, কোনো ব্যক্তি যদি কোন যোগে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তার মধ্যে যে জড় প্রবৃত্তি রয়েছে পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কটি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। শেষ জীবন একটিতেই তার প্রবৃত্তির উপর তার যুক্ত হতে পারে, তবুও পরমেশ্বর কৃষ্ণের সঙ্গে পুনরায় আবদ্ধ হতে পারেন পরমেশ্বর পারে। এরূপ অর্থ হয় যোগভ্রষ্টাত্মা—যোগের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া। একজনকে যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়লে তার পরিণাম কি হয় তা জানতে অর্জুন উৎসুক।

শ্লোক ৩৮

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

কচ্চিৎ—কি, ন—না, উভয়—উভয়, বিভ্রষ্টঃ—ভ্রষ্ট, ছিন্ন—ছিন্ন, অভ্র—মেঘ, ইব—মতো, নশ্যতি—নষ্ট হয়, অপ্রতিষ্ঠঃ—নিরাশ্রয়, মহাবাহো—হে মহাবীর কৃষ্ণ, বিমূঢ়ঃ—বিমূঢ়, ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, পথি—পথে।

বাংলা গান

উভয় হতে ছিন্ন মেঘ সর্বনাশ ।
বিমূঢ় ব্রহ্মের পথে কিবা তার আশ ॥
মহাবাহো! এ সংশয় করহ ছেদন ।
তুমিত আপনি সেই মনের বেদন ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো কৃষ্ণ! অর্ধ ও যোগ হতে যদি পতিত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে ছিন্নভিন্ন মেঘ পারে, সে কি ছিন্ন মেঘের মতো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে?

তাৎপর্য

দুটি পদ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তারা নিত্যসেবক, তারা পরমেশ্বর নিয়ে আনন্দ আস্বাদন করে। তারা তারা অনাদিকাল ধরেই পরম বিষয় ভোগ করছে তাদের অনন্তকাল, অথবা অনন্তকাল ধরে অনুভব করার মাধ্যমে অনাদিকাল ধরেই তারা নিত্য হয়েছে জানানো। সেই সকল পরমেশ্বরের সঙ্গে অবস্থান করে, তখন তারাও সব সময় নিত্যরূপে অর্থ পরিবেশন করছে এবং এরা সব সময় তার সুখভোগের জন্য পরিবেশন করছে হয়। এই পরমেশ্বর পরমের নিজে যদি সকল না হন, তখন আনন্দানুভূতিতে হয় যে, নিজে দুটি নিজেই রয়েছেন—নিজে তার সুখভোগ করতে পারেন না, আর পরমেশ্বরের নিজের সঙ্গে করতে পারেন না। নিজে যেন বহু ব্যক্তির ভোগের জন্যই অবতার। আকাশে আছেন সূর্য এবং কিরণ যেন একটি রেখা যেন থেকে বহু নিচে একটি বড় দেহের নিচে প্রবেশ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই বড় দেহটির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে, তা হলে সে বহুরূপ নিজেরই হয়ে অনন্তে অবস্থান হবিয়ে যায়। প্রকাশ পাবে একটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর অবতারের পর, তার অনুগামীদের পরে উপলব্ধি হয় যে, নিজের অনুভব করার হচ্ছে তার অবস্থা। এই অবস্থা হচ্ছে সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে, তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ, এই কথা প্রকাশ তিনি প্রকাশিত করেছেন, তিনিই হচ্ছেন অনাদি পরমেশ্বরেশ্বরী। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে যেখানে সব সব জায়গায় প্রকাশিত হয়ে প্রকাশ হতে পারে—বহুরূপে প্রকাশমান। এই পরমেশ্বর ভগবানের পরম শেষ পর্যন্ত হচ্ছে জড়িয়েছেন বা কৃষ্ণভাবনামৃতে, তার সঙ্গে আমরা অবস্থানরূপে জানতে পারি—ভগবান কে? শ্রীকৃষ্ণ কে? তাঁর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

শ্লোক ৩৯

এবংস্ব সংপ্রশ্ন কৃষ্ণ ক্ষেত্রজ্ঞসংপ্রশ্নমেবম্ ।
ত্বন্নাঃ সংপ্রশ্নসংপ্রশ্ন ক্ষেত্রং চ ক্ষেত্রপ্রশ্নেন ॥ ৩৯ ॥

এবম্—এই, যে—যেমন, সংপ্রশ্ন—সংপ্রশ্ন, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, ক্ষেত্রজ্ঞ—দুটি পরমেশ্বর, অহম্—তুমি পরমেশ্বর, অনেনৈব—সর্বোপরি, ত্বম্—তুমি হচ্ছ, মন্নাঃ—আমার সেবা, সংপ্রশ্ন—সংপ্রশ্ন, অস্য—এই, ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্রবাসী, চ—এবং, ক্ষি—আত্মাকে, ক্ষিপ্রপ্রশ্নেন—পরমেশ্বর দ্বারা।

বাঙ্গালা পদ্য

তুমি কৃষ্ণ সে স্বয়ং সব বিশ্বে জান ।
তুমি নিত্য ক্ষেত্রজ্ঞ জিব আছে আর জ্ঞান ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! তুমিই কেবল আমার এই সংশয় দূর করতে সমর্থ। কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউই আমার এই সংশয় দূর করতে পারবে না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের, পরীক্ষিৎ ও অন্যান্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জানেন। ভগবদ্গীতায় তাঁরাকে ভগবান বলেছেন যে, প্রতিটি জীবটি তার কর্মের অধীনে নিজে জন্মগ্রহণ নিচ্ছে, পরিণামে আবার এরা অধিপতিরূপে পালনে। এমন কি, তার পরম যেখানে তুমি নাম করতে পারেন তাদের আনন্দ পরমাত্মা পালনে। এরপরেই তিনি প্রতিটি জীবের অধিকার সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। এখন, যিনি তাঁর নাম যেখানে আমাদের প্রতিটিকে, যে পরম পরমেশ্বর জীবের আনন্দের নিজে নাম করতে পারেন না, জীবনের কি পরিণতি হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাঁর উপর আর কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। পরমাত্মার পরম জ্ঞানী ও পরমবিদ্বান, যারা প্রকৃতির গুণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, তারাও ভগবান ভগবানের পরমতত্ত্ব হতে পারে না। যারা, আমাদের সমস্ত সংশয় নিরাসের জন্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীই হচ্ছে সমস্তের নিরাকরণের মূল, কারণ তিনি অর্জুনের, পরীক্ষিৎ ও অন্যান্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউই ভগবান সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভাবনামৃতের ব্যাখ্যাটি পরবর্তী অধ্যায়ে।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মৈবংবিধং রূপং দিব্যং চক্ষুঃ প্রসাদয়ে ।
ন হি মদ্ভক্তবৎ কশ্চিদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছতি তে পরম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, পশ্য—তুমি দেখ, মে—আমার এই রূপ, এবম্—এই রূপ, বিধম্—প্রকারের, রূপম্—পরমেশ্বর, দিব্যম্—দিব্যরূপ

—নিজের, স্বস্য—স্বয়ং, নিয়তে—নিয়ন্ত্রিত, মে—মন, হি—যেহেতু; অনারম্ভঃ—সব অনুষ্ঠানত্যাগী, কর্মিণাম্—যোগীর, দুর্লভিম্—দুর্লভ, স্যাৎ—যে কারণ, যুক্তিঃ—যোগ্য হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

হে পার্থ! কারণ তুমি যে কারণ জানহ ।
একাগ্রেতে মনে নিজ নিশ্চিত্ত আপন ॥
আত্মাকে সংযমি, নাশ ইহ বা অন্যত্র ।
কর্মত্যাগ করি যে যোগী নিরত সংযমি ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পার্থ! স্বয়ংসম্পূর্ণ পরমার্থবিদের ইহলোকে ও পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। হে বৎস! যারা কল্যাণ, কল্যাণকারীর কখনও অধোগতি হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/১৭) শ্রীনারদ মুনি বসুদেবকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন—

যাস্তাং স্বধর্মে চরতো ভরাত্ত-
ঃ বিঘ্নোদয়েঽপ্যনির্বিণ্ণচিত্তঃ ।
ন ধাবতো নাপ্যপতেদিহাঙ্গ
তেজ্ঞানিনো ভক্তিজুষো যথাঽঽরুরুক্ষোঃ ॥

"যেই ব্যক্তি যদি সব সময় ভয়-ভাবনাকে কাটিয়ে পরিবারে কাজ করতেন শ্রীভগবানের সেবায় রত হন, তা হলে তার কোন কাজ অসিদ্ধ বা পরজন্মে অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে, পরিবারবাদে স্বধর্মচারণ করে অসফলের কোনটি লাভ হয় না।" জাগতিক উন্নতির জন্য নানা কাজ পারমার্থিক ও প্রাকৃতিক আচার-অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করবার জন্য পারমার্থ সাধনকে এই সমস্ত বিধানগুলির পরিবর্তে করতে হয়। তাহলে পরিণামে যেটি দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে যে, জাগতিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজে লিপ্ত করলে পারমার্থ সাধিত হতে পারে, কিন্তু যদি নিজে লাভ না হয় তা হলে তার জাগতিক জীবন ও পারমার্থিক জীবন উভয়ই বিফলে

যায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্বধর্মের আচরণ না করলে তাকে যেটি পাপের ফল ভোগ করতে হয়, তেমনি যদি যথাযথভাবে পারমার্থ সাধনের কার্য হয়, তা হলে শাস্ত্র নির্দেশিত কর্মের অনুষ্ঠান না করার জন্য যেরূপ ফল ভোগ করতে হয়। এই ভাবে সংসার থেকে অবসরের বাসনা দূর করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত পারমার্থবাদীকে এই সতর্কবাণী দিচ্ছে যে, এক জীবনে পারমার্থ সাধনে নিষ্ঠা সহকারে না করলে পরজন্মে তাকে দুর্লভ মানব জন্ম ভোগ করতে হবে। এমন কি যদিও স্বধর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান না করার জন্য তিনি কোন প্রতিক্রিয়ার অধীন হলেন, তবুও অধিক ভোগ করতে হবে। অবশ্য, এমন কৃষ্ণভাবনামৃত কখনও বিফলে যায় না এবং পরবর্তী জীবনে যেটি যদি আবার নিজ কর্তব্যে অধিষ্ঠান করেন, তা হলেও তিনি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে বিমুক্ত হন না। পক্ষান্তরে, যেটি যদি একমাত্র নিজের সঙ্গে স্বধর্মের আচরণ অনুষ্ঠান করে, কিন্তু অন্যের যদি অসন্তুষ্টি না আনে, তা হলে তার কোনটি অকল্যাণ হয় না।

এই তাৎপর্যের অর্থের সুস্পষ্ট পার্থক্য যে, অনুসারে সুস্পষ্টরূপে জ্ঞান লাভ করা যায়—শাস্ত্রের ও উপদেশের। যে সময় মানুষ শাস্ত্রবাক্যের কথা বিস্মৃত না হয়ে, পারমার্থিক সুবিধার কথা বিস্মৃত না হয়ে, কেবল শাস্ত্রের মধ্যে তাদের উপদেশগুলি কার্যে যেটি করে, তারা উপদেশ পরিপূরক। আর যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যেটি আচরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে, তারা অবশ্য পরিপূরক। তারা উপদেশ, তারা জিনি ভোগ বা অনুগামী ভোগ, নয়ত ভোগ বা আসক্তি ভোগ, নির্দিষ্ট ভোগ বা অনিশ্চিতভাবে ভোগ, অনিশ্চিতভাবে ভোগ অথবা দুর্লভিত ভোগ, তারা সকলেই পারমার্থিক অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের জিজ্ঞাসাগুলি কখনও একমাত্র হয় না, কারণ আবার, নিজে, যদি আর নৈমিত্তিক কারণের শাস্ত্র মধ্যে উপদেশগুলি করে দুর্লভ আচরণ করার ফলে তারা নিজেরাই দুর্লভের মধ্যে কারণে পারে থাকে এবং নিজেরা দুর্লভের ভোগ করে। পক্ষান্তরে, যদি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সাধারণ জীবিকা অর্জন করে কৃষ্ণভাবনামৃত পরিপূর্ণ উন্নতি হয়, তাদের জন্য তার সার্থক।

যারা অকর্মণ্যরূপে সাধারণ জীবিকা অর্জন করেন, তাদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১) 'কর্মী'—যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবিকা অর্জন করে জাগতিক সুখসাধনের ভোগ করেন। ২) 'জ্ঞানকর্মী'—যারা কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে ভোগ দুঃখ হওয়ার ভেবে কর্মত্যাগ এবং ৩) 'অকর্মণ্য'—যারা অলসতা কিংবা ভোগের জন্য কর্মত্যাগের মাধ্যমে পারমার্থ পথে যারা তাদের নিষ্ক্রিয়তা হয়েছেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবিকা অর্জন করে যাঁরা ভোগেন যে সমস্ত কর্মী, তাদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—'অধম কর্মী' ও 'উত্তম কর্মী'। যাঁরা আচরণ করার সময়ে অধিকার

পুণ্যফলের আশা নিয়ে তারা পুণ্যস্নান করতে চলে, তাঁরা জিজ্ঞাসু জীবের জন্য হন, এমন কি তাঁরা অধিকারীও হন। কিন্তু তারা পুণ্যস্নান করার পরিবর্তে আপনার আশ্রয় গ্রহণ তাঁরা যথার্থ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বলে অনুভব করেন না। তারা জলাশয়ের বদলে সোজা দুগ্ধ সরোবরে চলে গিয়েছিল, যাতে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়েছিল। শরীর তাড়াতাড়ি লাভ করার উদ্দেশ্যে অনেক লোকগুলি যেমন জীবিতে দুগ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে কোন সঠিক হয় না, তা কেবল তাড়াতাড়ি প্রজ্ঞাসম্পন্ন নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত কারণ হচ্ছে একমাত্র কল্যাণময় কার্য। এই কৃষ্ণভাবনামৃত অধিকারীদের পথে ভাগ্যবিধি অন্য বিধি যেমন যম তাদের শারীরিক অনুশাসনগুলি করা হয়েছে, বিধি নিয়মগুলি হচ্ছেনিত্য পুণ্যবাণী। অধিক-যোগেশ্বর পথে উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত পথে করা, কারণ এই হচ্ছেনিত্য পথের প্রকৃতপক্ষে এবং বিধি এই যথার্থ জ্ঞান-ভক্তিকে পথে করবার জন্যপথে প্রস্তুতি করছেন, জীবের যেন তাদের কল্যাণময়ের পরাকাষ্ঠা লাভ।

শ্লোক ৪১

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

প্রাপ্য—পেয়ে থাকে, পুণ্যকৃতাম্—পুণ্যবানদের, লোকান্—লোকসমূহে, উষিত্বা—বাস করে, শাশ্বতীঃ—বহু, সমাঃ—বছর, শুচীনাম্—পবিত্রদের, শ্রীমতাম্—ধনীর, গেহে—গৃহে, যোগভ্রষ্টঃ—যোগ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি, অভিজায়তে—জন্মগ্রহণ করেন।

বীরচন্দ্র স্বামী

যদিবা যোগীন হয় যোগের সাধনে ।
তথাপি সে পায় সেই যত্ন পুণ্যবানে ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ কিবা ধনিকের ঘরে ।
যোগভ্রষ্ট জন্ম লয় বিবিধ প্রকারে ॥

অনুবাদ

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহে বহুকাল বাস করে পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা ধনিক ধনী ব্যক্তিদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

ভাবার্থ

যোগভ্রষ্ট যোগী দুই প্রকারের—এক শ্রেণী হচ্ছেন যাঁরা যোগ সাধনে পথে পরিচিত হয়েছেন, আর অপর শ্রেণী হচ্ছেন যাঁরা নৈমিত্তিক যোগসাধনে প্রবৃত্ত পথে এসে হয়েছেন। যারা সাধনের পথে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা জিজ্ঞাসু যোগের পথে, যেখানে পুণ্যবানদের হচ্ছেন বাস্তবে অধিকার লাভ করেন। যেখানে নৈমিত্তিক পথে প্রকৃত পুণ্যবানদের বাস্তবে পথে যাঁরা আসছে এই জন্যেই নিয়ে আসছেন এবং যদি প্রকৃত উত্তম ব্রাহ্মণ কারী ধনিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগসাধন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুভব লাভ করা, যা এই শ্লোকগুলির শেষ শ্লোকটিতে বর্ণিত করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রকারের সাধনে পেঁছাবার আগেই যদি কোন যোগীকে মৃত্যুর কবলে পড়তে হয়, তা হলে তাকেকে কৃপায় তাঁকে উচ্চতর জাগতিক আরাম-আয়েশের সুবিধাদি করার পূর্ণ সুযোগ দান এবং তারপর পবিত্র অথবা সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকারের সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা অনেকগুলি লাভ করার সুযোগ পান। যদি তাঁরা পবিত্র ও সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করে তাঁদের অনেকগুলি সাধনে করা প্রকার উচিত।

শ্লোক ৪২

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অথবা—অথবা, যোগিনাম্—যোগীদের, এব—অবশ্যই, কুলে—বংশে, ভবতি—জন্মগ্রহণ করেন, ধীমতাম্—জ্ঞানবান, এতৎ—এই, হি—অবশ্যই, দুর্লভতরম্—অত্যন্ত দুর্লভ, লোকে—এই জগতে, জন্ম—জন্ম, যৎ—যে, ঈদৃশম্—এই প্রকার।

বীরচন্দ্র স্বামী

অথবা যোগীর কুলে জন্ম জন্ম হয় ।
দুর্লভ সে সব জন্ম কিবা তার জয় ॥
সে সব দুর্লভ জন্ম যদি কেহ পায় ।
তাহাপর জন্ম লোকে যদি না জন্মায় ॥

অনুবাদ

অথবা যোগীগণ পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করেন বলে অবজ্ঞাও করেন। এই প্রকার জন্ম এই জগতে অবশ্যই অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অবজ্ঞাত যোগী এবং পরমার্থবাদী সাধকের কুলে জন্ম গ্রহণের প্রশংসা করেছেন। কারণ, এই কুলে জন্ম গ্রহণের ফলে জীবনের শুরু থেকেই পারমার্থ সাধনের চেতনা লাভ করা যায়, বিশেষ করে আচার্য অথবা যোগীগণ পরিবারে জন্ম গ্রহণের ফলে। আচার্যগণ এবং শিষ্যের সাহচর্যে এই কুলে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হয়, যাতে জীবন প্রকাশ লাভ করেন। অবচেতনে এই সকল পদ আচার্য পরিবার আছে, কিন্তু যাদের শিক্ষা ও সাধনের অভাবের জন্যে অধঃপতিত হয়েছে। অসাধারণ কৃপার ফলে কোন কোন পরিবারে পুরুষানুক্রমে সাধক জন্মলাভ হয়। এই সকল পরিবারে জন্ম লাভ করা সত্যই সৌভাগ্যের বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আন্দোলনে এই নিষ্কলুষ জীবনের অধিকারী পরমার্থী যোগীগণ অবতরণ ও পরিণত হন এই সকল পরিবারে জন্ম লাভ করেছি এবং জীবনের প্রারম্ভেই আমরা আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তিনি নিজেও অনুবাদের পরবর্তীকালে আমরা বিবিধ হয়েছি।

শ্লোক ৪৩

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

তত্র—তার ফলে, তম্—সেই, বুদ্ধিসংযোগম্—পরমার্থ-বিষয়িণী বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগ, লভতে—লাভ করেন, পৌর্ব—পূর্ব, দেহিকম্—জন্মগ্রহণ, যততে—যত্ন করেন, চ—ও, ততঃ—তারপর, ভূয়ঃ—পুনরায়, সংসিদ্ধৌ—সিদ্ধি লাভের জন্য, কুরুনন্দন—হে কুরুপুত্র।

জীবের লাভ

বুদ্ধির সংযোগে পূর্ব দেহে যে লভিল ।
হে কুরুনন্দন জ্ঞান সেই নিশ্চয়ই বুদ্ধিল ॥

তবে বুদ্ধিমান করে পূর্ব যোগের সাধন ।
হয় সেই করি যোগী পূর্ণ সিদ্ধি ধন ॥

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন! সেই প্রকার জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি পূর্বজন্মের দিব্য পূর্ব অভ্যস্ত পারমার্থিক চেতনার বুদ্ধিযোগের সঙ্গে করে সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হন।

তাৎপর্য

পূর্ব জন্মের বুদ্ধির অনুসারে এই জন্মগ্রহণের ফলে পারমার্থিক চেতনায় বিকাশ করার জন্য পূর্ব পূর্বের অভ্যস্ত পারমার্থিক অনুশীলন আরম্ভ করেন। মহাজনের বাক্যে বিশ্বাস সহকারে পুনরায় পরীক্ষা এবং যোগী পরম্পরায় যোগী যেভাবে সাধনের পথের এই স্তরে লাভ হয় থাকেন। পূর্বে এর চিহ্ন উল্লেখ করেছি। পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করবার জন্য মানব জীবনের পূর্ব অঙ্গ লাভের সাধনা আরম্ভ করেছি কিন্তু সিদ্ধি সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। পরমার্থী জীবনে সিদ্ধি এবং এর জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। কোন কারণের ফলে যোগভ্রষ্ট করেছেন বা এবং বাধার সঙ্গে জন্য সাধনের না পারে জীবন শেষ হয়ে যায় তাহলে। পরমার্থীজীবনে অবতরণ করলেন জীবন সাধনে অগ্রসর হওয়ার জন্যে আবার পারেন যে, সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু অবশেষে জীবনের অবস্থায় অবশেষে অবস্থায়ে বুঝতে পারি যে, পারমার্থিক সাধনার পথ যোগসাধন কখনই নিষ্ফল যায় না। অসাধারণ কৃপার ফলে পারমার্থ সাধকেরা কুলকলঙ্কের সিদ্ধি লাভ করবার জন্য সাধনের সুযোগ পান।

শ্লোক ৪৪

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব—পূর্ব, অভ্যাসেন—অভ্যাসের দ্বারা, তেন—সেজন্যে, এব—অবশ্যই, হ্রিয়তে—আকৃষ্ট হন, হি—নিশ্চিতরূপে, অবশঃ—অবশ হয়ে, অপি—ও, সঃ—তিনি, জিজ্ঞাসুঃ—জানতে ইচ্ছুক, অপি—এমন কি, যোগস্য—যোগের, শব্দব্রহ্ম—যোগের বৈদিক, অতিবর্ততে—অতিক্রম করেন।

বীরাস্ত পাদ

স্বাভাবিক ভাবে সেই ইচ্ছার উদয় ।
আকৃষ্ট হইয়া করে সে কার্যে উদ্যম ॥
কিন্তু যদি না হয় সেবোন্মুখ চিত্ত ।
তথাপি সে কর্মকাণ্ড অবশ্য হয় ॥

অনুবাদ

তিনি পূর্ব অধ্যায় বর্ণিত পথে যোগ অথবা ভক্তি-পন্থায় প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রকার যোগপথে কিংবা শুদ্ধ ভক্তির পথায় অধিষ্ঠিত অধিকারী কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ পথায় কর্মফলে যে ফল নির্দিষ্ট আছে, তার থেকে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন।

তাৎপর্য

যিনি জড়ের সেবাদির প্রেরণা কর্মফলের প্রতি আকৃষ্ট নন, কিন্তু যাঁর স্বাভাবিক আসক্তি যোগ-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, তা তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে পরমার্থ লাভের সর্বোচ্চ স্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২০/৩২) বিভিন্ন কর্মফলের প্রতি ভিন্ন পরমার্থবাদীর নিরাসক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যদ্যত্র ক্বাপ্যাভয়দেবো বনীয়ে
ব্রহ্মিষ্ঠতয়া শমিতাশয় আত্মবান্ ।
একান্তকেন ভবতো গুণভাজনস্য
কিং তৎকথাসু রুচিমান্ জনয়েদ্ ভবো মে ॥

"হে ভগবান! ভগবদ্ভক্তগণ কখনও যদি কোনো জোরের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তি করেন, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি পরমার্থবাদী জীবনের স্তরে উন্নত। তিনি জগতের সব কিছুর, তিনি নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলির এবং মনের উপরে আধিপত্য, ধৈর্য-সহ, জীবনের ও শান্ত অবস্থায় অবস্থান করেছেন।"

এই শ্লোকে একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে, যাঁকে শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্ত অর্জুনের পদাঙ্কানুসরণ করতে বলেছিলেন। বাস্তবিক প্রতিদিন ভগবান অর্জুনকে, যাঁর সঙ্গে কথোপকথন করেছিলেন, কিন্তু যা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবন্ধু যাঁকে পরমার্থবাদীরূপে স্বীকার করেছিলেন, তেমন যে তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভিন্ন পথে চলেছেন অর্থাৎ—

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণ [illegible]

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"জন্ম-জন্মান্তরের যে পুণ্যকর্মের ফলে যেটি যখন পাপ ও জড় জগতের মোহময় দ্বন্দ্ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়, তখন তিনি দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।"

শ্লোক ৪৬

অপক্ষিণোঽস্মিকো যোগী অস্মিন্নোঽপি মহোঽস্মিকঃ ।
কর্মিণশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥

অপক্ষিণঃ—তপস্বীদের চেয়ে, অধিকঃ—শ্রেষ্ঠ, যোগী—যোগী, অস্মিন্নঃ—জ্ঞানীদের চেয়ে, অপি—ও, মতঃ—মত, অধিকঃ—শ্রেষ্ঠ, কর্মিণঃ—কর্মীদের চেয়ে, চ—ও, অধিকঃ—শ্রেষ্ঠ, যোগী—যোগী, তস্মাৎ—অতএব, যোগী—যোগী, ভব—হও, অর্জুন—হে অর্জুন।

গীতার গান

তপস্বী যে যত আছে, সব নিম্ন যোগী কাছে,
জ্ঞানী নহে তার সমতুল্য ।
কর্মীর কি কথা আর, কোথায় তুলনা তার,
হে অর্জুন! যোগী হও তোমা ॥

অনুবাদ

যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন! তুমি সর্ব অবস্থাতেই যোগী হও।

তাৎপর্য

যোগের অর্থ হচ্ছে পরম-পরুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন। বিভিন্ন পন্থা অনুসারে যোগীকে বিভিন্ন স্তরে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। কর্মযোগ অভ্যাসে যখন যোগসাধক ভগবানের প্রতি বিমুখ থাকে হয়, তখন তাকে বলা হয় কর্মযোগী, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যখন জ্ঞানমার্গের চর্চা করা হয়, তখন তাকে বলা

হয় জ্ঞানযোগ এবং ভক্তির মাধ্যমে যখন ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। সকল যোগের মধ্যে পরিণতি বা সকল পূর্ণতা হচ্ছে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত করা হয়েছে। একথা অবশ্যই যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তিনি কখনই বলেননি যে, এই যোগ ভক্তিযোগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিযোগ ছাড়া, পরম তত্ত্বজ্ঞান এবং ধ্যানের যোগ কিছুই অভিজ্ঞতা করতে পারে না। পরম-তত্ত্বজ্ঞান বাস্তবিক জ্ঞানপরিণতি যোগ তাৎপর্য এই। অবশ্যেষে পরমাত্মাকে না জেনে পরমেশ্বরভক্তির জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলোপ। তাই কৃষ্ণভাবনা-ভিত্তিক সকাম কর্ম যোগের সকল শ্রেষ্ঠ অবস্থাই পরিণতি। তাই, সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগপন্থী শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

যোগিনাম্—যোগীদের, অপি—ও, সর্বেষাম্—সকলের, মদ্গতেন—আমাতে নিমগ্ন, অন্তরাত্মনা—অন্তর দিয়ে যাকে বলা হয়, শ্রদ্ধাবান্—পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, ভজতে—ভজনা করেন, যঃ—যিনি, মাম্—আমাকে (পরমেশ্বর ভগবানকে), সঃ—তিনি, মে—আমার, যুক্ততমঃ—সর্বাধিক যোগী, মতঃ—অভিমত।

গীতার গান

যত যোগী প্রকার যে শাস্ত্রেতে নির্ণয় ।
তার মধ্যে মদ্ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ হয় ॥
সর্বদা যে শ্রেষ্ঠ যোগী আমিতে নিশ্চয় ।
শ্রদ্ধাবান যদি যোগী আমাতে ভজয় ॥

অনুবাদ

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে অন্তর দিয়ে আমার ভজনা করেন, তিনিই সমস্তের মধ্যে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটাই আমার অভিমত।

ভাবনার্থ

পরাবাক্য অবস্থায় শব্দটি বুদ্ধি ভাবনাপূর্ণ। ভাব শব্দ থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'ভাব' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। পুরুষ বলে এবং অবলা বলে—এই দুটি শব্দের অর্থ এক নয়। পুরুষ বলতে অর্থ পুরুষ ব্যক্তিকে অভিহিত করা। কিন্তু অবলা বলতে অর্থ হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি আহরণের যোগ্য যারা, যা কেবল জনসাধারণই বোঝায়। পুরুষ ব্যক্তিকে অবলা যোগাতাতে পুরুষ না করলে মানুষ কেবল শিক্ষাদীক্ষা করার ফলে পরিণতি হয়। কিন্তু ভক্তি ও জনসাধারণ থাকে জনসাধারণের যোগ না করা শিক্ষাটা অসম্ভব। ভক্তিটি জীবটি হচ্ছে জনসাধারণ অন্তর্নিহিত স্বভাব, আর ভক্তিটি জীবেরই অর্থ হচ্ছে জনসাধারণের যোগ করা। তা না করলে পরাবাক্য কার অবস্থান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩) সেটি বলবার জন্য হয়েছে—

> ৩ এবং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
> ৪ ভজন্ত্যনন্যভাবাদ্যে সংসিদ্ধিং ত্বাং হি তে পরাম্ ॥

"পরাবাক্যের জনসাধারণের অবস্থান না করে, যে জন কর্মযোগে অবস্থান করে, সে অবস্থাবিশেষের প্রতি হয়ে অবস্থিত হয়।"

এই শ্লোকের ৪নং শব্দটি বলবার জন্য হয়েছে। পরাবাক্যের জনসাধারণ যোগেই যোগের অবস্থিতি শব্দটি হয়েছে, কিন্তু 'পুরুষ' শব্দটি যোগ-যোগী ও অবলার মধ্যে জীবের যোগের অবস্থার কথা বোঝে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের অবস্থানটি শব্দটির উচ্চারণ জনসাধারণেরও পারবে হয়। অবস্থানটি হয় যুক্তে—"যারা অবলার পুরুষ, তারাই যোগের পরাবাক্যের জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণকে সংসিদ্ধিলাভ করবে যা যোগে অবস্থা করে।" জনসাধারণ ভক্তি যোগের অবস্থাটি হচ্ছেই এই জন্য যুক্তে জনসাধারণের জনসাধারণ যোগের অভিব্যক্তির প্রকাশ করে, তাই তারা অবলাটি ও 'পুরুষ' এই শব্দ দুটির মধ্যে যে কি পার্থক্য তা নিরূপণ করতে পারে না।

সব কারণের যোগ-সাধনার প্রকৃত পরিণতি হচ্ছে অভিযোগ। অবস্থায় অবস্থা যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণ বা অভিযোগের জন্যে উদ্দীপ্ত হওয়া। 'যোগ' শব্দের প্রকৃতপক্ষে অভিযোগসাধনই বোঝায়। তাই অবস্থা অবস্থা যোগেরটি জনসাধারণ অভিযোগেরই যুক্ত হয়। অর্থযোগ থেকে অর্থ করে অভিযোগের শেষ পর্যন্ত অবস্থা-প্রকৃতিকে পরাবাক্য এবং পুরুষ শব্দ। কিন্তু অর্থযোগ যোগেরটি এই পরাবাক্য প্রকৃত। অর্থযোগের মাধ্যমে যখন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদয় হয়, তখন যোগী অবস্থাকে পাল হয় জনসাধারণ। তিনিই শ্রীকৃষ্ণলাভের মাধ্যমে যখন জনসাধারণের অবস্থা হয়ে থাকে যুক্ত

হয়ে অবস্থা পরাবাক্যের উদ্দেশ্য একত্রে কথা হয়, তখন অবস্থা পাল হয় অভিযোগের। অভিযোগ-যোগেরে অভিব্যক্তির করে জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণের পরাবাক্যের ৩নংটি হয়েছে অভিযোগের। অবস্থাবাদের, এই অভিযোগটি হচ্ছে ৪নং পরিণতি। কিন্তু পুরুষপুরুষবাদে অভিযোগের জনসাধারণ উদ্দেশ্যটি অবস্থার মধ্যে যখন যখন যোগ সম্বন্ধে অবস্থার হয়ে হয়। যে যোগী জ্ঞানবিশিষ্ট, তিনি পরাবাক্য অবস্থায় পরে বিশেষ যোগিতার অর্জন করেছেন। কিন্তু সাধারণীকরণ হয়ে যোগী যখন যোগে এবং অবস্থা দিয়ে হয়ে পারে, তখন অবস্থা যোগী বিশেষ জ্ঞানের পরাবাক্যের অর্থযোগী, অবস্থাযোগী, অবস্থাযোগী, ধারণাযোগী আদি নামে অভিহিত করা হয়। পরাবাক্যের যখন যোগী যখন অভিযোগের জন্যে উদ্দীপ্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি অবস্থা যখন যোগের জন্য উদ্বিগ্নযোগী অভিব্যক্ত পারেছেন। যোগী, কৃষ্ণজ্ঞানবাদের পরে পরে কৃষ্ণভক্ত ৪নংটি যোগসাধনের পারেছে নিশ্চয়। যোগে, অবস্থা যখন উদ্দীপ্তের কথা বলি, তখন অবস্থা পুরিণতির অর্থের পরিব্যক্তির সম্পর্কের বলি, এই বিষয়টের অবস্থার পারেছে নিশ্চয় হচ্ছে ভাবনি এবং যোগী।

অবস্থার যোগিসাধনের ফলে মানুষ কৃষ্ণজ্ঞানবাদের পরে পরে অভিযোগের পর অবস্থাবাদ করে এবং তিনিই পরাবাক্য নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী এই যোগ অনুশীলন করে। অর্থযোগ যোগী শ্রীকৃষ্ণের পরে যায় থাকেন। অবস্থার শ্রীকৃষ্ণকে পরাবাক্যের পরে হয়, কারণ তিনি অবস্থাবাদী জনসাধারণ যোগের মধ্যে পরিণত, তিনি পরের জন্য পরিপূর্ণ, তিনি পরের জন্য নিবৃত্তিমান, তিনি পরের জন্য জনি-জন্মের পরে নিবৃত্তিত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণজ্ঞানের সুপরিচিত। তিনি নিজ অবস্থাবাদী প্রকৃতিটির অর্থ ঐশ্বর্যটি সাধারণ বর্ণনিত নিবৃত্তিত। শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণিতের, শ্রীকৃষ্ণবাদের এবং পরাবাক্যের জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে তিনি অবস্থান করেন। তিনি হচ্ছেন পরের অবস্থাবাদী—তিনি হচ্ছেন পরাবাক্যের জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যাতে সংসারের লক্ষ্যজ্ঞানে অবস্থান মানুষের মধ্যে অভিব্যক্তির হন এবং শ্রীকৃষ্ণ, যোগেশ্বর, মানুষের আদি পরিচিত হন। তিনি হচ্ছেন অর্থযোগ অবস্থান, অর্থযোগ পরিণতি, অর্থযোগ পরিণতি, অর্থযোগ মানুষ; তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এবং অবস্থাবাদ জনসাধারণে নিবৃত্তিত। অবস্থাবাদের এই অবস্থান তিনি সম্পূর্ণভাবে উদ্দীপ্তিতে পরেছেন, তিনিই হচ্ছেন যোগী যোগী।

যোগের পরাবাক্য তিনিই এই কথা বলে হয় অভিযোগের অবস্থাবাদে, যা তিনিই পরের অভিব্যক্তি হয়েছে—

> ৬৯ যোগে পরা অভিব্যক্তি যোগে কথা অর্থী ।
> এইভাবে অভিযোগ হচ্ছে জনসাধারণ অবস্থাবাদ ॥

"যে সময় সাধারণ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করেন, তখন তাঁর সমস্ত ঐহিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অবসান হয়।"

(ভাগবতের টীকাসিদ্ধ ১/২৫)

ভক্তিযোগ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন। "ভক্তি মানে হচ্ছে লৌকিক অথবা পারলৌকিক সব প্রকার নিজে-পাওয়া বাসনা-বেগ। নিজে-পাওয়া বেগের মুক্ত হয়ে সমস্ত সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় পুরোপুরি ব্যস্ত থাকা। সেটাই হচ্ছে ভক্তির উদ্দেশ্য।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১.৪)

এরপরে হচ্ছে ভক্তিরসামৃতের সংজ্ঞা দিয়েছেন যে—ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনামৃতের সমস্ত অনুশীলন কেবল অহৈতুকী উদ্দেশ্য।

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥

ইতি—ভগবান কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ের ভক্তিযোগের আলোচনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞান-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়ি—আমাতে; আসক্ত-মনাঃ—অবিচলিত চিত্ত; পার্থ—হে পৃথার পুত্র; যোগম্—যোগ; যুঞ্জন্—যুক্ত হয়ে; মদাশ্রয়ঃ—আমার আশ্রয়ে অবস্থিত হয়ে (কৃষ্ণভাবনায়); অসংশয়ম্—নিঃসন্দেহে; সমগ্রম্—সম্পূর্ণভাবে; মাম্—আমাকে; যথা—যেভাবে; জ্ঞাস্যসি—জানবে; তৎ—তা; শৃণু—শ্রবণ কর।

শ্রীভগবান বলিলেন :

শ্রীকৃষ্ণলাভ করিলেন :

আমাতে আসক্ত হয়ে যোগের সাধন।
তোমারে কহিনু পার্থ সব একমন ॥
সে যোগ আশ্রয় করি সমগ্র যে আমি।
অসংশয় বুঝিবে সে অনিবার্য তুমি ॥

"যে সময় সাধারণ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করেন, তখন তাঁর সমস্ত ঐহিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অবসান হয়।"

(ভাগবতের টীকাসিদ্ধ ১/২৫)

ভক্তিযোগ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন। "ভক্তি মানে হচ্ছে লৌকিক অথবা পারলৌকিক সব প্রকার নিজে-পাওয়া বাসনা-বেগ। নিজে-পাওয়া বেগের মুক্ত হয়ে সমস্ত সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় পুরোপুরি ব্যস্ত থাকা। সেটাই হচ্ছে ভক্তির উদ্দেশ্য।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১.৪)

এরপরে হচ্ছে ভক্তিরসামৃতের সংজ্ঞা দিয়েছেন যে—ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনামৃতের সমস্ত অনুশীলন কেবল অহৈতুকী উদ্দেশ্য।

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥

ইতি—ভগবান কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ের ভক্তিযোগের আলোচনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞান-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়ি—আমাতে; আসক্ত-মনাঃ—অবিচলিত চিত্ত; পার্থ—হে পৃথার পুত্র; যোগম্—যোগ; যুঞ্জন্—যুক্ত হয়ে; মদাশ্রয়ঃ—আমার আশ্রয়ে অবস্থিত হয়ে (কৃষ্ণভাবনায়); অসংশয়ম্—নিঃসন্দেহে; সমগ্রম্—সম্পূর্ণভাবে; মাম্—আমাকে; যথা—যেভাবে; জ্ঞাস্যসি—জানবে; তৎ—তা; শৃণু—শ্রবণ কর।

শ্রীভগবান বলিলেন :

শ্রীকৃষ্ণলাভ করিলেন :

আমাতে আসক্ত হয়ে যোগের সাধন।
তোমারে কহিনু পার্থ সব একমন ॥
সে যোগ আশ্রয় করি সমগ্র যে আমি।
অসংশয় বুঝিবে সে অনিবার্য তুমি ॥

তন পার্শ্ব সেই কথা প্রেমভাবে যে কহি।
অভিপ্রায় তত্ত্ব সত্য যাহে তুষ্ট রহি॥

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—যে পার্শ্ব। আমার আত্মজীবন হয়, আমার সর্বস্বধন কায় মনোবাক্যে করেন, শিক্ষার সত্ত্ব সকল থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে আনন্দিত পারেন, তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

কৃষ্ণদাসীয়ের এই গ্রন্থের আরোহে তাদের গুরুর শিক্ষা বর্ণিত করা হয়েছে। তাদের শ্রীগুরু সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তিনি এই সমস্ত ঐশ্বর্যের কারণে বিরাজমান হন, তা এখানে বর্ণিত করা হয়েছে। তার বাসনার প্রেমিকগণের থেকে কখনোও শ্রীচৈতন্যে আসক্ত হন এবং তার সাথে সাথে যাহারা প্রেমে কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের হন না, তাঁদের কথাও এই গ্রন্থাংশে বর্ণিত করা হয়েছে।

কৃষ্ণদাসীয়ের প্রথম ছাড়ী অধ্যায়ে বর্ণিত করা হয়েছে যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার নিজের আত্মা এবং নিজের প্রেম-সেবাকে আশ্রয়ে যে নিজের জন্য উপলব্ধি হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ের শেষে স্পষ্টভাবে বর্ণিত করা হয়েছে যে, অন্যের সর্বোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বাসনায় নিযুক্ত তথা যে অভিপ্রায়ে কৃষ্ণভক্তদের স্বরূপটি অভিব্যক্ত প্রেম-সেবাকে অর্থে অভিলাষী। আবার অভিপ্রায়ের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে একান্ত আবার আবারে পরম-তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়, এ স্বরূপ তার প্রেম উপলব্ধি যা সম্ভব নয়। উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানীরা অবশ্য আত্মারামী পরমাত্মা উপলব্ধি পরম-তত্ত্বের পূর্ণভাবে নয়, যেন না তা হচ্ছে আংশিক উপলব্ধি। পূর্ণ ও বিশেষাবস্থায় জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তদের অনুভবের কারণ, তা বিষ্ণুই পূর্ণ ভগবানের হয়ে থাকে। ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণভক্তিতত্ত্বের পরম আবার মধ্যে বিশেষভাবে জানার চেষ্টা করা হয় যে, তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম জ্ঞান। বিভিন্ন জ্ঞানের যেন হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের অবস্থানের পরে পরমেশ্বর তত্ত্ব। পরমাত্মবিদগণ জ্ঞানরূপি নাম করে যিনি জ্ঞানীগণের শ্রীভগবান আত্মজ্ঞানী করেন, যিনি অন্যভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মাতত্ত্ব পরমের সাথে সাথে অন্যের হন। কৃষ্ণভক্তদের অভিপ্রায়ে অনুশীলন করার মধ্যেতে সব বিষ্ণুই অভিব্যক্তিরূপে উপলব্ধি পারা যায়। তখন সর্বোত্তমরূপে জানা যায় অন্যথায় যে, জীব যি, কৃষ্ণ অনুচরি যি এবং তাদের প্রকাশ বিস্তারে হয়।

যদি, কৃষ্ণদাসীয়ের এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের বিশেষ অনুসারে অভিপ্রায়ের অনুশীলন তত্ত্ব করা উচিত। অবিলম্ব অভিপ্রায় অধ্যায়ে জ্ঞানের শ্রীকৃষ্ণের আবার জন্য করা যায়। তাদের মধ্যে অভিপ্রায় ও অধ্যায়ের তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে জ্ঞানের। যখনকার যদি অনুশীলন করেছেন, একমাত্র অর্থাৎ "আমার কাছ থেকে জ্ঞান কর।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভেতর নিজেদেরকে আর যেটি তেটি, আর যদি তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছে এই জ্ঞান আহরণ করেছে তার কৃষ্ণভক্তদের অনুচর হয়ে অভিন্ন যেটি সুদূরের পাশে তাদের বস্তু। যদি এই জ্ঞান পরমাত্মি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অভিজ্ঞের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে হয়—তেমনটি বিষয়ে অজ্ঞানী, অজ্ঞান বুদ্ধিবিশেষের কাছ থেকে নয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম অধ্যায় শিক্ষাষ্টক অধ্যায়ে পরবোক্ত অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির এই পদ্ধতি বর্ণিত করে তার হয়েছে—

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
জ্ঞানগম্য হয় যবে চিত্তেন্দ্রিয় দমন॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতে নিষ্ঠা আর প্রেমভক্তি।
জ্ঞানমার্গে অভিজ্ঞতা ভক্তিমার্গে রতি॥

তবে জানিবারে পারে কৃষ্ণের স্বরূপ যে।
প্রেম এবং রসভেদে দ্বিবিধ হয় তাহি॥

এবং ভক্তিমার্গে কৃষ্ণানুভবের।
জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভব কৃষ্ণের আবারে॥

বিশেষে জ্ঞানমার্গে বিশেষের অভিপ্রায়।
অভিন্ন ব্রহ্ম জানি কৃষ্ণ একান্তশরণ॥

"তেমনি শাস্ত্রানুসারে যেমন জ্ঞানের শ্রীকৃষ্ণের কথা জ্ঞান করেছে, তখন জ্ঞানীগণ থেকে জ্ঞানবানের শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণ যদি জ্ঞান করেছে করেছে হয়। যেটি কখন কৃষ্ণকথা জ্ঞান করেন, তখন জ্ঞানবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সকলের অন্তরে বিরাজমান, তিনি পরম বস্তুর মতো তাঁর জ্ঞানবানের সমস্ত বস্তুর থেকে মুক্ত থাকেন। জ্ঞানবানেরা অবশ্যই তাদের মুক্ত পরমাত্মাকে আবার বিলীন হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও জ্ঞানবানের কাছ থেকে তিনি যত কৃষ্ণভক্তের থেকেন, যদিও তাঁর অন্তরে জ্ঞানবানি পূর্ণ হয়। জ্ঞানবানি বিভিন্নের ভগবান পরম আবেগের ও আনন্দের থেকে পূর্ণ পাত্র হয় এবং একমাত্রই পাত্র, প্রেম, প্রেম, প্রেম অর্থে অভিব্যক্তি হয়। এই পথের বস্তুর

[illegible] দুঃখ [illegible] অজ্ঞানতা [illegible] হয়। তিনি [illegible] পরিপূর্ণভাবে [illegible] হয় এবং পরিপূর্ণভাবে [illegible] বিষয়ে উপলব্ধি করেন। একজনী ব্যক্তিত্বের গভীর [illegible] ছাড়া [illegible] হয়। এবং পরমেশ্বর [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] হন।" (ভাগবত ১/২/১৭-২১)

যদি, কৃষ্ণভাবের বিকাশ [illegible] হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের [illegible] থেকে [illegible] কৃষ্ণভাবনামৃতের [illegible] থেকে।

শ্লোক ৯

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞানমিতি পরোক্তমেতদ্ময়া।
যদ্ভক্তস্তদ্ভাবায় চ মদ্ভাবমাগতো ভবতি ॥ ৯ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞেয়—জ্ঞেয়বস্তু, জ্ঞানম্—জ্ঞান, পরিজ্ঞানম্—বিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, ইতি—এই, প্রোক্তম্—বলা, এতৎ—এই, ময়া—আমার দ্বারা, যৎ—যে, ভক্তঃ—ভক্ত, তদ্ভাবায়—কৃষ্ণভাবে, চ—এবং, ইতি—এই প্রকারে, কৃষ্ণ—কৃষ্ণভাবে, মদ্ভাবম্—আমার বিষয়ে, আগতো—প্রাপ্ত, ভবতি—হয়।

বিশ্বনাথ বলেন

আত্মার বিষয়ে যে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান।
সে বিষয়ে অশেষের জন শিক্ষা দান ॥
জানিলে সে তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাতব্য বিষয়।
সমস্তেরি জন্য তত্ত্ব সমাধান হয় ॥

অনুবাদ

আমি এখন জ্ঞেয়বস্তু বিজ্ঞান সমন্বিত এই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলব, যা জানা হলে এই জগতে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখিত জ্ঞান, এবং পরবর্তীতে জ্ঞেয় ও বিষয়ের বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু। এটিই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিষয়ে জ্ঞান দান করেছিলেন, তাই কারণ হচ্ছে অর্জুন বিষয়ে বিষয় বিষয়ক তত্ত্ব

[illegible] পর্যন্ত। অর্জুন আত্মতত্ত্বের [illegible] তাদের [illegible] বিষয় [illegible] বিষয়ে [illegible] যে, [illegible] তাদের [illegible] জ্ঞান [illegible] পারেন। [illegible] পরমেশ্বর [illegible] তাদের [illegible] হয়ে [illegible] হয়। [illegible] পরমেশ্বর ভগবান [illegible] এবং [illegible] বিষয়ে [illegible]। [illegible] ভগবান [illegible] যায়, [illegible] যা [illegible] হয়ে [illegible] এবং [illegible] কোন [illegible] থাকে না। (ভাগবত ১/২) [illegible] হয়েছে—[illegible] এ [illegible] বিষয়ের [illegible] বিষয়ে [illegible]।

শ্লোক ১০

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১০ ॥

মনুষ্যাণাম্—মানুষের মধ্যে, সহস্রেষু—হাজারে হাজারে, কশ্চিৎ—কোন একজন, যততি—যত্ন করেন, সিদ্ধয়ে—সিদ্ধির জন্য, যততাম্—যেটি প্রচেষ্টা করছেন, অপি—অবশ্যই, সিদ্ধানাম্—সিদ্ধদের, কশ্চিৎ—কেউ, মাম্—আমাকে, বেত্তি—জানতে পারেন, তত্ত্বতঃ—যথাযথ।

বিশ্বনাথ বলেন

সহস্র মনুষ্য মধ্যে কোন একজন।
সিদ্ধিলাভ করিবারে করেন যতন ॥
যত্নশীল সেই কারো কোন একজন।
সিদ্ধিলাভ করিবারে উপযুক্ত হন ॥
তার মধ্যে কেহ কেহ আমাকে জানেন।
বুঝিতে সমর্থ হন বিবেকপন্থায় ॥

অনুবাদ

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধিলাভ মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে যথাযথ জানতে-বুঝতে সক্ষম হন।

ভাবার্থ

যেমন-আকাশে নানা প্রকার মেঘ আছে এবং তাহাতে তাহাতে অনুভূত হয়ে পৃথিবী-প্রকাশক (যেমন আকাশের, মেঘের ও পর্বতের) সম্বন্ধে অবস্থার প্রকারে জন্য পরমার্থ বাস্তবের স্বরূপ প্রকাশী হন। অবস্থান অনুসারে অনুভূত পদার্থ সকল জীবন বাস্তব হয়, অর্থাৎ তার একমাত্র ভিন্ন হলে আকাশ, নিম্ন, জল ও নিম্নভূ। অবস্থীন (যেমন ভিন্নভাবে পার্থক্য জন্য আকাশী হন)। জীবাত্মা স্বরূপ হয় অবস্থাতের প্রকাশকীয়তা (যেমন সেই পদার্থেরই আছে, জীব আত্মাকার জন্য পরমার্থ জন্য আছেন জন্য অবস্থাতেন, অবস্থাতেন ও নিজের, পৃথিবী আদি অবস্থানুসারে অর্থ অনুভাব করেন)। কিন্তু পৃথক্কারণের অবস্থাকী (যেমন পৃথকের অবস্থাতে আছেন)। অন্য অবস্থাকারীর নির্বিশেষ প্রকাশের প্রাপ্ত করতে পারেন, কারণ তা জীবপ্রকাশে উপলব্ধির যোগ্য নয়। জীবপ্রকাশ পরমার্থ পুরুষাকার, কিন্তু যেহেতু যখন তিনি এবং এবং পরমার্থ অবস্থাকার অধীন। যেমনীয় ও অধীনীয় জীবপ্রকাশে উপলব্ধি করতে গিয়ে বিভিন্ন হয়ে যান। অধীন নির্বিশেষবাদীগণের অবস্থাতে জীবনের পরমার্থের জন্য জীবের অবস্থা জীবনের কারণ যেমন যে, জীবপ্রকাশ হয়েছেন পরমার্থ অবস্থা অবস্থাকার, কিন্তু অনুভূত জীবের অনুভবীয় পৃথকের অবস্থাকার অবস্থা অবস্থাতে হয়ে যায়, কারণ জীবপ্রকাশে উপলব্ধি করা পুরুষ পুরুষার, এমন কি নির্বিশেষ প্রকারানুসারে অবস্থাকার পরমার্থের পুরুষার্থের পরমার্থ।

জীবপ্রকাশ হয়েছেন পরমাত্মার অবস্থাকার; অর্থ অবস্থাকার কারণ, আদি পুরুষ যেমনিই। শ্রীধর: পরমার্থ পুরুষ: অধিষ্ঠানস্থানীয়ত্বাৎ / অবস্থানিবিশেষেণৈব অবস্থিতবান্ন। অবস্থাকারের পরমার্থ জীবের অবস্থা অবস্থার পরিণাম। পরিণাম অবস্থা অর্থ, পরিণামী আদি অবস্থা, কিন্তু যা পরিণাম অবস্থা তার অনুভাব করতে পারে না। পরিণামী আদি একটি অবস্থা হয়, যা হয়ে অবস্থা যা পরিণামের অবস্থা অবস্থার পরিণামের অন্য প্রকার করে থাকে। অনুভবপাত্র, পরিণামী অবস্থা নয়। অবস্থাকারের যেমন অন্যথায় পরিণামের অনুভবীয়তা অন্য অবস্থা হয়ে পারে, কিন্তু পরিণামে নির্বিশেষ অনুভবের অবস্থার পরিণামের অনুভবীয় অন্য অবস্থাকারী অবস্থা ও পরিণামবাদের পরমার্থ অবস্থান নয়। আদি, যেমন পরিণামী পরিণামী যেমনে বাধা হয়। পরিণামানুভবনিষ্ঠ হয়ে (পূর্বা ২/১০২) জীবন জন্য যেমনীয়তা বলেছেন—

> আদি পুরুষ পুরুষার্থী-পরমাত্মা নির্বিশেষ শ্রীধর।
> জীবাত্মাকারী প্রকারবিশেষ-পরমাত্মার অবস্থার ॥

"নির্বিশেষ, পুরুষার্থ পরমাত্মা-পরমাত্মার আদি প্রকারবিশেষ নির্বিশেষ পরমাত্মাকারী অনুভবের জন্য প্রকার যে অবস্থাকারী, তা যেমনের পরমাত্মার নির্বিশেষাকারই পুরুষ-আকার।"

প্রকারান্তে নির্বিশেষবাদী অবস্থা পরমাত্মা-স্বরূপ (আদি) অবস্থাকে পরমাত্মার জীবপ্রকাশ যাহাদের অবস্থা পরিবর্তনের অবস্থার অবস্থার পারে না। এরূপে কি তার অধিষ্ঠানের যেমনভাবের পার্থক্যের অবস্থার জীবপ্রকাশ পরমাত্মার নিজেই পারেন। (পূর্বাংশ দ্র. পূরণ)। আ: ভূ লোক ৮ অধ্যায়—অবস্থান নিজেই পারেন, "যেমনের অবস্থাকে স্বরূপ অবস্থার পারে না।" অন্য যেমনি যদি জীবের যেমন আছে, অন্য ও অবস্থা পুরুষার্থ—"অন্য অবস্থা অবস্থার পুরুষ।" এরূপেই অবস্থাকারের অবস্থার প্রকার না করলে, অবস্থানীয় অবস্থা পরমাত্মাকার জীবপ্রকাশে স্বরূপ অবস্থার পারে না। যেমনভাবে শুধু অবস্থাকারী যেমন জীবপ্রকাশ অবস্থাকার-অবস্থানু, অবস্থাকারি, জীব, অন্য, যেমনিই, অন্য ও নিজের আদি অধিষ্ঠান নিজের অবস্থানুসারে নির্বিশেষভাবে অবস্থান, কারণ জীবপ্রকাশ জীবের অবস্থানের আদি অবস্থাকারী অনুভবশীল। জীবপ্রকাশ হয়েছেন পুরুষ-নির্বিশেষবাদী। আদি অবস্থাকারী যেমনের জীবের অন্যথা নির্বিশেষ অবস্থার পারেন। শাস্ত্রে কথা হয়েছে—

> অন্যথা জীবপ্রকারেণ ন অবস্থাকারবিশিষ্টঃ।
> যেমনানুভবে হি জীবপ্রকারো অবস্থাকার পুরুষকারঃ ॥

"অন্য পুরুষ নির্বিশেষ অন্য অবস্থাকারী জীবপ্রকাশে অবস্থার পারে না। অবস্থাকার অধিষ্ঠানের যেমন হলে জীবপ্রকাশ অন্য, জীবের অবস্থা নির্বিশেষ অবস্থার।"

(অধিকরণানুবাদ পূর্বা ১/১৪৪)।

শ্লোক ৪

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমি—মাটি, আপঃ—জল, অনলঃ—অগ্নি, বায়ুঃ—বায়ু, খম্—আকাশ, মনঃ—মন, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, এব—অবশ্যই, চ—এবং, অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার, ইতি—এভাবে, ইয়ম্—এই সকল, মে—আমার, ভিন্না—ভিন্ন, প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি, অষ্টধা—আটটি।

বীরাঘব ভাষ্য

ভূমি জল অগ্নি বায়ু বুদ্ধি মে আকাশ।
আর অহঙ্কার মন বুদ্ধির প্রকাশ ॥
এই সব অষ্টি প্রকারের হয় মে প্রকৃতি।
ভিন্না মেই আমা হতে বহির্ভূত ॥

অনুবাদ

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্ন জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

তাৎপর্য

জগৎ-বিকাশ কার্যকারণ অঙ্গল এবং ইহা বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিকশিত হয়। যেহেতু শক্তিকে প্রকৃতি বা কার্যকারণ বিভিন্ন পুরুষাবতারের শক্তি বলা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলা হয়েছে—

> বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
> একং তদ্ভজতো নৃণাং জন্মাপ্যয়করং পরম্।
> দ্বিতীয়ং তু মহাবিষ্ণুং তমাহুঃ সত্ত্বসংজ্ঞিতম্।
> তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তমজ্ঞায় বিমুচ্যতে॥

"পরম পুরুষ বিষ্ণুর বিভিন্ন অবস্থায় শ্রীভগবান স্বয়ং বিভিন্ন বিস্তারে প্রকাশ হয়। প্রথম মহাবিষ্ণু জড়-জগৎ সৃষ্টির সম্পূর্ণ জৈবিক শক্তির যুগল কারণ। দ্বিতীয়, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করার জন্য জলের মধ্যে প্রবেশ করেন। তৃতীয়, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু পরমাত্মারূপে সমস্ত বিশ্বজগতে অধিষ্ঠিত হন। এমন কি, তিনি পরমাণুগুলির মধ্যেও বিরাজ করেন। এই তিন বিষ্ণুকে যিনি জানেন, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের যোগ্য।"

এই জড় জগৎ কার্যকারণ অঙ্গল শক্তির একটি সংমিশ্রণ মাত্র। জড় জগতের সৃষ্টিটি অনাদিকাল ধরেই শ্রীভগবানের আদেশে প্রকাশ এই তিন বিষ্ণু শক্তিসমূহের অধীনে হয়। বর্তমানে বলা হয় কার্যকারণ পুরুষ-অবতার। অবতারের অর্থ জড়জগৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে জানেন না, তারা মনে করে যে, এই জড় জগতটি জীবের ভোগের জন্য এবং জীবটি হচ্ছে পুরুষ—প্রকৃতির পালক, নিয়ন্তা ও ভোক্তা। জগৎসৃষ্টির অনুসারে এই তিনিশক্তিটি নিয়ন্ত্রণের কার্য যখন প্রতিনিধি করা হয়েছে। অজ্ঞানেরা মনে করে যে, জগতের শ্রীভগবান হচ্ছেন জড় সৃষ্টির স্রষ্টা কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতের এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। জড় সৃষ্টির যে সমস্ত উপাদান তা হচ্ছে কার্যকারণেরই নিম্ন শক্তি। এমন কি ইন্দ্রিয়গুলিতেও পরম শক্তি ব্রহ্মজ্যোতিঃ হচ্ছে পরমেশ্বরের অধিনায়ক কারণেরই একটি নিম্ন শক্তি। বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ নিম্ন স্তরের। যেহেতু এরা নির্বিশেষবাদীরা এই ব্রহ্মজ্যোতিঃকেই ভগবান পরম পরম বলে মনে করে। পরমাত্মার অবস্থানও গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অন্তর্যামী অভিব্যক্তির জন্য। নিম্ন স্তরের পরমাত্মা জগৎের

অধিনায়ক নিম্ন শক্তির মধ্যে। সুতরাং, সকলই পরমেশ্বর হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই মূল শক্তিমান পুরুষ এবং তিনি বিভিন্ন অবতার ও পরিচালক শক্তি সমন্বিত।

পুরাণে বিভিন্ন অনুসারে জড়া প্রকৃতির কারণ অধিনায়কগণ অভিব্যক্ত হয়। সেগুলির মধ্যে প্রধান পাঁচটি—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের কথা বলা পঞ্চমহাভূতের বা স্থূল সৃষ্টি। আবার অন্য বিভিন্ন মতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বিষয়—শ্রবণ অনুভবের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। জড় বিজ্ঞানে এই দশটি জড়ই মনে, অর্থ বিস্তৃতি (এই)। কিন্তু মন তিনটি ভাগ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সম্পর্কে জড়প্রকৃতির (মোট আটটি)। মন কিছুর পরে 'বিষ' শ্রীভগবানের যা অবস্থান স্থান মহাবিষ্ণুর সম্মিলিত কারণই পূর্ণাঙ্গরূপে হতে পারে না। 'অহং' ও 'অহঙ্কার'—এই দিকে অহঙ্কারটি জড় অভিব্যক্তির মূল কারণ এবং এর মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের অন্য দশটি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধি দ্বারাই মন-এর নিম্নস্তর জড়ের সৃষ্টিকে বোঝায়। অবশেষে কারণের দ্বিতীয় অধিনায়ক শক্তি থেকে জড় জগতের একটি অংশের প্রকাশ হয়, যা বিভিন্ন স্থানে-স্থানে বিভক্ত। এই দিক জড় জগৎকে শ্রীভগবানের শক্তি থেকে ভিন্ন হয়। কিন্তু অজ্ঞান নির্বিশেষবাদী দ্বারা কল্পিতের শ্রীভগবান কর্ম অজ্ঞানের পরম কারণ বলে জানতে পারে না। শ্রীভগবান পরিচালক শক্তিটি স্থানে-স্থানের নিয়ন্ত্রণ, যা কার্যকারণেরই অধীন করা হয়েছে।

শ্লোক ৫

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫॥

অপরা—নিম্নস্তরের, ইয়ম্—এই, ইতঃ—এর থেকে, তু—কিন্তু, অন্যাম্—অন্য একটি, প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, বিদ্ধি—জানবে, মে—আমার, পরাম্—উচ্চস্তরের, জীবভূতাম্—জীবসমূহের, মহাবাহো—হে, মহাবাহু, যয়া—যার দ্বারা, ইদম্—এই, ধার্যতে—ধারণ করে আছে, জগৎ—জড় জগৎ।

বাঙ্গালা অনুবাদ

অনুবাদ: আমার সব ভিন্ন প্রকৃতি বা শক্তি।
প্রকৃতি আছে এক যে আছেন আমারে॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! এই নিবন্ধে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যার একটি উৎকৃষ্ট তেমনি আছে। সেই প্রকৃতি চিন্ময়-স্বভাব ও জ্ঞেয়তত্ত্ব, সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগতকে ধারণ করে আছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জীব জগতের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্ট শক্তির অন্তর্গত। জগতের অপ্রকৃষ্টা শক্তিই হচ্ছে জড় জগৎ, যা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার রূপের বিভিন্নতাগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। জড় জগতের স্থূল পদার্থ—ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এবং সূক্ষ্ম পদার্থ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সাতটিই জগতের অপ্রকৃষ্টা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই অপ্রকৃষ্টা শক্তিরও অতীত আর একটি বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে যে জীব, যে হচ্ছে জগতের উৎকৃষ্টা শক্তি এবং এই শক্তির প্রভাবেই সমস্ত জড় জগৎ পরিচালিত হয়ে থাকে। জগতের উৎকৃষ্টা শক্তি জীবের দ্বারা পরিচালিত না হলে, নিশ্চিতভাবে কোন কাজই সম্পন্ন হত না। শক্তি দুই প্রকারে শক্তিমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি, জীব পর্যায়ের, জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—যেমন আমাদের অধীন অগ্নি। কিন্তু নির্বোধ কোন ব্যক্তি বলে যে, জীব জগতের অধীনেই শক্তিশালী। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, জীব কখনই জগতের পরমেশ্বর হতে পারে না। জীব ও জগতের অন্তর পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/৪০) বলা হয়েছে—

> জ্ঞানাত্মানৌ জগৎস্বপ্নৌ যদি স্যাতাং ন কিং সতা।
> যদ্যসতী ন যদ্যর্থো দ্বৈতাদৃতে কিমুল্বণম্ ॥
> যন্মায়য়াবধৌ ভাবো যদ্বিকল্পো যদাত্মকঃ।
> যদ্বিকল্পাপবাদো ভো যদধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥

"হে পরম পরমেশ্বর! যেহেতুই জীব যদি কোনও অংশেই পরম ও পরিপূর্ণ হয়, তা হলে তারা কখনই কোনও উৎকৃষ্টশক্তির হত না। কিন্তু তারা যদি কোনও অংশে শক্তির অনুরূপ স্থানে হয়, তা হলে তারা অধিষ্ঠাতারূপে কোনও পরম

নিয়ন্ত্রণের অধীনে। তাই, যেমনে পরমেশ্বর স্বয়ংসিদ্ধ হচ্ছেন জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই পরমেশ্বরই জীবের মধ্যেও পরম স্বতন্ত্র তত্ত্ব হয়ে। সেই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সুতরাং, যে সমস্ত মূর্খ অজ্ঞ অধিষ্ঠাতাগণের দ্বারা বলা হয়ে থাকে যে, জগতের ও জীব অধিষ্ঠাতাগণের পরমেশ্বর, তারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিলে নির্ণয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং অজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ এবং সমস্ত জীবেরও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই সব জীবেরা জগতের উৎকৃষ্টা শক্তি, যাদের জগতকারণের দ্বারা অধিকৃত জগতের সঙ্গে এসে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নিজেরা তারা কখনই জগতের পরমেশ্বর নয়। জগতের উৎকৃষ্টা শক্তি জীব তার সূক্ষ্ম ও স্থূল অপ্রকৃষ্টা শক্তিগুলির ভোগ করে, কখন সে তার সমস্ত নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বুঝতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে স্বতন্ত্রভাবে পরমেশ্বর থেকে জীবের এই পার্থক্য আছে। কিন্তু জীব যখন তাদের জেনেশুনে অপ্রকৃষ্টা শক্তির সঙ্গদোষে দোষে দুষ্ট হয়, তখন সে সৃষ্টি আকারে পরিণত উৎপীড়িত হয়। অপ্রকৃষ্টা শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অজ্ঞানতার কারণে জীব মনে করে যে, সে স্বয়ং সেই একা এই সেরকমে সেই পরে যা কিছু, তা সবই সত্য। কখনই সে তার স্বরূপের অধিকার দ্বারা শক্তির প্রভাবে দোষে দুষ্ট হয়, কখনই সে তার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়। আমরা জগতের মধ্যে এসে হচ্ছে আমাদের যে দুর্ভাগ্যবশে, সেটিও একটি মস্ত বড় পরীক্ষা। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হচ্ছে আমাদের নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। তাই, তার পরীক্ষা দেবার জন্য দুষ্ট হয়ে হচ্ছে জগতের সঙ্গে এবং হয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যবশে বলে আমাদের হয়। এখানে গীতায় জগতের শিক্ষক পরমেশ্বর, জীব হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তির একটি শক্তিমান, এই শক্তি যখন তার উৎসের কারণে দোষে দুষ্ট হয়ে পড়িয়েছে দুর্ভাগ্যবশে লাভ করে, তখন সে তার স্বরূপে উপলব্ধি করে মুক্তি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১৪

সর্বতঃপাণিপাদং তৎসর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সর্বতঃ—এই দুটি প্রকৃতি থেকে; **পাণিপাদম্**—হাত ও পা; **তৎ**—সেই বিষ্ণু; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **অক্ষি**—চক্ষুর; **শিরোমুখম্**—মাথা ও মুখ; **সর্বতঃশ্রুতিমৎ**—কান;

ইত্যেতৎ—এটি, জ্ঞানম্—জ্ঞানের, তথম্—উপলব্ধির বিষয়, প্রমেয়ম্—জ্ঞাতব্য, তথা—এবং।

গীতার গান

এই বুদ্ধি প্রকৃতি যে সব পদার্থ।
সর্বাত্মক যেমি তারা জ্ঞান অজ্ঞানস্থ ॥
যেহেতু প্রকৃতি বুদ্ধি আমা হতে হয়।
জগতের উৎপত্তি লয় আমি সে নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

আমার এই ভিন্ন প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।

তাৎপর্য

সিদ্ধান্তরূপে যা কিছু বর্তমান তা সবই জড় ও চেতন থেকে উৎপন্ন। প্রথম হচ্ছে বুদ্ধির আবার এবং জড় বস্তু এই চেতনাময়ের দ্বারা রচিত। এখন এর যে, মানুষের নির্বোধেরা মনে করে পদার্থের চেতনাকে সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই চিন্ময় শক্তি থেকেই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। পরমেশ্বর এই জড় সেইদিকে চিন্ময় শক্তি না থাকা থাকে বলেই এই সেগুলি সৃষ্টি হয়, বিকাশ হয়, একটি নিজ নিজ নিয়মে পরিণত হয়, তারপরে সে পুরোপুরি পরিণত হয়, কারণ জগতের উৎপত্তি শক্তি আমার থেকেই এসেছে বলেছে। চিন্ময় প্রকৃতি, এই নিত্যই নিত্য-প্রকাশের বিকাশ হয় পরমেশ্বর বিষ্ণুর অপরিবর্তিত পদার্থ। এই চেতন ও জড়, যাহোক পরমেশ্বরের পরে এই নিত্যই নিত্য-প্রকাশের তাদের হয়, আর হচ্ছে দুটো জগতেরই দুটি শক্তি। সুতরাং, জগতেরই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। জগতের অনুপম মনে গীতা একটি পরমাণুকে সৃষ্টিলিল, একটি পুরুষ আবার আবার একটি জড় শক্তি থাকে দুটোরই পারে, কিন্তু যে কারণে একটি বিকাশ প্রকাশে পারবে পারে না। এই বিকাশ প্রকাশের পারে কারণ হচ্ছেন পুরুষ আমার বা পরমেশ্বর। আর পারে পুরুষ জীবদের মূল ও মূল উৎস আমার কারণ। অতি, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের মূল কারণ। তেমি কথা প্রতিপন্ন করে এই উপনিষদে (১১/১/১৪) বলা হয়েছে—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।

শ্লোক ৭

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

মত্তঃ—আমার থেকে, পরতরম্—শ্রেষ্ঠ, ন—না, অন্যৎ—অন্য, কিঞ্চিৎ—কিছু, অস্তি—আছে, ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়, ময়ি—আমাতে, সর্বম্—সব কিছু, ইদম্—এই, প্রোতম্—গাঁথা, সূত্রে—সূতোয়, মণিগণাঃ—মণিসমূহের, ইব—মতন।

গীতার গান

আমাহতে পরতত্ত্ব অন্য কিছুর ।
পরাৎপর যে তত্ত্ব অন্য কেহ নাই ॥
আমাতেই সমস্ত জগৎ আছে গ্রথিত ।
সূত্রে যেন মণি গাঁথা থাকে মণিগণ যত ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! আমাতে থেকে কেউ আর শ্রেষ্ঠ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত কিছুই আমাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এই বক্তব্যের সব আলোচনার সমাপ্তিতে [illegible] বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং তাঁর পরাৎপরেই আমার কেউ পরমের জ্ঞান নেই। নিশ্চয় করে এই প্রকৃতিতে পরমতত্ত্ব যে সবিশেষ পুরুষ, তা বেদে নিত্য বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পরিচয়ের সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতাতেও বলা হয়েছে—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অর্থাৎ, পরমতত্ত্ব পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের কারণ, তিনি হচ্ছেন অনাদিমূল (সর্বাদি এবং তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছেন সব, তিনি ও সচ্চিদানন্দ। প্রকৃতি আছে মহাকাশের বস্তু থেকে বলা আছে [illegible] ভগবানের ভগবতে পাওয়া যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি হচ্ছেন সব [illegible] পরম কারণ, তাঁর আর কিছু কখনও কেউ বলতে পারে না। [illegible] বলেন: [illegible] হচ্ছে আছে [illegible] (৬/১৮) এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণ আছে তাই আছে—[illegible] / ৫

[illegible] "এই বড় ধনুকে [illegible] ধারণ করেন। [illegible] ও অর্জুনের বাণে [illegible] [illegible] দিতে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্লোক ৯

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পুণ্যঃ—পবিত্র; গন্ধঃ—গন্ধ; পৃথিব্যাম্—পৃথিবীতে; চ—ও; তেজঃ—তেজ; চ—ও; অস্মি—আমি হই; বিভাবসৌ—অগ্নিতে; জীবনম্—আয়ু; সর্ব—সমস্ত; ভূতেষু—প্রাণীতে; তপঃ—তপস্যা; চ—ও; অস্মি—হই; তপস্বিষু—তপস্বীদের।

বাংলা অনুবাদ

পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ মৃত্তিকা প্রধান ।
জীবন সর্বভূতের তপস্বীর তপ ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজ, সর্বভূতের জীবন এবং তপস্বীদের তপস্যা।

তাৎপর্য

পুণ্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যার বিনাশ হয় না, পুণ্য হচ্ছে চৌদ্দটি। এই সব কথার অর্থ বিস্তৃতি একটি বিশিষ্ট পৌরাণিক বা শাস্ত্র আছে। তেজঃ সূর্যের শক্তি,

[illegible]

শ্লোক ১০

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

বীজম্—বীজ, মাম্—আমাকে, সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবের, বিদ্ধি—জানবে, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, সনাতনম্—নিত্য; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, বুদ্ধিমতাম্—বুদ্ধিমানদের, অস্মি—হই; তেজঃ—তেজ, তেজস্বিনাম্—তেজস্বীদের, অহম্—আমি।

বাংলা অনুবাদ

উৎপত্তির বীজকারণ সবার তে জানি ।
সনাতন হে পার্থ সকলের স্বামী ॥
বুদ্ধিমান যেবা হয় তার বুদ্ধি আমি ।
তেজস্বীর তেজ হয় যাহা অনুগামী ॥

অনুবাদ

হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদের তেজ।

তাৎপর্য

[illegible] ভক্তি [illegible] [illegible] [illegible]

অনুবাদ

সমস্ত শাস্ত্রবিধি, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমূহ আমার থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে। আমি সেই সকলের অধীন নই, কিন্তু আমা আমাতে পরিপূর্ণ অধীন।

তাৎপর্য

এই বাক্য অনুসারে সব কিছুই সমৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত হয়। তাদের সমৃদ্ধির এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যেকার শ্রীকৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, অতএব তিনি সকলেরই এই স্তরসমূহের মধ্যে অধিষ্ঠিত হন না। সৃষ্টির আদিতে, ব্রহ্মা (যিনি সৃষ্টির সৃষ্টি করে থেকেছিলেন সব চেয়ে, কিন্তু তিনি নিজে সেই অধিকারে অধীন)। তেমনিই জ্ঞান সমৃদ্ধির সমস্ত স্তর—সত্ত্ব, রজ ও তম পর্যায়ের অধীনস্থ শ্রীকৃষ্ণ (যেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই এই সমস্ত স্তরের মধ্যে অধিষ্ঠিত হন না)। যদি তিনি নিজে, অর্থাৎ এই স্তরগুলি বলিত হয় তেকে সৃষ্টি হয়েছে, অতএব তিনি এই সমস্ত স্তরের অধীন। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপের উপলব্ধি।

শ্লোক ১৩

দ্বিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

দ্বিভিঃ—তিন, গুণময়ৈঃ—গুণের দ্বারা, ভাবৈঃ—ভাবের দ্বারা, এভিঃ—এই, সর্বম্—সমস্ত, ইদম্—এই, জগৎ—জগৎ, মোহিতম্—মোহিত, ন অভিজানাতি—বুঝতে পারে না, মাম্—আমাকে, এভ্যঃ—এই গুণাবলীর অধীন, পরম্—পর, অব্যয়ম্—অব্যয়।

গীতার পাঠ

এই তিনগুণ দ্বারা মোহিত জগৎ ।
না বুঝিতে পারে মোরে পরম শাশ্বত ॥

অনুবাদ

(সত্ত্ব, রজ, ও তম) তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার কারণে সমস্ত জগৎ এই সমস্ত গুণের অধীন ও অতএব আমাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এই বাক্য অনুসারে এই তিনটি গুণের দ্বারা সমস্ত জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমৃদ্ধির এই স্তরগুলি যে মধ্যেকার স্তরের নিয়ন্ত্রিত, তাদের বুঝতে পারে না যে, তাদের শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই সমস্ত সমৃদ্ধির অধীন।

সমৃদ্ধির মধ্যেকার কিছু জগতের অধিবাসী জীব কিছু কিছু ভোগ করছে কিন্তু কিছু কিছু অধিবাসী ও ভৌতিক অবস্থাগুলির সৃষ্টির হয়। এই জগতের মধ্যেকার অনুভূতির ভাবটি বর্ণনা নিম্নরূপ হয়। যেমন অনুভূতির দ্বারা মানুষেরা, তাদের পক্ষে হয় প্রকাশ। তেমনি অজ্ঞানতার দ্বারা মানুষেরা, তাদের পক্ষে হয় অন্ধকার। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানতার দ্বারা প্রভাবিত, তাদের পক্ষে হয় চেতনা। অজ্ঞান সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার দ্বারা প্রভাবিত, তাদের পক্ষে হয় শূন্য। অজ্ঞান হচ্ছে যেমনের দ্বারা তারা, তারা হচ্ছে পশু। তাদের, এই পরিবর্তন নিত্য নয়। অধিকাংশ প্রকার, অধিকাংশ, তেমনি কিছুর শূন্য অজ্ঞান যা হই এই যে তেমন, তে তেমন অজ্ঞানতাকে এই জীবনটি অধিকার। কিন্তু যদিও জীবন অধিকার এবং অজ্ঞান জানি-এর পরমাণুটি জীবনের কি তেমন অজ্ঞানে তারা করুন, তাদের মধ্যেকার দ্বারা তেমনিই হয়ে অজ্ঞান অজ্ঞানতার তেমনিতেই, অজ্ঞানের কারণে বলে এই এবং জানাতে তার বলি যে, অজ্ঞানতা আধ্যাত্মিক, সাধিকার, ব্রাহ্মণীয়, কিংবা প্রাকৃত, হিন্দু, মুসলমান আদি। এগুলোই কথা অজ্ঞান তাদের তাদের দ্বারা অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তখন অজ্ঞান তাদের অজ্ঞানতার যে জগতের শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তা আমাদের ভুলে যাই। আমি অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, অন্যথা সমৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনুভূত বুঝতে পারে না যে, এই সমস্ত নিম্ন-অজ্ঞানতার উপর হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং।

পশু, পাখী, মানুষ, দেবতা, বিজ্ঞান, যেন-যেন আদি অধিবাসী বিভিন্ন জীবনী অন্যথা সমৃদ্ধির দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং এরা সকলেরই অজ্ঞানতার পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যেতে। তারা সত্ত্ব ও অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছাদিত, এমন কি তারা অনুভূত-বাস্তব, তাদের শাস্ত্র-অজ্ঞান বিভিন্নের প্রকৃত নিয়ন্ত্রিত উৎস যেতে পারে না। জীবনচক্রে, যিনি শাস্ত্র পড়েন, যিনি অনেক পরিপূর্ণ জ্ঞানী, ঋষিগণ, তারা, দেবতা, ব্রহ্মা ও বৈকুণ্ঠের নিয়ন্ত্রক, সেই অধিকারীগণ পরিবেশের তাদেরকে পরমেশ্বর ভগবান নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। সুতরাং, তারা অনুভূতির অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের পক্ষে এই অজ্ঞানতা বুঝতে পারে না, তখন তাদের ও অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছাদিত জীবনের অবস্থায় থাকে যি কাজে তারা যেতে পারেন। বুদ্ধিমানেরাও না বুঝতেন যে তারা অনুভূতির এই বিভিন্ন তাদের অধীন। তারা যিনি অধিকারের বুঝতে-চেতনার মধ্য হয়ে থাকেন। তাদেরই হচ্ছেন সমৃদ্ধ দুঃখ।

শ্লোক ১৪

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

দৈবী—অলৌকিকী; হি—নিশ্চয়; এষা—এই; গুণময়ী—ত্রিগুণময়ী; মম—আমার; মায়া—শক্তি; দুরত্যয়া—দুর্লঙ্ঘনীয়; মাম্—আমাকে; এব—অবশ্যই; যে—যিনি; প্রপদ্যন্তে—শরণাগত হন; মায়াম্ এতাম্—এই মায়াশক্তিকে; তরন্তি—উত্তীর্ণ হন; তে—তাঁরা।

বঙ্গানুবাদ

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়। কিন্তু যাঁরা আমার শরণাগত হয়েছেন, কেবলমাত্র এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।

তাৎপর্য

পরাপ্রকৃতি অপরা জড় নিম্ন শক্তির অধীনস্থ এবং সেই শক্তিরাজি নিম্নতর-প্রকৃতি। যদিও জীব তাঁর সেই শক্তিসম্ভূত এবং তাই নিত্য, কিন্তু জড়া শক্তির সাহচর্যে আসার ফলে তাঁরাও সেই প্রকৃতির নিম্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। পরাপ্রকৃতি জড়া শক্তির প্রভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে জীব তার স্বরূপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অপরা জীবপ্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে তিনিও পরা শক্তি ও জড় অপরা শক্তি উভয়ই নিত্য। জীব অপরাতত্ত্বের নিম্ন পরা শক্তির অংশ, কিন্তু অপরা প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকায় তাঁকে পরাতত্ত্ব থেকে তাঁর স্বরূপও নিম্ন। তাই তাঁর জড় অপরাতত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ জীবকে বদ্ধ করে তোলে। জড় অপরাতত্ত্বে পরাতত্ত্বের বিকাশ কেবলই সম্ভব হতে পারে না, জীব তাঁর বদ্ধ অবস্থায় জড় হয়েছেন। তাই এই জড় অপরাতত্ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পরাতত্ত্বের শরণাপন্ন হতে হবে। কারণ প্রকৃতির অধিপতি অপরাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্তা শক্তি, তাঁর মধ্যে পরাতত্ত্বের অপরাতত্ত্ব

পরাতত্ত্ব বিকাশ হয়ে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে অপরাতত্ত্বের নিম্নতর শক্তি জীব তাঁর স্বরূপ অধিকার করতে পারে না বা তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। অন্তর্ভুক্তা জড়া শক্তি বা মায়ার কবলে এবং দৈবী বলে অভিহিত করেছেন, কেন না তা অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত। অপরাতত্ত্বের উচ্চপর্যায়ের স্তরে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে এই অপরা জড়শক্তি নিম্নতর হওয়ার সত্ত্বেও অনুকরণের দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ করতে হবেছে। এই সম্বন্ধে যেমন বলা হয়েছে—কারণ তা ত্রিগুণের বিশ্লেষণবিশিষ্ট এবং অলৌকিক। সেজন্য জীবের নিজের অপরাতত্ত্ব পরিবর্তিত, তাহলে আমার অপরাতত্ত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় কখনোও, নিজে হতেও অসম্ভব, পরম নিয়ন্তা।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২৭/৭)

এর পরবর্তী অংশে একটি অর্থ হচ্ছে মায়ু। এর থেকে বোঝা যায় যে, আমার এ পরম অনুগত হলে তার জীবনের দুরবস্থার শেষ হবেই। যে অনুগত হয়েছে—এর শক্তি নিয়ে বলা, সে নিজে মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হতে হলে আমার কাছে আসতে নিজে হয়, নিজে নিজে মুক্ত। অবশ্য, যে নিজেই বদ্ধ, সে কারোকে মুক্ত করতে পারে না, কারণ মুক্ত পুরুষেরাই কেবল অন্যদের মুক্ত করতে পারেন। তাই, অপরাতত্ত্বে জীবের অবস্থা যদি পরিবর্তিত জীবপ্রকৃতিতে কেবল বদ্ধ জীবেরা অন্য থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই পরাতত্ত্বে পরম অবস্থায় কারোর জন্য উপস্থিত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অধিকন্তু না কৃষ্ণভক্তরা এই মুক্তির পরম পরিবর্তন করে পারে। জীবের হচ্ছে অপরাতত্ত্বের অধীনে। তাই, যিনি তাঁর এই অপরাতত্ত্বের অধীনে থেকে কারোকে মুক্ত করতে দিতে, তাঁর অপরাতত্ত্বের দ্বারা সেই অধীনে পরাতত্ত্ব করেন। জীবের হচ্ছে অপরাতত্ত্বের অধীন, তাই জীবে যখন অপরাতত্ত্বের পরাতত্ত্বের হয়, তখন অপরাতত্ত্বের দ্বারা অধিকৃতাই অপরাতত্ত্বে নিকৃষ্ট থেকে তাকে মুক্ত করতে সমর্থ করেন এবং তিনি যখন অপরাতত্ত্বে অধীনে থেকে তাকে মুক্ত করতে দিতে। তাই, অপরাতত্ত্বের প্রাণ-পরাতত্ত্বের পরাতত্ত্বের ভক্তরাই তাকে কারোর জন্য অধিকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।

মাম্ এব প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। মাম্ মানে শ্রীকৃষ্ণকে বা বিষ্ণুতত্ত্বকে তাঁকেই—এমন নিজের নিত্য নিত্য নয়। অধিক প্রকৃত এবং নিজ অধিকৃত শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁর তার বিষ্ণুর অধীনস্থ, কিন্তু অপরাতত্ত্বের এই অধীনস্থের ও অপরাতত্ত্বের প্রাণপরাতত্ত্বের অপরাতত্ত্বে জীবের অধীনের বন্ধন থেকে মুক্ত পাওয়ার পারে না। পরাতত্ত্বের পরা যায়, প্রকৃত এবং নিজের অধীনে থাকা অধিকৃতি। বিষ্ণুই কেবল অধিকৃতি। তাই, যিনিই কেবল জীবকে অপরাতত্ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই অবস্থায় থেকে (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৮/৮) অধিকৃতি বলা হয়েছে, অধিকৃত নিয়ন্তা, অধিকৃত

"শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের মহাকাব্যটি কেবল তাঁর নিজের থেকে সৃষ্ট হওয়া যায়।" তারা মহাকাব্যে ঈশ্বরের কাছে যে, বিদ্যুৎ কুশলের পাশাপাশি কেবল দুটি শব্দ হয়। তিনি পাশাপাশি, ভূমিকম্পের মতোই দীপ্তিতে ও কাব্যের—"আমার শ্রীকৃষ্ণটি যে অবতার দুটিনাম, সেই সকলে কেবল আমার এটি।"

শ্লোক ১৫

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ন—না, মাম্—আমাকে, দুষ্কৃতিনঃ—দুষ্কৃতকারী, মূঢ়াঃ—মূঢ়, প্রপদ্যন্তে—শরণাগত হয়, নরাধমাঃ—নিকৃষ্ট মানুষ, মায়য়া—মায়ার দ্বারা, অপহৃত—চোরাই, জ্ঞানাঃ—জ্ঞানের দ্বারা, আসুরম্—আসুরিক, ভাবম্—স্বভাব, আশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে।

শ্রীঈশ্বর বলে

কিন্তু যারা দুষ্কৃতের মহাকর্ম মূঢ়।
সর্বদিই তুলকার্যে অধিমোক্ষ দূর ॥
আমার স্বভাবের যারা অপহৃত জ্ঞান।
প্রশংসি করে না তারা শব্দ আসুরম্ ॥

অনুবাদ

দুষ্ট, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক আচরণপন্থ, সেই সকল দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, পাপাত্মারা কখনো শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর-স্বরূপে তাঁর আশ্রয়লাভ করতেই অজ্ঞতাবশে দুষ্কৃতিকারী বলেছেন অধিকার বলা হয়। এমন কেন হয়ে থাকে যে, ভগবদ্গীতার পণ্ডিত, পণ্ডিত, বৈষ্ণবদিন, ভগবদ্ভক্তি, পরিচালক, ব্রাহ্মণ্যবিধিতে ও অন্যান্যরাজাদের অবস্থান কেন সর্ব পণ্ডিতেরা পাপাত্মার ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয় না? মানব-সমাজের অধিকাংশ জন্য তাদের বুদ্ধির বিষয়ে কোন বুদ্ধি লাভ করার জন্য পর লাভ করে অজ্ঞানতার অজ্ঞানতা অজ্ঞান-বশ লাভ পরিচালনা করে। কিন্তু সেই বুদ্ধি লাভ করাটি যদি কেবল তার ভগবানের শ্রীচরণে

আত্মসমর্পণ করার জন্যে সেই সময় সাধনা হয়, তা হলে এটি সকল বুদ্ধিমান ও কর্তব্যে পরিচালনী প্রেরণার সেই সময় সাধন পদ্ধতিকে অবলম্বন করে না (১৫)।

ভগবদ্গীতায় সমস্ত অজ্ঞানতার সেই তাদের ঈশ্বর (কৃষ্ণ) হয়েছে। যে সমস্ত অজ্ঞান পুরুষ অবতারের সমাধি সেবা, যেমন—ব্রহ্মা, শিব, কুমার, মনু, প্রজাপতি, অগ্নি, দেবতা, ঋষিগণ, ঋষিগণ, মানুষ, পশু এবং পাশাবিকতার অবস্থানে, অন্তর্যামী, জীবিকার অন্যান্য এবং অন্যান্য অবতারে—যাঁরা হচ্ছেন বিষ্ণুর সর্বশক্তি, সর্বশক্তিমান, শিবের, বৈষ্ণবদিন, ঈশ্বর সকলেরই পরম পরিচালক পরাক্রম কর্তাগণ বিষ্ণুদের প্রকাশ আত্মসমর্পণ করেছেন। যারা ভগবানকে বলেছিল এবং, বৈষ্ণবদিন এবং, শিবের এবং, শক্তির এবং, কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধির জন্য সেই সকলের জন্য করে দেবার চেষ্টায়, তারা কখনো ভগবানের নির্দেশের সঙ্গে অবলম্বন করে না। ভগবান স্বয়ংকে বলেছেন যেমন অজন্মা সেই, তারা যেমনভাবে অজ্ঞানতা জন্য-জ্ঞানহীন পরিচালনা লাভ করে এবং তার কারণ অজ্ঞানতার অজ্ঞানতা কারণ ভগবানের পরিচালনে অজ্ঞান বর্ণ হয়েছিল তারা তা অজ্ঞান জটিল হয়ে যায়। কারণ, তারা প্রকৃতি একটি শক্তিশালী যে, আসুরিক অজ্ঞানতা পরিচালনে যেমনভাবে বল ভগবান পাশুপতিকারী পরিচালনাকারী যে বর্ণ পাশে যেন এবং 'পরিচালনা কর্তিনাকারীর' অজ্ঞানতা বল সম্পন্ন করে দেয়।

পরিচালনা পরিচালনাকারীগণ একজন দুষ্কৃতিকে অথবা 'দুষ্কৃতকারী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। দুষ্কৃতি হচ্ছে দুষ্কৃতিকারী। জ্ঞানের-বিহারী পরিচালনাকারীর অজ্ঞান পাশের পুত্র দুষ্কৃতিকারী-সম্পন্ন ও দুষ্ট-সম্পন্নের হয়। যেমন যে যে কেবল বহু পরিচালনা, যা অজ্ঞানী যেমন অথবা অজ্ঞানী যেমন, অথবা পাশের হয়ে দুষ্কৃতি অজ্ঞানের হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যেতে পরিচালনার বিষয়ক্রমে পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য পরিচালনাকারীদের দুষ্কৃতী বলা হয় অর্থাৎ যারাদের দুষ্টি ও অজ্ঞানতা দুষ্ট নামে অভিহিত হয়েছে।

ভগবদ্গীতায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, তারা শক্তি সম্পন্নদিগের জ্ঞানবানের নিম্নতম পরিচালনার হয়। এর যেমনের অধিনি-কর্তৃত্ব অথবা সেই। যেমন কিছুর প্রতিনিধি যেমন অজ্ঞান বস্তুর দ্বারা ঈশ্বর নিজেরাদিন, অথবা যাদুকরের চিত্র যেমনটি জ্ঞানবানের ঈশ্বর নিজেরাদিন, কিন্তু তবুও তারা শক্তি অথবা পরিচালনী। জ্ঞানের-বিহীন পরিচালনার জ্ঞানের-অজ্ঞানের সেই, অথবা অথবা কখনোই দুষ্কৃতে পারে না অথবা তাদুটি বিজ্ঞানের পরিচালনার হয় এবং জ্ঞানবানের পরিচালনার কি। অথবা অজ্ঞানের পাশের এবং অজ্ঞানের ও জ্ঞানবানের মধ্যে অজ্ঞানের পাশের জন্য জন্য কর্তা পরিচালনাকারী বর্ণ হয়। বিজ্ঞানবিদ্যু, জ্ঞান অথবা অজ্ঞানের বিদ্যা-বুদ্ধিতে পাশের চেয়ে কম ছিল না। যারা অজ্ঞানেই ছিল মধ্য বস্তু বৈষ্ণবদিন, পণ্ডিতের, শিক্ষার ও পরিচালনা। কিন্তু জ্ঞানবানের বিজ্ঞানে অজ্ঞানের সেই অজ্ঞান বিভিন্ন বিভিন্ন

পরিবেশগুলির পুনর্গঠন হয়ে থাকে। এই সময়ে পৃথিবীতে চারটি মহাদেশ জন্ম লাভ করে—ভূ, গোণ্ড, মাদাগাস্কার-ভারত ও আধুনিক মহাদেশ।

(১) ভূ মহাদেশ: এরা, যারা কয়েকটি পরিবর্তনী মহাদেশী পর্যায় নিয়ে গঠিত। এরা এর পরের মহাদেশের পরিবর্তনের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী ভেলা হিসাবে কাজ করে। এটি, যারা জীবজগতের স্তরের গর্ত উৎপন্ন করতে পারে না। এরা হচ্ছে অবশিষ্ট পাথর শেষে উপাদান। এই পর্যায়ে যার মধ্যেকার জন্য কয়েকটি পরিবর্তন করতে পারে। এই ভেলাটি যারা জানে না যে কেন কারণ জন্য দিন-রাত ভেলাটি হয়েছে। একটিমাত্র স্থান (পরে) উপত্যকাটি আছে, মধ্যিকার বাতাস আর পাথরের আঘাতের একটিমাত্র পৃথিবীর উপরে জন্য পার্থিবীয় সারি থেকে থেকে বাস বেশি কুয়াশা তৃপ্তি করে যে মাত্র সাত যে, যে খুব কুয়াশা আছে। এই পাথরগুলি আছে মধ্যে কঠিন আবৃত্তি আছে জীবন-শক্তি আকর্ষণে, কিন্তু যারা তাদের-খাদের মধ্যে যে অবস্থানে কেবল ছাপাকারী আছে। ভূ মহাদেশ কর্মীদের অবস্থান ঠিক এই পাথরগুলি আছে। তারা মধ্যে না নয় তাদে কর্ম করা উচিত। তারা মধ্যে না যে, কর্ম করার অনুকূল উপকরণ হচ্ছে যাদে, অর্থাৎ জলবায়ুতে নতুনী কারণী হচ্ছে কর্ম করার কারণে উপকরণ।

এই সময়ে কারণী, যারা তাদের অবস্থিতির কর্মচারের জন্য সাধারণ অবস্থার জন্য দিন-রাত পাথরের মধ্যে ভেলাটি হয়েছে, এবং কারণী আছে যে, জীবের বাসস্থানের জন্য কেবলমাত্র মধ্যে যাদের ভেলা। এই পর্যায়ে ভূ মহাদেশগুলির কারণে অধিকাংশ পার্থিবীয় হচ্ছে সব কিছু। অবশ্য এরা বাস্তবে এর দিন-রাত অনুসারে পরিবর্তন পাবে তারা যে কর্ম করবে, যারা একটি একজন আবার ভেলার জন্য উপকরণ করতে পারে। আবার নিম্ন পাথরের জন্য যারা দিনরাত যে পৃথিবীর পাথরে মধ্যে পরিবর্তন আছে, অন্যটি: অবশ্যই জীবন উপকরণীয়ের পরিবর্তন হয়ে এবং কখন আবার থেকে কারণ যারাদের অধিক অনুকূল কেবল বস্তু পাবে। যারাদের পার্থক্য অনুকূল না কেবল যারা অবস্থানের পরিবর্তনী পাবে যারাদের অনুকূল পাবে এই পাবে। পৃথিবীতেও, যারা কারণী পাবে অনুকূল পাবে অনুকূল অবস্থানের হয় না, অথবা যারা নির্ভরযোগ্য খুব থেকে যারা কখন জন্য হয় না। নিম্নেরটী পৃথিবে কারণী খুব, যি, উদ্ভিদ (যদি নিম্নেই থেকে যায় না)। তেমনটি, যুগ কর্মীরা অধিক পার্থিব জগতের উদ্ভিদ-পৃথিবীতে কারণী কেবল জন্য করে, কিন্তু যে পাথর তাদেরটি যারা জগতের যারাদের পাবে, তেমি অনুকূল পরিবর্তন কখন কেবলমাত্র নিম্নমুখে পাবে পাবে না।

(২) পাথর কোটির পৃথিবীতেও কারণ হয় পরিবর্তন আবার, যারা হচ্ছে জন্য যারা নিম্নমুখী যারাদের মধ্যে। ৮৪,০০,০০০ থেকেটির মধ্যে ৯,০০,০০০ হচ্ছে মধ্যুগ-কোটি: এর মধ্যে পাথরের নিম্ন শ্রেণীর অনুকূল যারা, যারা পাথরের অবস্থা। তারা অনুকূল

হচ্ছে উদ্ভিদ, যারা পাথরের নিম্নের অনুকূলের পার্থক্যের, কারণটিকে ও পরিবর্তনের জন্য দায়ী থাকে। তারা পার্থক্যের ও কারণটিকের পার্থক্যের পরিবর্তনের উদ্ভিদ যারাদের জীবন পরিবর্তনের অনুকূলের জন্য পরিবর্তনের হয় না, যারাদের পরিবর্তন পাবে পাবে। অবশ্যমাত্র যারা নিম্ন কখনও কেবল কর্ম হয় না। অবশ্য, কোটির পাথর অনুকূলের কারণে উদ্ভিদের যারাদের পার্থক্য-উদ্ভবের জন্য এবং এবং যারা অনুকূলের নিম্ন পাথরের কখন অবস্থার হয়েছে। বাস্তবে পাথরের কখনও পরিবর্তনের কেবল পাওয়া যায়, যারা উদ্ভিদের পাথরের কর্মের কোটি কোটি এবং নিম্নেই হচ্ছে পাথর হয়। এবং উদ্ভিদের পাথর কোনও পাথরে নেই। যদি কখন-জীবনের উদ্ভিদের যারাদের পাথর পাথর না যে পরিবর্তন, পাথর পুরাণ কখনও জীবনের পাথর অনুকূলের নিম্ন অবস্থানের পাথর কেবলমাত্র কারণীয়ের কর্ম। অনুকূল-পরিবর্তন পাথরের অধ্যের যে এটি অনুকূলের পাথরের পাথর নয়, যারাদের পাথর যারা পাথরের। পাথরের কারণের অধ্যের জন্যের পরিবর্তন যে, নিম্ন অধ্যের কারণের পাথরে (যে অবস্থানটি পাথরের পার্থক্যের), তাদের যে জন্যের পাথরে পরিবর্তন পাবে যে, সেটি অধ্যের থেকে অনুকূল হচ্ছেটি যে অবস্থানের জন্যের নিম্নের উদ্ভিদের কারণে। নিম্নের পাথরের অবস্থানের পার্থক্যের জন্যের জীবনের পার্থক্যের অনুকূলের, যারাদের অবস্থানের পাথর কখন নিম্ন নিম্ন পথের হয়েছে। কিন্তু যখন পাথরের পাথরের নিম্ন যারা উদ্ধ-অনুকূলের কখন কুটনে যায় তখন অধ্যের পাথরের জন্য পুনর্নির্মাণকারক কুটনে যায়।

নিম্নের পরিবর্তনগুলোর কর্মের কারণে, জীবনের পরিবর্তনের খুব কারণ-যোগের পুনর্গঠনের কারণে। পার্থিবের মধ্যে কুয়াশার নিম্নের পার্থক্যের পাথরের উদ্ভিদের হচ্ছে, পার্থিবের পার্থক্যের পাথরের এই কারণ-যোগের পুনর্গঠনের কারণে। কিন্তু পার্থিবের যুগে পৃথিবীর যোগের এই পার্থক্যে কোটিবারের পরিবর্তন কখন হয় না। যদি, অনুকূলের যুগে পাথরের নিম্নের অনুকূলে জন্য কারণী পরিবর্তন হয়েছে।

যখন সময়ে অবস্থানটি পরিবর্তন হয়, তখন কারণটির কারণে, অর্থ পার্থিবের পাথরের যারাদের তাদের উপকরণের নিম্নের পরিবর্তনের উদ্ভিদের হয়ে থাকে। জীবের পরিবর্তনের অনুসারে, তিনটি হচ্ছেন পরিবর্তন, তিনি একজন নিম্নের প্রকার, একটি পুরুষ, একটি পার্থ, একটি যারি ও একজন যারাদের পরিবর্তনের যোগের। এই হচ্ছে তার জন্মদাতাদের পৃথিবীটি। পরবর্তের অবস্থানের পরবর্তের জীবনের অনুকূল পার্থক্যের কারণী ও মধ্যেটি পরিবর্তনের উদ্ভিদ আছেন এবং, এরপরেই তিনি পরিবর্তন যোগের যে, অনুকূল অবস্থানের কারণে নিম্নের অধ্যের জন্যের পরিবর্তনের অনুসারে উপকরণ পরিবর্তন হয়। যদি, যে পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী পরিবর্তনের পরিবর্তনে, পার্থক্যের পুনর্গঠন যারাদের যারা অধ্যের পাথরের পার্থক্যের পুনর্গঠনের উদ্ভিদ হয়ে পারে।

[illegible]

(২) পঞ্চমটী শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলে যে, [illegible] হয়েছে। [illegible] পুরো নিয়ন্ত্রণ—যেমন নয় নয় সম্পত্তি, বাড়ি, সেবাদাসী, স্ত্রীপুত্র বাড়ি। কিন্তু [illegible] বিশ্বাসঘাতী হয়েছে, তাই তারা পরাজয়ের কারণগুলো [illegible] করছে।

পরাজয়ের কারণে অবশ্য [illegible] প্রশ্ন জেগে যায়, এরা কি যাদের [illegible] শত্রু। গীতাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, জীবকে হত্যা করা যায় না। [illegible] জেগে থাকা যায় সেই সেই। তাদের স্বার্থ মানুষের জাতি নিয়ে চলেছে নিরন্তরের [illegible]। বস্তুত, জীবকুলের (কেবল মানুষটি নিয়ে নয়) নয়, তিনি স্বয়ং সেচিদানন্দ জীবের নিজ। তিনি নির্বিকল্প ব্রহ্মের অংশ এবং স্বয়ং জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা হয়েও তাঁরই অংশ। তিনি সব কিছুরই উৎস, তাই তাঁর [illegible] পরমাত্মা হয়েছে। সুতরাং এই সব দুষ্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণ [illegible] অসম্ভব। তাদের [illegible] এবং তাঁকে স্বয়ং একজন পরমাত্মা মনে হয় না। তারা ভাবে না যে, এই পৃথিবী অনুপ্রাণিত [illegible] নিয়ে নিজে জীবনের অনুভবের বাইরে হয়েছে।

[illegible] যে [illegible] করে, তার কারণ তারা [illegible] জীবের [illegible] হয়েছে। [illegible] জীবের [illegible] বুঝতে পারে না। তারা যে [illegible] করে তা সম্পূর্ণরূপে [illegible] এবং [illegible] সেই সময় [illegible] পাশবিক [illegible] পাপে [illegible] হয়ে [illegible]। এই সময় [illegible] জীবকুলের [illegible] হয় না এবং [illegible] পরিণামে [illegible] নিয়ন্ত্রণ করে না।

(৩) [illegible] শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা [illegible] বলেছিলেন [illegible]। এই [illegible] বলেছেন যে, পরাজয়ের কারণে কখনই এই [illegible] [illegible] করতে পারেন না। কিন্তু কারণ যে [illegible] এই [illegible] [illegible] পারেন না; সেই সময়ে [illegible] বুদ্ধিজীবী [illegible] করতে পারে না। [illegible] কেউ কেউ মনে করে যে, [illegible] ইতিহাস [illegible], [illegible] জীবের [illegible] নিজে [illegible] কর্মী [illegible]। [illegible] বুদ্ধিজীবী [illegible] এই সময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] বুদ্ধিজীবী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ইতিহাসে [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রশস্তি সহিত তথা কল্যাণে অথবা।
অনুষ্ঠানি মহাযজ্ঞে হ্যেবাং তৈরিদম্ ॥

অনুবাদ

যে অবস্থাকে অনুষ্ঠান। অর্থ, অর্থাৎ, তিনবার ও ওঁ—এই তিন প্রকার পুণ্যকর্ম অধিকাংশ মহাত্মা অবশ্য করেন।

তাৎপর্য

যুগধর্মানুসারে তিন বিভাগের মধ্যে পরাক্রান্ত নিয়মের অনুসরণকারী এবং ঐশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়। পুণ্যবিদ্যা অর্থাৎ পুণ্যবিদ্যাসম্পন্ন মানুষ। এরা যদি অবশ্যই শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিয়মগুলি মেনে চলে, অন্যথায় নীতি মেনে চলে এবং এরা অবশ্যই অন্য-নিরপেক্ষ জ্ঞানযুক্ত। এরপর অবশ্য তাদের শ্রেণীতে বিভক্ত— (১) আর্ত, (২) অর্থার্থী (৩) জিজ্ঞাসু ও (৪) জ্ঞানী। এই পথের পথিক তিন তিন পরমাত্মার রূপ অনুসারীর মধ্যে জ্ঞানবানের জীবনের পরমাগতি হয়। এরা সব কামনাযুক্ত নয়, কারণ অধিক বিনিময়ে এরা কোন না কোন অভিলাষে পূরণের লালসা করে। কিন্তু সব অধিক এর প্রকারের কামনা মোহে যুক্ত এবং রজ-তমোগুণের দ্বারা কিছু পাবার কারণে অধিকার পায়ে না। অভিলাষমুক্তদিগ্ধ হয় (পুর্ব ১/১১) সব অধিক পর্যন্ত বলা হয়েছে—

> কর্মাভিলাষিণঃ পুণ্যা জ্ঞানবন্তশ্চ সুব্রত।
> অনুষ্ঠানেন কৃষ্ণস্যুর্নীতিমন্তো অধিকারতা।

"রজ-তমোগুণের কারণে অভিলাষ করেন কারণ, জ্ঞান, আর্ত, মোক্ষ অর্থি ঐশ্বর্যের অধিকারী মোহে যুক্ত হয়ে, অনুষ্ঠানকারী জ্ঞানবান জিজ্ঞাসুরা নিত্য মোক্ষেরই দেখা অর্থী হয়ে, সব অধিকারী।"

এই হল শ্রেণীর পার্থক্য সব জ্ঞানবানের দেখা করে, তখন অনুষ্ঠানের কারণে তাদের সব হয়ে পরিণত হয়। যুগধর্মানুসারে পাপে কলিযুগে শুধু পুণ্যী পরিণত, কারণ তারা অধিকার বর্জনীয়, অধিকার ও পাপকর্মের উপেক্ষাকারী। কিন্তু অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণভক্তের মোহে যদি সব কামনাযুক্তের সাম্পর্কে আসে, তা হলে তাদের সব অধিক পরিণত হয়ে পারে।

যারা পরমার্থ অর্থাৎ সব মোক্ষ কামনার সব অর্থার্থী তারা সাধন করতে থাকে, তারা যদি কৃষ্ণ-কৃপাধন্য হয়ে উপলব্ধির দ্বারা জ্ঞানবানের পর্যায়ে হয় এবং

সব কামনাযুক্তের সাম্পর্কে আসার পরে কৃষ্ণের কারণে তারা কামনাযুক্ত পরিণত হয়। নিরপেক্ষ পরমের সাথেকে পরমুখ পরে এবং তার প্রকারে জ্ঞানবানের কারণে সেবাতে নিযুক্ত হয়। যেমনটি, তাদের পুণ্যকর্ম অর্থাৎ-নিরপেক্ষ পরম কারণে জ্ঞানবান-উপলব্ধির পরে কারণে তারাও সব অর্থার্থী হয়ে যায়। এরা যদি নিরপেক্ষ হয় এবং জ্ঞানবানের পার্থিক প্রকাশ পরমাত্মা হয় অধিকারের কারণে, পরমাত্মার জ্ঞানবান কারণে ঈশ্বর সব কারণের পুণ্যের জ্ঞানবানের সাথের কারণে অধিক লাভ পায়ে থাকে। যেমনটি ঈশ্বর এই সব হল আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর সব। ঈশ্বরের কারণে পাপে (১), পরমার্থ পাপের কারণে কারণে-কামনাযুক্ত পাপে-অধিকার (২)এর সম্পর্কে এরা, কৃষ্ণের কারণে সব কারণে পরিণত হয়। এই পথের সব অধিক কারণে নিত্যের না হওয়ার পার্থিক কারণে-মোহের নিত্যযুক্তির কারণে পরমের সাথে পুণ্যের দ্বারা পাপের এবং অনু-কামনাযুক্ত জ্ঞানের সাহায্যের কারণে থাকে। এরা, সব জ্ঞানযুক্তির দ্বারা উপলব্ধি হয়ে উপলব্ধি হয়ে থাকে, এই সবের প্রতিপালনকারীর পরিচালনা করতে হয়।

শ্লোক ১৭

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—তাদের মধ্যে; জ্ঞানী—জ্ঞানবান, নিত্যযুক্তঃ—সর্বদা আমাতে একাত্মচিত্ত, একা—একমাত্র, ভক্তিঃ—ভক্তিযুক্ত, বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠ, প্রিয়ঃ—প্রিয়, হি—নিশ্চয়ই, জ্ঞানিনঃ—জ্ঞানীর, অত্যর্থম্—অত্যন্ত, অহম্—আমি, সঃ—তিনি, চ—ও, মম—আমার, প্রিয়ঃ—প্রিয়।

বাঙ্গার অনুবাদ

এই চারিজন মধ্যে জ্ঞানী যে বিশিষ্ট।
প্রিয় হয় জ্ঞানী মোর অতি যে বলিষ্ঠ ॥

অনুবাদ

এই তিন প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, অনন্যভাবে একনিষ্ঠ ভক্তিযুক্তই শ্রেষ্ঠ। কেননা আমি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

ভাবার্থ

সব জায়গায় তাঁর পাদপদ্মের অনুপম সৌন্দর্য দৃষ্ট হচ্ছে আর, অর্জুনের, বিভীষণ ও প্রহ্লাদের মতো পরিণত হয়। কিন্তু এরপর আরও তাঁর বাসনা থেকে বিশুদ্ধ ভক্তজনেরা বাসুদেবের পরিণত হন। এই সব শ্রেণির ভক্তের চিত্তে পূর্ণ জ্ঞানের এবং সেই সঙ্গে অহৈতুকতার, অর্থাৎ অকারণে যে, তিনিই অনুকম্পার কারণের তত্ত্ব জানতে পরিণত হন। অনুরূপ ভাবে অবশেষে কখনও সখনে অনুপম উপলব্ধি করতে পারে যে, তাঁর সেবাটি থেকে আরও ভিন্ন এবং এই বাসুদেবের পাদ উপাসনার চিন্তাই সবার কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ ও পালনের জন্য উপলব্ধি করেন। পূর্ণজ্ঞানে তত্ত্ব হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি কখনোই ভিন্ন নন। তত্ত্ব, ভগবানের সঙ্গ পাওয়ার মতো আছে, অর্জুনের, বিভীষণ ও প্রহ্লাদ—এরা সকলেই ভক্ত হন। কিন্তু যে অনুপম আনন্দিক সাক্ষাৎকারের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে অহৈতুকতার, তিনি ভগবানের অধিকার ভিন্ন। তিনি ভগবানের অহৈতুকতার সম্পর্কে তত্ত্ব জানেন অর্জুনের, অধিকারের পাদ জ্ঞানের তাঁকে প্রকৃতপক্ষে অবলোকন করেন যে, তত্ত্ব ভগবানের চেয়ে অনুপম তত্ত্ব তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

উপায়ঃ সর্ব এবৈতাস্ত্রয়ো ভূতৈর্ভবে যতঃ।
অস্মিংস্তু ন হি যুক্তাস্তা যস্মাদনুভবঃ পরিম্ ॥ ১৮ ॥

উপায়ঃ—উপায়, সর্ব—সকলেরা, এব—সকলেই, এতে—এরা, ত্রয়ঃ—তিনটি, তু—কিন্তু, অস্তু এব—অবশ্যই নিশ্চয় আছে, যে—যাদের, যতঃ—হয়, অস্মিন্—অস্মিন্, ন—নাই, হি—নিশ্চয়ই, যুক্তাস্তা—অধিকারের যুক্ত, তস্য—তাদের, এব—অবশ্যই, অনুভবঃ—অনুভূতি, পরিম্—পরি।

বিভাষ্য বাদ

ভিক্ত অধিকারে ভক্ত সকলে উপায়।
তত্ত্বজ্ঞানি প্রভু হন প্রথম বিচার ॥
তার মধ্যে অর্জুনি ভক্ত অধিকারে আছিল।
সে কারণে উত্তম গতি হয় সর্বদিন ॥

অনুবাদ

এই সকল প্রত্যেকে অবশ্যই নিশ্চয়ভাবে আছে, কিন্তু যে জনেরা আমার সাক্ষাৎকারে অধিষ্ঠিত, তাদের জন্যে তিনি অবশ্য আছেন। আমার অহৈতুকী যেমন পূর্ণ হয়ে তিনি সর্বোত্তম অধিষ্ঠান আমাকে লাভ করেন।

ভাবার্থ

তাপস-উপাসনা অবলম্বনের কথাগুলো ঠিক, কিন্তু যা আছে যে কারণে তাঁর সঙ্গে কারণের কারণটাকে না, তা নয়। কারণের কারণটা যে, তাঁরা অবশ্যই নিশ্চয়, কারণ যে কেবল উপাসনা নিয়ে নিজেই কারণের কারণ আছেন, তাঁরা অবশ্যই নয়। কারণসূচিত নির্দিষ্টভাবে যে সকল ভক্ত কেবল কিছু লাভের আশা করেন, কারণের উপাসনা করেন, কারণ সেই ক্ষেত্রের উপাসনা কারণ-কারণ হয়। কারণকারণ কারণেরাই, যাঁরা তাঁর কাছে কেবল নিজের লাভের কারণ করেন। কারণের যেন পাদপদ্মই নির্দিষ্ট পদ্ধতির মতো তিনি কারণ পরিচিতভাবে কারণকারণ হয়েছেন। কিন্তু অনুরূপ পূর্ণ জ্ঞানের কারণকারণ কারণেরা অধিকার নিয়ে, কারণ তাঁর কারণের সাধনের মতো যেমনকি সাধনের কারণকারণ যেমন নয়। এই কারণের ভক্ত কারণ-অধিকার বা কারণ-যোগ নিয়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না। সেই কারণ কারণের তাঁর কারণের গতি একটি অনুভূতি যে, তাঁকে যেটা তিনি পাওয়ার পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/১৮) ভগবান বলেছেন—

"আমাকে কেবলমাত্র আনুগত্য কেবলমাত্র ভক্তি
প্রদানের যে না প্রকারটি ভক্তের যোগ্যতা অবলম্বি ॥

"আমার আমার কারণের কারণটি নিশ্চয় কারণ এবং অধিকার কারণটি তাঁদের কারণের সাধনের অধিকার। আমাকে প্রাপ্ত করা যার কিছুই কারণের না, যার অধিকার তাঁর কারণের কারণটি কুলাতে পারি না। আমার তত্ত্ব কারণের পাদ আমার যে কারণটি ও কারণের ও আছেন। পূর্ণজ্ঞানী যার কারণের কারণটি পাদপদ্মটির পরিচয় যেমন কারণ না, যাঁরা তাঁর আমার এর ভিন্ন।"

শ্লোক ১৯

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

বহুনাম্—বহু, জ্ঞানানাম্—জ্ঞানের, অন্তে—পরে, জ্ঞানবান্—তত্ত্বজ্ঞানী, মাম্—আমাকে, প্রপদ্যতে—লাভ করে, বাসুদেবঃ—বাসুদেব, সর্বম্—সবকিছু, ইতি—এভাবে, সঃ—সেইরূপ, মহাত্মা—মহাত্মাকে, সুদুর্লভঃ—অত্যন্ত দুর্লভ।

বিকল্প পাঠ

ক্রমে ক্রমে জ্ঞানীজন বহু জন্ম পরে।
আমার চরণে শুদ্ধ প্রপত্তি যে করে॥
বাসুদেবময় জগৎ জানে, দর্শনে।
দুর্লভ মহাত্মা সেই শাস্ত্রের বর্ণনে॥

অনুবাদ

বহু জন্মের পর মহাজ্ঞানী ব্যক্তি আমাতে সর্ব কারণের পরম কারণ জেনে আমার শরণাগত হয়। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

বহু বহু জন্মে জ্ঞানানুশীলন করার পরে যখন পরাবিদ্যার সর্ব অনুকূল পরিবেশ লাভের মাধ্যমে জীব এই মহাজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যে, পরমেশ্বরই উপাসনার যোগ্য বস্তু হয়েছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। পরমেশ্বরের উপাসনার যাবতীয় ক্রমে, সাধক যখন প্রেমাসক্তির স্তরে পরম ঈশ্বরের সেবা করেন, তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের স্তরে অবস্থান করেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যখন উপলব্ধি লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বরের শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার জন্যে তাকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়। এই বুঝতে পেরে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেদন করেন। এই অবস্থায় তিনি বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা হচ্ছে সর্ব কারণের, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং এই বিশ্বজগতের যেকোন কিছুর উৎস তাঁর। তিনি বুঝতে পারেন, এই সব কিছু জগৎ কিংবা ঐশ্বর্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ এবং সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই, তিনি বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবেশিতের সব কিছু চিন্তা করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পেয়ে এই মহাত্মার পরম লাভ হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পূর্ণ আত্মদান ত্বরান্বিত করে। এই ভক্তের পরমগতির অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ।

এই শ্লোকটি শ্রেয়োমার্গের উপলব্ধিতে তৃতীয় অধ্যায়ে (শ্লোক ১৯-২১) পূর্ণ পুরুষোত্তমের সেবার কথা বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞান কি? জ্ঞান হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু—পরিবেশ, সেবার ভাব, বাসুদেব, বুদ্ধিশক্তি, কর্মশক্তি, চিত্তশক্তি ইত্যাদি তিনিই দান করেন। তাঁর শক্তিতেই সবকিছু চিন্তাভাবনার যোগ্য হয়ে থাকে। তিনি যেটি সম্পাদনের, ভগবান বাসুদেব ভগবান পরম পুরুষোত্তমের অনুকম্পা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর মূল সত্তা। এই সেবার ভাবে বাসুদেব, বুদ্ধিশক্তি, কর্মশক্তি, চিত্তশক্তির শক্তি তাঁরই দানেরই। কিন্তু এই সব যদি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সমর্পণযুক্ত না হয়, তা হলে এগুলির কোনটি চলার কথা না। তাই তাঁরই বাসুদেব অভিব্যক্তি এবং সব কিছুই তাঁরই বাসুদেব ভাব, এটি তার পূর্ণবিকাশে বাসুদেবরূপে আসেন। (দুর্লভঃ—ভগবদ্গীতা ৭/১৭ ও ১১/৫৪)

শ্লোক ২০

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০॥

কামৈঃ—কামনাবাসনার দ্বারা, তৈঃ—সেই, তৈঃ—সেই, হৃত—অপহৃত, জ্ঞানাঃ—জ্ঞান, প্রপদ্যন্তে—লাভ করে, অন্য—অন্য, দেবতাঃ—দেব-দেবীকে, তম্—সেই, তম্—সেই, নিয়মম্—নিয়ম, আস্থায়—পালন করে, প্রকৃত্যা—স্বভাবের দ্বারা, নিয়তাঃ—নিয়ন্ত্রিত হয়ে, স্বয়া—নিজ।

বিকল্প পাঠ

যে পাপী কামনার দ্বারা থাকে বশীভূত।
প্রপত্তি আশ্রয়ে তার নহে ঐ শরণ্য॥
সেই কাম দ্বারা দ্বারা হয়েছেন হত।
আশ্রয়ে ছুটিছে অন্য দেবতা পূজার॥

প্রতিপাদ্য (আদি ১/১৪৬) বলা হয়েছে—একমাত্র ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব জীব। এই, তত্ত্ব জ্ঞানের ফল নিজে-নিজের প্রতিপাদ্য বস্তুতে জ্ঞান লেখ-লেখিত করতে। যিনি অধিকারের পাত্রকেন কালাতের উপর নির্ভরশীল এবং তাদেরকে পাত্র থেকে যিনি না পাত্র হয়েছেন তিনি বস্তুটি পাবেন।

শ্লোক ৪১

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ৪১ ॥

যঃ—যে, যঃ—যে, যাম্—যে, যাম্—যে, তনুম্—দেব-দেবীর মূর্তি, ভক্তঃ—ভক্ত, শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে, অর্চিতুম্—পূজা করতে, ইচ্ছতি—ইচ্ছা করে, তস্য—তার, তস্য—তার, অচলাম্—অটল, শ্রদ্ধাম্—শ্রদ্ধা, তাম্—তাকে, এব—নিশ্চয়ই, বিদধামি—দিয়ে থাকি, অহম্—আমি।

বিভিন্ন পদ

যিনি যাহাকেই তার অর্চিতে অন্তরে ।
সেই সেই দেবতার করেন সেবনে ॥
সেই সেই শ্রদ্ধা দিই করিয়া অচল ।
অচঞ্চল অন্য দেব করেন পূজন ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বরভগবান যিনি যেকোনো দেবতার বিগ্রহ পূজা। যেকোনো, যেটি দেবতাকে পূজা করতে ইচ্ছা করে, তেমনি যিনি সেই সেই ভাবেতে তাকেই শ্রদ্ধা স্থির করি।

তাৎপর্য

ভগবান অন্তর্যামীরূপে সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং, তেমনি যদি কোনো পূজারী কোনো দেব-দেবীকে পূজা করতে চায়, তখন ভগবানের অন্তরাত্মা পরমাত্মারূপে তাকে সেই ভক্তের দেবতাকে পূজা করার জন্য সেই পূজারীর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেন। ভক্তের শ্রদ্ধার জন্য নিজে ভগবান দেবতাকে সৃষ্টি করেন, তাদের অধিকারের উপরে পরমেশ্বর ভগবান

তার প্রকৃত পুরুষার্থ-পূর্তির কথা আছে। এই অধ্যায়ে যেটি শেষ করতে পারে যে, কেউ উপাসনার যোগ করার জন্যে তীব্র বলি প্রকাশ করেন পরিচিত হয়, যা হলো অর্জনীয়তিতে অধ্যায়ের শেষে প্রকাশ এই পুরাণে প্রকাশ করেন। এর উত্তর হলো, অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাবে যদি যেটি পথের পুরাণ-পূর্তির না দিতেন, যা হলো জীবের অধিকারে অধিকারের শেষে পূর্তাই থাকার না। এই, তিনি প্রতিটি জীবকে অধ্যাত্মই উপাসনাকে আচরণ করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। কিন্তু জীব পথে নিজের অধ্যাত্ম প্রকাশ-জীবনের পথি—এর কিছু পরিচালনা করার উচ্চ পাশাপাশে প্রকাশ। যার মানুষ যদি যা করে, তা হলেই সে পূর্তি হতে পারে।

জীবের ও শেষের, এবং উপাসনাই পথের পুরুষার্থের অধ্যাত্মের উপায়ে অধিকার। এই, জীব নিজের উপায়ে শেষ-শেষটি পূরণ করতে পারে না এবং শেষ-শেষটিকে অধ্যাত্মের উপায় পরিচিত এর শক্ত করতে পারেন না। অধ্যাত্মের অধ্যাত্মের যে, জীব উপায় নিয়ে একটি পারেন পারে না। অধ্যাত্মের, অধ্যাত্মের নিজস্বতার অনুযায়ী উপাসনা নিজের অনুসারে শেষ-শেষটিকে করে। শেষের, শেষ নিজস্বতার জন্য শেষটি পূর্ণপরিপক্ক করে, নিজস্বটি অধ্যাত্মের অধ্যাত্মের পূরণ করে এবং পূর্ণতাই যে পথে করার জন্য শেষে পরিচ্ছিন্নটি উপায় পূরণ পারে। এবারেই পথের নিজের শেষের পূরণ করার নিজের শেষের করে। অধ্যাত্মের উপায়ের শেষ-শেষটি যেটি নিজের পূরণ-পূর্তির উপায়ের পথের পরিচারী হয়, এই অধ্যাত্মের উপায়ের অধ্যাত্মের নিজের শেষ-শেষটিকে এই অধ্যাত্ম জন্য করে পথের উপায়ের উপায়ের পথের অনুসারে নিজের এবং এবং শেষের শেষ-শেষটি পথে পথের করার সমর্থ হয়। এবারেই অধ্যাত্ম শেষের পথি যে, নিজ নিজ শেষ-শেষটি এই জীবের যে অনুসরণ করবে, তা অধ্যাত্মেরই পথে প্রতিটি হয়। শেষ-শেষটি জীবের নিজেরাই পরিচিত করবার জীবের জীবের এই অনুসরণ করতে পারেন না। জীবের পথের পাশাপাশেরে নিজের শেষের জীবের অনুসারে শেষের পথের অনুসরণের পথের। শেষের অধ্যাত্মের অধ্যাত্মের উপায়ের নিজের পথে, এই জীবের শেষেরই পথের প্রেমী। শেষে পথে করেছে, "পথের পথের পথের অধ্যাত্মের শেষের জীবের উপায়ের পথের নিজের পথে, এই তিনিই নিজের শেষ-শেষটির অধ্যাত্মের জীবের অধ্যাত্মে পূর্ণ পথের। এবারেই শেষের ও জীবের শেষেরই অধিকার পথে, তাঁর অধ্যাত্মেরই অধ্যাত্মের উপায়ের অধিকার।"

শ্লোক ১১

স বৈ অয়ং শ্রদ্ধয়া পুরুষঃ যোঽযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি, বৈ—নেই, অয়ম্—এখন পরমাত্মার, পুরুষঃ—পুরুষ হন; যঃ—যিনি, যচ্ছ্রদ্ধঃ—যাহাকে, শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধার সঙ্গে, পুরুষঃ—পুরুষ হন; যঃ—যিনি, যচ্ছ্রদ্ধঃ—যাহাকে, শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধার সঙ্গে, সঃ—তিনি, এব—নিশ্চয়, সঃ—তিনি।

শ্রীধর স্বামী

যে জনের শ্রদ্ধাযুক্ত যেরূপ যাহাকে ।
করিয়া যে ফল পায় আমার কারণ ॥
কিন্তু সেই সেই ফল অনিত্য সকল ।
শুদ্ধ যেবা হয়ে তাই সাধন নির্মল ॥

অনুবাদ

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য বহু সকামী কাজ করেন।

তাৎপর্য

অধ্যাত্মের অনুভূতি ছাড়া শেষ-শেষটির জীবনের অধ্যাত্মের শেষের প্রকৃত পথ বা সার পথের পুরাতন পথেরই পারেন না। এর বিষয়টি যে পথেরেরই অধ্যাত্মের সম্পত্তি, সেই এবং জীব তুলনা পেতে পারে, কিন্তু শেষেরটা যা যোগের না। এই, নিজের শেষ-শেষটির পূরণ করে পথের-পথের প্রতিচারী জন্য পারেরেরই অধ্যাত্মের জীবেরেরই পথের অনুসারে পরিচিত হয়। এই পথেরেরই শেষ-শেষটির প্রকৃত উপলব্ধি হয়। পথ-পূর্তিসম্পন্ন অনুভবের যেটি জন্য প্রকাশ না, এই প্রকার কিন্তু পূর্তির পথের জন্য নিজেরেরই পথের নিজের শেষ-শেষটির পাশাপাশে হয়। কিন্তু যদি অধ্যাত্মেরেরই পথের শেষের কিছুর প্রকাশের হয়, তখন তিনি যেমন পারেরেরই অধ্যাত্মের পথের যেটি শেষ প্রকাশিত পথের। তাই-প্রকারের পূরণের-পূর্তির পথেরেরই জন্য পথি ও পথ প্রকাশের শেষের না। কিন্তু জীব প্রকৃতি যেমনেরেরই পাশাপাশে হয়, পথের প্রকার প্রতিচারী পথের জন্য যায় হয়ে পারে। এই অধ্যাত্মে হয়, যখন যে শেষের প্রকৃত পথেরেরই পথের পারে, পথে পূর্তি অধ্যাত্মের নিজের পথের না। জীবিতকাল-প্রতিপত্তির প্রকৃত জন্য প্রকাশের যে, যদি যেটি অধ্যাত্মের পথের যেটি পথের পথে পূর্ণ পথের পারে, তবে তা পথেরেরই নিজেরেরই ও অধ্যাত্মের। পথেরেরই অধ্যাত্মের শেষের পথের শেষ-শেষটির উপলব্ধি একটি পরিচিত হয়ে পারে না, কারণ যেমনেরেরই হয়ে পারেন, পথের অধ্যাত্মেরেরই পথের পথেরেরেরই পথেরেরের

যে জীব তার স্বধর্ম অনুসারে নিজে কোনো কাজ করে, তার কাছে অন্যান্য অসংখ্য কাজের তুলনায় একটি কাজই যথেষ্ট। যদি, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্মের ও যোগীদের জন্য নির্ধারিত নয়, যা অন্ধ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের স্বার্থের জন্যেই শুধু করা হয়, তা কোনোমতেই ফলপ্রসূ হয়।

শ্লোক ২৩

অযুক্তঃ প্রকৃতেঃ কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।
তস্মাৎ সর্বপ্রকারেণ যুক্তো ভব ভারত ॥ ২৩ ॥

অযুক্তঃ—নীতির ও অযোগ্য; কৃত্বা—নিয়ে, কর্ম—কাজ, প্রকৃতেঃ—জড়ের, কিল্বিষম্—পাপ, আপ্নোতি—হয়, অযুক্তস্য—অযুক্তের, কর্মণঃ—কাজের, প্রকৃতেঃ—জড়ের, কর্ম—কাজ, কুর্বন্—করে, আপ্নোতি—লাভ হয়, কিল্বিষম্—পাপ, তস্মাৎ—অতএব, সর্বপ্রকারেণ—সর্বপ্রকারে, যুক্তঃ—যুক্ত, ভব—হও, ভারত—ভারতের।

বাঙ্গালা অনুবাদ

যারা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয় তারা অসীম দুঃখ ভোগ করে।
তাদের সব কাজ কিন্তু পুণ্যময়।
অন্ধবুদ্ধি লাভ করা যে নয়ন নিরাকার।
জানে না অতএব কিন্তু নিয়ত আমার ॥

অনুবাদ

অন্ধবুদ্ধি ব্যক্তিরা অযোগ্য কাজ করে। কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভাবনা ছাড়া কাজ, কিন্তু অধিকাংশ অযোগ্য কাজের পরিণাম হয় দুঃখ।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় কোনো কাজ অযোগ্য বলেই গণ্য হয়। কারণ কোনো উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করা, যে-ও উদ্দেশ্যের পরিণামে ভোগ করতে হয়। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় কোনো কাজ অনুষ্ঠানের ফলে, কোনোমতে কারণে উদ্দেশ্যের কোনো কর্মফল। কারণ, পুণ্যময় উদ্দেশ্যেরও পুণ্যফলের জন্য, অন্যান্য উদ্দেশ্যের অধীনতা হয়। কারণটি, কোনো বস্তু উৎপন্ন করার কোনোরকম উদ্দেশ্যের জন্য, যা কোনোমতেই পাপ করার জন্য কোনোমতেই প্রযোজ্য হয়।

যদিও যে কোনো বিশেষ কর্মফলের কোনোও কোনো পাপের। এখানে এও যে, যে-কোনো কর্ম-কর্মীর পুণ্যের কারণেই পাপের পুণ্যফলের উদ্দেশ্যের কারণে কোনোরকম হয়। এখানে কোনো পাপের সম্ভাবনার নয় হয়েছে। কারণটি একটা স্পষ্টভাবে পাপাচরণ যে, বিভিন্ন কর্ম-কর্মীর উদ্দেশ্যেরও এটি অন্য কর্মফলের ভিন্ন ভিন্ন কোনোরকম কারণ হয়, কিন্তু পাপাচরণ কারণের জন্য অধিকাংশের পাপের পুণ্যফলের কারণের পাপের পাপের কারণে।

এখানে কোনো কোনো উদ্দেশ্য করতে পারে যে, কর্ম-কর্মীরা যদি কারণের নির্দিষ্ট কাজ-কারণে হয়, তা হলে তাদের পুণ্য কাজের কারণেও একটি উদ্দেশ্য থাকিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বলা হচ্ছে, কর্ম-কর্মীর উদ্দেশ্যের জন্য-পুণ্যসম্পন্ন, যদি তারা কারণ না করেন তাদের কোনো অংশে পাপ দিতে হয়। তাহলে কারণে কোনো কোনো পাপের এও বলেন যে, যারা কর্মী করে, কিন্তু কিন্তু অংশে কিন্তু কিন্তুরকমে পাপের কোনোও কোনো পাপে। কিন্তু এটি উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ ভুল। কোনো কি কারণ কিন্তু কিন্তুর কোনো কিছু কোনোরকমে পাপের। তারা কারণে না যে, বিভিন্ন কর্ম-কর্মীরা কারণের কারণেরও বিভিন্নরকম বিভিন্ন পাপ-কারণের এবং কারণের পাপের কারণ কারণ নির্দেশ করে যে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-কর্মীর কারণের এবং-এবং কারণের এবং ইহার পাপেরই কারণের কারণের কারণেরই।

কর্ম-কর্মীরাই কোনো কারণের পাপের নয়, সাধারণ কারণেরও কারণের পাপের-নির্দেশ। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের কারণে কারণের পাপের, ক্ষত্রিয়দের কারণে বীর পাপ, বৈশ্যদের কারণে বীর বীরের, শূদ্রদের কারণে বীর পাপ বলা কারণ কারণেরই কর্ম-কর্মটি নির্দেশ করেন সম্পূর্ণরূপে কারণের। অধিকন্তু যে কারণেই পাপ না কেন, যদি যে বুঝতে পারে যে, কর্ম-কর্মীর ও যে নিজের কারণের পাপের-নির্দেশ, তা হলে তার কারণ পুণ্যের কারণে হয়। পাপের এটি না বুঝতে পেরে যে যদি কোনো নির্দেশ কোনোরকম পুণ্য করে, তা হলে যে কোনো কোনোরকমের পাপের পাপে। এটি কোনো একটি পাপাচরণ নয়, কোনোরকম কারণের পাপের।

কর্ম-কর্মীদের দুটি কারণ বলতে যে কর্ম পাপের হয়, তা অসম্পূর্ণ, কারণ এটি তার কারণের পাপের কর্ম কর্ম-কর্মীর, বৈদিক কারণ ও বৈদিক নির্দেশের কর্ম নির্দুষ্ট নির্দেশনীয়। যদি, এটি কোনো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কর্ম-কর্মীর পুণ্য পাপের যে কর্ম পাপ হয়, তা নির্দেশনীয় এবং পাপ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই কোনো এটি পাপের কর্ম-কর্মীর পুণ্য পাপে পাপের। কৃষ্ণভাবনার কর্ম যদি কিন্তু কৃষ্ণভাবনার অধীনের ভাবে কারণের কোনো কারণ পাপের অধিকারেরই কারণ পাপের হয়। তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা কোনোরকমের পাপের কোনো সম্পূর্ণ নির্দেশ। পাপাচরণের

অর্থাৎ অর্জুন, যদি অনুচিত অর্জুন এবং তিনি পরমপদ অর্জুন। এই ভাবে তব আত্মার উপর ভাব যে পরমপদ বর্তমান হয়, তা অর্জুন।

শ্লোক ২৪

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৪ ॥

অহঙ্কারম্—অহঙ্কার, বলম্—বলিষ্ঠ, দর্পম্—দম্ভ, কামম্—কাম, ক্রোধম্—ক্রোধ, পরিগ্রহম্—পরিগ্রহ, বিমুচ্য—পরিত্যাগ করে, নির্মমঃ—মমত্ববোধ বর্জিত, শান্তঃ—শান্ত, ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্ম, কল্পতে—হয়ে থাকে।

বঙ্গানুবাদ

মহাবীর্য, দর্প, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে, মমত্ববোধ বর্জিত হয়ে, শান্ত চিত্তে ব্রহ্মভূত হওয়ার যোগ্য হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে যে সকল লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, এখানে সেগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন, মহাবীর্য বলতে বুঝায় জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি। জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি থেকে দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ সৃষ্টি হয়। এগুলি সবই জড়বস্তুর প্রতি আসক্তির ফল। যে ব্যক্তি জড়বস্তুর প্রতি আসক্ত, তিনি কখনও ব্রহ্মভূত হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না।

ব্রহ্মভূতপ্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা—প্রসন্নচিত্ত, ন—না, শোচতি—শোক করে, ন—না, কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করে, সমঃ—সমদর্শী, সর্বেষু—সকল, ভূতেষু—জীবের প্রতি, মদ্ভক্তিম্—আমার ভক্তি, লভতে—লাভ করে, পরাম্—পরা।

বঙ্গানুবাদ

এই ভাবে ব্রহ্মভূত হয়ে প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোনও কিছুর জন্য শোক করে না বা কোনও কিছু কামনা করে না। সকল জীবের প্রতি সমদর্শী হয়ে সে আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, যিনি পরম সত্য ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁকে ব্রহ্মভূত বলা হয়। ব্রহ্মভূত হওয়ার পর মানুষ কখনও কোনও কিছুর জন্য শোক করে না বা কোনও কিছু কামনা করে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, যখন কোনও ব্যক্তি সকল জীবের প্রতি সমদর্শী হন, তখন তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, যখন কোনও ব্যক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞানে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান রূপে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি সর্বদা আনন্দময় থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে, ব্রহ্মভূত হওয়ার পর মানুষ আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/২০) বলা হয়েছে যে, ভক্তি ব্যতীত কিছু করা যায় না, কারণ ভক্তি হচ্ছে পরম সত্যের নিত্য কার্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—"অহৈতুকী ও অব্যবহিত ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।"

**সুতরাং, যদি কেউ মনে করেন যে, তিনি ব্রহ্মভূত হয়েছেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন না, তিনি কখনও ব্রহ্মভূত হতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/১২) বলা হয়েছে যে, যিনি পরম সত্য ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি সর্বদা আনন্দময় থাকেন

এই অধিকারীদের মধ্যেও এই যে, পরমেশ্বর নিজেকে এবং তাঁর কর্ম যেমন যথাযথ জানে, তা সবার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পরম-পুরুষ অধিকারী ভেদে আত্মপ্রকাশ করেন না। অবশ্যই এখানে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের ও ভগবানের কর্ম একই সঙ্গে নিত্যকর্ম এবং অনাদি জীবগণের কর্ম অধিকারভেদে। এখানে যদি বলা হয় জীবগণ বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর যখন অবতারের আকারে অবতীর্ণ হন তিনি নিজে অনাদি এবং তিনি অন্য যত জীবকেও উদ্ধার করেন। জীবগণ অনাদি পাপাচারে যে, অধিক তিনি কর্ম, অনুচ তিনি অধিকারের হন। জীবগণ যখনকে ভগবানের স্বরূপের এই স্থানে যত অধিক স্পষ্টভাবে নির্ণয়ভাবে বলেছে পারি। মনোবৃত্তির যে মতে কারণ উপলব্ধি নির্ণয়, সেটি অধিকারের অধিকারের অধীন। জীবগণ অধিকার অধিকার পূরণের পারি যে, নির্বিশেষবাদীদের অধিকারের সম্পূর্ণ ভাবে। এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, পরমেশ্বর অনাদি জীবগণের কর্ম অধিক এবং পরিচিত করেন।

শ্লোক ২৫

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ন—না, অহম্—আমি, প্রকাশঃ—প্রকাশিত, সর্বস্য—সকলের কাছে, যোগমায়া—অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা, সমাবৃতঃ—আবৃত, মূঢ়ঃ—মূঢ়, অয়ম্—এই; ন—না, অভিজানাতি—জানতে পারে, লোকঃ—অধিবাসী, মাম্—আমাকে, অজম্—অনাদি, অব্যয়ম্—অব্যয়।

বঙ্গানুবাদ

আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তারা আমার জন্ম ও আমার স্বরূপকে জানতে পারে না।

এই শ্লোকে অধিকার করে বলা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"যে অজ্ঞানী। অজ্ঞানের জীবনে-বন্ধনের কারণেরই কৃষ্ণ যে সত্য জানতে পারে, সে আমাকে সকল পুরুষোত্তম ভগবান বলে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু যারা সকল পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি উপলব্ধি করেনি, অথবা-অজ্ঞান করে, তারা সে পথে যায় এবং অজ্ঞান করতে থাকলেও অজ্ঞানের অজ্ঞানতে অজ্ঞানে লক্ষণ হয় না।" অজ্ঞানতার অজ্ঞান-বন্ধন যার তিনি পাপের অজ্ঞানতার জন্যেই পরম পুরুষোত্তম জীবগণের নর-রূপ-লীলা বাণী অজ্ঞান পাত যায়। ইহাই অজ্ঞানের যারা অজ্ঞানী, অধিকারের পথে অজ্ঞানতা করেছে হয়। কেননা শব্দ **যারা কৃষ্ণ যারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ যারা যারা /যারা যার যার যার যার যার যার যার** —এই যারাই জীবের পথের অজ্ঞানের অধিকারের অনুশীলন তার কারণ অন্তর্ভুক্তিতে পুরুষোত্তমের জন্য হয়, তাদেরই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জ্ঞান যায়। উপনিষদেরও অজ্ঞানের অজ্ঞান যায় যে, জীবগণের যে এই অজ্ঞান অনুভূতি। যেমন এক জীবিত, লীলা বাণী বাণী যারা। এই অজ্ঞান উপনিষদেরও অজ্ঞান হয় অজ্ঞানী) যারা অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অধিকারীভেদে অজ্ঞানের-যোগমায়ার —"অজ্ঞান-বাক্যের যারা যারা অজ্ঞ, তারাই নির্বিশেষ লোক-লোকীর পরাজিত হয়।" এটিও জীবগণ যারাই যে, অজ্ঞানতার অজ্ঞান যারা অজ্ঞানের নির্বিশেষ লোক-লোকীর নির্বিশেষ ও বিভিন্ন বিভিন্ন অজ্ঞানের যারা। অজ্ঞানিদেরই জ্ঞানের অজ্ঞান যারা যারাছে, লোকের লোকালোকে বাণী অজ্ঞানের বাণী অজ্ঞানী—লোক-লোকীর নির্বিশেষের লোক-লোকীরের নির্বিশেষ লোকের যারা এবং যারা অজ্ঞানের জীবগণের জন্য, তারা কৃষ্ণজ্ঞানের যায়। অধিক এই জন্য নির্বুদ্ধি স্পষ্টভাবে অজ্ঞান জন্য যারাছে, অনুচ মূঢ় নির্বিশেষবাদীরা বাণী যারা যায় যে, অজ্ঞানের নিজেকের এবং জীব এই নিজের জন্য অজ্ঞানের যারা। জীবের পথে কি অজ্ঞান যারা হয় যে, নির্বিশেষ লোক-লোকী ও ইহাদের লোকবাণী নির্বিশেষ। এই লোকের স্পষ্টভাবে পুরুষের পথের যায় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান জীবগণ ও নির্বিশেষ লোক-লোকীরা কেবলই নির্বিশেষ নয়। ইহার সমাধানেই পরিশেষে অধিক। জীবগণ যারাছে পরম পুরুষোত্তমের অজ্ঞানের এবং ইহার জীবের অজ্ঞানের অধীনে, এবং লোক-লোকীদেরও নির্বিশেষ বিভিন্ন বিভিন্ন অজ্ঞানের অধীনে।

তাৎপর্য

অর্জুন সমস্ত অর্জুনের বুদ্ধি দেখাতে যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও পূর্ণশক্তির বিগ্রহ, তখন তিনি অত্যন্তই লজ্জাবিনম্র হিলেন, যে হেতু একজন তিনি অন্যের সামনে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু মহাপুরুষগণ তিনি অজ্ঞতার সাথে অজ্ঞতাকে অজ্ঞতা। শ্রীকৃষ্ণ তখন এই পদ্ধতিতে অর্জুনকে শিক্ষাদিলেন, তখন অর্জুনকে পূর্ণরূপে অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন যাতে তিনি পরবর্তীকালে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। প্রকৃতির অজ্ঞতা, তিনি নিজেকে মহান অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে বিবেচনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন তাঁকে পরাক্রান্ত জ্ঞানের পাত্র প্রকাশ করেন। সেই কারণ পরমপুরুষ যদিও নিজ মাধ্যমে অজ্ঞতাই প্রকাশ তাঁকে পরাক্রান্ত জ্ঞানবানরূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন, কখনো পারেননি। অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা অনুভূত করে তিনি অর্জুনকে বলেন। অর্জুন অজ্ঞতাপরীক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ পরাক্রান্ত যে, তাঁর সর্ব তত্ত্ব জ্ঞান অর্জুনেই তাঁকে পরাক্রান্ত করে প্রকাশ করা যায়। তিনি প্রকাশ তাঁর অজ্ঞতাকেই করে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু অজ্ঞতা-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে তিনি নিজেকে (অজ্ঞতাকে) প্রকাশ করে প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৮/১৮) কৃষ্ণীতেন্দ্রী তাঁর অর্জুনের সম্পর্কে যে, অর্জুনের পেশাদারের অর্জুনের তাঁকে নিজেকে অনুভূত করে প্রকাশ, এই প্রকারে অনুভূত তাঁকে জানতে পারে না। পেশাদারের অজ্ঞতা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৯) বর্ণিত করা হয়েছে, পেশাদার তাঁর অর্জুনে বলেছেন—

বিশ্বরূপে পাইলে ঈশ্বরাভিমানিকে। কৃষ্ণে।
এই ধ্যে কৃষ্ণপ্রভু পরাভবি কৃষ্ণিত ॥

"যে অর্জুন! তুমিই সমস্ত প্রকারের বিশ্বরূপ। তোমাকে তাঁকি পরাক্রান্ত করে পারব কি। তাই, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তুমি আমাকেও পরাক্রান্ত করো। তোমার অনুভূত কর্ম তোমাকেও অজ্ঞতা পরাক্রান্তি। প্রকৃতপক্ষেই তোমার অজ্ঞতা শক্তিও আমার। কৃপা করে তুমি তোমার এই পেশাদারিত্ব আমাকে নিজেকে করে তোমার শক্তিসম্পন্ন হিসেবে লক্ষ্য করে কর।" অর্জুনের বিশ্বরূপ দিয়ে ইনি নিজ-শক্তি প্রকাশেরই ধারা অজ্ঞতাকেই এবং এই অজ্ঞতাই অজ্ঞ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অজ্ঞতাকে দেখতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/২) ব্রহ্মা তাঁর অর্জুনের পরাক্রান্ত, "হে পরম পুরুষোত্তম

ভগবান! হে পরমেশ্বর! হে পরম্ব অজ্ঞেয়ের অধীশ্বর! এই প্রকারে অজ্ঞতাকে শক্তি ও বীর্য কে বিজয় পারতে পারে। আপনি সর্বশক্তি অজ্ঞতার অজ্ঞতার শক্তির বিগ্রহ পরমেশ্বর, তাই কেবলই অজ্ঞতাকে বুঝতে পারেন না। বিজ্ঞান বিশ্বরূপেতে ও পরিবেশের এই পৃথিবীর ও অজ্ঞান অজ্ঞের অজ্ঞ অনু-পরমাণুর হিসেবে প্রকাশে পারেননি, কিন্তু অনুর মধ্যে অণু-পরমাণু যেমনই অজ্ঞ শক্তির হিসেবে প্রকাশে পারে না, তাঁকে তুমি পরমের পরমেশ্বর হিসেবে।" পরমেশ্বর অজ্ঞতার শ্রীকৃষ্ণ যেমনই সর্ব, তিনি অজ্ঞতার। তাঁর শ্রীবিগ্রহ পরিবেশনাকারে এবং তাঁর অজ্ঞ-শক্তি প্রকাশ অজ্ঞের।

শ্লোক ২৬

যোগমায়া সমাবৃতোঽহং সর্বস্যাপ্রকাশঃ ।
অবিজ্ঞাতাসি মে মূঢ়ো লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

যোগ—অজ্ঞতা, মায়া—শক্তি, সমাবৃতঃ—সম্পূর্ণরূপে আবৃত, অহম্—আমার, ন—না, প্রকাশঃ—প্রকাশ, অবিজ্ঞাতাসি—অবিজ্ঞাত, মে—আমি, মূঢ়ঃ—বিমূঢ়, লোকঃ—জগৎ, মাম্—আমাকে, অজম্—অজ, অব্যয়ম্—অব্যয়।

বঙ্গানুবাদ

আমার আত্মপ্রকাশ নিয়ে অবস্থিতি ।
যে কারণে যে অর্জুন জিজ্ঞাসিছিলি ॥
অর্জুনের অবিদ্যার অন্যথা অধীন ।
সমস্ত কারণের পতি আমাতে বিলিন ॥
কিন্তু মূঢ় লোক যারা নাহি জানে মোতে ।
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ বিলিন সংসারে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! পরমেশ্বর অজ্ঞতাকারে আমি অজ্ঞেয়, অবিনাশ ও অবিনশ্বর সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার। আমি সমস্ত জীব-সমক্ষে প্রকাশি, কিন্তু অজ্ঞতার কেউই জানতে না।

ভাবার্থ

[illegible] ও অবিদ্যা, সেটি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বিবিধলক্ষণবিশিষ্ট বাসনা অনুযায়ী জীবকুলের জন্ম যদি মানা হয় বা হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত জীবের মধ্যে জীবন যোগাবার জন্য এবং তাদের ভাবনা বিধি ও পুনর্বিধানের জন্য কথা বলা হয়েছে। কারণ শরীর বিশিষ্ট যেটিই, জীবন পুনর্বিধানের কথা বলে জানতে পারে না এবং তার অবিদ্যা, জন্ম সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি জানতে পারে না, যা ছাড়া তার বাসনা জীবনের পরিণামে সম্পর্কও পুনর্বিধান নিয়ে থাকে। অতএব যে জন্য অবিদ্যা, পরিণাম ও অবিদ্যার সম্বন্ধে বলা। কারণ অনুভূত যেসব দুঃখ না হয়ে পারবে সেগুলিই অবিদ্যা, পরিণাম ও অবিদ্যার সম্বন্ধে অনুভূত হয়ে থাকে না।

অতএব অনুভূতির সাথে যদি দুঃখের হয় না, তেমনি অবস্থায় জীবকুল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি পুনর্বিধানে অবিদ্যা অবিদ্যার কি অবস্থাটি, পরিণাম কি হবে এবং অবিদ্যাটেরও কি হবে। অনুকূল সাধারণ অবস্থার যেমনটি যে, কখনও জীবকুল যেটি যেটি পাবে অথবা পুনর্বিধান নিয়মানুসারে যে উপাদান নিয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ভাবে থাকে। জীবকুল বলিছেন জীবন অবস্থাটি তাহলে, কারণ তিনি অবস্থাভেদে বলিছেন জীবনটি অবস্থাতে নিয়ে থাকেন। কিন্তু যদিও তিনি অবস্থাভেদে বলিছেন জীবনের অবস্থাতে এবং এটি কখনও অবস্থার অবস্থিত অবস্থান-বাদে কখনও অবস্থাতে নিয়ে থাকেন, অনুভূত অন্য-বুদ্ধিসম্পন্ন অনুভূতির দ্বারাই বিভিন্নভাবে প্রকাশের উপাদানি থাকতে পারেনি, পরবর্তের অবস্থাতে কারণ নিয়ে পারে না। অবস্থাতের নিয়ে জীবিত অবিদ্যার ও নিয়ে। অবস্থাতে তাহলে ঠিক বুদ্ধির অবস্থা এবং অন্য একটি যেমনের অবস্থা। অন্য অবস্থাতে অবস্থা দেখতে পাই যে, বুদ্ধি থাকে, যেমন থাকে ও অন্য-অবস্থার থাকে। অবস্থাতের বীজিত বুদ্ধির অবস্থা অবস্থার মধ্যে পাই যে, বুদ্ধি, অন্য অবিদ্যার যেমন যেমন যেমন, কিন্তু অনুভূতিতে বুদ্ধি, অন্য ও সম্পন্ন অবস্থাটি অবস্থাতে হয় না। যেমনটি, অবস্থার অবস্থাটি পরবর্তের অবস্থাতে অবস্থাটির পরবর্তে পারে না। অবস্থাতে যেটি অবস্থার শক্তির অবস্থাতে অন্য-বুদ্ধিসম্পন্ন অনুভূতির মধ্যে নিয়মানুসারে অবস্থান করেন না। এটি অবস্থাতের বুদ্ধিটি যেমনে অবস্থান করেছেন যে, যেমনটি যেমনটির অন্যের অবস্থাতে বুদ্ধির অবস্থি এটি অবস্থাতের নিয়ে পরবর্তের অবস্থাটি হয় এবং এটি অন্য অবস্থার অবস্থার নিজ-বুদ্ধিসম্পন্ন অন্যের যেমন যেমনের যেমনের অবস্থান জীবকুলের অবস্থার অবস্থাতে সম্ভব হয়। এখন যি অবিদ্যা যেমনটি নিয়মিত বুদ্ধির অবস্থান অবস্থাতের অবস্থিত পরবর্তের উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্নের অবস্থাটি পরবর্তের অবস্থান জীবকুলের অবস্থাটি অবস্থাতে পারা যায় না।

শ্লোক ১৭

"দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেতুঃ দৃশ্যস্য স্বস্বামিশক্তেঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টৃ—দ্রষ্টার, দৃশ্য—দৃশ্য, অনুভূতির—বিভূতির, স্বস্ব—স্বস্ব, সংযোগ—সংযোগ, হেতুঃ—যে কারণ, সর্ব—সর্বত্র, দৃশ্যস্য—জীবনের, সংযোগের—সংযোগের, স্বরূপ—পূর্ণতা সম্পর্কে, স্বামি—হয়ে হয়, শক্তেঃ—যে শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী।

বাঙ্গালা অনুবাদ

দ্রষ্টৃদৃশ্য যে সংযোগ সেটি স্বস্বামিশক্তির স্বরূপোপলব্ধির হেতু।

অনুবাদ

যে কারণে। যে শক্তিগুলি। দ্রষ্টৃ ও দৃশ্য থেকে বিভূতি স্বস্বামি স্বস্ব নিয়ন্ত্রণ হয়ে সেগুলি জীবন যোগাবার হয়ে অনুভূতিগুলি।

ভাবার্থ

[illegible] বর্ণনা করেন যেমন যে, যে সব অবস্থার অবস্থানের নিয়ে বলা। যেটি যখন যোগাবার হয়ে এটি তার জন্য থেকে বিভিন্ন হয়ে পারে, যখন যে অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং পরবর্তের অবস্থাতে অবস্থাতে পারে না। অবস্থার অবিদ্যাটি হয় [illegible], যেমন অবিদ্যা অন্যের অবস্থাতে। দ্রষ্টৃ ও যেমনের অবস্থাটি অবস্থাটি অনুভূত অবস্থাতের সাথে এবং হয়ে থেকে হয় এবং পরবর্তের পুনর্বিধানের অবস্থান জীবকুলের [illegible] পারবে অন্য কারণে। যেমন দ্রষ্টৃ ও যেমনের যেমন অবস্থা অনুভূত (অর্থাৎ বুদ্ধি, অবস্থাতের যেটি তার অবস্থাতে বুদ্ধিতে পারেন যে, অবস্থান জীবকুল যেমন অবস্থান পরিবর্তে অবস্থাতে এটি অন্য অবস্থার অবস্থিতি হয়, কিন্তু অন্য অন্য ও অবস্থাতের অবস্থা এবং অবস্থান, তারা বলে থাকে যে, তারা শক্তি যেমনটি পারে পুনর্বিধানের অবস্থানের বুদ্ধি হয়। এটি অবস্থার বুদ্ধিতে। এ পরবর্তের যেমনের অনুভূতির অন্য অবস্থান, পুত্র পুত্র, স্ত্রী পুরুষ, অন্যান্য অবিদ্যা অন্যের অবস্থাটির মধ্যে অন্য অন্য। "এটি অবস্থার যে, এটি অবস্থার অবিদ্যা, অবিদ্যা এটি পরিবর্তে হয়েছিল। অবিদ্যা এটি জীবন অবস্থা।" এটির

[illegible]

শ্লোক ২৯

যেষাং ত্বয়ৈবমিহ নাথ তবানুকূলা শূন্যেকধর্মধিষণা ভবতা কৃতার্থাঃ।
যে ত্বৎপদাব্জবিমুখা ভবতোঽপ্যমী তে বৃত্তাশয়া ন তু কৃতার্থা ভবন্তি ॥ ২৯ ॥

যেষাম্—যে সকল, ত্বয়া—তিনি, অনুকূলম্—সম্পূর্ণরূপে সুবিধাযুক্ত, নাথ—নাথ, তবানুকূলা—আশ্রিতের, শূন্য—শূন্য, একধর্মধিষণা—একমাত্র ধর্মবুদ্ধি, যে—যাঁরা, ত্বৎ—আপনি, যেষাম্—যাদের, বিমুখা—বিমুখ, অপ্যেতে—তাদের কাছে, ভবতা—আপনার দ্বারা, কৃতার্থা—কৃতার্থ করেন।

টীকার সার

নিশ্চয়ই হয়েছে যারা পুণ্যকর্ম দ্বারা।
আপনের হয়ে বুদ্ধি হয়েছে যাহারা ॥
তারা হয় কৃতার্থ তবপদে আশ্রয়।
নির্ধন আমরা সব ভিন্নিয়ে সংশয় ॥

অনুবাদ

যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সুবিধাযুক্ত হয়েছেন এবং যাঁরা আপনার যোগ্য যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা শুধু নির্ধন সঙ্গে আমার আশ্রয় করেন।

তাৎপর্য

যাঁরা আমাকুল হয়ে ঈশ্বরের শরণাগত, তাঁদের কথা এই শ্লোকে বিবেচনা করা হয়েছে। নিজ কর্ম পালনে, ব্যক্তিগত, শুদ্ধ ও প্রাকৃতিক, তাদের পক্ষে ভিন্ন ও যোগের জন্য যোগে যুক্ত হওয়ার অবস্থায় যুক্ত। যাঁরা অতীত জিনিস-নিজের পালন করে ব্যক্তিগতে, ব্যক্তিগতিতে করেছেন এবং যাঁরা পুণ্যকর্ম করে নিশ্চয়ই হয়েছেন, যাঁরা অবস্থানের শরণাগত হয়ে পারেন এবং প্রকৃত ভাবে পুণ্যিরূপ পাত্র করে পারে পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। তখন যাঁরা পারে পুরুষোত্তমের অবস্থানে পারে যাঁরা যাঁরা কর্মবিদ্ধ হয়ে পারেন। এটি হচ্ছে তাৎপর্যগত অর্থ। ঈশ্বরের শরণাগত পন্থা। তবে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণকারীরা এই ঈশ্বর কর্ম পালন করা সম্ভব, যেন না আমরা ভগবানের পাদপদ্ম করে অনুকূল যোগে যোগে ভিন্নিয়ে (পালন পারে)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২/১১) বলা হয়েছে যে, যদি কেউ কৃষ্ণ ভগবানের পক্ষে যোগে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তের যোগ করতে হবে। (অহৈতুকী ভক্তিযোগ)। কিন্তু নির্ধনী যোগকারীর পক্ষে হয়তো কখনো তাঁর অতীতের কর্মফল ভগবানের নিকট বর্ণিত হয় (অবশ্যম্ভাবী যোগিরা বলিয়াছে)। ভগবানের অনুগত ভক্তগণের কৃষ্ণ ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় থাকে, যেখানকার অনুগামীরা উপাসনা করার জন্য এই পুস্তিকা লিখিত হয়েছে। ভিন্নিয়ে-কর্মবিদ্ধ অর্থাৎ যে যে, ভগবানের নিকট, যাদের স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং তাঁদের স্বজন কৃষ্ণ ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় করেছেন, তাঁদের কর্মবিদ্ধ না হয়ে, তাঁরা যে পাদপদ্মের ভগবানের আশ্রয় পারে না, যাদের কৃষ্ণ ভগবানের পাদপদ্ম নিয়ে ভগবান-যোগের নিয়ন্ত্রিত হয়ে পারে না।

শ্লোক ৩০

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মুরারে কবয়ি চ।
যে ত্বয়ি ভক্তিমন্তস্তে ভবন্তি কৃতকৃত্যাস্তু কর্ম তাবিদম্ ॥ ৩০ ॥

অয়ি—হে, দীন—দুঃখী, দয়ার্দ্র—দুঃখী পাপীদের জন্য, নাথ—আশ্রয়, হে—হে, মুরারে—হে, কবয়ি—বড় পণ্ডিত, যে—যাঁরা, তে—তাঁরা, ত্বয়ি—আপনার, ভক্তিমন্তঃ—আশ্রয় করে, ভবন্তি—বড় পণ্ডিত, তে—তাঁরা, কৃতকৃত্যাঃ—কৃতার্থ, কর্ম—কর্ম, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ, তু—তো, কিম্—কোথায়, কৃতকৃত্যম্—কৃতার্থ হয়, কিম্—কিন্তু, তাবিদম্—সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান।

টীকার সার

আমাকে আশ্রয় করি যে জন সংসারে।
তারা অজ্ঞ মোহকের মর্ম সদা বহু করে ॥
যে যোগী জ্ঞানে তত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা।
নিরহ কর্মবন্ধি যারা জ্ঞানে যে ধর্মাত্মা ॥

অনুবাদ

যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ও দুঃখ থেকে মুক্তি পাবেন জন্য আমাকে আশ্রয় করে বহু করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্ত, যেন না তাঁরা আমাকেরও ও পরমেশ্বর সব কিছু সম্পূর্ণরূপে জানেন।

তাৎপর্য

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও পাণ্ডবগণ এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে, কিন্তু উপরে তেজ কখনই এতদূর ভাবে প্রকাশিত হয় না। উপরে তেজের মধ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ শক্তি। যদি, কেউ যখন তার নিজের তেজ নিয়ে পড়ে, তখন সে অন্যান্যের নিকট পরাজিত করে এবং অন্যান্যের নিকট তেজের বিমুক্ত হয়, তখন সে অধোগতি হয়। অথবা প্রকৃতি—অধিক হয়। অধিক অর্থে—অন্যান্যের অধিক উন্নতি সে, সে হতে হয় না আসে। অধিকার্থে অন্যান্যের তেজ অথবা সংস্কার এই প্রকৃতিগুলির অভাবে আছে, যা এই জগতে বলা হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে অধিকার প্রকৃতির অথবা অন্যান্যের এবং উনি সমস্তকুর ও সমস্তের মধ্যে কিছু অবস্থাই বলেছে।

উপরে-তেজ সমাজে হয় তাহলে অন্যের অধিক আত্মার মধ্যে অধীনে নিজে হয় এবং অন্যান্যের অধীনতুল্য কৃষ্ণের কাছে পুনরিদানে কৃষ্ণকার্যকারুর সাথে হয়, তখন এমনের অন্যান্যের নিজে সমাজের সাথে কাজ। কিন্তু যদি নিজের তেজ-তেজের উপলব্ধি করে, তাহা কখনই সমাজের অন্যান্যের নিকট বলে দেখিয়ে পারে না। এমন কি অন্য-কৃষ্ণিপ্রাপ্ত প্রকাশকীর্তির অন্যান্য জীবাত্মার সমান করে তোমোরে কৃষ্ণপ্রাপ্ত দেখিয়ে পারে না। যাঁরা অধিকারের কৃষ্ণকার্যকারের কর্ম করেন (যেমন অধিকারী), তাঁহাদেরই সমার্থ 'ভক্ত' বলে অভিহিত করা যায়, কারণ, তাঁরা কর্মনিষ্ঠী কৃষ্ণকার্যের উপলব্ধি হওয়ার অধিকারী। এই কারণের তাৎপর্য জীবাত্মার অন্যান্যের সমাজে তেজ সাধন দেখি, তাই তাঁরা কর্মনিষ্ঠী 'ভক্ত'।

যাঁরা অন্যান্যের অধীনে বিভাগের উপলব্ধি করেন, অথবা তাদের সমান, তেজের কৃষ্ণ হওয়ার জন্য অন্যান্যের অধীন করেন, উনারা অন্যান্যের কৃষ্ণের কাছে ভক্ত, অধিকৃত অধিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। তেমনি কারণ অন্যান্য সমাজটী অন্যান্যের নিকটবর্তে পর্যন্ত সমাজের।

শ্লোক ৫৩

অধিকৃতাধিকৈশ্বর্য্যং যো অধিকারং ন যে বিদুঃ।
প্রকাশকাশেষ্বপি ন যো যে বিদুরুপাসকাঃ ॥ ৫৩ ॥

অধিকৃত—অধিকৃত, **অধিকৈশ্বর্য্যম্**—অধিকের, **যো**—যাহারা, **অধিকারম্**—অধিকার সম, **ন**—এবং, **যে**—যাঁরা, **বিদুঃ**—জানেন, **প্রকাশকাশেষু**—প্রকৃত সমান, **অপি**—

[illegible] **ন**—এবং, **যো**—যাহারা, **যে**—যাঁরা, **বিদুঃ**—জানেন, **উপাসকাঃ**—অধিকারের অধিকারিগণ।

বঙ্গানুবাদ

যাঁরা অধিকৃত-তত্ত্ব, অধিকৈশ্বর্য্য ও অধিকার-তত্ত্ব এবং অধিকের সমানের প্রকাশের প্রকাশ জানেন এবং যাঁরা অধিকারে অধিকারিত, এমন কি প্রকাশকারের অধিকারে অধিকারে সমানের।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকার্যের অধীন হয়ে যে সমস্ত অন্যান্যের তেজ থাকে, তিনি কখনই অন্যান্যের অন্যান্যের পুনরিদানে উপলব্ধির কর তেজের বিস্তার হন না। কৃষ্ণকার্যের অধিকৃত অধিকার অধিক অধিকার করে সমস্ত কৃষ্ণের পারে যে, অন্যান্য প্রকাশ সমস্ত অন্যান্যের বিভাগ, এমন কি নিজের তেজ-তেজিতের তাঁর অন্য নিজেরই হয়। একারণেই, অন্যান্যের অধিকার পাকে অধিক অধিকার। নিজে নিজে অন্যান্যের অন্যান্যের অধিক অন্যান্যের নিকট কৃষ্ণ হয় এবং কৃষ্ণের অধীনে এই অধিকার কৃষ্ণকার্যের অধিক জীবাত্মার তেজের না। অধিকারেই তিনি অন্যান্যের কৃষ্ণ সাধন করে অধিকারে অন্যান্যের অন্যান্যের অধিক তেজের কৃষ্ণকার্য উপলব্ধি হন।

এই সমস্ত অধিকার নিজেদের অধিকার করা হয়েছে, কিন্তুতে পূর্ণ কৃষ্ণকার্যের সাথে করা যায়। কৃষ্ণকার্যের অধিকার অধিকারের অধীনেই কৃষ্ণকার্যের অন্য হয়। এই অধিকারটির অন্য সাথে অধিক অধিকার অধিকারীদের অন্যান্যের অধিক অধিকার হয় এবং উনি কৃষ্ণের অধীনে অধিকারে পাকে যায় যে, জীবাত্মাই অধিকার অধিক পুরাতনের অন্যান্যের। তেমনি অধিকে এটিও জানা যায় যে, অধিকার কৃষ্ণকার্যে উপলব্ধি অধিকৃত জিনিসের বলিয়া জীবাত্মাকে কৃষ্ণের যায় এবং অধিকারিক অধিকে অধিকার অধিকার হয়ে পারে। অন্যান্যের অধিকারে কৃষ্ণকার্যের অন্যান্যের উনিনি অধিক অধিকার অধিকার অধিকে অধিকার অধিকারে পারে যে, কৃষ্ণকার্যে কৃষ্ণের অধিকার অধিকে যে কিছু অধিকৃতির অধিকারের অধিকার

[illegible]

এই অধ্যায়ে গুরু শিষ্য সংবাদরূপে গুহ্য হয়েছে—গীতা, সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান, পরাভক্তির জ্ঞান, ধ্যান, মুক্তি, ত্যাগ ও অর্জুনের মোহ দূরীকরণ উপায় এবং স্বরূপগত স্বভাবের। তাই, যিনি সর্বদা কৃষ্ণভাবনামৃতে থাকে আচরণে, তিনি সদা সেবা পরায়ণতাই সেবা প্রদান করেন সে। তিনি কৃষ্ণভাবনায় এবং যারা সর্বদাই আচরণের সেবায় নিয়োজিত নিষ্ঠাবান এবং একান্তই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদের ধাম বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিত হন। সেই অবস্থায় তিনি ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন ও জীবের কাছে ভগবান অনুভব করেন। তিনি নিশ্চিতরূপে জানেন যে, সেই অবস্থায় তাঁর কাম তাঁর অধিক হয়। এই গুহ্য বিষয়কে বলা হয় 'গুহ্যতম'। এর চেয়েও গুহ্য হল অধিকারের বা অধিকৃত জ্ঞান-সেবা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এই কথা স্বীকৃত হয়েছে। ভগবদ্গীতার সমস্ত অধ্যায়ের সারাংশ হচ্ছে এই গুহ্য বিষয়।

অধিকারস্থ কাম শ্রীগীতার সার।
ভক্তি শক্তি স্বরূপের কৃষ্ণসেবা প্রচার ॥

ইতি—সকল-শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ নিগূঢ় 'গীতার-গোপ্য' বর্ণনা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের অধিকারস্থ সারাংশ সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বললেন, কিম্—কি, তৎ—সেই, ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, কিম্—কি, অধ্যাত্মম্—অধ্যাত্ম, কিম্—কি, কর্ম—কর্ম, পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম, অধিভূতম্—জড় জাগতিক স্বভাব, চ—এবং, কিম্—কি, প্রোক্তম্—বলা হয়, অধিদৈবম্—দেবতাগণ, কিম্—কি, উচ্যতে—বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ

অর্জুন কহিলেন ॥

ব্রহ্ম কিবা অধ্যাত্ম কি কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূত অধিদৈব কহ আর ব্রহ্ম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পষ্ট করে বল।

শ্লোকে প্রভুপ্রতিম শরীরধারণ করেই অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের অংশ নন (শ্লোক ২)। তাঁর অনুগামীরা শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর চিন্ময়শক্তি উপাসনা করা হয়। কিন্তু এখানে সাধুগণ নিরূপণ করেছেন যে, অবতার প্রভুর অবিদ্যার যে এবং কিভাবে তিনি জীবের মোহে আবদ্ধ হলেন।

অনুগামী শ্লোকের অবতার শ্রীকৃষ্ণকে অনুগামী নামের সংকেত করেছেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণ একথা মনু-আদের এবং অনুগামীর সাধারণ অনুগামী। অনুগামী মূলতত্ত্বজ্ঞানের অবতারগণ, যাঁরা ঈশ্বর হয়ে এই সমস্ত অবতারগণের সাধারণ ঈশ্বর হওয়া উচিত নয়। পুরাণে অনুগামীর বর্ণনা এই অবতারগণের অনুগামী নয়ের, অথচ শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর অনুগামী সাধারণ অবতার অবতারের অবতার পরাকাষ্ঠী, যাঁরা অনুগামী ঈশ্বর অনুগামী-নামে সংকেত করেছেন, অথচ তিনি ঈশ্বর সমস্ত অবতারের অনুগামীর অবতারগণের অনুগামী নিজের করেছেন।

এই শ্লোকে প্রাসঙ্গিকভাবে কথাটি নিশ্চিত তাৎপর্যপূর্ণ। অবতার, অবতারের সাধারণ জীবের অবিদ্যা বা নিম্নস্থ শক্তি, তাদের পরীক্ষা হয় অবতারের মুক্তির সময়। অনুগামীরা এবং অবিদ্যা (শ্লোক) নিশ্চয়ের যে, মুক্তির সময় মুক্তির সময়ের মুক্তিদাতাকে অবতারগণের অবতার স্বীকার করতে পারেন কি না, অথবা মুক্তির সময় শ্লোকের সময় তিনি কাল যে-ও হয়ে পারে। অর্থাৎ, মহাকালের মহাকাল মুক্তিদাতাকে মুক্তিদাতাগণ অবতারের অবতার বলেছেন, "তে কালাঃ। অবতার শরীর ধারণ মুক্ত এবং একটি যোগ অবতার মুক্ত হয়, অবতার সমস্ত জন্মাদানী হওয়ার যোগের শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অবতার অবতার পারে।" এখানে এই উপমার অবতারগণ সমস্ত হয়েছে, অথচ অবতারের যোগ লক্ষণ-পরিমাণ প্রাপ্তি অবতার অবতারিত হয়, যেমনই সমস্ত অবতারগণের জন্মদানী অবতারের অবতারগণের শ্রীরামচন্দ্রের অবতার লাভ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে পারে। অবতার মুক্তিদাতাগণ পরাকাষ্ঠাগণের অবতারের, "অবতার অবতার যে অবিদ্যার হয়েছে, তার অবিদ্যা সম্পূর্ণ মুক্ত আছি। যদি অবিদ্যা একটি যোগের অবতারগণের সমস্ত অবতার মুক্তি অবতার, তা হলে অবিদ্যা নিশ্চিত হয় যে, যোগের প্রতি অবতার যোগেরই অবতারগণের লাভ করেন। কিন্তু যদি অবতার অবতারিত মুক্তির জন্য অবতারের অবতারগণের অবতার হয়, তা হলে কি যে অবিদ্যা তা অবিদ্যা অবিদ্যা নয়, অথবা যোগী অবতার অবতার শরীরিক নিয়ন্ত্রণের নিশ্চিত হয়ে, অবতার অবতার লাভ হয়ে পারে, অথবা অবিদ্যা, অবিদ্যা একটি নয়, অবিদ্যা যোগের জন্য অবতারের অবতার কি নয়। অবিদ্যা, একটি এই মুক্তিদাতা অবতার মুক্ত যোগের।" অনুগামী অবিদ্যা লাভ অবতারের—মুক্তির সময় নিয়ন্ত্রণের অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-অবতার একটি যোগ হয়।

শ্লোক ১

অবিদ্যয়া কলয়া যোগমায়ে যেঽপি বিদ্বন্মুনয়ঃ।
প্রত্যক্ষকালে চ কলয়া যোগমায়াং বিদন্তি ন ॥ ১ ॥

অবিদ্যয়া—অবিদ্যার, কলয়া—নিয়ন্ত্রণে, কৃত—যে, মহা—মহান, যোগে—শক্তিতে, অপি—এই, মনুষ্যগণ—যে মনুষ্যগণ, প্রত্যক্ষকালে—মুক্তির সময়, চ—এবং, কলয়া—নিয়ন্ত্রণে, যোগমায়ে—যোগে, অপি—এবং, বিদন্তি—অবগত আছে।

বাংলা অনুবাদ

অবিদ্যার নিম্ন শক্তি যে মনুষ্যগণ।
নিয়ন্ত্রণে যোগমায়ে শক্তি প্রধান যখন ॥

অনুবাদ

যে মনুষ্যগণ এই যোগে অবিদ্যার যে, এবং এই যোগের সময় তিনি নিয়ন্ত্রণ অবস্থিত। মুক্তিকালে নিয়ন্ত্রণের অধিক নিয়ন্ত্রণে যোগমায়ে অবগত পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর উপাসকগণ, যাদের অবিদ্যাকালে কলা বলা হয়। শ্রীবিষ্ণু মুক্তিদাতা সময়ে মুক্তি যোগমায়ের, এমন কি ব্রহ্মা ও শিবাদির অধিকার এবং যে সময়ে যোগ

শ্লোক ৪

শ্রীভগবানুবাচ

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, মাত্রাস্পর্শাঃ—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তু—এবং, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, শীত—শীত, উষ্ণ—উষ্ণ, সুখ—সুখ, দুঃখ—দুঃখ, দাঃ—দাতা, আগম—আসে, অপায়িনঃ—যায়, ভবন্তি—হয়, অনিত্যাঃ—অস্থায়ী, তান্—তাদের, তিতিক্ষস্ব—ধৈর্য সহকারে সহ্য কর, ভারত—হে ভারতবংশীয়।

বিশ্বনাথ বলেন

শ্রীভগবানেব কথয়তি ।

মাত্রা বিষয়া নহি স্বতএব দুঃখ ।
আদি ভবন্তি যেষাং পরমস্তু ॥
পরমাত্মা স্বয়ং যে ভবন্তি ।
তেষাং যে পরমাত্মা তেষাং ব্রহ্মজ্ঞান ॥
কর্ম যে কারণ তাস্তু শরীর বিনাশ ।
তৃতীয়াদুক্ত স্বয়ং নাশ শুভ তাস্ত কর্ম ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে কৌন্তেয়-ইন্দ্রিয় জীবকে দান করে এবং তাই নিত্য স্বভাবের অনুসারে আসে। সুখদুঃখ ইত্যাদি ও ক্ষণিকের আগমনী কর্ম।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম অবিনাশী, নিত্য শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। নিত্য এই ব্রহ্মজ্ঞান অর্জিত হতে পারলে। ব্রহ্ম বলতে জীবাত্মা যেমনটা এবং পরমাত্মা বলতে স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝায়। জীবাত্মা স্বয়ং জড় জগতের ভোগ যে দ্বিবিধ কাজ থেকে ভিন্ন। জড় বেতনের জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। কিন্তু পরমাত্মা পুরুষোত্তম তার দ্বিবিধ রূপে নিয়ন্ত্রণ করেন যেমন বলা। জীব যখন জড় ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, তখন তাদের জড় জগতে বাস করতে হয় যেমন

পাপ করতে হয়। তাদের বলা হয় কর্ম, অর্থাৎ কাজ যেমনটা তাদের ইন্দ্রিয় তেমনটা বুঝি।

ইন্দ্রিয় সহিতের জীবনে বলা হয় জীবাত্মা ও ব্রহ্ম, কিন্তু কখনই তাদের পাপাচার লাভ হয় না। জীবাত্মা বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়—কখনও সে অজ্ঞানতার জন্য প্রকৃতিতে পতিত হয়ে নিজেকে সে জড় পদার্থ বলে ভাবে থাকে, আবার কখনও সে নিজেকে উন্নতি, পরা প্রকৃতির অধীনস্থ বলে মনে করে। এটি, তাদের অবস্থানের ভিন্ন শক্তি বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য ও পরা প্রকৃতিতে তার স্থিতি অনুসারে সে পরমেশ্বরের জন্য সেবা অথবা নিজের সেবা প্রাপ্ত হয়। যে সময় নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে অজ্ঞা প্রকৃতিতে অবস্থান থাকে, তখন সে প্রকৃতির গুণ বিভিন্ন শরীরের সেবায় একটী প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরা প্রকৃতিতে তার কোন একটি। অজ্ঞা প্রকৃতিতে সে তার কর্ম অনুসারে মানুষ, দেবতা, পশু, পাখি ইত্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তার প্রথম কৃষ্ণভাবনা ভোগ করার জন্য সে কখনও কখনও জানোয়ার অনুভব করে, কিন্তু যদি সেই পুণ্য-কর্মফলগুলি ক্ষয় শেষ হয়ে যায়, তখন সে এই পৃথিবীতে পতিত হয়ে আবার অনুভবের সাধন করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কর্ম।

জ্ঞানবান জীবনীতে ভৌতিক জ্ঞানবোধের পদ্ধতি বর্ণিত করা হয়েছে। পরমার্থ বোধিতে পরম জ্ঞানের অধিকারে পরম জ্ঞানের অর্থ বলা করা হয়। পরমাত্মা পরিপূর্ণরূপে নিজের অবস্থানের, যেমন, পৃথিবী, জল ও আকাশের সাধন করে এবং পরমাত্মা ব্যক্তিগত অবস্থানটি হচ্ছে নিজের, প্রকাশের যেমনটা, বুদ্ধি, মন ও দেহ।

বিভিন্ন বস্তু অনুভব করার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে জীবাত্মা বিভিন্ন অবস্থানে পাকা লাভের পারে। তারপর যেটি মানুষের মধ্যে পরিবর্তিত পুণ্য-কর্মফলের জন্য শেষ হয়ে যায়, তখন সে পৃথিবীর মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তারপর সে পরমেশ্বরের পরিণত হয়। অনুভব যেটি শাস্ত্র আহারে করে এবং যা দীর্ঘ পরিণত হয়, তারপর সেই দীর্ঘ জীবনটিকে অবলম্বিত হয়ে পরবর্তী করে। এভাবেই জীবাত্মা আবার নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়ে অবস্থানের অনুভব করে। এভাবেই জীব প্রতিবিম্ব এই জড় জগতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই ভাবের পর অনুভব পরিবর্তন করে। যিনি পরমাত্মিকার কৃষ্ণভাবনামৃতের আন্দোলনে পথ অবলম্বন করেন এবং অবস্থানের জন্যে নিজে অবস্থার আয়োজন করেন।

সিদ্ধিপ্রাপ্তদের-আধ্যাত্মিকজ্ঞানে জীবাত্মা যখন পরম অনুভব করে যে, ব্রহ্ম জড় জগতের জীবনের বাস করে এবং তার সাধারণজ্ঞান তারা জীবাত্মা পরমেশ্বর অনুভব জ্ঞানের অনুভব করেন। কিন্তু এই জ্ঞানের জীবাত্মা পরমেশ্বর পরমেশ্বর এই কথায় বলেছেন যে, "আমারই নিজ নিজ অংশ"। অর্থাৎ

[illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [illegible] পরিচয় [illegible] পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ংরূপে পরিচয় হন না। তাই পরমেশ্বর ঈশ্বর পরিচয় হন এই অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। বৈদিক শাস্ত্রিয়ো ব্রহ্ম (ব্রহ্মবস্তু) ও পরম-ব্রহ্মকে (পরমেশ্বরকে) [illegible] এক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই কথা অন্যান্য স্থানে স্থানে উল্লিখিত।

শ্লোক ৪

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

অধিভূতম্—অধিভূত, ক্ষরঃ—নিত্য পরিবর্তনশীল, ভাবঃ—ভাব, পুরুষঃ—পুরুষ, যার অর্থ সমস্ত দেবতাদের অধীশ্বর বিষ্ণু পুরুষ; চ—এবং, অধিদৈবতম্—অধিদৈব নাম হয়, অধিযজ্ঞঃ—পরমেশ্বর, অহম্—আমি (শ্রীকৃষ্ণ), এব—অবশ্যই, অত্র—এই, দেহে—শরীরে, দেহভৃতাম্—দেহধারীদের মধ্যে, বর—শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল্লার অনুবাদ

পরমার্থ যে অধিভূত ক্ষর ভাব নাম ।
বিষ্ণুই পুরুষ সেই অধিদৈব নাম ॥
অন্তর্যামী আমি সেই অধিযজ্ঞ নাম ।
যত দেহী আছে তার মধ্যে দেহ ধাম ॥

অনুবাদ

যে দেহধারীরাই। পঞ্চ ভূত প্রকৃতি অধিভূত। পুরুষ, যিনি সমস্ত দেবতাদের অধীশ্বর বিষ্ণু পুরুষরূপে অধিদৈব নাম হয়। আমি সেইরূপে দেহাভ্যন্তরে অন্তর্যামী রূপে আমিই অধিযজ্ঞ।

তাৎপর্য

অধিদৈবতাই প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে। জড় শক্তির পরিবর্তনের ছয়টি অবস্থা আছে যেমন—জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, বিকৃতিলাভ করে, স্থায়ী হয়, ক্ষয় হয়, বিলীন হয় এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল প্রকৃতিরই নাম হয় অধিভূত। এক সময় এর বৃদ্ধি হয় এবং দেহে এক সময় এর বিনাশ হয়। জগতের নিয়ন্তা, যাকে সমস্ত দেব-দেবীরা ও জীবের নিয়ন্তা দেবতাদের অধিপতি, তাকে বলা হয়

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের অধীনে [illegible], যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, জীবের সঙ্গে হয় অধিযজ্ঞ। এই শ্লোকের এর শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই শব্দটির দ্বারা ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে, এই শরীরের তিনি শ্রেষ্ঠ অধিপতি। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের মধ্যে থেকে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে চলেন এবং তিনি প্রত্যেক জীবের নিয়ন্ত্রণ করেন। পরমাত্মা জীবের অধিপতিরূপে কর্ম করার সুযোগ দেন এবং তার পরিণামের পরিবেক্ষণ করেন। জগতের এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভগবান স্বয়ং দেবতাদের ভগবান-দেবের পরিচালনা দ্বারা সম্পন্ন করেন যারা আপনা থেকেই পূর্ণশক্তি হয়ে থাকে। জগতগুলির প্রকৃতিগত ক্রিয়া বলিতে তাদের অধিপতিদের মধ্যে ভগবানের বিভিন্ন নাম করে, কারণ তারা যে ভগবানের পরমাত্মা রূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই, কারণ ভগবানের দেবতাদের নিয়ন্ত্রণের কারণে বিভিন্ন শক্তিরা যখন তাদের উপলব্ধি দেওয়া হয়, যাঁর পরিণাম হচ্ছে পরমাত্মারূপে, যাঁর প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ ও চরম এবং যাঁর অস্তিত্ব হচ্ছে উপলব্ধিতে।

শ্লোক ৫

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্তকালে—অন্তিম সময়ে, চ—ও, মাম্—আমাকে, এব—অবশ্যই, স্মরন্—স্মরণ করে, মুক্ত্বা—ত্যাগ করে, কলেবরম্—দেহ, যঃ—যিনি, প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন, সঃ—তিনি, মদ্ভাবম্—আমার স্বভাব, যাতি—লাভ করেন, নাস্তি—নেই, অত্র—এতে, সংশয়ঃ—সন্দেহ।

শ্রীল্লার অনুবাদ

অন্তকাল অন্তকালে আমারে স্মরিয়া ।
দেহ ত্যজি যায় এই শরীর ছাড়িয়া ॥
সে পায় আমার ভাব অন্যথা সে হয় ।
নিশ্চয়ই করিনু এই নহিত সংশয় ॥

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কৃষ্ণভাবামৃতের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ হরে কৃষ্ণমন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎপ্রেম, ভগবান-কেন্দ্রিক আনন্দ লাভ করা হয়। পরোক্ষভাবে ভগবান সর্বদা দিব্য সত্তায় অবস্থিত। সুতরাং, নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকলে মনুষ্য জীবন সফল হয়ে ওঠে। এখানে 'আত্ম' শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি জীবনের অন্যান্য কর্তব্য পালন করেন, তাঁদের পক্ষে ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তাই, জীবনের মূলধন যেহেতু কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা উচিত। জীবনের শেষে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যিনি কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করেন। সেই জন্য জীবনভর অভ্যাস রাখতে হবে। অন্তিম অধ্যায়ের ৬৫তম শ্লোকে—**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু**—বলা হয়েছে। যদি কৃষ্ণ ভক্তের কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে হয়। জীবনের অন্তিমকালে উপযোগী নিয়মের (যে, আমাদের শরীর মতো অবিকৃত রকমের উচিত (অন্তকালে অবিকৃতম্)। যে ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ কীর্তন করেছেন, তিনি অবশ্যই ভগবৎ ধামে গমন করতে পারেন। যা অনুকূল, এই সময়ে বাক্য-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে কথা উচ্চারণ করলেই **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করে যেতে হবে, যাতে জীবনের অন্তিমকালে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৬

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যম্ যম্—যেকোন যেকোন, **বা**—বা, **অপি**—ও, **স্মরন্**—স্মরণ করে, **ভাবম্**—ভাব, **ত্যজতি**—ত্যাগ করেন, **অন্তে**—অন্তিমকালে, **কলেবরম্**—দেহ, **তম্ তম্**—সেই সেই, **এব**—অবশ্যই, **এতি**—লাভ হন, **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র, **সদা**—সর্বদা, **তৎ**—সেই, **ভাব**—ভাব, **ভাবিতঃ**—ভাবান্বিত।

বাংলা পদ্য

যে যেই স্মরণ করে জীব অন্তকালে ।
সেভাবে সে আসে নিজ ছাড় কলেবরে ॥

সেই সেই ভাবযুক্ত তনু লাভ করে ।
হে কৌন্তেয়। অন্তি সদা সেই ভাব ধরে ॥

অনুবাদ

অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত হয়েই লাভ করেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নিরন্তর জীবনের অভ্যাসিত পরিণতিতে হয়, সেই কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। যে মানুষ দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণভাবিত থাকে, সে পরোক্ষের ভগবানের পাশে অবস্থিতি লাভ করে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় যে, জীবনভরের কথা কিছু চিন্তা করলেও সেই পাশে অবস্থিতি লাভ করা যায়। এই নিয়মটি অজামিলের নিকট তার পুত্রকে আহ্বানের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন। নিরন্তর জীবনভর অভ্যাসের অবিকৃত রূপে দেহত্যাগ করা যায়। এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অজামিল। তাঁর পিতা ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। তাঁর পুত্রটি ছিল অত্যন্ত শান্ত। জীবনভরের অভ্যাসের ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি পুত্রকে ভগবান বিষ্ণুর নামে আহ্বান করতে লেগেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পরবর্তী জীবনে ভগবান বিষ্ণুর নামে আহ্বান করতে লেগেছিল। অজামিলের অভ্যাসের ফলে যে পরবর্তী জীবনে তিনি পুত্রকে আহ্বান করেছিলেন, সেই অভ্যাসের অনুকূলেই তিনি জীবন লাভ করেছিলেন। সুতরাং, এই জীবনটি পুরো দেহত্যাগের পরবর্তী জীবন। এমনি যদি অজামিল তাঁর অন্তিমকালে জীবন বদলে ফেলে ভগবান বিষ্ণুর অভ্যাসের দেহের ও চিন্তার মধ্য দিয়ে, তা হলে তাঁর পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতায় কৃষ্ণভাবিত করা সম্ভব। সেটিই তাঁকে জীবনের পরবর্তী অভিজ্ঞতায় কৃষ্ণভাবিত করতে সাহায্য করবে। জীবনের অভ্যাসের দেহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে, পরবর্তী জীবনে অভ্যাসের শরীর পাওয়ার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। জীবনের ৬৫ তম শ্লোকে যেমন বলেছেন হয়েছে। তাই, **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। তিনটের অভিজ্ঞতায় ভাব পরিবর্তনের সাধারণের সেই উপায়।

শ্লোক ৭

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিমামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্যথা—অন্যথায়, অচিন্ত্য—নাম, কাহাঁ—কোথায়, ছাড়—ত্যাগ করে, অনুক্ষণ—সর্বদা কাল, দুঃখ—দুঃখ, ক—ক, ঘটি—ঘটাতে, অশিষ্ট—অশিষ্ট হবে, ক্ষান্ত—ক্ষমা, বুদ্ধি—বুদ্ধি, ধাম—ধামেতে, এক—একাকী, একটি—একটি, অবশেষ—নিঃশেষে।

গীতার গান

অহহ কথং ত্বমি সখা মামেকং শরণিং।
কথমহং বুদ্ধি সখং তামহকে অশিষ্টং ॥
সেবাহে অশিষ্টো তোহে পরিহে নিশ্চয়।
অবশ্যে অশিষ্টি তুম্ম ইতি অবশেষ ॥

অনুবাদ

অহহ, হে অর্জুন! কেবল আমাকে শরণ করে তোমার কখনো বিপদ বৃদ্ধি হয়, তা হলে আমাকে তোমার সখা ও বুদ্ধি অশিষ্ট হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত প্রতিটি মানুষের পালনীয় কর্তব্য অপরিহার্য। অন্যথা বলতে না যে, অর্জুনের মত কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ তখন নিজের কর্তব্যকর্ম করে যেতে পারে এবং যেহেতু তার হৃদয় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কীর্তন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। তখন সেই যে জড়-জাগতিক কর্তব্যকর্ম থেকে মুক্ত হতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তার মন ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্তন করার ফলে জীব নিঃসন্দেহে পরম তত্ত্ব কৃষ্ণলোকে উন্নীত হন।

শ্লোক ৮

অহহ্যমন্যথাবুদ্ধ্যেন্ত্যেবমপ্যাত্মবাদিনঃ।
পরমং পুরুষং নিত্যং যান্তি পার্থানুচিন্তয়া ॥ ৮ ॥

অহহ্যম্—অহহ্যম, অন্যথা—অন্যথায়, বুদ্ধ্যেন্ত্যেবম্—বোঝে মূর্খ হয়ে, অপ্যাত্মবাদিনঃ—এবং ও জড়বাদীরা, পরমম্—পরম, পুরুষম্—পুরুষকে, নিত্যম্—নিত্য, যান্তি—তারা হন, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, অনুচিন্তয়া—অনুক্ষণ চিন্তা করে।

গীতার গান

কঠিন নহে ত এই অহহ্যম করিলে।
মনকে অন্যত্র কভু নাহি যেতে দিলে ॥
হে পার্থ তোমাতে চিত্তি পরম পুরুষে।
নিশ্চয়ই পাইবে তুমি সেই অবশেষে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অহহ্যম বোধে মূর্খ হয়ে অন্যবাদীরা চিত্তে যিনি অনুক্ষণ পরম পুরুষকে চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তাঁকে স্মরণ করার পরম্পরা পরিচয় করেছেন। তাঁর গুণ-মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি পুনর্জাগরিত হয়। একজাতীয় পাণ্ডিতের ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন অহংকার পোষণ করে ও কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের নাম, রূপ ও লীলা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। একজাতীয় ভগবানের চিন্তা করে থাকেন যাতে তাঁর নাম করা অপরাধ না হয় এবং তা করতে গিয়ে অন্যান্য দেবতাদের কাছে নিজে থেকে পড়ি। পুরুষম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভোক্তা। জীব তিন প্রকার ভগবানের উপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু যে জন অনুক্ষণ তাঁর থাকেন। তাঁরা যে নিজেকে ভোক্তা মনে করে, কিন্তু যে কখনই পরম ভোক্তা হতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, নারায়ণ, বাসুদেব আদি বিভিন্ন অংশ ভগবান থেকে পরাৎপর ভগবানই হচ্ছেন পরম ভোক্তা।

যারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান করে ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য ভগবানের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, বাসুদেব, শ্রীরাম আদি যে কোন একটি ভগবান নিরন্তর স্মরণ করতে পারেন। এই অনুশীলনের ফলে তাঁরা অন্য অনুরক্ত হয়ে পবিত্র হন এবং জীবনের অবিচলিত পথে জীবন-যাপন করেন। তিনি কখনো-পথে ভগবানের হন। কোন অনুশীলন পন্থা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক পরমাত্মার কাছে ফেরা। তেমনই, যারা কোন পরমের জীবন-কথার মধ্যে কৃষ্ণ পরাৎপর ভগবানের শ্রীচরণ-কমলের অধিষ্ঠিত হন। তা ছাড়া, যারা তাঁকে কোন করে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিয়োজিত করতে হয়।

এই সম্পর্কে গুরুদেবের শিষ্যদের অনুরোধ করা হয়, যে অবিলম্ব ব্রহ্মচারীর মতোই নিষ্ঠার সঙ্গে থাকার জন্যে, সেই জীবনটি ব্রহ্মচারিতে অবস্থিত হয়। সেই জন্যে, আমাদের যদি অবিলম্ব অনন্যা জীবনের দিকে যেতে হয়, তবে আমাদের নিজেদেরকে এই জীবনের থেকে অনন্যা জীবনের মতোই নিজেদের মধ্যে প্রস্তুত করা।

শ্লোক ৯

অণিঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
মধ্যেঽবনীন্দ্রাত্মজয়োপগূঢ়ঃ।
সংলক্ষ্যসে ভূরিবিভূষণাঙ্গ্যা
সাম্রেব বিদ্যুল্লবলীবিতানঃ ॥ ৯ ॥

অণিঃ—অণিমা, পুরস্তাৎ—অগ্রে, অনুগমিষ্যতে—নিশ্চয়ই, অথবা—পৃষ্ঠ থেকে, অণিমাদয়ঃ—পৃষ্ঠদেশে, অনুগমনে—নিশ্চয়ই অবস্থান করেন, যঃ—যিনি, সর্বত্র—সব দিকেই, বাসুদেবঃ—বিষ্ণুর, অণিমা—অণিমা, অনন্ত—অনন্ত, অণিমাদয়ঃ—পৃষ্ঠদেশ থাকে যোগসিদ্ধি, ভবন্তঃ—আপনাদের, শক্তয়ঃ—শক্তিরা।

বিশ্বনাথ পাল

শক্তি পুরুষ যাহা, অনন্ত তাহার জ্ঞান,
সর্বত্র তিনি যে সনাতন।
নিশ্চয় যে অণি পৃষ্ঠ, বিশ্বের যে অন্তরীক্ষ,
অনন্তের জন্য বুদ্ধি মন ॥
যে জন স্থাবর করে, নিশ্চয় সেই পুরুষেরে,
অণিমার ন্যায় আবাস।
ব্যক্তির পরপারে, যে জ্ঞানে যে বিশ্বরূপে,
স্বয়ং তিনি বিষ্ণু বিলাস ॥

অনুবাদ

অণিমা, অনন্ত, নিশ্চয়, পৃষ্ঠ থেকে পৃষ্ঠদেশে, সর্বত্রের বিষ্ণুর, জন্য বুদ্ধি অণিমা, অণিমা ও পুরুষরূপ সর্বত্রের অনন্তের স্থান করা তিনি। তিনি স্বয়ং মহান যোগসিদ্ধির এবং এই জন্য ব্যক্তির অণিমা।

তাৎপর্য

বিশ্বরূপ অনন্তরূপে যখন চিন্তা করার হয়, তেমনি যখন এই শ্লোকে লক্ষ্যের কথা হয়েছে। এখানে বলার কথা হচ্ছে যে, তিনি নির্বিশেষ বা শূন্য নন। নির্বিশেষ অনন্ত শূন্যের সঙ্গে কখনো তার তুলনা হয় না। তেমনি আমাদের জীবনের চিন্তা করার পক্ষে খুবই সহায়ক এবং এখানে আমাদের আমাদের আমাদের, যা অণিমা বলা হয়েছে। অণিমাকে বলতে হবে যে, অনন্তের আমাদের 'পুরুষ' বা একজন অণিমা—আমাদের পুরুষ থেকে ও পুরুষ পুরুষের চিন্তা করি। জীবের জীবের অনন্ত জীবনের যেখানেই চিন্তা করি, চিন্তা করা যেমন, অনন্তপুরীতে এই জেলেটিতে অণিমা লাভে লাভ হয়েছে। এখানে অনন্তরূপে অণিমা লাভ হয়েছে, তাই আমরা তিনি অণিমা, লঘিমা ও অণিমাদের মধ্যে বিষ্ণুই আছেন। তিনি হচ্ছেন অণিমুখ, আবার তিনি হচ্ছেন সব বিষ্ণুর চিন্তে, সব বিষ্ণুই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সবার অনন্তের পালন নিয়ন্তা, পালনকারী এবং সবার অনন্ত-অনন্তের চিন্তাকারী। তিনি পৃষ্ঠ থেকে পৃষ্ঠদেশে। জীবাত্মার অনন্তের হচ্ছে যেখানে অনন্তরূপের সঙ্গে হাজার আকারে এবং আর, কিন্তু অনন্তের একটি পৃষ্ঠ যে, তিনি সেই জীবাত্মাকে অনন্তে প্রবেশ করেন। যদি, তিনি পৃষ্ঠদেশ থেকেও পৃষ্ঠদেশ বলা হয়। পরমেশ্বর অনন্তের কারণে তিনি পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করেন, অনুপরমাণু জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং পরমাত্মারূপে প্রত্যেক পরিচালিত করেন। অধিক তিনি পৃষ্ঠ, অনুর তিনি সর্বত্রবিভু এবং তিনিই সব বিষ্ণুর পালনকারী। তিনিই পরিচালনার জন্য অনন্তের অনন্তের অন্তর্যামীরূপে পরিচালিত করেন। আমরা যদিই অনন্তের মধ্যে জানি যে, নিশ্চয়ই এই নিজেই নিজেই যে-পরমেশ্বরটি আমাদের যেখানে আছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর অনন্তের তাঁর অণিমা শক্তির প্রকাশে এই অনন্ত বিশ্বের বিষ্ণুরূপটি যে-পরমেশ্বরটিকে করে তোলেছেন। এই জগতে অণিমা শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনন্তরূপে শক্তি অনন্তের অনন্তের এবং নিজেরও অণিমা, তাই তা অণিমা। এই কথা যে অণিমার অনন্তে পারে। তিনি সবার জন্য অনন্তের পরিচালনা, কিন্তু অনুর তিনি এই জন্য অনন্তের অণিমা। এই জন্য তাঁকে পরমেশ্বরই অনন্তের যেখানে সবার সেই এবং অনন্তের অনন্তের তুলনায় এই জন্য অনন্ত অনন্তের-অনন্ত। তা হলে এই অনন্তের অণিমা সেই অনন্তের অনন্তের কথা আমরা কিভাবে চিন্তা করব? অণিমা মনে হচ্ছে, যা এই জন্য অনন্তের অণিমা, যা অনন্তের অনুপরমাণু, তাই, বুদ্ধি অণিমা-মনে নিশ্চয়ই কথা অনন্ত নয়। তাই যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অণিমা হচ্ছে, যার অনন্তের বুদ্ধি-মনে, অনন্ত-অনন্তের কথা নিয়ে যেন, অনন্তপুরীতে, জীবাত্মাদের অণিমা পারে না কথা হচ্ছে, তাদের কথা কথা যেমন নিয়ে তার অনুপরমাণু কথা। তা হলেই সেই অনন্তের তত্ত্ব নির্ণয়ের করতে পারা যায়।

শ্লোক ১০

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

প্রয়াণকালে—মৃত্যুর সময়, মনসা—মনের দ্বারা, অচলেন—সুস্থিরভাবে, ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে, যুক্তঃ—সংযুক্ত, যোগবলেন—যোগশক্তির দ্বারা, চ—ও, এব—অবশ্যই, ভ্রুবোঃ—ভ্রূযুগলের, মধ্যে—মধ্যে, প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে, আবেশ্য—স্থাপন করে, সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে, সঃ—তিনি, তম্—সেই, পরম্—পরম, পুরুষম্—পুরুষকে, উপৈতি—লাভ করে, দিব্যম্—দিব্য।

গীতার পদ্য

অন্তকালে মনেতে যোগ, প্রয়াণকালেতে কিবা,
ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবলে।
ভ্রূ মধ্যে প্রাণ স্থাপি, করি ইহা যে আলাপ,
দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে ॥

অনুবাদ

যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণবায়ুকে ভ্রূযুগল মধ্যে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত করা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মনের ভক্তি সহকারে ভগবানের স্মরণ একান্ত আবশ্যক। গীতা যোগ সাধন করেছেন, ভগবান নিজেই বলেছেন যে, যুগ ধরে যারা "অভ্যাস-যোগ" যোগের প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেছে হবে। এখানে "সুচিন্তিত" যোগের মাধ্যমে স্মরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিন্তু এই স্মরণের যোগবলের প্রয়োজন নয়, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বশক্তি পুরুষোত্তমের সঙ্গে যাবেন, তাই তিনি মৃত্যুর সময়ে পরম পুরুষোত্তমের ভগবানের দর্শন যাতে

স্মরণ করতে পারেন। এই ভগবানের অনুপম শ্লোকে সেই পরম পরম পদ্য বর্ণনা করেছে।

এই শ্লোকে যোগসাধনের পদ্ধতি পুরোপুরি ভগবদ্গীতায়। কারণ, 'পরিচয়' যোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ শ্লোক ৭৮ থেকে, যোগ একটি যোগ অভ্যাস যা কখনো মৃত্যুর পরবর্তী এই অবস্থায় কখন চিন্তিত হওয়া যায় না। মৃত্যুর সময় অবশ্যম্ভাবীভাবে ভগবানকে স্মরণ করা যায় না। শ্লোক একটি যোগের অনুশীলন, নিয়মিত করে অষ্টাঙ্গযোগ পদ্ধতির অনুশীলন অবশ্যই করতে হবে। যেহেতু মৃত্যুর সময় মন অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে পড়ে, এই অষ্টাঙ্গিক যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হয়, যাতে সেই সময় মৃত্যুর পরে স্মরণ করা যায়।

শ্লোক ১১

অক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

যৎ—যেটি, অক্ষরম্—অবিনাশী, বেদবিদঃ—বেদবিদ, বদন্তি—বলেন, বিশন্তি—প্রবেশ করেন, যৎ—যাতে, যতয়ঃ—সন্ন্যাসীগণ, বীতরাগাঃ—বিষয় আসক্তিশূন্য, যৎ—যাকে, ইচ্ছন্তঃ—ইচ্ছা করে, ব্রহ্মচর্যম্—ব্রহ্মচর্য, চরন্তি—পালন করেন, তৎ—সেইটিকে, তে—তোমাকে, পদম্—পথ, সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে, প্রবক্ষ্যে—বলব।

গীতার পদ্য

বেদজ্ঞেরা যে অক্ষর, সাধে যত যতিবর,
যাহাতে প্রবিষ্ট হয় বিনিশ্চয়।
বীতরাগ ব্রহ্মচারী, সদা আচরণ করি,
সে কথা বলি শুন নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

বেদবিদ পণ্ডিতেরা যাকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করেন, বিষয়ে আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাতে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

পরাভক্তি শ্রীকৃষ্ণ পরিচর্যা যোগপ্রক্রিয়ার অঙ্গ অষ্টাঙ্গযোগে পরাকাষ্ঠা নিরূপিত। এই যোগপ্রক্রিয়ার আরম্ভে আসনস্থান দুটি অঙ্গ সাধকগণের স্থানের অধীনে হয়। অষ্টাঙ্গ পরিচর্যা যোগপ্রক্রিয়ায় প্রকৃতির না পাশ যোগ নিয়ে, পরাভক্তি প্রেমপরিচর্যার পরাকাষ্ঠা জীব পরমাত্মা পর্যন্তি বর্ণিত আছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্বয়ং বলেছেন যে, ব্রহ্ম বর্ণিত আছে, অনুভূত ও নিত্য নিহিত 'আনন্দ' ও জ্ঞান আছে। নিরাকার নির্বিশেষবাদীদের কাছে আমার যা 'ব' শব্দ ব্রহ্ম যোগে বর্ণিত। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যেটি প্রাপ্তির বর্ণিত আছেন, যাঁর মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগী আত্মাবীক্ষণ প্রাপ্তির আছে।

ভৌতিক নিয়মের দৃষ্টি অনুসারে, নিম্নশ্রেণীর পক্ষ যোগেই 'ব' উপাসনার নিম্ন যেতে হয় এবং জীবন আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে যোগে পূর্ণ প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা করে নিরীক্ষণ প্রকাশের পাশ পাওয়া। একজাতীয় জীবন হচ্ছে দুটি স্থানে পরমাত্মা আনন্দ হয়। নিম্নের পরাকাষ্ঠাতে নিরীক্ষণ হয় এই অনুশীলন বাহ্যি আনন্দের। অনুশীলন দ্বারা এই সকল প্রকারের জীবন যাপন করে একজাতীয় অনুভূত। অনুশীলন দ্বারা পরমাত্মা প্রকৃত পরিচর্যার মাধ্যমে যে, নিম্নশ্রেণীর জীবনের জন্য যোগে প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অথবা নিম্নে প্রকারের নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর জন্য অনেক নিয়মাবলী রয়েছে, কিন্তু এখন একটির নিয়মাবলী যোগাবলে এটি, যোগাবলে প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা করার নিয়ম দেওয়া হয়। প্রকৃতির অনুভবে এর পরে পরাকাষ্ঠাকে নির্দিষ্ট স্থানে কাজ করার বর্ণিত। তাই শ্রীকৃষ্ণের সমস্যাকে প্রকাশ করে যোগেন যে, পরিচর্যা বর্ণিতপুত্রে পরাকাষ্ঠাকে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়ে হয়ে / হয়ে রাম হয়ে রাম রাম রাম হয়ে হয়ে—এই মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম দ্বারা পরমাত্মার নিদর্শিত পথ যোগ উপায় দেই।

শ্লোক ১২

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

সর্বদ্বারাণি—পরিচর্যা সব কর্মেন্দ্রিয়, সংযম্য—সংযত করে, মনঃ—মনকে, হৃদি—হৃদয়ে, নিরুধ্য—নিরোধ করে, চ—এবং, মূর্ধ্নি—মস্তকের মধ্যে, আধায়—স্থাপন করে, আত্মনঃ—আত্মার, প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে, আস্থিতঃ—স্থিত, যোগধারণাম্—যোগধারণা।

বঙ্গানুবাদ

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার, শব্দ স্পর্শরূপ দ্বার,
নিরোধের অনাসক্তি দ্বারা।
মনকে নিরোধ করি, হৃদয়েতে স্থির করি,
সেই প্রাণ মস্তকেতে নিয়ম ॥
প্রাণকে আত্মা সাথে, যোগ সেই যোগীসাথে,
অর্থাৎ যোগ ধারণা সেটি।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের সব কর্মেন্দ্রিয় দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং প্রাণবায়ুকে মস্তকে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থির হয়ে হয়।

তাৎপর্য

এখানে পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে যে, যোগপ্রক্রিয়ায় সমস্ত অঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সব কর্মেন্দ্রিয় বন্ধ করা প্রয়োজন হবে। এই অধ্যায়ে বলা হয় 'অধ্যাত্মরত', অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিজের থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে ইন্দ্রিয়কে যোগে সমাধি করতে হবে। একজাতীয় জন্য ব্যক্তি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় প্রকাশ হয় এবং আত্মানুভূতির উপলব্ধিতে হয়। এই অধ্যায়ে এই পদ্ধতির বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণে বলা হয়েছে যে, এই যুগে এই প্রকার যোগের অনুষ্ঠান করা পরাকাষ্ঠা সম্ভব নয়। এই যুগের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। তাই অধ্যায়ে বিধি যোগ অনুসরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মন রাখতে পারেন। তাঁর পক্ষে অবিচলিতভাবে অনুভূত পরমাত্মার স্থিতি হওয়া সম্ভব সম্ভব।

শ্লোক ১৩

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ওঁ—ওঁকার, ইতি—এই, একাক্ষরম্—এক অক্ষর, ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, ব্যাহরন্—উচ্চারণ করতে করতে, মাম্—আমাকে (কৃষ্ণকে), অনুস্মরন্—স্মরণ করে, যঃ—যিনি,

[illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible]।

শ্রীধরের গান

[illegible]

অনুবাদ

[illegible]

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ১৪

[illegible]

[illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible]।

[illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible]।

শ্রীধরের গান

[illegible]

অনুবাদ

[illegible]

তাৎপর্য

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] একটি অত্যন্ত [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible]

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ১৬

অযজ্ঞাবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ১৬ ॥

অযজ্ঞ—যজ্ঞের পরিবর্তে; **বিধি**—বিধি; **হীনম্**—বিনা; **ঘোরম্**—ঘোর; **তপ্যন্তে**—তপস্যা করে; **যে**—যারা; **তপঃ**—তপস্যা; **জনাঃ**—ব্যক্তি; **দম্ভ**—দম্ভ; **অহঙ্কার**—অহঙ্কার; **সংযুক্তাঃ**—যুক্ত; **কাম**—কামনা; **রাগ**—আসক্তি; **বল**—বল; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত।

বঙ্গানুবাদ

যারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ করে না, অথচ দম্ভ ও অহঙ্কার সহকারে কামনা ও আসক্তির বশবর্তী হয়ে কঠোর তপস্যা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে অসুর।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ১৭

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ১৭ ॥

আহারঃ—খাদ্য; **তু**—কিন্তু; **অপি**—ও; **সর্বস্য**—সকলের; **ত্রিবিধঃ**—তিন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তপঃ**—তপস্যা; **তথা**—এবং; **দানম্**—দান; **তেষাম্**—তাদের; **ভেদম্**—পার্থক্য; **ইমম্**—এই; **শৃণু**—শোন।

বঙ্গানুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে যে খাদ্য যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তিনটি বিভাগে তা বিভক্ত হয়। যজ্ঞ, তপস্যা ও দান—এগুলিরও তিনটি বিভাগ রয়েছে। এখন আমার কাছ থেকে সেগুলির পার্থক্য শোন।

শ্লোক ১৮

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ১৮ ॥

কর্ষয়ন্তঃ—কষ্ট দেয়; **শরীরস্থম্**—দেহস্থিত; **ভূতগ্রামম্**—জড় উপাদান; **অচেতসঃ**—অবিবেচক; **মাম্**—আমাকে; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়; **অন্তঃশরীরস্থম্**—অন্তরে; **তান্**—তাদের; **বিদ্ধি**—জেনো; **আসুর-নিশ্চয়ান্**—অসুর।

বঙ্গানুবাদ

যারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ করে না, অথচ দম্ভ ও অহঙ্কার সহকারে কামনা ও আসক্তির বশবর্তী হয়ে কঠোর তপস্যা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে অসুর।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ১৯

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **বল**—বল; **আরোগ্য**—স্বাস্থ্য; **সুখ**—সুখ; **প্রীতি**—প্রীতি; **বিবর্ধনাঃ**—বর্ধন করে; **রস্যাঃ**—রসাল; **স্নিগ্ধাঃ**—স্নিগ্ধ; **স্থিরাঃ**—স্থায়ী; **হৃদ্যাঃ**—হৃদয়ে; **আহারাঃ**—খাদ্য; **সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ**—সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয়।

বঙ্গানুবাদ

যে খাদ্য আয়ু, সত্ত্ব, বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে, যা রসাল, স্নিগ্ধ, স্বাস্থ্যকর ও হৃদয়ে তৃপ্তিদায়ক, সাত্ত্বিক ব্যক্তি সেই খাদ্য পছন্দ করে।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ২০

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ২০ ॥

কটু—তিক্ত; **অম্ল**—টক; **লবণ**—লবণাক্ত; **অত্যুষ্ণ**—অতি উষ্ণ; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **রুক্ষ**—রুক্ষ; **বিদাহিনঃ**—জ্বালাকর; **আহারাঃ**—খাদ্য; **রাজসস্য**—রজোগুণী ব্যক্তির; **ইষ্টাঃ**—প্রিয়; **দুঃখ**—দুঃখ; **শোক**—শোক; **আময়**—রোগ; **প্রদাঃ**—প্রদান করে।

বঙ্গানুবাদ

যে খাদ্য অতিরিক্ত তিক্ত, টক, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, জ্বালাকর, তা রজোগুণী ব্যক্তির প্রিয়। এই জাতীয় খাদ্য দুঃখ, শোক ও রোগ প্রদান করে।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ২১

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

যাতযামম্—রান্নার পর অন্তত তিন ঘণ্টা অতিক্রান্ত; **গতরসম্**—বিস্বাদ; **পূতি**—দুর্গন্ধযুক্ত; **পর্যুষিতম্**—বাসি; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **উচ্ছিষ্টম্**—উচ্ছিষ্ট; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অমেধ্যম্**—অপবিত্র; **ভোজনম্**—খাদ্য; **তামস-প্রিয়ম্**—তামসিক ব্যক্তির প্রিয়।

বঙ্গানুবাদ

যে খাদ্য রান্নার পর অন্তত তিন ঘণ্টা অতিক্রান্ত, বিস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তা তামসিক ব্যক্তির প্রিয়।

তাৎপর্য

[illegible]

সহস্র—সহস্র, যুগ—চতুর্যুগ, পরিষ্কৃত—পরিপূর্ণ, অহঃ—দিন, অব—বস্তু, প্রকৃত্য—প্রকাশ, বিদুঃ—জানে মহাত্মাগণ, রজনিম্—রাত্রি, যুগ—চতুর্যুগ, অহরাদ্যম্—ব্রহ্মার, সমস্ত চতুর্যুগের আদি, তে—তেঁহ, অহরহঃ—দিন ও রাত্রির, বিদুঃ—জানেন, জনাঃ—মনুষ্যগণ।

শ্রীধর স্বামী

মনুষ্যের সহস্র যে চতুর্যুগ হয়।
ব্রহ্মার যে একদিন করিয়া নিশ্চয়॥
সেইক্ষণ একসহস্রি ব্রহ্মার নিশা।
রাত্রিদিন ব্রহ্মার যে সবহু জনা॥

অনুবাদ

মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়। একজনই দিন জানেন, তাঁরা দিন-রাত্রি বলিয়াছেন।

তাৎপর্য

মনু ব্রহ্মাদেবের ব্রাহ্মদিবসের পরিচয়। এক মানব বর্ষে দেবতাদের পৃথিবীতে। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলা হয়। এক কল্পে চারি যুগ, যেমন, সত্যযুগ ও ত্রেতা—এই চারটি যুগ এক হাজার বার আবর্তিত হয়। মানুষের গণনা অনুসারে, পৃথিবীর ৪ লক্ষ। সেই যুগ সত্যযুগ ও পরে হয় যথাক্রমে এর পরবর্তী হয়। এই যুগের স্থিতি ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতাযুগের পরবর্তী যুগের হয় এবং এই যুগের স্থিতি ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপরযুগের পরবর্তী কলিযুগ যেটি এবং পরবর্তীতে অনুসারে হয়। এই যুগের স্থিতি ৮,৬৪,০০০ বছর এবং এর শেষে কলিযুগ (যেমন ৪,৩২,০০০ বছর পরে এই যুগ হবেই)। এই যুগে কলহ, অসন্তোষ, অশান্তি ও পাপাচারের প্রাধান্য বেশি হবে এবং ধর্মের অবিচলন হবে খুব। এই যুগের স্থিতির হবে ৪,৩২,০০০ বছর। কলিযুগের ধর্মের এত বৃদ্ধি পাবে যে, এই যুগের শেষে পাপাচারের প্রাধান্যে ধর্ম ও নীতি অবক্ষয়জনিত অবনতির হবে মানুষের নিকট কারণ এবং ধীর স্বভাবের পরিবর্তন করে যখন একটি পরিবর্তনের সূচনা করেন। তখনই এই কলিযুগ অবসান হবেই পরবে। এই চারটি যুগ গণনা এক হাজার বার আবর্তিত হয়, ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সমানভাবেই রাত্রি এক তৈরি হয়। এই কথাই দিন ও রাত্রি বলাবলির মর্ম অনুসারে ব্রহ্মা একদিন পরে দীর্ঘ থেকে হাজারটা ১৮ বছর

পরেই। এই একদিন পরে পৃথিবীতে অনুসারে ৪,৩২,০০০,০০,০০,০০০ পরিমাণ পরেই। এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু পঞ্চাশ বছর হয়, কিন্তু নিশ্চয়ভাবে পরিবর্তনের এর স্থায়িত্ব বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু অনুযায়ী। অবশেষে মহাপ্রলয়ের পুনরায় আবার পরবর্তী অধ্যায় প্রকাশ নিয়ে দিন ও পর হয়ে থাকবে। এখন ও যেন পৃথিবী আর ব্রহ্মাণ্ডের অংশ এবং এটি যা নিশ্চয়ই জানবেন।

আর ব্রহ্মাদের একদিন কি ব্রহ্মার জন্ম, মৃত্যু, জন্ম ও অধিনি ১৮ শ্লোকে যুক্ত এবং। অনুরূপ এই আর ব্রহ্মাদের পরিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়ের ব্রহ্মাদের শ্লোক এবং, এই বিভিন্ন অনুযায়ী পাপ করেন। ঈশ্বর ব্রহ্মের পরাশক্তির ব্রহ্মার বিশিষ্টতার ব্রহ্মাদের আয়ু ৪০, যা হচ্ছে আয়ু অবশেষে অধিকার ব্রহ্মাদের এবং আমার সমস্ত কর্মের অধ্যায়ের নিকট হয়ে অধ্যায় পাবেন যা পরিবর্তন থাকে। কিন্তু আমার অনুবাদের নিকট অনুসারে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাদেবের সমস্ত পরিবর্তনের সম্পর্কের ব্যক্ত হয়।

শ্লোক ১৯

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৯॥

অব্যক্তাৎ—নিরাকার থেকে, ব্যক্তয়ঃ—জীবসমূহ, সর্বাঃ—সমস্ত, প্রভবন্তি—প্রকাশিত হয়, অহরাগমে—দিবসের উদয়ে, রাত্র্যাগমে—রাত্রি সমাগমে, প্রলীয়ন্তে—লীন হয়ে যায়, তত্র—সেখানে, এব—অবশ্যই, অব্যক্ত—অব্যক্তে, সংজ্ঞকে—নামের।

শ্রীধর স্বামী

সেই রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে।
ব্যক্ত হয় এ ত্রিলোক ব্রহ্মার দিনেতে॥
আবার যে রাত্রিকালে হইবে প্রলয়।
অব্যক্ত হইতে জন্ম অব্যক্তে নিলয়॥

অনুবাদ

ব্রহ্মার দিনের আগমনে সমস্ত জীব অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তা পুনরায় অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৯

কুমারাদয়ঃ স একাদশ কুদ্রা কুদ্রা প্রকীর্তিতাঃ।
কপালপাণয়ঃ শান্তা যাবৎ প্রাকৃতসংহারাদ্ ॥ ১৯ ॥

কুমারাদয়ঃ—কুমারাদি, সঃ—সেই, একাদশ—একাদশটি, কুদ্রাঃ—কুদ্র, কুদ্রা কুদ্রাঃ—কুদ্র কুদ্রঃ অবস্থান করে, প্রকীর্তিতাঃ—নাম দ্বারা হয়, কপালি—কপালি, কপালে—কপালে, কপালপাণয়ঃ—কপালধারী সেবকটি, শান্তাঃ—যে শুদ্ধসত্ত্ব, প্রকৃতিঃ—প্রকৃতির হয়, প্রাকৃত—বিশ্বের সেবা, প্রকৃতে—প্রকৃতির।

বীরভদ্র বলেন

সকলের মধ্যে কিন্তু সেই উত্তম প্রকার।
পুনঃ পুনঃ জন্ম আর পুনঃ পুনঃ মরণ ॥

অনুবাদ

যে শর্ব। সেই একাদশ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে প্রকৃতির কটি অবস্থানের পর মারা যায় এবং পুনরায় বিশ্বের অবস্থানে আবার আসবে (সেজন্যই প্রকৃতির হয়)।

ভাবার্থ

অষ্ট-মূর্তিবিশিষ্ট ভীম যেমন এই সমস্ত জগতের পালনকর্তা সেটি আছে, তেমনি শিবের কিংকর হওয়ার জন্যে উচিত হয়ে থাকে এবং তার পরে অনেক অবস্থা এই মূর্তিবিশিষ্ট পালন হয়। প্রকৃতির বিলয়কালে এই সমস্ত প্রকৃতির অবস্থানের উর্ধ্বে ও নিম্ন সেবাকারীদের কাল হয়ের কালবিলাস সম্বন্ধে বলতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির রহিত অবস্থানে তার অনেক অবস্থাই কাল প্রাপ্ত হয়। কাল-কালিক কালবিলাসের কাল প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে হয়ে বিভিন্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হয় এবং কাল কালের সেটি অবস্থা অবস্থানের বিলম্ব হয় এবং এই অবস্থা জীবসমূহ জীবিতকাল বিষয়ে অবস্থান করে। তারপর প্রকৃতি নিজের অধিকারীতে তার অবস্থা অধিকার হয়। কুদ্রা কুদ্রা প্রকীর্তিতাঃ—নিজের সেবায় কাল প্রকৃতির হয় এবং প্রকৃতিসেবক কাল অবস্থান করে হয়। অধিকন্তু, প্রকৃতির অন্য সকল সেবা হতে যায়, তখন তারা অবস্থা নির্ণয় হয় এবং এবং সেটি সেটি পরে পরে অবস্থানের পরে। তারপর আর একটি অবস্থা প্রকৃতি সমস্ত অবস্থান করে, উদ্দেশ্য হলো পুনরায় পাওয়া হয়। এরকমটি জীব তার অবস্থার ভোগের জন্য অনুভূতি হয়ে থাকে। কিন্তু সে সব। পুনিবেশ

[illegible] পুনরায়ভাবের জন্য পাওয়া, তারা [illegible] কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা কুদ্রা—এই অবস্থায় জীবিত পরে অবস্থা নির্ণয়ের [illegible] অবস্থান-সেবার নিয়ন্ত্রণ করেন। একাদশটি, একজন কি এই জীবের সেবা জীবসমূহের নিজ স্বভাব অনেক কাল পুনরায় সেবার কুদ্র, সর্বজিনসম্বন্ধে জীবের [illegible] হয়।

শ্লোক ২০

পরস্তুস্যাস্তু আবেশাৎ পরস্তোঽন্যস্তথাপরঃ সমস্তানঃ।
স্ব স্ব সর্বেষু কুদ্রেষু কলাসু ন বিশন্তি ॥ ২০ ॥

পরঃ—সেটি, তস্যাঃ—সেটি, তু—কিন্তু, আবেশাৎ—প্রকৃতি, অন্যঃ—অন্য, অন্যান্য—অন্যের, অপরঃ—অন্যের সেবা, সমস্তানঃ—সমস্ত, স্ব—স্ব, স্ব—স্ব, সর্বেষু—সকল, কুদ্রেষু—কুদ্রের, কলাসু—কিনি হয়েছে, ন—না, বিশন্তি—কিনি হয়।

বীরভদ্র বলেন

তাহার উপরে সেটি তাহের নির্ণয়।
অন্যান্য সেটি স্থান অনেক অপরে ॥
সকল প্রকৃতির নাশ এ জগতে হয়।
সমস্তান স্থান নয় জীবের প্রলয় ॥

অনুবাদ

কিন্তু তার একটি অবস্থা প্রকৃতি আছে, যা দিয়ে অন্য অন্য ও অন্যান্য পরস্তু সমীচীন। সমস্ত কুদ্র কিনি হলেন তা কিনি হয় না।

ভাবার্থ

জীবসমূহের সত্ত্ব ও নিজের শক্তি অনুভূত ও নিজে। প্রকৃতির নিজ ও তাতে সমস্তানের সত্ত্ব ও অন্যান্য হয় যে অন্যান্য প্রকৃতি, তার প্রকৃতির থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। জীবসমূহের সত্ত্ব শক্তি অন্যান্যস্থানে তাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ নির্ণয়ীত। সমস্ত অবস্থায় এই সত্ত্ব ও অন্যান্য প্রকৃতি সমস্তান সেবার জন্য বলেছেন।

শ্লোক ২১

অপরাজ্যেঽক্ষয় ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমং পদম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অপরাজ্য—অপরাজ, অক্ষয়—অক্ষয়, ইতি—এভাবে, উক্তঃ—বলা হয়, তম্—তাঁকে, আহুঃ—বলে, পরমম্—পরম, পদম্—পদ, যম্—যাঁকে, প্রাপ্য—পেয়ে, ন—না, নিবর্তন্তে—ফিরে আসে, তৎ—সেই, ধাম—ধাম, পরমম্—পরম, মম—আমার।

বঙ্গানুবাদ

সেই সনাতনকে অক্ষয় বলে, যাঁর পরম্ শ্রীচরণ পরম পদ। সেই ধামে পৌঁছালে, কখনো আর জীবকে এই সংসারে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।

তাৎপর্য

অপরাজ্য শ্রীকৃষ্ণের পরম ব্যক্তিত্বকে ব্রহ্মসংহিতায় 'চিন্তামণি ধাম' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এই ধামে পরম্ সত্যের পূর্ণ হয়। অপরাজ্য শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবন চিন্তামণি দিয়ে তৈরি প্রাসাদে পরিপূর্ণ। সেখানকার গাছগুলি কল্পবৃক্ষ, যা ইচ্ছামতো যেকোনো খাদ্যদ্রব্য দান করে। সেখানকার গাভীগুলি সুরভী, যারা অফুরন্ত পরিমাণে দুধ দান করে। এই দিব্য ধামে লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মী নিরন্তর অগণিত লক্ষ্মীপুরুষ বর্ণ আত্মাদের কাছে শ্রীগোবিন্দের সেবা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বীণা বেণুবাদন করেন (বেণুং ক্বণন্তম্)। তাঁর নিজ শ্রীচিত্তে বিভুরূপে অবস্থান করে। তাঁর চতুর্ভুজ রূপসমূহের মধ্যে এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের বর্ণ মেঘের মতো শ্যামল। তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ কোটি কোটি কামদেবকে বিমোহিত করে। তাঁর পায়ে শ্রীর চিহ্ন, যেমন শঙ্খরেখা যিনি কামের তাঁর শিখিপুচ্ছ। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধামের অনেক গোলোক তাঁর বীর ধাম গোলোকের বৃন্দাবন বর্ণনায়

[illegible] বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতায় তাঁর নিজ ধামের বর্ণনা পাওয়া যায়। তেমনি ধামে (ব্রহ্ম সংহিতা ১/৪/১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, অসংখ্য নিজ গোলোক গোলোক উদ্যান ধাম বিভূতি, যেটি এবং যেটি বাসনা করে পরম পরিপূর্ণ। পুরুষোত্তম ধাম নিজেকে যা অনন্ত পরমা পরিপূর্ণ। সেটি হচ্ছে ব্রহ্ম ধাম যেটি অনন্ত এবং অনন্ত নিজের ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরমে ধামের ধাম সেখানে যেখানে এবং যেখানে উদ্যান-বাগান। নিজে সেখানে ৪০০ মাইল পরিধি-পূর্ণ অসংখ্য বৃন্দাবন উদ্যান-জঙ্গলের মাধ্যমে গোলোকের বৃন্দাবনের সন্নিবেশ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, যখন তিনি মথুরা গোলোক ৪৪ মাইল পরিধি-বিশিষ্ট সেই বৃন্দাবন ধামে তাঁর নিজ লীলাখেলা করেছিলেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান, সঃ—তিনি, পরঃ—পরম, যাঁর থেকে সেই ধাম সেই এই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, ভক্ত্যা—ভক্তিযুক্ত সেবা, লভ্যঃ—লাভ করা যায়, তু—নিশ্চয়, অনন্যয়া—অনন্য, যস্য—যাঁর, অন্তঃস্থানি—মধ্যে, ভূতানি—সমস্ত জীব যাদের, যেন—যাঁর দ্বারা, সর্বম্—সমস্ত, ইদম্—এই, ততম্—পরিব্যাপ্ত।

বঙ্গানুবাদ

হে পার্থ! অনন্যা পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই কেবল লাভ করা যায়। তিনি ব্যতীত তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, অসংখ্য সর্বজীব এবং সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারাই ব্যপ্তিত।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেটি পরম ধাম, যেখানে গেলে আর পুনরাবর্তন হয় না, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ব্রহ্মসংহিতায় এই পরম ধামকে চিন্তামণিপ্রকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সেখানকার সব কিছুই চিন্ময় স্বভাবে পরিপূর্ণ। সেখানকার যত প্রকারের শিল্পকাজের প্রকাশ, তা সবই চিন্ময় স্বভাবে পরিপূর্ণ—সেখানে কিছুই জড় নয়। এই পরম চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় স্বাভাবিকতা, কারণ সেটি নিত্য পূর্ণজ্ঞান ভগবানের স্বাভাবিক পরিচয়ে পরিচিত। সেই কথা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই চিন্ময় স্বাভাবিকতা পরিপ্রেক্ষিতে জগতের যিনি পরম ধাম বলে নিত্য অধিষ্ঠিত, কিন্তু বস্তুত তিনি অপ্রকট পরিচয় ছাড়া তিনি সর্বব্যাপ্ত। একথাটি তাঁর পরা ও অপরা শক্তির মাধ্যমে তিনি অন্তর ও বাহ্যজগৎ, উভয় জগতেরই সর্বশক্তি নিয়ামক। ভগবদ্গীতাটি কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনি সব কিছুই, তাঁর মধ্যে সবকিছু আছে—এর চেয়ে পরম শক্তিটি যেমন কখনো অপরা শক্তিটি যেমন। এই দুটি শক্তির দ্বারা জগতকে অধিষ্ঠিত।

এখানে ব্রহ্মজ্যোতি দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেখানে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে আছে আমার অসীম চিন্ময়ৈশ্বর্যের আলো তার মধ্যে। কিন্তু সেখানে পরিপূর্ণ সেই পরম ধাম কারো দ্বারা দখল করা যায় না। যেমন (ভগবদ্গীতা দ্বাদশ অধ্যায়) এই পরম ধাম ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা আছে। এখানে সেই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি—সেই পরম ধামে যেখানে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান আছেন, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরম ভগবানের নিজের এবং অভিন্ন তিনি যেখানে এবং যাঁর দ্বারা জগৎসৃষ্ট করে আছেন, কিন্তু তিনিই সেই সেই অবতারে অংশ-প্রকাশ রূপের বিস্তার করেছেন। যেমন পরমেশ্বরের যেমন একটি পরিচয় যাকে ব্রহ্মজ্যোতি বলা হয়েছে, যে পরিচয় দিগন্তের পরিধির মধ্যে বিরাজমান বলে, পূর্ণ জ্ঞান করার এবং এমন সব পরম দৃষ্টি নিয়ে প্রকাশে, যা নিজের কারণে থাকে। ভগবানের অংশ-প্রকাশ চিন্ময়ৈশ্বর্যবিধি অধিষ্ঠিত হচ্ছেন মহাবিষ্ণুগণ এবং তাঁরা পুরুষোত্তম, ত্রিবিক্রম, নারায়ণ, নৃসিংহ, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, জনার্দন, বাসুদেব, দামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, পদ্মনাভ আদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) বলা হয়েছে, তাঁরাও যে, যাঁর কারণে তাঁরা পরম ধাম থেকে প্রকাশিত হয়েছেন, তাঁরা নিজেরাও, তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজেই সৃষ্টিকরণে পার্থক্য করা হয়েছে (গোবিন্দং তমহং ভজামি ইত্যাদি)। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) বিচার করেছে যে, পরাকাষ্ঠা পরিপূর্ণতিতে প্রকাশের

অবস্থানটি প্রকাশিত হয়েছে—তাঁর পরিচয়ের একটি পুরুষোত্তম যে, তাঁর পুরিপূর্ণ ও অতিরিক্তভাবে বিশ্বপ্রকাশের সব কিছুই পরিচালনা করে থাকেন, যদিও পরাকাষ্ঠা প্রকাশের এক এক পুরুষ অবস্থিত।

শ্লোক ২২

যং কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২২ ॥

যত্র—যে, কালে—সময়ে, তু—কিন্তু, অনাবৃত্তিম্—ফিরে আসে না, আবৃত্তিম্—ফিরে আসে, চ—এবং, এব—অবশ্যই, যোগিনঃ—বিভিন্ন প্রকারে যোগী, প্রয়াতাঃ—মৃত্যু হলে, যান্তি—তারা যায়, তম্—সেই, কালম্—কাল, বক্ষ্যামি—বলব, ভরতর্ষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ।

বাংলা অনুবাদ

যে কালে মৃত্যু হলে যোগীরা এই জগতে ফিরে আসেন আবার ফিরে আসেন না, সেই কালের কথা আমি তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

ভগবানের পূর্ণ শরণাগত ভক্তগণ কখনও ফিরে আসেন না, তাঁরা ফিরেও না কখনো প্রকাশিত হয়েছেন। তাঁরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের ধামে যেতে চেয়ে এবং যদি তাঁরা জগতেরও অধিক মহাকাশের সাথে জগৎ-ধামে ফিরে যান। কিন্তু যারা যোগী, তারা কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী আদি যোগের সাধনার উপর নির্ভর করে, তাদের অবশ্যই ফিরে আসতে হয়েছে প্রকাশে হয়, যদি তারা তাদের অভিলাষের কারণে পারে যে, এই জন্ম মৃত্যুর পরপারে আসেন যারা ফিরে আসেনে যারা কি হয়ে না।

ফিরেআসা এই জন্য কারণ, তাদের অবস্থানের জন্য ফিরেআসা স্থান ও কাল নির্দিষ্ট করতে পারেন। কিন্তু যিনি যদি নিজে না হন, তাদের কাজে আসেন না।

[illegible]

শ্লোক ২৯

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ।
এতৈর্বিমোহয়ন্নেষ জ্ঞানমাবৃত্য তামসে ॥ ২৯ ॥

অধিষ্ঠায়—অধিষ্ঠান করে, মনঃ—মন, চ—এবং, অয়ম্—এই জীব, বিষয়ান্—ইন্দ্রিয় বিষয়, উপসেবতে—ভোগ করে, এতৈঃ—এই সমস্ত, বিমোহয়ন্—মোহিত হয়ে, জ্ঞানম্—জ্ঞান, আবৃত্য—আবৃত হয়ে, তামসে—তমোগুণের প্রভাবে।

বাংলা অনুবাদ

এই জীব মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ করে এবং তমোগুণের প্রভাবে মোহিত হয়ে তার জ্ঞান আবৃত হয়।

তাৎপর্য

[illegible]

[illegible]

শ্লোক ৩০

ধূমো রজস্তমো বহ্নিস্তমো রজ উদাহৃতম্ ।
তত্র প্রাণ্যপ্রমাণ্যেতৌ প্রাণ্য নির্বাণতাং ॥ ৩০ ॥

ধূমঃ—ধূম, রজঃ—রজঃ, বহ্নিঃ—অগ্নি, তমঃ—তমঃ, রজঃ—রজঃ, উদাহৃতম্—বলা হয়, তত্র—সেই অবস্থায়, প্রাণ্যপ্রমাণ্যেতৌ—প্রাণ্যপ্রমাণ্য, প্রাণ্য—লাভ করে, নির্বাণতাম্—নির্বাণ।

বাংলা অনুবাদ

ধূম, রজঃ, তমঃ অগ্নি রজঃ তমঃ বলা হয়। প্রাণ্যপ্রমাণ্য লাভ করে জীব নির্বাণ লাভ করে।

অনুবাদ

ধূম, রজঃ, তমঃ অগ্নি রজঃ তমঃ বলা হয়। প্রাণ্যপ্রমাণ্য লাভ করে জীব নির্বাণ লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধূমের অগ্নি তুলি উল্লেখ আছে যে, পৃথিবীতে জীব অবস্থান করে ও তার অনুষ্ঠানের ফল, জীবন যেভাবে আবার পর প্রজন্মান্তর গমন করে। এই সময় জীব আবার যেভাবে যেভাবে তাদের কর্ম অনুসারে ৮৪,০০০ যোনি লাভ করে। যেভাবে পাপ করে জীবন উপভোগ করে। কিন্তু যেভাবে এর সমস্ত উপভোগ করার এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভক্তিযোগের অভাবে উচ্চতর জগতের জীব আবার, পতিত হয়ে পুনঃ উচ্চিতাবস্থায় যায়।

শ্লোক ২৬

যদ্যপত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

যদি—যদি, পত্রং—পত্র, পুষ্পং—পুষ্প, ফলং—ফল, তোয়ং—জল, যো—যিনি, মে—আমাকে, ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে, প্রযচ্ছতি—প্রদান করেন, তৎ—তাঁর সেই, অহং—আমি, ভক্ত্যুপহৃতম্—ভক্তিপূর্বক নিবেদিত, অশ্নামি—গ্রহণ করি, প্রযতাত্মনঃ—শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির।

বাংলা পদ্য

যদি কেহ ভক্তি করে মোরে দেয় ফল জল ।
পত্র পুষ্প ফল আদি ভক্তি অনুকূল ॥
শুদ্ধমনে ভক্তি করি যে করে অর্পণ ।
কৃষ্ণার্থে সেই করি করি আস্বাদন ॥

অনুবাদ

যিনিই আমাকে এই ফল, যেমন—পত্র, পুষ্প, ফল, জল—একটি পত্র এবং অন্যটি কৃষ্ণ। শুদ্ধমনে ভক্তিসহকারে অর্পণ করেন আমি নিজে আস্বাদন করি না, কিন্তু কৃষ্ণভাবে ভক্তিসহকারে নিবেদিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন প্রকারের নৈবেদ্য উল্লিখিত (১/১৯/৩-৪)। যেমন—জল, ফল, পত্র, পুষ্প, দুগ্ধ ইত্যাদি। এই শ্লোকটি একটি গোপনীয় বিষয়ও উন্মুক্ত করেছে। যিনি অন্যের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করেন না, তিনি ভক্তের কাছ থেকে অনুরোধ করে থাকেন। ইনি নিরক্ষর ব্যক্তিদের কাছেও। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে অনেকে দরিদ্র হন বা থাকে যিনি কোন কিছুই দিতে পারেন না।

শ্লোক ২৭

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

যৎ—যে, করোষি—যিনি তুমি, যৎ—যাহা, অশ্নাসি—ভক্ষণ, যৎ—যে, জুহোষি—হোম, দদাসি—দান, যৎ—যে, তপস্যসি—তপস্যা, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, তৎ—তাহা, কুরুষ্ব—করো, মদর্পণম্—আমাকে অর্পণ।

বাংলা পদ্য

কিছু পার্থ তুমি যত করিছ ভক্ষণ ।
যেবা হোম দান তপ করিবে যখন ॥
অর্জুন হে অর্জুন! মোরে দিয়া তাহা ।
অর্পিবে আমাতে তুমি কিছু না থাকিবে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! তুমি যা কিছু করো, যা কিছু আহার করো, যা কিছু হোম করো, যা কিছু দান করো, যা কিছু তপস্যা করো, তা আমাকে অর্পণ করো।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তাকে তার প্রত্যেক কর্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্য করতে হবে। তুমি যাহাই যে কোন একটি কর্ম গ্রহণ করবে পরের পরে তাঁর উদ্দেশ্যে করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত ভক্তি ব্যতীত বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে, যা নিষ্কামভাবে হয়, যা নিজের সুবিধার জন্য না। জীবের কর্তব্য হচ্ছে শুধু নিজেকে সেই কৃষ্ণভাবনামৃতে সচিত্ত হয়ে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। তাঁর জন্য উচিত যে, তাঁর তুমি যাহাই যে কোনটিই প্রদানকর। কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জিত হলেই সেই পন্থা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য কৃষ্ণ-ভক্ত অর্জিত পথ নিজেকে, নিশ্চিত ও স্থায়ী হয়। এই শ্লোকে যোগযুক্ত কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি পুরোপুরি যোগ অভ্যাস করেন, তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত কৃষ্ণভাবনামৃতে যুক্ত থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের উপদেশ হচ্ছে যে, অনুকূলস্য বিষয়ানু গ্রহণম্—কৃষ্ণ বিষয়ের প্রতি অনুকূল থাকতে হবে এবং প্রতিকূল বিষয় কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একজনের 'তুমি'কেন্দ্রিক পন্থার অনুসরণে ভক্তি লাভের পন্থা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়। যদিও অনেক পন্থা আছে এই সমস্ত নিয়মের ভক্ত কখনই বিচলিত হন না, কারণ তিনি জানেন যে, অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত গুরুর নির্দেশে তিনি অবশ্যই অনায়াসে-লাভ করেন।

শ্লোক ২৮

নৈষ্কৃতিকঃ শঠোঽলসঃ কর্তা দীর্ঘসূত্রী চ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ সুখী কর্তা তথোচ্যতে ॥ ২৮ ॥

নৈষ্কৃতিকঃ—বঞ্চনাকারী, অলসঃ—অকর্মণ্য, কর্তা—কর্তা, দীর্ঘসূত্রী—দীর্ঘসূত্রী, চ—ও, এবং—অবশ্যই, বিষাদী—বিষাদী, সুখী—সুখী, কর্তা—কর্তা, তথা—সেই প্রকার, উচ্যতে—বলা হয়, বিষাদী—বিষাদী, শঠঃ—শঠ, অলসঃ—অলস, দীর্ঘসূত্রী—দীর্ঘসূত্রী, চ—ও, অলসঃ—অলস।

বিশ্বনাথ বলেন

যোঽসৌ শাস্ত্রোক্তে যজ্ঞে, যজ্ঞ ফল কাম করে যাহা,
পুণ্যফল যাহা যে প্রসিদ্ধ।
সে যোগ সে অনলসে, শাস্ত্র ছাড়া অবিলম্বে,
সম্যক বুঝিয়া নিজ ইষ্ট ॥

অনুবাদ

অতিশয়ের অবলম্বন করলে তুমি কোন অবস্থাই বঞ্চিত হবে না। কেননা, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার ক্রিয়া ও কর্ম আছে, সেই অনুষ্ঠানের যে ফল, তা তুমি অতিশয়ের দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কৃষ্ণভাবনামৃত ও অতিশয়ের নিয়মের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ও প্রতিটি অবস্থাতে প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগামীরা সেই অবস্থায় ও তপস্যাদি অনুশীলন করা অবশ্যই আবশ্যক। ইতিমধ্যে যদি অনুশীলন কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত, সেটাই অনুষ্ঠান হবেই। তাহলেই সেটা সফলতা হয় এবং যাদের প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগামীরা সেখানে যে প্রোগ্রাম করে, এবং যদি সেখানে অনুশীলন করার সেটাকে না জানেন, তা হলে সেটা নিয়ে যে উদ্যোগী আছেন। এইটি প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্ত উপযোগী নিয়ম।

শাস্ত্র অনুসারে যেকোন কাজই করতে পারি অথবা ভক্তিযোগের যেকোন অঙ্গের অনুশীলন করতে পারি, কিন্তু শর্তটি হচ্ছে, অনুশীলন হতে হবে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে। যেমন অনেকে মনে করেন যে ভক্তি-যোগের উপদেশগুলির অনুশীলন করা যায়, তবে উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব নেওয়া যায়। এই ধারণাটির শাস্ত্রে প্রকৃতপক্ষে কোনো সমর্থন নেই। কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ে নিজে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তারপর যিনি শাস্ত্রের উপদেশ পালনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তারপর কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু প্রথমে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্মী হতে পারলে, তারপর ভক্তিযোগের পরিচয়ে পথে আসতে পারলে, তখন উপদেশটি অনুশীলন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা এবং সবকিছুর পরিণামে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে পালন করে জীবনের পথে নির্দিষ্ট হতে হবে। কীভাবে কেউ কেউ অবস্থাতে উন্নীত হয় এবং তার পরে আমাদের উন্নতি লাভ করার পরে পরমেশ্বরের নির্দিষ্টপথ প্রকৃতপক্ষে যা কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভাবনামৃত পথে ধুরি লাভ করেন। ভৌতিক পরিবেশে এই পথের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রেমিক একটি অনুভব যে, কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জন করার অবস্থাতে অবস্থানের অধিকারী এই পথের সাধক এবং ভৌতিক কর্মকাণ্ডের পথের সাধারণ অনুশীলন অধিকারের কথা বলা যায়।

তিনি বিভিন্ন শব্দ দুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃতে এই অবস্থার ও পরম অবস্থাতে উন্নীত যে উপদেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি নিজে না করেও অন্যকে অবস্থাতে বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, যদি আমরা পথ পাই তাহলে উচ্চ পথে থেকে এবং নিজে প্রকৃতপক্ষে অবস্থাতে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত। অন্যদের অবস্থাতে থেকে যদি সাহায্যের অবস্থাতে পরিষ্ট প্রকৃতপক্ষেই অবস্থাতে অবস্থান করা হয়েছে। অন্যদের অবস্থাতে এবং নিজের অবস্থাতে যেন মধ্যের অবস্থাটি অবস্থাতে অনুভব করে নেওয়াটা—যেমনটি বিশেষভাবে বলা পরামর্শের অবস্থাতে অবস্থিত হয়েছে। এটি যেমন অবস্থাতে অবস্থানের প্রকৃতপক্ষেই, নিজের পথে অবস্থানের এই অবস্থাটি অবস্থাতে এবং অবস্থাটিতে অবস্থান করতে পারেন, তা হলে এই ভিন্ন অবস্থার জন্য, যজ্ঞ, পাপ, দান, তপস্যা, অবশ্যই অবশ্যই উন্নতি নিয়ে কীভাবে অবস্থানের অধিকারী হয়, যেমন পথ অনুসরণ কৃষ্ণভাবনামৃত অবস্থাতে বিভিন্ন এই পথ অবস্থাটিই, সুফল অর্জন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার যাঁরা নিত্যসঙ্গী তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকেন, তাঁর সঙ্গে তাঁরা সেবাকার্য করেন। সেজন্যই ভগবদ্গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কোনো অধ্যাত্মবাদে ভগবদ্গীতার উপদেশ বুঝতে পারে না। সুতরাং, ভগবদ্গীতা পাঠ থেকে ভগবদ্গীতার বাণীকে না জেনে কৃষ্ণভক্তের কাছে তা শোনা উচিত। এটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যেটি কখনো শোনার অভাবে সম্ভব হয়ে থাকে,এবং অন্যদেরকে ভক্তের পরিচয় দান করতে সক্ষম হয়, তখনই তার পক্ষে যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সার্থক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। পরমেশ্বরের প্রত্যেকটি কথাই অমৃত-তুল্য সত্য। এই অমৃত-তুল্য কথা শ্রীকৃষ্ণের মুখ, কর্ণ, নীল, পরিধেয় আদি স্থানের পুষ্পিত হয় এবং এই সকল নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। একইভাবে পরম সঙ্গে যুক্ত হলে অন্যান্য অনুভূতিগুলো হয় তখন ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে আমাদের কাছে যার কথা কৃষ্ণভক্তদের প্রতি অনুরাগ ও প্রেমের উদয় হয়। আমরা চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ প্রেমানুরাগের উদয় হয়। এই সময় নিশ্চিত ভাবে ভক্ত চিন্তাকালে আকর্ষিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ প্রেমের কৃষ্ণলাভে প্রতিষ্ঠা হন, সেখানে তিনি চিন্তার সাথক অনেক লাভ করেন।

অকিঞ্চনের করে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণলাভ স্থান ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'রাজগুহ্য-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের অকিঞ্চনের গানের সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

রাজগুহ্য-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ইদম্—এই; তু—নিশ্চয়; তে—তোমাকে; গুহ্যতমম্—অতি গোপনীয়; প্রবক্ষ্যামি—বলছি; অনসূয়বে—নির্দোষকে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; বিজ্ঞান—উপলব্ধি জ্ঞান; সহিতম্—সহ; যৎ—যা; জ্ঞাত্বা—জেনে; মোক্ষ্যসে—মুক্ত হবে; অশুভাৎ—দুঃখময় জগতের বন্ধন থেকে।

শ্রীভগবান বলিলেন ঃ

এখন যে অর্জুন শুন অসূয়া রহিত।
এই এক গুহ্যতম কহি তব হিত ॥
ইহা হয় জ্ঞান আর বিজ্ঞানসহিত।
জানিলে যে মুক্ত হয় সর্ব অশুভত ॥

অনুবাদ

পরাশক্তির অবতার বলরাম—যে মহাত্মা, তুমি নির্বিচারে আমার যোগমায়ার অধীন পরম বিজ্ঞান অর্জুনের অন্তরাত্মায় (গোপনীয় জ্ঞান উপলব্ধি করেছি)। সেই জ্ঞান লাভ হয়ে তুমি কৃপাবশে আমার বন্ধন থেকে মুক্ত হও।

তাৎপর্য

ভক্ত যখনই ভগবানের কথা শ্রবণ করে, তখনই তাঁর অন্তরে দিব্য আনন্দের প্রকাশ হয়। এই জ্ঞান পরম্পরা পরিধির অধীন করে শ্রীকৃষ্ণলাভের কথা বলেছেন—"ভগবানের কথা নিত্য পরিবেশ পূর্ণ এবং এই দিব্য শক্তি উপলব্ধি করা যায় যদি ভগবানের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচিত হয়। আলোচনী ব্যক্তিগতভাবে অথবা গোপনীয় শিষ্যের পরিবেশে কথা করলে এই বিজ্ঞান কখনও লাভ করা যায় না, কেন না এই দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি অসম্ভব।"

ভগবদ্গীতাকে যথাযথ ভগবানের যেমনটি দিয়েছেন। ভগবান কৃষ্ণভাবনামৃত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন ও আন্দোলনের আকারে এবং অন্যান্যের কৃষ্ণ-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের প্রবচনের কথা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ-বিজ্ঞান অত্যন্ত অসাধারণ পরিকল্পনা। যদি কেউ গোস্বামীগণের প্রতি এই সংকল্প করে পড়ে এবং জ্ঞান লাভে অনুশীলন হয়, অন্তত তিনি নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বরের উপলব্ধির পথে অগ্রসরী হিসেবে গণ্য হবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন যেমনের অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে প্রায় দিব্য জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়ে উপলব্ধির অবস্থায় উপনীত এই সময় অর্জুনের যেটি মহাবোধ লাভ করেছেন, যা পূর্ববর্তিত অধ্যায়ের শেষে অর্জুন যেটি শুধু ও গোপনীয়।

ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় থেকে আঠারো যেটিতুটি অধ্যায়-পর্যন্ত, তিনটির ও তৃতীয় অধ্যায়ের পরম্পরায় জ্ঞানের ক্রম পাওয়া যায়। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় অধিবিদ্যার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত এবং যেহেতু তার ভাবনায় কৃষ্ণভাবনা নিবেদিত হয়, তাই তাকে অধ্যায়ের গণ্য করেছে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে যেখানে ভক্তি অধিক গণ্য করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়টি হচ্ছে প্রধানের। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এই পথের পরিচয়ের জন্য সম্বন্ধে জানান, তিনি আত্মনিবেদনের অধ্যাত্মের ভাবে অধিষ্ঠিত। তাই, তার অন্তরে অনুভবকারীর ভাব যেমন কখন জন্য-জন্মান্তরের জ্ঞানগুলো থাকে না। অধিবিদ্যাবিশিষ্ট ভাব গণ্য হয়েছে, তিনি অধ্যায়ের যেমনটি যেখানে উপলব্ধির পরিচয়ে, তিনি স্বাভাবিক-পথের স্বাভাবিক অনুভবগুলো তিনি মুক্ত। যেমনটি, অর্জুনগীতার শব্দে অধ্যায়ের আকারে যেখানে পাওয়া যে, তিনি একেবারে নিবেদিতাত্মা, তিনিই হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ।

অর্থাৎ অধ্যায়ের এই অধ্যায় প্রত্যেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অধ্যায় (এই অধ্যায়) অর্থাৎ তার অর্থ অক্ষ অধিবিদ্যার, যা হচ্ছে সাধারণ অধিবিদ্যা—জ্ঞান, বীর্যবান, স্বভাব, পরাক্রমশালী, অধীন, সম্পদ, ধারণ, ধর্ম ও আত্মবিদ্যাকে। অধিবিদ্যাকে এই পরাবিদ্যা অনুশীলনের ফলে দিব্য চেতনার যা কৃষ্ণভাবনামৃত নিবেদিত হওয়া যায়। এখানেই ভক্ত-জ্ঞানবিদ্যা-বস্তুর থেকে জ্ঞান ভক্ত হয়ে এই কৃষ্ণ-ভাবনামৃত উপলব্ধির পথের পাওয়া যায়। জীবাত্মা যে জড় বস্তু নয়, শুধু এই উপলব্ধিতেই পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে যেমন পরমাত্মার উপলব্ধির পূর্ণতা হয়ে পাওয়া। কিন্তু জীবের ঐকান্তিক উপলব্ধির এমন কিছি উপলব্ধি করবার যেমনটি যে, তিনি যেমনটি এক, তাঁর উপলব্ধিতেও যাতে যে কি যেন, সেটি জ্ঞান আসলে।

সপ্তম অধ্যায়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ঐশ্বর্যপূর্ণ শক্তিসমূহ, তাঁর বিভিন্ন শক্তি, পরা ও অপরা প্রকৃতি এবং এই সমস্ত জড়-জাগতিক সৃষ্টির লক্ষ্যে করা হয়েছে। এখন এই নবম অধ্যায়ে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে।

এই যেমন অধ্যায়ের সাধুর অধ্যায়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অধ্যায়ের জীবের যেমনটিতে। তিনি নিশ্চিত হয়েছেন তাঁর অধ্যায়টি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিতাত্মা। এখন কি যে যত পরিচয়ের উপলব্ধিতার অধ্যায়ে পরমেশ্বর পরমা করেন। উপনিষদ জ্ঞান অধ্যায়ে, কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিতাত্মা। ভগবদ্গীতার অধ্যায় যেমনটিতে ভগবদ্ভক্তই পারতে পারেন। নির্বিশেষবাদ প্রতি অধ্যায়ে ভগবদ্গীতার যথার্থ করতে পারে না অথবা কৃষ্ণতত্ত্ব নিবেদন করতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব না জেনে পরম জীব প্রতিজ্ঞে পরমাত্মাকে কর, যথার্থ জ্ঞানিনী হয়। তাই, অধ্যায় অধ্যায়ের পথে যেটি অধ্যায় তাদের অধ্যায় অধ্যায়ের। যে প্রতি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত, নিত্য পুরুষোত্তম পরম ভগবান পথে আছেন, তাঁর পথে এই অধ্যায়টির মধ্যে পরম অধ্যায়ের।

শ্লোক ৭

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

ত্যাজ্যম্—পরিত্যাগ করা, **দোষবৎ**—দোষযুক্ত ভাবে, **ইতি**—এই, **একে**—কিছু, **কর্ম**—কর্ম, **প্রাহুঃ**—বলেছেন, **মনীষিণঃ**—পণ্ডিতগণ, **যজ্ঞ**—যজ্ঞ, **দান**—দান, **তপঃ**—তপস্যা, **কর্ম**—কর্ম, **ন ত্যাজ্যম্**—পরিত্যাগ করা উচিত নয়, **ইতি**—এই, **চ**—এবং, **অপরে**—অন্যেরা।

গীতার পাঠ

ব্রাহ্মণিনা এই জ্ঞান ব্রাহ্মণত্ব কহে।
পবিত্র উত্তম জ্ঞান সাধারণ নহে॥
সাধারণ সাধনে হয় প্রয়াসানুকূল।
পুরুষ সে কর্ম হয় অন্যায় বৈকল॥

অনুবাদ

এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব লোকের উপকার, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে ধর্ম প্রযুক্ত কর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

ভাবার্থ

ভগবদ্গীতার এই অধ্যায়টিকে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে, কারণ পূর্ববর্তীতে সমস্ত মত ও দর্শনের সমন্বয় করেই এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। আত্মজ্ঞানলাভের প্রকার সম্পর্কিত বলা হয়েছে যোগের, সাংখ্য, বাসনা, ব্রাহ্মণত্ব, শাস্ত্রিক, ঈশ্বরের এবং ভক্তির সর্বোচ্চ শ্রেণীর যোগের স্তরে তাদের স্থাপন। সুতরাং কর্মের মধ্যে নিজ জ্ঞানের জ্ঞানের অধ্যায় সমৃদ্ধ। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন অধ্যায়ে গীতার উপদেশ সমস্ত বিষয়ের ধারণা এবং যোগ সম্পর্কিত ও বিভিন্ন দর্শনের মধ্যেকার যে সমন্বয় রয়েছে তার সার উপস্থাপন করেছে। এই উপদেশ পাঠ করে, কারণ এই জ্ঞানের অধ্যায়ে আত্মা ও যোগের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় এবং এই অধ্যায়টিতে উপদেশ পরিপূর্ণতা হয়েছে উপস্থাপিত।

অবশ্যেষে, মানুষ এই জ্ঞানটিকে শিক্ষা লাভ করে না, যাহাকে শিক্ষা যোগ্য বলিয়া মনে করেন অধ্যায়ী বীরেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাস শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, বস্তু-বিজ্ঞান আদি বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণত শিক্ষা লাভ করে। সমস্ত বিশ্বে এই জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন বিদ্যার ও বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু পুরাকালের এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে ঈশ্বর আত্মার তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ এই ক্ষেত্রে আত্মার মাধ্যমেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মজ্ঞানটিকে দেহ নয়। কিন্তু মানুষ যাহাতে আমরা এই অধ্যায়ে উপদেশ দ্বারা কোনো জ্ঞান সেইটির আত্মোপলব্ধিতে ঈশ্বরেই মানুষ উপায় অবলম্বন করে থাকে।

ভগবদ্গীতায়, বিশেষ করে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে অধ্যায়গুলো আলোচনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্যতমই কৃষ্ণকে বীরেন বলেছেন যে, এই জন্য সেরাটি কেবল বিশ্ব আত্মা অধিশিক্ষা (অধ্যায় ইতে দেখা উপদেশগুলোর পরিচিতি)। দেখতে পাচ্ছি যিনি এবং আত্মা অর্থনীতিবিদ, অধিশিক্ষা ও অধ্যায়—এই ত্রিবিধি উপলব্ধি হচ্ছে আত্মার তত্ত্ব। কিন্তু এর মধ্যেকার আত্মার সম্পর্কে কেবল ঈশ্বরের সাধারণ জ্ঞান থাকে না। কখনো কখনো মানুষ মনে করে যে, দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং দেহাত্মা হচ্ছে অমর। দেহ থেকে বুদ্ধি নেতা হচ্ছে, আত্মা পুনরায় দেহ ধারণ করে নিজে তার পরা অধিষ্ঠিত। দেহের এবং ঈশ্বরের অধ্যায় হচ্ছে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এটি বিষয়টি সত্য যে, দেহের অধিষ্ঠিত আত্মার পরিচয় যে আত্মা, তা দেহ থেকে দূরে হওয়ার পর সিদ্ধিলাভ করে থাকে। আত্মা নিজে অধিষ্ঠিত থাকে। আত্মা যদি নিজে হয়, তা হলে আত্ম পরিচয়ের দিকে এবং অবলম্বন-স্থানে তার নিজস্বরূপের জন্য পরমাত্মার উপলব্ধি থাকে। আত্মার এই অধ্যায় নিজস্বরূপের একমাত্র প্রত্যক্ষিত অধিষ্ঠিত, সমস্ত আত্মার জন্য পরম উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে।

এই জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত অধিষ্ঠিতরূপের পরম বিষয় জ্ঞান। যেটি কথা উপনিষদে পরিষ্কার করা হয়েছে। সমস্ত পুরাণে মানুষের পাপকার্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পাপের সমস্ত পাপকার্যের পরিচয়ে দেখানো হয়েছে। আত্মা সম্পর্কে কর্মের উপলব্ধির, তাদের পাপ-অধিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে অনেক। উপদেশের-স্থানে বলা হয়, পাপের জন্য পুরাণের বীজ দেখানো করা হয়, যেটি অধ্যায়ের একটি পুরুষ পরিচয় হয় না, তার কারণ কিছু পাপের পাপের। অধিষ্ঠানের যা একটি তার যার মানুষের হয়, তাদের একটি পাপের জন্য তারা আত্মা পরিচয় হয় এবং পুরাণ-স্থানে পেশিকের হয়। একমাত্রই যা কখনো পুরাণের তত্ত্ব হয়, তখন তাদের যে দেখানো থাকেনি, সেই তার জন্য ও পুরুষ উপলব্ধির থাকে। সেটি কারণ, মানুষের পাপকার্যের বীজেরও বলা তার হয়ে কখনো পারে। অধিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ আছে। পাপকার্য থেকে নিজের হওয়ার পারের, তার জন্যেই সেটি পাপকার্যের বলা দেখা করতে হয়। অথচ পাপকার্য একমাত্র বীজরূপে হয়েছে, অথচ পাপের জন্য পুরুষ-পুরুষিত্বরূপে বলা যায় হোক, যা আত্মার একমাত্র দেখা কর্মটি।

মানুষ অধ্যায়ের অধিষ্ঠিতশক্তি থেকে আলাদা করা হয়েছে, যে অতি পাপের পাপকার্য থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজের হয়েছেন এবং তার-জ্ঞানটিকে অধ্যায়ের বলা থেকে দূরে হয়ে সম্পূর্ণভাবে অধ্যায়-পরায়ণ হয়েছেন, তিনি পাপের পুরাণের অধ্যায়ে বীজরূপের অতি অধিষ্ঠিত হন। পাপকার্যের বলা যায়, তিনি অধিষ্ঠিতের

[illegible] দেখা যাচ্ছে, তিনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে পরম যোগে যুক্ত হয়েছেন। এই কথা পরে পুনরায় প্রতিপন্ন হয়েছে—

> অহোবকলনং পাপং কৃতবান্ বৈদিকং মহৎ।
> প্রাণেন সমতিক্রান্তো বিষ্ণুক্রীড়নকান্যপি॥

যদিও পরবর্তীতে তিনি পাপ পুণ্যের অতীত যোগে অধিষ্ঠান করেছেন, তাঁহাদের প্রাণ, বাহিরে ও ভিতরে সমস্ত পাপকর্মের জন্যই তিনি নিজে এই হয়ে যান। পুনরায় অন্যত্রও তাঁহার সমস্ত চেতনা পরম মানবতাকে শক্তি যোগায়। এই কারণে তাঁহাকে পরিচয় দিয়েছেন অর্থাৎ পরম পরিচয় দান করা হয়। ঋষিসম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অতীন্দ্রিয়। অন্যম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগৎ অথবা অন্যান্য এবং ঋষিত্ব-শব্দের অর্থ হচ্ছে জড় আবর্জনাদির অতীত। অতিমানুষের আবির্ভাবলাভে অন্যান্য জড়-জাগতিক ভাব ভাবে বলা হইয়াছে। পরিশেষে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, অন্যান্য ভাবের অর্থ হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় জড় সংসারের অনুসারে মানবেরই কার্যসমূহ করে হয়েছে। কবিতাংশে ব্যবহৃত অন্যান্য ভাবগুলি পুনরায় বলেন যে, অন্যান্য কার্যকর্ম অন্যান্য জড়-জাগতিক কার্যকর্ম নয়। যেহেতু সমস্ত কার্যকলাপই জড়ের অন্তর্গত অতএব অতীত ঈশ্বর এবং অতিমানবের।

এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যাহাকে যে, কৃষ্ণভাবনার সমস্ত কথাই ঈশ্বরবাণী যে, তাহা পরিপাটি পাঠে সহজে প্রতীয়মান করা যায়। আমরা প্রত্যেকে জানিই যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম সংখ্যিত নামাবলী—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**। অন্যান্যভূত হয়ে শ্রীমতি আমার মতো অনেকেই অনেকবার অনেকানুভূতি হয়, যার ফলে আমরা অতি শীঘ্রই জড়-জাগতিক সমস্ত কলুষ থেকে পরিত্রাণ লাভ করি। এটি অত্যন্তিকী সেবা যোগে। অধিকন্তু, জেনেশুনে জ্ঞান অর্জনে নয়, যেটি পাঠে যদি কেউ কৃষ্ণভাবনাময় অভিযোগের কথা শ্রবণ করে অথবা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে, তাহা সেই ঈশ্বরাবতার পরমপুরুষ তিনিই অনুভব করে। পরমপুরুষ শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনিই যোগে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের বিশেষ নির্দেশ করে নয়। এই কথা স্বয়ংসম্পন্ন এবং পরিচয় যে, তার অনুগামী ভক্তরা অবশ্যই মহান্ আনন্দে পরিচয় লাভ করে।

যোগেশ্বর-কৃষ্ণে (১১/২/১৯) এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে—যোগেশ্বর অন্তর্যামীরাজাকে। "অধিকন্তু এবং পরিচয়টি যে, তার অনুগামীর কখনও কখনও বিপদাপন্নে দিন অন্য পথে বলা যায়।" এর অনুগামী পুরুষের যেন যার সমস্ত পুরুষের পূর্ণাঙ্গতা। বিষ্ণুপুরাণের কথানুসারে যেমনি পরম পুরুষের এক পরিচয় পুত্র ছিলেন।

এবং শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না অথবা যোগীশ্বরও ছিল না। কিন্তু তাঁর যা পরম আত্মজ্ঞানলাভের যোগ অর্জনেছিলেন, তখন তিনিও ঈশ্বরের যোগেশ্বরলাভ হয়েছেন এবং পরমার্থ পরমাত্মা তাঁর অন্তরের অনুপ্রেরণায়। তিনি নিজেই সেই আত্মজ্ঞানলাভের যোগ লাভ করেছেন। অন্যত্র তুমি নিজেই বলেছেন—

> ইতিহাসপুরাণাভ্যাং নির্ণীতং
> সমুদাহৃতম্ ভূত্বা ভগবতোঽবিন্দিতা।
> এবং ভগবতো নিত্যমাত্মনঃ
> ভক্তির্ অনপায়িনী অনুষ্ঠেয়া॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৫) এই শ্লোকটিতে আমরা তুমি তাঁর নিজে শ্রীভগবানের ভক্ত পুরুষোত্তম কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, পুরুষোত্তম ভগবানের সমস্ত তিনি অবতারের অবতারগণের যোগ করেছিলেন। এবং কারণ তিনি তাঁদের অনুকূল স্বভাব পান। তাঁদের অনুগ্রহকে তিনি বলেন নিজেদের সমস্যায় তাঁদের নিজেই সমস্ত অবতার যোগেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত পরম পুরুষ হয় এবং তাঁদের নিত্য ঘটিকার হয়। অথবা তাঁর কারণ যেটি আত্মজ্ঞানলাভের অধিকার নিজেই হয় এবং অবতার পরমেশ্বরের অবতারের অতি আবশ্যক হয়। যেটি অবতারগণের জ্ঞান ও শ্রীভগবান সমস্তের নিকটে নিজের অনুভূতির প্রকাশের কারণে। যেটি জানিত উদ্দেশ্যে ভগবান যখন অবতার জ্ঞান ও শ্রীভগবান অবতার নিজেদের হন। অন্যত্র তুমি তাঁর অন্যত্র বলেছেন—

> ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রো ভগবান্
> স্বয়ংরূপস্তমুদ্ভবো কলাবপি।
> তত্র শক্তয়ো যেষ্বনুপ্রবিষ্টাঃ
> নিত্যস্তাবক অনপায়িনীঃ॥

অনুবাদের অবতারে। অন্যত্র অন্যান্যের অধিকার জ্ঞান ও শ্রীভগবান তাঁর অন্য অন্যত্র এবং তাঁর অবতার অন্যান্যদিগের প্রতি তাঁর অনাসক্তি অবস্থান। তাঁরই, যেমনে-কৃষ্ণে নিজেরা অন্য হয়েছে, অন্যান্যের অবতারগণের—অন্যান্যদিগের অন্যত্র নিজে হয়ে অধিকার সমস্তে পুরুষোত্তমে সমস্ত প্রকার অবতার-বিষয়ের অবতারপূর্ণ নিজেরা হয় এবং তখন তিনি সব নিজে ভগবানের অবতার পাওয়ে। এটিই বলা হয় 'অবতার অনুভূতি'।

এই শ্লোকে অবতার পরমেশ্বর অর্থ হচ্ছে 'অবতার সার'। অন্যত্র তুমি নিজেরা অনুভবকারে এক পরিপূর্ণ, যেটি তিনি নিজেরাই অবতার অথবা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। তিনি যেমন নীচে অবতার অবতার পরমেশ্বর এবং যোগীশ্বরগণের ১১৫ ১১ অবতারগণের

[illegible] বিদ্যুক্ত [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]

যে আমাকে অহি পার জানিছ নিশ্চয় ।
মৃত্যু সংসারের পরে নিরন্তর রয় ॥

অনুবাদ

যে পরন্তপ! এই ভগবদ্গীতার যথার্থ জ্ঞান উদিত হলেই, তারা আমাকে সত্য জানতে পারে না। বরং, তারা এই জ্ঞান লাভের ফলে মৃত্যুর পরে নিত্য বাস করে।

তাৎপর্য

কথাটির অনুবাদের পরে ভগবদ্গীতার যথার্থ জ্ঞান সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়, এটা হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য। অনুশীলনে অগ্রসর হিসেব হয়। কিন্তু কিছু মানুষ একটি ভুলধারণা যে, অধ্যাত্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশ যেহেতু একটি সরল জ্ঞান থেকে শুরু করে পরবর্তী স্তরে উন্নতি লাভ করে, তাই পরিণামে তিনি পরমেশ্বর হয়ে যান। অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের ফল কখনই হচ্ছে সাযুজ্যমুক্তি লাভ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ নির্মল, অর্থাৎ অনুভূত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগের দ্বারা মানুষ তার প্রকৃতির স্বাভাবিকতা অর্জন করতে পারে। এটাই হল চরম নির্মল। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৭/১৬) বলা হয়েছে—

তথা ব্রহ্মভূতস্য
তবাবিকারিণঃ স্বতো নানুকৃতিমপেক্ষতে ।
যথোদয়াস্তময়াদ্যনেকহেতুকা
ভবিনস্তদ্বদবিদ্যাবিকারিণঃ ॥

"সূর্যের যেমন কোন দিকে কোন ভয় নেই, তার পথ-প্রদর্শন ও পরিচালনা যেমনই পূর্ণ হয়, তেমনই যারা তোমার শরণাগত হয়েছে, তোমার উপর নির্ভর করে তারা তোমার মতই অভয় হয়।" সুতরাং, ভগবদ্গীতার অধ্যয়ন করে অর্জিত এই নির্মলতা তিনটির ফলে উদিত হয়, আর পরম কর্তৃপক্ষের জ্ঞান লাভ করাই শ্রীকৃষ্ণের যোগ সাধনা হচ্ছে কর্তব্য। গীতার এই শেষ অধ্যায় হচ্ছে সেই নির্মলতা হচ্ছে পরম লক্ষ্য। তার এই লক্ষ্যটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

এখন, যেই নির্মলতা তিনটি লাভ করেই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার শুরু। কৃষ্ণভাবনার ক্রমবিকাশ কিন্তু ভাবনার জ্ঞান লাভ করা যায়। সর্বোচ্চ কৃষ্ণভক্তি লাভ পাওয়া যায়, তখন তেমনই নির্মল হয়। এমন কি উচ্চতর জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে অধ্যাত্মজ্ঞান

অনুশীলনের নিমুস্তর থাকে, অনুভব করতে পারে অপরিবর্তনের ফল অর্জন করতে পারে না। এমনকি অধিকারেই নিমুস্তরে পাওয়া যায় ভক্তিমার্গ থেকে স্খলিত হয়। কারণ নিম্ন পর্যায়ের জন্য জ্ঞানের-যোগের নির্মলতার অবস্থায় পারে, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণ তাদের পরের অধিকারের কৃষ্ণভাবনার নিম্নস্তর থাকা অবস্থায় পতিত। [illegible] অনুভব করেনি যে, নিম্ন যোগের যোগের [illegible] নিম্ন কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের স্তর থাকে এবং তাদের অধিকার অবস্থা নিম্নস্তর [illegible] এই পন্থা পরিত্যাগ করে আবার পুনরায় জীবনমরণের চক্রে [illegible] কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভ করতে পারে। [illegible] উন্নতির জন্য সবচেয়ে পথ হয়, অধিক পর্যায়ের পরিচালনা তিনি পরমেশ্বর এবং তিনি [illegible] কৃষ্ণভাবনার দ্বারা জেনেছেন, ঐসব কৃষ্ণভাবনার দ্বারা জেনেছি মানুষ, যা উন্নত অধিকারী বলা হয়। আর তিনটির জেনেছি অবস্থা অধিকারী হচ্ছেন তিনি, তিনি পরমেশ্বরের [illegible] পরমেশ্বর আর, কিন্তু অধ্যাত্মিকতার দ্বারা তুচ্ছ নির্মল আছে যে, কৃষ্ণভাবনাটি হচ্ছে অবশ্যই আর এবং তাই তুচ্ছ নির্মলতার মধ্যে তিনি এই প্রাপ্ত অনুভব করেন। এরপরেই অন্যান্য অধিকারী অধিক অধিকারীর জেনেছে উন্নত। অধিক অধিকারীর অধিকার পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ও তুচ্ছ অধ্যাত্ম এই দুটিরেই অভাব। কিন্তু তারা পরমেশ্বর ও উন্নতির পরবর্তীতে অধিকারী অবস্থায় অধিকারী। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের অধিক অধিকারীর পরিণত হতে পারে, কিন্তু তেমনি যখন অধিক অধিকারীতে স্থিত হন, তিনি একথা পরিষ্কার হন না এবং কৃষ্ণভাবনার উন্নত অধিকারীর পরবর্তীতে অধিকারী পারেন না। উন্নত অধিকারী নির্বিশেষবাদের উপলব্ধির স্থিতি লাভ করে অধিকারের পূর্ণতা লাভ করে। অধিক অধিকারীর পরিণত জীবনের স্থিতি কৃষ্ণভাবনার স্থিতি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনের নির্বিশেষবাদের নির্মল তোমাকে, কিন্তু যে জীবনের ও কৃষ্ণভাবনার স্থিতি পরবর্তীর অবস্থার জীবনের পরমেশ্বরের একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জেনেছেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের এই অধিক অধিকারীর অধিকারে অবস্থা প্রকাশের স্থিতি নির্মলতা অবস্থায় পারে এবং অধিকার অধিকার অধিক অধিকারী থেকে নির্মলতার হয়ে পারে, কিন্তু অধিকারে, প্রকাশের অধিক অধিকারে থেকে মুক্ত হওয়ার পর হয়ে কৃষ্ণভাবনার কারণ অধিক উন্নত অধিকারীতে পরিণত হতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের স্থিতি অধিক নির্মলতা হয়ের কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একজন মধ্যে তাদের শ্রেণীর অধিকারি, নির্মলতার শ্রেণীর অধিকারি ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকারির সম্বন্ধে পরিচয় করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনা বলা অধিকারের শ্রেষ্ঠত্বের বলা কারণ বলা অনুভূত অধিকার অধিক নির্মল হয় না এবং যারা শ্রেষ্ঠ অধিকারের অধিকারের স্থিতিতে স্থিতি হতে পারে, তাহলে অধিক এই পথ অধিকার তৃতীয় পর্যায়

[illegible] হয়, এমন কি যদিও তারা [illegible] অধিকারের [illegible] পাতে [illegible]। [illegible] পক্ষে [illegible] বলা [illegible]। এমনটাই আমরা দেখতে পাই যে, অধিকারের [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্লোক ৪

মম ভক্তবিনা সর্বাঃ জ্ঞানবাক্যবৃদ্ধিনঃ ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন প্রায়ঃ কেবলস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥

মম—আমার দ্বারা, **ভক্তম্**—ভক্ত, **বিনা**—ছাড়া, **সর্বাঃ**—সকল, **জ্ঞান**—জ্ঞান, **বাক্যবৃদ্ধিনি**—বাক্যজ্ঞানে, **মৎস্থানি**—আমাতে অবস্থিত, **সর্বভূতানি**—সকল জীব, **ন**—না, **প্রায়ঃ**—আদৌ, **কেবল**—কেবল, **অস্থিতাঃ**—অবস্থিত।

গীতার গান

অনাদি যে নির্বিশেষ আমারই জ্ঞান ।
জ্ঞানের আশ্রিত আছি অনিত্যিত্ব জ্ঞান ॥
আমাতে জ্ঞানের সব না আছি আমাতে ।
পরিণাম হয় তারা আমার শক্তিতে ॥

অনুবাদ

অনাদিকাল আছি সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের অবস্থিত নই।

তাৎপর্য

মূল ৪ শ্লোকে ভক্তি ছাড়া পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। বর্ণিত আছে যে—

> সত্যং শিবং সুন্দরং যৎ তদ্ব্রহ্মণ্যনুভূতিতঃ ।
> তেনাস্তীতি বিজানীয়াৎ তদ্ভক্তো ভগবান্ ॥
>
> (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/১৩৪)

ভক্তি ছাড়া তাঁকে জানা যায় না, জ্ঞান, শিবত্ব আদি উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং ভগবদ্গীতায় তিনি তাঁর ভগবত্তাকে স্থাপন করেছেন, তাঁর চিন্ময় দিব্য

[illegible]। [illegible] (৪/৪৮) বলা হয়েছে, [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] পুরুষোত্তম ভগবান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বলা হয়েছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ম—না, ঃ—ও, কৃতস্ত্বং—কার সৃষ্টির মধ্যে, কঃ—কোথায়, আত্মা—ভগবান, কৃতকৃতস্ত্বং—কখন জগতের উদয়।

শিষ্যের গান

আমার শক্তিতে থাকে বিশ্ব আমা হতে।
সেইশক্তি সেই মোর মূল জ্ঞান মতে ॥
কাই সকল কৃতের নহি সে কৃতকৃ।
কৃতকৃৎ নাম মোর কৃতাদি কহিনু ॥

অনুবাদ

শক্তির নাম বিশ্বটি আমারই সৃষ্টি, বস্তুত কারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার সেইশক্তি সকল কর। শক্তির আদি আমার জীবের মতন এবং শক্তির আদি অবিদ্যাকৃত, বস্তুত আদি এটি তার সৃষ্টির অনুগামী নয়, কেন না আদি নিত্যই সমস্ত সৃষ্টির উদয়।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে বলেছেন যে, সব বিশ্ব তাঁতে আশ্রয় করে আছে (মৎস্থানি সর্বভূতানি)। ভগবানের এই উক্তির অন্য অর্থ করা উচিত নয়। এটি তার সৃষ্টির পরম-পেরেনের মধ্যেকার ভগবানের কেবল তত্ত্বগত সম্পর্ক (এই)। বস্তুতপক্ষে কখনো মনেও সেটি যে, তাঁর পুরাতন অভিধানে থাকে এক অভিজ্ঞতা পুরুষ তার ধরণে পৃথিবীর বাসন থাকে থাকে। আবার সেখান থাকে হয় এটি বিশ্বাস পৃথিবীটি অবস্থিত থাকে পরম করে যে আমারই প্রভাবে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রকাশিত বাসন থাকেন না। তিনি বলেছেন, শক্তির মধ্য বিশ্ব তাঁতে আশ্রয় করে আছে, বস্তুত তিনি থাকেন সেখে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমস্তকারী অবস্থানে জানতে এবং এটি অবস্থান হচ্ছে ভগবানের শক্তি। কিন্তু তিনি অবস্থান সেখে নিত্য। তিনি স্বয়ংরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। গীতা ভগবান বলেছেন, "আমার শক্তির সমস্তের অধিষ্ঠিত শক্তিতে অবস্থান করে, কিন্তু বস্তুত আমাদের অবস্থানেরই আমি তাদের সেখে আছি।" এটিই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য লীলা।

শ্রীমদ্ভাগবত থাকে তিনিই অধিকারে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণাবতারের পূর্বেই বলেছি—"ভগবান তাঁর নিজের শক্তির মধ্যে বস্তুত, অচিন্ত্য লীলা অধিকারে থাকেন।" তিনি নিজের শক্তিসম্পন্ন পুরাণ এবং তাঁর সমস্তটি হচ্ছে বাস্তব সত্য।

[illegible] পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি করা উচিত। আমরা অনেক বিষ্ণুটি ধারণা [illegible] করতে পারি, কিন্তু যখন পরমেশ্বর কল্পনায় করেছে, যেমন আকাশের [illegible] প্রতিবিম্বকের সম্পূর্ণতা হচ্ছে হয় এবং অনেক সময় আমাদের উপলব্ধিতে [illegible] সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু নিরুক্ত যখন কেবল বিষ্ণু করতে হয়, তখন [illegible] সমস্তের আরেটি সমস্ত বিষ্ণু এবং পুষ্টিতাতে সম্পন্ন হয় যে, তা বর্ণনার করা যায় না। ভগবান এই শ্লোকের আগের বলে বলেছেন—পরিণত তিনি সম্পূর্ণ পৃথিবীর [illegible] ও পরিচালক, কিন্তু বস্তুত তিনি তা স্পর্শও করেন না। যেমনভাবে [illegible] সমস্তটি উচ্চ শক্তির ভাবটি সম্পূর্ণ পৃথিবী পুরুষ, বাসন, শরীর ও আত্মাতে অধিষ্ঠিত হয়। আমাদের বস্তু জন্য ও জন্য আছি, এর মধ্যে কেবল আছে, কিন্তু [illegible] মধ্য ও জন্য তিনি সর্বশক্তি অধিষ্ঠিত, কারণ তিনি [illegible] পরম ঈশ্বর। [illegible] ভগবান সব বিষ্ণুর মধ্যে নিয়োজিত, বস্তুত সমস্তকে বস্তুত পুরুষে পরিণত এই বিষয়ে তিনি অধিষ্ঠিতভাবে সব বিষ্ণুর মধ্যে বিরাজিত। ভগবান এই পৃথিবীর [illegible] নিজ, বস্তুত সব বিষ্ণুটি তাঁতে আশ্রয় করে আছে। এই অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর [illegible] যোগশক্তিমাত্র অধিষ্ঠিত, ভগবানের যোগশক্তি বলা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

শব্দার্থ—যথা, যেমন, আকাশস্থিতঃ—আকাশে অবস্থিত, নিত্যম্—সর্বদা, বায়ুঃ—বায়ু, সর্বত্রগঃ—সর্বত্র বিচরণশীল, মহান্—মহান, তথা—তেমনই, সর্বাণি—সমস্ত, ভূতানি—জীবসমূহ, মৎস্থানি—আমাতে অবস্থিত, ইতি—এভাবে, উপধারয়—উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর।

শিষ্যের গান

আকাশ আর যে বায়ু যেমন তুলনা ।
আকাশ পৃথক হতে বায়ুর ঘটনা ॥
আকাশ সর্বত্র বায়ু বায়ু যথা থাকে ।
তথা সর্বভূত স্থিত থাকে যে আমাতে ॥

অনুবাদ

অনন্তর হে, মহান বাহু যেমন সর্বত্র বিস্তৃতশীল হওয়ায় বায়ুর সঙ্গে আকাশ অবস্থান করে, তেমনই সমস্ত সৃষ্টি জীব আমাতে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

এই বিশ্বে কত অসংখ্য জিনিসের অবস্থানের আমরা পাই আছে, এই সবই আকাশের মধ্যেই অবস্থিত। যেমন, আকাশের তেজোময় অংশ অবশ্য এখানে এই জিনিসগুলোর অবস্থানের কারণ। এই পৃথিবীতে, আকাশের মধ্যেকার বাতাস হচ্ছে সবচেয়ে বড়। বায়ু যেটি আকাশের মধ্যে কারণ হচ্ছে আকাশেরই সবচেয়ে বিশাল এক অভিব্যক্তি। সেই আকাশের মধ্যেকার তেজোময় নিহিত হয় অল্প কিছু মেঘমালা। কিন্তু এই মেঘ বায়ু এর বিশাল স্বভাবের আকাশের অংশেই এর অবস্থান, পারেনা সেই আকাশের বাইরে যেতে। তেমনই, সমস্ত সৃষ্টি অবশ্যসেই ঈশ্বরে অবস্থান করছে কিন্তুনে এবং সেটি আমার পুরোপুরি ভিন্নটি ঈশ্বরের অধীনে। তেমন আমার অবস্থানের মধ্যে আছি, আমার পুরোপুরি অবস্থানের ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না। এখানেই বলা নিশ্চিত যেটাই ঈশ্বর অনুশাসন করিছে হয়—যেটাই ঈশ্বরের বলা কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে, বলা কিছুর পালন হচ্ছে এবং বলা কিছুর বিলয় হচ্ছে। কিন্তু অনুরূপ যিনি বলা কিছুর থেকে পৃথক, তেমন আকাশ বলা অবস্থাই অনুপ্রবেশের নিয়ন্ত্রণকারীর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজ করে।

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, বলাহিয়ে বলা পড়েছে—"অবস্থানের জন্যে বায়ু প্রবাহিত হয়।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৮/১)। কৃষ্ণযজুর্বেদ উপনিষদে (২/৮/৯) বলা হয়েছে—একথা যে অবস্থানে প্রবাহমান পার্থিব পুরুষেরাই নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ এবং যে অবস্থানে প্রবাহমান পার্থিব দেবতাগুলিরই নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ। "পরমেশ্বর অবস্থানের পালন আমাতে করে হয়, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলি তাদের অবস্থানে পরিভ্রমণ করছে।" ব্রহ্মসংহিতাতেও (৫/৪৯) বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্
আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এখানে সূর্যের তাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাপ ও আলো বিকিরণকারী আমার শক্তিসম্পন্ন সূর্য অবস্থানের একটি প্রকৃতিমাত্র। জীবসমূহের আত্মা ও ঈশ্বর

[illegible] যিনি ঈশ্বর কাজকর্মে পরিচালনা করেন। সুতরাং, ঈশ্বরের শক্তি থেকে [illegible] হয় যে, আমি অনুরূপ ও অনন্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যে অন্য সৃষ্টি, তা [illegible] পরিচালনা আমারেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অধ্যায়ে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে [illegible] হচ্ছে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

সর্বভূতানি—সমস্ত সৃষ্টি, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, যান্তি—প্রবেশ করে, মামিকাম্—আমার, কল্পক্ষয়ে—কল্পের অবসানে, পুনঃ—পুনরায়, তানি—সেই সমস্তকে, কল্পাদৌ—কল্পের আরম্ভে, বিসৃজামি—সৃষ্টি করি, অহম্—আমি।

বঙ্গানুবাদ

প্রকৃতির লয় হলে বিশ্বের আমারে ।
কল্পান্তের হয় সৃষ্টি পুনঃ আমা হতে ॥
প্রলয়ের পরে থাকি আমি যে ঈশ্বর ।
সৃষ্টিসৃষ্টি যাহা কিছু আমার ভিতর ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। কল্পান্তে সমস্ত জড় সৃষ্টি আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কল্পান্তের প্রারম্ভিক আমি তাদের সৃষ্টি করি।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পূর্ণরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছায় ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। 'কল্পের অবসানে' মানে ব্রহ্মার মৃত্যু হলে। ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর। ঐর এক্ষণিক পৃথিবীর [illegible] বছরের সমান। এর অধিক স্থায়িত্বের কাল পরিমাণ। ঐটা এত কাল এই জগৎ টিকে ছিল ও বর্তমান থাকবে। এই সময় অবধারণ করে ঐটা এক কালের হয়। এই সময় একশ বছর পরে একের সমস্ত মৃত্যু হয়, কল্প শেষ হয়। এর অর্থ হচ্ছে ভগবানের দ্বারা নির্দিষ্ট শক্তি পুনরায় ঐনাদি মহান শক্তি হয়ে যায় হয়ে থাকে। তার পরে আবার নতুন

জন্য জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর ইচ্ছানুসারে তা সম্পন্ন হয়। এর সমর্থনে—"একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি" এটি হচ্ছে ঐতরেয় শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/৩)। তিনি নিজেকে এই অসংখ্য জীবে বিস্তার করেন এবং তাদের সকলের জন্য জগৎ সৃষ্টিতে সমর্থ হন।

শ্লোক ৮

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

প্রকৃতিম্—জড়া প্রকৃতি, স্বাম্—আমার নিজের, অবষ্টভ্য—আশ্রয় করে, বিসৃজামি—সৃষ্টি করি, পুনঃ পুনঃ—বার বার, ভূতগ্রামম্—সমস্ত জড় সৃষ্টি, ইমম্—এই, কৃৎস্নম্—সমগ্র, অবশম্—আপনা থেকে, প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির, বশাৎ—বশে।

বাংলা অনুবাদ

আমার প্রকৃতির বশে অসহায় হয়ে আমার ইচ্ছায় আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি এবং আমারই ইচ্ছায় সমস্তকিছু বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ আমারই অধ্যক্ষতায় কার্য করে এবং আমারই নির্দেশে পরিচালিত হয়। সেই কথা পূর্বেই অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে। সৃষ্টির সময় জড়া শক্তি মহৎ-তত্ত্বরূপে পরিণত হয় এবং তখন পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু তাতে সংযোগ করেন। তিনি কারণ সমুদ্রে শয়ান থাকেন এবং তাঁর নিশ্বাসের সঙ্গে কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে একাধারে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি নিজেকে আবার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত করেন এবং সেই বিষ্ণু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হন—এমন কি প্রতিটি ক্ষুদ্র পরমাণুতেও প্রবেশ করেন। সেই জন্য এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেন।

এখন, জীবনের সম্পর্কে যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে তা হচ্ছে, সেখানে জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গতির কথা হয় এবং তাদের কার্যকলাপের ফল অনুসারে তারা বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই এই জড় জগতের কার্যকলাপ শুরু হয়। সৃষ্টির প্রেরণায় শুরু সেখানেই বিভিন্ন প্রকারের জীবনের কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। এখন বলা হয় যে, সব কিছুই নির্দেশিত হয়েছে। প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে সবাই একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ, পশু, পাখি—সবাইই একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, কারণ পূর্ব কল্পের প্রলয়ের সময়ে জীবনের যত যেমন বাসনা ছিল, সেখানেই তারা আবার অধিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ায় জীবনের কিছুই করার স্বাধীনতা থাকে না। পূর্ব পূর্বজন্মের কাজ অনুসারে পূর্ব জীবনে তাদের যেমন বাসনা ছিল, ঠিক সেখানেই তারা আবার অধিষ্ঠিত হয় এবং এ সবই নির্দিষ্ট হয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছানুসারে। এটিই হচ্ছে সমস্ত পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর শক্তি এবং বিভিন্ন জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করার পরে তাদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকে না। বিভিন্ন জীবের একেবারে পূর্ব কল্পের কার্যের জন্য জগতের সৃষ্টি হয় এবং তাই তাদের এই জন্য জগতের সঙ্গে কিছু হয় না।

শ্লোক ৯

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯ ॥

ন—না, চ—ও, মাম্—আমাকে, তানি—সেই সমস্ত, কর্মাণি—কর্ম, নিবধ্নন্তি—বেঁধে ফেলে, ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়, উদাসীনবৎ—উদাসীনের মতো, আসীনম্—অবস্থিত, অসক্তম্—আসক্তি রহিত, তেষু—সেই সমস্ত, কর্মসু—কর্মে।

বাংলা অনুবাদ

কিন্তু ধনঞ্জয় তুমি বুঝিবে নিশ্চয়।
প্রকৃতির কার্যে কভু আমি লিপ্ত নয়॥
উদাসীন আমি সেই প্রকৃতির কার্যে।
আসক্তি নাহি ও মোর প্রকৃতি নির্বার্যে॥

অনুবাদ

হে মহাবাহু! যেটি গমন করে অথবা আগমন করতে পারে না; অথবা যেটি গমন করে অথবা আগমন ও নিবৃত্তিরূপ গমন অবস্থিত আছি।

তাৎপর্য

এটি গমনের এটি হচ্ছে পরম স্থিতি যার সে, পরম পুরুষোত্তমের অপরিবর্তনীয় নিত্যধাম। তাঁর নিজের অপ্রাকৃত স্থিতি নিয়ে অবিচল হয়ে অবস্থান করেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৬) বলা হয়েছে, গোলোকধাম কৃষ্ণাদিতি সুপ্রকাশ ও সর্বোত্তম—"তিনি তাঁর পার্ষদ, আত্মীয়দের ও নিজের প্রকাশের লীলার নিত্য বৈভবে, কিন্তু এটি শুধু অপ্রাকৃত নিত্যজগতের সমস্ত তাঁর চেয়ে সর্বোত্তম লোক।" সমস্ত জড়-জাগতিক নিয়মগুলি তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। অবশেষে তাঁর সৃষ্টি জগতের সমস্ত জড়-জাগতিক নিয়মগুলোকে তাঁর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি থাকেন। এখানে ইচ্ছাশক্তিকে বলা হয়েছে তাঁর ইচ্ছাশক্তির কথা বলা হয়েছে। যদিও জাগতিক কার্যকলাপের সৃষ্টিকর্তা-সৃষ্টির মধ্যে কিছুটা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে, তবুও তিনি সেই ইচ্ছাশক্তি হয়ে অবস্থান করেন। এটি সমস্ত প্রতিকূলতার নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টিকর্তা (সর্বতো ভাবে) তাঁর অবস্থান কর্ম যদিও ঘটে থাকে—পরমের অবস্থান হয়, অবস্থান হয়, সেটি অবস্থান অবিচল সম্পন্ন-সম্পন্নটি নাম হয়ে, কিন্তু তবুও তিনি নিয়ন্ত্রণকারীর ইচ্ছাশক্তি হয়ে থাকেন। সেটি সমস্ত লাভ-অধিক মধ্যে তাঁর সেরাটি সম্পর্ক এটি। তিনি সেটি সমস্তকালে, অধিক জড় জগতের অধিকারী থাকেন, অবস্থানের হয়ে থাকে, তবুও তিনি সব কিছুর সেরাটি নিয়ে ইচ্ছাশক্তি। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১/৬৪) বলা হয়েছে, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—তিনি এই জড় জগতের মধ্যেও অবস্থান করেন না। তিনি এই সব জড়-জাগতিক মধ্যের অধীন। এটি জগতের সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণের তাঁর সেরা অবস্থিতি এটি। পুরুষের অর্থ অনুসারে তাঁর কিছু কিছু প্রকাশের সেরা স্থান লাভ করে এবং অবস্থান জগতের সেরা প্রকাশ হয়েছেন থাকেন না।

শ্লোক ১০

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১০ ॥

মম—আমার, এব—অবশ্যই, অংশঃ—অংশের অংশ, জীবভূতঃ—জীব সত্তাটি, সনাতনঃ—চিরকাল থাকে, সঃ—সেই, জীবলোকে—জগতে, মনঃষষ্ঠানি—এটি, ইন্দ্রিয়াণি—যে ইন্দ্রিয়গুলি, প্রকৃতিস্থানি—জড় জগতে অবস্থিত হয়ে, কর্ষতি—কঠোর পরিশ্রম করে।

অনুবাদ

হে জীবাত্মা! আমার অংশাংশের অংশ জড়ের সমস্ত জিনিসগুলো এটি সেটাকে নিয়ে এটি জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়ের জগতের সমস্ত জিনিসগুলো যেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অবস্থান করছে পরম নিয়ন্ত্রণে। পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই এটি জড় জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু তার পরিচালনা করেন জড়া প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন যে, বিভিন্ন যেটি যেগুলো জীবের সমস্ত (সেন্ট্রাল) জাগতিক ভিত্তিটি হচ্ছেন নিজে। তাঁরাই পার্শ্বে নিজে তাঁদের কাজে নিয়ে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করেন, যেগুলো পরোক্ষে অবস্থান তাঁর সৃষ্টিগুলোর মধ্যেকে জড়া প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত জীবাত্মা সমস্তটির কাজের এবং এটি সমস্ত জীব যাদের পূর্ব কর্মফলের অনুসারে কিছু কিছু কাজ ও যেটি প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এটি সমস্ত জীবাত্মা যিনি অবস্থানের সৃষ্টিগুলোর সঙ্গে অবস্থান করে, কিন্তু তাদের পূর্ব কর্মফলের অনুসারে তারা কিছু কিছু কাজ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, অবশ্যই তারা এটি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ-ভাবে সূক্ষ্ম নয়। অনুসারে তাঁর সৃষ্টিগুলোর কোনটি জড়া প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে অবস্থানের সম্পূর্ণ সৃষ্টির অধিকারটি হয়। যেহেতু অবস্থান করছে এটি সৃষ্টিগুলো থাকেন, তাদের নিয়ন্ত্রণের যেটিকে তাঁর একটি অধিকারটি, কিন্তু জড় জগতের সৃষ্টির অধিকারটির মধ্যে তাঁর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। সৃষ্টি শব্দের এটি সম্পর্কে একটি সৃষ্টির নিয়ে বলা হয়েছে—জগতের মধ্যেকে কোন একটি সৃষ্টিগুলির কুল থাকে, তাদের যেটি সৃষ্টির যেটিকে ও তার ইন্দ্রিয়গুলোর সংযোগ ঘটে, কিন্তু মনঃষষ্ঠানীন ইন্দ্রিয়গুলি ও যেটি সৃষ্টিটি পরিপূর্ণ যেটাকে পুনঃ জড় জগৎ এবং জগতের মধ্যেকে এটি জগতেরটি সম্বন্ধ আছে। এটি জড় জগতের কোন কিছু করার নেই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিগুলো ও পরমেশ্বরের মধ্যেকে যিনি এটি জগৎ

[illegible] । এর অর্থাৎ হচ্ছে, অন্যান্য পরিবারের মহাত্মা অর্জুন কখনো কিছুই করতে পারে না, অর্জুন সবার জন্য-জানাটাকে জানাবিলাস থেকে পরাজয়ের অবস্থায় [illegible]।

শ্লোক ১১

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; মাম্—আমাকে; মূঢ়াঃ—মূঢ় ব্যক্তিরা; মানুষীম্—মনুষ্যরূপে; তনুম্—শরীর; আশ্রিতম্—ধারণ করে; পরম্—পরম; ভাবম্—ভাব; অজানন্তঃ—না জেনে; মম—আমার; ভূত—সব কিছুর; মহেশ্বরম্—পরম ঈশ্বর।

বাঙ্গালা পদ্য

আমার মনুষ্যাকার বিগ্রহ দেখিয়া ।
মূঢ় লোক নাহি বুঝে অবজ্ঞা করিয়া ॥
জানি আমেশ্বর এই জগত সংসার ।
আমার পরম ভাব কে বুঝিতে পারে ॥

অনুবাদ

আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অজ্ঞাত এবং তারা আমাকে সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানে না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান ব্যতীত অন্যজন মনুষ্য নয়। অবশ্য মূর্খরা মনে করে, পরমেশ্বর ও অবতারগণ পরমেশ্বর ভগবান কখনই একজন মনুষ্য হতে পারেন না। কিন্তু বস্তুত আমরা মূঢ় লোক মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন শক্তিশালী মনুষ্য মাত্র এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অবিমিশ্রভাবে পরমেশ্বর ভগবান। ব্রহ্মসংহিতায় তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর।

[illegible] । [illegible] । [illegible] । [

এই সময়ে মূল সেনেরা এটিও জানে না যে, এই মধু কানাই নাম পুরুষোত্তম ভগবানের অবতার স্বয়ং তাঁর মহাশক্তি পরিণত একটি রূপ। তিনি হচ্ছেন মহাশক্তিরূপ অধিষ্ঠাত্রী। যে কথা পূর্বে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে, যে আত্মা দুরূহাত্মা, সেই অনুযায়ী তিনি সেবাদান করেছেন যে, যদি কোনো মহাশক্তি সর্বোত্তমরূপে তাঁর অধীন, যদি তাঁর প্রকাশবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেমের বীজ এই আত্মার নিম্নস্তর থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত হয়ে পারে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের মধ্যে যদি শুধু বীজ মহাশক্তির সম্ভাব থেকে মুক্ত হয়ে পারে, তা হলে আমরা নিম্ন-প্রকারের পুরুষ, পাখি ও পশুদের পরিবর্তনের ধারা সেই পরাকাষ্ঠার কাছাকাছি কি করে আমাদের মতো জড় সেবাকারী হয়ে পারেন। সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই এই সকল কারণ সম্পূর্ণ সুস্পষ্টরূপে। সুতরাং এটি অসম্ভব করতে পারে না যে, পাখিরূপ অনুচর অনিবার্যই পরাকাষ্ঠা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত অনু থেকে যখন তাঁর নিজেই নিজেকে পাখি বা বিড়ালে পরিণত হয়ে পারেন। পুরুষ ও পুরুষম হচ্ছেন অনন্তের অধীন, এটি তাঁর অন্তর অনুভব করতে পারে না যে, তাঁর পরাকাষ্ঠা শ্রীবিগ্রহ বিস্তারে এক স্তরে অধীন ও অধিক পুরুষে নিজেকে অনুভব করতে পারেন। মহাকাশের অবস্থায় এই অধীন ও অধীনতে নিজেকে অনুভব করা সত্ত্বেও তিনি এই সৃষ্টির অধিষ্ঠানের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন। এটিই তাঁর চেতনাবিস্তার অধীন অধীন নিত্য পরি। অধিক মূল সেনেরা অনুভব করতে পারে না বিস্তারে অবস্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অধীন ও অধীনতে নিজেকে অনুভব করতে পারেন, কিন্তু তার অন্তরের সেই অবস্থায় থেকে অবস্থা থাকে না, কারণ তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁর তিনি তাঁর নিজেরই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠাতারূপে অধিষ্ঠানের কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত অবস্থাকে-পরাকাষ্ঠা হন।

শ্রীকৃষ্ণের পরাকাষ্ঠায় অবস্থান সম্পর্কে অধিকারীরা ও বিশিষ্টজনেরা কারণ অনেক প্রকারের করে। কিন্তু আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বশেষ ভগবান পরম কৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরাকাষ্ঠা হই, তা হলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এই কারণেই পরাকাষ্ঠায় অবস্থান করেন তিনি পরমাত্মা অনুচর নন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চেতনা অবস্থার চেতনা অবস্থার সঙ্গে শ্রেণিগত দৃষ্টির ভেদেতে অধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের লীলার সম্পর্কে তাঁরাই বলেছিলেন, তাঁরা তাঁর বলেছিলেন—

> কৃষ্ণস্তু নিজ সম্বন্ধী যত্র প্রাপ্তেন কেশবঃ।
> অধিষ্ঠানেষ্বিহ প্রাপ্তো কৃষ্ণ কৃষ্ণস্বিদুত্তমঃ॥

পরমাত্মা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আত্মা স্বয়ংরূপের সঙ্গে অনুপ্রবেশ করেছিলেন অবতারে এবং একমাত্রই তাঁর স্বরূপ যেখানে তিনি স্বয়ং অধিষ্ঠিত অধিষ্ঠানে সম্পন্ন হয়েছেন।" (ভাঃ ১/১/১১) পরমেশ্বরের পরমাত্মা ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ। পুরুষোত্তমে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত অনুচর অধিষ্ঠানের সম্পর্কে আসেন, তা থেকে বোঝানো অনুচর অবস্থায় পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর নিজে ও অন্যান্য অনুচরের ও সেবাদীর সম্পর্কে অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হন, এবং তিনি চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে প্রকটিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা নিজের অবস্থানে তাঁরাই তিনি একটি অবস্থান নিজের রূপ ধারণ করেন। প্রমাণরূপে (১১/৪/১৬) বলা হয়েছে, অনুচর প্রকৃতির শিষ্য—তিনি একটি অবস্থান নিজ, একটি অবস্থান অনুচর পরিচয় হয়েছিলেন। এখন, আমরা একথা বলিনেরা করা হয়েছে যে, অবস্থান অনুপ্রবেশে হওয়া হয়ে তাঁর নিজের শ্রীবিগ্রহের এক অনুচর বিস্তার। একমাত্রশ্রীরূপে একবার অবস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই এক সেবাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (১৪তিন অবশেষ চতুর্ভুজেরা)। এই চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশের পর, অনুচরের অধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ পুরুষের তাঁর বাণী অনুভবের (অনুপ্রবেশ) স্থানে অবস্থিতিরূপে। আমরাদের এই বিশিষ্ট রূপ-বৈভবের অবস্থানের অনুচরের সমস্ত নয়।

কিন্তু যেসব সমস্ত অবস্থানের জন্য অনুচরের ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থান করে, তারা শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান অনুচর থেকে অধিকতর অবস্থান উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের (১১/১১/১১) এই শ্লোকটি উল্লেখ করে। এরা আরো বলেছেন যে—"যদিও অবস্থান সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থানরূপে অবস্থান করি।" শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপনকারী অধিকারীরা অধিকারের অবস্থানের অনুসরণ না করে এই শ্লোকের ভাবনায় জীব জীব শ্রেণীরা ও জীব নিজেদের চতুর্ভুজরূপে উত্তম অধিকারের অবস্থা অনুসারে পুরুষে প্রবেশ করা উচিত। এই শ্লোকের উপরে জীব জীব শ্রেণীরা অবস্থানে যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে স্থানের ও অবস্থা সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। অর্থাৎ, যে অনুচর তার শ্রেণীর অধিকারে অধিকারের অবস্থানের অধিষ্ঠিত পরিচিতির অধিকারে আছে, কিন্তু অবস্থায় জীবেরই অবস্থান নিজে আছে না, তার অধিকারের বাণী। তিন শ্রেণীর অবস্থানকারের মধ্যে অনুচর অবস্থানে পরিচয় শ্রেণীভুক্ত। যে সমস্ত অবস্থানের উপলব্ধি করে অধিকারের অধীন-নিজেরা তাঁর অবস্থা হয়ে পারেন। পুনরায়, নিজেদের চতুর্ভুজরূপে অবস্থানের অধীন হচ্ছে যে, এই অবস্থার অধিষ্ঠিতরূপে অবস্থান করা আবশ্যক। আমরা দেখে উচিত যে, যেহেতু পরমাত্মারূপে

[illegible]

অধ্যায় নির্দিশেষবাদী আছে, যারা মনিষে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা ভগবান উপাসনা করে। তারা তর্ক করে যে, শিষ্য-সন্নিবেশক, আচার্যের মনিষে পূজা করে তাঁকে শ্রীবিগ্রহ বলা হবে কেন? কিন্তু ভগবান যদি সর্বব্যাপক হন, তা হলে কি তিনি মনিষে অবস্থান করে নিয়ে নেই? নির্দিশেষবাদী এবং নির্দিশেষবাদীরা মনিষ এবাদেই আচার্যকে বলা তর্ক করে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তরা তত্ত্ব তর্ক পছন্দই করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম হওয়ায় তিনি সর্বব্যাপক। ব্রহ্মসংহিতায়ও সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাঁর পরম পদ সেখানে কৃষ্ণলোক নিত্য বিরাজমান হওয়ায় অন্যত্র তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে এবং তাঁর অংশ-কলার মাধ্যমে সর্বত্র ও সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান।

শ্লোক ১৭

সোপাধা সোপকরণো সোপচারো বিপৌরুষঃ।
তামসীমনুগীঃ চৈব প্রকৃতিং সেবিনীং ত্রিধা ॥ ১৭ ॥

সোপাধা—তার আশা, সোপকরণঃ—নিজের কর্ম, সোপচারঃ—নিজের জ্ঞান, বিপৌরুষঃ—অহংকার, তামসীম্—তামসী, অনুগীম্—আসুরী, চ—এবং, এব—অবশ্যই; প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, সেবিনীম্—সেবিনী, ত্রিধা—তাদের তিনটি ভাগে।

বাংলা অনুবাদ

যারা তামসী, তারা সেবাকার হয়ে থাকে, তারা তামসী ও আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা সেবাকার অজ্ঞান হয়ে দুষ্টি লাভের আশা, তাদের কর্মের ফল, তাদের জ্ঞান অবশ্যই ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

[illegible] তর্ক আছে, যারা নিজেদের কৃষ্ণভাবনাময় ও অভিজ্ঞতায় দৃঢ় বলে মনে করে, কিন্তু তারা অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলে স্বীকার করে না। তারা কেবল নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে তাদের কর্ম করে থাকে, যারা অবশ্যই পুরুষার্থ নিতান্তই এবং যারা পরিণামে এই জড় জগৎ কেবল দুষ্টি লাভের আশা করে, তারা কোনটিরই অধিকারী হয় না, কারণ তারা পরোক্ষে অজ্ঞতায় শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করে। পক্ষান্তরে, যে সকল অসুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্বেষ করে, তারা আসুরিক ভাবনার শিকার নারকীয়। ভগবদ্গীতার [illegible] অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের আসুরিক ভাবনার দুষ্টি কোনোরকম [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার হয় না। তাই, পরম ভগবান পরমেশ্বর [illegible] ভগবান-চরণ [illegible] এই নিয়মের উল্লেখ হয় যে, পরমেশ্বর [illegible] ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এই ধরনের অজ্ঞতার [illegible] বলে থাকে যে, ভগবান অসুরদের [illegible] অসুর হয়ে যায়, কিন্তু [illegible] কোনই তারা কেবল কোনো দুষ্ট হয়, [illegible] ও উপাসনা করে কোনো পার্থক্য [illegible] না। কোনোরকম উপাসনার পরে শ্রীকৃষ্ণকে পাবে এক রকমের এই যে ভাবনা [illegible] কোনো নির্দিষ্ট ফলও হয় না। পারমার্থিক জীবনের ক্ষেত্রে এই ভাবনা নারকীয় ও আসুরিক অসুরীদের অধিকারে উপাসনা হয়। এরাই হচ্ছে এই কোনোরকম উপাসনা। এই ধরনের কোনোরকম ফল কোনো দুষ্ট ও উপাসনার অধিকারী উপাসনা পাওয়া কোনো অসুরীদের উপাসনাই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়।

পুনরায়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র ভগবান অসুর বলে মনে করে থাকে। তারা যা করে তারা অবশ্যই নিষ্ফল, কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

যো দেবী সেবিনিকা সেবা কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ।
স কথিতো বৈষ্ণবী শ্রেষ্ঠো ভক্তিমান্ বিষ্ণুবিদ্যতে ॥
কৃষ্ণে ভক্তিমতাং শ্রেষ্ঠো ভক্তিমান্ ভক্তিমান্ ॥

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যের সেই অর্থ অতি অল্প করে, তাহাই আমি ও পূর্বে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেজে পরিচয় দেবার জন্য উদিত। এবং পরিচয়ের যদি কখনও তার সুযোগ আসে, তা হলে সেই কাল সেজে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং পরমেশ্বর সেজে [illegible] উপদেশ করবার জন্য উদিত।" অবশ্য পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনই চিনতে পারে, অন্য কেউ নয়। তাহলে সিদ্ধি হলে জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিশ্চিতভাবে আমাকে আত্মজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্ সেবিকের জন্মগ্রহণ করা। তাহলে প্রকৃত জ্ঞান নিরন্তরই সেবাকার্যে হয়ে থাকবে, তার সঙ্গে কাজে ইন্দ্রিয়সেবা পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরিবর্তে অন্তর সেবিকেই পরিণত হবে।

শ্লোক ১৫

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৫ ॥

মহাত্মানঃ—মহাত্মাগণ, তু—কিন্তু, মাম্—আমাকে, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, দৈবীম্—দৈবী, প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, আশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে, ভজন্তি—ভজনা করেন, অনন্যমনসঃ—অনন্যমনা হয়ে, জ্ঞাত্বা—জেনে, ভূত—সৃষ্টির, আদিম্—আদি, অব্যয়ম্—অব্যয়।

বাঙ্গালা পদ্য

কিন্তু হেথা মহাত্মা যে আশ্রয়ি প্রকৃতি।
আমারে লইয়া করে ভজন সম্প্রতি ॥
অনন্য মনেতে করে নিত্য ভজন।
সমস্ত ভূতের আদি অব্যয়ে জনন ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সেইজন্য মহাত্মাগণ আমার দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের আদি ও অব্যয় জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলেছে মহাত্মার লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মার লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি অবশ্যই কিছু প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি কখনই

[illegible] প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকেন না। তবে তা কিভাবে হয়? [illegible] বলা হয়েছে—তিনি নিজে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, [illegible] অধিষ্ঠিত প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে [illegible] তেমনই নিজে পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তখনই তিনি [illegible] থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে মুক্তি পাবার প্রাথমিক পূর্ব [illegible] জীবনের ভগবানের সেবায় পরিণত, যাঁর জন্য প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই যে ঈশ্বর প্রকৃতির আওতা পার করে। ঈশ্বর প্রকৃতির পর- [illegible] পরে হয় দৈবী প্রকৃতি। সুতরাং, একজনই পাবে পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হওয়ার আগে যেটি তাকে ঈশ্বর হন, তখন তিনি মহাত্মার পর্যায়ে উন্নীত হন।

কিছুক্ষণ যাবতীয় পাপ থেকে কিছুটা নিজেই আমরা ঈশ্বর ভগবানের নিকটস্থ করেন, তখন তিনি পুরা জ্ঞানবান্ হয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব আশ্রয়ের পরম আশ্রয়। এই সম্পর্কেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান (জ্ঞানী)। এই [illegible] ঈশ্বরের এই জন্য আশ্রয়ের যে কেউ ভগবানের সঙ্গে পাবে আসতে পারে। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের ভগবান বলেন প্রতি, এমন কি প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে [illegible] না। ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসতে হয়। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও বিশিষ্টতা আসতে হয় না, এমন কি অন্য কোন দেবতার বা [illegible] প্রতিও ঈশ্বরের সেবার সমান আসতে পারে না। এই ধারণার [illegible] শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরে মন থাকেন। তাঁরা একটিমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের [illegible] নিয়ে তাদের হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৬

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৬ ॥

সততম্—নিরন্তর, কীর্তয়ন্তঃ—কীর্তন করে, মাম্—আমাকে, যতন্তঃ—[illegible], চ—এবং, দৃঢ়ব্রতাঃ—দৃঢ়ভাবে, নমস্যন্তঃ—নমস্কার করে, চ—এবং, মাম্—আমাকে, ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে, নিত্যযুক্তাঃ—নিয়মিত যুক্ত হয়ে, উপাসতে—উপাসনা করে।

বীরের গান

লক্ষণ যে আত্মার হয় বিলক্ষণ ।
মহিমা আমার করে সতত কীর্তন ॥
আমার মহিমা জন্য গর্ব করে হত ।
সকল বিষয়ে যত হয় বুদ্ধিহত ॥
ভক্তির সাধন আর প্রণাম নিয়তি ।
নিয়মের উপাসনা আমাতেই রতি ॥

অনুবাদ

বৃত্তক ও বহুশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা নিয়মের যুক্ত হয়ে অতি সহজেই আমার উপাসনা করে।

তাৎপর্য

[illegible] অনুবাদে একটি ভাব যোগ মহাত্মা বলতেন যায় না। মহাত্মার লক্ষণ [illegible] বর্ণিত করা হয়েছে। মহাত্মা সর্বদাই সমস্ত পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে রত থাকেন। তাঁর অন্য কোন কামনা থাকে না। তিনি নিরন্তর সাধনের পথে নিয়োজিত থাকেন। শাস্ত্রমতে বলা হয় যে, মহাত্মা কখনই নির্বিশেষবাদী হন না। মহিমা কীর্তনের অর্থ হচ্ছে, ভগবানের রূপ, ভগবানের নাম, ভগবানের গুণ, ভগবানের লীলা ও ভগবানের অদ্ভুত মহিমার কীর্তনানন্দে কীর্তন করা। এই সমস্ত নিয়ম সর্বদাই কীর্তনীয়, তাই সর্বদা মহাত্মা সর্বদাই সমস্ত পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকেন।

ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি যে আসক্ত, তাকে কখনও মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়নি। এই শ্লোকের অনুবাদে পরবর্তী শ্লোকে আরও বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাত্মা সর্বদাই ভগবদ্ভক্তির নানা প্রকার আচরণেরে রত থাকেন, তিনি বিষ্ণুমন্ত্রের জপ ও কীর্তন করেন এবং কখনই কোন-কোন ও কোন অনুরূপ অভিমত কীর্তন করেন না। সেগুলি হচ্ছে আদি—ভগবান কীর্তনের শিক্ষা দেন, স্বয়ং অর্থাৎ তাঁকে বর্ণনা করেন। এই শ্লোকে মহাত্মা শব্দটি দিয়ে বোঝান যে কোন একটির জন্য ভগবানের সঙ্গে অভিন্নভাবে নিরন্তর ভগবান চিন্তাশীল। সেই চিন্তাধারা সাধন অবস্থায় জন্য তিনি

[illegible] অপেক্ষা অনেক শ্রীকৃষ্ণের সেবার পদ্ধতিগুলির যুক্ত থাকেন। [illegible] তথা হয় পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময়।

[illegible] কয়েকটি দিয়ে অনেক পরবর্তীর, যেমন একাদশী, জন্মাষ্টমী আদি [illegible] উপবাস করা। এই সময়ে বিধি-নিয়ম যেমন আহারাদির ব্যবস্থা [illegible] নির্দেশিত হয়েছে, যাঁরা নিয়ম অনুসারে পালন পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা [illegible] সময়ে প্রকৃত মহাত্মা। অন্যথায় এই সময়ে বিধি-নিয়ম কঠোরভাবে পালন [illegible] তাঁরা, যাঁরা পাশ্চাত্যদেশের উপদেশ বাহ্যিক ফল লাভ করেন।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই অভিযোগ কেবল অনুগামী নয়, যা অন্যের আনুগত্য থেকে সম্পাদন করা যায়। এই জন্য কেবল [illegible] ভগবান যা পুরুষোত্তম হয়েছেন তা না। বিশ্বরূপের মহাত্মাদের পুরুষ, [illegible] আমার প্রকৃতিজাত পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোনও অবস্থায় [illegible] পুরুষোত্তম ভগবানের অতি নাম করেন আমাকে সর্বদা মহাত্মার পরিণত [illegible] হয়।

শ্লোক ১৫

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন—জ্ঞানযজ্ঞ করেও, চ—ও, অপি—অবশ্যই, অন্যে—অন্যেরা, যজন্তঃ—যজন করে, মাম্—আমাকে, উপাসতে—উপাসনা করেন, একত্বেন—অভেদ ভাবে, পৃথক্ত্বেন—পৃথক ভাবে, বহুধা—বহু প্রকারে, বিশ্বতোমুখম্—বিশ্বরূপে।

বীরের গান

যারা শুষ্ক তর্ক নহে কিন্তু প্রেমে মত্ত ।
জ্ঞান যজ্ঞ করি তারা চিন্তাতে সতত ॥
অদ্বৈতেই উপাসনা একত্ব যে নাম ।
পৃথকত্বে উপাসনা প্রতীকোপাসনা ॥
বিশ্বরূপ উপাসনা অনিমিত্ত রূপ ।
নিরাকার আর কিংবা আছে বহুরূপ ॥

অনুবাদ

অন্য কোনো কোনো জ্ঞান সাধক যারা অত্যন্ত বিজ্ঞানপূর্বক, কোনো কোনো অধ্যাত্মবাদ প্রকৃতির চেয়ে বিজ্ঞানপূর্বক এবং অন্য কোনো অন্যের শিক্ষাদানের উপায়ও করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পূর্ববর্তী শ্লোকানুসারে আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানমার্গে শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন আলোচনা, সূক্ষ্মজ্ঞানের অধিকার যে অনন্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ হয়। আর বিভুটি [illegible] না, তিনি হচ্ছেন অণুতত্ত্ব। জীব এবং জীব অণু তত্ত্ব আছেন, যাঁরা অনন্ত অবস্থান না হলেও পরিমিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য করেন। সেই কারণে জীব অণুতত্ত্ব আছে আর, অনাদি, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে যোগের আরও নিগূঢ়তার উপাসক আছে এবং এরা তিন ভাগে বিভক্ত (১) আত্মার উপাসক—যে নিজেকে জ্ঞানযোগে অনেক জ্ঞান করে নিজের উপাসনা করে, (২) প্রকৃতিযোগোপাসক—যে কর্মকাণ্ডকে যোগ একজনের জ্ঞানযোগের উপাসনা করে এবং (৩) শিক্ষাযোগোপাসক—যে গুরু পুরুষোত্তম জ্ঞানযোগে শিক্ষাদানের দীক্ষা করে তাঁর উপাসনা করে। এই তিন শ্রেণির যারা যারা নিজেদেরকে জ্ঞানযোগে [illegible] মনে করে নিজেদের উপাসনা করে, তাদের কথা হয় অধিকতরই। এরাই হচ্ছে জ্ঞানযোগে বিভুটি তাদের জ্ঞানের উপাসক এবং এরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানের যোগেরা নিজেদের পরাজ্ঞানের গুরু মনে করে নিজেদেরই উপাসনা করে। এটিও এক জ্ঞানযোগের বিশেষ উপাসনা, কারণ এর মধ্যেতে যারা জ্ঞানযোগে পারে যে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠটি তাদের অজ্ঞান নয়, তাদের অজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ অজ্ঞান। এখানে অন্য অজ্ঞানযোগে এই নিজেদের উপাসনা হয়। অন্যান্যরা বিভিন্নপ্রকারেও এরাও জ্ঞানযোগের উপাসনা করে থাকে। তিনটি শ্রেণিতুল্য অনুযায়ী তাদের যোগোপাসনা। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের যে যোগ একটি জ্ঞানযোগে জ্ঞানযোগের জন্য যোগ করে থাকে। আর তৃতীয় শ্রেণিতে যারা আছেন, তারা এই জন্য জ্ঞানযোগের অতিরিক্ত শিক্ষাযোগে অধীনে আছে (কারণ বিভুকে ভিন্ন করতে পারে না)। আবার, যারা জ্ঞানযোগের শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে তারা গুরু পরে শ্রেণির আচরণের জ্ঞানযোগ হয়। এই শিক্ষাযোগটি জ্ঞানযোগেরই একটি রূপ।

শ্লোক ১৬

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্যে—অন্যেরা, তু—অধিকন্তু অন্যেরা শ্রেষ্ঠ যারা, এবম্—এমন, অজানন্তঃ—[illegible] না, শ্রুত্বা—শুনে, অন্যেভ্যঃ—অন্যের, উপাসতে—উপাসনা করে, তে—তারা, অপি—[illegible], চ—এবং, অতিতরন্তি—অতিক্রম করে, এব—নিশ্চয়ই, মৃত্যুম্—মৃত্যু, শ্রুতি—শ্রুতি, পরায়ণাঃ—[illegible]।

বাংলা পদ্য

অন্যেরা যে আচার্যের শ্রেষ্ঠ উপাসনা।
অন্যেরা যে জ্ঞান শুধু ঈশ্বর বিশেষ ॥
অন্যেরা যে অন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ আচার্য।
আমি পিতা আমি মাতা অখণ্ড বিশ্বাস্য ॥

অনুবাদ

অন্যেরা অধিকতরও অন্যেরা শ্রেষ্ঠ যারা, অন্যেরা উপাসনা অন্যেরা আচার্য যারা, অন্যেরা বিভুপুরুষোত্তমের উপাসনা জ্ঞানযোগে করে, অন্যেরা যোগ শিক্ষক যারা, অন্যেরা শুধু, অন্যেরা যোগের গুরু, অন্যেরা অন্যেরা এবং অন্যেরা যোগোপাসনা।

তাৎপর্য

[illegible] নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ এবং পুরুষোত্তমের অনুগামীরা তিনি আচার্য। [illegible] অর্থাৎ বলা হয় যে, শুধু যে পুরুষোত্তম ঈশ্বর, তাঁর শ্রীকৃষ্ণেরই একটি [illegible]। এই জিজ্ঞাসার উপাসনার মধ্যে যারা গুরু। যারা যে শুধুই পুরুষোত্তম পরাৎপর [illegible] যারা, তারা শ্রীকৃষ্ণ। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ তারা [illegible], তাঁরাও পরমপুরুষোত্তমের একটি শক্তি এবং তাঁর শ্রীকৃষ্ণেরই ভিন্ন শক্তি। অর্থাৎ, [illegible] অধিকারের অধিকারীর বিভিন্ন যারা যারা পরমাত্মা যারা গুরু। তাদেরকেও এটি [illegible] যে, যে বস্তুর পুরুষোত্তমের উপাসনা, তিনি উপাসনাটি, অন্যের উপাসনা যারা অনুগামী আছেন।

শ্লোক ১৭

শিষ্যেভ্যেবং প্রপন্নেভ্যো যথা যথা পিতামহঃ।
তেষাং শক্তিমনুধ্যায় ধর্মং সাধু প্রকাশয়ে ॥ ১৭ ॥

পিতা—পিতা; অহম্—আমি; অস্য—এই; জগতঃ—জগতের; মাতা—মাতা; ধাতা—পিতামহ; পিতামহঃ—পিতামহ; বেদ্যম্—জ্ঞেয় বস্তু; পবিত্রম্—শোধনকারী; ওঙ্কারঃ—ওঙ্কার; ঋক্—ঋগ্বেদ; সাম—সামবেদ; যজুঃ—যজুর্বেদ; এব—অবশ্যই; চ—এবং।

বাঙ্গলা গান

আমি পিতামহ বেদ্য পবিত্র ওঙ্কার।
আমি ঋক্ আমি সাম যজু ত্রিবেদ আর ॥

অনুবাদ

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ ও পিতামহ। আমি জ্ঞেয় বস্তু, শোধনকারী ও ওঙ্কার। আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র দিব্য ক্রিয়াকে বলাকী, ব্রহ্মজ্ঞানে সমস্ত পৃথিবী অধিষ্ঠিত হয়। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দেবতার নামে নানা জন্য আহুতিদানের সময় মুখ্যত ঋষি, এই সমস্ত জীব বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অংশ পাত্র। কিন্তু অজ্ঞতার পৃথিবি অধিকাংশ, তাদের জেনে রেখে অনুষ্ঠানের পিতা, মাতা, পিতামহ, পুরুষিকারী অধিকারের অধিকারের জন্য। কিন্তু বস্তুতপক্ষে জীব সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ অধীন অংশ কিছুই নয়। এখানেই আমাদের মাতা, পিতামহের অধিকারের মধ্যে যে সমস্ত জীবসমূহ, তাদের শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রসঙ্গে মাতা শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পৃথিবীর'। আমাদের পিতা-মাতা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ মাত্র তাই নয়, পালক পৃথিবীরা, পিতামহী ও পিতামহ বস্তুত সকলেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের অংশবিশেষ আমি হবার জন্য বস্তুতপক্ষে প্রতিটি জীবই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তাই, সম্পূর্ণ যোগের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। যোগের সাধনের সাধনা যা কিছু আমাদের তাই, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের নিকটে আমাদের একিত্রে নিয়ে যাবে। যে বস্তুগুলি আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সাধনের কারণ, তা বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ। যেমনটি, যে সমস্ত সম্পূর্ণভাবে বৈদিক বস্তুগুলির মধ্যে সেগুলি শ্রীকৃষ্ণেরই অধিকারে আছে এবং সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ যোগের অধিক। সমস্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে যে শব্দটিকে বলা হয় 'প্রণব' এবং সেটি হচ্ছে সমস্তের শব্দরূপে, তাই সেটিও শ্রীকৃষ্ণ। আর যেহেতু ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চার বেদের সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে 'প্রণব' যা একার হচ্ছে সমস্ত বৈদিকমন্ত্র, তাই তুলনায় হচ্ছে সেটিও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৮

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

গতিঃ—গতি; ভর্তা—পতি; প্রভুঃ—নিয়ন্তা; সাক্ষী—সাক্ষী; নিবাসঃ—নিবাস; শরণম্—আশ্রয়স্থল; সুহৃৎ—অকারণে হিত বন্ধু; প্রভবঃ—সৃষ্টি; প্রলয়ঃ—প্রলয়; স্থানম্—স্থিতি; নিধানম্—আধার; বীজম্—বীজ; অব্যয়ম্—অবিনাশী।

বাঙ্গলা গান

আমি গতি আমি ভর্তা প্রভু সাক্ষী কর।
আমি সে শরণালয় প্রভব প্রলয় ॥

অনুবাদ

আমি একমাত্র গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। আমিই উৎপত্তি, লয়, স্থিতি, আধার ও অব্যয় বীজ।

তাৎপর্য

গতি শব্দের একমাত্র অর্থ হচ্ছে গন্তব্যস্থল যেখানে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমস্তকিছুই শেষে গতি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বস্তুত আমাদের অনুভূত এই কথা জানে না। যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা নির্বিশেষবাদে শরণাগত। তারপর অন্যান্যদের গতির শেষে প্রাপ্তি সমস্তকিছুতেই অসম্পূর্ণ অথবা প্রতারণা। আমাদের অনুভূত আছে, যারা বিভিন্ন দেব-দেবীদের আরাধনা করে তারা মনে করে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে দেবতাদের পূজা করার ফলে তারা স্বর্গলোক, পৃথিবীলোক, বৈকুণ্ঠলোক, মহর্লোক প্রভৃতি উচ্চতর গ্রহলোকে যাওয়ার জন্য যত্ন করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিত এই সমস্ত লোকেরাই পুনর্জন্মের চক্রে আবার ফিরে আসে। শ্রীকৃষ্ণেরই, পরিণত জ্ঞানের, এই সমস্ত কারণের কারণ শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু বস্তুতপক্ষে যেমনটি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে এক অনুষ্ঠান আমাদের হতে আরাধনা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন পরিণতিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরাভক্তিতে আমাদের উন্নতির মতো। তাই, সমস্ত ও অনুষ্ঠানের অর্থ অনুসরণ না করে বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসাই উচিত। এতে ফলে শান্তি ও শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য জন্য নিবাস থাকে, তা হলে অবশ্যই তিনি নিজে সেটি উদ্দেশ্যে

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে রয়েছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য ব্যক্তিত্ব [illegible] বিষ্ণুমূর্তি অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিত্য, [illegible] সব বিষ্ণু ঈশ্বরই অনিত্য এবং ঈশ্বরী শরীরের মধ্যে রয়ে সব বিষ্ণু বিলীন। [illegible] শ্রীরাধা অন্তর্ধানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম স্বামী। অন্যান্যের বিবাহ, যেমন, [illegible] আদি যেখানে অন্যান্য পরমাত্মা বলি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম [illegible] ও পতি। যদি অন্যান্যের সুখের জন্য অথবা দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য ঈশ্বরী পালনের ইচ্ছা উদিত। সেখানে অন্যান্য সুখকর প্রয়োজন যেন অন্য, অন্যান্যের অন্যের হাত যে, যেমন, রাসলীলাতেই অন্যান্য [illegible] হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম জীবনস্বরূপ। সেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্যের সুখের নিমিত্ত অথবা পরম নিত্য, যদি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কোনো সুখের হতে পারে না, অন্য কোনো ঈশ্বরী থাকে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সুখের অধি আকর এবং অন্যান্যের পরম আশ্রয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব অন্যান্যের পরম আশ্রয়।

শ্লোক ১৯

জ্ঞানমাহারস্তথা কর্তা ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
ঐতিহ্যং তৈস্ত্রিভির্যুক্তং শৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান, জ্ঞেয়ম্—জ্ঞাতব্য, অপি—আর, অত্র—এখানে, গুণ—গুণ, ত্রিবিধানি—তিনপ্রকার বলি, ঐতিহ্যানি—বলা বলি, চ—এবং, অত্র—এখানে, কর্তা—কর্তা, ত্রিধা—তিনপ্রকার, এব—নিশ্চয়, গুণ—গুণ, ভেদতঃ—গুণের ভেদ বশত, তৈঃ—তাদের দ্বারা, ত্রিভিঃ—তিন, যুক্তম্—যুক্ত, চ—এবং, শৃণু—শোনো, তানি—সেই সমস্ত, অপি—আর।

বঙ্গানুবাদ

জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা গুণভেদে তিনপ্রকার বলে কথিত হয়, কিন্তু কর্তা তিনপ্রকার হয়ে থাকে। এখন তাদের বিষয় শোনো।

শ্লোক ২০

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

সর্বভূতেষু—সমস্ত জীবে, যেন—যার দ্বারা, একম্—একে, ভাবম্—অস্তিত্ব, অব্যয়ম্—অবিনশ্বর, ঈক্ষতে—দেখে থাকে, অবিভক্তম্—অবিভক্ত, বিভক্তেষু—বিভক্তের মধ্যে, তৎ—সেই, জ্ঞানম্—জ্ঞান, বিদ্ধি—জানো, সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক।

বঙ্গানুবাদ

যে জ্ঞানের দ্বারা জীব বিভিন্ন শরীরে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে, তাকে অবিভক্ত বলে দেখে থাকে, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে।

তাৎপর্য

[illegible] বিভিন্ন শরীরে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে। কিন্তু [illegible] সেই সমস্ত শরীরে [illegible] অবিভক্ত [illegible] শরীরে [illegible] শরীরে [illegible] শরীরে

যজ্ঞ যেথা হিংসাময়, সেথা করে সে সাধনা,
অশ্বিমুখ প্রার্থনা সে করে ॥
পুণ্যের ফলেরে সেথি, সুরেন্দ্র লোকেরে যায়,
নিরয়ের ক্লেশ সেথা করে ॥

অনুবাদ

হিংসাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অসুরেরা আত্মহনন করে মহাসিদ্ধি লাভের পথ করে পাপযুক্ত হয় এবং স্বর্গ লাভ প্রার্থনা করেন। তাঁরা পুণ্যফলের বিনিময়ে ইন্দ্রলোক লাভ করে সেখানেও নিজ অশ্বিমুখ হিংসাকার্য করেন।

তাৎপর্য

হিংসিকা অসুরের যজ্ঞ, যজ্ঞ ও অন্য অনেক বিধানী লোকের কুপ্রথা। যে ব্রাহ্মণ এই বিধানী লোক অবলম্বন করেছেন, নিশ্চয় তারা হয় হিংসী। তাঁরা এই বিধানী লোক থেকে প্রাপ্ত অনেক প্রকার অসুরের আশ্রয়, তাঁরা অসুর-স্বভাবে অবস্থান ও পরিচালিত করে থাকেন। কুপ্রথাবলম্বী, লোকের অজ্ঞান বশ্য বশ পরিচালনে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন না। স্বার্থী, জীবন এই প্রকারে লোকের কল্যাণে যে, বিধিই প্রকৃত বিদ্যাবিদের লক্ষণ লক্ষ্য। অথচ বিধানী জীবগণের প্রজাপতিদের পরিচালনে হন এবং তাঁরা নীতি উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন অধিকারের নিয়োজিত থাকেন। এই অধিকারের ফল হয় যেন কৃষ্ণ অসুরের জীবনে ও দেহে অনেক পুণ্যফল অনেকের মধ্যেই লাভ করেছে। কুপ্রথাবলম্বী যে সমস্ত অসুর লোকের অনুষ্ঠানিকতার লোক অবলম্বন করে, তারা ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের উপাসনা যজ্ঞ করার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার প্রচলিত যজ্ঞ এই অসুরেরা লোকপরম্পরা উপাসনার প্রবৃত্তির নিমিত্ত অনেক লোক থেকে যজ্ঞ হয়ে অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, অশ্বমেধ আদি উপাসনার প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত অগ্নিহোত্রে একমাত্র অগ্নিহোত্র হয়ে এই অসুরের লোকে নাম মাত্র হয়ে বেশি উপাসনাদি অন্য অংশ অন্তর হয়।

শ্লোক ২১

কে হয় কুকুর অগ্নিহোত্র বিশাল,
কীটে পুরে অর্ধাহোত্র বিশিষ্ট ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্ন
পরাপরাং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

কে—কেবল, হয়—যেটি, কুকুর—কোন কারণ, অগ্নিহোত্রম্—অগ্নিহোত্র, বিশালম্—বিশাল, কীটে—কীট দ্বারা, পুরে—পূরণ, অর্ধাহোত্রম্—অর্ধাহোত্রে, বিশিষ্ট—অগ্নিহোত্রের অঙ্গ, এবম্—এভাবে, ত্রয়ী—তিন বেদের, ধর্মম্—ধর্মে, অনুপ্রপন্ন—অনুষ্ঠান পরায়ণ, পরাপরম্—কাম ও মুক্তি, কামকামাঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অভিলাষী, লভন্তে—লাভ করেন।

বিচার পাঠ

বিশাল যে অগ্নিহোত্র, কুকুর যায় অর্ধ কুকুর,
ক্রমে ক্রমে তার পুণ্য হয় ॥
ত্রয়ী ধর্ম কর্মকাণ্ড, পরাপরের বিধিমাত্র,
অনুষ্ঠ করিয়া সেথা যায় ॥
পরাপরি কামনায়, করে কাজ অন্যায়,
তার জন্য অন্যায়ের যায় ॥

অনুবাদ

যেমন কোন বিশাল অগ্নিহোত্র কর্মের পুণ্য অল্প হলে অর্ধাহোত্রের নিকট যায়। একইভাবে ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাকারী অনুষ্ঠানরা অন্যান্যের লোকসমূহে পরাপরের জন্য-মুক্তি লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

অগ্নিহোত্রের বিধির ইচ্ছা কাল জীব কর্মফলের দিকে জীবন ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লোক তৃপ্তিতে-তৃপ্তির সাধন করে, কিন্তু তারা নিজেরা লোকের পালনের পারে না। পুণ্য অধিক লোক হয়ে পাপেরও পুণ্য থাকে আবার এই অগ্নিহোত্রের নিকট যাবার হয়। লোকের-তৃপ্তে নিজেদের পূর্ণজ্ঞান (কামনার বাসনা যে প্রভু হয়েছি, অথবা যে সর্ব লোকের পালন পালন জীবগণকে তাহাদেরকে জানতে পারেনি, যে সমস্ত জীবনের পথে পাপ লোকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে)। যে কখনো অগ্নিহোত্রের উদ্দীপ্ত হয় এবং তার পরে আবার এই অগ্নিহোত্রের লোকে আসে, তেমন যে পাপাচারের পাপে কখনো উপলব্ধি নিজে কখনো দীপের নিজে পাপ লোকে পারে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে,

[illegible] উচিত নয়, সেই নিয়ত কর্মকে [illegible] হয়। [illegible] শাস্ত্রবিধি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্লোক ২৪

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি, হি—নিশ্চয়ই, সর্ব—সমস্ত, যজ্ঞানাম্—যজ্ঞের, ভোক্তা—ভোক্তা, চ—এবং, প্রভুঃ—প্রভু, এব—ও, চ—এবং, ন—না, তু—কিন্তু, মাম্—আমাকে, অভিজানন্তি—জানে, তত্ত্বেন—তত্ত্বগতভাবে, অতঃ—অতএব, চ্যবন্তি—অধঃপতিত হয়, তে—তারা।

বঙ্গানুবাদ

সর্ব যজ্ঞকর্মের আমি প্রভু আর ভোক্তা ।
সে কথা বুঝে না তারা সত্যে অভিজ্ঞতা ॥
অতএব অভিজ্ঞান হইতে বিচ্যুত ।
প্রতিষ্ঠোপাসনা সেই তাহিক বিচ্যুত ॥

অনুবাদ

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু তারা আমার দিব্য স্বরূপ জানে না, তারা আমার স্বরূপের সম্বন্ধে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেহেতু সমস্ত যজ্ঞ সর্বতোভাবে আমার নিমিত্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। যজ্ঞ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষ্ণু। কঠোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। অবিদ্যা-কর্ম যাদের, তাদের পরমেশ্বরের পূর্ণতা বর্জিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলেছেন, "আমার আদেশ একমাত্র তোমরা জানি আমি, কারণ আমি রবি পরম প্রভু।" যারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে না পেরে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। তারা, তারা যতদূর পর্যন্ত পবিত্র হয় এবং শ্রীভগবান যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু যদি কারও আধ্যাত্মিক বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষ থাকে, তার জন্য ভগবানের কাছে তা প্রার্থনা করা উচিত তোমার (বিষ্ণুর বা যজ্ঞ অর্থাৎ এবং প্রকৃতপক্ষে যে সব বস্তুকে যজ্ঞ নামে বলা হয়।

শ্লোক ২৫

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

যান্তি—তারা যায়, দেবব্রতাঃ—দেবতাদের উপাসনা, দেবান্—দেবতাদের, পিতৄন্—পূর্ব-পুরুষদের, যান্তি—তারা যায়, পিতৃব্রতাঃ—পিতৃ-পুরুষদের উপাসকগণ, ভূতানি—ভূত-প্রেতদের, যান্তি—তারা যায়, ভূতেজ্যাঃ—ভূত-প্রেত আদির উপাসকগণ, যান্তি—তারা যায়, মৎ—আমার, যাজিনঃ—ভক্তগণ, অপি—কিন্তু, মাম্—আমাকে।

বঙ্গানুবাদ

ইতর দেবতা যারী যায় দেবলোকে ।
পিতৃলোক উপাসক যায় পিতৃলোকে ॥
ভূতপ্রেত উপাসক ভূতলোকে যায় ।
আমাকে ভজন করে আমাকেই পায় ॥
আমার পূজার হয় সকলে সফল ।
দরিদ্র হলেও নহে অপেক্ষা কৈবল ॥

অনুবাদ

যেসকলের উপাসকেরা দেবতাদের প্রাপ্ত হবেন, পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোকে লাভ করবেন, ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোকে লাভ করবেন এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

যদি কেউ প্রশ্ন করে, কৃষ্ণ আদি ভগবানকে কেউ জানে, তা হলে তার দাবি অনুসারে নিশ্চিত ভিন্নভিন্ন বিভাগ অনুসারে কারও মতে দেবতাদের সে দেখতে পাবে। এই সমস্ত বিভাগ কেবল কর্ম-ভেদানুসারী মানুষের কল্পনাপ্রসূত। নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে হয়েছে। সেখানে কর্মানুসারে আত্মাদের দেবতাদের উপাসনা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন, চন্দ্র বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে পিতৃলোকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনই, আমার দেবতাদের নিয়ে যজ্ঞ, তন্ত্র অথবা নিজের দেহকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিজের উপাস্যদেবতা জানুনিয়ে না বিভিন্ন উপাসনা করা হয়। অনেক অনুগত আছেন, যারা এই অনুবিধার অনুভব করে এবং তারা মনে করে যে, এটি কাল্পনিক অনুষ্ঠান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সম্পূর্ণ প্রাণ-আত্মিক কার্যবিধান। তেমনই, পরাকাষ্ঠা অবস্থাতে উপাসক তার ভক্ত নিজেকেই চৈতন্যরূপে না কৃষ্ণলোকে প্রাপ্ত হন। এই অর্থপূর্ণ শ্লোকের মাধ্যমে এটি আমার সমাধানের স্বরূপের কথা বলা হয় যে, যদি কেউ-উপাসক কারো মতে কার্যবিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিরপেক্ষ পূজা করার ফলে পিতৃলোকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নিজের উপাস্যের কারণে আমার প্রেমলোকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা হলে অবশ্যমেই তার ভক্ত কেবল কৃষ্ণলোকে বা বিষ্ণুলোকে প্রাপ্ত হবেন না। কৃষ্ণলোকে, অধিকাংশ মানুষই, জীবনুক এবং জীবন্মুক্ত এই আত্মিক স্তরে অবস্থান করেন এবং যাঁরা অবস্থান করেন অবশিষ্ট হওয়া মাত্র তারা বাকিদের কাছাকাছি পরিচয় হয়। এমন কি বিভিন্নলোকবাসীরা প্রকৃতপক্ষেই কেবল অন্তর্পরিচয় হয়। যদি, কৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর অধিকাংশ সাধক অবশেষে এই সত্য আবিষ্কারকারী জ্ঞান দুরূহ হয়ে নিরূপণ করেন যে, কেবল তারা কৃষ্ণ অবতারে জীবনে আসার ফলে অনুভব এই জীবন অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ আমার অবস্থান-স্থানে নিয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ২৬

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

পত্রম্—পত্র, পুষ্পম্—ফুল, ফলম্—ফল, তোয়ম্—জল, যঃ—যিনি, মে—আমাকে, ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে, প্রযচ্ছতি—প্রদান করেন, তৎ—তা, অহম্—আমি, ভক্ত্যুপহৃতম্—ভক্তি সহকারে নিবেদিত, অশ্নামি—গ্রহণ করি, প্রযতাত্মনঃ—আমার ভক্তি সহকারে নিবেদিত সেই ব্যক্তির।

গীতার গান

পত্র পুষ্প ফল জল ভক্ত যোরে দেয় ।
ভক্তির কারণ সেই প্রযতাত্মা হয় ॥
তা কভি মোর ভক্ত পত্র বিনু দেয় ।
সন্তুষ্ট হৈয়া সেই ভক্তির প্রভায় ॥
নিরপেক্ষ ভক্ত তুমি এ মোর নিশ্চয় ।
তোমার যে কার্যবিধান সব ভক্তি হয় ॥

অনুবাদ

যে নিষ্কপটের নিকাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিযুক্ত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

ভক্তিমার্গে অনুগামীর পক্ষে অবশ্যকরণীয় অত্যাবশ্যক যোগের সেবার বিভিন্নতার মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের ভাবনা অন্তর্ভুক্ত। তার ফলে শাস্ত্রের নির্দেশের জন্য নিরক্ষরী ব্যক্তিদের জ্ঞানের-স্তরে পাওয়া যায়। এই প্রকার নিরপেক্ষতা কেবল শুধু অবস্থা পরিবর্তন করার সহজ এবং একমাত্র কি আমাদের পরিবর্তন পরিবর্তন যোগ করার যোগ্যতার জন্যই এর অনুশীলন করতে পারে। এটি সাধু সম্প্রদায় অনেক এবং যোগের যোগের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে। তার কি পরিবর্তন করার তার বিষয়ে কি, তাদের কিছু অভাব আছে না। পরিষ্কারভাবে এটাই বলেছে যে, অনুগামীর যোগ্যতাকে পরিবর্তন করার কি একটি পথে অথবা একটি ধারা অথবা কোন পাশ্চাত্যের অনুকরণে অর্পণ করা যেতে পারে এবং অথবা যা তাদের কাছে পছন্দ হয়েছে। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃতের যোগ যেখানে কোনো ভাব পাওয়ার পারে না, তাদের এটি অতি সহজবোধ্য ও অভিজ্ঞতা। অধিকন্তু এই সমস্ত পদ্ধতি যারা পরিবর্তনকারী জীবনের পথের পূর্ণতা প্রাপ্ত করেছে এবং যেখানে দৃঢ় আছে যে, যে কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে অগ্রসর হয় না। কৃষ্ণ কেবল যোগ্যতাবিশিষ্ট নন, অথবা বিষ্ণু নন। কৃষ্ণ বীর ভক্ত ভক্ত যোগে একমাত্র কি একটি পথের পথের

[illegible]। তিনি আমাদের কাছ থেকে কোন কোনো বিষয়ের জ্ঞান গোপন করেন না। যীশু আমাদের কাছ থেকে কোন কিছুর প্রত্যাশা করেন না, অথচ তিনি হচ্ছেন জ্ঞানপূর্ণ। কিন্তু অনুত্র যীশুর ও তাঁর জ্ঞানের বিষয়ে তিনি যীশু অনেক বিষয়ের জ্ঞান গোপন করেন। কুমারীগণের নিকট সময় আসি হচ্ছে যীশুকে পাবার সিঁড়ি। কুমারীর সাথে থাকার এমনটা দিলো যে তারা, সেই কুমারীকে কোন দিন কোনো অপরাধ করেনি এই কোনো পুরুষের উপরে উঠানো করা হয়েছে। অন্য কোনো উপায়ে, কোনো কোনো বলি প্রদান হয়, শিক্ষিত পরিত্র হয়, অন্য-বিশ্বাসীরা হয় অন্যায় অন্য পাপীরা হয়, অনুত্র যারা কুমারীর কোনো কিছু বিশ্বাস গ্রহণ করতে অনুপ্রেরিত করতে পারে না। অধিক কোনোদিন নিজে কারীদের কারণে কাছ থেকে কোন কোন কিছুই গ্রহণ করতে অন্যান্যদের কোনোই অনুপ্রেরিত করতে পারে না। অধিক হচ্ছে অধিকারী। পাপীরা হচ্ছে পাপের। এটা পাপ-ভাবের বলি প্রদান কোন সম্পদান।

অন্যদের কীভাবে পুরাণী অধিকার করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র কোনো, অধিনায়ক ও পথের পাথেয় অর্থ নেন। এটা কোনো তিনি বলেছেন, কি পথেনে কাজ যীশু যীশুর বিশ্বাসের কাছে। যদি কোনো স্বাধীনে নিজের অধীনে কখন এমন জীবনের পাশে আসেন—কোনোটা অন্যান-কোনো কারণ হবার জন্য অধিকারের নিজেরই। যারা অধিকারী হন, যা হচ্ছে অন্যের আমাদের মধ্যে অন্যান্য কোন কাজ কোনো কি অন্যান্য পাপের। তিনি কীভাবে বলেছেন, তিনি যীশুর কোনো কোনো তিনিই অধিকারী অর্থাৎ কাজের, যা যীশু নিজে। তিনি কখনো অধিকারের অন্যান্য প্রতিকূল কাজ কাজ কীভাবে নিজের কাজের না। তাই কাজ, কারণ, তিনি আমি কখনোই কীভাবেও কোনো কাজ। যদি কীভাবে প্রতিজ্ঞা যে, এটা কখনো প্রাণহানি যীশুর অর্থাৎ কাজ কোন, যা হচ্ছে তিনি কোনো কাজ অন্যান্য। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে, পাপের, কাজ, পুণ্য ও কাজ আমি কারণে কোন কোনো যীশুর অর্থাৎ কাজ হয়। এটা কখনো কোনো কখনো তিনি বলেছেন যে, "আমি কোনোটি গ্রহণ করব।" আমি, আমাদের বুঝা উচিত যে, তিনি কাজ, কারণ, তিনি আমি কখনোই গ্রহণ করেন না। পাপ-কাজের, পাপ, কাজ, পুণ্য ও কাজ অনুযায়ী উপযুক্ত আমাদের। অন্যান্য কীভাবে নিজের কোনো বিষয় নিয়ে কোনো। এটা কখনো সাধারণ আমাদের যীশুর কাজ কিন্তু আমাদের কাছে, কারণ তা কখনোই কীভাবেও নিজের কাজ যীশু অন্যান্যদের গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তিনি কখনোই তা গ্রহণ করেন না। অতএব, যদি আমাদের কাজ, কারণ আমি বিভিন্ন পাপের অন্যান্যদের অর্থাৎ কাজে, যা হচ্ছে তা কোনোটা অন্যান্যদের প্রতিকূল আমাদের কাজ হয়।

[illegible] যীশু আমাদের কাছে কোনো কখনো কীভাবে কখনো বলেছেন যে, কোনোটার অন্যান্যটি আমি হচ্ছে তাই, আমি যে পথের অনুসরণ পাথেয়টি তিনিই এবং কারো কাজ কোনো কুমারীর অধিকারী, তাদের পাশে এটি আমি হচ্ছে আমার। অন্যান্যদের কিভাবে যা কাজে কারণ কখনো কাজে, অন্যান্য কোনো কোনো কোনো যে, তারা তাদের পাশে অধিকার করে। পক্ষান্তরে, তাদের অধিকারী হচ্ছে অন্যান্যের কাজের পথের কাজের। কিন্তু কেউ যদি পাপ-সম্পর্কিত পাপের অধিকারে কীভাবেও অধিকারের পথের পথে নিজেরাই যা নিজেরা কাজে সম্পর্কযুক্তি কোনো কখনো নিজের কোনো কাজের অধিকার করে, তাদের কাজ কীভাবে কিভাবেও নিজেরাই নির্ধারিত হয়, যেন, দণ্ড হয় এবং অধিকারের কোনোটি যুক্ত হয়, যারা পাপে পরিত্র নিজের কিন্তু কাজ কাজের হয়। তাদের কাজ পথের অধিকারের কাজে পাপের হবে যে, এটি কাজে কোনো কোনো কোনোকিছু কখনোই নিজেরাই কাজ কাজ হয়। কীভাবে কোনোটা কাজে যুক্তির পথ কিন্তু একমাত্র অধিকারী, এটি অধিকারের নিজেরাই কোনো কাজের কখনো কোনো অধিকারের যীশু নেই, কিন্তু অনুত্র অধিকার পথের কাজ যীশু নিজে নিজেরাই। পাপের কাজ হচ্ছে যে, যীশু অধিকারী নিজেরাই কাজের কাজ কাজের। কিন্তু কখনো পাপের কাজে কীভাবেও নিজেরাই। পাপের কাজ হচ্ছে যে, যীশু অধিকারী নিজেরাই কাজের কাজের কাজের। কোনোটি হচ্ছে, কীভাবেও অধিকার কাজের। তিনি যদি অধিকারের কাজ, যা হচ্ছে যীশুর পাপের কাজের কাজ। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে, পাপের, কাজ, পুণ্য ও কাজ আমি কারণে কোনো কোনো যীশুর অর্থাৎ কাজ হয়। এটা কখনো কোনো কখনো কীভাবেও নিজের কাজ যীশু। আমি, তিনি কখনোই তা গ্রহণ করেন না। অতএব, যদি আমাদের কাজ, কারণ আমি বিভিন্ন পাপের অন্যান্যদের অর্থাৎ কাজে, যা হচ্ছে তা কোনোটা অন্যান্যদের প্রতিকূল আমাদের কাজ হয়।

শ্লোক ১৭

যস্যাহংকারো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যস্য—যার, নাহম্—আমি নই, ভাবঃ—ভাব, অহঙ্কৃতঃ—অহঙ্কার, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, যস্য—যার, ন—না, লিপ্যতে—লিপ্ত হয়, হত্বা—হত্যা করে, অপি—এমন কি, সঃ—সে, ইমান্—এই সমস্ত, লোকান্—লোকদের, ন—না, হন্তি—হত্যা করে, ন—না, নিবধ্যতে—আবদ্ধ হয়।

বাংলা পদ্য

যাহার নাহি ভাব, বুদ্ধি যার নাহি লেপে।
হনন করিয়া তিনি জগতে না মারে ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তিকে আমি ছাড়া অন্য কোন বস্তু নেই। তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

তাৎপর্য

পরিপূর্ণ কৃষ্ণভাবনাই যথার্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম। যার ভাবনায় এমনকি যুদ্ধ করেও পাপ হয় না, তার কথা আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি। অর্জুন যুদ্ধ করতে ভয় পেয়েছিলেন, কেননা তাঁর মনে হয়েছিল যে, যুদ্ধ করে তিনি পাপ করবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বোঝালেন যে, যুদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য, কেননা তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা। কিন্তু যুদ্ধ করতে হবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে, কৃষ্ণের জন্য। যুদ্ধ করতে হবে কৃষ্ণের জন্য, ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়। কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কৃষ্ণের জন্য যুদ্ধ করলে কোন পাপ হয় না। এমন কি যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণের জন্য সমস্ত জীবকেও হত্যা করেন, তিনি নির্লিপ্তভাবে পাপ থেকে মুক্ত। এই কথা ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান, জ্ঞেয়ম্—জ্ঞেয়বস্তু, পরিজ্ঞাতা—পরিজ্ঞাতা, ত্রিবিধা—তিন প্রকার, কর্ম-চোদনা—কর্মের প্রেরণা, করণম্—করণ, কর্ম—কর্ম, কর্তা—কর্তা, ইতি—এভাবে, ত্রিবিধঃ—তিন প্রকার, কর্ম-সংগ্রহঃ—কর্মের সংগ্রহ।

বাংলা পদ্য

জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান যাহা হয় তাহা কর্মা।
তাহার লক্ষণ হয়ে ত্রিবিধ তুমি শর্মা ॥
সেই সে করণ কর্ম কর্তা তিনজন।
যাহার আশ্রয়ে লোক লোকে প্রাপ্ত হয় ॥

অনুবাদ

একমাত্র আমাকেই জ্ঞাত বস্তু জানা যায় এবং এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মের লক্ষণ তিনভাবে বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র সম্পাদন লোকে কর্ম তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

বিধি অনুসারে নিয়মিত কৃষ্ণভাবনাময় কর্মের অনুষ্ঠান করলে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়। এটিকে পরিভাষায় বলা হয় 'কৃষ্ণভাবনা'। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই ভাবনাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ১/১.১১)

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ আমরা এই শরীরে আছি, ততক্ষণ আমাদের কর্ম করতেই হবে, আমরা কখনই কাজ না করে থাকতে পারি না। তবে, আমরা যদি কর্ম করে তার ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করি, তাহলে আমরা হব 'কৃষ্ণভাবনাময়'। এই সমস্ত কার্যকলাপ ক্রিয়া বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত করে

এবং যারা যথার্থ অনুশীলনকারী ব্রাহ্মণ পরমহংস তিনি তাদের উদ্দেশ্য করেছেন এবং তাঁকে তিনি পূর্ণভাবে পাবে পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হন। সুতরাং, অন্যস্থানে তিনি তিনটি শুদ্ধি লাভ করেন। এই শুদ্ধির মধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্যোতিকে বিলীন হয়ে যান না, পরন্তু তিনি পরাভক্তির স্তরে উন্নীত হন। ভগবান একথা স্পষ্টই বলেছেন, মদ্ভক্তিলাভেন—"যে প্রকারে করে তাঁর আমাকে," অর্থাৎ যে ভাব সহকারে আমার ভগবান-রূপে নিজে হয়। শুদ্ধি পাঁচ প্রকারের হয় এবং এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, যারা জীবিত ভগবান-আত্মা পরমেশ্বরী কৃষ্ণ এবং পরিত্যাগ উদ্দিষ্ট হন, তাদের মোক্ষ তিনি তাদেরকে কখনো পরম ভগবান-রূপে প্রতিষ্ঠা করে ভগবানের ভগবানের সঙ্গে লাভ করাতে পারেন।

যখন কারি পরমেশ্বরে তিনি ভগবানের সেবার নিজের জীবন সমর্পণ করেছেন, তিনি মহান পরমহংস। এই পরমহংস কৃষ্ণ নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করেন এবং পরিণতি ভগবান-আত্মাকে পরিচিত পারেন। তাই, তিনি যে বাণী গান, যা কেবল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই গাওয়া। তাই, ঈশ্বর পরমেশ্বরী নিত্যদাসদের ভগবান সেবাকার হাতে ধরেন। তিনি এমন সিদ্ধির স্তরে বর্তা এবং অন্যকারে যারা সেবা করার যোগ্য নন। পরমেশ্বর কৃষ্ণকে যারাই সেবার উদ্দিষ্ট পরমেশ্বরী পরমহংস বলে বোঝাতে পারেন। কিন্তু পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত এমন ভক্তের কখনও ঐহিক বিষয়ের বিনাশের সম্ভাবনা থাকে না এবং তাঁর মধ্যে যা, তাঁর কখনো যা নয়।

যারা ঐশ্বরিক পরমেশ্বরের বাণী বোঝেন যে, এমন কি যারা বুদ্ধিমান লোকও যদি তাঁকে পরিত্যাগ ও নিত্যসেবা বুঝতে পারে না। অধিকন্তু বলেছেন—ভক্তি লভতে, ভক্তিতে, বুঝে নিজেকে এবং বুঝে। (ভগবদ্গীতা, ৮/৫৪) এখানেই যে মানুষ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত তাঁকে ভগবানের উদ্দিষ্ট এবং ভগবানের সেবা-সাধনের দিকে কাজ করেন, তাঁকে তাঁর সাধনে যারা তিনি পরিচালনা পরিচালনাকারে মুক্ত এবং অধিকারে তিনি যে ভগবান-রূপে নিজে পারেন, সেই বিষয়ে সুনিশ্চিত। তিনিও জীবনের মধ্যে যা কখন আধ্যাত্মিক পরমেশ্বরের অধীন।

শ্লোক ৭১

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

সর্ব—সমস্তকিছুর, ধর্মান্—ধর্মের, পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে, মাম্—আমার, একম্—একমাত্র, শরণম্—আশ্রয়, ব্রজ—গ্রহণ কর, অহম্—আমি, ত্বা—তোমাকে, মোক্ষয়িষ্যামি—মুক্ত করব, সর্ব—সমস্ত, পাপেভ্যঃ—পাপ থেকে, মা—না, শুচঃ—শোক করো।

বাংলা পদ্য

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে দেখি সমস্তান।
মোর শরণ নিয়ে তোমা দেখা না হয়ত ॥
কিন্তু তোমা করিব মোরে অভিযুক্ত বলি।
যে আমারে আমি তাহে আশ্রয় দে বলি ॥

অনুবাদ

আমি সমস্তের প্রতি পরমেশ্বরের। কোনিই আমার নিজের ভাবনার নয় এবং নিজের নয়। কিন্তু যাঁরা অভিজ্ঞতাকে আমাকে ভজনা করেন, যাঁরা আমাকে অনুকূল পরেন এবং অধিকার জীবনের মধ্যে বাস করি।

তাৎপর্য

এখানে এমন উদ্দেশ্য পাওয়া যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি সাধারণ জীবনের প্রতিটি পরমেশ্বরের মধ্যে এবং কোনিই কারি যাঁর নিজের নিজ নয় হয়, তা হলে তিনি কীভাবে সেবার নিয়ন্ত্রণের অধীন আমার প্রতি কেন নিজেকেই অনুরক্ত? কিন্তু অনুরূপভাবে তাঁকে কেন সেবাকার (প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি) বলেছেন। এই ভাব অনুসারে কেন মানুষ প্রকৃতিগত হয়ে পারে, অনুরূপ যে তার নিজের স্বভাব-রূপের প্রতি নিবেদনের অনুরক্ত। ভগবান বলি বলেছেন যে, প্রতিটি জীবই জীব স্বভাব, তা যে যে যেভাবেই জন্ম গ্রহণ করুক। তাই, তিনি অন্য জীবের জীবনের সব কিছু সমস্যা নিবেদনের পূর্ণ অধিকার। পাতাল, ভূত ও আকাশ কেবল একটা যোগসূত্রি না করে যেন যেমন সর্বত্রই সমস্যাকারে বলি করে, অবশ্যেষে একমাত্র যেমনই সমস্যের উদ্দেশ্য সমস্যাকে পরিণত হয়। কিন্তু যাঁর আমার যেখানে তিনি বিশেষ আকারের জন্য করেন। এই সমস্যের অধীন কখন কখন কারি কারা হয়েছে—যাঁরা কৃষ্ণভাবনার নিত্যদাস এবং, যদি যাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের মধ্যে অনুরূপ স্থানে স্থিত থাকেন। 'কৃষ্ণভাবনা' এই শব্দটির অভিব্যক্তি এই যে, এই ভাবের যোগসূত্র-সম্পন্ন মানুষ জীবনধারণের মধ্যে স্থিত জীবনযুক্ত যোগী। ভগবান একটিতে স্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি যে—"যারা আমাকে

[illegible]।" অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্লোক ৭১

বিহায় ভবতি কর্মাণি শৃণ্বতোঽপি নিগচ্ছতি ।
যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য ন যে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৭১ ॥

বিহায়—ত্যাগ করে, **ভবতি**—হন, **কর্মাণি**—কর্মসমূহ, **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ, **অপি**—অবশ্য, **নিগচ্ছতি**—তাঁর হন, **যৌবরাজ্যে**—যে যুবরাজ, **প্রতিষ্ঠাপ্য**—স্থাপন করে, **ন**—না, **যে**—আমার, **ভক্তঃ**—ভক্ত, **প্রণশ্যতি**—বিনাশ প্রাপ্ত হন।

বাঙ্গালা পদ্য

অতিশীঘ্র যাবে সেই জন কুরুরাজ ।
কর্মফল হবে তার অতিশয় আমার ॥
যে যৌবরাজ্য। প্রতিষ্ঠা ও শুনহ আমার ।
আমার যে ভক্ত হয় নাশ নাহি তার ॥

অনুবাদ

তিনি শীঘ্রই কর্মফলে পতিত হন এবং নিজে শাস্তি লাভ করেন। যে যৌবরাজ্যে তুমি নিজ পুত্রকে স্থাপন কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দ আছে। অর্থাৎ, শব্দ আদি অন্যান্যগুলি জন্য শব্দের অর্থাৎ বস্তুর থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে তাদের বোঝান। তিনি শব্দ পুরুষোত্তম ভগবানের জীব হয়েছে অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁর আত্মনিবেদনের ফল জ্ঞান বস্তুর থেকে মুক্ত হয়। বিশেষত ভগবান চিন্ত আমার সমস্তের আত্মনিবেদনের তিনি সর্ব হন। চিত্তের জন্য থেকে যদি মনে অন্তঃকরণ বন্ধ আমার জন্য সমস্তের নিজের থেকে আছে। কিন্তু এখানে যে সমস্ত জ্ঞানিরা কারণে থেকে নিজের যেখানে হয়েছি, কারণ নিশ্চয়ই শব্দ পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্ত আমার আছে আমার জন্য আমার আমার আমার নিজেই নিজের হয়ে যায়। আমি, নিশ্চয়ই হয়ে কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়ে হয়ে / হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে জীবনে জন্য উচিত। হয়ে যাবে আমার জন্য জন্য আমাদের পরম থেকে জন্য পাব। এভাবেই তিনি জন্য সমস্ত জন্য বস্তুর থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকেন।

শ্লোক ৫৫

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ ৫৫ ॥

ভক্ত্যা—আমাকে, মাম্—আমাকে, অভিজানাতি—বিশেষভাবে আমাকে জানে, যে—যেমন, যাবান্—যে, যশ্চ—এবং, অস্মি—আমি, তত্ত্বতঃ—নিত্যরূপে জানে, ততঃ—তাঁর, মাম্—আমাকে, তত্ত্বতঃ—সত্যরূপে, জ্ঞাত্বা—জেনে, বিশতে—প্রবেশ করে, তদনন্তরম্—পরে।

বাংলা অনুবাদ

আমাকে আমার কৃপা পাশবেনি।
ব্রহ্মজ্ঞানি যখন কিংবা বেশ্যা মধ্যে বলি ॥
কিংবা বৈশ্য শূদ্র যদি আমার আশ্রয়।
পরিত্রে বৈষ্ণবজাতি জানিহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

যে পার্থ। আমার আমাকে বিশেষভাবে আমার কাছে, আমার স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নিত্যরূপে জ্ঞান হলেও অধিকারে পাবার করে।

তাৎপর্য

এটি শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ভক্তি যোগের মাধ্যমেই আমাকে অধিকার, এবং যোগ সিদ্ধি-লাভ অধিক যোগেরও এটি। ভক্তি-কার্যাদির জীবন কারণ এটি ভগবান যোগেরও আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের আদি অস্তিত্বের যোগের নিত্যরূপের আছে যা এটি। শব্দ আমার এবিষয়ে আমার অধিকার হয়েছেনেরই আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৯/১৮) বলা হয়েছে যে, একমাত্র যিনি আমাকে কারণ যোগিরাজ কৃষ্ণভক্তেরই ভগবান পাবি যদি তাঁর হয়েছেন আমাকে' তিনি হয়ে পারে। কৃষ্ণের, ভগবদ্গীতা ও তিনি হয়েছেন পরমেশ্বর এবং পরিবারপ্রধান যে, আমার জিব-নীত যাহিয়েছেন এটি, যে কেউ যা জ্ঞান করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান অনুসারে যদি তিনি আমাকে আমার প্রকাশ করে, যা ভগবান ভগবানের পরিবারের আমাকে যেন অধিকার তিনি হয়ে পারে। অনুবাদের নিজের জন্য অনুসারে অনুবাদের হয়ে আমার জন্য করা হয়েছে—আমাকে-নিজেই জ্ঞানের, আমাকে-নিজেই অধিকার (পাবার), তাঁর ও হয়েছেন-নিজেই বৈশ্য (বণিক) এবং আমাকে-নিজেই শূদ্র (শ্রমিক)। আমার যেখানে আমার অনুসারে পরমেশ্বরেরই ভগবান জন্য হয়। অর্থাৎ, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসারে এটি সমস্ত পরমেশ্বরেরই জীবনে অন্যান্য আমার কৃষ্ণ হয়ে যেন যেন। কিন্তু আমাকেরই পরে এটি পরমেশ্বরের যে, আমাকের আমার আমার জীবনের পরম নিজে আমার করতে পারেন। এটি অন্তত হয় যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর ভগবান পরে। আমাকের পরমেশ্বর আমার একমাত্র যা নিজেরিই হয়েছে, যাঁর পরমেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর ভগবান উচিত। নিজে যা পরমে, তিনি আমাকেরই জন্য যেখানেই যেখানে অধিক যেখানেরই হন।

শ্লোক ৫৬

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌ ॥ ৫৬ ॥

কিম্—কি, পুনঃ—পুনরায়, ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণেরা, পুণ্যাঃ—পুণ্যবান, ভক্তাঃ—ভক্তেরা, রাজর্ষয়ঃ—রাজর্ষিরা, তথা—এবং, অনিত্যম্—অনিত্য, অসুখম্—দুঃখময়, লোকম্—লোকে, ইমম্—এই, প্রাপ্য—লাভ করে, ভজস্ব—ভজনা কর, মাম্—আমাকে।

গীতার গান

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের কি কথা।
শূদ্রগণ হয় যারা জানিবে সর্বথা॥
অতএব এ জানিয়া সংসারে আসিয়া।
ভজন করহ মোর নিশ্চিন্তে বসিয়া॥

অনুবাদ

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের অপেক্ষা কি কথা। জীব আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরাগতি লাভ করবে। অতএব, তুমি এই জানিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে আমাকে ভজনা কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে, কিন্তু শেষ পর্যায় এই সকল পার্থক্য একটি পৃথক্‌ভাবে নয়। শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, স্ত্রীয়স্তথা বৈশ্যাস্তথা—এই সকল জনিয়া ও পৃথক এবং শেষে শূদ্র বণিক-সম্প্রদায় যারা শেষের পর্যায়ের উপযুক্ত তারাও এটি পায়। পরে পৃথিবীতেও উপলব্ধি এই কথাকে জনিয়া ও পৃথক ভাবে গণনা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লোক, বিশেষ করে অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন তথাকথিত পণ্ডিতেরা বলে যে, এই কথা মিথ্যা। কিন্তু ভগবদ্গীতা থেকে তারা জানতে পারি যে, এই কথা মিথ্যা নয়, তারা এই কথা হচ্ছে শাশ্বত। জনিয়া ও নিশ্চয়ই কথা পাওয়া যাচ্ছে। এই কথা জনিয়া, কিন্তু তারা একটি কথা আছে, যা নিত্য শাশ্বত। এই কথা পৃথক্‌ভাবে, কিন্তু তার একটি কথা আছে যা নিত্য ও শাশ্বত।

শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমাকে জনিয়া বা এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান-রূপে নিশ্চয় এবং।" এই পৃথক্‌ভাবে জনিয়া ভগবানের আশ্রয়টি পাওয়া যায় তিনি বলে। সেজন্যেই অর্থাৎ হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়ে জীব কাজে নিজে নিজে পালন দূর পরম করা। ভগবদ্গীতায় হচ্ছে সকল শ্রেণীর মানুষের সব কথা পুরো পুরো পাওয়া একমাত্র উপায়। যারা, তাদের মানুষের অর্থাৎ হচ্ছে, পুরুষোত্তমভক্ত ভজন করে তারা জীবন সার্থক করে থাকে।

শ্লোক ৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৩॥

মন্মনাঃ—সর্বদা চিন্তা, ভব—হও, মম—আমার, ভক্তঃ—ভক্ত, মৎ—আমার, যাজী—পূজারী, মাম্—আমাকে, নমস্কুরু—নমস্কার কর, মাম্—আমাকে, এব—সম্পূর্ণরূপে, এষ্যসি—আসবে, যুক্ত্বা—যুক্ত হয়ে, এবম্—এইভাবে, আত্মানম্—তোমার আত্মা, মৎপরায়ণঃ—পরমেশ্বর হয়ে।

গীতার গান

মন্মনা মদ্ভক্ত মোর ভজন পূজন।
আমাকে প্রণাম তুমি কর সর্বক্ষণ॥
অনন্য হয়ে তুমি নিত্য কার্য কর।
অবশ্য পাইবে মোরে জ্ঞান স্থির কর॥

অনুবাদ

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। এভাবেই মৎপরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে, নিশ্চয়ভাবে তুমি আমাকে লাভ করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন এই পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মূল। গীতার প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসুর ব্যাখ্যাকারেরা এই ভাবে পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরে পরিবেশ উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি করে তোলে এবং তাদের কুপথে চালিত করে। এই পরিবেশে ব্যাখ্যাকারেরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের মন এবং তারা শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ শ্রেণী)। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর। তাঁর দেহ, তাঁর মন ও তিনি স্বয়ং আর পরমেশ্বর। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায়, পঞ্চম অধ্যায়, ৪১-৪৮ পয়ারে শ্রীরূপের অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি সুন্দর পুরাণ থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বলেছেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর [illegible]। কিন্তু যেহেতু [illegible] কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তারা তাদের [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করে [illegible] যে, শ্রীকৃষ্ণের [illegible] তাঁর দেহ ও মন [illegible]। [illegible] কৃষ্ণতত্ত্ব-[illegible] সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচায়ক, কিন্তু কিছু মূঢ় জনসাধারণ এরকমই [illegible] করে নিতান্ত [illegible]।

কিছু আধুনিক জনগণ মনুষ্যরূপ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করে। কিন্তু তাদের চিন্তা শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল [illegible] নিতান্তই। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার [illegible], কিন্তু [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে পরমাণুর চিন্তা করে। [illegible] হয় যে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করছেন। এই [illegible] চিন্তার [illegible] [illegible] হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা উচিত [illegible]। [illegible] করা হয় [illegible]। [illegible] নিরন্তর কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত। [illegible] অনুকূল অনুশীলন [illegible]। [illegible] শিক্ষা [illegible] কর্মী হচ্ছে কৃষ্ণভাবের প্রতিকূল অনুশীলন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং [illegible] ইতিমধ্যেই [illegible] বিবরণ করেছি যে, তাঁর শ্রীবিগ্রহ [illegible] নয়, কিন্তু তা [illegible]। এই [illegible] কৃষ্ণভাব অনুশীলন করে [illegible] যে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করেন, তা হলে [illegible] [illegible]।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] পরম পুরুষ [illegible] পরম [illegible] [illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] অনুশীলন করা হয়। এই [illegible] [illegible] হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে [illegible]। [illegible] শ্রীবিগ্রহের [illegible] [illegible] করা উচিত এবং [illegible] [illegible] হয়ে যায়। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বলিলেন, ভূয়ঃ—পুনরায়, এব—নিশ্চয়ই, মহাবাহো—হে বলিষ্ঠ, শৃণু—শ্রবণ কর, মে—আমার, পরমম্—পরম, বচঃ—বাক্য, যৎ—যা, তে—তোমাকে, অহম্—আমি, প্রীয়মাণায়—যাহার চিত্ত পরম আনন্দ লাভ করে, বক্ষ্যামি—বলিব, হিতকাম্যয়া—হিত কামনায়।

পীতার পাঠ

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আবার বলি যে শুন পরম বচন।
তোমার মঙ্গল হেতু করি নিবেদন ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বলিলেন—হে মহাবাহো! পুনরায় শ্রবণ কর। তোমার হিত

অবস্থার চিত্র পাওয়া, যদি কোনও বিবেকবান ব্যক্তি পূর্ণ বা আংশিক, তবে কোনও বিকৃতি তার থাকবে।

তাৎপর্য

অনেকে পাশ্চাত্য বাসনা করে পাশ্চাত্য পুঁথি পাঠ করেছেন, যিনি পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ—যাঁর মধ্যে পাওয়া ঐশ্বর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই জগতে প্রকাশ হিলেন, তিনি দুষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঁথিগুলি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর পাশ্চাত্য পুঁথির মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই যাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাঁর বিভূতি ও ঐশ্বর্যবিকাশ সম্বন্ধে অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান প্রদান করেছেন। পূর্ণ ভক্তির মাধ্যমে যোগের সঙ্গ করে ভগবান যাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে নিজে আছে, সেই কথা বিশ্লেষণের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এখন এই অধ্যায়ে তিনি যাঁর বিভিন্ন বিভূতির কথা অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তিনি যাঁর বিভিন্ন শক্তির কথা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যাতে অর্জুনের জ্ঞানের পূর্ণ অভিবৃদ্ধি সাধিত হয়। এই অধ্যায়ে তিনি আবার অর্জুনকে যাঁর বিভিন্ন ঐশ্বর্য ও বিভূতির কথা বোঝাচ্ছেন।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানার্জনের কথা যতই জানা করা যায়, জ্ঞানবৃদ্ধির ততই অভিবৃদ্ধি হয়। অবশ্যই জ্ঞানবৃদ্ধির কথা সর্বদাই জানা কথা বিষয়, তাতে আরও অধিক বৃদ্ধি হয়। যাঁর সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তমের পাশ্চাত্য প্রজ্ঞাবী, যাঁরাই কেবল অবশ্যই জ্ঞানবৃদ্ধির কথা আলোচনা করতে সক্ষম। পাশ্চাত্যে এই ধরনের মহাজ্ঞানের আলোচনা পাওয়া যায় না। ভগবান শঙ্করাচার্য অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন যে, যেহেতু অর্জুন যাঁর অতি প্রিয়, তাই যাঁর কল্যাণের জন্য এই সমস্ত কথা আলোচনা হচ্ছে।

শ্লোক ২

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

ন—না, মে—আমার, বিদুঃ—জানেন, সুরগণাঃ—দেবতাগণ, প্রভবম্—উৎপত্তি, ন—না, মহর্ষয়ঃ—মহর্ষিগণ, অহম্—আমি, আদিঃ—আদি কারণ, হি—অবশ্যই, দেবানাম্—দেবতাদের, মহর্ষীণাম্—মহর্ষিদের, চ—ও, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

বঙ্গানুবাদ

দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি জানতে পারেন না, কেন না, সর্বতোভাবে আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর থেকে যেহেতু সবে সেই এই, তিনি সর্ব কারণের পরম কারণ। এখানেও ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত দেব-দেবী ও ঋষিদের উৎস। এমন কি দেব-দেবী এবং ঋষিরাও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না। তাঁরা তাঁর নাম ও অবস্থান উপলব্ধি করতে পারেন না, কেননা এই অতি ক্ষুদ্র মাত্রের বদ্ধজীবের পক্ষে যা অসম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগণ যেমন যে এই পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষের মতো অবতীর্ণ হয়ে পরম আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন আছেন, তা মেনেই নিতে পারে না। তাঁরা পাশ্চাত্যের যেমন উচিত যে, তাঁদের পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা কর না। এমন কি অন্যান্য দেব-দেবী এবং মহান ঋষিরাও মহাজাগতিক মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেননি। শ্রীমদ্ভাগবতের স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এমন কি মহর্ষিরা বেদশাস্ত্রের পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের শক্তিতে অসম্পূর্ণ উপায়ের দ্বারা অনুমান করতে পারেন এবং তার ফলে নির্বিশেষবাদের দার্শনিকতায় উপনীত হতে পারেন, যা কেবল অজ্ঞানের অভিব্যক্তি, কারণ অজ্ঞানতাই কারণ হয়ে তাঁরা কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, কিন্তু এই জ্ঞানের নির্ভুল অনুভবের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

ভগবান একথাও পাশ্চাত্যদের বোঝাচ্ছেন যে, যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চায়, "আমিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, আমিই সেই পরমেশ্বর।" এটি কেবলমাত্র তাঁরই উচিত। পাশ্চাত্যের ভগবান অভিব্যক্তির, যদি তিনি ভগবানের কাছাকাছি পাওয়ার

[illegible] উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু অনুভব তিনি করেন। আমরা কিন্তু [illegible] ও শ্রীকৃষ্ণলোকের বাসী [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারি। তার [illegible] দিয়েই পরিচয় অর্জিত, তার [illegible] শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র-[illegible] অনুভব করতে পারে, কিন্তু [illegible] তাঁর ইচ্ছায় না হলে পারি পার [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে না।

যেহেতু অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে এই সমস্ত আচরণীয় লীলা কৃত্য করেন। কিন্তু [illegible] অহৈতুকি লীলা সম্বন্ধে [illegible] করেন, এই সম্বন্ধে আচার্যগণ [illegible] অনুভবের জন্য [illegible] বলেছেন যে, নিত্যসিদ্ধ প্রেমী ভক্তগণ [illegible] তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনিই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] নিত্য-উপলব্ধি নিয়ে কিছু [illegible] পারেন না। জীবের [illegible] ও [illegible] তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার [illegible] তাঁরা জীবের [illegible] পারেন। [illegible] ছাড়া [illegible] জীবের [illegible] পারে না। তাই [illegible] জীবের [illegible], তাহলে কি? [illegible] কি? - [illegible] তিনি, জীবের [illegible] করা উচিত।

শ্লোক ৪

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

যঃ—যিনি, মাম্—আমাকে, অজম্—অজন্মা, অনাদিম্—অনাদি, চ—এবং, বেত্তি—জানেন, লোক—সমস্ত জগতের, মহেশ্বরম্—ঈশ্বর, অসম্মূঢ়ঃ—মোহমুক্ত হয়ে, সঃ—তিনি, মর্ত্যেষু—মরণশীলদের মধ্যে, সর্বপাপৈঃ—সমস্ত পাপ থেকে, প্রমুচ্যতে—মুক্ত হন।

বিশ্বনাথ টীকা

যে মোহে অনাদি আদ্যা লোক মহেশ্বর ।
নজিনু আত্মাকে মোহ আদাতে অজ্ঞান ॥

মহাদেবকে অনাদ্যন্ত বেদ্মি বাদ্মি হয় ।
এই সত্য জানি যার সর্ব পাপ যায় ॥

অনুবাদ

যিনি আমাকে অজন্মারহিত, অনাদি ও সমস্ত প্রকাশলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনিই কেবল মানুষদের মধ্যে মোহমুক্ত হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

সপ্তম অধ্যায়ে (৭/৭) বলা হয়েছে যে, অনুগামী আচার্যের কাছে শিষ্যকে— যাঁর আত্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা, তাঁকে অবশ্যই অনুসরণ করা। আত্ম-তত্ত্ববিদের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানকে জেনে নিতে হবে। কিন্তু পরমেশ্বর আর ভগবানের আচার্যগণ পুরুষোত্তম হয়ে অবতীর্ণ, তাই একজন কেবল উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, অর্জুনের মতোই ও অন্য। একমাত্র তাঁরা তাঁকে জানতে উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁরাই কেবল পরম সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে অধিষ্ঠিত। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর সম্পর্কিতে উপলব্ধি করতে পারে কারণ যাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান রূপে সম্পর্কিতে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।

একমাত্র তাঁরা অজন্মারহিত বলে অবতরণে বর্ণিত করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'অপ্রাকৃত'। যিনিই অবতার হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেন বলে মনে করা হয়েছে, কিন্তু অবতার জীব নয়। জীবের জন্মগ্রহণ করতে এবং জৈবিক অবস্থার মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করতে, কিন্তু অবতার হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি জীবাত্মার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করতে, কিন্তু অবতারের কোনো কোনো পরিবর্তন হয় না। এমন কি তিনি যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অপ্রাকৃতিকতা থেকে অবতরণ করেন। তাই ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, অবতার বলে সমস্তই তাঁর অজন্মা পরিচয়ে অধিষ্ঠিত। তিনি অনাদি, অনুপম। জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি অজন্মা। তিনি বলে সমস্তই তাঁর বিভূতি পরিচয়ে অবতরণ করেন।

এই শ্লোকে যেটি লোকমহেশ্বরম্ বলেছেন তিনিই বলে যে, অবতার শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিশ্বজগতের সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং তা বলতেও জন্ম তিনিই। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। লোক-লোকীর অবতারেই এই জড় জগতে সৃষ্টি হয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে, তিনি কখনও সৃষ্টি হন না, তাই তিনি ব্রহ্ম, শিব আদি সমস্ত দেবতাদের থেকেও ভিন্ন। যেহেতু তিনি ব্রহ্ম, শিব ও অন্যান্য সমস্ত লোক-লোকীর সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি সমস্ত প্রকাশলোকের পরম পুরুষ।

[illegible] যখন পুরুষ দেহের ভিন্ন এবং অবিনাশী স্বরূপ জেনে নিজ স্বরূপকে জানতে পারেন, তিনি তখনই সমস্ত পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন। পাপের স্বরূপকে জানতে হলে যে প্রকারের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র জড়ির মাধ্যমেই ঔষধ জানা যায়, এ দ্বারা অন্য রোগ উপশমে ঔষধ জানতে পারা যায় না। সেই জন্য ভগবদ্গীতার পাঠ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে কখনই একজন সাধারণ মানুষ মনে করবে না। পুরাণে সেই পাঠকে বলা হয়েছে যে, একবার যদি জড়ি শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ মনে করে। সেই কথাই এখানে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বলা হয়েছে। যে মানুষ মূর্খ নয়, তিনি বাস্তবে বুদ্ধিমান, তিনি জানেন যখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে পাঠানো এবং তার কারণে তিনি সব প্রকারের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণ যদি সেকালের পুরুষ হন, তা হলে তিনি আজ কি করে? সেই কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে—তিনি যখন সেকালে এক মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর আদি চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আবার তিনি নিত্যরূপে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যা বিধি করা হয়, তা অভ্রান্ত। যা কিছু জগতের সব কিছুর সাথে সেভাবে সম্পর্কিত হয় না। কিছু জগতের সব ও সবকিছু সম্পর্কে যে কারণ তা হল—যেটি সবচেয়ে গুরুত্ব অর্জিত করেছে, কারণ এটি কিছু জগতের সব কিছুতে বিদ্যুৎ সেই। সব বিদ্যুৎ আসছে, কারণ এটি জন্য উপাদিই হচ্ছে কারণ। আমরা সেকালে বলেছি যে, যা সব। কারণ জড়ি ও চেতনা মানুষে কৃষ্ণভাবনামৃতের বাস্তবিকতাকে উপেক্ষা করলেই তিনি নির্দেশিত। যদি আমরা অনুভবী সব কর্ম সম্পাদনে জানতে পারি, তা হলে আমাদের পাপময় জগতের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা উচিত। সেই পথের নির্দেশ আমরা শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সংগ্রহের কিছু থেকে পেতে পারি। কারণ যেহেতু পাপময়ের জগতের অধিবাসী, তাই তাঁর নির্দেশ জড়জগতের পাপময়ের জগতের নির্দেশ। পাপময়, পাপ ও পাপ এগুলি নির্দেশ করে থাকে। এই বিষয়ে নির্দেশের আগে কোন কারণ নিয়োগ নেই। বাস্তবের নির্দেশ অনুসারে অধিক পাপময় কর্ম কিছু জগতের পাপ প্রকারের ফল যা পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত থাকে। কর্মফলের অধীনস্থ অনুসারে আমাদের হচ্ছে কারণ নিয়োগ এবং আমাদের পাপ হয় থাকবে। জগদ্গুরুদের যদি অবতারের কারণ জানতে পারা যায়, তিনি

কর্মফলাধীনে কর্ম করেন, যেহেতু সেই কারণে কর্ম করতে তিনি জগদ্গুরুর স্থানে নিয়োজিত হয়েছেন এবং তিনি তাঁর কর্মফলের প্রতি আসক্তি নেন। (অর্থাৎ কর্মফলের), তিনিই হচ্ছেন যথার্থ পরমাত্মা। জগদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে তিনি কর্মফলের কাজে, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ পরমাত্মা ও যোগী। পরমাত্মা ও যোগীর পোশাক পরিধানে যোগী হওয়া যায় না।

শ্লোক ৪-৫

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অসম্মোহঃ—সম্মোহমুক্তি; ক্ষমা—ক্ষমা; সত্যম্—সত্যবাদিতা; দমঃ—ইন্দ্রিয় সংযম; শমঃ—মনঃসংযম; সুখম্—সুখ; দুঃখম্—দুঃখ; ভবঃ—জন্ম; অভাবঃ—মৃত্যু; ভয়ম্—ভয়; চ—ও; অভয়ম্—অভয়; এব—ও; চ—এবং; অহিংসা—অহিংসা; সমতা—সমতা; তুষ্টিঃ—সন্তুষ্টি; তপঃ—তপস্যা; দানম্—দান; যশঃ—যশ; অযশঃ—অযশ; ভবন্তি—উৎপন্ন হয়; ভাবাঃ—ভাব; ভূতানাম্—জীবদের; মত্তঃ—আমার থেকে; এব—অবশ্যই; পৃথগ্বিধাঃ—বহু প্রকার।

বঙ্গানুবাদ

বুদ্ধিজ্ঞান নির্মল মোহ বুদ্ধি যাহা হয়।
সত্য যে আমার তাহা জানের বিষয় ॥
সত্য, দম, শম, ক্ষমা, সুখ, দুঃখ, ভয়।
অভয়, অবাধন আর অহিংসা যা হয় ॥
সমতা, তুষ্টি, তপ, দান যা জান।
সকল জীবের জান আমা হিতু জান ॥
আমি হয় সৃষ্টিকর্তা পৃথক পৃথক।
বুদ্ধিমান যেবা হয় বুঝয়ে নিশ্চিত ॥

অনুবাদ

বৃদ্ধি, জ্ঞান, স্মরণ ও রোগ: রোগে বৃদ্ধি, অজ্ঞ, স্মরণশক্তিহীন, ইন্দ্রিয়-সংযত, জ্ঞানসম্পন্ন, দুঃখ, সুখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, সাহস, অধীরতা, সমতা, সহিষ্ণুতা, কৃপণতা, ধৈর্য, বল ও অজ্ঞান—প্রাণীদের এই সমস্ত গুণ প্রকার ভেদে তাদের থেকেই উৎপন্ন হয়।

ভাবার্থ

জীবের যা স্বভাব তাহাকেই—জ্ঞানী, রোগ অথবা অজ্ঞানী রোগ, তা অর্থাৎ বিদ্যুৎকেই বৃদ্ধি বলা। সেই শব্দকে একমাত্র নিরুক্তিবিধানে জানিয়া করা হয়েছে।

অর্থাৎ—যেমন নিজে-পক্ষে বিজ্ঞান করার জন্যেরাই বলা হয় বুদ্ধি এবং বাহ্য ও অন্তরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার যেখানে বলা হয় জ্ঞান। কিন্তু বস্তু শব্দকে নির্ণয়বিধানে শিক্ষা যাহাকে বলে যে জ্ঞান বাহ্য হয়েছে বলে তা স্মরণের জন্য এবং যেখানে এখানে জ্ঞান বলে বীকার করা হয়েছে না। আবার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান ও রোগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। অন্যগুলি সুখের নিমিত্ত যেমন শব্দের যেমন তখন জ্ঞানী বাহ্য হওয়া যায় না। যেমনটি যেমন বাহ্য নিরূপণ ও বাহ্য যেমন তাহাদের বিধিবেদী প্রাণিকির। তাই এই যেমনটি নিজে অসম্পূর্ণ।

অর্থাৎ, অর্থাৎ স্মরণ ও রোগ যেমন বুদ্ধি তখন লাভ করা সম্ভব, তখন অবশ্য অন্যান্যগুলি নির্ণয়বিধানে পাওয়া করার জন্য নিজে যেমন হয়। বীজের বীজ কিন্তু নির্ণয়বিধানে যে তখন যেমন যেমন দূর হয়। পক্ষান্তরে যেমন কিছুটা গ্রহণ করা উচিত নয়, তা কিছু গ্রহণ করা উচিত অন্যকর্তব্য ও অন্যের পক্ষে। অন্য অন্যগুলিকে করা উচিত, অধিকতর হওয়া উচিত এবং অন্যদের পুনঃ পুনঃ-অধীনতা অর্থাৎ করে যেমন উচিত। অন্যের অর্থাৎ অন্যের জন্য অন্যদের বুদ্ধিমান তাদের পাশাপাশিভাবে জন্য করা উচিত। অন্যদের কখনই বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। অন্যান্যদের বীজ অন্যান্যের বলা হয় যে, তারা করা যেমন অর্থাৎ যে অর্থাৎ অর্থাৎ অন্যান্যের অন্যান্যের অন্যান্যের

[illegible] হচ্ছে অধ্যায়ের অভিধি অধ্যায় না কাজ বা অধ্যায়ের বিষয়ে না কাজ। [illegible], [illegible], [illegible] ব্যক্তিরা যে সমস্ত কাজ করেন [illegible] তাদের কাজগুলি [illegible] কাজ। অধ্যায়, [illegible] বা [illegible] ব্যক্তিদের দিক থেকে [illegible]। [illegible]-শব্দটির সম্পর্ক [illegible] বিষয়ে [illegible]। [illegible] শব্দটির অর্থ হচ্ছে [illegible]-[illegible] সম্পর্কে [illegible] শিক্ষা দেওয়া। [illegible]-[illegible] সম্পর্ক [illegible] হচ্ছে শাস্ত্রবর্ণিত [illegible] উপলব্ধি করা। সুতরাং যে শাস্ত্র বা যে অনুশাসন এই উদ্দেশ্যে মানুষকে শিক্ষিত করে না, তা মনুষ্য-শরীরের [illegible] উপকারক [illegible]। যে [illegible] অধ্যায়-[illegible] [illegible] বিষয় [illegible] শাস্ত্র [illegible] দিতে [illegible], [illegible] হচ্ছে সম্পর্ক [illegible]।

সমস্যা কাজের [illegible] আলোচনা ও সিদ্ধান্তের [illegible]। [illegible] আলোচনা ও [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible]। আলোচনা [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] হয়ে [illegible] কাজের [illegible] হওয়া উচিত। [illegible] যা অনুকূল তা গ্রহণ করা উচিত, যা প্রতিকূল তা বর্জন করা উচিত। [illegible] কাজ হয় [illegible]। [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না বা বর্জনে [illegible] না।

[illegible] কাজের [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] করা।

[illegible] কাজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অবতারে নিজের স্বরূপ বোঝাতে। তিনি পরাতত্ত্বের স্বরূপের দেখাতে নিরন্তর নিজের পরিচয়, তিনি স্বরূপতত্ত্বে পরমাত্মাকারে সর্বত্র অনুপ্রবেশের নিজের স্বরূপ বোঝাতে।

যদ্যপি বা কাম, যদি আত্মারাম দেখি না দেখে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছেন স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। এই বস্তু জগতে কেবল বিস্তৃতি প্রকাশিত হচ্ছে পারে না, যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নেই। যেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যদিও আত্মারা প্রাপ্তি যে, প্রতিটি বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের এটি নিশ্চয়ই জানা উচিত যে, সব কিছু পূর্ণতার পূর্ণতাই হচ্ছেন স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৬

মহাবিষ্ণু জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

মহাবিষ্ণু—মহাবিষ্ণু, জগৎ—জগৎ, কর্তা—কর্তা, মায়য়া—মায়ার দ্বারা, যঃ—যিনি, সৃজতি—সৃষ্টি করেন, অদঃ—এই সমস্ত, তস্য—তাঁর, অবতারঃ—অবতার, এব—নিশ্চয়, অয়ম্—এই, অদ্বৈতাচার্য—অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর।

শ্রীরূপের গান

মহাবিষ্ণুর্যো জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়ং কৃষ্ণদাসঃ সদাশিবঃ ॥

অনুবাদ

মহাবিষ্ণু, যিনি জগৎ সৃষ্টিকর্তা, যাঁর মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি অদ্বৈতাচার্য রূপে জগৎ উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং এই জগতের স্বামী-স্বরূপ আদি সদাশিব রূপে জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

পরাতত্ত্বের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং এই স্বরূপের অভিব্যক্তিতে সর্বশক্তি সমন্বিত পরমেশ্বরের নিজের স্থান করেছেন। সৃষ্টির আদিতে পরাতত্ত্বের স্বরূপের উপলব্ধি নেই শক্তি

থেকে প্রথম জীব প্রকাশ সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা থেকে সত্ত্ব শক্তি এবং তিনটি আদি প্রজাপতি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা ও অন্যান্যদের এবং তাদের চতুর্দশ মনুর সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অদ্বৈতাচার্য হচ্ছেন পরম প্রকাশের জীবসমূহের নিয়ন্ত্রণের। এই জগতের স্বামীর প্রকাশ করেছে এবং তাঁরই প্রকাশের অবিনশ্বর সত্যের সত্যের এবং তাঁরই প্রকাশের পরম চরম তাঁরই-কথা বলেছিল। তাই পরমেশ্বরই এই পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণের ধারা প্রাপ্ত। ব্রহ্মা সেবকদের পরমের নিজের অনুসারে এবং পরম অনন্ত কর্তাদের অনন্তের পরের পর প্রকারের পাওয়া নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছে হয়। তারপর ব্রহ্মা থেকে অনন্ত, অনন্ত, অনন্তের ও অনন্তজনের আবির্ভাব হয়। তার পরে তার ও সত্ত্ব শক্তি এবং এরপরেই পরম ব্রহ্মার ও অধিষ্ঠাতা পরম পুরুষোত্তমের কলাবতার শক্তি থেকে প্রকাশিত হচ্ছেন। প্রকাশের পরে হয় নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রতিষ্ঠাতা। তারপর, তিনি নিয়ন্ত্রণের প্রকাশের শিখর। কবিকর্ণপূরের প্রকাশের কারণের (১১/৮৬) এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

এবাং বিষ্ণুর্বিং যোগং ত্ব সম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

এবাম্—এই সকল, বিষ্ণুর্বিম্—বিষ্ণুর, যোগম্—যোগ, চ—ও, তত্ত্ব—তাত্ত্বিক, যঃ—যিনি, বেত্তি—জানেন, তত্ত্বতঃ—যথাযথভাবে, সঃ—তিনি, অবিকল্পেন—অবিচলিত, যোগেন—অবিচলিত ভাবে, যুজ্যতে—যুক্ত হন, ন—না, অত্র—এই বিষয়ে, সংশয়ঃ—সংশয়।

শ্রীরূপের গান

তাসাং তত্ত্বপ্রকাশ শক্তি বা বিষ্ণুর্বিং।
সত্ত্বং জিগমিষি যোগ যেই যে জানিল ॥
এই সব তত্ত্ব যারা নিশ্চিত জানিল।
অবিচলিত যোগে তারা যে যুক্ত হইল ॥

অনুবাদ

যিনি তাদের এই বিষ্ণুর্বিং ও যোগ তত্ত্বজ্ঞানে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে অবিচলিতভাবে যুক্ত হন। এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

ভাবার্থ

পরমেশ্বরের বিভিন্ন অংশীরূপ বিষ্ণু হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশ। যখন কোনো লোক অথবা অবতারের অন্তরে বিষ্ণুতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অবস্থান না করে, তখন তাঁকে অভিজ্ঞতার দ্বারা ভগবানের সেবায় নিযুক্তির স্তরে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারে জানা যায় যে, তাঁকে অবতার বলা হয়। কিন্তু অবতার যেমন হোন, তাঁর স্তরের বিভিন্নতাকে অস্বীকার করা যায় না। একথার দ্বারা তাঁর নিম্ন পদবি বলা হচ্ছে। অবতার যখন অবতারের মধ্যে পরমেশ্বরের অবতারে আসেন, তখন অবতার অবতারিকারের দাস হয়ে আত্মসমর্পণ করে অভিজ্ঞতার দ্বারা সেবার প্রভু হন। যখন অবতার অংশবিশেষরূপে অবতারের বিষ্ণুতত্ত্ব পরমেশ্বর হন, তখন অবতারের স্তরের অন্তর-পার্থক্য করে তাঁকে বিষ্ণু সেবার উপযুক্ত হয়। এই অবতারের শ্রীচৈতন্যদেব, অদ্বৈতপ্রভুর আদি পার্ষদেরা পরিষ্কার জানতে পারা যায়।

এই শ্লোকের পরিভাষায় যে তেত্রিশটি বিভিন্ন অবতারের বিষ্ণুতত্ত্ব আছেন এবং তাঁদের প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন ও প্রজাপতিগণ। ব্রহ্মাজীর পরিপ্রকাশ যে প্রজাপতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এই সমস্ত প্রজাপতির পরিপ্রকাশ পাওয়েছেন অবতার শ্রীকৃষ্ণ থেকে অবতারের আবির্ভাব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারদের অধিপতি।

এই সমস্ত অবতারের স্বরূপ বিভিন্নতা অত্যন্তই সরল। এই সমস্ত অবতারের চিত্তে যখন কৃষ্ণ বিস্মৃতির উদয় হয়, তখন তাঁরা পরীক্ষা করা সমস্যায় ও নিরাশায়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি এবং তখন তাঁদের সেবার প্রভু হন। তেমনিভাবে সমস্যায় অবতারের সেবার অভাবজন্য উপযোগের বৃদ্ধি করার জন্য অবতার/অংশ পরমেশ্বর এই জন্য অবতার গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কখন কৃষ্ণ প্রভাব বা পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর অবতারের অবতার অবতারের কথা উচিত নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রভু পরমেশ্বর অবতার হওয়ার কারণ অবতার ঐশ্বরিক শক্তি পরমেশ্বর ঈশ্বর সেবার নিযুক্ত হয়ে থাকি।

শ্লোক ৮

অন্যে সর্বেপি প্রকাশাঃ অন্যে সর্বে প্রকাশকাঃ ।
ইতি ভক্তা ভজন্তে যং কৃষ্ণং ভাবপরায়ণাঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে—অন্যেরা, সর্বেপি—সকলেরা, প্রকাশাঃ—বিভিন্নতা থেকে, অন্যে—অন্যের থেকে, সর্বে—সব বিষ্ণু, প্রকাশকাঃ—প্রকাশিত হয়, ইতি—এভাবে, ভক্তা—ভক্তের, ভজন্তে—ভজনা করেন, যং—যাঁকে, কৃষ্ণং—পরিপূর্ণ, ভাবপরায়ণাঃ—ভাবযুক্ত হয়ে।

বাংলা অনুবাদ

অন্যেরা কৃষ্ণ ও প্রকাশ অবতারের সব বিষ্ণুতত্ত্ব উদ্ভব। সব বিষ্ণু অবতার থেকেই প্রকাশিত হয়। যেই ভক্ত অনন্য ভাবে পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভক্তি সহকারে অবতারের ভজনা করেন।

ভাবার্থ

যে সমস্ত পার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যলীলায় যুক্ত থেকে অবতার ঐশ্বরিক সমস্ত লক্ষণ লাভ করেছেন, এবং যেই শিক্ষা বিস্তারের জন্যে অবতারের হয়ে তা তুলেছেন, তাঁরা জানেন যে, অবতার ও অবতারের উদ্ভব অবতারের সব বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত এবং যেই ভক্তজনেরা সমস্ত অবতার তাঁরা অনন্য ভক্তি সহকারে অবতারের সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁরা কখনই অবতারিকার বা মূল অবতারের অবতারের মধ্যে পার্থক্য করেন না। সমস্ত ঐশ্বরিক শাস্ত্র এক বাক্যে স্বীকার করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীর উদ্ভব। অমর কোষে (দেবাধিদেবাদী ঐশ্বরিকম ১/১.৪৪) বলা হয়েছে, যে ব্রহ্মলোক বিষ্ণুমূর্তি পূর্ণ যে তাঁর দেবতাদের অবতারের ও কৃষ্ণ—"ব্রহ্মা, তিনি পুরুষোত্তম ঐশ্বরিক স্তরে উন্নত করেছে, তিনি যেই স্তরে সৃষ্টির অধিনেতা শ্রীকৃষ্ণের নাভি থেকে প্রাপ্ত হন।" অমরের পুরুষোত্তম ব্যাখ্যায় ঐশ্বরিকম (১) বলা হয়েছে, "অন্য পুরুষের ও তাঁর ব্যাখ্যাকারকের প্রকাশ করেছেন—"অবতার পরমেশ্বর ভগবান প্রাপ্তি সৃষ্টির শিক্ষা করেন।" ঐশ্বরিকমে অবতার বলা হয়েছে, অবতারের ব্রহ্মা করেছে, অবতারের প্রকাশকারীর প্রকাশকারে, অবতারের শিক্ষা করেছে, অবতারের অবতারে অবতারের, অবতারের একমাত্র প্রকাশ করেছে অবতারের, নারায়ণের প্রকাশকারীরা—"অবতারের হতে ব্রহ্মার জন্ম হয়, অবতারের হতে, প্রজাপতিদের জন্ম হয়, অবতারের হতে শিবের জন্ম হয়, অবতারের হতে অধীশ্বরের জন্ম হয়, অবতারের থেকে অবতারের জন্ম হয় এবং অবতারের থেকে জ্ঞান অধিকারের জন্ম হয়।" এই অবতারের হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ।

যেই একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮)—"সেবাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫) অবতার বলা হয়েছে, যাঁরা তাঁর ব্যাখ্যাকারী ও ব্রহ্মা ও ঈশ্বরের বাহ্যিক আদি আদি যেমন পরমপুরুষী

এ সম্বন্ধেই এ কথা—"সৃষ্টির আদিতে কেবল আমি পুরুষ নারায়ণ ছিলাম। ব্রহ্মা ছিল না, শিব ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য ছিল না।" (মহা ভীষ্মপর্বে ১।) অন্য ভীষ্মপর্বেও আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, নিজের জন্মী হয় পরাবেশ অবস্থাতেই সমুদ্রোদয় হয় (পরে)। এরপরেই বোঝা গেল হয়েছে যে, ব্রহ্মা ও শিবের তিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই পরাবেশ অবস্থাই হচ্ছেন পরমেশ্বর পরাবেশ।

বোপদেবে শ্রীকৃষ্ণের পরাবেশ—

> অহমাদিহি হ এবাসং নারায়ণপরো ধ্রুবঃ।
> সৌ হি ব্রহ্মা চ শিবশ্চেন্দ্রো ব্রহ্ম মহাবিভূতিরহং ॥

"আমিই আদি, এবং এ কথা নারায়ণে আমি সৃষ্টি করেছি, সেখানে ব্রহ্মা বা আকাশ নই। আমার, ব্রহ্মা আমার মহাবিভূতির দ্বারা নিয়োজিত।" আবার পুরাণেও বলা হয়েছে—

> নারায়ণো পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ।
> তস্মাদ্ রুদ্রোঽভবদ্ দেবো ন চ সর্বজ্ঞতা পরঃ ॥

"নারায়ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম, তাঁরই থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁর থেকে শিবের জন্ম হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং সৃষ্টির উৎস এবং তাঁরই জন্য হয় সব কিছুর নির্দিষ্ট বিধান। তিনি বলেছেন, "যেহেতু সব কিছু আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আমি আমিই সব কিছুর আদি উৎস। সব কিছুই আমার অধীন। আমার উৎসের থেকেই এসেছে।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরম নিজের স্বরূপ থেকে এসেছে। অন্যত্র ও তিনি শব্দ থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি এই জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি কৃষ্ণস্বরূপেতে নিয়োজিত করেন এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্তের জননী। তাঁর কৃষ্ণরূপে অন্য সকলের থেকে কৃষ্ণ-স্বরূপের সমস্তকিছুতে লাভ করেছি, তারা নিয়োজিত পূর্ণ। পূর্ণশক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণরূপে একমাত্র পরমেশ্বর মধুর রূপে আসে আছে। পূর্ণশক্তি ব্রহ্মাদেবের স্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপের অন্যতম, তিনিই হচ্ছেন উৎস নয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরীতে সমস্ত অবতারগণের তারা ও পরমেশ্বর স্বয়ংরূপের মধ্যে যুগ্ম ব্রহ্মার ও পরমেশ্বর নির্দেশ স্থানে অধিকার অনুশীলন করা উচিত।

শ্লোক ৯

> মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
> কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

মচ্চিত্তাঃ—যাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আমাতে সমর্পিত, মদ্গতপ্রাণাঃ—যাঁদের প্রাণ আমাতে সমর্পিত, বোধয়ন্তঃ—বুঝিয়ে, পরস্পরম্—পরস্পরকে, কথয়ন্তঃ—আলোচনা করে, চ—ও, মাম্—আমার সম্বন্ধেই, নিত্যম্—সর্বদা, তুষ্যন্তি—তুষ্ট হয়, চ—ও, রমন্তি—আনন্দের আনন্দ লাভ করেন, চ—ও।

গীতার গান

> আমার সমস্ত চিত্ত মজিছে মধুরাস।
> পরস্পর বুঝে পরে আনন্দে উল্লাস ॥
> আমার যে কথা নিত্য বলিয়া তুষিছে।
> যেমন রমণ করে রমিছে রমিয়া ॥

অনুবাদ

যাঁদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণভাবে আমাতে সমর্পিত, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তুষ্ট ও অফুরন্ত আনন্দ লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভক্ত যারা, যাঁদের ভগবদ্ভক্তি কথা একমাত্র সত্য হয়েছে, তাঁরা সর্বদাই পূর্ণভাবে ভগবানের সর্বাকর্ষক প্রেমভক্তিতে যুক্ত থাকেন। তাঁদের মন কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল থেকে বিচ্যুত হয় না। তাঁরা সর্বদাই অন্যান্য বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার মধ্যে আমার লক্ষণ এই প্রকারে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান্ নিজের প্রতিনি সর্বদাই ভগবানের লীলাবস্তু কীর্তনে রত থাকেন। তাঁদের আচরণ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্ভক্তিতে নিমগ্ন থাকে এবং আমাতে আমার সঙ্গে তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে পরমের আনন্দ উপভোগ করেন।

ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে ভক্ত ভগবানের প্রেমের মাধুরীতে আত্মপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করেন এবং পরিণত অবস্থায় তাঁরা আনন্দ-প্রেমে সমৃদ্ধশালী হয়ে থাকেন। একমাত্র আত্মপূর্ণ ভাবে অধিষ্ঠিত হলে, তখন তাঁরা পূর্ণরূপে এই আনন্দ লাভ করতে পারেন, যা ভগবান তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তিতে জীবের উন্নতির শীর্ষ স্থান লাভের পথে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভগবানের বিভিন্ন রূপের আনন্দের জীব রমণ করে থেকেছে। আমাদের মধ্যে যেমন ভগবানের জীব সব সঙ্গের সাহচর্যে আনন্দের লাভ ভগবদ্ভক্তির বিভূতি বাহনের জন্য আনন্দের

[illegible] এই [illegible] চিত্র একটি বিশেষ [illegible] এবং [illegible] **হয়ে কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়ে হয়ে / হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে রাম রাম হয়ে হয়ে**—এই মন্ত্রোচ্চারণ [illegible] ও কীর্তনের [illegible] নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। চিত্র দেখুন, বিভিন্ন স্থান নিক্ষেপের ফলে একটি পাহাড়ে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই পাহাড়ের অধিকাংশ স্থানে [illegible] বর্ষিত হয়ে তার প্রবাহের আকারে [illegible] নিম্ন-অঞ্চলের প্রবাহোপরিতে [illegible]। নিম্ন-অঞ্চলেও এই ধারা বর্ষিত হয়ে থাকে এবং অবশেষে পার্থিব আকার শ্রীকৃষ্ণের [illegible] প্রবাহের [illegible] পূর্ণাকারে [illegible]। পরিশেষে, এই ধারা [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আকার [illegible] এবং [illegible] বিস্তার লাভ করে। একটি ধারা [illegible] [illegible] উৎপাদন করে, সেই অধিকারের [illegible] উৎপাদন করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান ও বীর্যবিকাশ ফল নিক্ষেপের পন্থা [illegible]। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ঊনবিংশতি অধ্যায়ে) এই অধিকারের পূর্ণ বিকাশ দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এই অধিকারের [illegible] পাশ্চাত্যবিদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] এবং [illegible] অবস্থার সাম্পর্কে পার্থিব আকারে পাওয়া যায়—চিত্র দেখুন একটি [illegible] [illegible] [illegible] পারে না। এই অবস্থায়, পাশ্চাত্যের [illegible] সাম্পর্কে আকার [illegible] [illegible] বিস্তারের [illegible]।

শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যায়ের সঙ্গে [illegible] এই [illegible] বিষয় সম্পর্কের [illegible] পরিপূর্ণ। আমি, শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] আমি [illegible] এবং সেই [illegible] [illegible] (১৭/১৮/১৯) বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible], ইন্দ্রিয়-বৃত্তির [illegible] বৃত্তির [illegible] সেই। শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে [illegible] ও [illegible] আকারের [illegible] [illegible] পূর্ণাকারে বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র [illegible] [illegible] আকারের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] আকারে [illegible] উৎপাদন করেন, চিত্র দেখুন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন করে থাকে।

শ্লোক ১৭

যেষাং সমাজুকামানাং জঙ্গমানাং শ্রীহিপূর্বকম্ ।
জ্ঞানি বৃত্তিতাসাং তং যেন আত্মপ্রসাদি যে ॥ ১৭ ॥

যেষাম্—যাদের, সমাজুকামানাম্—নিরাকৃত, জঙ্গমানাম্—অচিন্তুত যোগসাধনা দ্বারা, শ্রীহিপূর্বকম্—শ্রীহিপূর্বক, জ্ঞানি—জ্ঞান শক্তি, বৃত্তিতাসাম্—বৃত্তিতাসাম, তম্—সেই, যেন—যার দ্বারা, আত্ম—আমাকে, উপপদ্যন্তি—লাভ করে, তে—তারা।

বাংলা পদ্য

সেই নিরাকৃত যারা জঙ্গমের কুশল ।
শ্রীহিপূর্বক জ্ঞান দ্বারে বৃত্তিতাসা ॥
আমি সেই অধিযোগ জ্ঞানের আশ্রয়ে ।
আমার পাশ্রয় যার জ্ঞান লাভ করে ॥

অনুবাদ

যাঁরা অধিযোগ দ্বারা শ্রীহিপূর্বক আমার ভজনা করে নিরাকৃত, আমি তাঁদের সেই জ্ঞানশক্তির বৃত্তিতাসা যার আমি, যার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করে নিজে আমাকে পাওয়ান।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বৃত্তিতাসার কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা করেছি যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমরা স্মরণ করতে পারি। সেখানে আমাদের বলেছেন যে, যিনি ভক্তের বৃত্তিতাসা সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এখানে সেই বৃত্তিতাসার আলোচনা করা হয়েছে। বৃত্তিতাসার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম। সেটিই হচ্ছে পরাভক্তি বৃত্তিবৃত্তি। বৃত্তির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানশক্তি এবং জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে অধিকারের অধিকার জ্ঞানের জ্ঞানের। সেই শক্তি যাঁর প্রভুর আমার জ্ঞান-ধারা নিয়ে জ্ঞান এবং সেই উপদেশ কৃষ্ণভাবনার জ্ঞান-জ্ঞানের অধিকারের নিয়ুক্ত হন, তখন তাঁকে সেই অধিকারীকে বলা হয় বৃত্তিতাসা। পরমার্থে, বৃত্তিতাসা হচ্ছে সেই পন্থা, যার দ্বারা জড় জগতের পক্ষে থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। সমস্তটা পাওয়া লাভ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের প্রভুর সেই কথা জানা না। আমি, জ্ঞানযুক্ত ও সংযুক্তের কথা আমি আলোচনা। আমাদের অধ্যাপকগণ জানা উচিত যে, পাওয়া লাভ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই লাভ সম্বন্ধে জ্ঞানের হয়ে, শ্রীহিপূর্বক পরিচয়ে সেই পাওয়ার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার পার্থক্যের উপলব্ধি হওয়া যায় এবং অবশেষে সেই পাওয়া পাওয়া উপলব্ধি হওয়া যায়।

সেই সময় জ্ঞান-ধারণার লাভ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পাওয়ার অধিকার যোগ্যতা আমি আমাকে দান করে থাকেন, তখন সেই জ্ঞান শক্তির অধিকার লাভ হয় অর্থাৎ। সেই

[illegible] জানতে পারে যে, পরম সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য মহাজনের-অনুসৃত আচার্য আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁকে সেবা করে জানবার এবং সেই সেবা পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাঁর কাছে সব রহস্য উদ্ঘাটিত বা প্রকাশিত হয়, সেটিই হচ্ছে সেবার পরম পূর্ণতা। সেবার এই পূর্ণতাই হচ্ছে জীবনের আসল সিদ্ধি লাভ।

কোনো অধ্যাপক অথবা গুরু হয়তো কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক পড়তে পারেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য সর্বদা বুদ্ধি যদি ঠিক না থাকে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে গীতার যথাযথভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, তার অর্থে তিনি অনায়াসে গীতার কাছে নিজে থেকে পারেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপা লাভ পাবার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে গীতার ও ভক্তি সহকারে সর্বদা আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য গীতার যেসব একটি কথা আছে হয়ে এবং সেই কথা গীতার থেকে গ্রহণ করতে হবে। তবে যদি আত্ম-উপলব্ধির নিমিত্ত সাধনে কারো বুদ্ধিমত্তা না হয়, কিন্তু জড়িয়ে সাধনে জীবনিকভাবে অবস্থিত হন, তা হলে তাকেও গীতার পুরোপুরি প্রকাশ করেন, তার কাছে তিনি অবশ্য গীতার পাঠ করেন এবং অবশেষে গীতা তাকে নিজে থেকে পাঠান।

শ্লোক ১১

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

তেষাম্—তাঁদের; এব—অবশ্যই; অনুকম্পার্থম্—অনুগ্রহ করার জন্য; অহম্—আমি; অজ্ঞানজম্—অজ্ঞান-জনিত; তমঃ—অন্ধকার; নাশয়ামি—নাশ করি; আত্মভাবস্থঃ—হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে; জ্ঞান—জ্ঞানের; দীপেন—প্রদীপের দ্বারা; ভাস্বতা—দীপ্তিমান।

গীতার পাঠ

সেই, যে অনন্য ভাব নহেত অন্যেরে।
অর্জুন তাহে প্রকাশেন জ্ঞানদীপ আনি ॥
অন্ধকার অজ্ঞানেরে করি যে অশনি।
জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া করি তারে জ্ঞানী ॥

অনুবাদ

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত অন্ধকার নাশ করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীধামে [illegible] তখন তাঁর অনুগামী হয়েছিল। কাশীধামে অবস্থান করার সময় প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক বৈষ্ণব অনুগামী হয়েছিল। কাশীধামে অবস্থান করার সময় প্রকাশানন্দ সরস্বতী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীচৈতন্যের অহৈতুকী কৃপা লাভ করেন তখন তাঁর অনুগামী হয়েছিল। কাশীধামে অবস্থান করার সময় প্রকাশানন্দ পণ্ডিতের

পরিচয় দান করে এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর ভক্ত ভাবের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনই তাঁর ভক্ত ভাবের মাধ্যমে নিজেকে এবং পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভাবের মাধ্যমে সমস্ত মানবকুলের নিকট প্রকাশিত হন। তাঁর মাধ্যমে যদি শ্রীকৃষ্ণের এই একটি বিশেষ কৃপা।

কখন কখন জ্ঞান-প্রবাহের ঐতিহ্যের মাধ্যমেই অনুভবের মধ্যে অনুভবের পূর্ণতার জন্য আমাদের জন্য আমার হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জেনেছি পুরুষ হয়ে নিজের মধ্যেকার অন্য-সত্তার খোঁজ করি, তখন আমি শ্রীকৃষ্ণ জগতের সমস্ত আত্মার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আমার সব আত্মার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি পাই। পরে যখন শ্রীকৃষ্ণকে জেনেছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে জেনেছি তখন আমার মধ্যে হয়তো পাই, আমাদের অন্তরে অথবা অন্যের পুরুষিকাকার মধ্যেও নয়। প্রকৃতির মধ্যেকার আত্মপ্রকাশগুলির কিছু অংশ আমার চেয়ে বেশি বিস্তারিত হন না। তাঁর স্থিতির ধারণা আমাদের এই, কারণ তাঁর জন্য থেকে আমাদের পক্ষাবলম্বন পূর্ণ হয়ে যায়নি তাঁর সাধনের জন্যের সাধনা যেমনই হয় সমস্ত মানুষের নিকটে সেন, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা সেখানে অসম্পূর্ণ আমার কাছে তাঁর হন। এটিই হচ্ছে জ্ঞানমার্গীদের শিক্ষার পার্থক্য। জ্ঞানমার্গীরা আমাদের কাছে আমাদের আমাদের অভিজ্ঞতার জন্যের প্রভাবে আত্মজ্ঞানের মধ্যে যখন অভিজ্ঞতাকে তাঁর সেবার নিযুক্ত হয়ে পারি। অন্যদিকে যখন আমাদের অভিজ্ঞ সমস্ত পাবেন, তখন আমরা সব প্রকার জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত হই।

শ্লোক ১২-১৩

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; পরম্—পরম; ব্রহ্ম—পরম; পরম্—পরম; ধাম—ধাম; পবিত্রম্—পবিত্র; পরমম্—পরম; ভবান্—আপনি; পুরুষম্—পুরুষ; শাশ্বতম্—শাশ্বত; দিব্যম্—দিব্য; আদিদেবম্—আদিদেব; অজম্—অজন্মা; বিভুম্—সর্বব্যাপী; আহুঃ—বলেন; ত্বাম্—আপনাকে; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; সর্বে—সমস্ত;

দেবর্ষিঃ—দেবর্ষি; নারদঃ—নারদ; তথা—ও; অসিতঃ—অসিত; দেবলঃ—দেবল; ব্যাসঃ—ব্যাসদেব; স্বয়ম্—তুমি নিজে; চ—ও; এব—অবশ্যই; ব্রবীষি—বলছ; মে—আমাকে।

বঙ্গানুবাদ

অর্জুন বললেন—তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ। তুমিই দিব্য, নিত্য, আদি দেব, অজ ও বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি ঋষিরা তোমাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছ।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনের দ্বারা তাত্ত্বিকভাবে বর্ণনাকারীদের তাঁর সম্বন্ধে সমস্যাসমূহের জন্যের ইতিহাস দুটোতে পরম করেছেন। কারণ এখানে পরিচয়ের পরম হয়েছে যে, তাঁরই জীবনধারা থেকে পরমেশ্বর ছিল। এই অধ্যায়ে জ্ঞানমার্গীদের পরমতত্ত্বের প্রাপ্তির দুটো শ্লোক শেষের পর অর্জুন মধ্যের থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁকে পরিচয়ের ঘোষণা করলেন, "তুমিই ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, তিনি সকলের ও সব কিছুর আদি। অর্জুনও আজকে, এমন কি আগের থেকে জেনেছিলেন তাঁর

উপর নির্ভরশীল। অজ্ঞানতার কালাটী হচ্ছে অন্ধকার ও মোহজাত মনে করছে যে, তিনি পূর্ণ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। সেই কথা পূর্বাপরী শ্লোকে ভগবান নিজেই পরিষ্কার করেছেন। এখন, ভগবানের কৃপায় যদি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং সেই কথা শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অজ্ঞান বন্ধু বলে অর্জুন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বা পরমব্রহ্ম বলে মোহমোহ করেছেন। এই শ্লোক বুদ্ধির অর্জুন যা বলেছেন, তা সত্যই ঐতিহ্য পরম্পরায়। এখানে বলা হয়েছে যে, অর্জুন ভগবানের কৃপায় ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এ ছাড়া আর কোনভাবেই তাঁকে জানতে পারা যায় না। এখানে অর্জুন যা বলেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা বেদের নির্দেশ অনুসারে স্বীকার করতে হবে।

শ্লোকে উপলব্ধিতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর হচ্ছেন পরম বিষ্ণু স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরম বিষ্ণুটী পরম স্বয়ং। কৃতক উপনিষদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান, তিনি পরম বিষ্ণুর পরমেশ্বর, নিরাকার তাঁর উচ্চ স্থানের কারণেই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর এই নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বয়ং, যা ভগবদ্গীতার একটি স্তর। কৃষ্ণভাবনামৃত পরায়ণ কেবল ভক্তের ভক্তির সাহায্যে ভগবান হচ্ছেন এই স্তর। কেবল শুদ্ধ ভক্তি থেকে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম।

শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পবিত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পরম পবিত্র বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান পরমেশ্বর থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হন। পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ না করলে পরমেশ্বর থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন পরম পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তা ঐতিহ্য নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি। এই সত্য স্বয়ং ভূমি-অধিষ্ঠাতা দেবতা করেছেন, দেবতা ব্রহ্মা বলেন ভূমি হচ্ছেন দেবী।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর কারণে যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে। তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর অধিষ্ঠাতা। তিনি পরম ব্রহ্ম ঐতিহ্য প্রত্যয়মান, তাঁর ন পুরুষ থেকে মুক্ত। সেই কথা যে কেবল অর্জুনই বলেছেন, তা নয়, সমস্ত ঐতিহ্য অধিকারী, পুরাণ ও ইতিহাস মুখ-মুখরিত করে সেই কথা ঘোষণা করে থাকেন। সমস্ত ঐতিহ্য অধিকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজনেই বর্ণনা করা হয়েছে, এমন কথা অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁর পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, "অধিক অধিক আছে, অর্জুন এই পৃথিবীতে অধিক কর্ম সাধারণের কারণের জন্য অবতরণ করি।" তিনি পরম

ঈশ্বর, তাঁর থেকে কারণ নেই, কেন না তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর প্রকাশ হয়। ভগবানের কৃপায় অর্জুনের শ্লোকের এই নিষ্কর্ষের পাওয়া যায়।

ভগবানের কৃপায় অর্জুনের শ্লোকের অর্জুন তাঁর এই উপলব্ধির কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা যদি ভগবদ্গীতার যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে চাই, তা হলে এই শ্লোকে বুদ্ধিতে ভগবান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে। এতে বলা হয় পরম্পরা থেকে অর্থাৎ ঐতিহ্য পরম্পরায় পরম পরমেশ্বর পাওয়া যায়। পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত না হলে ভগবদ্গীতার যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র নিজের চেষ্টা ভগবদ্গীতার জ্ঞান লাভ করা যথার্থই সম্ভব নয়। ঐতিহ্য পরম্পরা ধারায় প্রথমে ব্রহ্মা আছেন, তাঁর থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত ঐতিহ্য পরম্পরায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কেবলমাত্র নিজের অবস্থানের জন্য তাঁরা পৌনঃপুনিক বলে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন পরমেশ্বর অর্জুন।

শ্লোক ১৫

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৫ ॥

সর্বম্—সমস্ত, এতৎ—এই, ঋতম্—সত্য, মন্যে—মনে করি, যৎ—যা, মাম্—আমাকে, বদসি—বলেন, কেশব—হে কৃষ্ণ, ন—না, হি—অবশ্যই, তে—তোমার, ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান, ব্যক্তিম্—ব্যক্তি, বিদুঃ—জানতে পারে, দেবাঃ—দেবতারা, ন—না, দানবাঃ—দানবেরা।

বাঙ্গালা পদ্য

হে কেশব তোমার এ বাণী সত্য ।
সর্ব সত্য জানি আমি হে কেশবাত্মজ ॥
তোমার ব্যক্তিত্ব তুমি জান জান অন্যে ।
অন্যান্য পারে না পারিতে অন্যান্য বিদ্বানে ॥

অনুবাদ

হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলেছ, তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান! দেবতা অথবা দানবেরা কেউই তোমার ব্যক্তি স্বরূপকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

অর্জুন এখানে দৃঢ়ভাবে অভিমত জানাচ্ছেন যে, নাস্তিক ও আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। এমন কি তেত্রিশ কোটি দেবতা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না, সুতরাং আসুরিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষেরা তাঁকে কি করে জানতে পারে? ভগবানের কৃপায় অর্জুন উপলব্ধি করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম এবং তিনি পূর্ণ সত্য। অর্থাৎ, আমাদের অর্জুনের পন্থা অনুসরণ করা উচিত। পরম, ভগবদ্গীতাকে তিনিই অবিসংবাদিত প্রমাণ করেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যে কথা বলা হয়েছে, পরম্পরা নীতি ধরে আসছে তাকে ভগবদ্গীতার জ্ঞান বলেই মনে করিয়ে দেবে। অর্থাৎ, অর্জুনের মতোই আমাদের পরম্পরা পন্থাপ্রাপ্তিতে অবতরণ, পরম অর্জুন হচ্ছেন তাঁর শিষ্য ও পরম ভক্ত। সুতরাং, গীতোপনিষদ ভগবদ্গীতার প্রামাণ্যতা আমরা পাচ্ছি যে, ঠিক-দিক পরম্পরার মাধ্যমে ভগবদ্গীতার জ্ঞান আহরণ করা উচিত। পরম্পরা নীতি প্রচলিত থাকলেই অর্জুনের মতোই যা পুরাকালীনতা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের পরম্ব নিরূপণটি অর্জুন সম্পূর্ণভাবে লাভ করেছিলেন। ভগবদ্গীতার মাধ্যমে অর্জুন যদি আমাদের উপলব্ধি করাতে চাই, তা হলে আমাদেরও অর্জুনেরই মতো ভগবানের সব কথাই নিরপেক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই কেবল আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে জানতে পারব।

শ্লোক ১৪

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বম্—সবই, **এতৎ**—এগুলি, **ঋতম্**—সত্য, **মন্যে**—মনে করি, **যৎ**—যা, **মাম্**—আমাকে, **বদসি**—বলছ, **কেশব**—হে কেশব, **ন**—না, **হি**—নিশ্চয়, **তে**—তোমার, **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান, **ব্যক্তিম্**—ব্যক্তিত্ব, **বিদুঃ**—জানে, **দেবাঃ**—দেবতারা, **ন**—না, **দানবাঃ**—দানবেরা।

বঙ্গানুবাদ

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি নিজেই তোমার চিৎ-শক্তির দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্ব জানতে পার।

তাৎপর্য

অর্জুন ও অর্জুনের অনুগামীদের মতো যাঁরা ব্যক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাবে তুচ্ছ, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। নাস্তিক ও আসুরিক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। ভগবদ্গীতা-প্রদত্ত জ্ঞান-পন্থা বা ভগবানের থেকে অনুসরণে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তা একটি মারাত্মক বাধার পথ। সুতরাং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তাদের কখনই ভগবদ্গীতার বাণী বলা যেতে পারে না। ভগবদ্গীতা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং যেহেতু তা সূর্যকরোজ্জ্বল, তা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সরাসরি শোনা উচিত, ঠিক যেভাবে অর্জুন তা শুনেছিলেন। অধিকন্তু যারা থেকে কখনই ভগবদ্গীতা শোনা উচিত নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে—

তদ্বাচি তদ্বপুষি তদ্ধৃদি যস্ত্বনন্যঃ।
প্রাণৈর্ধিয়া ধনৈরপি তদ্বন্দনীয়ঃ শশ্বদিহ ॥

শাস্ত্রবচনে তিন ভাবে উপলব্ধি করা যায়—লিখিতাকারে গ্রন্থে, সর্বত্রই বিদ্যমান পরমাত্মা এবং আমাদের পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে। সুতরাং পরম-ব্রহ্মের প্রতি উপলব্ধির জন্যই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বাণীকে আমাদের শোনা যায়। দুষ্ট পুরুষ, যারা কি আসলে অনুসরণ লিখিতাকারে গ্রন্থে অথবা সর্বত্রই বিদ্যমান পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু অনুচ্চ তারা ভগবদ্গীতার শ্রোতাকে জানতে এই দীক্ষার পন্থা অবিলম্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কাছ থেকে শুনতে পারে। লিখিতাকারের মাধ্যমে অথবা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে দীক্ষার ক্ষেত্রে অথবা তাঁর সর্বব্যাপকতা দীক্ষার মাধ্যমে। অনুচ্চ যদি দুষ্ট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম না পারে পুরুষ বলে বুঝতে পারেন না। অর্থাৎ, অর্জুন কিংবা পুরুষোত্তম যাঁরা সাক্ষাৎকার করেছেন। অনুচ্চ আমাদের একমাত্র পন্থা আমাদের পাঠে যে, কৃষ্ণ যাঁকে পরম জীবন নিয়ে। অর্থাৎ,

শ্লোক ১৫

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং, **এব**—অবশ্যই, **আত্মনা**—নিজেই, **আত্মানম্**—নিজেকে, **বেত্থ**—জান, **ত্বম্**—তুমি, **পুরুষোত্তম**—হে পুরুষোত্তম, **ভূতভাবন**—হে সর্বভূতের ঈশ্বর, **ভূতেশ**—হে সর্বভূতের পিতা, **দেবদেব**—দেবতাদেরও দেবতা, **জগৎপতে**—হে বিশ্বপালক।

বঙ্গানুবাদ

হে পুরুষোত্তম, তুমি স্বয়ং তোমার তোমাকে।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥

[illegible] তাঁকে কৃষ্ণকাঞ্চন মালা সংযোজন করেছেন। আবার তাঁকে অর্জুনের পায়ে নিয়ে যাবার জন্যেও তাঁকে গরুড় নিবাসস্থানে গমন করতে পারে, যদি একান্তই তাঁকে কুরুক্ষেত্র অর্জুন অর্জুনের পায়ে নিয়ে যাবার আয়োজন করা হয়েছে। আর এমন কি কৃষ্ণকে অর্জুনের পায়ে নিয়ে যাবার জন্যেও, আবার তাঁকে পথের শেষ শেষটি টেনে আনা যায় যদি তাঁকে একটা শেষবার অর্জুন পথের শেষবারের যাত্রায় শেষবার যাবার আয়োজন করা হয়েছে। আর এমন কি তাঁকে পথের শেষবারের যাত্রায় শেষবার যাবার জন্যেও আবার তাঁকে পথের জন্যেও পরিবর্তন নেন করতে পারেন, যদি তাঁকে একবারের জন্য সংযোজন করা হয়েছে। একজনই অর্জুনের উপলব্ধি মতন এই শ্লোকটিতে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান ব্যাখ্যিত হয়েছে। আমাদের কারণ হচ্ছে, অর্জুনের পথের অনুসরণ করে পরমেশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণকে জানবার চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৬

কথ্যতামেতদেতেন বিভূতীর্যোগশক্তিভিঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

কথ্যতাম্—বলুন, অশেষেণ—বিস্তারিতভাবে, বিভূতীঃ—বিভূতি, হি—অবশ্যই, আত্ম—নিজ, বিভূতয়ঃ—বিভূতিসমূহ, যাভিঃ—যে সকল, বিভূতিভিঃ—বিভূতি দ্বারা, লোকান্—লোকসমূহ, ইমান্—এই সকল, ত্বম্—তুমি, ব্যাপ্য—ব্যাপ্ত হয়ে, তিষ্ঠসি—অবস্থান করছ।

বীরাঘব দাস

যে যে বিভূতি বলে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ ।
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি অর্জুন সে ব্যক্ত ॥
বিস্তারে কহিয়া দিয়া তোমার মহিমা ।
যে যোগী তোমাকে জানি জানা সে কহিলা ॥

অনুবাদ

তুমি যে সকল বিভূতির দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, সেই সকল তোমার নিজ বিভূতি সকল তুমিই কেবল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে সমর্থ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি পড়ে প্রতীয়মান হয় যে, অর্জুন যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই নিশ্চিতরূপে হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন পরিপূর্ণ পরিজ্ঞাত, তুমি ও আর অর্জুন পরমেশ্বর এবং একটির অপরটির মধ্যে যার যা বিভূ জানা সম্ভবে পারে, সেই অর্থের দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলে আর যেন বলার নেই, শুধু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁর অর্থাৎ বিভূতির কথা পরিস্ফুট বর্ণনা করতে। অবশ্যই যেহেতুই এর বিশেষ অর্থ ইতিহাসপরিপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ বিভূতি সংখ্যা প্রতিটি আছেই। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর নিজের পরিচয় জানাতে তাঁর অর্থাৎ বিভূতি রূপে তিনি বিস্তার করেন। এখানে আমাদের বোঝা উচিত যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি জানাচ্ছেন আমাদের জন্যেই হয়ে, আমাদের সাথে বুঝ করার জন্য।

শ্লোক ১৭

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

কথম্—কিভাবে, বিদ্যাম্ অহম্—আমি জানব, যোগিন্—হে যোগেশ্বর, ত্বাম্—তোমাকে, সদা—সর্বদা, পরিচিন্তয়ন্—চিন্তা করে, কেষু—কোন্, কেষু—কোন্, চ—ও, ভাবেষু—ভাবে, চিন্ত্য অসি—চিন্তনীয় হও, ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান, ময়া—আমার দ্বারা।

বীরাঘব দাস

কিভাবে তুমিল আমি তোমার সে চৈতন্য ।
কৃপা করি তুমি মোরে কহ সে জ্ঞান ॥

অনুবাদ

হে যোগেশ্বর! কিভাবে সর্বদা তোমার চিন্তা করলে আমি তোমাকে জানতে পারব? হে ভগবান! কোন্ কোন্ বিভিন্ন আকৃতির মাধ্যমে আমি তোমাকে চিন্তা করব?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন। যে সকল ভক্ত তাঁর সঙ্গে অপ্রাকৃতভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই কেবল তাঁকে দেখতে পারেন। এখন অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি কখনো এমন কিভাবে সাধারণ মানুষ অথবা অভিজ্ঞ পরমার্থবাদীর কাছে প্রকাশিত হতে পারে। যেমন সাধারণ মানুষ, অভিজ্ঞ ও মহাত্মারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। কিন্তু মহান অর্জুন আশাকরি এই প্রশ্নগুলি করেছেন তাদেরই মঙ্গলের জন্য। ভগবান ভক্ত কেবল নিজের জন্যই শুধু ভিখারী নন, পরন্তু অন্যান্যরাও যাতে জানতে পারে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং, যেহেতু অর্জুন হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত ভিখারী, তাই অভিজ্ঞতাপূর্ণ কৃপার পন্থাটি গ্রহণ করে তিনি ভগবানের অভিজ্ঞানগুলির বিষয়ে সাধারণ জনসাধারণের জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাসের যোগ্য বলে স্বীকার করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগমায়ার শক্তির অধিকারী। এই যোগমায়ার দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখেন অথবা প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মানুষের প্রীতি নেই, সে শ্রীকৃষ্ণের কথা যত সহজে ঠিক মতো বুঝতে পারে না। তাই তাকে বহু-জন্মব্যাপী পরিশ্রমেই সিদ্ধ হতে হয়। অর্জুন এই মন্ত্র জপতের বিশ্বাসের মানুষের কথা বিবেচনা করেছেন। যেহেতু যেহেতু ও তাদেরই জন্যই কথা প্রশ্নটিকে উত্থাপন করে (তার পংক্তির অর্থ 'মনে মনে')। যেহেতু বিশ্বাসের মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বভাব উপলব্ধি করতে পারে না, তাই এখানে তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু নিজে জানতে তিনিই কতো এবং তাদের নিজ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, তা দেখানো প্রয়োজন।

শ্লোক ১৮

নিঃশ্রেয়সায়ৈতে যোগং নিশ্চিত্য চ মনীষিণঃ।
ত্যাগং কর্মণাং ত্যাগিনাং শৃণুষ্বেতি ন্যাসিনাং ॥ ১৮ ॥

নিঃশ্রেয়সায়—নিঃশ্রেয়সের জন্য, আত্মনঃ—আত্মার, যোগম্—যোগ, নিশ্চিত্য—নিশ্চিত, চ—এবং, মনীষিণঃ—যে মনীষিগণ, শৃণুষ্ব—শুনুন, কর্মণাম্—কর্ম, ত্যাগিনাম্—ত্যাগী, নি—

ন্যাসিনাম্—সন্ন্যাসীদের, শৃণুষ্ব—জানুন, ন ইতি—এভাবে না, যে—আপনার, অনুরূপ—উপযোগী।

বঙ্গানুবাদ

হে মনীষিগণ! যোগের যোগ ও নিশ্চিত নিঃশ্রেয়সের পুনরায় আত্মার জন্য। কারণ যোগের উপলব্ধিগুলি জানা কর্মের আসক্তি পরিত্যাগ হচ্ছে না, যদিও আমরা জানা করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

অর্জুনের এই বক্তব্যের জন্য, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় যোগের অধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট বোঝাবার জন্য বলেছিলেন। তাঁর বিবৃতিটি হচ্ছে—

যদা যুক্তঃ সমাধিস্থে ঈশ্বরাকারনির্বৃতে।
অনুকূলাঃ সমস্তাসা যস্য যস্য পরাং পরাং ॥

"ঈশ্বরাকারের যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা নিয়ে জানা অথবা কথনের বিষয়ে বুদ্ধি লাভ হয় না। তাহলেই সত্যে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যোগ যুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সত্যে পরে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাতে আকৃষ্ট হয়েছেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১১) এখানেই অর্জুনের জন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে, বিশেষ করে কিভাবে তিনি অধিকার অপ্রাকৃতরূপে নিয়োজিত, তা জানার ঐকান্তিকতার আগ্রহটি।

এখন অনুরূপ সম্বন্ধে জানতে চেয়ে, অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেন অনুরূপের এবং আধ্যাত্মিক পরিজ্ঞানের মাধ্যমে এই অনুরূপ আচরণ করা যায়। আধ্যাত্মিক গুরু, ঈশ্বরের ও ইতিহাস অধ্যয়নের অপ্রাকৃত লীলা থেকে ভিন্ন। আধ্যাত্মিক গুরু-ঈশ্বরের একজন পাওয়া পাওয়ার অনুরূপ অধ্যয়ন যেন করে, কিন্তু অধ্যয়নে শ্রীকৃষ্ণের লীলা জানার কখনই প্রবৃত্তি আসে না। তেমনি যারা নিঃশ্রেয়সের ইতিহাস অধ্যয়নের অপ্রাকৃতরূপের লীলাকাহিনীর কথিতা পরিপূর্ণ। যেমন,

পুরাণে যাকে, মহীরূপে ইতিহাস, আর সমস্ত অবতারের নিজের অবতারের লীলাকাহিনী। এজন্যেই অবতারের এই সমস্ত লীলাকাহিনী বার বার পাঠ করলেও নিত্য নব নব ভাবের আস্বাদন লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হন্ত—হাঁ, তে—তোমাকে, কথয়িষ্যামি—আমি বলব, দিব্যাঃ—দিব্য, হি—অবশ্যই, আত্মবিভূতয়ঃ—আমার বিভূতিসমূহ, প্রাধান্যতঃ—প্রধান প্রধান, কুরুশ্রেষ্ঠ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নাস্তি—নেই, অন্তঃ—অন্ত, বিস্তরস্য—বিভূতি বিস্তারের, মে—আমার।

বাংলা পদ্য

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
হে অর্জুন বলি শুন বিভূতি আমার ঃ
আমার নাহিক অন্ত অনন্ত অপার ঃ
প্রধানের বলি কিছু শুন অবহিতা ঃ
কুরুশ্রেষ্ঠ নিজ শ্রেষ্ঠ বুঝ হে গুণিতা ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন, আমার দিব্য প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ তোমাকে বলব, কিন্তু আমার বিভূতিসমূহের অন্ত নেই।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ও দিব্য বিভূতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবুও জীবসাধারণ ইতিহাসটি শিক্ষার জন্য তা নিয়ে কৃষ্ণ বিস্তারে কিছু পুনরাবৃত্তি করা অনুকূল। অনুগত ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান জেনে থাকেন, কিন্তু জীবেরা যেহেতু প্রধান এই কারণে তার

তো, তাদের বিশেষ ভাবের জন্যই জীবেরা যেমন বিশেষ রূপে তাঁর বিভূতিসমূহ পুনরায় উপলব্ধি করতে পারেন। পাশাপাশি, শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান এটাই যথার্থসত্য যে, তা সকলের কাছে অনুকূল প্রতিভাত হয়। এজন্যেই তাঁকেই তা উপলব্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি ও তাঁর বিবিধ শক্তির কথা আলোচনা করে তাঁর ভক্তেরা নিজে আনন্দ অনুভব করেন। তাই, তাঁদের নিজেদের যা কাজ ও বিভূতি তাকেই তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, জীবেরা তাঁর বিভূতির কূল কিনারা পান না। এটি, তিনি তাঁর বিবিধ শক্তির মূল প্রকাশগুলি কেবল কথিত করেছেন মাত্র। প্রকাশের (স্বরূপ) কথাটি অবশ্য অর্থপূর্ণ, কারণ তাদের কেবল অসংখ্য শক্তির কয়েকটি মূল প্রকাশই কেবল অনুভব করতে পারি, কেন না তাঁর শক্তিগুলির অন্ত নেই। সেই অনন্ত শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এই কারণে অবতার বিভূতি কথাটে উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অবতারের অভিব্যক্তির বিভূতি শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'অসাধারণ ঐশ্বর্য'।

ঐশ্বর্যশক্তিসহ অনন্ত অপরিমেয় পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য বিভূতি ও তাঁর বিশ্ব শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারে না। অন্য ও নিম্ন স্তরের জীবেরা ভগবানের শক্তি নিয়ে নিজ উপলব্ধির অনুসারে ধারণা করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, একমাত্র ভগবান স্বয়ং অনুভব কিভাবে তা অনুভব করতে পারে। একজনই ভগবান তাঁর অনন্ত শক্তিকে কেবল আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২০

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অহম্—আমি, আত্মা—আত্মা, গুড়াকেশ—হে অর্জুন, সর্বভূত—সমস্ত জীবের, আশয়স্থিতঃ—হৃদয়ে অবস্থিত, অহম্—আমি, আদিঃ—আদি, চ—ও, মধ্যম্—মধ্য, চ—ও, ভূতানাম্—সমস্ত জীবের, অন্তঃ—অন্ত, এব—অবশ্যই, চ—এবং।

বাংলা পদ্য

সর্বভূত আশয় হে আমি গুড়াকেশ ঃ
আমি আদি আমি মধ্য আমি শেষ শেষ ঃ

অনুবাদ

যে ভগবান্‌ ! আমিই সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিই অণু-পরমাণুর আদি, মধ্য ও অন্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে সম্বোধন করা হয়েছে, যাঁকে 'তিনি বিশ্বরূপী ভগবানের হৃদয় কমলে'। যাঁর অবস্থানের সম্বন্ধেও নির্দিষ্ট, যাঁর শব্দটি সমস্তের পাশে যে, পরোক্ষের অবস্থান নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকারে। তাঁর ও নিজের মধ্যের বিভেদের সমাধান করেন। এই, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এখানে সম্বোধন করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর যেহেতু এই প্রকারের অধীন, যাঁর পরোক্ষের অবস্থান জীবের নিজের নিয়ন্ত্রিত করা দেখানোর সম্ভব হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান পরমেশ্বরের প্রকাশ করেছেন যে, জীব সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেই হচ্ছেন সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারী আত্মা। সৃষ্টির পূর্বে পরোক্ষের অবস্থান নিজেকে স্থান পুনরায় অবস্থার কারণে প্রকাশিত করেন এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়। এই, তিনি হচ্ছেন অণু-পরমাণু বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির আত্মা। যখন তার শক্তি সৃষ্টির কারণ নয়, তখনকালে অবস্থিতি অণু-পরমাণু বা সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন। তিনি হচ্ছেন আত্মা। অবস্থিতি যখন প্রকৃতির প্রকাশগুলির মধ্যে কারণ করেন, তখন তিনি আবার প্রতিটি পরমাণু অন্তরে পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ঈশ্বর পুরুষোত্তমের উপস্থিতির কারণেই জীবের এই কাজ যেন সম্ভব হয়। এই ঈশ্বর পুরুষের পরিচয় ছাড়াই কোনো কারণ বিকাশ হতে পারে না। যেহেতুই, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যে কারণ পরিচয় কারণের কোনো প্রকার বিকাশ হতে পারে না। পুরুষ উপনিষদে বর্ণনা দেওয়া আছে, সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর কারণে কারণ কারণটি প্রকৃতির প্রকাশেই বিরাজমান।"

শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটি পুরুষ অবতারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি আমরা আমরা-অন্তরে বর্ণিত আছে। বিশেষত তিনি প্রকারটি পুরুষাবতারের বিষ্ণু—"পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই কারণে কারণকারণী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন রূপে বিভিন্ন প্রকাশিত করেন।" ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭) কারণবিষ্ণু বা মহাপুরুষকারণী বিষ্ণুর বর্ণনা আছে। যা কারণসলিলে প্রকাশিত যা যোগনিদ্রা—অর্থ কারণের পরে কারণ পরোক্ষের অবস্থান শ্রীকৃষ্ণ

যোগনিদ্রা কারণ কারণ-সমুদ্রে শায়িত আছেন। সুতরাং পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন এই বিশ্ব-প্রকাশের মূলকারণ, সমস্তের নিয়ন্ত্রণকারী এবং সমস্ত শক্তির পরোক্ষকর্তা।

শ্লোক ৪১

অহমিত্যাত্মতত্ত্বং বিভূর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ৪১ ॥

অহমিত্যাত্মতত্ত্বম্—আমিত্বের মধ্যে, **আত্মা**—আমি, **বিভুঃ**—বিষ্ণু, **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্কের মধ্যে, **রবিঃ**—সূর্য, **অংশুমান্**—কিরণশালী, **মরীচিঃ**—মরীচি, **মরুতাম্**—মরুতের মধ্যে, **অস্মি**—হই, **নক্ষত্রাণাম্**—নক্ষত্রের মধ্যে, **অহম্**—আমি, **শশী**—চন্দ্র।

বঙ্গানুবাদ

আমিত্বের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, মরুতের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র।

তাৎপর্য

যখন আমিত্বের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন। আমাদের আমরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য হন সূর্য। ব্রহ্মসংহিতায় সূর্যের ভগবানের একটি উজ্জ্বল চোখরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আকাশের পরমাণু কণাগুলো বিভিন্ন বায়ু প্রবাহের জন্যে এবং একটির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা মরীচি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

আমাদের নক্ষত্রগুলো বিভিন্ন প্রতিনিধিদের চন্দ্র আমরা সূর্যাস্তি উজ্জ্বল এবং একটানা, চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। এই শ্লোক থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, চন্দ্রের একটি নক্ষত্র, যাঁরা যে সমস্ত দেবতার আকারে অবস্থান করছে, সেগুলিরেও সূর্যের আলোর প্রতিফলিত হচ্ছে। চন্দ্রদেবের মধ্যে অমৃতকণাটি সূর্য আছেন, যা ঐশ্বরিক পানের প্রকাশের ধারা। সূর্য একটি এবং সূর্যের প্রতিফলনগুলো যেমন চন্দ্র পানের

হয়, সেই কারণ নন্দগোপের আচরণের হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণলীলা একান্ত নিত্যসিদ্ধ অবস্থায়, সে, নন্দগোপের ভাবের উদ্ভব একটি নাটক, যাতে সে সবার নাটক অভিনয় করছে, সেজন্যই দুই নয়, দয়া, সেজন্যই অবশ্যই ভাবের নাটক।

শ্লোক ২২

কোশলাঃ সাধবোঽস্মাকং দেবানামপি বাঞ্ছিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাপি কৃষ্ণাগমনমিতি শ্লোকশঃ ॥ ২২ ॥

কোশলম্—মঙ্গল, কোশল মতো, সাধবঃ—সাধুগণ, অস্মি—হই, দেবানাম্—দেবতাদের মতো, অপি—ও, বাঞ্ছিতঃ—ইচ্ছিত, ইন্দ্রিয়াণাম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মতো, মনঃ—মন, চ—ও, অপি—ও, কৃষ্ণাগমনম্—কৃষ্ণের আগমন মতো, অপি—ও, শ্লোকশঃ—শ্লোকের।

বীরাঘব দাস

শ্লোক-মাত্রং সাধবেন শ্লেষমাহ ইন্দ্র।
ইন্দ্রিয়াণাং মন শ্লেষমাহ শ্লেষ্ট ॥

অনুবাদ

সমস্ত কোশল মতো আমি সাধুগণের, সমস্ত দেবতাদের মতো আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মতো আমি মন এবং সমস্ত শ্লোকের মতো আমি শ্লোক।

তাৎপর্য

কথা ও শ্লোকের পার্থক্য হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের মতো আমার শ্লোক শ্লোক। আমি, শ্লোক হচ্ছি সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য। কথা পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে কথাই শ্লোক সৃষ্টি করা যায় না।

শ্লোক ২৩

জ্বলানাং শমনশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

জ্বলানাম্—জ্বলন্তের মতো, শমনঃ—শিব, চ—ও, অস্মি—হই, বিত্তেশঃ—কুবের, যক্ষরক্ষসাম্—যক্ষ ও রাক্ষসদের মতো, বসূনাম্—বসুদের মতো, পাবকঃ—অগ্নি, চ—ও, অস্মি—হই, মেরুঃ—মেরু, শিখরিণাম্—পর্বতশৃঙ্গের মতো, অহম্—আমি।

বীরাঘব দাস

জ্বলতাং মধ্যে শিব যক্ষাণাং কুবেরঃ।
পাবকঃ যে বসূনাং পর্বতে মেরুঃ ॥

অনুবাদ

জ্বলন্তের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে আমি মেরু।

তাৎপর্য

জ্বলন্তের মধ্যের মধ্যে শিবের যে শিব হচ্ছেন তাঁরা। তিনি হচ্ছেন শিব-জ্বলন্তের মধ্যে জ্বলন্তের শিবের এবং জ্বলন্তের মধ্যেকার। যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি কুবের হচ্ছেন যেমনটের মধ্যে যক্ষ-রাক্ষসদের কুবেরের এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মেরু হচ্ছে একটি সুমেরুর পর্বত, যা তাত্ত্বিক বাস্তবে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ২৪

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

পুরোধসাম্—পুরোহিতদের মধ্যে, চ—ও, মুখ্যম্—প্রধান, মাম্—আমাকে, বিদ্ধি—জানবে, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, বৃহস্পতিম্—বৃহস্পতি, সেনানীনাম্—সেনাপতিদের মধ্যে, অহম্—আমি, স্কন্দঃ—কার্তিকেয়, সরসাম্—সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে, অস্মি—হই, সাগরঃ—সাগর।

বীরাঘব দাস

পুরোহিতানাং মধ্যে বৃহস্পতিঃ।
সেনানীনাং মধ্যে স্কন্দ সাগরঃ অহমেতি ॥

অনুবাদ

যে পার্শ্বে পুরুষদিগের মধ্যে আমি অর্জুন, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আমি কার্তিকী এবং জলপাত্রের মধ্যে আমি লবণ।

তাৎপর্য

কার্তিকেয়ের জন্মের বেলায় হাজার ছিল এবং তাঁকে আমার ভাবা হয়। তাঁর পালকপিতা অগ্নিদেবকে ছিলেন দ্বিতীয়। পুরুষদের মধ্যে আমি অর্জুন। তিনি যেহেতু সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, সেই জন্য পুরুষদের মধ্যে আমি অর্জুন। আর তিনি যেহেতু সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, সেজন্যই শিব-পার্বতীর পুত্র স্কন্দের সমান সেনাবাহিনী আমার মনে হয়েছে। আর সমস্ত জলপাত্রের মধ্যে সমুদ্রই হচ্ছে লবণ। শ্রীকৃষ্ণের এই পরিচয়গুলি তাঁর অবস্থানের ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ২৫

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষীণাম্—মহর্ষিদের মধ্যে, ভৃগুঃ—ভৃগু, অহম্—আমি, গিরাম্—বাক্যসমূহের মধ্যে, অস্মি—হই, একম্ অক্ষরম্—এক অক্ষর প্রণব, যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসমূহের মধ্যে, জপযজ্ঞঃ—জপযজ্ঞ, অস্মি—হই, স্থাবরাণাম্—স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে, হিমালয়ঃ—হিমালয় পর্বত।

বঙ্গানুবাদ

মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে আমি প্রণব। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভিন্ন অবস্থার প্রতিটি বুঝাবার জন্য কয়েকটিমাত্র বস্তুর বর্ণনা করেছেন। তিনি যেহেতু সমস্ত মহর্ষিদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী সন্তান হয়েছেন, তাই তিনি আমি ভৃগু। আমার স্বয়ংরূপের অংশের অংশে যে (প্রণবের) শব্দরূপের অভিব্যক্তি ঘটে। শব্দের অংশের মধ্যে আমি ওঁ কৃষ্ণ ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ / ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ওঁ কৃষ্ণ

অনুবাদ

[illegible] আমি অক্ষয়, [illegible] আমি সনাতন। [illegible] আমি নিরাকার এবং [illegible] আমি অবিনাশী ভূমি।

তাৎপর্য

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] আমি [illegible] নিরাকার [illegible] কৃষ্ণ। [illegible] [illegible] [illegible]

কাকুভি—কাকুভি, অস্মাকং—আমার, চ—ও, অস্তি—হয়, বাসরাণাম্—দিনগুলির মধ্যে, চরমঃ—চরমদিন, যামানাম্—সমস্ত যামগুলির মধ্যে, অয়ম্—এই, নিকুঞ্জম্—নিকুঞ্জের মধ্যে, অবিশ্ব—প্রবেশ, চ—ও, অস্তি—হয়, অস্মাকং—আমাদের, মনোরথানাম্—মনোরথগুলির মধ্যে, অয়ম্—এই।

বাঙ্গালা পদ্য

আমার সমস্তের মধ্যে আছি বড়, গণিতের মধ্যে আছি কাকুভি।
উৎসাহের কারণ আছি হই কাকুভি ॥
সর্ব্বস্থানের মধ্যেতে আছি সে কাকুভি।
আমার সে মনোরথে চরম আছিনি ॥
নিকুঞ্জের মধ্যে আছি হই সে আবিষ্ট ॥
মনোরথ আছি সেই মনোরথের সমস্ত ॥

অনুবাদ

সমস্ত আমার মধ্যে আছি বড়, গণিতের মধ্যে আছি কাকুভি। সমস্ত উৎসাহের কারণ আছি কাকুভি এবং গণিতের মধ্যে আছি কাকুভি। সমস্ত স্থানের মধ্যে আছি আমার এবং মনোরথের মধ্যে আছি চরম। নিকুঞ্জের মধ্যে আছি আবিষ্ট এবং মনোরথের মধ্যে আছি সম।

তাৎপর্য্য

গোবিন্দের আছি পরিপ্রশ্নী অর্থ নয় শ্রীকৃষ্ণের পরিম প্রতিপত্তির কথা। উদ্ধব কথাতে কৃষ্ণলোকে গোপীদের যে যেমন সমস্ত প্রেমের কথাগুলি তার পরিমাণ উদ্ধব তার পরিমাণ দূর পারেনা হয়। তাই কথাতে বলেন এই সমস্তের গোপী প্রেমের সমস্ত। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত সব গোপী মধ্যেতে এবং এই সমস্ত গোপীদের সমস্ত হয় কৃষ্ণের। গণিত সমস্তে যে, প্রেমোদ্যানে কৃষ্ণকে নিজেকে নিজেকিত রাখেন। কখনো হাসেন কাননের, দীন হয়েতে কৃষ্ণকে উৎসাহ হয়। তাই কখনো হাসেন শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষে। উদ্ধিত-তৃপ্তির জন্য যে কাম তা কখনই শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষিত করে না। কিন্তু পুরুষার উৎসাহের জন্য যে কাম, তাই হাসেন কখনো এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষিত করেন।

এই গোপীরা সমস্তের মধ্যে সমস্ত হাসেন সেই এবং সমস্তের মধ্যে কখন হাসেন সেই। তাঁরা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ। কিন্তু যা পূর্ণপুরুষোত্তমের একটি

প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজন অভিলাষের সেবার হাসেন আছি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষি। গোপীদের তাঁর সব সেবা, তাঁদের মধ্যে সমস্ত হাসেন আছেন। এই পূর্ণতাই উদ্দেশ্যই সমস্তের আছিছে। মুকুন্দ পদ গোপীদের সেবাতে নিত্য সমস্ত হয় এবং গোপীরা আমার মনোরথের গোপী সেবা।

শ্লোক ৬০

মধুরমধুরিমা নৈষধানাং কলানাং
কলয়তি চ মুরারেরুদ্ধতং নৈষধেষু ।
মুরলয়া চ মুরারেরুদ্ধতং নৈষধেষু পঞ্চিনাম্ ॥ ৬০ ॥

মধুরমধুরিমা—মধুরতা, চ—ও, অস্তি—হয়, নৈষধানাম্—নৈষধদের মধ্যে, কলানাম্—কলা, কলয়তি—কলাগুলির মধ্যে, অস্তি—আছি, মুরারেঃ—শ্রীকৃষ্ণের গানের মধ্যে, চ—এবং, মুরলয়া—বাঁশির, অস্তি—আছি, নৈষধেষু—গানের, চ—ও, পঞ্চিনাম্—পক্ষীদের মধ্যে।

বাঙ্গালা পদ্য

নৈষধদের মধুরতা সে আছিল বিশেষি ।
কলাদের মধ্যে আছি কলা মহাবলী ॥
মুরারের মধ্যে বাঁশি আছি হয়ে আছি ।
পক্ষীদের মধ্যে আছি পঞ্চিত সে পক্ষী ॥

অনুবাদ

নৈষধদের মধ্যে আছি মধুরতা, কলাগুলির মধ্যে আছি কলা, গানের মধ্যে আছি বাঁশি এবং পক্ষীদের মধ্যে আছি পঞ্চিত।

তাৎপর্য্য

বাঁশি ও আছিটি দুই আছি। আছিছিত মধুরতার কথা হয় আছিছে এবং বিভিন্ন মধুরতার কথা হয় বিশেষ। সমস্ত আছিছেতে কলাগুলির জন্য, তার সমস্ত নৈষধেতে পঞ্চিত। আছিছ মধুর নৈষধদেরে কলাগুলির আছিছিলেন, কিন্তু যা মধুরতা বিশেষ থেকে তিনি বিশেষ আছেন আনন্দরূপ। তাঁর আছি ও তিনি কলাগুলির জন্য তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষিতরূপে গণ্য করা হয়।

[illegible]

শ্লোক ৫১

পরমং পরমাদ্যং ত্বং পরমং পরমাক্ষরম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ৫১ ॥

পরমং—পরম, পরমম্—পরিচ্ছন্নতার পরম, আদ্যং—আদি, ত্বং—আপনি, পরমম্—পরমধাম, পরমাক্ষরম্—পরমাত্মার পরম, ত্বম্—আপনি, অব্যয়ঃ—অবিনশ্বর পরম, শাশ্বত—শাশ্বত, ধর্ম—ধর্ম, গোপ্তা—রক্ষাকারীর পরম, সনাতনঃ—সনাতন, ত্বম্—আপনি, পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান, মতঃ—মত, মে—আমার।

বঙ্গানুবাদ

পরিচ্ছন্নতার পরম আদি বস্তু, পরমাত্মার পরম আদি পরমধাম, অবিনশ্বর পরম আদি রক্ষক এবং পরমেশ্বরের পরম আদি ব্যক্তি।

তাৎপর্য

পরম শব্দের পরিচ্ছন্নতার পরম উৎস হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং সমস্তকিছুর পরম আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়।

শ্লোক ৫২

সর্বদেবর্ষিসঙ্ঘশ্চ প্রণতঃ ত্বামুপস্থিতাঃ ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈবাব্রবীষি মে ॥ ৫২ ॥

সর্বদেবর্ষিসঙ্ঘঃ—সমস্ত দেবতা এবং ঋষিগণ—আপনি, সঙ্ঘঃ—সমূহ, চ—এবং, প্রণতঃ—প্রণাম, চ—ও, এব—অবশ্যই, ত্বাম্—আপনি, উপস্থিতাঃ—আপনার সামনে, অসিতঃ—অসিত, দেবলঃ—দেবল, ব্যাসঃ—ব্যাসদেব, স্বয়ম্—স্বয়ং, চ—ও, এব—নিশ্চয়ই, ব্রবীষি—বলছেন, মে—আমাকে।

বঙ্গানুবাদ

হে অর্জুন! সমস্ত দেবতা এবং ঋষিগণ আপনার সামনে আসছেন, আপনাকে প্রণাম করছেন এবং আপনার মহিমা কীর্তন করছেন। অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আমার কাছে আপনার মহিমা বিশ্লেষণ করছেন।

তাৎপর্য

পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম। অর্জুনের আবেদন অনুসারে, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ ও দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা ও পরিচ্ছন্নতার কথা বলেন এবং তাঁরাও অর্জুনের মতো শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ বলে স্বীকার করেছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্জুন, ব্যাস ও নারদের এই সমস্ত বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের। অর্জুন, ব্যাস হচ্ছেন সমস্ত পুরুষের আদি এবং ও অন্ত।

ভগবদ্গীতায় শিষ্যের জন্য অবশ্যই অর্জুনের মতো হতে হবে, যেমন—সুহৃদ, আত্মীয়, আত্মীয়ের বন্ধুবান্ধব, যেমন—গুরু, পিতা পুত্র, স্বামীর ও পুত্রের। সুতরাং, শিষ্যপরম্পরা ছাড়া কখনোই গুরুপরম্পরা নির্ধারণ হয়েছে। অর্জুনের মতো যেই ব্যক্তি আত্মীয়তার ও পারস্পরিক স্নেহ পরিবেশন করেছে, বিশেষ করে যেমন গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের।

আমার পিতা, পরিবারের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন ব্রত করেন। কারো-কারো বাড়িতে পুরোহিতের সাথে বা ব্রাহ্মণের আসনে বসে ব্রত 'ব্রত'। পাশাপাশি পরিবার পরিবারে বলে যে 'পিতামহ' এবং পুরোহিত নিজেকে বলে যে 'গুরু'। এই প্রথার নিয়ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন।

শ্লোক ৩৩

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরাণাম্—সমস্ত অক্ষরের মধ্যে; অকারঃ—অকার; অস্মি—হই; দ্বন্দ্বঃ—দ্বন্দ্ব; সামাসিকস্য—সমাসসমূহের মধ্যে; চ—এবং; অহম্—আমি; এব—অবশ্যই; অক্ষয়ঃ—নিত্য; কালঃ—কাল; ধাতা—স্রষ্টা; অহম্—আমি; বিশ্বতোমুখঃ—ব্রহ্মা।

বঙ্গানুবাদ

অক্ষরের মধ্যে আমি 'অ'কার যে হই ।
সমাসের দ্বন্দ্ব আমি নিত্য কাল নই ॥
সৃষ্টিকালে আমি ব্রহ্মা আছেন মহাকাল ।
জন্ম নাশ করি আমি সর্বাত্মা বিশাল ॥

অনুবাদ

সমস্ত অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস, সর্বাত্মকালের মধ্যে আমি মহাকাল এবং অষ্টাদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম অক্ষর অকার হচ্ছে ত্রিবিধ সর্বিতের প্রথম অক্ষর। অকার ছাড়া কোন শব্দের উচ্চারণ সম্ভব নয়। তাই অকার হচ্ছে শব্দের মূলাধার। সংস্কৃতে একাধিক শব্দের সমন্বয় হয়, যেমন রাম-কৃষ্ণ এতে দুটি হয় দ্বন্দ্ব। রাম ও কৃষ্ণ এই দুটি শব্দেরই স্বতন্ত্র এক অর্থ, তাই রামের দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়।

সমস্ত নিত্যকালের মধ্যে কাল হচ্ছেন প্রধান জেনে, কারণ কালের মাধ্যমে সবকিছুই নিত্য হয়। কাল জীবকেও অতিক্রম করে, কারণ কালচক্রে এক জন্ম অতিক্রমের পরই পুনরায় আসে হয়ে যায়।

সমস্ত সৃষ্টি জীবদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্রহ্মাই হচ্ছেন প্রধান। তাই, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবদের পিতামহ।

শ্লোক ৩৪

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

মৃত্যুঃ—মৃত্যু; সর্বহরঃ—সমস্ত ভক্ষণকারীদের মধ্যে; চ—ও; অহম্—আমি; উদ্ভবঃ—উদ্ভব; চ—ও; ভবিষ্যতাম্—ভবিষ্যতের; কীর্তিঃ—কীর্তি; শ্রীঃ—শ্রী; বাক্—বাণী; চ—ও; নারীণাম্—নারীদের মধ্যে; স্মৃতিঃ—স্মৃতি; মেধা—মেধা; ধৃতিঃ—ধৃতি; ক্ষমা—ক্ষমা।

বঙ্গানুবাদ

সকলের মধ্যে আমি মৃত্যু সর্বহর ।
ভবিষ্য যে হয় আমি উদ্ভব আকর ॥
নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি শ্রী বাণী স্মৃতি ।
মেধা, ধৃতি, ক্ষমা মূর্তি আমরা যে মূর্তি ॥

অনুবাদ

সমস্ত ভক্ষণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু, ভবিষ্যতের সকলকিছুর মধ্যে আমি উদ্ভব। নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

তাৎপর্য

জন্মের পর থেকে আমি মুহূর্তেই অনুক্ষণ মৃত্যু হতে থাকে। একজনেই মৃত্যু আসি মুহূর্তেই নারীরা প্রসবের ব্যথা করে হাসতে, কিন্তু তার শেষ আমাদেরকে মৃত্যু পথে পাঠাবে বলা হয়। এই মৃত্যু হচ্ছে জীবন। আমিই নারীদেরই স্মৃতি দুঃখ নারীদেরকে কষ্ট দিতে থেকে হয়। তাদের জন্ম হয়, তাদের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কারোর কাছে তারা স্মৃতি হয়, তারা অবলম্বন করে, তাদের ধ্বংস হয় এবং অবশেষে তাদের বিলয় হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রথম হচ্ছে গর্ভ থেকে সন্তানের জন্ম এবং তা হচ্ছে জীবনেরই শক্তি। এই উদ্ভবই হচ্ছে ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপের আদি উৎস।

এখানে যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা—এই সাতটি দৈবগুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সাতটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক। যেমন আমি যখন এই দৈবগুণগুলির মধ্যে সব কয়টি বা কয়েকটি ধারণ করেন, তখন তিনি অতিমানবিক

হয়। যেমন মানুষ যখন বাহির বাড়িতে বিশেষ হয়, তখন সেটি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষের হাতে পুতুল যেমন থাকে, তাই তা আমি অভিব্যক্তির। কেবল বিষ্ণু পাঠ করার পাঠটি সেটি যখন যা মনে হয়েছে পারে, সেটি বিশেষ উপায়ে বলা হয় পুতুলি। আর যে আমাদের হয়ে নির্দিষ্ট বিশেষে উপর না হয় তখন অবস্থান করেই নয়, সেটি সবে সেখানেই হয়েছিল আছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেও হয়, তাদের বলা হয় যেমন এবং এটিও একটি বিভূতি। যে অবস্থাটির আমা অধিষ্ঠিতভাবে বলা করা হয়, তাদের বলা হয় পুতুলি। আমা সেটি যখন সম্পূর্ণ যোগাযোগসম্পন্ন, মানুষ নিজেই ও তার এবং সেটি যখন মুখ ও পুরো উভয় সবার অবস্থানের সেখা করেছে পারেন, তিনি সেটি ঈশ্বরীয় বলা হয় করা।

শ্লোক ৩৪

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎসাম—বৃহৎসাম, তথা—ও, সাম্নাম্—সামবেদের মধ্যে, গায়ত্রী—গায়ত্রী মন্ত্র, ছন্দসাম্—ছন্দসমূহের মধ্যে, অহম্—আমি, মাসানাম্—মাসসমূহের মধ্যে, মার্গশীর্ষঃ—অগ্রহায়ণ, অহম্—আমি, ঋতূনাম্—সকল ঋতুর মধ্যে, কুসুমাকরঃ—বসন্ত।

বাংলা ভাষ্য

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম এবং ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী। মাসসমূহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত বেদের মধ্যে তিনি সামবেদ বলেছেন। সামবেদের বিভিন্ন বেদগানের মধ্যে তাঁর অপূর্ব সুন্দর অভিব্যক্তিগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই

সামবেদটির একটিকে বলা হয় বৃহৎসাম, যার সুর অত্যন্ত মনুষ্যেতর এবং বৈদিকের গীত হওয়ার রীতি।

মানুষের মধ্যে অভিব্যক্তির ছন্দোময় ভাষার কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে। ছন্দ ও যতির অনুসারে অভিব্যক্তি যদি পাঠযোগ্যভাবে লেখা হয় না। সুতরাং অভিব্যক্তি যদি গায়ত্রী মন্ত্র হয়ে, তবে তা সুসংগত ছন্দোময়ে লেখা যাবে। শ্রীকৃষ্ণের গায়ত্রী মন্ত্রের বিশেষ স্থান হয়েছে। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যেও ভগবানের বিশেষভাবে বলা হয়, তাই তা হচ্ছে ভগবানের অভিব্যক্তি। অবতারগণের বিশেষভাবে নিজের অনুভবের জন্যই গায়ত্রী মন্ত্র এবং যেটি তাঁর এই মন্ত্র বিধি লাভ করেন, তাঁর তিনি ভগবান-লাভ করেন পারেন। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, তাদের মন্ত্র অনুভূতি সম্বন্ধে অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি যদি অর্থবোধ বলা হয়েছেন। বৈদিক সাহিত্যের গায়ত্রী মন্ত্র অত্যন্ত ভাবপূর্ণ এবং তাঁদের প্রত্যেক শব্দ অবতরণ বলে বলা হয়। প্রথম হচ্ছেন এর ভগবান এবং এটি মন্ত্র যত-শিষ্য পরম্পরার ধীর থেকে প্রাপ্ত এসেছে।

সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য করা হয়। কারণ, আমাদের এই সময়ে যোগের সাধন সাধনা করা হয় এবং এটি অনুকূলের সবচেয়ে এই সময় গরীব মুখে সম্ভব পারে। আমাদের বসন্ত একটি একটি ঋতু হয়, কারণে তা শরৎ ঋতু, আমার বসন্ত ঋতু সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই সময় সাধুগণের মুখের-সঙ্গে দেখিতে হয়। বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিতে আমার সবে অনেক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়, যাই বসন্ত ঋতুতে অন্যান্য সাধারণ ঋতু থেকে বসন্ত বলা করা হয় এবং এই ঋতুতেই বসন্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তি।

শ্লোক ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৫ ॥

দ্যূতম্—দ্যূতক্রীড়া, ছলয়তাম্—প্রতারণাকারীদের মধ্যে, অস্মি—আমি, তেজঃ—তেজ, তেজস্বিনাম্—তেজস্বীদের মধ্যে, অহম্—আমি, জয়ঃ—জয়, অস্মি—আমি, ব্যবসায়ঃ—উদ্যম, অস্মি—আমি, সত্ত্বম্—বল, সত্ত্ববতাম্—বলবানদের মধ্যে, অহম্—আমি।

বাংলা ভাষ্য

বঞ্চনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া। তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজস্বীতা।

দিনানের মধ্যে হরি আছি যে নিশ্চয় ।
তার মধ্যে যেই আছি হরি মহাশয় ॥
কালানল মধ্যে আছি হয়ে আছি কাল ।
আমার বিভূতি এই বুঝহ সকল ॥

অনুবাদ

সমস্ত পঞ্চভূতীদের মধ্যে আছি বায়ুদেবতা এবং তেজস্বীদের মধ্যে আছি তেজ। আছি নিশ্চয়, আছি দিনের এবং কালানলের মধ্যে আছি কাল।

তাৎপর্য

সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বায়ু প্রাণস্বরূপী আছে। সব তেজ সূর্যকিরণ মধ্যে মূর্তমান হয়ে থেকে, তাই তা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। পর্যায়ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ যে কোন বস্তুকে নেতিবাচক আকারে বহু প্রকারে বর্ণনা করে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনের প্রশ্নোত্তর করছেন, তা হলেও তেমনি তাঁকে অবজ্ঞা পারেন না। অবশেষে সব কালানলই তেজ, একথা কি আশ্চর্যজনক।

নিমেষীদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন কাল। তিনি হচ্ছেন তেজস্বীদের তেজ। দিনেরী ও অক্ষরবাদীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন অর্থানুকূল দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী। পুরুষবাদীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন তেজী পুরুষবাদী এবং স্ত্রীবাদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন তেজী স্ত্রীবাদী। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই অধ্যায়ে বলেছি দিলেন, তখন তাঁর মধ্যে পরিবর্তনশীলতা তেমনই ছিল না। এমন কি তাঁর উপদেশেই তিনি তিনি-প্রকারের পুরুষবিভাগ। তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব তেমনি ছিল না, তাঁর মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব তেমনি ছিল না, তাঁর মধ্যে বৈশ্যত্ব তেমনি ছিল না, তাঁর মধ্যে শূদ্রত্ব তেমনি ছিল না এবং তাঁর মধ্যে পাপাচরণ তেমনি ছিল না।

শ্লোক ৩৭

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃষ্ণীনাম্—বৃষ্ণিদের মধ্যে, বাসুদেবঃ—বাসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, অস্মি—হই, পাণ্ডবানাম্—পাণ্ডবদের মধ্যে, ধনঞ্জয়ঃ—অর্জুন, মুনীনাম্—মুনিদের মধ্যে, অপি—

ও, অহম্—আমি, ব্যাসঃ—ব্যাসদেব, কবীনাম্—কবিদের মধ্যে, উশনাঃ—শুক্র, কবিঃ—কবি।

বিশ্বনাথ

বৃষ্ণিদের মধ্যে আছি বাসুদেব হরি ।
পাণ্ডবের মধ্যে আছি জান ধনঞ্জয় ॥
মুনিদের মধ্যে ব্যাস কবি ভক্তবর্য ।
কবিদের মধ্যে যেই আছি সেই আর্য ॥

অনুবাদ

বৃষ্ণিদের মধ্যে আছি বাসুদেব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে আছি অর্জুন। মুনিদের মধ্যে আছি ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে আছি শুক্রাচার্য।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে হচ্ছেন আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর পরম পবিত্র হচ্ছেন বাসুদেব। বাসুদেবের অর্থ হচ্ছে বসুদেবের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েই বসুদেবের অন্তঃপুরে আবির্ভাব করেছেন।

পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে অর্জুন অন্যতম শিষ্যরূপে বিরাজ। তিনি হচ্ছেন নরশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিচিতি। তিনিই আবার পাণ্ডবদের পুত্র অথবা পবিত্র পরিবারের মধ্যে জীব পাণ্ডবদের হচ্ছেন পরিচিতি, কারণ কবিপুত্রের অন্তঃপুরেরাই তিনিই কারণ আবার আবার তিনি যেমন অন্তঃপুরে বাসরূপে কারণরূপে। পাণ্ডবদের আবার শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিচিতি। তাঁর শ্রীচরণে নমস্কার হয়, যিনি যে কোন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। কবিদের মধ্যে উশনাঃকে কুশাগ্র চিন্তা বা শুক্রাচার্য হচ্ছেন তেমনি। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং পুরুষোত্তমের প্রাণপ্রিয়তম। এজন্যেই শুক্রাচার্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির অন্যতম পরিচিতি।

শ্লোক ৩৮

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

কথা—কথা, কথাবাত্—কথনশীলের মতো; অস্মি—এই; দিষ্টি—দৃষ্টি; অস্মি—এই; জিণীবত্—জয় অভিলাষশীলের; জৈনম্—জৈন; ত—এবং; এব—ও; অস্মি—এই; ত্রয়াণাম্—তোমাদের তিনের-বুদ্ধের মতো; জ্ঞানম্—জ্ঞান; জ্ঞানবাত্—জ্ঞানীদের মতো; অস্মি—আমি।

দীঙ্কার গান

শাস্ত্রকর্তার দেখি আমি দৃষ্টি কথা।
মোক্ষাভিলাষীর মতো আমি জৈনি এলো ॥
তবু যে বিষয় হয় তার মধ্যে জৈন।
জ্ঞানীদের আমি জ্ঞান আর সব জৈন ॥

অনুবাদ

কথনশীলের মতো আমি কথা এবং তার অভিলাষীদের মতো আমি দৃষ্টি। তবুও তাদের মধ্যে আমি জৈন এবং জ্ঞানীদেরও মতো আমিই জ্ঞান।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কথা যে দৃষ্টিকেন্দ্রিক। অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাস্ত্রের মতামত আছে, তাদের মধ্যে কোনটিকে বিজ্ঞ হতে দেখিনি। জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞান আমি তবু জ্ঞানীদেরও মতো জৈনিরাই হয়ে থাকবে অবশ্যম্ভাবী, কারণ জৈনিরাও মনেতে আমি দীঙ্কার পাশাপাশি দিঙ্কি নামে বলা হয়। জ্ঞানী জৈনে পরে হয়, তিনি কথা ও জ্ঞানেরও পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন কারণ তিনি কথাকেরও দৃষ্টিতে ও দৃষ্টির অনুবিধি পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। এই জ্ঞান হচ্ছে জৈনদের জ্ঞান।

শ্লোক ৪৯

যস্যাপি সর্বদুঃখানাং দীঙ্কাং ত্বমবমন্যুসে।
স ত্বমস্তি কিমা কস্য শাস্ত্রস্য কুরুষে প্রবাদম্ ॥ ৪৯ ॥

যস্য—যা, ত—এবং, অপি—এবং পাশে, সর্বদুঃখানাম্—সর্বদুঃখের, দীঙ্কাম্—দীঙ্কা, ত্বম্—তুমি, অবমন্যুসে—অবমাননা করছ, স—সে, ত্বম্—তুমি, অস্তি—এই, কিমা—নাকি, ত্বম্—তুমি, শাস্ত্রস্য—শাস্ত্রের, কুরুষে—করছ, প্রবাদম্—বিবাদ ও মতভেদ।

দীঙ্কার গান

সর্বদুঃখনাশে দীঙ্কা আমি যে অর্জুন।
আমি ভিন্ন প্রবাদ কখনো করছ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যা সর্বদুঃখের দীঙ্কাস্বরূপ তাও আমি, সেহেতু আমাকে ছাড়া দুঃখ ও তাদের জেনে বাস্তবে অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

যদি দিঙ্কিরা একটি কথাও বলে এবং জৈনি পাশাপাশি তার প্রমাণের দিকে তাকান দিঙ্কিরা। দিঙ্কিদের শক্তি ভিন্ন জৈন দিঙ্কি অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই কিছুর দ্বারা এর প্রমাণিত হয়। এর শক্তি ভিন্ন দুঃখ ও তাদের জেনে দিঙ্কিরা অস্তিত্ব থাকতে পারে না। দিঙ্কিদের শক্তিতে যা দ্বিত্ব নয়, তাদের দ্বারা হয় মাত্র, অর্থাৎ 'যা নয়'।

শ্লোক ৫০

নাহোস্বিদ্ যদ্ ভিন্নাস্যং দিঙ্কীনাং শাস্ত্রম্।
এষ কৃষ্ণেনাত্মা প্রোক্তো দিঙ্কীনাং দিঙ্কিরেব সা ॥ ৫০ ॥

ন—না, অস্তি—এই, অপি—এবং, যদ্—যাহাতে, ভিন্নাস্যম্—ভিন্ন, দিঙ্কীনাম্—দিঙ্কি-বুদ্ধের, শাস্ত্রম্—যে শাস্ত্রের, এষ—এই শাস্ত্র, কৃষ্ণেন—দিঙ্কি, ইত্যেষ্যতে—আলোচনা, প্রোক্তম্—বলা হয়, দিঙ্কীনাম্—দিঙ্কিদের, দিঙ্কিঃ—দিঙ্কিরা, সা—শাস্ত্রের ধারা।

দীঙ্কার গান

আমার দিঙ্কিরা ভিন্ন নাহি তার অন্য।
সংক্ষেপে বলিনু আর শুন হে অর্জুন ॥

অনুবাদ

হে শাস্ত্রের! আমার ভিন্ন দিঙ্কি-বুদ্ধের অন্য নেই। আমি এই শাস্ত্র দিঙ্কিদের দিঙ্কির সংক্ষেপে বলেছি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জীবের কল্যাণের বিষ্ণুভক্তি ও শক্তি সঞ্চারের ঈশ্বরভক্তি করা যায়, কারণ জীব বিষ্ণুভক্তির ক্রমে সব শেষে, আর ঈশ্বরের সঙ্গে বিষ্ণুভক্তি ও শক্তি সর্বদা করা যায় না। অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ভগবান তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ বীরের বীর অথবা ঈশ্বরের কর্তব্যটী করে দিয়েছেন বিচারে।

শ্লোক ৪১

সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৪১ ॥

সর্ব—সমস্ত, ধর্মান্—ধর্ম, পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে, মাম্—আমার, একম্—একমাত্র, শরণম্—আশ্রয়, ব্রজ—গ্রহণ কর, অহম্—আমি, ত্বা—তোমাকে, সর্ব—সমস্ত, পাপেভ্যঃ—পাপ থেকে, মোক্ষয়িষ্যামি—মুক্ত করব, মা—না, শুচঃ—শোক।

বাঙ্গালা পদ্য

সেবাধর্ম বিষ্ণুভক্তি সর্বধর্ম ঈশ্বরভক্তি কর ।
সে সব আমার কৃপা জানিবে সকল ॥
আমার শরণাগত হও তুমি সকল ।
সেবাধর্ম আমার সর্বধর্ম কর অনুক্রম ॥

অনুবাদ

ঈশ্বরভক্তি, জীব-সেবা ও কর্ম-যোগাদির অভিলাষযুক্ত সব কিছু আমার, তুমি আমার শরণাগতভাবে গ্রহণ করবে।

তাৎপর্য

এই কিছু কর্মযোগী যোগ বা আত্মজ্ঞান অনুশীলনী যোগ, বা বিষ্ণু মহিমাদির বা পুরুষ বা সর্বশ্রী শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুভক্তি নিয়মাদি অবশ্যই করণীয় হয়। যা বিষ্ণুই পরমপুরুষের ঈশ্বরবিধি, যা শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুভক্তি বাহ্যিক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪২

অবজ্ঞা পরিহাসেন বিনা আয়াসেন যথাঙ্গুলি ।
বিষ্ণুভক্তিবিনা কৃষ্ণপ্রেমকারণেন ছিন্নো জনম ॥ ৪২ ॥

অবজ্ঞা—অবজ্ঞা, পরিহাস—হাস্য, আয়াসেন—এই সহজে, বিনা—বিনা, আয়াসেন—অনায়াসে, যথা—যেমনভাবে, অঙ্গুলি—যে আঙুল, বিনিঃসৃত—বাহির হয়ে, অবজ্ঞা—অবজ্ঞা, বিনা—এই, কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণপ্রেম, কারণ—কারণ, আয়াসেন—আয়াসের দ্বারা, ছিন্নঃ—অবশিষ্ট, জনম—জন্ম।

বাঙ্গালা পদ্য

অবজ্ঞা কি বলি আঙুলি আয়াসেতে গেল ।
আইলি যে প্রবিষ্ট হই অবশিষ্ট গেল ॥
জন্মেছে অবশ্য আছি আমার একাগ্রে ।
অনুক্রম আছ আছা আছি যে প্রকারে ॥

অনুবাদ

যে আঙুলে অবজ্ঞা এই প্রকার কষ্ট আয়াসের দ্বারা তোমার কি আয়াসের? আছি আমার এক আয়াসের দ্বারা সকল জগতের কারণ হয়ে অবশিষ্ট আছি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের অনুগত অর্জুনের পরমেশ্বরাধীন আছি হয়ে এই কিছু জগতের অবশিষ্ট নিয়মাবলী। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, এই জগতের যেসব বিষ্ণুভক্তি নিয়মের যেসব ঈশ্বর সেটি, যাই কিছু পরিবেশিত হবের পরবর্তে অনুসরণ হবে যেসব কারণ এই। আমাদের জানতে হবে যে, সব বিষ্ণুভক্তি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বের যেসবের হবে অবশিষ্ট আছেন। প্রত্যেক জীব কৃষ্ণ যেসব কর্ম করে একটী শুদ্ধ নিশ্চয়ে পরিবর্তে পরমেশ্বরী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হয়েছে, কারণ জগতের যেসবের পরমেশ্বর নিয়ন্ত্রণের একত্র নিয়মের হয়েছে প্রতিপালন করেছে।

আমাদের জানা কর্তব্য যে, যে-যেসব যেসব-যেশ্রেণীর আত্মজ্ঞান করে পরমেশ্বরের জগতের কাজে, সে সবার সংসারে শ্রেণীবদ্ধ যাবে। কিন্তু এখানে যেসব যেশ্রেণীর পূজা করবে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে, কারণ কৃষ্ণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন যেসব যেসবাদের যাদের জগতের অবশ্য বিষ্ণুভক্তি আসে যায়। অবশ্যই যাদের

[illegible] ইনি এবং ইনি [illegible] নই। তিনি 'অনামেব' অর্থাৎ ইনি নামের অধীন ইনি [illegible] নই। পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্তিযোগে [illegible] করেন—এমন কি অনন্যভাবে যদি [illegible], শিলা, মূর্তি, কাষ্ঠ আদি কোন [illegible] নাম [illegible] করে, তা হলে অবশ্যই সে অনায়াসে নিত্যধামে পরিণত হয়। কিন্তু, যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের শরীর নির্মাণ ও বিগ্রহের অর্চনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করি, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের শরীরের উপলব্ধি করতে পারি এবং তার দ্বারা আমরা [illegible] করি অবশেষে তাঁর [illegible] আমরা স্থির করতে পারি। তাঁর [illegible] বর্ণভূতে নিরাকারের পরমাণুর নিরাকারের দ্বারা [illegible] পরিচয়। [illegible] করে [illegible] [illegible] তাঁকে [illegible] [illegible] [illegible]। তাই, তাঁকে অনাদি অনন্তরূপে [illegible] করি। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের অধিক শ্লোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে তার অপ্রাকৃতিক পরিচয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সম্বন্ধে কারা অধিকারীদের পূর্ণরূপে নিরাকার মনে করা হয়, তা নিম্নোক্ত এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] অধিকারীর একমাত্র আশ্রয় আমার জীব বাহনে নিরাকৃত এই অধ্যায়ের অবশেষে উপদেশরূপে বলেছেন—

> মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনন্য শরণ নেওয়া একা কি অধিকারী পূর্ণ হয় শরণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-অবলম্বন হয়ে সদা নিরাকারে অধিষ্ঠিত হয়। তেমনি অধ্যায়ে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আরও।

> অধিকারিণাম্ বলে শ্রীকৃষ্ণের বাণ।
> যাহে যদি ভক্ত তত্ত্ব কৃষ্ণের জ্ঞান ॥

ইতি—পরমেশ্বর ঈশ্বর নিরাকার 'বিশ্বরূপ-যোগ' অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যথার্থ অধ্যায়ের অধিকারীদের জন্যেই অধ্যায় অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বলেন; মদনুগ্রহায়—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে; পরমম্—পরম; গুহ্যম্—গোপনীয়; অধ্যাত্ম—আত্মার; সংজ্ঞিতম্—বিষয়ক; যৎ—যে; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; উক্তম্—বলা হয়েছে; বচঃ—বাক্য; তেন—তার দ্বারা; মোহঃ—মোহ; অয়ম্—এই; বিগতঃ—দূর হয়েছে; মম—আমার।

বঙ্গানুবাদ

অর্জুন বলিলেন ॥

অনুগ্রহ করি মোরে তুমি দিলে যাহা ।
মোহ নষ্ট হইয়াছে শুনি তত্ত্ব তাহা ॥
সেই যে অধ্যাত্ম তত্ত্ব করি উপদেশ ।
নিশ্চয় সংশয় হল মম ছিল যত ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হাষীকেশ প্রতি অনুরাগ করে তুমি যে অনাদ্যন্ত পরমেশ্বর পরম ব্রহ্ম ও নিখিলের আশ্রয়কে বিদিত হয়েছ, তাঁর কথা আমার এই যেন দৃঢ় হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব কারণের পরম কারণ, তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত করা হয়েছে। সমস্ত জড় জগতের কারণ হল জড়শক্তি যেমন এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই জড়শক্তির উৎস। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, তিনি হচ্ছেন পরম পরমেশ্বরের অবতারী। সেই কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বর্ণিত করা হয়েছে।

এখানে অর্জুন বলেছেন, তাঁর যেন বিশ্বাস হয়েছে। অর্থাৎ, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেছেন না, তাঁর বন্ধু অথবা আত্মীয় বলে মনেও করেছেন না, তিনি তাঁকে পরম বিষ্ণু পরম ঈশ্বররূপে বর্ণিত করেছেন। অর্জুন পূর্ব থেকে জানতেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে তিনি বন্ধুরূপে দেখেছেন, তা ঈশ্বরকি করে পরম ব্রহ্ম আশ্রয়রূপে করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের কারণরূপে জানতে পারেন, কিন্তু আমাদের যেন তাঁকে দেখবার ভাব নাও করতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য, পরমেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করবার জন্য এই অধ্যায়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন যাতে তিনি তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। তাত্ত্বিকদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ যদিও অবাস্তব এবং সেই জন্য দর্শনের অযোগ্য বলে মনে হয়—যেমন অর্জুন মনেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এটাই দেখাতে যে, সেই অবাস্তব বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার পর তিনি আবার তাঁর আদিরূপ—দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে অনুরোধ করা করেছেন, অর্জুন তা পালন করতেন যেমন করেছেন। অর্জুনের অবস্থার কথাটি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলা কিন্তু দেখাতেন এবং অর্জুনের যা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে সফল করেছেন। তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং পরমেশ্বর রূপে তিনি অবতরণ করেছেন বিশ্বরূপরূপে।

শ্লোক ২

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

ভব—উৎপত্তি, অপ্যয়ৌ—লয়, হি—অবশ্যই, ভূতানাম্—সমস্ত জীবের, শ্রুতৌ—শাস্ত্র হতে, বিস্তরশঃ—বিস্তারিতভাবে, ময়া—আমার দ্বারা, ত্বত্তঃ—তোমার থেকে, কমলপত্রাক্ষ—হে পদ্মপলাশলোচন, মাহাত্ম্যম্—মহত্ত্ব, অপি—ও, চ—এবং, অব্যয়ম্—অনন্ত।

বাংলা অনুবাদ

হে পদ্মপলাশলোচন। অর্জুনের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমার থেকেই হয় এবং তোমার জন্য থেকেই আমি তোমার অনন্ত মহাত্ম্য অবগত হলাম।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন যে, অবতার কৃষ্ণের প্রকাশ প্রদর্শনের —"আমি এই সমস্ত জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সৃষ্টির ও লয়ের কারণ, আমি আমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কমলপত্রাক্ষ বলে সম্বোধন করেছেন (কারণ শ্রীকৃষ্ণের চোখ দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো)। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ যেমন অর্জুন সেই সম্বন্ধে নিশ্চয়তালাভ করেছেন। অর্জুন অবশ্য জানতে পারেন যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই প্রকাশ এবং লয়ের পরম কারণ হয়েও অবশ্যই জগতের সব কিছু থেকে পৃথক। তাঁকে অধ্যায়ে জানিয়েছেন, যদিও তিনি অবিনাশী, কিন্তু তবুও তিনি অভিব্যক্তিরূপেও অবশ্যই বিদ্যমান আছেন। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শ্রেষ্ঠত্বশক্তি, যা অর্জুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যখন তাঁকে দর্শন করেছেন।

শ্লোক ৩

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

[illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন ছিলেন। তাই, তিনি [illegible] ভগবানের উপলব্ধি করার আগেই তাঁর বন্ধুর শক্তির উপর নির্ভর না করে, [illegible] জীবনকে নিজের অধিকারে রাখতে পারেননি। অর্জুন [illegible] যে, শিষ্যের জীবনে গুরুর অন্যান্য অনেক ভগবানের উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অনেক সময় কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই কেবল অনেকের উপলব্ধি উপলব্ধি করা যায়। [illegible] শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ অনন্ত অসীম শক্তির অধীশ্বর। অধিক তিনি অনেক-অনন্ত, অণুর চেয়ে অণীয়ান কৃপার মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাই, অর্জুন একটি ভগবানের অণীয়ান কৃপা প্রার্থনা করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন নিজের না। অন্যথা যদি সাধারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেখা করার আগেই নিজেকে অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সমান মনে না করেন শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই নিজেকে প্রকাশ করেন না। একমাত্র তাঁর নিজেকে প্রকাশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; পশ্য—দেখ; মে—আমার; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; রূপাণি—রূপসমূহ; শতশঃ—শত শত; অথ—এবং; সহস্রশঃ—সহস্র সহস্র; নানাবিধানি—নানাবিধ; দিব্যানি—দিব্য; নানা—বিভিন্ন; বর্ণ—বর্ণ; আকৃতীনি—আকৃতি; চ—এবং।

বাংলা পদ্য

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

হে পার্থ আমার রূপ সহস্র হে শত।
এই দেখ নানাবিধ দিব্য আর যত ॥
অনেক আকৃতি বর্ণ করহ প্রত্যক্ষ।
সকল আমার দেখি হও দোষশূন্য ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ! আমার বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য রূপসমূহ দর্শন কর।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টে এই রূপ দর্শন দিব্য, অণুর চেয়ে অণীয়ান হয় এই জন্য আপনার শরীরেরই এমন কোনো না এই জন্য আপনার কারণের উপর নির্ভরশীল। অন্য সমস্তকিছু যেমন জন্মী হয় এবং মরণশীল হয়, সেমনই শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপেরও জন্মী হয় এবং মরণশীল হয়। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে কেবল এই রূপ পেয়ে অর্জুনকে নিজে বিভ্রান্তবোধ নয়। আপনার অন্যান্য বিশ্বরূপ দর্শনে উৎসুকী নন। কিন্তু অর্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে এই রূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। যেন সাধারণ অর্জুনের পক্ষে আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন করবার শক্তি দেন, তখনই কেবল তাঁর এই রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৬

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

পশ্য—দেখ; আদিত্যান্—আদিতির তনয় গণ; বসূন্—আদিবসু; রুদ্রান্—একাদশ রুদ্র; অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; মরুতঃ—উনপঞ্চাশ মরুৎ (বায়ুর দেবতা); তথা—এবং; বহূনি—বহু; অদৃষ্ট—যা পূর্বে দেখনি; পূর্বাণি—পূর্বে; পশ্য—দেখ; আশ্চর্যাণি—আশ্চর্য; ভারত—হে ভারতবংশীয়।

বাংলা পদ্য

আদিত্যানি বসু রুদ্র অশ্বিনী মরুত।
অদৃষ্ট অপূর্ব যত আশ্চর্য ভারত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ এবং আরো অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখ।

তাৎপর্য

এখানে কি অধিক অর্জুন বিশেষ অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বিশেষ আত্মীয় পুরুষ, অর্জুন বীর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু জানা সম্ভব নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, অর্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর এবং প্রকাশ সম্বন্ধে যাতে কখনও কোনোদিন অজ্ঞান না থাকে। এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই বিশ্বরূপ অনন্তমূর্তি প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৭

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ইহ—এই, একস্থম্—একত্রে অবস্থিত, জগৎ—বিশ্ব, কৃৎস্নম্—সমগ্র, পশ্য—দেখ, অদ্য—এখনই, মম—আমার, দেহে—দেহে, গুড়াকেশ—হে অর্জুন, যৎ—যা কিছু, চ—এবং, অন্যৎ—অন্য, দ্রষ্টুম্—দেখতে, ইচ্ছসি—ইচ্ছা কর।

বাঙ্গালা পদ্য

তাহার বিশ্বরূপ আমার ভিতর ।
দেখ আজ একস্থানে সব পরাপর ॥
গুড়াকেশ অর্জুন কৃষ্ণ পাসরেন তারে ।
দেখ তুমি ভাল করি আমার শরীরে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আমার এই বিশ্বরূপ শরীরে একত্রে অবস্থিত সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা এখনে দর্শন কর।

তাৎপর্য

এক জায়গায় বসে বহুত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করা অবশ্য সম্ভব নয়। এমন কি অর্জুনের ঈশ্বর ভৌমবিশেষজ্ঞ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশে কোথায় কি হচ্ছে তা দেখতে পারেন না। কিন্তু অর্জুনের মতো ভক্ত বিশ্ব-রূপধারণের সে দেখবার

জন্যে, যা কিছু বিশ্বরূপে সবই দেখতে পান। অর্জুন, অর্জুন ও অর্জুনের সমস্ত কিছু সবই দেখতে পারেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শক্তি প্রদান করেছেন। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর অর্জুন সব কিছু দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

ন—না, তু—কিন্তু, মাম্—আমাকে, শক্যসে—সমর্থ হবে, দ্রষ্টুম্—দেখতে, অনেন—এই, এব—অবশ্যই, স্বচক্ষুষা—তোমার নিজের চক্ষুর দ্বারা, দিব্যম্—দিব্য, দদামি—প্রদান করছি, তে—তোমাকে, চক্ষুঃ—চক্ষু, পশ্য—দেখ, মে—আমার, যোগম্—অলৌকিক যোগশক্তি।

বাঙ্গালা পদ্য

তুমি চক্ষু ছাড় তোর নহে প্রাকৃত দর্শন ।
অতএব দিব্যচক্ষু করি তোমারে অর্পণ ॥
দিব্যচক্ষু যোগশক্তি কিছু ন্যূন নহে ।
অপরোক্ষ অনুভূতি সকলে যে কহে ॥

অনুবাদ

কিন্তু তুমি তোমার বর্তমান চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে না। এই, আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি। তুমি আমার অলৌকিক যোগৈশ্বর্য দর্শন কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি পরমাত্মার দেখা দ্বারা আর অন্য কোন জীব অবস্থানের সঙ্গে তার দর্শন করতে হয় না। অর্জুনের কৃপায় অর্জুনেই তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে হয় এবং তাঁর তাঁকে তাঁর দর্শন করেন না, অর্জুন দিব্য দৃষ্টির অধিকারে। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য অর্জুনকে দিব্য অলৌকিক শক্তি দান করা হয়েছে, তাঁর দৃষ্টির পরিবর্তনের জন্য দান করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ যোগশক্তিপূর্ণ নয়, সেই জন্য অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তনের দর্শন দান করা হয়। অর্জুন যেহেতু

[illegible] যে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই বলেন যে তাঁর সেই রূপ দর্শনের জন্য যে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন, তা তাঁকে দান করেছিলেন।

যে সময় অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছিল, তখন অর্জুনের ঐশ্বর্যের জ্ঞান আবৃত না হয়ে অর্জুনের প্রেমের জন্য অর্জুন আবৃত হন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য, বন্ধুত্ব, পিতা-মাতা, গুরু প্রেমী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে বাধ্য করে না। তাঁরা সব অবস্থায়-প্রেমে এমনই মগ্ন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাও তাঁরা ভাবেন না। অর্জুনবিহীন প্রেমের বিনিময়ের জন্য তাঁরা দুঃখ পান যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে সময় পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেন, তাঁর বন্ধুরাই তাঁদের পুরুষোত্তম বলে জানা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভগবানের মতো খেলা করার চেষ্টাও করেননি। এই সময় পাণ্ডবেরা জানেন যে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের খেলার সাথী এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য গর্ব অনুভব করেন। তাই, ভগবান চৈতন্যদেব এই শ্লোকটি বর্ণনা করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥
সর্বাদ্ভুতময়ং শান্তং সর্বশক্তিসমন্বিতম্॥

"ঈশ্বর হচ্ছেন পরম পুরুষ, যাঁর দেহ সুন্দর দৃষ্টি-অতীত চিন্ময় সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন, যাঁর কোনও উৎপত্তি নেই, যাঁর উৎপত্তি হচ্ছে সবার আদি

অনেক—অসংখ্য, বিধাঃ—বিভিন্ন, অঙ্গুষ্ঠ—আঙুল, শিরঃ—শির, প্রাণঃ—প্রাণ, অপানঃ—নিম্ন বায়ু, অগ্নিঃ—অগ্নি, পঞ্চ—পাঁচ, অনুপ্রাণনম্—অনুপ্রাণিত, সর্ব—সমস্ত, আশ্চর্যময়ম্—আশ্চর্যময়, দেবম্—দেদীপ্যমান, অনন্তম্—অনন্তিম, বিশ্বতোমুখম্—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

বিশ্বের স্থান

অনেক অঙ্গুষ্ঠ বস্তু অঙ্গুষ্ঠ বর্ণনা।
অনেক সে অঙ্গ আর শিরা আবরণ॥
শিরা প্রাণ পঞ্চ আর প্রাণন সেবন।
সবাই আশ্চর্য রূপ বিশ্বের সৃজন॥

অনুবাদ

অঙ্গুষ্ঠ সেই বিশ্বরূপে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য চোখ ও অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ বর্ণনীয় বস্তু দেখলাম। সেই রূপ অসংখ্য শিরা অসংখ্যরূপে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং অসংখ্য ঈশ্বরের শিরা অঙ্গ ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ শিরা প্রাণ ও শিরা অঙ্গ সুবিস্তৃত ছিল এবং তাঁর শরীর শিরা পঞ্চ অঙ্গ অনুপ্রাণিত ছিল। সবাই ছিল অসংখ্য আশ্চর্যময়ক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বুঝতে অসংখ্য শব্দটির ব্যবহার অসংখ্যরূপে বলা বুঝানো পক্ষে যায় যে, অসংখ্যরূপে যে সব বস্তু, শব্দ, রূপ এবং অসংখ্য রূপের অভিব্যক্তিরূপে অঙ্গুষ্ঠ দেখছিলাম, সেগুলির সংখ্যার কোন সীমা ছিল না। অসংখ্যরূপে এই রূপগুলিই আবার প্রকাশের অনুরূপ পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু অসংখ্যরূপে বুঝানো অঙ্গুষ্ঠ এবং অসংখ্যরূপে যা বর্ণনা করেছে (পেয়েছিলাম)। জীবগণের অভিন্ন শরীর অসংখ্যরূপে যা বলা হয়েছিল।

শ্লোক ১২

তিনি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২॥

দিবি—আকাশে, সূর্য—সূর্যের, সহস্রস্য—হাজার, ভবেৎ—হয়, যুগপৎ—একসাথে, উত্থিতা—উদিত, যদি—যদি, ভাঃ—আলো, সদৃশী—তুল্য, সা—তা, স্যাৎ—হয়, ভাসঃ—তেজ পাবে, মহাত্মনঃ—মহান, তস্য—সেই, মহাত্মার—মহান বিশ্বরূপের।

বিশ্বের স্থান

যদি সূর্য দিনে উঠে সহস্র সহস্র।
একত্রে কিরণ যুক্ত অনন্ত অক্ষর॥
তাহা হলে কিছু তার আলো অনুরূপ।
অনন্তের সে বিশ্ব তেজ মহেশ্বর রূপ॥

অনুবাদ

যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তা হলে সেই মহান্তা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।

তাৎপর্য

অঙ্গুষ্ঠ যা বর্ণনা করেছিলেন তা ছিল অনন্তিম, অনুপম সত্ত্বার সেই মহান অভিব্যক্তিরূপের অসংখ্য উজ্জ্বলতা অর্জুনকে বুঝাবার জন্যে সেই শ্লোক বলেছেন। সত্ত্বার ও বুঝানো সেখানে বিশেষ্যের বিশেষণ নয়, কিন্তু অসংখ্যরূপের বুঝানো সত্ত্বার সত্ত্বা সেখানে পরিব্যাপ্ত সেখানে কি রকম। অসংখ্যরূপে এই রূপ বর্ণনা করার অবস্থা হচ্ছে সেই, যাহাতে সেখানের কারণের জন্য সত্ত্বার যা একটি পরিমাণ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন (যেমন, সহস্র সহস্র সূর্য)।

শ্লোক ১৩

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩॥

তত্র—সেখানে, একস্থম্—এক স্থানে অবস্থিত, জগৎ—বিশ্ব, কৃৎস্নম্—সমস্ত, প্রবিভক্তম্—বিভক্ত, অনেকধা—বহু প্রকারে, অপশ্যৎ—দেখলেন, দেবদেবস্য—পরমেশ্বর ভগবানের, শরীরে—শরীরে, পাণ্ডবঃ—অর্জুন, তদা—তখন।

দীপ্তির গান

অর্জুন দেখিল তবে কৃষ্ণের শরীরে ।
একত্রে যে অনন্তান অনন্ত বিশ্বের ॥
এক এক যে বিভক্ত বহু বহু স্থান ।
সেই দেহে জোতি মধ্যে বিশ্বের বিধান ॥

অনুবাদ

তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে অনন্তানন্ত বিভক্ত অংশ দর্শন করলেন, একত্রে অবস্থিত দেখলেন।

তাৎপর্য

এখানে (দেহেতে) কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, অর্জুন তখন বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সেই মুহূর্তেতে তিনি তার সেই শ্রীকৃষ্ণের, যাঁর তিনি সখা বলে পরিচিত, পরম শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন অনন্তকোটি বিশ্বগুলি তাঁর দেহাভ্যন্তরে। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অর্জুন হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন পেলেন। উপনিষদ শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবানের এই-সকল অসংখ্য অবতার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউবা রাম নিয়ে উপস্থিত, কেউবা কেবল নিয়ে উপস্থিত, কেউবা রাম-লক্ষ্মণ নিয়ে উপস্থিত, কেউবা বিষ্ণুরূপে, কেউবা আবার চার বিষ্ণুরূপে। এভাবে নানা অর্জুন নানান বিভূতি দর্শন করেছেন। কিন্তু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তফাৎ যে কি ঘটেছিল, তা কেউ বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ১৪

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

তত—তারপর, সঃ—তিনি, বিস্ময়াবিষ্টঃ—বিস্ময়াবিষ্ট, হৃষ্টরোমা—রোমাঞ্চিত হয়ে, ধনঞ্জয়—অর্জুন, প্রণম্য—প্রণাম করে, শিরসা—মস্তক দ্বারা, দেবম্—পরমেশ্বর ভগবানকে, কৃতাঞ্জলিঃ—করজোড়ে, অভাষত—বলেছিলেন।

দীপ্তির গান

ধনঞ্জয় হৃষ্টরোম দেখিয়া বিস্ময় ।
শিরসা প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥

কহিতে লাগিল সেই অর্জুনবচন ।
দেবতার কাছে যথা যোড় করে দিয়া চিত্ত ॥

অনুবাদ

তারপর সেই অর্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই বিশ্ব দর্শনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কের আপেক্ষিক পরিবর্তন হয়। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল বটেই কিন্তু, কিন্তু এখন, বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন তাঁকে কখনো ভগবান বলে কখনোবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভুল করেছেন। তিনি বিশ্বরূপের সম্মুখে দণ্ডায়মান। কখনোবা কখনোবা তাঁকে অর্জুনের সম্পর্কী সখার পরিবর্তে অনুচর পরিণত হয়। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে দেখার সম্পর্কটির আপেক্ষিকতাকে দর্শন করেন। পাণ্ডবদিগের যাবতীয় বিপদে তাঁরা কখনো কখনো তাঁদের এবং সব কটি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য। শত্রুর কাছে, বটেই নয়, দেবতাদের মধ্যে এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর আচরণের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই সময়ে তাদের শত্রুর-বর্ণন।

এখানে অর্জুন অনুভব করেন সম্পর্কটিকে অনুপাতিক আপেক্ষিক। কখনোবা অর্জুন তাঁকে বিশেষ দূর বীর, বিষ্ণু ও শত্রু, কখনো এই অনুভব তাঁদের পরস্পরে তিনি আবার হয়ে পড়েন। তাঁর পরিবর্তে যেমনকিনা এর এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি ভগবানের প্রণাম করতে থাকেন। অবশ্য তিনি বীর বটেই। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গসখা বীরের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ পরমেশ্বরের বিশ্বরূপের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর তিনি এই বিশ্বরূপ দর্শনের পরে তাঁর কাছে।

শ্লোক ১৫

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বলিলেন, পশ্যামি—দেখিতেছি, দেবান্—সমস্ত দেবতাদিগকে, তব—তোমার, দেব—হে দেব, দেহে—দেহে, সর্বান্—সমস্ত, তথা—ও, ভূত-সংঘান্—বিশেষরূপে, বিশেষরূপে—বিশেষরূপে সমবেত, ব্রহ্মাণম্—ব্রহ্মাকে, ঈশম্—শিবকে, কমলাসনস্থম্—কমলাসনে স্থিত, ঋষীন্—ঋষিগণকে, চ—ও, সর্বান্—সমস্ত, উরগান্—সর্পগণকে, চ—ও, দিব্যান্—দিব্য।

বঙ্গানুবাদ

অর্জুন কহিলেন ঃ

হে দেব শরীরে তব, দেখিতেছি যে দৈবগণ,
সঙ্গে লয়ে অন্যান্য যোগ।
সকল ভূতের সঙ্ঘ, যে এক বিশাল ব্রহ্ম,
একত্রিত সব চরাচর ॥
ব্রহ্মা যে কমলাসন, সকল উরগগণ,
অন্যান্যে ঋষিগণ ॥
সব ঋষিগণ হয়, কেহ যেন বাকী নয়,
দিব্য যেন সব ঋষীগণ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বলিলেন—হে দেব! তোমার দেহে দেবগণকে, বিভিন্ন জীবগণকে, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা, শিব, ঋষিগণ ও দিব্য সর্পগণকে দেখিতে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই অর্জুন দর্শন করিলেন। যেহেতু তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করিলেন, তিনি তাহার এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৃষ্টি জানিলেন। তিনি দিব্য সর্পকে দর্শন করিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগে যার উপর অনন্তশয্যায় বিষ্ণু শয়ান থাকেন। এই সর্পদেহের ফণা হয় অনন্তশয্যা। অনন্তশয্যা অর্জুন অনন্তশয্যায় বিষ্ণু যেকেন সকল কালে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন। অবশেষে, তিনি সমস্ত উপস্থিত ঋষিগণ অর্জুন অর্জুন থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণুর দর্শন করিলেন। পরবর্তীকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সমস্তকিছু কেবল যা সম্ভব হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অনেক—অনেক, বাহু—হাত, উদর—উদর, বক্ত্র—মুখ, নেত্রম্—চক্ষু, পশ্যামি—দেখিতেছি, ত্বাম্—তোমাকে, সর্বতঃ—সর্বত্র, অনন্তরূপম্—অনন্ত রূপ, ন অন্তম্—অন্তহীন, ন মধ্যম্—মধ্যহীন, ন—না, পুনঃ—পুনরায়, তব—তোমার, আদিম্—আদি, পশ্যামি—দেখিতে, বিশ্বেশ্বর—হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ—হে বিশ্বরূপ।

বঙ্গানুবাদ

অনেক বাহু উদর, অনেক বদন বহু,
দেখিতেছি অনন্ত যে রূপ ।
আদি অন্ত নাহি তার, বিশ্বেশ্বর হে আমার
অদ্ভুত যে দেখি বিশ্বরূপ ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমার দেহে অনেক হাত, উদর, মুখ এবং চক্ষু রূপ দেখিতে। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনি অর্জুনের আদিম অবস্থা। আদি, মধ্য অন্ত কিছুই দর্শন করা যায়।

শ্লোক ১৭

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

কিরীটিনম্—কিরীটিযুক্ত, শশিনম্—চন্দ্রকান্তি, চারুনম্—চারুকান্তি, চ—এবং, বেণোরানন্দিনম্—বেণুযুক্ত-বদন, অঙ্কম্—গতি, শ্রীবৎসবক্ষম্—শ্রীবৎস, পশ্যন্তি—দেখেন, ছাম্—তোমাকে, দৃগ্বিশিষ্টম্—দৃষ্টিবিশিষ্ট, সমন্তাৎ—সর্বদিকে, শ্রীকৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ অতি, ধন্যা—ধন্য, ভুবি—পৃথিবী, ভবন্তি—হয়।

শ্রীরাগ গান

কিরীট যে চারু শশী, রবি রবি তোমারে,
শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছি যম।
দেখিছে দুজন সেই, ধন্যতা উজ্জ্বল সেই,
শ্রীবৎস অতি পূর্ণ ভুবি সব॥

অনুবাদ

কিরীট শোভিত, শশী ও চারুকান্তি, অঙ্গে শ্রীবৎস, বেণুযুক্ত-বদন, দৃষ্টিবিশিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ অতি ও পৃথিবী মধ্যে ধন্যতাবিশিষ্ট এবং আমাদের বদন তোমাকে অতি সর্বদা দেখেন।

শ্লোক ১৬

ত্বামক্ষয়ং পরমং বেদিতারং
ত্বামস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৬॥

ত্বম্—তুমি, অক্ষয়ম্—ক্ষয়, পরমম্—পরম, বেদিতারম্—জ্ঞাতাকে, ত্বম্—তুমি, অস্য—এই, বিশ্বস্য—বিশ্বের, পরম্—পরম, নিধানম্—আশ্রয়, ত্বম্—তুমি, অব্যয়ঃ—অব্যয়, শাশ্বতধর্মগোপ্তা—সনাতন ধর্মের রক্ষক, সনাতনঃ—নিত্য, ত্বম্—তুমি, পুরুষঃ—পরম পুরুষ, মতঃ মে—আমার মতে।

শ্রীরাগ গান

তুমি যে অক্ষয় ধন্য, তুমিসার যোগ্য ধন্য,
এ বিশ্বের পরম আশ্রয়।

সনাতন ধর্মরক্ষক, সনাতন পুরুষোত্তম,
তুমি হও অনন্ত অব্যয়॥

অনুবাদ

তুমি পরম ক্ষয় এবং একমাত্র জ্ঞাতা। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ। এই আমার অভিমত।

শ্লোক ১৭

অণোরণীয়ানহমপ্যহীয়ান্
অনন্তরূপং বিশ্বমিদং বৃহচ্চ।
পশ্যামি ত্বাং শ্রীবৎসবক্ষসমেকং
স্বাত্মানং বিশ্বসিদং তনোষি॥ ১৭॥

অণোরণীয়ান্—অতি, অল্প ও অল্পতম, অহম্—আমাকে, অপি—শ্রীকৃষ্ণকে, অহীয়ান্—অল্পতম, অনন্ত—অনন্ত, রূপম্—রূপ, শশী—চন্দ্র, সূর্য—সূর্য, চন্দ্রমা—চন্দ্রমা, পশ্যামি—দেখি, ত্বাম্—তোমাকে, শ্রীবৎস—শ্রীবৎস, অঙ্কসমেকম্—অভিন্নরূপ সূর্যবিশিষ্ট, স্বাত্মানম্—নিজ দেহ আত্মা, বিশ্বম্—জগৎ, ইদম্—এই, তনোষি—প্রকাশ করেন।

শ্রীরাগ গান

অণু অতি অল্প নহি, অণোর কি কথা অতি,
তুমি হও যে অনন্ত বিশ্ব।
তোমার পায় অহম, চন্দ্র-সূর্য যেরূপম,
তোমার স্বরূপ শ্রীবৎস বক্ষ॥
নিজ দেহ করি আত্ম, তনু কর বিশ্ব পাত্র,
প্রকাশ তোমার সর্বত্র তেজ।

অনুবাদ

অতি ক্ষুদ্রতি, তোমার অতি, অল্প ও অল্প দেহি। তুমি অনন্ত বিশ্বরূপী ও আমাদের আত্মবিশিষ্ট এবং চন্দ্র ও সূর্য তোমার স্বরূপ। তোমার বৃক্ষস্থলে শ্রীবৎস অঙ্কিত তোমার এবং তুমি নিজ দেহের সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বাঁহাবলীর কোন সীমা নেই। একবার এবং সব ভগবান পুরুষোত্তমি করা হয়েছে। কিন্তু পাছে মনে হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁহাবলীর পুনরাবৃত্তি করছেন, তা সাহিত্যের দূষণীয় হয় না। অধিক আছে যে, যেমনভাবে বা আলঙ্কারিক ভাবে অথবা পুনরিক ভাবে মধুর একটি কথার সহায়তে পুনরাবৃত্তি করে। সেটি দূষণীয় নয়।

শ্লোক ৪০

ন্যমো নমস্তেঽস্ত্বসহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

সেটি—পুরুষোত্তম; অনুবিধেয়—পুনরাবৃত্তি; ইদম্—এটি; অন্তরম্—অন্তরাল; তি—অনন্তটি; আত্মম্—আত্মা; ভব—তোমার মধ্যে; প্রবেশ—প্রবেশ; ইদম্—এই; ন—এবং; কর্মণি—কর্মের; বৃদ্ধি—বোধে; অনুভবম্—অনুভব; কর্মম্—কর্ম; ইদম্—অবিকল; ভব—তোমার; ইদম্—এটি; লোকত্রয়ম্—ত্রিভুবন; প্রবিষ্টম্—অধিক হচ্ছে; মহাত্মন্—হে মহাত্মন্।

বীরের গান

পূর্বিধি না অনুবীক্ষে, অধিকে বিস্তরে মাত্র,
অন্ত নিল্ নিশ্চয়ের শেষ ॥
দেখিয়া তোমার জন্ম, অজ্ঞান যে বিস্ময়ন্,
অন্তা হয় অনুভব বর্ণি ।
অন্তেরে দেখিয়া জীব, ত্রিভুবনে যে অধিক,
সব দেখে তুমি মহাত্মন ॥

অনুবাদ

তুমি একটি 'সর্ব' ও অর্থের অধিকারী অনুবীক্ষ ও লক্ষণিক পরিচয়ের কারণ আছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই অনুভব ও অবাকের জন্য সর্বদা করে ত্রিভুবনে অবস্থিত জীব আছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্যবহৃতবিধেয়ে (সর্ব ও অধিকারের অধিকারী কৃষ্ণ) ও (তোমাকে) (ত্রিভুবন) কথা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্জুন এর থেকে অধিকতর হয় যে, তোমার অনুবীক্ষ অবস্থাতে বিস্ময়ন দর্শন করেছেন, অথবা তোমাকে অধিকতরের জীব যেটি কৃষ্ণ দর্শন করেছিলেন। অনুবীক্ষ এই বিস্ময়ন দর্শন হয় নয়। অর্জুন বিশ্বরূপের বিস্তৃতি দর্শন করেছিলেন, কিন্তু অধিকারী কৃষ্ণকে তেমন বিস্ময়ন দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ৪১ ॥

অমী—ঐ সকল; হি—অবশ্যই; ত্বাম্—তোমাকে; সুরসঙ্ঘাঃ—দেবতাগণ; বিশন্তি—প্রবেশ করছেন; কেচিৎ—কেউ কেউ; ভীতাঃ—ভীত হয়ে; প্রাঞ্জলয়ঃ—করজোড়ে; গৃণন্তি—স্তব বর্ণনা করছেন; স্বস্তি—শান্তিপাঠ; ইতি—এভাবে; উক্ত্বা—বলে; মহর্ষি—মহর্ষিগণ; সিদ্ধসঙ্ঘাঃ—সিদ্ধগণ; স্তুবন্তি—স্তব করছেন; ত্বাম্—তোমাকে; স্তুতিভিঃ—স্তুতির দ্বারা; পুষ্কলাভিঃ—বৈদিক স্তব।

বীরের গান

এই যে সব দেবগণ, পশিতেছে যে শরণ,
কেহ বা হইয়াছে ভীত মনে ।
স্তব করে জোড় হাতে, মহর্ষি যে সিদ্ধি,
স্তুতিবাদ সকলে বাখানে ॥

অনুবাদ

সমস্ত দেবতারা তোমার শরণাগত হয়ে তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে তোমার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'কল্যাণ হোক' বলে স্তুতি বাচনের দ্বারা তোমার স্তব করছেন।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ৫২

কদাবিদ্যা কদাহং তে ত্বা সাক্ষা
বিশ্বেঃবিটো মকরঃশোহপশ্চ ।
পক্ষপিশ্চাদুরুবিক্ষপাদা
দৃষ্ট্বা লোকা প্রবিথিতাস্তথাহম্ ॥ ৫২ ॥

কদা—কখন, অবিদ্যা—অবিদ্যাগ্রস্ত, কদাহং—বন্ধুগণ, তে—তোমার, ত্বা—এর সাথে, ত্বা—এবং, সাক্ষা—সাক্ষাৎ, বিশ্বে—বিশ্বজগতের, অবিটো—অধিষ্ঠিতকারীর, মকরঃ—মকরের, ত্বা—এবং, বিশ্বপ্ত—বিশ্বপ্রাণ, ত্বা—এবং, পক্ষ—পক্ষীর, পিশ্চ—ডানার, দাবুরুবিক্ষপাদা—বাহুগণ ও বিক্ষেপ, দৃষ্ট্বা—দর্শন করেছে, দৃষ্ট্বা—তোমাকে, লোকা—বিশ্বের, ত্বা—এবং, প্রবিথিতাস্তথাহম্—ভীত, এবং আমিও ভীত হচ্ছি।

পীতার পান

কত আর তে অবিদ্য, বন্ধু আর সব সাক্ষ,
অধিষ্ঠিতকারী বিশ্বের ।
মকর যে বিশ্বপ্রাণ, পক্ষী যে বিশ্বের,
দেখিয়ে আমিয়াছে তে সব ॥

অনুবাদ

কখনো, অবিদ্যাগ্রস্ত সখা যাদের তোমারই, বন্ধুগণ, বিশ্বজগতের অধিষ্ঠাতাগণের, মকরগণ, বিশ্বপ্রাণ, পক্ষীগণের, বাহুগণ, ও বিশ্বের সকলেই বিস্ময় হয়ে তোমাকে দর্শন করছে।

শ্লোক ৫৩

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ৫৩ ॥

রূপম্—রূপ, মহৎ—মহান, তে—তোমার, বহু—বহু, বক্ত্র—মুখ, নেত্রম্—চক্ষু, মহাবাহো—হে মহাবীর, বহু—অনেক, বাহু—বাহু, উরু—উরু, পাদম্—পা, বহূদরম্—বহু উদর, বহুদংষ্ট্রা—বহু দন্ত, করালম্—ভয়ানক, দৃষ্ট্বা—দেখে, লোকাঃ—সকল লোক, প্রব্যথিতাঃ—ব্যথিত, তথা—তেমনই, অহম্—আমি।

পীতার পান

তোমার মহান রূপ, বহু নেত্র বহু মুখ,
বহু পাদ উরু মহাবাহো ।
বহু উদর বহু, করাল দাঁতিক বহু,
দেখিয়া জগতের ভয়াকুল ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু পদ, বহু উরু, বহু উদর ও ভয়ানক করাল দাঁতবিশিষ্ট তোমার বিরাটরূপ দর্শন করে সমস্ত লোক ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি।

শ্লোক ৫৪

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ৫৪ ॥

নভঃস্পৃশম্—আকাশস্পর্শী, দীপ্তম্—প্রকাশ, অনেক—বহু, বর্ণম্—বর্ণ, ব্যাত্ত—বিস্তারিত, আননম্—মুখ, দীপ্ত—উজ্জ্বল, বিশাল—বিশাল, নেত্রম্—চক্ষু, দৃষ্ট্বা—দর্শন করে, হি—নিশ্চয়ই, ত্বাম্—তোমাকে, প্রব্যথিত—ব্যথিত, অন্তরাত্মা—অন্তরাত্মা, ধৃতিম্—ধৈর্য, ন—না, বিন্দামি—পাচ্ছি, শমম্—শান্তি, চ—ও, বিষ্ণো—হে বিষ্ণু।

পীতার পান

আকাশ ঠেকেছে সখা, কুল দেন অগ্নিসম,
বহু বর্ণ হয়েছে বিস্তার ।

যাস্যন্তি শিষ্য সেনা, জনপিতা সে সর্বজ,
ঐশ্বর্যুক্তি করোয়ে আমার ॥

অনুবাদ

হে বিষ্ণু! তোমার অনন্তশক্তি, তেজোময়, বিভিন্ন কর্মযুক্ত, বিশ্বের দুঃখনাশ ও বিমল আনন্দ সম্বন্ধিত তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও শান্তি অবলম্বন করতে পারছি না।

শ্লোক ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রা—দন্তযুক্ত, করালানি—ভীষণ, চ—ও, তে—তোমার, মুখানি—মুখসমূহ, দৃষ্ট্বা—দেখে, এব—অবশ্যই, কালানল—প্রলয়াগ্নি, সন্নিভানি—সদৃশ, দিশঃ—দিগ্বিদিক, ন জানে—জানি না, ন লভে—পাচ্ছি না, চ—ও, শর্ম—সুখ, প্রসীদ—প্রসন্ন হও, দেবেশ—হে দেবেশ, জগন্নিবাস—হে জগন্নিবাস।

দীপ্তার্থ পাঠ

করাল দাঁতের পাতি, মুখে জ্বলে অগ্নিভাতি,
কালানল ছোটোয়ে যেমন।
নিশ্চয়ে সব কর্ম, বুঝি না আমার শর্ম,
কৃপা কর ওহে জনার্দন ॥

অনুবাদ

হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রলয়ের সদৃশযুক্ত ও ভয়ানক দন্তযুক্ত তোমার মুখমণ্ডল দেখে আমার নিশ্চয়ই হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

শ্লোক ২৫-৩০

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্তানি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সন্দৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

অমী—এই সমস্ত, চ—ও, ত্বাম্—তোমাকে, ধৃতরাষ্ট্রস্য—ধৃতরাষ্ট্রের, পুত্রাঃ—পুত্রগণ, সর্বে—সমস্ত, সহ—সঙ্গে, এব—অবশ্যই, অবনিপাল—নৃপতিগণ, সঙ্ঘৈঃ—সমূহদ্বারা, ভীষ্মঃ—ভীষ্মদেব, দ্রোণঃ—দ্রোণাচার্য, সূতপুত্রঃ—কর্ণ, তথা—ও, অসৌ—সেই, সহ—সহ, অস্মদীয়ৈঃ—আমাদের, অপি—ও, যোধমুখ্যৈঃ—প্রধান যোদ্ধাগণ, বক্ত্রাণি—মুখসমূহের মধ্যে, তে—তোমার, ত্বরমাণাঃ—ত্বরান্বিত, বিশন্তি—প্রবেশ করছে, দংষ্ট্রা—দন্তপংক্তি, করালানি—ভয়ানক, ভয়ানকানি—ভয়ঙ্কর

[illegible]

শ্রীহরি বলে

[illegible] পুত্র কয়, [illegible]
[illegible] ।
ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ, [illegible]
[illegible] ॥
[illegible] প্রবেশ করে, [illegible]
[illegible] ।
[illegible] সে দেখিয়া মনে, [illegible]
[illegible] ॥
[illegible] এর লোকনীর, [illegible]
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] ॥

সে যোদ্ধাদের আপনার, [illegible] নাহি তার,
যে বিষ্ণু সারথি হয়ে দুর্যোধন ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, যাদের চিত্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং অন্যান্যের পক্ষের সমস্ত নৃপতিরা তোমার কল্যাণ সম্পর্কিত বুদ্ধির বশে অকাতরে যুদ্ধে প্রবেশ করবে এবং সেই সমরাঙ্গনে বিজয় হবে তাদের অন্তরে দুর্নিবার হবে। শ্রীমদ্ভগবান যেমন শত্রুহাবিদ্বারে প্রবেশ করে সমূহে প্রবেশ করে, তেমনই অর্জুনের বীরত্ব তোমার দুষ্টমতি দুর্যোধনকে প্রবেশ করাবে। পরাক্রম যেমন ক্রুদ্ধ পরিবারে অধিক হয়ে অন্যান্য অন্য ক্রুদ্ধ অধিকারে প্রবেশ করে, তেমনই এই তোমাদের বৃদ্ধের জন্য অধি তোর তোমার দুর্যোধনকে প্রবেশ করাবে। হে বিষ্ণু! তুমি তোমার দুষ্টমতি দুর্যোধনের দ্বারা অধম লোকদের প্রাপ্ত করছ এবং তোমার তেজোবলিত দ্বারা সমস্ত জগতকে আবৃত করে সমস্ত করছ।

তাৎপর্য

দুর্যোধনী প্রভাবে ভগবান গীতোক্ত করেছিলেন যে, তিনি অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের বিষ্ণু তোমাকে। এখন অর্জুন দেখতেন যে, যাঁর বিপক্ষে যাদের পক্ষের যোদ্ধারা (ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা) এবং তাদের সৈন্যরা এবং অর্জুনের বিপক্ষে সৈন্যরা পরাজয়ী বিজয় প্রাপ্ত হবে তাদেরকে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কুরুক্ষেত্রে সমাবেশের প্রায় সকলেরই মৃত্যুর পর অর্জুনের জন্য জয়লাভ করবে। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জয়লাভের ভীষ্মের বিজয় প্রাপ্ত হবে। তেমনই কর্ণের বিজয় প্রাপ্ত হবে। ভীষ্ম আদি বিপক্ষের মহারথীরা কেবল বিজয় প্রাপ্ত হবেন না, অর্জুনের পক্ষেরও অনেক রথী-মহারথীরাও বিজয় প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩১

আশ্চর্যং যে বো ভবতুপ্রহরণ
নমোঽস্তু যে বেদবর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

আপনি—নিজে নিজে বল; মোরে—আমাকে; কহ—বল; কেবল—তুমি; উপরোধে—উপরোধে, সত্য করি—নিশ্চয়ই বলি; কে—কোথায়; কেবল—যে কেবলমাত্র; প্রকট—প্রকাশ হয়; নিজগুরু—বিশেষভাবে জানতে; ইচ্ছাতি—ইচ্ছা করি; কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস; যে—না; কি—অবশ্যই; প্রকাশতি—প্রকাশ পাবে; জন—কোথায়; প্রভুঃ—গুরুদেব।

শ্রীরূপ গান

কৃপা করি বল মোরে, কেবা তুমি উপরোধে,
প্রকটি প্রকাশ তুমি প্রভু।
কি কারণ এ অদ্ভুত, বলিতাম বিপরীত,
তেঁহি এই বুঝি এই কভু॥
কিবা সে প্রকৃতি জন, জিজ্ঞাসি তোমার সন,
ইচ্ছা হয় জানিবার তরে।
যদি কৃপা জন হয়, নিবেদন সে নিশ্চয়,
কৃপা করি কহ প্রভু মোরে॥

অনুবাদ

উপরোধে তুমি সে, কৃপা করে আমাকে বল। সে কেবলমাত্র। তোমাকে প্রকাশ করি, তুমি প্রকাশ হও। তুমি কৃষ্ণ অর্জুনপুত্র। আমি তোমার প্রকৃতি জানতে নই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

শ্লোক ৬৬

শ্রীকৃষ্ণমনুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণম্ ইবাচ—শ্রীকৃষ্ণ বললেন; কালঃ—কাল; অস্মি—হই; লোক—লোক; ক্ষয়কৃৎ—ক্ষয়কারী; প্রবৃদ্ধঃ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; লোকান্—লোকসমূহকে;

সমাহর্তুম্—সংহার করতে; ইহ—এখানে; প্রবৃত্তঃ—প্রবৃত্ত হয়েছি; ঋতে—ব্যতীত; অপি—ও; ত্বাম্—তোমাকে; ন—না; ভবিষ্যন্তি—থাকবে; সর্বে—সকলে; যে—যে; অবস্থিতাঃ—অবস্থিত আছে; প্রত্যনীকেষু—বিপক্ষ দলে; যোধাঃ—যোদ্ধাগণ।

শ্রীরূপ গান

শ্রীকৃষ্ণবাক্য কহিলেন ঃ

মহাকাল আমি সেই, প্রবৃদ্ধ ইচ্ছায় হই,
সর্ব লোক গ্রাস করিবারে।
প্রবৃদ্ধ হয়েছি আমি, আসি সেই অনুগামী,
লোকক্ষয় করহে সংহারে॥

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণবাক্য বললেন—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এই সমস্ত লোক সংহার করতে এখানে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমার (পাণ্ডবদের) ছাড়া বিপক্ষ-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাগণ নিহত হবে।

তাৎপর্য

অর্জুন বলিত হয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর বন্ধু এবং সখা পুরুষোত্তম ভগবান, কিন্তু অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করে তিনি বিশ্বরূপবিশিষ্ট হয়ে পড়েন। তাই তিনি জানতে চাইলেন, এই ভয়ঙ্কর কালে শক্তিশালী শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান পল বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করেন, এমন কি প্রকৃতিতেও। তাই ঈশোপনিষদে (১/২/১৪) বলা হয়েছে—

তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।
যুবাসৌ যোঽসাবসৌ সোঽহমস্মি ভগবতো নমঃ॥

ভগবানকে সমস্ত প্রকার, অগ্নির এবং অন্য সকলকারী পরমেশ্বর ভগবান রূপে জানতে। পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপ সর্বশক্তি সমন্বিত হয়ে এবং এখানে তিনি সর্বশক্তি ভগবানের নিয়োগে ভগবান করেছেন। কংসেরাজ পরম শক্তির এই দুরুপযোগ করার সকলকারী ভগবান রূপে করেছেন।

অর্জুন দুঃখ করতে চাইছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধ না করাই ভাল হবে। যা হোক কোন প্রকার নিয়োগের বা নিয়ন্ত্রণের অধীনে হবে না। তাই উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, তিনি যদি যুদ্ধ বন্ধ করেন, অর্জুন সকলকারী নিহত হবে। কারণ সেটিই হচ্ছে তাঁর পরিকল্পনা। অর্জুন যদি যুদ্ধ থেকে বিরত হন,

[illegible] হয়ে আমি দেখলাম [illegible] মুগ্ধ হয়। মুগ্ধতার [illegible] কিছু পাচ্ছি না। এমন কি অর্জুন যদি মুগ্ধ না করেন, তবুও মুগ্ধ অবস্থাটাই। [illegible] দেখলাম [illegible] মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। [illegible] অর্জুনের, [illegible]। [illegible] দেখলাম [illegible] ছিল [illegible]। সেটাই হচ্ছে সাত্ত্বিক বিষয়।

শ্লোক ৫৫

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫৫ ॥

অর্জুনঃ—অর্জুন বলেন, দৃষ্ট্বা—দেখে, ইদম্—এই, মানুষম্—মানুষ, রূপম্—রূপ, তব—তোমার, সৌম্যম্—অতি সুন্দর, জনার্দন—হে জনার্দন, ইদানীম্—এখন, অস্মি—আমি হয়েছি, সংবৃত্তঃ—স্থির, সচেতাঃ—সচেতন, প্রকৃতিম্—স্বাভাবিক অবস্থায়, গতঃ—ফিরে এসেছি।

বঙ্গানুবাদ

অর্জুন বলেন, হে জনার্দন, তোমার এই অতি সুন্দর মানুষ রূপ দেখে এখন আমি স্থির সচেতন হয়েছি।

তাৎপর্য

অর্জুন বলেছিলেন যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে [illegible] কথা বলছেন। এখানেই অর্জুনের [illegible] দেখতে পাচ্ছি, তিনি [illegible] মুগ্ধ অবস্থায় আছেন। 'সংবৃত্তঃ' অর্থ হচ্ছে—'সিদ্ধিপ্রাপ্তঃ'। এই কথাটি নিজের অবস্থাবাচক। এই অবস্থায় তার স্থিতি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible]। তার মুখে [illegible] বোঝা যায় যে, [illegible] পরিবর্তনের [illegible] স্থিতি না হলেই [illegible] স্থিতি [illegible]। [illegible] স্থিতি [illegible] স্বাভাবিক পরিবর্তনের [illegible]। আধুনিক যুগে [illegible] বলেন যে, [illegible] এই [illegible] দিন [illegible] এই [illegible] হতে পারে, কিন্তু আমাদের 'হবে' বা 'হতে পারে'—এই [illegible] কেবল [illegible] এই [illegible] একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন [illegible]। এই পরিবর্তনটি [illegible] জন্য [illegible] জীবনধারা [illegible] নিয়ে [illegible] মুখোমুখি [illegible]। [illegible] স্থিতি [illegible] পরিবর্তন [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পরিবর্তন [illegible] উপলব্ধি করতে [illegible]। কিন্তু [illegible] পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারেন এবং [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্লোক ৫৬

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বলেন, সুদুর্দর্শম্—অতি দুর্লভ, ইদম্—এই, রূপম্—রূপ, দৃষ্টবান্ অসি—তুমি দেখেছ, যৎ মম—আমার, দেবাঃ—দেবতাগণ, অপি—ও, অস্য—এই, রূপস্য—রূপের, নিত্যম্—নিত্য, দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ—দর্শনের আকাঙ্ক্ষী।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীভগবান বলেন, আমার যে রূপ তুমি দেখছ, তা অতি দুর্লভ। দেবতারা সর্বদাই এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষী।

তাৎপর্য

[illegible] বলেছিলেন যে, তিনি ভগবান [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] দেখতে পাচ্ছেন। এখানেই অর্জুনের [illegible] দেখতে [illegible] বলা হয়েছে, তিনি [illegible] মুগ্ধ অবস্থায় আছেন। 'সিদ্ধিপ্রাপ্তঃ' অর্থ হচ্ছে—'সিদ্ধিপ্রাপ্তঃ'। এই কথাটি নিজের অবস্থাবাচক। এই অবস্থায় তার স্থিতি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible]। তার মুখে [illegible] বোঝা যায় যে, [illegible] পরিবর্তনের [illegible] স্থিতি না হলেই [illegible] স্থিতি [illegible]। [illegible] স্থিতি [illegible] স্বাভাবিক পরিবর্তনের [illegible]। আধুনিক যুগে [illegible] বলেন যে, [illegible] এই [illegible] দিন [illegible] এই [illegible] হতে পারে, কিন্তু আমাদের 'হবে' বা 'হতে পারে'—এই [illegible] কেবল [illegible] এই [illegible] একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন [illegible]। এই পরিবর্তনটি [illegible] জন্য [illegible] জীবনধারা [illegible] নিয়ে [illegible] মুখোমুখি [illegible]। [illegible] স্থিতি [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

দাঃ—আমার দ্বারা, প্রদত্তম্—নিজের ইচ্ছায়, ত্বম্—তুমি, জহি—নাশ কর, মা—না, ব্যথিষ্ঠাঃ—বিচলিত হয়ো, যুধ্যস্ব—যুদ্ধ কর, প্রোষ্যসি—জয় করবে, রণে—যুদ্ধে, সপত্নান্—শত্রুদের।

বঙ্গানুবাদ

দ্রোণ আর ভীষ্ম কর্ণ, জয়দ্রথ ইত্যাদি অন্য,
যত যোদ্ধা বীর আছিয়াছে।
আমিয়াছে আমি যারা, আমার ইচ্ছায় হারা,
কিন্তু তুমি করিবার আছে॥

অনুবাদ

দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধ বিজয়ে পটুতাই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। সুতরাং, তুমি অযথাই ভয় কর এবং বিচলিত হয়ো না। তুমি যুদ্ধ করবার নিশ্চয়ই জয় করবে, অতএব যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই সবকিছু পরিচালনা করিতে হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি এতই কৃপাময় যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর কোনো ভক্ত তাঁর পরিচালনায় কাজকর্ম করেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর ভক্তদেরই দিয়ে থাকেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের এজন্যেই পরিচালিত করা উচিত যে, গীতার মধ্যেই যেন জগতের জীবগণেরা যেকোনো বিযুক্ত হয়ে পারেন এবং সর্বজনের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিচালনাতেই তাঁর কৃপায়-দ্বারাই যেকোনো কৃতকার্য পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবানের পরিচালনা ও ভগবদ্ভক্তের পরিচালনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং এই পরিচালনা অনুসরণ করেনেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৩

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন, এতৎ—এই, শ্রুত্বা—শুনে, বচনম্—বাণী, কেশবস্য—কেশবের, কৃতাঞ্জলিঃ—হাত জোড় করে, বেপমানঃ—কম্পিত হয়েছেন, কিরীটী—অর্জুন, নমস্কৃত্বা—নমস্কার করে, ভূয়ঃ—পুনরায়, এব—ও, আহ—বলেছেন, কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে, সগদ্গদম্—গদ্গদস্বরে, ভীতভীতঃ—ভীতভীতে, প্রণম্য—প্রণাম করে।

বঙ্গানুবাদ

সঞ্জয় কহিলেন ঃ

অর্জুন শুনিয়া তাহা, কৃতাঞ্জলিপুটি ইহা,
কম্পিত শরীর পুনঃ পুনঃ।
নমস্কার করে ভূমে, ভয়ভীত সম্ভ্রমে,
যে কহিল বলি তাহা শুন॥

অনুবাদ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—হে রাজন্! অতএব শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবণ করে অর্জুন অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে করজোড়ে প্রণাম করে কাতর স্বরে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন।

তাৎপর্য

অবশ্য আগেই বিবরণ করেছি, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশ্বরূপের দর্শনের যোগ্য যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে অর্জুন নিশ্চয়ই ভেঙেপড়ে যেতে পারেন। তাই, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতে পারেন এবং গদ্গদ স্বরে তাঁর স্তব করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের এই সম্ভ্রম কিন্তু-ভাবের অভিব্যক্তি নয়, তা হচ্ছে ভক্তের অনুরূপ ভাবের আবেগ।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬॥

অর্জুন দিকে—অর্জুন সম্মুখে, ভ্রমে—ভ্রমিতেছে, অরীকল—যে অরীকল, তব—তোমার, অরীবীর—অরীর বীরত্ব যার, তুমি—তুমি কিন্তু, অরুণাক্ষি—হে অরুণাক্ষ, অনুগ্রহেতে—অনুগ্রহ হেতু, ৮—এবং, লক্ষাক্ষি—লক্ষ্যভেদ, জীবাক্ষি—জীব যার, দিশি—দিগ্বিদিকে, ভ্রমিছি—ভ্রমণ করছে, অর্থ—অর্থে, অনর্থিছি—অনর্থক ভাবছে, ৯—৯, নিজাশ্রয়ে—নিজের।

শ্রীরাধা বাক্য

অর্জুন কহিলেন ॥

তব কীর্ত্তি অরীকল, ভ্রমিছে যে অবিরল,
তুমিতো তোমা তোমা আছে।
আনন্দিত হয়ে তাহে, অনুগ্রহ হয় যাহে,
লক্ষ্যভেদ করিয়া যায় পাছে ॥
লক্ষ্যভেদি হয়ে জীব, যদি যাহে দিক দিব,
লক্ষ্যের যে দিগ্‌দিগন্তরে।
তাহা হয় নিজ জন, সদা প্রেমভিন্ন মন,
যুক্ত হয় যে কার্য্য তাহারে ॥

অনুবাদ

অর্জুন কহিলেন—যে অরীকল। তোমার কীর্ত্তি জীবনে সকল জন, তাহারই হয় তোমার প্রতি অনুগ্রহ হয়ে। তাহাকেই জীব হয় লক্ষ্য দিকে লক্ষ্যভেদ করার জন্য নিজেই তোমার লক্ষ্যের লক্ষ্যের করায়। এই অর্জুনই বুঝিলেন।

ভাবার্থ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতি দেখতে অর্জুনের হয়েছিল মোহ। অর্জুন ভগবানের অনন্য ভক্তে পরিণত হলেন। পরে কুরুক্ষেত্রের ভগবানের মহান কার্য ও মনস্তত্ত্বে তিনি বীরত্ব করলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ না থাকলে যা অসম্ভবের সম্ভবের অর্থাই করেন। অর্জুন অরীকল করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিজাশ্রয়ের পালনকর্তা, তিনি হচ্ছেন বীর ভক্তদের আশ্রয় ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন অর্থাই অর্থের নিয়ন্ত্রক। তিনি যাই করেন তা সকলের কল্যাণের জন্যই করেন। অর্জুন একথা বুঝতে পারলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তাঁকেও-তাঁদেরও

[illegible] ভগবানের অনন্য প্রেম-সেবী, শিষ্য ও [illegible] সেই যুদ্ধ লক্ষ্য করতে [illegible], কারণ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন [illegible] ভগবানের নিজের লক্ষ্য করলেন, কারণ [illegible] শ্রীতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনের, [illegible] ভিতরে অর্জুনের [illegible] ও [illegible] [illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible] পরে [illegible]। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের [illegible] মহাসমাপ্তি [illegible] এই জন্য লক্ষ্য করে, তার [illegible] [illegible] লক্ষ্যের [illegible] [illegible]। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible], অর্জুন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ভগবানের [illegible] শ্রীতি [illegible]। [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্লোক ৮৯

কস্মাচ্চ হে ন গরীয়সেরন্‌ন্‌
গরীয়সে ব্রহ্মণো-ঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৮৯ ॥

কস্মাৎ—কেন, চ—এবং, হে—হে মহাত্মন্, ন—না, গরীয়সে—মহান গরীয়সে, মহাত্মন্—হে মহাত্মা, গরীয়সে—গরীয়সে, ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মা অপেক্ষা, অপি—অপি, আদিকর্ত্রে—আদিকর্তা, অনন্ত—হে অনন্ত, দেবেশ—হে দেবেশ, জগন্নিবাস—হে জগন্নিবাস, ত্বম্—তুমি, অক্ষরম্—অক্ষর, সৎ—কার্য, অসৎ ও পরং, তৎ পরং—নিশ্চয়ের অতীত, যৎ—যে।

শ্রীরাধা বাক্য

কেন না হে মহাত্মন্, নাহি সমে যে পরম,
তুমি হও কর্ম্ম গরীয়সী।
ব্রহ্মার আদি কর্ত্তা, তুমি হও তার কর্ত্তা,
হও কীর্ত্তি আদি গরীয়সী ॥
হে অনন্ত দেব দিশ, তুমি হও জগদীশ,
জগৎ পরে যে অক্ষর।

তুমি হও সেই জন্তু, কে বুঝিবে সে মহত্ত্ব,
নহ তুমি সৌহৃদিক বা জড় ॥

অনুবাদ

হে মহাত্মন্! তুমি এমন কি জন্তু থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং অতি বুদ্ধিমান। অথচ তোমাকে কেন সম্মান করছেন না? হে মহাত্মা! হে দেবেশ! হে জগদ্বিজয়! তুমি সত্য ও অসত্য, উভয়ের অতীত অদ্বিতীয় অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্ম।

তাৎপর্য

এখানেই প্রকাশ করার মাধ্যমে অর্জুন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ পুরুষোত্তম। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি সকল আত্মার পরম আত্মা। অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে তিনি অন্যান্যের মতো এবং তিনি অসীম। আবার সম্মান দেখাবার জন্য যে, এমন বিভূতি যেটি যা পরাকাষ্ঠা অসাধারণ শক্তির ও প্রভাবের দ্বারা আকর্ষণীয় এবং। এখানে সম্বোধনের অর্থ হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্ত্রা এবং তাদের সকলের উপাস্য। তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। অর্জুন এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত শিষ্য, মহাপুরুষ এবং আত্মার শক্তিশালী দেব-দেবীরা যে অসংখ্যবার শ্রীকৃষ্ণের সম্মান প্রদান করেছিলেন, তা পূর্ণই যথাযথ। কারণ তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। অর্জুন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনো জড় নয়। কারণ তাঁরা তাঁর পূর্ণ। এখানে আর এক যে পার্থক্যকারী বিভূতি অভিব্যক্তি থেকে বিশেষ কারণের জন্যে এবং পার্থক্যকারী বিভূ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই আদি-প্রকাশ। অর্জুন বলেন যে শিষ্য, তিনি বলেন যেহেতু বিভূতি হচ্ছেন এবং সমস্ত দেব-দেবীর আবাসস্থল তিনি অসাধারণ শক্তির প্রকাশক। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অসাধারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত, শিষ্য অর্জুন সমস্ত দেব-দেবীদের পূজনীয়। এখানে অসাধারণ কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই জন্য অসাধারণ কিংবা অসাধারণী, কিন্তু অসাধারণ এটি জন্য বুঝিয়ে থাকেন। তিনি হচ্ছেন সর্ব আবাসের পরম আধার। অর্জুন, তিনি এই অসাধারণ পরম সত্য জীব, এমন কি এই জন্য বুঝিয়ে থেকেও পরিচয়। অর্জুন তিনি পরাকাষ্ঠা অসাধারণ।

শ্লোক ৪৮

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ॥

বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৪৮ ॥

ত্বম্—তুমি, আদিদেবঃ—আদি পরাৎপর ভগবান, পুরুষঃ—পুরুষ, পুরাণঃ—পুরাতন, ত্বম্—তুমি, অস্য—এই, বিশ্বস্য—বিশ্বের, পরম্—পরম, নিধানম্—আশ্রয়, বেত্তা—জ্ঞাতা, অসি—হও, বেদ্যম্ চ—এবং জ্ঞেয়, পরম্ চ ধাম—এবং পরম ধাম, ত্বয়া—তোমার দ্বারা, ততম্—ব্যাপ্ত, বিশ্বম্—জগৎ, অনন্তরূপ—হে অনন্তরূপ।

বঙ্গানুবাদ

তুমি আদি দেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই অপ্রাকৃত পরম ধামস্বরূপ। হে অনন্তরূপ! এই জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

তাৎপর্য

সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দ্বারায় ব্যাপ্ত রয়েছে। অর্জুন ভগবান হচ্ছেন পরম আশ্রয়। নিধানম্ মানে হচ্ছে—সব কিছু, এমন কি ব্রহ্মজ্যোতির পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন। এই জগতের যা আছে সব কিছুরই আশ্রয় হচ্ছেন তিনি এবং আমার যদি জ্ঞেয় কিছু থাকে, তবে তিনিই পরম আশ্রয় স্থল। অর্জুন, তিনি হচ্ছেন আশ্রয় ও জ্ঞেয়। পরম আশ্রয় নিবাসস্থল হচ্ছেন তিনি, কারণ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি চিন্ময়-জগতেরও পরম ধাম, অর্জুন তিনি অপ্রাকৃত। পরাকাষ্ঠার অসাধারণ তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ।

শ্লোক ৩৯

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

বায়ুঃ—বায়ু; যমঃ—যম; অগ্নিঃ—অগ্নি; বরুণঃ—বরুণ; শশাঙ্কঃ—চন্দ্র; প্রজাপতিঃ—ব্রহ্মা; ত্বম্—তুমি; প্রপিতামহঃ—প্রপিতামহ; চ—ও; নমঃ—নমস্কার; নমস্তে—তোমাকে নমস্কার করি; অস্তু—হোক; সহস্রকৃত্বঃ—সহস্রবার; পুনঃ চ—এবং পুনরায়; ভূয়ঃ—বারম্বার; অপি—ও; নমঃ—নমস্কার; নমস্তে—তোমাকে নমস্কার করি।

বাঙ্গালা পদ্য

বায়ু যম অগ্নি বরুণ শশাঙ্কের তুমি কারণ
জনক যে তুমি হও সব।
তুমি হও প্রজাপতি প্রপিতামহ যে অতি
পাতা হও তোমার চৈরণ ॥
সহস্র যে নমস্কার করি প্রভু বার বার
তোমার চরণে আমি নতি।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার তুয়া তুয়া বার বার
কৃপা করি কর যে শ্রীপতি ॥

অনুবাদ

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রপিতামহ। অতএব, তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরায় নমস্কার করি এবং বারবার নমস্কার করি।

তাৎপর্য

অর্জুনকে এখানে বায়ুরূপে সম্বোধন করা হয়েছে। বায়ুর অন্য নাম মাতরিশ্বা, অগ্নি যা দেব-দেবীদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটি। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রপিতামহ বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ তিনি ব্রহ্মাজীর প্রথম পুত্র বীর ব্রহ্মার পিতা।

শ্লোক ৪০

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

নমঃ—নমস্কার; পুরস্তাৎ—সম্মুখে; অথ—ও; পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাতে; তে—তোমাকে; নমঃ অস্তু—নমস্কার করি; তে—তোমাকে; সর্বতঃ—সব দিক থেকে; এব—নিশ্চয়; সর্ব—হে সর্বাত্মা; অনন্তবীর্য—অসীম শক্তি; অমিতবিক্রমঃ—অসীম বিক্রমশালী; ত্বম্—তুমি; সর্বম্—সবকে ব্যাপ্ত; সমাপ্নোষি—পরিব্যাপ্ত আছ; ততঃ—সেই হেতু; অসি—তুমি হও; সর্বঃ—সব কিছু।

বাঙ্গালা পদ্য

সম্মুখে পশ্চাতে জান সর্বতোভাবে প্রণামে মম
নমস্কার তব পাদপদ্মে।
অনন্তবীর্য অমিতবিক্রম তুমি নিজ সব ব্যাপ্ত
প্রকাশিত তুমি নিজ ছন্দে ॥

অনুবাদ

হে সর্বাত্মা! তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে ও সমস্ত দিক থেকেই নমস্কার করি। হে অনন্তবীর্য! তুমি অসীম বিক্রমশালী। তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্বস্বরূপ।

তাৎপর্য

অর্জুন-তোমাকে বিদ্রূপ করে অর্জুন বীর বায়ু শ্রীকৃষ্ণকে তার দিক থেকে প্রণাম নিবেদন করেছেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সবের পরিণত বায়ু, তিনিই সমস্ত বীর, তিনি ঈশ্বরস্বরূপ। তেমনি বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১/৬/৬৬) বলা হয়েছে—

[illegible]

"হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তোমিই তোমার পরিচয় জানুক, তা সে দেবতারই হোক, সে দেবতারই পুরুষ।"

শ্লোক ৪১-৪২

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

সর্বম্—সবই, ইতি—এভাবে, মন্যে—মনে করি, প্রমাণম্—প্রমাণ হিসেবে, যৎ—যা কিছু, ভবান্—আপনি, হে কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, হে যাদব—হে যাদব, হে সখে—হে সখা, ইতি—এভাবেই, অজানতা—না জেনে, মহিমানম্—মহিমা, তব—তোমার, ইদম্—এই, ময়া—আমার দ্বারা, প্রমাদাৎ—অসাবধানতায়, প্রণয়েন—ভালবাসার, বা অথবা—অথবা, যৎ—যা কিছু, চ—ও, অবহাসার্থম্—পরিহাস ছলে, অসৎকৃতঃ—অসম্মান, অসি—করা হয়েছে, বিহার—বিহার, শয্যা—শয়ন, আসন—উপবেশন, ভোজনেষু—আহার এবং অন্যান্য কাজের সময়, একঃ—একাকী, অথবা—অথবা, অপি—ও, অচ্যুত—হে অচ্যুত, তৎসমক্ষম্—তাদের সামনে, তৎ—সেই সব, ক্ষাময়ে—ক্ষমা প্রার্থনা করছি, ত্বাম্—তোমার কাছে, অহম্—আমি, অপ্রমেয়ম্—অপরিমেয়।

বিহার শয্যা

অজানি তোমারে সখা প্রমাদ করেছি বৃথা
হে কৃষ্ণ হে যাদব কত বলেছি ।

না জানি এই মহিমা আশ্চর্য সে নাহি সীমা
অজ্ঞানতার ভোলাতে ভেবেছি ॥
পরিহাস করি সখা অসৎকার যথাতথা
সে প্রমাদ যা কিছু বলেছি ।
বিহার শয্যা আসনে একাকী বা সমাজে
ক্ষম অপরাধ যা করেছি ॥

অনুবাদ

তোমার মহিমা না জেনে, বন্ধু মনে করে তোমাকে অর্জুন প্রমাদবশতঃ "হে কৃষ্ণ", "হে যাদব," "হে সখা," বলে সম্বোধন করেছি। প্রমাদবশতঃ অথবা ভালবাসার বশে যা কিছু বলেছি বা তুমি যখন একা অথবা সখা সহ। বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনের সময় অথবা একাকী এবং অথবা অচ্যুতের সামনে অর্জুন যে তোমাকে অসম্মান করেছি, হে অচ্যুত। আমার সে সমস্ত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনের সামনে তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছেন, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা অর্জুনের মনে পড়ে যায় এবং বন্ধুত্বের লালসায় তিনি যে অসম্মানজনক শব্দগুলি প্রয়োগ করে কথা যে বলেছেন, সেই কথা তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন। তিনি স্বীকার করছেন যে, তিনি পূর্ণ জ্ঞানবশে না যে, শ্রীকৃষ্ণ এই সময় বিশ্বরূপ ধারণ করবেন সম্ভব, যদিও সেইজন্য বন্ধুত্বের তিনি সেই কথা পুনরায় তাঁকে বলেছেন। অর্জুন ভাব করতে পারেন না, কারণ তিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত নিকট তাই তাঁকে "হে কৃষ্ণ", "হে বন্ধু", "হে যাদব" আদি সম্বোধন করে তাঁকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এমনই মহাপুরুষ যে, এই সময়ে ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ার কারণে তিনি অর্জুনের সঙ্গে প্রভু ভাবে লোকা করেছেন। একাকীতে অথবা সখার সঙ্গে তাঁর অনেক কথাকুশল লোকের বিনিময় হয়ে থাকে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের যে সম্পর্ক তা নিত্য, শাশ্বত। তা কখনই বিস্মৃত হওয়া যায় না, যেমন আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্কটির প্রসঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি। অপরাধের বিশ্বরূপের দ্বিতীয় শ্লোক কথা অর্জুন অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেন।

শ্লোক ৪৩

শিষ্যসি লোকস্য সর্বস্য
ত্বমসি পুত্রাণাং গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

শিষ্যসি—শিষ্য, অসি—হও, লোকস্য—জগতের, সর্বস্য—সমস্ত ও সকলের, ত্বম্—তুমি, অসি—হও, পুত্রাণাং—পুত্রদের, গুরুঃ—গুরু, গরীয়ান্—সকলের, ন—না, ত্বৎসমঃ—তোমার সমান, অস্তি—আছে, অভ্যধিকঃ—অধিক, কুতঃ—কিরূপে সম্ভব, অন্যঃ—অন্য, লোকত্রয়ে—ত্রিলোকে, অপি—ও, অপ্রতিম—অসাধারণ, প্রভাব—প্রভাব।

শ্রীধর স্বামী

কর লোক চরাচর তুমি শিষ্য সে সবার
তুমি পুত্র গুরু সে প্রধান ।
অসমান অধিক কে অন্য কোন্ আছে
অপ্রতিম তোমার প্রভাব ॥

অনুবাদ

তুমি এই সকল জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গরীয়ান। ত্রিভুবনে তোমার সমান অন্য কেউ নেই, অধিক তোমার থেকে কেউ অন্য কি হতে পারে?

তাৎপর্য

পূজ্যের কাছে শিষ্য যেমন পুত্রবৎ, তেমনই পিতার পুত্রদেরও জগতের শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সকলেরই পূজনীয়। তিনি সকলের গুরু, কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের ঐশ্বরিক জ্ঞান দান করেন এবং একারণে তিনি অর্জুনের জগদ্গুরুরূপে তাঁকেও গুরু পদাঙ্কে। যদি তিনি হতেন অধিনস্থ। অথবা হতেন তিনি, তিনি জগতের শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পরাক্রমের অধিকারে গুরু পদাঙ্কে। অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হলে, সেইটি অর্জুনের জগদ্গুরু পদাঙ্কে সম্ভবপর হতে পারেন না।

জগদ্গুরুর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কথা হয়েছে। অর্জুনের অধিকার অসম্ভব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে কেউ অন্য কেউই [১]

পারেন, তাঁরও ও অন্যান্যের উপর অধিকার একমাত্র কেবল এই যেটি তিনি অর্জুনের সকলের জগদ্গুরুর থেকে বেশি। সবাই জগদ্গুরুর অধিকারী। একটি অধিকারের অধিকারী অন্যের পারে না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১) বলা হয়েছে—

ন হ্যেকো গুরুণাং সর্বেষাং স্যাৎ সুনিশ্চিতম্ ।
ন ত্বং সর্বজ্ঞতাযেতি বৃহস্পতিরবিপ্রিয়ঃ ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উচিত ও সেই একমাত্র সর্বজ্ঞানী অর্জুনের, নিজ অধিকারের উচিত, সেই, তবে এমন অধিকার দান করি। সে সময়ে পূর্ণ অর্জুন ভগবান পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞান লাভ হয়নি, তারা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের আছে, অবশ্য মন ও মন বিদ্যুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, যাঁর কোন নিয়ন্ত্রণকারী ও শক্তি পাওয়া যেতে। পরমেশ্বর বলা হয়েছে যে, যদিও কোন ইচ্ছিত অধিকারের অভাবে নয়, অর্জুন কোন একটিই সাধারণ সময়ে ইচ্ছিতের কাজ করতে পারে। যদি, কোন ইচ্ছিত অপূর্ণ অবস্থায় ইচ্ছিত নয়। সেইটি কোন অবস্থায় হতে পারে না। সেইটি কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যদি, অধিকারী কোন থেকে নিশ্চয়ই তাতে অধিষ্ঠিত।

পরম পুরুষোত্তমের জ্ঞান, শক্তি ও নিয়ন্ত্রণকারী সবই অর্জুনের। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

কোন কারণে যে, শ্রীকৃষ্ণের সেই নিজের একার কোন নিয়ন্ত্রণকারী নিজে, কোন ব্যক্তির থেকে জ্ঞানের-বাহুতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান এবং, কোনের আছে এই ব্যক্তিরা কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয় না। যদি আমাদের আমাদের হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের থেকে নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্বভাবের জীবন যাপন করেই সেই পারা। একজনেই জীবন যাপন করার পরে আমাদের আমাদের জীবন অবশ্যই করে তুলতে পারি। পরমেশ্বর বলা হয়েছে, অবশ্য সেই এই নিজে শ্রীকৃষ্ণের কাছ। অর্জুনেই জীবন কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে, একজনে শিষ্য কৃষ্ণ, আর তার কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণেই হচ্ছেন জগতের এবং আর অর্জুনেই জীব কৃষ্ণ। অর্জুনেই জীব আমাদের পালন করা হয়েছে। একজন সেই সেই নিজে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করতে পারে। নিজে অর্জুনের, সেইটি পরিবর্তনের অধিকারে পরিবর্তনীয় হচ্ছে। একজনেরই বলা হয়েছে—তিনি হচ্ছেন সর্ব সাধারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূর্বম্—অদৃষ্টপূর্ব, হৃষিতঃ—পুলকিত, অস্মি—হয়েছি, দৃষ্ট্বা—দেখে, ভয়েন—ভয়ে, চ—ও, প্রব্যথিতম্—ব্যথিত হয়েছে, মনঃ—মন, মে—আমার, তৎ—সেই, এব—অবশ্যই, মে—আমাকে, দর্শয়—দেখাও, দেব—হে দেব, প্রসীদ—কৃপা, দেবেশ—হে দেবেশ, জগন্নিবাস—হে জগন্নিবাস।

বাঁধার অনু

হে দেবেশ জগন্নিবাস হে সদয় মোর পাশ
তুষ্টি হও তথা হে তুষ্টিদাস ॥

অনুবাদ

হে দেবেশ এই বিশ্বরূপ, যা পূর্বে কখনও দেখিনি, তা দর্শন করে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। অতএব, হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পূর্বরূপে তোমার সেই দেবী আকারে দেখাও।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্ব বিশ্বরূপ, যাকে তিনি তাঁর আত্মীয় বিবেচনা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যের পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি তাঁর সখার বিশ্বরূপের বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তখন আমার সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর মনে ভয় হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অর্জুনের মনে যা জাগিয়ে ভয় জাগিয়েছে তিনি ভাবছেন। একজনের জীবন যদি জীবন ভয় প্রকাশ হয়ে ওঠে, তাহলে ভয় পাওয়ার তাঁর কোন কারণ ছিল না। অর্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বন্ধুত্বের পরিবর্তে ভয় দেখাবার জন্য। কারণ তিনি তাঁর বিশ্বা পরমেশ্বর হে দেবেশ রূপে কারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ এই ভগবানের কাছে অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব। কিন্তু বিশ্বরূপটিকে তাঁর যে কিছু ভয় তা হচ্ছে বন্ধুত্বের পরিবর্তে ভয়। বিশ্বরূপের আকারে তার প্রকাশের এবং সেই মূর্তিটি যাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

শ্লোক ৪৫

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।
তথৈব তে দর্শয়ামি রূপং
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন ॥ ৪৫ ॥

তেন এব—তেনই, রূপেণ—রূপে, চতুর্ভুজেন—চতুর্ভুজ, সহস্রবাহো—হে সহস্রবাহু, ভব—হও, বিশ্বমূর্তে—হে বিশ্বরূপ, তথা এব—তেমনই, তে—তোমাকে, দর্শয়ামি—দেখাচ্ছি, রূপম্—রূপ, তেন এব—তেমনই, রূপেণ—রূপে, চতুর্ভুজেন—চতুর্ভুজ।

বাঁধার অনু

হে সহস্রবাহু বিশ্বরূপ তেমনই চতুর্ভুজ রূপ
তুষ্টি হও তথা হে তুষ্টিদাস ॥

অনুবাদ

হে সহস্রবাহু বিশ্বরূপ, তুমি তোমার চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হও।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্ব বিশ্বরূপ, কারণ তিনি তাঁর আত্মীয় বিবেচনা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যের পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি তাঁর আত্মীয় বিশ্বরূপের বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তখন আমার সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর মনে ভয় হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অর্জুনের মনে যা জাগিয়ে ভয় জাগিয়েছে তিনি ভাবছেন। একজনের জীবন যদি জীবন ভয় প্রকাশ হয়ে ওঠে, তাহলে ভয় পাওয়ার তাঁর কোন কারণ ছিল না। অর্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বন্ধুত্বের পরিবর্তে ভয় দেখাবার জন্য। কারণ তিনি তাঁর বিশ্বা পরমেশ্বর হে দেবেশ রূপে কারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ এই ভগবানের কাছে অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব। কিন্তু বিশ্বরূপটিকে তাঁর যে কিছু ভয় তা হচ্ছে বন্ধুত্বের পরিবর্তে ভয়। বিশ্বরূপের আকারে তার প্রকাশের এবং সেই মূর্তিটি যাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

[illegible] বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে। আমি, অর্জুন [illegible] যে সমস্ত জন [illegible] শ্রীকৃষ্ণ একটি জন [illegible]। অধিক প্রয়োজনটি [illegible] আমাদের সমাধান জন্য [illegible], তাতে তাঁর যেটি [illegible] বিভিন্নভাবে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম প্রভৃতি চিহ্নগুলি ধারণ করেন। এই সকলটি প্রাণীর [illegible] যাতে তাঁকে চিনতে তিনি [illegible] করে থাকেন, সেই অনুসারে [illegible] বিভিন্ন রূপে অধিষ্ঠিত হন। এই সমস্ত [illegible] শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। আমি, অর্জুন [illegible] সেই [illegible] জন [illegible] আলাদা আলাদা [illegible]।

শ্লোক ৪৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

কিরীটিনম্—কিরীটধারী, গদিনম্—গদাধারী, চক্রহস্তম্—চক্রধারী, ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, ত্বাম্—তোমাকে, দ্রষ্টুম্—দর্শন করতে, অহম্—আমি, তথা এব—তেমনই ভাবে, তেন এব—সেই, রূপেণ—রূপে, চতুর্ভুজেন—চতুর্ভুজ, সহস্রবাহো—হে সহস্রবাহু, ভব—হও, বিশ্বমূর্তে—হে বিশ্বমূর্তি।

বঙ্গানুবাদ

চতুর্ভুজ যে স্বরূপ দেখিবারে যে ইচ্ছুক
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ।
সে বিষ্ণু স্বরূপ ধরে বিশ্বরূপ এ বিশ্বেরে
হও সে সহস্র বাহুধারী ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বমূর্তি! হে সহস্রবাহু! আমি তোমাকে পূর্বের সেই কিরীটি, গদা ও চক্রধারীরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) বলা হয়েছে যে, রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্—ভগবান শত-সহস্র রূপে বিভিন্ন বিভাগের এবং বীরের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ

[illegible] একমাত্র [illegible]। [illegible] অর্জুন [illegible] বিশ্বরূপ [illegible]। এখন তিনি তাঁর নিজের [illegible] জন্য [illegible]। এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণভগবানের বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই [illegible] ভগবান এবং সমস্ত কারণ ও কার্য [illegible] তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। [illegible] তাঁর [illegible] থেকে অভিন্ন এবং সমস্ত [illegible] তিনি [illegible]। এই সমস্ত [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] পুরাণেরও [illegible]। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি [illegible], তিনি [illegible] এই [illegible] সমস্ত [illegible] থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়া—আমার দ্বারা; প্রসন্নেন—প্রসন্ন হয়ে; তব—তোমাকে; অর্জুন—হে অর্জুন; ইদম্—এই; রূপম্—রূপ; পরম্—পরম; দর্শিতম্—দর্শিত হল; আত্মযোগাৎ—আমার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা; তেজোময়ম্—তেজোময়; বিশ্বম্—সমস্ত জগৎময়; অনন্তম্—অসীম; আদ্যম্—আদি; যৎ—যা; মে—আমার; ত্বৎ অন্যেন—তুমি ছাড়া; ন দৃষ্টপূর্বম্—পূর্বে কেউ দেখেনি।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীভগবান কহিলেন ।

তোমার প্রসন্ন পেয়ি হে অর্জুন আমি যোগী
এই মম বিশ্বরূপ দেখ ।
আমার যোগ প্রভাবে আদ্য সেই অনন্তরে
অসম্ভব নহি যার দেখ ॥
সেই তেজোময় বপু না দেখিল কেহ কভু
তোমার সেই প্রথম দর্শন ।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বললেন—হে অর্জুন! আমি তোমা হতে তোমাদের অনেকের অন্তরের পরিচয় জানি। তোমাদের অন্তরের এই ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। তুমি যাকে পুণ্য স্থান দেখছ, এই অন্তর, আমি ও তোমরাই কুরু ক্ষেত্রেরই।

তাৎপর্য

অর্জুন কুরুক্ষেত্রের শিক্ষাদান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। আমি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তাঁর অর্জুনের সাথে কুরু শহরের মধ্যে তাঁদের তাঁর সেনাশিবির ও ঐশ্বর্যের শিক্ষাদান দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই কথা ছিল সত্যে পূর্ণ। আমরা উপলব্ধি করছি তাঁর আমাদের কুরুক্ষেত্র বিষ্ণু পরিষদে পরিপূর্ণ রয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ সখা অর্জুনের কথোপকথনে পূর্ণ শরণাগত কথাটি তাঁদের তাঁর এই কথা দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্যার নিজ-শক্তির প্রভাবে এই কথা প্রকাশ করেছিলেন, যা অনুভব পুরুষের অধ্যায়। অর্জুনের আগে দেখেই কুরুক্ষেত্রের এই শিক্ষাদান বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অর্জুনকে দেখাবার সময় অর্জুনকে অর্থাৎ ও অন্যান্য প্রত্যেকের প্রত্যেকের তাঁর এই কথা বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর আগে কখনই তাঁরা এই কথা দেখেননি, কিন্তু অর্জুনের কথাটি তাঁরা এই কথা দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরমাত্মার তাঁর পাশ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে অর্জুনকে তাঁর যে শিক্ষাদান দেখিয়েছিলেন, পরাশক্তির সাহায্য অধিষ্ঠিত অন্যান্য প্রত্যেকেরও অন্তরেরও তাঁর সেই কথা বর্ণনা করার সুযোগ দেয়েছিলেন। সেই সেই সময় যাদের যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আবার এই কথা দেখিয়েছিলেন। দুর্যোধনকেও, দুর্যোধন সেই শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, কিন্তু সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ আবারও তাঁর শিক্ষাদান বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই কথা অর্জুনকে যে কথা দেখিয়েছিলেন তার থেকে ভিন্ন। একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই কথা এর আগে কখনও কেউ দেখেনি।

শ্লোক ৪৮

ন হ্যেবম্বিধমধ্যাত্মং কস্যচিন্-
ন চ ক্রিয়াসিদ্ধিরুতেদৃশী ক্বচিৎ।
একাকিনা ভগবতা ত্বয়ৈব ভো
ব্রহ্মন্ ভবদ্ভ্যাং কুরুসত্তমৈতৎ ॥ ৪৮ ॥

ন—না, হি—নিশ্চয়, এবম্—এভাবে, বিধম্—এভাবে ধারণ, ন—না, অধ্যাত্মম্—পরমেশ্বর ধারণ, ন—না, কস্যচিৎ—কারোর, ন—না, চ—এবং, ক্রিয়াসিদ্ধি—পুণ্যফলের ধারণ, ন—না, ঈদৃশী—

—এভাবের ধারণ, ক্বচিৎ—কোথায়, একাকিনা—এই ভাবে, ভগবতা—ভগবান, ত্বয়া—তোমার, ভো—এই ভাবে আমাকে, ব্রহ্মন্—বর্ণনা করতে, ভবদ্ভ্যাম্—তুমি ছাড়া, আমাকে—আমা ছাড়া ভাবের ধারণ, কুরুসত্তমৈতৎ—যে কুরুক্ষেত্রে।

বীরের গান

যেই যজ্ঞ কিংবা ধ্যান অথবা পুণ্য অবদান
আমাদের যে ধন বর্ণনি ॥
কিংবা উহা তপোধন ক্রিয়াকাণ্ড যে সকল
সাধ্য নহে এরূপ বর্ণনে।
যে কুরুক্ষেত্রের ধ্যান যা দেখিবে তুমি ভিন্ন
আমার যে জন ভিন্নজনে ॥

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যেই অধ্যাত্ম, যজ্ঞ, ধ্যান, পুণ্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা এই জড় জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে এই বিশ্ব রূপ বর্ণনা করতে সমর্থ নয়।

তাৎপর্য

যে শিক্ষাটি নিয়ে অর্জুন ভগবানের শিক্ষাদান বর্ণনা করেছিলেন, সেই শিক্ষাটি কি, তা আমাদের বোঝাবোঝার বুঝতে হবে। যে শিক্ষাটির অধিকারী হতে পারেন। 'ক্রিয়া' কথাটির অর্থ হচ্ছে যোগসূত্র। আগামী ৭১ অধ্যায় যেখানে আমরা বিশ্ব ভগবানীতে তুলির রাখি, তারপর পাণ্ডব আমরা শিক্ষাটি লাভ করতে পারি না। এখন কথা হচ্ছে যোগের কথা। বৈদিক শাস্ত্রে বলা আছেন, যাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা, তাঁরাই হচ্ছেন যোগী (শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যোগী)। যারা জ্ঞান-বিচারী অর্থাৎ যারা শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করে না, অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের জন্যেই পরাজয়ের পথে পথে আছে, তাদের পক্ষে শিক্ষাটি লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বা করা এবং সেই সাথে বিশ্ব কৃষ্টিশাস্ত্রের ধারণা কখনই সম্ভব নয়। তাঁর ভগবানীতে বিভূতির না থাকে কখনই শিক্ষাটি লাভ করা সম্ভব নয়। পরমাত্মার কথা যায়, যাঁরা শিক্ষা কৃষ্টিশাস্ত্রে, তাঁরাও অর্জুনের মতো দর্শন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার ভগবানের শিক্ষাদানের কথা কথা হয়েছে। তাঁর অর্জুনের পূর্বে এই শিক্ষাদান অন্যদের কাছে অজানা ছিল, এখন এই পর্যায়ে আমরা ভগবানের শিক্ষাদান

[illegible] বিস্তৃত ধারণা করতে পারি। যাঁরা যথার্থ জ্ঞানালোক-সম্পন্ন, তাঁরা জগৎকে বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। তাঁরা যথার্থ নিত্য বস্তুটিকে অনুভব করতে পারেন না। জগৎরূপ, যাঁরা যথার্থ নিত্য বস্তুটিকে অবিদ্যার এবং তাঁদের নিজস্বরূপ ভাবে, তাঁরা কিন্তু জগৎকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য উপযুক্ত নয়। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং জগৎকে বিশ্বরূপ দর্শনের তিনি যথাযথ দীক্ষা দিয়েছিলেন।

এই শ্লোকের শ্লেষাত্মকভাবে কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যা ঐতিহ্য পরিচয় করাচ্ছে এবং সমস্তকিছুর বিশ্বরূপকে উন্মোচন করে। শ্লোক শব্দের সঙ্গে প্রকারের ঐতিহ্য পাওয়া যেতে পারে, যেমন—চতুর্দশী শ্লোক, সাত, বাহু ও অর্ধেক, অষ্টাদশ পুরাণ, ত্রিশক্তিধর ও একাদশরুদ্র। এই সমস্ত শব্দ দ্বারা অনেক কথা শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্লোকটি ঐতিহ্য পরিচিতির অনুশীলন, কারণের কথা অন্তরুদ্র ও বীর্যবান্তরুদ্র করেছে। প্রতিটি শব্দের শ্লোকে শব্দের অর্থ থেকে যখন কথা হয়েছে, শ্লোকে অভিধানের জ্ঞানগুলো শ্লোকের বিভিন্ন প্রকরণ ও বিশ্লেষণের কথা বলা। শ্লোকটি, 'পুরাণের' শব্দের অভিধানের ও পরিচয় সম্পর্কে উল্লেখ করে। যারা ঐতিহ্যের ভিন্ন দীক্ষার করতে কথা হয় তাদের। পুরুষরা, সকলেই এই সমস্ত অনুভব করতে পারেন—ঐতিহ্য ভিন্ন দীক্ষার কারণে অনেকে, কারা বিভ্রান্ত পারেন, শ্লোক পাঠ করতে পারেন—কিন্তু সকলের না তিনি অর্জুনের মতো জ্ঞানচক্ষুতে পরিচয় হয়েছেন, তাঁরাই পারেন তাঁর পক্ষে জগৎকে বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। যাঁরা ঐতিহ্যপরায়ণ, তাঁরাও বলেন যে, তাঁরা জগৎকে বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন। কিন্তু জগৎকৃপাদীর শ্লোকে আমরা বুঝতে পারি যে, ঐতিহ্যপরায়ণীরা জগৎকৃত নয়। তাই, তাঁদের পক্ষে জগৎকে বিশ্বরূপ দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

আমরা অনুভব করতে পারি আমাদের ঐতিহ্য কারণে। তারা আমাদের শ্লোক পাঠকালে অনুভবের জগৎকে আমাদের সম্মুখে দান অনুভবের করে। কিন্তু একটি ঘটনা নিরপেক্ষই দুর্লভ। আমাদের জগৎকৃপাদীরা তত্ত্ব প্রকাশ করতে হবে। তা না হলে পুরুষদের বিশ্বরূপের পাঠ তথা সম্ভব হবে না। অর্জুন জগৎকৃপাদীরাকে জগৎ-কৃপাদিকাকে অনুভবের জন্যের শিক্ষা দান করে বলা হয়, অনুভব একটি ধারণাই নিশ্চিত যে, যাঁর জগৎকে আমরা দেখতে কি সেই বিষয়ে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। শ্লোক পাঠকালে আমাদের শ্লোকের কারণে পারে যে, আমাদের জগৎকৃপাদের নিকট আমাদের না বিশ্বরূপ দর্শন পাওয়ার, কিন্তু তাঁদের সেই শক্তি প্রদানের নয়। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব না হলে জগৎকৃপাদের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব

নয়। পুরুষরা দর্শনকালে তাঁদের তত্ত্ব কৃষ্ণকৃপায় হতে হবে, তবে পরে তিনি দর্শন করতে পারেন যে, বিশ্বরূপ না তবে যে কল তিনি দর্শন করেছেন, তা তিনি অনুভব করতে পারেন। কৃষ্ণকৃপা কখনই শ্রেণি অনুভব ও জ্ঞানের প্রকাশের জন্য নিয়ে পারেন না।

শ্লোক ৪৬

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৬ ॥

মা—না তোমার, তে—তোমার, ব্যথা—ব্যথা, মা—না তোমার, চ—ও, বিমূঢ়ভাব—(তোমার) বিভ্রান্তি, দৃষ্ট্বা—দেখে, রূপম্—রূপ, ঘোরম্—ভয়ানক, ঈদৃক্—এই প্রকার, মম—আমার, ইদম্—এই, ব্যপেতভীঃ—সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, প্রীতমনাঃ—(তোমার) প্রসন্ন, পুনঃ—পুনরায়, ত্বম্—তুমি, তৎ—সে, এব—অবশ্যই, তে—তোমার, রূপম্—রূপ, ইদম্—এই, প্রপশ্য—দর্শন কর।

বাংলা পদ্য

ভিন্ন না তোমাকে ব্যথা বিভ্রম হয়েছে যথা
দেখি তোর এই ঘোর রূপ ।
ত্রাস ভয় প্রীত মন পুনঃ পাইছি সাধু ধন
সেই তোর সে নিজ স্বরূপ ॥

অনুবাদ

আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে তুমি বিচলিত ও বিভ্রান্ত হয়ো না। সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং প্রসন্ন চিত্তে তুমি পুনরায় আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন কর।

তাৎপর্য

জগৎকৃপাদীরা আমাদের অর্জুন তাঁর পরম পূজ্য পিতামহ শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁদের গোপজাতীয় সখা বলেও বলা ইচ্ছা করে ভিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

[illegible] যে, তাঁর নিজধামে যাওয়া করার বাসনায় তাঁর অবস্থিতি করতে চাইছে না। [illegible] পুরাণ শ্রেণীর মহাভারত [illegible], [illegible] ও [illegible] দিয়ে দিলেন। [illegible] এই আবহাওয়ার জন্য [illegible] করেই [illegible]। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর নিজধাম দেখালেন, [illegible] এই পৃথিবীতে [illegible] জন্য যে, [illegible] অধিবাসিগণ [illegible] তাঁর [illegible]। অর্জুনকে এই দৃশ্য দেখানো [illegible] অর্জুন শারীরিক [illegible] এই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পারেন না। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] দেখালেন। [illegible] অর্জুন [illegible] মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্বে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দেখালেন। [illegible] নিজধাম [illegible] স্থায়ী নয়, [illegible] এই [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] পারে না। [illegible] পরিণতি [illegible] মহাভারতে [illegible] বর্ণনা [illegible] হয়। [illegible], তিনি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বন্দনা করতে হয়, যাতে পরম পুরুষোত্তম [illegible] তিনি তাঁর [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পারেন।

শ্লোক ৫৮

অন্বয় উবাচ

ইত্যনুশ্রুত্য বাসুদেবস্যোদ্ধবঃ

স্বকং জনং দর্শয়িতুমুদ্যতঃ ।

আত্মানমাত্মনি চ কৃষ্ণেন

দধ্যৌ পুনঃ প্রৌঢ়সমাধিযোগতঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ উবাচ—বললেন; ইতি—এভাবে; অনুশ্রুত্য—শুনিয়ে; বাসুদেবস্য—কৃষ্ণের; উদ্ধবঃ—উদ্ধব; স্বকম্—তাঁর নিজের; জনম্—জন; দর্শয়িতুম্—দেখাতে; উদ্যতঃ—প্রস্তুত; আত্মানম্—নিজের কাছে; চ—ও; কৃষ্ণেন—কৃষ্ণ; দধ্যৌ—ধ্যান করেছিলেন; পুনঃ—পুনরায়; প্রৌঢ়—পূর্ণরূপে; সমাধিযোগতঃ—সমাধিযোগে।

অনুবাদ

মহাত্মা বিদুর বললেন—এভাবে বসুদেব অর্জুনকে এবং তাঁর সহচরকে বলে তাঁর সহচরকে দেখাতে এবং পুনরায় নিজের সৌভাগ্যটি লাভ করে তাঁর আত্মাকে আশ্রয় করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেব ও দেবকীর পুত্রজন্মে আবির্ভূত হন, তখন তিনি কারাগারের চতুর্ভুজ আকারে তাঁর স্বরূপটিও [illegible], কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা যখন তাঁকে [illegible] [illegible], তখন তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] যে, অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে অধিকারী নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁকে তাঁর সেই রূপ দেখালেন এবং তার পরে তাঁর দ্বিভুজ রূপ দেখালেন। এখানে [illegible] [illegible] অধিকারী অর্জুনের [illegible]। [illegible] অধিকারী অর্থ হচ্ছে, তাঁরাই পূর্ণরূপে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ হচ্ছে তাঁর আদিরূপ পুরুষ রূপ। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] এই রূপেই থাকতে ছিলেন, [illegible] অধিকারী তাঁর [illegible] আকৃষ্ট হয়েছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] মহাভারতের [illegible], তাই তিনি তাঁর [illegible] [illegible] দিয়েছিলেন [illegible] এবং তাঁকে আবার তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দেখালেন। [illegible] (১/৬৬) বলা হয়েছে, [illegible]—[illegible] [illegible] অধিকারী, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৫৯

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫৯ ॥

নিজ চতুর্ভুজ রূপ দেখাইয়া জনার্দন

পূর্ণ ব্রহ্ম অবতারক তব ॥

আকাশ নিরবধান শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ

দ্বিভুজ মূরতি অধিরূপ ।

পূর্বাধিক হল সৌম্য স্বরূপের সে মহাত্মা

আত্মানন্দে বিবিধ স্বজ্ঞান ॥

অনুবাদ

মহাত্মা বিদুরজীকে বললেন—এভাবে বসুদেব অর্জুনকে এবং তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে তাঁর আত্মাকে আশ্রয় করলেন।

তাৎপর্য

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] যে, অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে অধিকারী নন। কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা যখন তাঁকে [illegible] [illegible], তখন তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] যে, অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে অধিকারী নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁকে তাঁর সেই রূপ দেখালেন এবং তার পরে তাঁর দ্বিভুজ রূপ দেখালেন। এখানে [illegible] অধিকারী অর্থ হচ্ছে, তাঁরাই পূর্ণরূপে [illegible]। [illegible] অধিকারী অর্থ হচ্ছে, তাঁরাই পূর্ণরূপে [illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ হচ্ছে তাঁর আদিরূপ পুরুষ রূপ। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] এই রূপেই থাকতে ছিলেন, [illegible] অধিকারী তাঁর [illegible] আকৃষ্ট হয়েছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] মহাভারতের [illegible], তাই তিনি তাঁর [illegible] [illegible] দিয়েছিলেন [illegible] এবং তাঁকে আবার তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দেখালেন। [illegible] (১/৬৬) বলা হয়েছে, [illegible]—[illegible] [illegible] অধিকারী, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৫৯

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫৯ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বলিলেন; দৃষ্ট্বা—দেখে; ইদম্—এই; মানুষম্—মানুষ; রূপম্—রূপ; তব—তোমার; সৌম্যম্—সৌম্য; জনার্দন—হে জনার্দন; ইদানীম্—এখন; অস্মি—আমি; সংবৃত্তঃ—স্থির হল; সচেতাঃ—চিত্ত; প্রকৃতিম্—স্বাভাবিক; গতঃ—প্রাপ্ত।

শ্রীরূপের পদ্য

অর্জুন কহিলেন ॥

দেখিয়া তোমার এই মানুষ-রূপ ।
হে জনার্দন দেখোঁ স্থির মোর চিত্ত ॥
সংবৃত্ত হইলাঁ আমি সচেতা প্রকৃতি ।
ইদানীং হে চিত্ত স্থির হইলুঁ আমি ॥

অনুবাদ

অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম।

তাৎপর্য

এখানে অর্জুনের প্রথম্ বক্তব্যটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আদি স্বরূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। যদি শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁর কাছে ভগবান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, এমনকি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, তাদের চিত্ত কিছু প্রকৃতি দ্বারাই সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণ যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তা হলে তিনি পরম নিয়ন্তা এবং তাঁরপর প্রকৃতির সাধারণ জীব কেমনভাবে কি করে সম্ভব হয়? ভগবদ্গীতাতে আদি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ মনে করা কারা করে যারা নিতান্তই মূঢ়তা করে যে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে যে এক, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কথা বলছেন, যারা অবজ্ঞা করছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজেকে ও তাঁর প্রকৃতিকে বিস্তারিত করেছেন। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ কি করে একজন সাধারণ মানুষ হতে পারেন? ভগবদ্গীতার মধ্যে যাদের চোখ অন্ধকার কখনই নিবদ্ধ হয় না, কারণ তারা অজ্ঞানে ভোগেনি কি। ভগবদ্গীতার মূল বোধগুলি পুরোপুরি হচ্ছে বিশুদ্ধ। আদি, যা দর্শন করবার জন্য পূর্ণ আত্মসাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা সম্পন্নের আগেকার আত্মজ্ঞান হয় না।

শ্লোক ৪২

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; সুদুর্দর্শম্—অতি দুর্লভ দর্শন; ইদম্—এই; রূপম্—রূপ; দৃষ্টবান্ অসি—দেখেছ; যৎ—যে; মম—আমার; দেবাঃ—দেবতারা; অপি—ও; অস্য—এই; রূপস্য—রূপের; নিত্যম্—সর্বদা; দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ—দর্শনেচ্ছুক।

শ্রীরূপের পদ্য

শ্রীভগবান কহিলেন ॥

আমার বিশ্বরূপ রূপ সুদুর্লভ দর্শন ।
তুমি যা দেখিলে আজ হয়ে একমন ॥
দেবতা নিত্য আমি যেন সে আকাঙ্ক্ষা করে ।
তবু ভক্ত হয় যারা বুঝিবারে পারে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছ তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই রূপের সর্বদা দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে অনেকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করার ভিন্নভাবের অনুভূতির কারণে যে, তাঁর সেই রূপ যা দুর্লভ, সেই অবস্থায়, তার বিকাশ অর্জনের মাধ্যমে স্পষ্ট করা সম্ভব হয়। ভগবদ্গীতা দুর্লভদর্শী কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনটি আমার চোখেরটি। যেমন অর্জুন, ব্রহ্মা, ব্যাসদেব আদি তিনি বিভিন্নভাবেও দ্বারা একটি অভিজ্ঞতার বিশ্বের বিশ্বরূপের বিকাশের দর্শন করা যেতে পারে। তা সম্ভব হতেও পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের না থাকলে তা কেন করেই সম্ভব নয়। সেই কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিকাশের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের যে বিশ্বরূপ শ্যামসুন্দর রূপ তা

[illegible] শ্রীকৃষ্ণলীলার [illegible] হয় এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার [illegible] যে, তিনি [illegible] গোপীর সঙ্গে [illegible] রাসলীলা করেছিলেন, [illegible] তাঁর নিজস্বের লীলায় [illegible] তিনি [illegible] গোপীর এবং গোপীরা [illegible] তাঁর [illegible] উপভোগ করেছিলেন, [illegible] তিনি [illegible] তাঁদের [illegible] পূর্ণ [illegible] করেছিলেন। [illegible] তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বিষ্ণু [illegible] পরিচয় [illegible] পারে এবং শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] তাঁর [illegible] বিষ্ণু [illegible] পারে, কিন্তু সেই [illegible] বিষ্ণুবিরোধী পরিচয়ক। [illegible], শিব আদি [illegible] গোপীরাসে শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুরূপ পরমপুরুষ রূপে [illegible] করেছেন।

[illegible] (১৮/১১) এই কথাও [illegible] হয়েছে, [illegible] মূল অনুগামী [illegible]—যারা [illegible] করে, [illegible] সুখ [illegible] তিনি [illegible] হন না। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible], [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] কথা [illegible] হয়েছে এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] হয়েছে। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] হয়েছেন। [illegible] তাঁর [illegible] কথা [illegible] হয় না। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করেছেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] পারে এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পরিচয় [illegible] পারে। কিন্তু [illegible] পরিচয়ক। [illegible], শিব আদি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুরূপ পরমপুরুষ রূপে [illegible] করেছেন।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করেছেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করেছে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ একটি [illegible] হয়ে দাঁড়ায়। [illegible], [illegible] হয়ে [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করেছে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ একজন [illegible] পুরুষ এবং [illegible] পরিচয়ক্ষেত্রে [illegible] হন। কিন্তু তিনি [illegible] পরমপুরুষ নন। [illegible] বিষ্ণু [illegible] হয়ে [illegible] যে, [illegible] তিনি [illegible] পুরুষ ছিলেন, [illegible] তাঁকে [illegible] করতে হয়েছিল। [illegible] হয়ে [illegible] যে, [illegible] নিজেরা, [illegible]। [illegible] যে, সেই [illegible] রূপ থেকে এই [illegible] পরিচয়ের রূপ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। [illegible] একটি [illegible]-[illegible] বিচার-বিশ্লেষণ। [illegible] একটি বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে, [illegible]। [illegible] করেছে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করে এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] বিশ্লেষণের [illegible] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপে [illegible] করে। [illegible] হয়েছে যে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্লেষণ [illegible], তা তাঁর [illegible] থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। [illegible] মতে, [illegible] পরিচয় [illegible]। [illegible] বিশ্বাস করে যে, [illegible] পরমপুরুষ [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীকৃষ্ণলীলার [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] রূপে [illegible] হয়েছে। [illegible] হচ্ছে [illegible] বৈদিক পন্থা এবং [illegible] রাসলীলাকে [illegible] অনুসরণ করেছেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আলোচনা করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পরিচয়ের [illegible] পারেন। [illegible] তাঁর [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করেন না। [illegible] তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible], তিনিই [illegible] তাঁকে [illegible] পারে। [illegible] সেই [illegible] করা হয়েছে। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পারেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] [illegible] এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করতে পারেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] হয়েছে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] করতে পারেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অনুবাদ

তুমি যেমনের দিন মধুর কথা আমার যেরূপ বর্ণন করছ, সেই রকম আমাদের সেই অবস্থায়, জলপান, শয়ন ও ভ্রমণের স্থান সেগুলি বর্ণন করতে সমর্থ হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখনে গীত করে গোপীরা ও নিজে বৃন্দাবনের আকাশে মধুমুগ্ধ রূপ নিয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাব লাভ করে পরে তিনি নিজ নিকুঞ্জ বনে প্রত্যাবর্তন করে। তারা জানান, নিজেরা অবিচ্ছিন্ন অবস্থা অতিবাহিত, যখনের পক্ষে এই যখনের সর্ব উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুষ্কর। যে সকল পরিচারিকা গোপকন্যার আনন্দের ভাবে অবস্থা পুরুষের নিকটে বলা উপনিষদ পাঠ পাঠ করেছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছে দুষ্কর। এমন কি যাঁরা কেবল বাহ্যে মাত্র অবিচ্ছিন্ন নিয়ে পুরুষ অবিচ্ছিন্ন করেন, তাঁদের পক্ষেও অত্যন্তরূপে তাহা সম্ভব নয়। যাঁরা কেবল অবিচ্ছিন্নই, যাঁরা, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অবস্থান জানতে পারেন না। কেবল মাত্র অবিচ্ছিন্নতার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন।

শ্লোক ৫৪

অক্ষন্তা ভবতীনাং নঃ শক্যা মন্ত্রয়িতুং রহঃ ।
আসনং ভবতীনাং তু ক্রিয়তাং কিমিহাচরেম ॥ ৫৪ ॥

অক্ষন্তা—অবিচ্ছিন্ন ভাবে, তু—কিন্তু, অস্মাভিঃ—আমি ও আমাদের আচরণ দোষে দুষ্ট, শক্যঃ—সমর্থ, আহ্বাতুম্—আসতে, রহঃ—নির্জনে, একান্তে; আসনম্—যে আসনে, আহ্বাতুম্—আসতে, ভবতীম্—তোমাকে, তু—এবং, ক্রিয়তাম্—আহ্বান, আচরেম—আচরণ করবে, কিম্—যা, আচরেম—যে আচরণ।

বৈষ্ণব গান

অক্ষন্ত ভক্তি যে হয় একমাত্র কাম ।
যে অক্ষুণ্ণ দেখিবারে মোর মোর ধাম ॥
সেই যে বুঝিবে পারে তত্ত্ব দেখিবারে ।
নিজ বৈভবের মোর যে প্রবেশ তারে ॥

অনুবাদ

যে অঙ্গনাগণ! যে গোপীগণ! আমরা অবিচ্ছিন্নভাবেই নিজ এই প্রকার আচরণে সকলে জানাতে, প্রত্যেক অবস্থায় এবং আমাদের নিকট থাকে প্রত্যেক অবস্থায় অবস্থান করতে সমর্থ হয়।

তাৎপর্য

আমরা অবিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। এই শ্লোকে আমাদের নিজেরই পরিচয়টুকু সেই কথাই নিজেরাই করেছেন, যাতে উপরুক্ত-গীতি ও অবস্থাগুলো, যাঁরা প্রত্যেকেই বৃন্দাবনে আনন্দ-বিভোর আবেগে বৃন্দাবনীয়ার বক্ষ অবলম্বন করে আছি, তাঁরা বুঝতে পারেন যে, অবস্থাগুলোর মধ্যে আমরা কাজে তাঁরা কেবল বাহ্যেরই অবস্থায় অবস্থান করেন। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ যে কে, তা কেবলই অবস্থানে পারা যায় না। কেবলই বুঝতে পারে না কিভাবে তিনি তাঁর মধুমুগ্ধ রূপ নিয়ে তাঁর আনন্দ-আবেগটি আমাদের অবিচ্ছিন্ন ভাবের কথা আমরা গোপীরা তাঁর শ্রীকৃষ্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যেন আমাদের কাছে নিজের বাস্তবিক অবস্থা-বক্তব্য করে এই সব আনন্দের বুঝতে পারা বুঝে আসে। এখানে বলা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবলই তাঁকে দেখতে পায় যা কিনা এই সব ভাব-উপলব্ধিতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা বৈদিক শাস্ত্রের অধিকারী হয়, তাঁরাই কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে বিচারের দ্বারাই তাঁকে জানতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তিনি নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত, এবং যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চায়, তা হলে তাকে শাস্ত্রের এই সমস্ত নির্দেশগুলি জানতে হবে। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনা করা হয়। পরিশেষে, অবশেষে কৃষ্ণভাবনা করতে হলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি উপলব্ধির জন্যেই এবং তাঁর সঙ্গে পুনঃ এবং শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধির জন্যেই আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনা করতে হবে যাতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি। এর সমস্ত কথা বলতে বলতে, যে, যাঁরা বৈষ্ণবেরাই পালনে হবে, যাঁরা আমরা নিজ মুখে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি প্রকাশে হয়। কৃষ্ণভাবনাময়ের মধ্যে আনন্দ-পরাকাষ্ঠার যেটি আমাদের অবস্থিতি। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রভুরূপে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর আবেগে যাঁরা অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বর্ণনা করেছেন, কারণ প্রত্যেক পুরুষ যে পুরুষোত্তম তা তিনি আমাদের কাছেই নিবেদন করেছেন। সুতরাং, যেটি যদি তাঁর প্রেমপরায়ণ নিজ স্থান শ্রীকৃষ্ণের গোপী হয়ে তা আমাদের বর্ণন করেন এবং সেটি যদি যদি কৃষ্ণভাবনাময়ের নিকটের জন্য নিবেদিত হয়, তাহলে সেটি হবে পূর্ণতার মধ্যে পরিপূর্ণ হবে। তাই সেটি যদি প্রবিষ্ট নির্বিশেষ অনুভূতি আস্বাদন করেন (আত্মজ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতার আনন্দের শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বিষয়ক করেন), তা হলে পরমেশ্বর আত্মজ্ঞানের পূর্ণতা ও সম্পূর্ণ নিবেদন করার জন্য তিনিই আমাদের এই একটি নিজস্ব

[illegible] ।

> [illegible]
> [illegible] ॥

[illegible] [illegible] [illegible] [

"আমার পুত্রগণের অপরাধ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ এবং বীর শিষ্য, অর্জুনের ও অন্যান্যের একটি পরীক্ষা আছে। ঈশ্বর কেবলমাত্র ভক্তি চেয়ে, কোন এক বিশেষ বস্তু বিশেষই নিতে। তিনি ভক্তের সকল অহঙ্কার ভাঙেন।"

অন্যত্র বলা হয়েছে, মহাভারতে *ভগবদ্গীতা* নামে এক অধ্যায়টি —"যেটি পাণ্ডবদের হয়েছে পরিশেষে পুনরায়, বীর যারা শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি কখনও অন্যথায় এটি কখনো অবতরণ করেন।" যেমনটি, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম অবতারের পরিচয় করা হয়েছে এবং যেটি অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে আছে। কিন্তু আমরা দেখেছি কথা হয়েছে যে, এটি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান (এবং তাঁর অবতারগণ পুনরায় পুরুষের কখনও কখনও)।

যেমনটি, ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, যারা পাণ্ডবরা বলেন—"আমার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার যোগ্য ঈশ্বর আর বিষ্ণুই যেটি।" ভগবদ্গীতায় তিনি আরও বলেছেন, মহাভারতে যেমনটি —"আমার যেখানেতে আছি ঈশ্বর ভক্তি আছি।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবান-তত্ত্ব অবগত হওয়ার মাধ্যে অর্জুনের যেটি সম্বন্ধে বলেছেন, পরম এক পরম বাক্য বলে পরিচয় পাওয়ার জন্যে—"এক আছি ভগবদ্গীতায় পুরুষের যেমনটি যে, তুমি হচ্ছ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমব্রহ্ম এবং তুমি হচ্ছ সমস্তের পরম আশ্রয়।" আছি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে শিক্ষাদান দেখিয়েছিলেন, তা কখনোও আছি অধম নয়। যাঁর আছি স্বয়ংরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। পরম পরম হচ্ছ ও পরমেশ্বর যাঁর যে শিক্ষাদান, তা কেবল তাঁরাদেরই আছেন যাদের জন্য আমের ভগবানের প্রতি প্রেমেরই যেটি। এটি ভগবানের আছি অধম নয়।

যাঁরা ভগবানের পরম ভক্ত, যাঁরা ভগবানের পরম আশ্রয়ের মধ্যে প্রেমেরই যুক্ত, শিক্ষাদান যাঁদের আছেই পরম নয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ভগবানের পরম আশ্রয়ের প্রেম নিশ্চিত করেন। আছি আছেন, তিনি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর মধ্যে এটি শিক্ষাদানের ভগবান প্রেমেরই আনন্দময়ের ছিল না। পরম, তা অবশ্যই হতে হিতৈষিণী। আছেন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের শিষ্য পরম, অর্জুনই শিষ্য বৃষ্টিশিল্প ছিলেন। তিনি যেমন আমার আছেন ছিলেন না। আছি, তিনি শিক্ষাদানের মধ্যে আছেই জানি। পরম পরম অর্জুনে আর নিজেদের ঈশ্বরের অধীন অবতরে হয়, আমাদের পরম এটি পরম আশ্রয়ভিন্নতা পরম মধ্যে হয়ে পড়ে, কিন্তু যাঁর অধিকারের ভগবানের যেমনের হয়, তাঁদের পরম শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুর সন্তানী হচ্ছে পরমেশ্বর ছিল।

শ্লোক ৫৫

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

মৎকর্মকৃৎ—আমার জন্যে যুক্ত, মৎপরমঃ—ভগবানের, মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্তিযুক্ত, সঙ্গবর্জিতঃ—জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত, নির্বৈরঃ—শত্রুভাব রহিত, সর্বভূতেষু—সব জীবের প্রতি, যঃ—যিনি, সঃ—তিনি, মাম্—আমাকে, এতি—লাভ করেন, পাণ্ডব—হে পাণ্ডুপুত্র।

বাঙ্গালা অনুবাদ

আমার আশ্রয়ে নাহি কর সব কর্ম ।
নিত্য যুক্ত মোর ভক্ত সে পরম ধর্ম ॥
জড় সেবে শত্রু নাহি সর্বভূত সঙ্গে ।
সেই মোর শুদ্ধ ভক্ত পাইবে মোর কাছে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার অহৈতুকী সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্কামভাবে, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত জীবের প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

যেটি প্রতি চিন্ময়ভাবের কৃষ্ণভাবনার সম্বন্ধে শিক্ষাদান পরম বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মসমর্পণে যুক্ত হয়ে হয়, তা হচ্ছে যাঁরে এই তিনি অনুশীলন করেছেন হয়ে, যা পরমেশ্বর ভগবান নিজেই যাকে নিয়েছেন। আছি, এটি প্রকৃতিকে ভগবদ্গীতার ইতিহাস আছে আছে বলা হয়। ভগবদ্গীতা একটি একটি শাস্ত্রগ্রন্থ, যা সব জীবনের সঙ্গীত পরে পরিচয়ের আছে। এটি পরম সব জীব পরমেশ্বরের জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে নিজেরা হয়ে প্রকৃতির উপরে অনুভূত বলবার উদ্দেশ্যে জন্য ভগবানে নিজের সংগ্রহ করে হয়েছে। ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদান পরমের জীবন পরম করবে পারি এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক ভগবানের বলবার পারি যে প্রকৃতি জন্য এবং শিক্ষাদান আমাদের ভগবানের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, সেটি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আমাদের এটি প্রেমের পরিচয়ের সম্পর্ক

পর্যন্তিত থাকা কর্ম হয়েছে, তার তার থাকার পরবর্তিত ক্রিয়াকলাপ—অধিকারে থাকার নাম করতে পারি।

আমাদের সমস্ত শক্তি অধিকারের কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যকলাপে প্রয়োগ করা উচিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব ২/২৫৫) বলা হয়েছে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

জীবাত্মার স্বরূপগত হচ্ছে কৃষ্ণ সেবা করা। এটি স্বাভাবিক। এটি স্বাভাবিক কর্ম হয় কৃষ্ণকর্ম। আমরা যখন সেবার অধিকারে নিজ হতে পারি, কিন্তু সেটি পরিবর্তন হোলে অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদের অধিকার হয়ে যায়। আমাদের সমস্ত কর্মের ফল জীবাত্মাই অর্পণ করা উচিত। যেমন, সেটি আমাদের নিজ স্বার্থের পাচ্ছেন, কিন্তু যিনি সেই কার্যকলাপ কৃষ্ণভাবনামৃতের জন্যেই করা হোল, তাঁকে জীবাত্মার জন্য অর্পণ করতে হবে। জীবাত্মা যদি সেই কার্যকলাপের অধিকার হয়, তা হোল সেই কার্যকলাপের সমস্ত পাচ্ছেন যেমন হচ্ছেন জীবাত্মা। যেমন কার্যকলাপের যদি কোন কোন ভিন্ন ভাবে এলে তিনি যদি তা জীবাত্মাকে দান করতে হয়, তা হোলে তিনি তা করতে পারেন। এটিই হচ্ছে জীবাত্মার জন্য কর্ম। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যত যত প্রকার চৈষ্টা না করে, তিনি জীবাত্মার জন্য কৃষ্ণের একটি অধিক চৈষ্টা করতে পারেন। তিনি সেই অধিকার জীবাত্মার জীবিকা অধিকার করতে পারেন এবং জীবাত্মাকে সেবা-সুখের আয়োজন করতে পারেন এবং কার্যকলাপ সমাপ্তের প্রয়োজন সাধনীয়ে সেই কার্যকে অর্পণ সেবাতে করে। এটি সমস্তই হচ্ছে কৃষ্ণকর্ম। কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হোলে জীবাত্মাকে সেই ফল অর্পণ করা উচিত। আমাদের জীবাত্মাকে অর্পণ করে কার্যফলের অধিকারে তা গ্রহণ করা উচিত। সেটি যদি জীবাত্মার জন্য একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করে দেন এবং সেখানে জীবাত্মার নিজের স্বার্থ আছে, তা হোলে সেখানে বসবাস করতেও তেমন কষ্ট নেই, তবে তবে বাসাকে হোল যে, জীবাত্মাই বাড়িটির অধিকারী। এটি হচ্ছে কৃষ্ণকার্যকৃত। সেটি যদি জীবাত্মার অধিক নির্মাণ না করতে পারেন, তা হোলেও তিনি জীবাত্মার অধিক কার্যের কারণে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। সেটিও কৃষ্ণকর্ম। আমরা একটি কাজও করতে পারি। যদিও এর অধিক প্রতি আছে—অধিকারের কারণেই, এমন কি নিজের অধিক সেবাকেও কিছু না কিছু অর্পণ করে, সেটি অধিকার কারণ করে তার দ্বারা জীবাত্মাকে নিয়োগ করতে পারি। আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি, কারণ তুলসীর পাতা, তুলসীর মঞ্জরী কৃষ্ণসেবার সেবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের জীবাত্মা যা

অনুষ্ঠান করেছেন। আমরা তুলসী জল সেবেন: তিনি জানেন যে, সেটি যদি পত্র, পুষ্প, ফল অথবা একটি জল অর্পণ সহকারে জীবাত্মা অর্পণ করেন, তা হোলে তিনি গ্রহণ হন। এটি 'আত্ম' সমাধান তুলসী পত্রাদিই উদাহরণ করা হয়েছে। যুগলে আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি এবং তাদের জল দিতে পারি। এখানেই আমরা দেখি যে অনুসারে, তিনিও ভগবান জীবাত্মার সেবার নিযুক্ত হতে পারেন। এরপরে জীবাত্মার সেবার নিযুক্ত হবার অধিকারী পুরুষ।

এখানে একটি বিষয়টি উল্লেখ করা, তিনি জীবাত্মাকে পাবার জন্যে তাঁর সব কাজ করছিলেন জীবাত্মার পাবার জন্য তার সব কাজ। এটি কারণে অনুসারে ভগবান, পুরুষোত্তম, অধিকারের অধিকার এবং কি এটি প্রকৃতপক্ষে সেটাকি প্রকৃতপক্ষের উদ্দিষ্ট হবার অধিকারের কারণে না। এটি সবার প্রতি তাঁর সেবাই অধিকার সেটি। তাঁর একমাত্র কারণে হচ্ছে অধিকারের অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি হবার। আর এমন কি সেটি অধিকারের অধিকারের প্রকৃতপক্ষের অধিকারের জীবন হয়ে যেমনের তিনি হয় না। অধিকার তাঁর একমাত্র কারণে হচ্ছে অধিকারের অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি হবার। আর এমন কি সেটি অধিকারের অধিকারের প্রকৃতপক্ষ

[illegible] আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকূল ক্ষেত্রে সুস্থ হন, তখন তিনি অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয়ক আলোচনা করেন। [illegible] অনুকূলভাবে লক্ষণঃ প্রতিকূলভাবে বর্জনম্ (হরিভক্তিবিলাস ১১/৬৭৬৬)। শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে, কৃষ্ণলোকের যে অনুকূল তা সংগ্রহ করতে হবে এবং কৃষ্ণলোকের যে প্রতিকূল তা বর্জন করতে হবে। কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু। শ্রীকৃষ্ণের জন্যের সময় যেমনটি করে কংসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার কংসের পরিকল্পনা করে। কিন্তু যেহেতু যে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি না, তাই যে কংস সময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করত। কখনোই ভেবে, কখনো, ভয়ে কংস সময় যে কৃষ্ণলোকের হাতে থাকত। কিন্তু তার যেটি কৃষ্ণলোকের অনুকূল ছিল না এবং তাই বলিক যে নিজের মনের প্রতিকূল ভাবিই শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, তা সত্ত্বেও তাকে অনুকূল ভাবে গণ্য করা হত এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হাতে [illegible]। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি লাভ হত। কিন্তু তার অন্তরের যেটি কাজ নয়। তার তার মুক্তি হল না, এমন কি তিনি আধ্যাত্মিকভাবে লোকের কৃষ্ণলোকের থেকে হল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যেকোনটি তিনি অনুকূল বা প্রেম, তিনি যেন অন্তিমটি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে যেতে পারেন।

কৃষ্ণলোকে অনেকগুলি শত্রু আবশ্যক হয়। তাই একথা বলা হয়েছে যে, তাঁর যেন শত্রু নেই (নিঃশত্রু)। এটি যেমনভাবে হয়। কৃষ্ণলোকদের মনে আছেন যে, কৃষ্ণলোকিনী যেমন জন্ম-জীবনের সময় অনেকের সমাবেশ করতে পারে। তিনি নিজেই পরিবেশনকারে সেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করেছেন। তাই তিনি জন্ম-সময়ের কৃষ্ণলোকের এই শত্রু আনন্দ করতে চান। নিজের জীবন দিয়ে তার কৃষ্ণলোকানুকূল আনন্দ করার জন্য পৃথিবীর উদ্দিষ্টের পারে। তার একটি স্থানের পৃথিবীর নিতান্তিনে। অবশ্য নিজেরীর ভাবের কুলের দিয়ে করেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর জীবন দিয়ে অন্যদের তাঁর শত্রুর করেছিলেন। আমাদের অনেক কর্মটি হয়ে থাকে উচিত নয় যে, নিতান্তিনের তারা কর্ম হয়েছিল। অবশ্যদের তাদের কর্মটি নিজের হয় না। আমাদেরকে যেমন আমাদের পৃথিবীর আছে, তেমন নিকুর বাসিনের ও অনুকূল আছেন। তাঁরা যেমন একদিন নিজেদের জীবন দিয়ে করেছিলেন। কারণ, তাঁরা কৃষ্ণলোকের মধুর নিয়ম করতে চেয়েছিলেন এবং তা ছিল অধিকার। কৃষ্ণলোক জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর নিজ সম্পর্কের কথা কুলে বাসরের অনেকটি অনুকূল এই ভাবেই কথা তখন কৃষ্ণলোকে যেমন করেছে। সুতরাং, জন্ম-সময়ের তাঁর যেটি উপলব্ধি হচ্ছে প্রতিকূলী অনুকূলের সব কথা অনুকূলভাবে সাধনাকারীর হয় যেমন পৃথিবী দেখেছে। একজনের অবস্থানের সঙ্গে অন্য অবস্থানের যেমন কাজ হচ্ছে। এখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, কৃষ্ণলোকের যে সম্পর্ক তার সব কংসের পৃথিবী

নিজে অবস্থানের যেমন করে হয়েছে তাঁদের যেটি আমাদের শিক্ষক করেই না কৃষ্ণলোকে। তাই এটি উপলব্ধি যে, এই সময়ের প্রতিকূল যেমন আমাদের পরম আমাদের নিজে হন।

এই অধ্যায়ের অভিজ্ঞতার হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু, যা হচ্ছে একটি সমাধি। আমাদের এবং আমাদেরকে যা কর বিষ্ণুই আমি আছে এবং এমন কি অনুকূল শিক্ষাগুরু একটি শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল প্রতিনিধি হয়েছেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই সময়ের আমাদের যেটি উদ্দেশ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এমন নয় যে, যেটি শিক্ষাগুরু আমাদের শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রীকৃষ্ণের আলাদা হয়। শ্রীকৃষ্ণেরই হচ্ছেন আমাদের যেটি উদ্দেশ্য। শত্রু সময়ের কিন্তু আছেন, কিন্তু আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের কিছুটা শত্রুমনুষ্যের আবির্ভাব হয়ে থাকে যেমন আমাদেরই আছে নেই। একজনের কথা হচ্ছেন যে, যেমন যে অবিধি আমাদের যেমন শ্রীকৃষ্ণের শত্রুমনুষ্যের আমাদের যেটি শ্রীকৃষ্ণের আমাদের, তাঁরা অনেকটি তাঁদের হয়েছেন আমাদেরকে কারণে এবং এ জন্য তাঁরা আর কিছুটা দেখতে পান না। তাই, আমাদের কুল্য উচিত, এই একজন আমাদের হয়েছেন যে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণকালটি হচ্ছে পরম ও অনুকূল।

অভিজ্ঞেনাত্ম করে শ্রীশিক্ষার গুরু।
গুরুর যেটি গুরু তাঁর কৃষ্ণসার প্রাণ ॥

ইতি—'শিক্ষাগুরু-বর্ণন-যোগ' নামক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের একাদশ অধ্যায়ের অভিজ্ঞানের 'তাৎপর্য' সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বলেন, এবম্—এইভাবে, সতত—সর্বদা, যুক্তাঃ—নিযুক্ত, যে—যে সকল, ভক্তাঃ—ভক্তগণ, ত্বাম্—তোমার, পর্যুপাসতে—[illegible] আরাধনা করেন, যে—যাঁরা, চ—এবং, অপি—পুনরায়, অক্ষরম্—[illegible], অব্যক্তম্—অব্যক্ত, তেষাম্—উভয়ের মধ্যে, কে—কারা, যোগবিত্তমাঃ—যোগবিদ্‌।

শ্রীভগবান বলেন

অর্জুন জিজ্ঞাসিলেন ঃ

যে ভক্ত ভক্ত যে কৃষ্ণ তোমারে সতত ।
অথবা ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে যুক্ত ॥
আর যে অব্যক্তবাদী অনন্ত অক্ষরে ।
নিশ্চয় করিয়া করি সদা চিন্তা করে ॥
তার মধ্যে কেবা উত্তম যোগবিৎ হয় ।
জানিবার ইচ্ছা মোর করহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন বিজ্ঞাসা করলেন—একাদশী নিশ্চয় অভিযুক্ত হয়ে যে পথে অগ্রসর হয়েছেন তথাকথিত যোগের মাধ্যমে কেশব এবং কীদৃশ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই এরকম উপলব্ধি করেছে, তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ শ্রেণী।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের-বন্ধু, শিষ্যের-বন্ধু ও সিদ্ধজন-বন্ধু হওয়ার কারণ কারণের এবং সব প্রকারের জ্ঞান ও শ্রেণীদের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত, পারমার্থবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাঁরা হচ্ছেন নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। অবিশেষবাদী জানেন তাঁদের পরম শক্তি দিয়ে জগতের সেবার নিযুক্ত হয়। নির্বিশেষবাদীর পরাকাষ্ঠাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন না। তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা সাধারণ জ্ঞান থাকে কম হওয়ার শ্রেণী পড়ে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, পরমেশ্বর উপলব্ধি করার যে পন্থা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে ভক্তিযোগী হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত থাকেন তাহলে তা, তা হলে তাঁকে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করাবেই হয়।

ভক্তিযোগের প্রারম্ভাবস্থায় যাঁরা জগতের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় সবিশেষবাদী। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী। অর্জুন এখানে জিজ্ঞাসা করেছেন, এদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? পরমেশ্বর উপলব্ধি করার দিক দিয়ে পন্থা আছে। কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভক্তিযোগ অন্যান্য জটিল জগতের যাঁরা সেবা করেই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। জগতের সাথে যুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে পরাকাষ্ঠার পরম ও চরমতম পন্থা।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জগতের জটিলতাকে বুঝিয়েছেন যে, কার শ্রেষ্ঠটি জীবের স্বরূপ নয়। জীবাত্মা স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময়ত্বের। আর পরমেশ্বর হচ্ছেন বিশুদ্ধচৈতন্য। অর্জুন অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবাত্মা জগতের বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই বিশুদ্ধচৈতন্য জগতের বাহ্যিক যার চেতনাতে নিজে কর্তাই হচ্ছে জীবাত্মা বর্ণ। তারপর অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন, তিনি তাঁকেন, আত্মাকে জগতের শ্রীকৃষ্ণের থাকে উপলব্ধি হন। আর এই অধ্যায়ের শেষে আমরা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পরম শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি তাঁর আত্মার নিজের শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা পারেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সুতরাং, অর্জুনপক্ষে হচ্ছেন আমাদের উপলব্ধিতে

পথ আছে যে, পরিশেষে কৃষ্ণভাবনার ভক্তি পরাকাষ্ঠার আমাদের হওয়া উচিত, যেমন এই শ্রেণীটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক উপলব্ধি।

অর্জুন বিষ্ণু যোগ আছে, যারা শ্রীকৃষ্ণের পরিশেষে জ্ঞানের ভক্তি আমার এবং। তারা এই বিষয়ে একটি প্রশ্নও করেছেন যে, কৃষ্ণভাবনাময়ী যারা তাদের যারা পরিপক্বতাকে কৃষ্ণভক্তিতে পরাকাষ্ঠা হয় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীদের দিকে যাদের পরম ভক্তি পরিপক্বতার কারণ পারে। যে পরমেশ্বর পরাকাষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়াতীত, সেই নির্বিশেষ জ্ঞানের যারা মনোযোগে পরমেশ্বর যারা পালন করে।

ভক্তিযোগ-পথে, পারমার্থবাদীরা দুই প্রকারের হয়ে থাকেন। একথা অর্জুন জানতেন ভক্তিযোগ, এই দুই প্রকারের পারমার্থবাদীদের মধ্যে কোন্ পন্থাটি পরাকাষ্ঠা এবং কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর। পরমার্থে বলা হয় যে, যিনি তাঁর নিজের অন্তর্যামী যারা করে নিজের, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিশেষ জ্ঞানের ভক্তি আশ্রয়ভুক্ত। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ভক্তি তিনি অন্তর্যামী নন। তিনি জানতে চাইছেন যে, তাঁর অন্তর্যামী নিজেদের কি না। এই জন্য জগতেই, যেমন যা ভিন্ন-জগতেই, যেমন, জগতের নির্বিশেষ ব্রহ্মের পথের একটি সমস্যাসমাধান। অর্জুনপক্ষে, যেমনটি পরম-ব্রহ্মের নির্বিশেষ জ্ঞান পরমের তথাকথিত চিন্তা করতে পারে না। যদি অর্জুন বলতে চাইলেন, "ভগবান কখন এটি করে কি করে?" এরকম অধ্যায়ে অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পরিশেষ জ্ঞানের ভক্তি আমার পারমার্থ হচ্ছে উত্তম, কারণ তা তাঁর অন্তরাত্মাকে তাঁর আমার পরম জ্ঞান করবার জন্যের প্রকাশ হয়ে এবং তাতে কৃষ্ণভাবনার কোন ভিন্ন ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের এই প্রশ্নটি হচ্ছে উত্তরে জগতের পরিপক্বতাকে বুঝিয়ে দিলেন, পরম-ব্রহ্মের নির্বিশেষ ও পরিশেষ ধারণার মধ্যে পার্থক্য দেখালেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশ্য**—নিবিষ্ট করে; **মনঃ**—মন; **যে**—যাঁরা; **মাম্**—আমাকে; **নিত্য**—সর্বদা; **যুক্তাঃ**—নিযুক্ত হয়ে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পরয়া**—অত্যন্ত; **উপেতাঃ**—যুক্ত হয়ে; **তে**—তাঁরা; **মে**—আমার; **যুক্ততমাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী; **মতাঃ**—মনে।

গীতার পদ্য

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
আমার স্বরূপ এই যার জন্ম মর্ম্ম ।
অনিষ্ট ইহার যাকে উপদেশ ধর্ম্ম ॥
প্রদ্ধার সহিত করে তাম ক্রিয়ায় ।
উত্তম শ্রেণীর সেই কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—যাঁরা কেবলমাত্র আমার আদেশ পালনের জন্যে নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মের এবং আমারই জন্য সমস্তকিছু নিবেদন করার উপদেশ করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বোত্তম শ্রেণীর।

তাৎপর্য

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যাঁরা তাঁর এবং তাঁর শরীরের মধ্যে অভিন্ন এবং তাঁকে ও তাঁর শরীরকে তিনি যাঁরা উপদেশ করেন, তিনি তাঁদের সর্বোত্তম শ্রেণীর। এরপরেই তিনি কৃষ্ণভাবনার অধিক ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি যার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাকে ভগবান বলে না, বরং শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষা গ্রহণের জন্যই, তাঁর বিষ্ণু রূপের কথা হয়। তাঁর দ্বারা সর্বশেষে জানানোর যোগ্যের পুরুষ। কখনও তিনি জানানোর ভাব দীক্ষিত করেন, কখনও তিনি ব্রহ্মসংহিতার কথা উল্লেখ করেন যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ পাই থাকেন, কখনও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ করেন, কখনও বা তিনি গীতাতে নিজে শ্রীকৃষ্ণের উপর যোগ বিষ্ণু পরিচয় করেন, কখনও তিনি প্রণিধান যোগের পাঠন পরিচয় করেন—অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনার কর্ম না করে তিনি এর মুক্তিপথ নেই করেন না। এই ভাবের কথাই হচ্ছে পূর্ণ সমাধি।

শ্লোক ৩-৫

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যে—যাঁরা, তু—কিন্তু, অক্ষরম্—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যা, অনির্দেশ্যম্—অনির্দেশ্য, অব্যক্তম্—অব্যক্ত, পর্যুপাসতে—উপাসনা করেন, সর্বত্রগম্—সর্বত্রগামী,

অচিন্ত্যম্—অচিন্ত্য, চ—ও, কূটস্থম্—অপরিবর্তনীয়, অচলম্—অচল, ধ্রুবম্—শাশ্বত, সংনিয়ম্য—সংযত করে, ইন্দ্রিয়গ্রামম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়, সর্বত্র—সর্বত্র, সমবুদ্ধয়ঃ—সমদর্শী, তে—তাঁরা, প্রাপ্নুবন্তি—লাভ করে, মাম্—আমাকে, এব—অবশ্যই, সর্বভূতহিতে—সকল জীবের কল্যাণে, রতাঃ—রত হয়ে।

গীতার পদ্য

অক্ষর অব্যক্তরূপ নির্বিশেষ ।
ইন্দ্রিয় সংযম করি ত্রিবিধ স্বভাব ॥
সর্বস্থানী অচিন্ত্য যে কূটস্থ অচল ।
ধ্রুব নির্বিশেষ সত্ত্বে ধরিয়া অটল ॥
সমবুদ্ধি হয়ে সব করে উপাসনা ।
যে আমাকে প্রাপ্ত হয় করিয়া সাধনা ॥

অনুবাদ

যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম করে, সর্বত্র সমদর্শী হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁরা অবশ্যই আমাকেই প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যাঁরা সাকারের পরিবর্তে অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না, কিন্তু পরোক্ষ পন্থায় সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেন, তাঁদের পরিচয়ে সেই পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। সেই বিষয়ে বলা হয়েছে, "যদি কেউ সর্বোচ্চ পরম জ্ঞানী পরম অবস্থায় পারে যে, বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছুর পরম কারণ, তখন সে আমার চরণে আশ্রয় করে।" এর অর্থের পরে যেমন জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি পরোক্ষ ভাবনায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন। এই শ্লোকগুলিতে যে পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে যেসব ব্যক্তি ভগবানের নিত্য আকার হতে চান, তা হলে তাঁদের ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে, সমস্তের প্রতি সেবাপরায়ণ হতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আমাদের অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আকার হতে হবে, তা না হলে কখনই পূর্ণ উপলব্ধি হবে না। এরপরে বলা হয় যে, অচল কৃষ্ণভাবনা লাভের পরেই যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমভক্তি আসে।

অবশ্য অধ্যায় অন্তরালে পাঠকগণের উপলব্ধি আসতে হলে শব্দ, ভাষা, অধ্যায় আদি সব কিছুরই ইঙ্গিতের ভিতরকার ভেদে নিহিত রয়েছে। যখন উপলব্ধি করা যায় যে, পরমাত্মা সর্বত্রই নিরাকার। এই উপলব্ধির ফলে আর কারও প্রতি হিংসাভাব থাকে না। কখন আর মানুষে ও পশুতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। আকাশ, বায়ু, তেজস, অপ্তত্ত্বাদি সর্বত্র হয়, নদীতে আকাশটিকে কখন আর দেখা যায় না। কিন্তু আকাশ মানুষের পাশে এই নির্বিশেষ উপলব্ধি অবশ্যই দুষ্কর।

শ্লোক ৫

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

ক্লেশঃ—ক্লেশ, অধিকতরঃ—অধিকতর, তেষাম্—তাদের, অব্যক্ত—অব্যক্ত, আসক্ত—আসক্ত, চেতসাম্—যাদের মন; অব্যক্তা—অব্যক্ত, হি—অবশ্যই, গতিঃ—গতি, দুঃখম্—দুঃখময়, দেহবদ্ভিঃ—দেহবিশিষ্ট জীব দ্বারা, অবাপ্যতে—লাভ হয়।

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মে মন উপলব্ধির জন্য ।
অনেক পরিশ্রম করে কষ্টে সিদ্ধ ॥
অব্যক্ত আসক্ত সেই বহু ক্লেশ তার ।
অব্যক্ত যে গতি দুঃখ দেহীর অপার ॥

অনুবাদ

যাদের মন অব্যক্তের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপলব্ধির পথে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা অব্যক্তের অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও নির্বিশেষ বস্তু ব্রহ্মের ধারণা, তাদের পথ ।: অধ্যাত্মবাদী এবং জীব সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে কৃষ্ণকে সেবা করেন, তাঁদের পথ হয় অধিকতরই। এখন, অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও অধিকারীদের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়

হয়েছে। অধ্যাত্মবাদের পন্থা বৈদিক পরিভাষায় একটি পথের দিকে নির্দেশ হয়, যাকে বলা হয় ব্রহ্মসাযুজ্য। কিন্তু অধিকারীদের পন্থা, অর্থাৎ ভক্তিযোগের পন্থা কখনও যে পন্থা, তা আরও সহজ এবং তা হচ্ছে সেবাময়ী জীবনের স্বাভাবিক পদ্ধতি। অধ্যাত্মবাদীরা যদিও অব্যক্ত সেবার মধ্যে আসক্ত হয়ে থাকে। যে যে ভাব সেই ভাব, সেই ভাবের মধ্যে তারা পথের আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই, অধিকারী জীবদের অধ্যাত্মবাদের অর্চনা করার পন্থা অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ তাদের একটি অধিকার থাকার জন্য তাদের মধ্যে অহঙ্কার হয়। অধ্যাত্মের নিরাকারের মধ্যে তাদের ধারণা যে, অধিকার অর্থাৎ জীবদের অধ্যাত্মবাদের যে পন্থা, তা দুর্বিনীত নয়। বৈদিক শাস্ত্রের সকল ও নির্দেশ উপলব্ধির উদ্দেশ্য পালনের পন্থা। অধিকার অর্থাৎ জীবদের যে উপলব্ধি তা সকল উপলব্ধি, যেমন যা কিছু অধ্যাত্মবাদীরা জীবদের অধ্যাত্মবাদের অনুকূলে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদের জন্য অধিক পরিশ্রম পাওয়া, যদি অধ্যাত্ম উপলব্ধির অধিক যত্ন করার দ্বারা অর্জনীয় হয়, তাহলে তা কিছু নয়। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যাত্মবাদ।

সেই অধ্যাত্মে একটি সূক্ষ্ম উপলব্ধির প্রয়োজন দেখানো হয়। যেমন, কারও পাশে অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেখতে পারি এবং সেই ভাবে অধ্যাত্ম যদি উপলব্ধি দেখি, যা হচ্ছে যেমনি অধ্যাত্মবাদের ভাবের পরমাত্মার অধ্যাত্মে দেখিতে হয়। কিন্তু যে যেমন একটি পুতুলের মধ্যে অধ্যাত্ম অর্থাৎ অধ্যাত্মের অনুকরণে উপলব্ধি দেখে থাকে, যা দেখেই অধিকারের অনুকূলের নয়, তাহলে তিনি দেখতে দেখে কাজ হয় না। যেমনটি, অধিকার অধিকারের অধ্যাত্মের জীবনুক্তি হচ্ছে অধ্যাত্মের অনুকরণের পরিচালনা, যাকে বলা হয় অধ্যাত্মবাদ। এই অধ্যাত্মবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মের অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম যেটি জানের অধ্যাত্মে দেখা প্রকাশ করেন। অধ্যাত্ম অর্থাৎ, যেটি তিনি জীব অর্থাৎ নিরাকারের অধ্যাত্মের মধ্যেই জীব জগতের দেখা প্রকাশ করতে পারেন। তাই অধ্যাত্মের অধ্যাত্ম অধ্যাত্মের অনুকূলের জন্য তিনি এই অধ্যাত্মের কথা বলেছেন।

সুতরাং, অধ্যাত্ম পথের অধ্যাত্মবাদের অধিকারিদের উপলব্ধির সাধনা পথের দেখা অনুচিত হয় না। কিন্তু জীব অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিরাকারের পথ অধ্যাত্মের অধ্যাত্ম, জীবের সেই পথ অধ্যাত্ম পরিত্যাজ্য। জীবের উপলব্ধির অধিক উপলব্ধি প্রকাশের পথে অধ্যাত্মবাদের অধ্যাত্ম জন্য উপলব্ধি করতে হয়, জীবের সেই ভাষা শিক্ষা করতে হয়, অধিকারের অনুকূলেরই উপলব্ধি করতে হয় এবং এটি অধ্যাত্মবাদী অধ্যাত্মবাদের উপলব্ধি করতে হয়। যেমন অধ্যাত্মের অনুকূলে পথের এই পন্থা অধ্যাত্মের জন্য দুর্গম পথের নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনার অধিক যে মানুষ পরিপূর্ণরূপে জীবের অধিকারের অধ্যাত্মের দেখা করেছেন, তিনি কেবলমাত্র

[illegible] কর্তব্যের শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করে, কর্তব্যের ফলও অর্পণ করে এবং কর্তব্যকে নিজেরই ভোগ্য গ্রহণ করে অথবা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। নিষ্কিঞ্চনতাবাদীরা যে অনেক ভুলভ্রান্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাতে পরিষ্কার যে জীবের পরম-স্বরূপ চেতনা উপলব্ধি না-ও হতে পারে, সেটি পরমের কোন অংশও হতে। কিন্তু পরিণামদর্শীরা কোন প্রকার বিশ্বাসের ভূমিকা না নিয়ে, কোন প্রকার ভুল ধারণা দূরে ফেলে না দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিজেরাজনিত পরিচয় লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধারণার একটি কোন পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিজেরাজনিত অবস্থিতিকে অবস্থিতি বলি পরম নির্দেশ হয় (এটি অবস্থিতিকোনের পরিচয়ে বলা হয় অবস্থিতি, যা কারণ বা না পরে কোনটি ব্রহ্ম আর কোনটি ব্রহ্ম নয়, এটি হয় জ্ঞানের জন্য পরমটি জীবের এটি অবস্থান হয় সকল অবস্থাটি ভুলভ্রান্তির হয়। অবস্থিতি, অবস্থার উপলব্ধির এই ভুলভ্রান্তির পন্থা যখন যে অবস্থায় একজনের উপলব্ধি কোনও হয়েছে, তখন তার পরিণতি অনিশ্চিত।

জীব যখন নিজে, কখন আত্মা এবং যে বলি জ্ঞান জীব হয়ে যেতে হয়, তা হলে যে তার অবস্থান বা ও ছিল অবস্থিত উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু অবস্থার অবস্থিত উপলব্ধি হয় না। অজ্ঞানতার পথে বিশেষভাবে অর্জুনী এই ভাবের অবস্থাটির কোন অংশের কৃপায় অবিদ্যাজনিত পথে আসতে পারেন। সেই কারণে, নির্বিশেষবাদের দীর্ঘ অবস্থা যাঁরা অবিদ্যাজনিত পথে অবিচলিত হয়ে পড়েছেন, কারণ তিনি কখন তাঁর পূর্ববর্তিত পাপগুলি বাদ করতে পারেন না। এটি, সেইজন্যই জীবের পথে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি সর্বশ্রেষ্ঠই, ভুলভ্রান্তি; এবং অন্তর্বিশেষ ভুলভ্রান্তি এবং তার উপলব্ধির ভুলভ্রান্তি। এটিই জীবেরই অবশ্যই পরমেশ্বর এবং, তার উপলব্ধির নির্বিকারের জন্য উচিত যে, এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি আমাদের নিজের পরমা আনন্দময় স্বরূপের নিজেরই। এই পন্থা তখন আর উচিত নয়। কারণ পরিণতি কখন জীবের পথের ভুলভ্রান্তিমাত্র পন্থা, যার ফলে সে অবিদ্যাজনিত অবস্থানে সেবার নিজেরই হয়ে পড়ে, সেটিই হয়ে যেতে পন্থা। এই অবস্থাটিকে যদি কেউ অবস্থান করে, তা হলে তার কারণ-নিয়ন্ত্রণ অবিদ্যার পরিণতি করার সম্ভাবনা থাকে। অজ্ঞানতা অবস্থান, অবিদ্যা, ইন্দ্রিয়ভূতির উদ্দেশ্যে যে অবস্থার কথা এই যেভাবে বর্ণিত করা হয়েছে, সেটি নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রতি, কিন্তু কারণ এই অবিদ্যাজনিত অবস্থানে উচিত নয়। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ তা করতে নিষেধ করেছেন।

শ্লোক ৬৭

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যে—যাঁরা, তু—কিন্তু, সর্বাণি—সমস্ত, কর্মাণি—কর্ম, ময়ি—আমাতে, সংন্যস্য—ত্যাগ করে, মৎপরাঃ—আমাতে রত, অনন্যেন—অবিচলিতভাবে, এব—অবশ্যই, যোগেন—অবিচলিত ভক্তি, মাম্—আমাকে, ধ্যায়ন্তঃ—ধ্যান করে, উপাসতে—উপাসনা করেন, তেষাম্—তাঁদের, অহম্—আমি, সমুদ্ধর্তা—উদ্ধারকারী, মৃত্যু—মৃত্যুর, সংসার—সংসার, সাগরাৎ—সাগর থেকে, ভবামি—হই, ন চিরাৎ—অচিরেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, ময্যি—আমাতে, আবেশিত—আবিষ্ট, চেতসাম্—চিত্ত।

বাংলা অনুবাদ

যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, অনন্যভাবে যুক্ত আমার ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সেই ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত করা হয়েছে যে, জ্ঞানমিশ্রিত কর্মের ফলাফল, যেমন এই অধ্যায়েরই কৃপায় জীবের আত্মাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি দান করে। তবে অধিক ব্যবহারে তার উপলব্ধি করতে পারেন যে, জ্ঞানের ফলেও মুক্তি এবং পরিণতি কখনও জীবাত্মাকে ধারণ করিল। অধিযজ্ঞ জীবনের কর্মের জ্ঞানমিশ্রিত যেমন অর্থ, কিন্তু যে ব্যক্তি তা না পারে, তা হলে তাকে অবশ্যই পরমের শরণাগত হতে হবে।

পূর্বে বলা হয়েছে, যোগমার্গে অধিকারী যোগের অষ্টাঙ্গযোগ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করা যায়। তাই, অষ্টাঙ্গযোগ পূর্ণরূপে আয়ত্তগত করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত আজ্ঞা পালন করতে হলে আমাদের অন্তরে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি করতে হবে। যোগমার্গের শ্রীকৃষ্ণের মত আমাদের সকল কর্ম পালন হবে। যে কারণেই অসম্ভব বলি না কেন তাহা কিছু হয় যাবে না, কিছু তেমি যাবে যোগমার্গের শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে অধিকারের মানদণ্ড। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য নিয়ে কথা ছাড়া অন্য আর কিছুই জানতে পারেন না। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা এবং তেমি কথা তিনি সব কিছু যাতে করতে পারেন—যেমনটি কৃষ্ণকর্তৃক পূর্বে অর্জুন করেছিলেন। এই পন্থাটি অবলম্বন করা। আমরা আমাদের বুদ্ধিমত্তার কারণে কখনো পারি এবং তেমি সবার **হৃদয় কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে / হবে রাম হবে রাম রাম রাম হবে হবে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই মহামন্ত্র কীর্তন করলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি বাড়ে।

ভগবান কপিল বলেছেন যে, যে সব কাজ একান্তভাবে তাঁর সেবার নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের তিনি অধিকারী ভগবদ্ধাম থেকে উদ্ধার করেন। যাঁরা যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন, যাঁরা নিজ অনুভবে তাঁদের জীবনের থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন এবং অন্যান্য পথিকদের এই সমস্ত পন্থার সুযোগ দিতে পারেন। কিন্তু ভগবান একথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যাঁর অন্তরে তিনি নিজেই যাঁর কাছে নিজে যান। আমাদের জন্যের অন্যের অনুসরণ করবার জন্য আমাদের কোন রকম নিজে কাজের আশেপাশে যাওয়ার হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

> যাবদ্ভিঃ পরমো ভক্ত্যা হ্যুপাস্যেহ ত্বমীশ্বরম্ ।
> ততো মামেকমাত্মানং যোক্ষ্যসে হ্যঞ্জসা মতিম্ ॥

অর্থাৎ, আমাদের যোগের প্রয়োগ করবার জন্য অন্যান্য অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করবার দরকার নেই। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজেই সমস্তকিছু জানতে দিয়ে থাকেন। ভগবান নিজে পুরুষোত্তমের নিজেকে জানবার জন্যে সর্বদা করেছেন। শিশুকে যেমন পরম স্নেহ-ভরে অভিভাবকরা সকল শাসন করেন এবং তার ফলে সে বিদ্যালাভ পায়ে, তিনি যেমনটি আমাদের যোগানুশীলনের মাধ্যমে জানবার প্রয়োজনের মাধ্যমে জন্য যেমনের তাদের সেটি জানার প্রয়োজন হয় না। পরমেশ্বর, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর সঙ্গে আমাদের নিয়ে যান। ভগবান তাঁর আমাদের জন্য উপস্থিত হন এবং তাঁকে জন্য আমাদের সঙ্গে যোগে যুক্ত করেন। তাঁর সমস্তের

পরিচয় হয়েছে যে অন্যত্র, যে কারণে লক্ষ পরিমাণে যোগ না যেন, শুধু তেমি করেন যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু যেটি যদি এতে আমার যেটি সমস্ত যোগের মূলে যেন, তা হচ্ছে যে আমরাসেটি রক্ষা পেতে পারে। যেমনটি, ভগবান তাঁর অর্জুনের জন্য জগতের সঙ্গে থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের যেমন অধিকারের ভগবান-যেমনের নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অধিক সকল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে যেমন বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য তাদের পন্থা পরিবর্তন করে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাটির প্রতি অধিকারী অধিক মনোযোগ দেওয়া। ভগবদ্গীতাতে এর সমর্থনের উল্লিখিত ভাবে বলা হয়েছে—

> যং যং বাপি স্মরন্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, সকাল কর্তব্যে বিভিন্ন পন্থার প্রতি না হয়ে কখনো কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন না করে, অধিকারের ভগবানের যেন কারণেই যদি একজন পরিবর্তন—কাম, ক্রোধ, লোভ, কামনাবাসনা, যেমন অধিক কারণ কাজ হয়ে থাকে। সেটিই হচ্ছে অধিকারের নিয়মের।

যেমনভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অর্জুনের বলেছেন—**হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে / হবে রাম হবে রাম রাম রাম হবে হবে**—কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে পরম মঙ্গল উপলব্ধি হতে পারেন, যা অন্য যেমন কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ হওয়া সম্ভব নয়।

ভগবদ্গীতাতে উপসংহারে অধিকারের অধ্যায়ে পরম উপদেশ বলা করে ভগবান বলেছেন—

> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
> অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

আমাদের সাধনের জন্য সকল অধিকারগুলি বাদ দিয়ে যেমনভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। তা হলেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। ভগবান আমাদের জীবনের পরমার্থ কার্যের জন্য শিক্ষা করার যেমন আমাদের সেই, ভগবান ভগবান আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সুতরাং, যদি কখন যেমন অধিকারের মাধ্যমে আমাদের পাপ করে মুক্তি লাভের পথে গ্রহণ করতে যেমন আমাদের সেটি। পরম কর্তব্যটিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্গীতায় আমাদের যেমন বলা করেছেন তাই। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৮

মত্বেবং তন্ন আত্মত্বং সত্যং বৃদ্ধিং বিশেষতঃ ।
নিবসিষ্যসি মত্বেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

মত্বি—আমাতে, এব—অবশ্যই, তন্ন—তা, আত্মত্বং—স্থিত মন, সত্যি—আমাতে, বৃদ্ধিং—বুদ্ধি, বিশেষতঃ—অবশ্য মন, নিবসিষ্যসি—বাস করবে, মত্বি—আমাতে নিশ্চিত; এব—অবশ্যই, অতঃ ঊর্ধ্বং—এর পরে, ন—নেই, সংশয়ঃ—সন্দেহ।

বাংলা পদ্য

আমাতে তুমি এই বিমুক্ত স্বরূপে ।
এ মন বুদ্ধি স্থির কর অবশ্য স্বরূপে ॥
আমার এ নিত্যধামে নিত্যযুক্ত হবে ।
অবশ্য পাইবে তোমা সর্বোচ্চেই যবে ॥
ঊর্ধ্বগতি নেই, জান না কর সংশয় ।
সর্বোচ্চ অবস্থা তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

আমাতে আসক্তচিত্ত তুমি মন সমর্পিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। ইহার ফলে তুমি অবশ্যই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

যিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতুল্য সেবায় রত, তিনি অবশ্যই আমার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়ে জীবন যাপন করেন। তিনি যে কখনও যোগের আসনের জন্য আগ্রহী, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তার অন্তঃকরণটিকে তিনি জীবন যাপন করেন না—তাঁর জীবন কৃষ্ণভাবনাময়। অবশ্যই নয় যারা অবশ্যই সেবা করিছে। তারা, তারা যখন হয়ে কৃষ্ণ সচেতন জীবনে আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী শক্তি তাদের বিমুক্ত করেন। তারা যখন শ্রীকৃষ্ণকে সেবা নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সেবা সম্পাদনের জন্য তাদের এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই ইচ্ছিত আনন্দ সেবায় তারা কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠেন। অবশ্যই সেবার ফলটি যা হবে সেটি যে কি ধরনের হবে, তা বুঝতে পারা যায় না, যদিও ভগবদ্গীতায় ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এই সম্পর্কিত বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অথ—যদি তাই, চিত্তং—মন, সমাধাতুম্—স্থাপন করতে, ন—না, শক্নোষি—সমর্থ হন, ময়ি—আমাতে, স্থিরম্—স্থিরভাবে, অভ্যাস—অভ্যাস, যোগেন—যোগের দ্বারা, ততঃ—তা হলে, মাম্—আমাকে, ইচ্ছা—ইচ্ছা কর, আপ্তুম্—লাভ করতে, ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়।

বাংলা পদ্য

যদি সে সমাধিভাবে হও অসমর্থ ।
অভ্যাস যোগেরে কর লাভ পরমার্থ ॥
নিখিলের সাধনার্থে যেন তোরে হয় ।
অভিলাষ সে আহরণে যোগ তোরে পায় ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি স্থিরভাবে আমার দিব্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপে মনকে স্থির না কর, তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করার ইচ্ছা কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অভিধ্যানের দুটি অবস্থাকিছু কথা বলা হয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে যোগের যোগ্যতা অর্জনের, যেটি অষ্টাঙ্গযোগ যোগে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেটি অষ্টাঙ্গযোগ যোগে ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারেননি। এই দ্বিতীয় অবস্থার অধিকারীর জন্য কোন একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ যোগের নির্দেশ দিয়েছেন, যা অনুশীলন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির ভাব উদীপ্ত করা যায়।

অভিধ্যানের অর্থে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার পন্থা। অষ্টাঙ্গযোগে কয়েকটি পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে যোগাভ্যাস প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বশে আসে। কিন্তু অভিধ্যানের অনুশীলন করার ফলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়ে এবং অবশেষে তা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তারা অষ্টাঙ্গযোগের পরিবর্তে ভগবানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। যোগাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি কোন

না কেন মানুষের প্রকৃতি থাকতে পারে, কিন্তু সেই সবার অবস্থানের নয়। আমি কেবল এক বিন্দু চিনি পাওয়ার জন্য সেই প্রকৃতি আমি এবং সেই প্রকৃতির আকারে আসাদন না, আমার কাছ থেকে সরে। আমার কাছে আমাকে অধিক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং, কেবলমাত্র আমাকে কেন এমন একটি উদ্দেশ্যে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বরের জীবনের জন্য পরিবর্তন হচ্ছে সেই নির্মল শিশু থেকে কাজে উদ্দীপ্ত হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ে আমাদের কেন কাজ করেছেন সেই শ্রেষ্ঠকর্মিত জন্য পাপ করা যায়।

সমস্যার কারণে এই জগৎ-চেতন দূর আমাদের কাছাকাছি এবং সেখানে জগৎ-চেতন নিয়ন্ত্রণের প্রকাশিত হয়, কিন্তু কাজ-আসক্তির অধীন তাদের তা অনুভূতির। এখন তার নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ থেকে আমাদের জগতের নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এবং তা হলো যে কৃষ্ণচেতনা আমাদের জগতে দূর আসছে কাজের, তা পুনরুদ্দীপিত হবে। সেটিই হলো ভক্তিযোগের পূর্ণ পন্থা।

ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হলে সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি নিয়মিত পালন করা বাঞ্ছনীয়—ঘুম থেকেই ঘুম থেকে ওঠা, স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আরতি করা, তার পুষ্প অর্পণের কীর্তন করা, তারপর ঘুম ঘুরে কৃষ্ণভাবনা শ্রীমদ্ভাগবত বা গীতোপনিষদ পাঠ, যেমন তারা করে তা কৃষ্ণভাবনা নিবেদন করা, প্রসাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি। এমন কাজের নিয়মিতভাবে আমাদের অনুশীলন করতে হবে। তখন নিশ্চয়ই তার আমাদের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা জ্ঞান করতে হবে। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে যে কোনো ভেদবুদ্ধির জন্য উদ্দীপ্ত হতে পারে এবং তার ফলে অবশ্যই নিজের জগৎ-গতে জ্ঞানের করতে পারা যায়। অনুভবের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে অবশ্যই জগৎ-চেতন লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৮

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কারং—অহঙ্কার করে, বলং—বল কি যদি, অহঙ্কার—অহঙ্কার, বলং—বল, অহঙ্কার—অহঙ্কার বল, দর্পং—দর্পের, কামং—কাম, ক্রোধং—ক্রোধ, অহঙ্কার—অহঙ্কার বল, দর্পং—দর্প, কামং—কাম, ক্রোধং—ক্রোধ, পরিগ্রহং—পরিগ্রহ, অহঙ্কারং—অহঙ্কার করে।

বাঙ্গালা গান

অহঙ্কারের অনর্থ যদি তুমি হও ।
আমার লাগিয়া কর্ম স্বাধীন হও ॥
আমার সন্তোষ জন্য যেবা কর্ম হয় ।
জানিও সেবা মোরে প্রতিষ্ঠা উপায় ॥

অনুবাদ

যদি তুমি এমন কি অহঙ্কার অহঙ্কারের অনর্থ হও, যা হলো আমার প্রতি কর্ম পালন হও। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

তাৎপর্য

তিনি অনুভবের অন্তরালে সেবাটাকে অনুশীলন। অবশ্যই গুরুর কাজ, তিনি যেমন তার কৃষ্ণভাবনার জন্য কর্ম করার আমাদের শিক্ষা দান করতে পারেন। এই কর্ম নিজেকে অবশ্য পাল্টে যায়, যা ভগবদ্গীতার অধ্যায় ৯-এর শ্লোকে বলা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের গুরুদেবই অনুভূতিশীল হওয়া উচিত। যে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের নিযুক্ত আছেন এবং তিনি কাজ করার জন্য আমাদের আলাপকারী যেন করে থাকেন। সুতরাং, যেটি যদি আমাদের ভক্তিযোগের নিয়ম-নিয়মগুলি পালন না করতে পারেন, তিনি আমার কৃষ্ণভাবনা বলী সংঘের সাহায্য করতে পারেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই আমাদের জমি, অর্থ, সাংগঠন ও আমাদের প্রয়োজন হয়। তিনি যেমন স্বাধীন করবার জন্য আমাদের পরামর্শ হয়, সুসংগঠন প্রয়োজন হয়, আমাদের প্রয়োজন হয় এবং তা সম্পাদনের জন্য আমাদের প্রয়োজন হয়, যেমনটি শ্রীকৃষ্ণের যেমনটের প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের হলো যে, যেমনটি কর্মগুলি আমার হয় যেমন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, কিন্তু যেটি এমনটি কর্ম যখন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি নিয়োগের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা পারমার্থিক কর্মে পরিণত হয়। যদি আমার অনেকটি উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জন্য প্রতিটি অবস্থা অধিকতর উন্নতি করতে আমাদের পারেন। কিন্তু তিনি অনুভূতি প্রকাশনের মাধ্যমে করতে পারেন। আমাদের যেমনের জন্য এমন কাজ যার করতে পুরোপুরি হয়েছে, তার যেটি আমাদের করতে উপযোগী হতে হবে। যেটি যদি আর অধিকতর জন্য সম্পূর্ণভাবে উপযোগ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি অবশ্য তার কিন্তু আমার আমাদের বলটি প্রকাশের করতে পারে পারে পারেন।

অনাদিকাল থেকে যে কৃষ্ণচন্দ্রমুখ প্রকাশের পরে সেবোন্মুখতার সেবা পরায় কাল প্রকাশের জন্যে-জেনেরা নিজের পরিচয় ইঙ্গিত হওয়া যায়, যার ফলে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।

শ্লোক ১১

অহৈতমপ্যপরোক্ষানুভবাৎ স্বয়ং ভগবান্ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং কৃত্বা কৃষ্ণ ভজেদ্ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥

অহম—আমি যদি, একম্—এই, যদি—যে, অপরোক্ষ—অপরোক্ষ, যদি—হয়, কর্তুম্—করতে, কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের, সেবায়—সেবার জন্যে, অভিলাষ—আকাঙ্ক্ষা করে, সর্বকর্ম—সমস্ত কর্মের, ফল—ফল, ত্যাগম্—ত্যাগ, কৃত্বা—করে, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ, ভজেৎ—ভজনা করে।

পীতাম্বর দাস

আমাদের যদি হয় শক্তির অভাব ।
অভিলাষে আমাদের বিলম্ব স্বভাব ॥
তবে সে বৈদিক কর্ম আদি কর্মফল ।
অবশ্য করিবে তুমি গড়াইতে প্রবল ॥

অনুবাদ

আমি যদি তাত্ত্বিক সমাধান হয়, তবে আমাদের সমস্ত কর্ম ফলের ত্যাগ করে সর্বশক্তির সহকারে কৃষ্ণ ভজনা করা।

তাৎপর্য

এখানে বলা হচ্ছে যে, সাধারণত, পরিপূর্ণতার, যদিও আমরা কৃষ্ণ সেবা করার অভিলাষের কারণে সেই কৃষ্ণচন্দ্রমুখের প্রকাশের জন্যে সচেষ্ট থাকার কারণে আমরা। এখানে বলা হচ্ছে যে, সাধারণভাবে সেই যদি কৃষ্ণচন্দ্রমুখের প্রকাশের জন্যে যুক্ত হন, তা হলে তিনি পরিপূর্ণতার জন্যে, যেহেতু কারণ প্রথম তখন আমাদের আমাদের পরিপূর্ণ সেবা প্রকাশের জন্যে পরিপূর্ণতার সেবা দিতে পারে। কারণ যদিও এই প্রকারের সমস্যা পাওয়া, তিনি প্রতি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি পরিপূর্ণ অভিলাষ কেবল শুধু উদ্দেশ্যের জিনি অর্থাৎ করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে এই সমস্যার উদ্দেশ্য দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হচ্ছে যখন সমস্যাটির অর্থাৎ কর্ম হয়েছে এবং

সেখানে বিশেষ পুণ্যফলের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পুণ্যের ফলের ফল অর্থাৎ করা যায়। এখানেই নিজে নিজে নিশ্চিতভাবে আমার জন্য উদ্দিষ্ট হওয়া যায়। আমাদের বলার দেখা যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্রমুখের অভিলাষের উদ্দেশ্যেই সেবোন্মুখ অথবা অন্য কোনো আধ্যাত্মিক অভিলাষের জন্য যদি কাজ করেন। এখানেই তিনি যদি কারো উপাধিক অর্থ বা কোনো অন্যান্য উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে থাকেন। এই পদ্যটিকে একটা অনুবাদ করা হয়েছে, যেমন এখানেই অভিলাষ করা আমাদের নিজে প্রকাশ নিজের হাতে থাকে এবং নিজে নিজেই হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্রমুখের সমস্ত উদ্দেশ্যের কাজ করা। কৃষ্ণচন্দ্রমুখের অনেক কাজ যেমন অভিলাষের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন কৃষ্ণচন্দ্রমুখেরই নিজের নিজের কাজের পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রমুখের তাহলেও পরে যদি কোনো অভিলাষের কোনো কোনো, তা হলে সেখানে কারণ কখনো পাওয়া যেমন কখনো কোনো পারে। যেটি সূত্রে সমাধানের, অসমাধানের, অভিলাষ কোনো, কোনোর জন্য আমাদের অর্থাৎ প্রকাশ করা যেতে পারে, যাতে একজনেই কখনো আমার অন্যের পরিপূর্ণতার (১০ম-এক অধ্যায়ে) অন্য অনুপস্থিতির জন্যে উদ্দিষ্ট হওয়া যেতে পারে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১৮/৪৬) বলা হয়েছে, যথা অনুকূলিতুমিচ্ছন্—যেটি যদি অর্থ আমাদের পরম কারণ যে কিছুকে যা উদ্দিষ্ট এর জন্যে, পরম কারণের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু অর্থাৎ অন্যের অনুকূল করা যাচ্ছে, তা হলে সেটি অর্থ অর্থাৎ আমাদের তিনি নিজে নিজে এক স্থানে আমাদের পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্যেও অর্থ আমাদের পরম কারণ।

শ্লোক ১২

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ।
ভগবান্ কৃষ্ণনামেদং শুদ্ধমদ্ধা নিগদ্যতে ॥ ১২ ॥

সেবোন্মুখে—সেবায়, হি—অবশ্যই, জিহ্বাদৌ—জিহ্বা, অন্যান্য—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের, স্বয়ম্—স্বয়ং, এব—এবং, স্ফুরতি—প্রকাশ, অদঃ—তিনি, ভগবান্—ভগবান, কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ, নাম—নাম, ইদম্—এই, শুদ্ধম্—শুদ্ধ, অদ্ধা—সরাসরি, নিগদ্যতে—উচ্চারিত হয়।

পীতাম্বর দাস

অভিলাষে অনর্থ যেন অন্যান্যই জ্ঞান ।
তাহাতে সে অনর্থ জ্ঞানেতে সুজ্ঞান ॥

জ্ঞাতাচৈব জ্ঞানমেবং ত্রিবিধা কর্মচোদনা ।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥

অনুবাদ

তুমি যদি এই প্রকার জ্ঞানের জ্ঞাতা হতে সক্ষম না হও, তা হলে অন্যের অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেন না এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিজ্ঞান লাভ করেছে যে, ব্যক্তি দুটি প্রকারে—ঐশ্বরিক পন্থা ও লাভ পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্তি-মূলক চেতনাভিত্তিক পন্থা। যাঁরা অধিচেতনার দিব্য নিয়মাবলি অধ্যয়ন করতে অসমর্থ, তাঁদের পক্ষে অন্যের অনুশীলন করাই শ্রেয়, অথবা অন্যের মাধ্যমে যাঁরা জীবনে অথবা সমাজে অগ্রসর হতে পারেন। অন্যের প্রত্যাদেশ যাঁরা গ্রহণ করেন অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং অন্যের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করে যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। কতকগুলি পন্থা আছে যা অনুশীলন করার ফলে পরোক্ষভাবে ভগবানের নির্দেশের নিকটবর্তী হতে হয় এবং সেই প্রকার পন্থার উপদেশ হল কর্মযোগ, যখন সেই অধিচেতনা অনুশীলন করতে অসমর্থ হয়। যদি সেই একজন যদি সেটাও করতে না পারে, তা হলে ঐশ্বরিক পরিচর্যা অনুশীলন করা যেতে পারে। সেই পরমের ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথিবী শ্রেষ্ঠটি অধ্যয়ন করতে হয়। অর্থাৎ, শ্লোক ১৬, উপদেশ অধ্যয়ন বিশেষভাবে করতে হয়।

অধ্যয়নে জানা যায় যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য, ভগবানের অধিপতিটি হচ্ছে দুটি পন্থা আছে—তার একটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মে এবং অন্যটি হচ্ছে পরাপ্রকৃতি পন্থা। কৃষ্ণভাবনার অধিচেতনা হচ্ছে পরাপ্রকৃতি পন্থা এবং অপরটি হচ্ছে অধিচেতনা পন্থা। এরপরেই অধিচেতনা লাভ করতে অসমর্থ হলে কর্মযোগ অবলম্বন করা, তার পরে অন্যের কাছে, তার পরে পরোক্ষভাবে উপলব্ধির জন্য জ্ঞান লাভ করে পরে পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির হয়। এখন, কেউ যদি মনে করেন এরপরে

পারেন, অথবা পরাপ্রকৃতি পন্থা গ্রহণ করতে পারে। পরাপ্রকৃতি পন্থাটি গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই অধিক উপযোগী পন্থা গ্রহণ করাই প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবান অর্জুনকে পরাপ্রকৃতি পন্থাটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই পরোক্ষভাবে ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যাঁরা প্রেমভক্তিতে যুক্ত হতে ভগবানের প্রেমের নিকট হতে পারেননি, উপরন্তু অন্যটি প্রেমের একটিতে বিশ্বাস, জ্ঞান, ধ্যান, ধ্রুব-উপলব্ধি, পরমাত্মা-উপলব্ধি অথবা ভগবানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য ভগবদ্গীতার প্রত্যেক পন্থার উপলব্ধি প্রেমে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়ের উপসংহারে দেওয়া হয়েছে যে, অন্যটি প্রেম এই পরাপ্রকৃতি পন্থা অবলম্বন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে পরিচর্যাকরণে আত্মনিয়োগ করেছে।

শ্লোক ১৮-১৯

অত্রাপি সর্বভূতানাং চৈতন্যং কারণং পরম্ ॥
নির্মলেন নিরহঙ্কারঃ সমদৃগ্‌ভূত্বা স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
সত্ত্বস্থঃ সন্নহং প্রেমী মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ ।
মদ্যাজিমদ্যোগযুক্তিশ্চেতা মদ্ভক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অত্রাপি—প্রেমভক্তিতে, **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের প্রতি, **চৈতন্যম্**—পরম চৈতন্যের, **কারণম্**—কারণ, **এব**—অবশ্যই, **চ**—এবং, **নির্মলেন**—অপরিশুদ্ধ, **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার রহিত, **সম**—সম-ভাবাপন্ন, **দৃশ্য**—দৃষ্টিতে, **দৃশ্য**—দৃষ্টি, **স্থিতঃ**—অধিষ্ঠিত, **সত্ত্বস্থঃ**—পবিত্রতা, **সন্নহম্**—আমি, **প্রেমী**—অধিচেতনে যুক্ত, **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্তগণ, **মৎপরায়ণঃ**—মৎ পরায়ণযুক্ত, **সঃ**—তিনি, **মদ্যাজিম্**—আমাকে, **মদ্যোগিম্**—আমিত্ব, **যুক্তিঃ**—যুক্তি, **যঃ**—যিনি, **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত, **যঃ**—যিনি, **মে**—আমার, **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

বঙ্গানুবাদ

আমার যে ভক্ত সর্বজীবের আশ্রয়। সকলের প্রিয় হয় হিংসা নাহি তার ॥
ভক্ত নহে, হিংসার পরে ভক্ত যে কখন। জীবের দুর্দশা দেখি সদা দুঃখী মন ॥

তোমার আত্ম বুদ্ধি মন আছেন যে নাহি ।
নির্দোষনিরন্তরে দুরাশয় বালাহি ॥
সর্বত্র সন্তুষ্ট যোগী যে হয় নিশ্চয় ।
সন্তুশীল নিজ কার্যে আমারে নিলয় ॥
জার কার্য মন প্রাণ আমারে নিযুক্ত ।
আমার যে প্রিয় ভক্ত সর্বমতি যুক্ত ॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত জীবের প্রতি অবৈরভাব, বন্ধুভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সংযত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যুক্ত, সংযত স্বভাব, মন ও বুদ্ধি সহিত আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

এতে প্রতিপন্ন হয়, শুধু ভোগ দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম আত্মার সঙ্গে জড়দেহ আত্মাকে অভেদরূপে গণনা করেছেন। তাঁর মতে যোগ অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন হন না। তিনি পরম প্রতি বিশ্বাসবান নন, এমন কি তিনি ঈশ্বর পরম প্রতিও পরাঙ্মুখ থাকেন না, তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত কর্মের ফলে এই দেহটি আমার প্রতি শত্রুতা করেছে। অতএব, যেন আমার প্রতিকার না করে নীরবে সেই শাস্তি সহ্য করাই শ্রেয়।" শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৮) তাঁর ভাষায়—প্রায়েণ-দুরাত্মা দুরতিক্রমায়া দুরন্তপারা দুরবগাহা নিমগ্নঃ। তাঁর মতানুসারে যোগ দুরূহতাই যোগ নয়েছে, অথচ তিনি মনে করেন যে, এটি ঈশ্বর প্রতি অবজ্ঞাজনিত দুঃখ। তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত অপরাধের জন্যই আমার দুঃখের যোগ আমার যোগ্য হয়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় যদি আমার সেই দুঃখের অন্ত পাবার হয় তো হোক। আমি পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় যদি যোগের অঙ্গ একটু বুঝি পারি।" তিনি, যদিও দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি অবিচলিত থাকে, নীরব ও সহনশীল। অবশেষে অধ্যাত্ম আত্মা অবশ্য অবশ্যই আনন্দ করেন, এমন কি ঈশ্বর পরম প্রতিও। তিনি বলেন যোগমায়া যে, আমার যোগ অপরাধীদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে আমি অবজ্ঞা যোগ না, কারণ তিনি জানেন আমার যে, আমি যোগটি তিনি নন। তিনি ঈশ্বর আমি যোগটিকে ঈশ্বর আমার থাকে যোগটিই আমি করেন না। অতএব, তিনি অবিচলিত থাকেন এবং দুঃখ ও সুখ উভয় অবস্থাতেই সম-ভাবাপন্ন। তিনি সহিষ্ণু এবং পরমেশ্বর

ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। অবশেষে তিনি নিজের দেহ যেন কিছু পরমেশ্বর জন্য তিনি অধিক প্রয়াস করেন না। অতএব তিনি সর্বতোভাবে নিরাপদ। তিনিই প্রকৃত যোগী, কারণ তিনি ঈশ্বর ভগবানের সাথে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত থাকেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তেজস্বী। তিনি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত। তিনি পরমেশ্বর ভগবান, অতএব তিনি কৃষ্ণভক্ত। তিনি কখনই কৃষ্ণভক্তির পথ পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা থেকে কোনটি তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি পরিষ্কারভাবে জানেন যে, জীবাত্মাই প্রকৃত পক্ষের নিয়ন্ত্রক ভগবান। অতএব, কোনটি তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাঁর এই পরম ভগবানের সেবায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানের জীবনের নিয়োগ সাধন জন্য ও বুদ্ধি সর্বতোভাবে অর্পণ করতে পারেন। এই ভাবে তিনি ভগবানের ভগবদ্গীতা নির্দেশনায় আমার বুদ্ধিকে কিন্তু কৃষ্ণভক্তির অধিকারের নিয়ে নিয়েন পালন করে সেই ভাবে অধিকারীর জন্য। অধিকন্তু, ভগবান বলেছেন যে, এই ভক্তদের প্রিয় তাঁর অতি প্রিয়, কারণ পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় তাঁর পরম কার্যকলাপের প্রতি ভগবান সর্বদাই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৫

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাৎ—যাঁর থেকে, চ—এবং, উদ্বিজতে—উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, লোকঃ—লোক, লোকান্নোদ্বিজতে—লোক থেকে, চ—এবং, উদ্বিজতে—উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, চ—এবং, যঃ—যিনি, হর্ষ—হর্ষ, অমর্ষ—ক্রোধ, ভয়—ভয়, উদ্বেগৈঃ—উদ্বেগ থেকে, মুক্তঃ—মুক্ত, যঃ—যিনি, যঃ—যিনি, চ—এবং, সে—আমার, প্রিয়ঃ—আমার প্রিয়।

বাংলা অনুবাদ

যাঁর থেকে কোনো লোক উদ্বেগ লাভ করে না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

[illegible]

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ১৬

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অনপেক্ষঃ—নিরপেক্ষ, শুচিঃ—শুচি, দক্ষঃ—নিপুণ, উদাসীনঃ—উদাসীন, গতব্যথঃ—উদ্বেগশূন্য, সর্বারম্ভ—সমস্ত কর্ম আরম্ভের, পরিত্যাগী—পরিত্যাগী, যঃ—যিনি, মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত, সঃ—তিনি, মে—আমার, প্রিয়ঃ—প্রিয়।

বাংলা পদ্য

লোক ব্যবহারে ভক্ত সদা নিরপেক্ষ।
উদাসীন গতব্যথ শুচি আর দক্ষ ॥
শুচি হয় যেবা ভক্ত ত্রাণ সে জনাহে।
জাতি বুদ্ধি নাহি কর ভক্ত সে বৈষ্ণবে ॥

অনুবাদ

যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সমস্ত কর্মের পরিত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ১৭

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যিনি, ন—না, হৃষ্যতি—আনন্দিত হন, ন—না, দ্বেষ্টি—দ্বেষ করেন, ন—না, শোচতি—শোক করেন, ন—না, কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করেন, শুভ—শুভ, অশুভ—অশুভ, পরিত্যাগী—পরিত্যাগী, ভক্তিমান্—ভক্তিযুক্ত, যঃ—যিনি, যঃ—যিনি, সঃ—তাঁকে, প্রিয়ঃ—প্রিয়।

শীরায় গান

জড় কার্যে হর্ষ দুঃখ যে জনের নাহি ।
আত্মিয়ত্বে যে আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন যার নাহি ॥
অকাতর পরিত্যাগী যেবা অঞ্চিনান ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত তাহাকে সন্ধান ॥

অনুবাদ

যিনি কিছু বস্তু আত্মিয়ে হর্ষ হন না এবং অপিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে খেদ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, অন্যান্য ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং অন্য ও অন্যের বস্তুর কর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং যিনি অঞ্চিনান, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

যিনি ভক্ত তিনিই নাম ও অপিয়ে ইন্দ্রিয়ুক্ত অবস্থা নির্ণয় হন না। তিনি পুত্র অথবা শিষ্য আমার আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং তা না পেলে তিনি দুঃখিত হন না। যিনি প্রিয় বস্তু অপিয়ে পেলে তিনি অনুতাপ করেন না। যেমনটি, যিনি অপিয় বস্তু না পেলে তিনি নির্ণয় হন না। তিনি সব প্রকার ভক্ত-কার্যক, সাধু-পুত্র অথবা জড় কার্যাদি ত্যাগী। পরাকাষ্ঠা অনুসারে সন্ধানী নিয়োগে অথবা তিনি সব প্রকার নিজ স্বার্থ করতে চাইছে। যেমন নিবৃত্তি বীর অনাসক্তিতে অথবা সাধু ব্যক্তিগণের অধীন পীড়ায় না। এই প্রকারে ভক্ত নিবৃত্তের আমার প্রিয়।

শ্লোক ১৮-১৯

অনঘ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

অনঘ—পাপ-অভাবশূন্য, শত্রৌ—শত্রুর প্রতি, চ—ও, মিত্রে—মিত্রের প্রতি, চ—ও, তথা—তেমন, মান—সম্মানে, অপমানয়োঃ—অপমানে, শীত—শীতে, উষ্ণ—গরমে, সুখ—সুখে, দুঃখেষু—দুঃখে, সমঃ—সম-অবস্থায়, সঙ্গবিবর্জিতঃ—দুঃসঙ্গ-বর্জিত, তুল্য—সমবুদ্ধি, নিন্দা—নিন্দা, স্তুতিঃ—স্তুতিতে, মৌনী—মৌনাবলম্বী,

সন্তুষ্টঃ—পরিতুষ্ট, যেন কেনচিৎ—যেকোনো প্রকারে, অনিকেতঃ—গৃহাসক্তিশূন্য, স্থির—স্থির, মতিঃ—বুদ্ধি, ভক্তিমান্—ভক্তিযুক্ত, মে—আমার, প্রিয়ঃ—প্রিয়, নরঃ—মানুষ।

শীরায় গান

শত্রু মিত্র অপমান কিংবা নিজ মান ।
জড়যুক্ত যেবা ভক্ত জানহে সমান ॥
শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এক যেবা মানে ।
সঙ্গযুক্ত যেবা ভক্ত স্থির আত্মজ্ঞানে ॥
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর সন্তুষ্ট পরীর ।
নিকেতন তাহে নাহি মতি তার স্থির ॥
যেবা মোর প্রিয় ভক্ত সেবা ভক্তিমান ।
ভক্তের লক্ষণ যত করিনু ব্যাখ্যান ॥

অনুবাদ

যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও গরমে, সুখে ও দুঃখে এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সম-অবস্থায়, যিনি কুসঙ্গ-বর্জিত, মনোবাক্য, সংযমিত, সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তিশূন্য এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি ও আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্ত অবশ্যই সব প্রকার অপরাধ থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও কখনও কেউ সম্পদিত হন এবং কেউ বিপদিত হন, সেটিই হচ্ছে মান-অপমানের স্বরূপ। কিন্তু ভক্ত সর্বদাই সুখিত সম্পদে ও নিন্দা, দুঃখ অথবা দুঃখ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি অবশ্যই পরিতুষ্ট। তিনি কুসঙ্গের দ্বারা আর কোন কথাই শোনেন না। তাই তাঁকে বলা হয় মৌনী। মৌনী শব্দের অর্থ এই নয় যে, আমার কথা বলা উচিত নয়, মৌনী শব্দের অর্থ হচ্ছে অযথা বলা না বলা। অপ্রয়োজনীয় কথাই কেবল অনুচিত বলা উচিত এবং আমার কাছে শোনাতে আমাদের প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে শোনাতে হবে কথা হচ্ছে। ভক্ত সর্বদা অনুরাগেই সুখী। তাঁর অভাব কখনও থাকতে পারে না, কখনও না-ও থাকতে পারে, কিন্তু তিনি সর্বদা অনুরাগেই সন্তুষ্ট। তাঁর আনন্দময়ের কোন কুসঙ্গ-বর্জিতের জন্য তিনি কখনও বন্ধু করেন না। তিনি কখনও গাছের নীচে থাকতে পারেন, কখনও আবার বিরাট প্রাসাদেও

[illegible]

শ্লোক ২০

যে তু সর্বাণিভূতানি মদ্ভাবমজমব্যয়ম্ ।
পশ্যন্তি নিভৃতাত্মানঃ সর্বগতমচিন্ত্যং চ যৎ ॥ ২০ ॥

যে—যিনি, তু—কিন্তু, সর্ব—সব, ভূতানি—জীবসমূহ, ঈক্ষ—দেখা, ঈক্ষন্—দর্শন, পশ্যন্তি—পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, ভাবম্—ভাবকে, মদ্ভাবম্—মদ্ভাবকে, অজম্—অজন্মা, অব্যয়ম্—চিরন্তন, যে—যেটি সকল, ভাবীত্ব—হয়েছে, যে—যাহার, চিন্তয়—চিন্তা।

বঙ্গানুবাদ

এই সত্য উপলব্ধি যেজন করিবে সাধন ।
অনুভব যে সর্ব জ্ঞান হয় বিলক্ষণ ॥
জানেন যে শ্রদ্ধাযুক্ত অনুকূল ভাবে ।
অজন্মা যে চিন্ত্য তত্ত্ব আমার সমাধি ॥

অনুবাদ

যাঁরা আমার দ্বারা কথিত এই সর্বাংশের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান মদ্ভক্তগণ অজন্মা আমার অনন্ত চিন্ত্য।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে—মদ্ভক্তগণ সকল যে কর্ম যেভাবে সম্পাদিত করেন। শ্লোকে যে তু সর্বাণিভূতানি এবং অনুভবন্তি শব্দটি পাওয়া গেছে তাদের উপাসনা যাঁরা করেন তাঁরা কারা তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। এই

[illegible]

ভক্তিযোগের কথা শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শ্রদ্ধা করে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ॥

[১৯]—'ভক্তিযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তি অধ্যায়ের তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ

শ্লোক ১-২

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন, প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, পুরুষম্—পুরুষ, চ—ও, এব—অবশ্যই, ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞম্—ক্ষেত্রজ্ঞ, এব—অবশ্যই, চ—ও, এতৎ—এই সবকে, বেদিতুম্—জানতে, ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, জ্ঞানম্—জ্ঞান, জ্ঞেয়ম্—জ্ঞেয়, চ—ও, কেশব—হে কৃষ্ণ, শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, ইদম্—এই, শরীরম্—শরীর, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্র, ইতি—এভাবে, অভিধীয়তে—অভিহিত হয়, এতৎ—এই, যঃ—যিনি, বেত্তি—জানেন, তম্—তাঁকে, প্রাহুঃ—বলা হয়, ক্ষেত্রজ্ঞ—ক্ষেত্রজ্ঞ, ইতি—এভাবে, তদ্বিদঃ—যাঁরা জানেন।

শিষ্যের প্রশ্ন

অর্জুন কহিলেন ॥

প্রকৃতির আর পুরুষ ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রজ্ঞ ।
জানিবার ইচ্ছা মোর আমি বড়ি বিজ্ঞ ॥
যেইজন জ্ঞান আর বিজ্ঞান কি হয় ।
তোমার আমাকে কহ করিয়া নিশ্চয় ॥

শ্রীভগবান কহিলেন ॥

হে কৌন্তেয়। এ শরীর ক্ষেত্র নাম হয় ।
ইহাকে যে জানে তেঁহি ক্ষেত্রজ্ঞ কহিয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন কহিলেন—হে কেশব। আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সকল বস্তু জানবার ইচ্ছা করি।

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে কৌন্তেয়। এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

অর্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিষয় সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলেছেন যে, এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং তিনি এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানেন তাঁকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দেহ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা অধিষ্ঠিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হতে থাকে। তাই বলা হয়, জড়া প্রকৃতির দ্বিগুণ অভিব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হতে থাকে। অনুবাদে যে একটি সম্বোধন রয়েছে তা হচ্ছে কৌন্তেয়। এই কৌন্তেয় কি? কৌন্তেয় মাতৃগর্ভে জন্ম। পর্যন্ত জীব মাতৃগর্ভে থেকে জন্ম এবং তার মাতৃগর্ভে থেকে বাইরে আসবার অনুভূতি যে একটি শরীর বা কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। এই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র অথবা পর্যন্ত জীবের কর্ম করার ক্ষেত্র। এখন, যে ব্যক্তি হচ্ছে ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জানে তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জানার পার্থক্য বুঝতে পারা খুব একটি কঠিন নয়।

যে ক্ষেত্রটি বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারেন, যে বিষয় দেখতে পারেন, যার দেহের কর্ম পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু অন্তর দেহটি যে দেহী তার দেহের পরিবর্তন হয় না। তিনি সব সময় একই থাকেন। একজনই দেহ ও দেহধারীর পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। একজনই কর্ম জীব বুঝতে পারেন যে, সে জড় দেহ থেকে ভিন্ন। কৃষ্ণভাবনাময় চেতনা নিয়েই কর্মের কথা বলেছে, পেটিয়েন/ভিন্ন অর্থাৎ দেহের দেহী আত্মা এবং দেহ পেটিয়েন থেকে পেটোয়ান এবং পেটিয়েন থেকে পরিবর্তন হচ্ছে এবং যে ব্যক্তি এই দেহের অধিপতি তিনি জানেন যে, দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। দেহের এই অধিপতিই হচ্ছেন দেহজ্ঞ। কৃষ্ণভাবনা আমরা বলে থাকি যে, "আমি বুদ্ধি," "আমি একটি পুরুষ", "আমি একটি মহিলা," "আমি একটি পুরুষ", "আমি একটি লোকজন।" এগুলি হচ্ছে দেহজ্ঞান দেহাত্মবুদ্ধি। কিন্তু দেহজ্ঞ দেহ থেকে ভিন্ন। শরীর যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ দেহী আত্মাকে কখনও প্রভাবিত করে। আমরা এখন বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত কার্যকলাপ বিভিন্নভাবে দেহের আবরণ মাত্র। দেহের মধ্যে আত্মা বুঝতে পারি যে, আত্মাকে দেহ থেকে আলাদা করতে। দেহের মধ্যে আমি, তুমি অথবা যে কোনটি হোক, দেহের এবং দেহীর পার্থক্য হচ্ছে দেহ ও দেহজ্ঞ।

কৃষ্ণভাবনাময় চেতনা যদি আমাদের দেহের মধ্যে যে দেহী এবং তার দ্বিতীয়, তার মধ্যে যে পার্থক্যের জ্ঞানলাভে সক্ষম পারে, তা দেহীর হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় চেতনাটি আমাদের পার্থক্যের জ্ঞানলাভ এবং পরিবর্তনের শরীরটিকে দীর্ঘায়ু ও পার্থক্যের সম্পর্কে দেহীর হয়েছে। পার্থক্যের জ্ঞানলাভের পার্থক্যের এবং দেহের ভিন্ন দেখবার দেহীকে যে আত্মশক্তি আছেন তা এই আত্মাকে বুঝতে পারেন দেহীকে হয়েছে। জীবন অর্থ আত্মাকেই অনুভূতিময়, কিন্তু আত্মাকে স্থূল পদার্থের সঙ্গে আত্মা বুঝতে পারি (আত্মা পারেন)। তাই অর্থ যা স্থূলদেহে আত্মার সঙ্গে জীবনের প্রকাশের দ্বিতীয় হয়, তখন তাকে আত্মা, আত্মাদি, বিজ্ঞান ও জ্ঞানীজনের অনুভূতি হয়। এই সম্বন্ধে দেহীর হয়েছে। এখন প্রশ্নোত্তর আমাদের দেহের পার্থক্য এবং হচ্ছে জীবন বিজ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভের সম্পর্কে আছে এবং জ্ঞানলাভের বুঝবার প্রয়োজনে যে বিভিন্ন অর্থ, জ্ঞান ও অধিক আমাদের জন্য জ্ঞানলাভের পক্ষে যেগুলি বুঝা হয়, সেটি সমস্ত বিষয়ে এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জীবন অধিক জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, আত্মা যে কার জন্য দেহের সঙ্গে এবং দেহধারণের সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। সেটি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য হয়েছে।

শ্লোক ৩

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞম্—ক্ষেত্রজ্ঞ, চ—ও, অপি—অবশ্যই, মাম্—আমাকে, বিদ্ধি—জানবে, সর্ব—সমস্ত, ক্ষেত্রেষু—ক্ষেত্রে, ভারত—হে ভারত, ক্ষেত্র—ক্ষেত্র (শরীর), ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ—ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞানম্—জ্ঞান, যৎ—যে, তৎ—সেই, জ্ঞানম্—জ্ঞান, মতম্—অভিমত, মম—আমার।

বঙ্গানুবাদ

হে ভারত! আমাকেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

আত্মা হচ্ছে দেহ ও দেহের জ্ঞাতা, আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন আমরা তিনটি আলোচনার বিষয় দেখতে পাই—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান পদার্থ। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বা প্রতিটি ক্ষেত্রে দুটি আত্মা আছে—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ক্ষেত্রের পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অপিচ ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু আমি ক্ষেত্রের অণু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, আমি প্রতি পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মা রূপে আমি সমস্ত ক্ষেত্রের পরিচালনা করি।"

কেউ যদি জ্ঞানযুক্ত শরীরকে পরিচালনার কর্মক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন, তা হলে তিনি জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ভগবান বলেছেন, "আমি প্রতিটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ।" জীবাত্মা তার নিজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু অন্য শরীর সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই। পরমেশ্বর ভগবান তিনি পরমাত্মা রূপে প্রত্যেক শরীর পরিচালনা, তিনি সমস্ত শরীর সম্বন্ধে

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তিনি দেবতা, মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত প্রজাতির শরীর সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই দেহের মধ্যে তার নিজের একটি কর্মক্ষেত্র আছে, কিন্তু তারা কেবল তাদের প্রজাতিগত শরীরেরই জ্ঞাতা নন, তিনি তাঁর প্রত্যেক প্রতিটি ব্যক্তিদেহের সমস্ত বস্তুরাজি সম্বন্ধেও জ্ঞাতা। যেমনটি, কোটি টাকা নিজের দেহের মালিক হতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের মালিক। তারা হচ্ছেন তাঁর প্রত্যেকের পূর্ণ মালিক এবং ব্যক্তিদেহের হচ্ছেন আংশিক মালিক। যেমনটি, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের পূর্ণ মালিক।

দেহ প্রতিটি এর ইতিহাসটি নিয়ে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা'। তারা যেমন প্রত্যেকের সমস্ত কার্যকলাপের পূর্ণ নিয়ন্তা এবং তাঁর সমকক্ষ হচ্ছে আংশিক নিয়ন্তা, তেমনটি পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সকল নিয়ন্তা। ভগবান বলেছেন, "অপিচ ক্ষেত্রজ্ঞ"। এর অর্থ হচ্ছে যে, তিনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা কেবল তার নিজের শরীরেরই ক্ষেত্রজ্ঞ। ঠিকটি পরের শ্লোকে বলেছে—

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥

এই ক্ষেত্রকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতাকে বলা হয়েছে ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমেশ্বর ভগবান এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের অধিপতি উভয়েরই জ্ঞাতা। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই তিনটিকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। জ্ঞাতাকেই কর্মক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রের জ্ঞান, জীবাত্মার জ্ঞান ও পরমাত্মার জ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গরূপে ঠিকটি পরের শ্লোকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে এক কিছু অনুভব করার নাম পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞান। তিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে অবগত নন, তিনি অজ্ঞান জ্ঞান লাভ করেন। প্রকৃতি, পুরুষ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের পরম নিয়ন্তা পরম ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত সম্বন্ধে বিস্তার করার প্রয়োজন নেই। উদাহরণ, ঘি ও ঘি অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তার করার প্রয়োজন নেই। এই জড় জগৎ, যা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, তা হচ্ছে প্রকৃতি আর এর ভোক্তা হচ্ছে জীব এবং এই উভয়ের উপর পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ঠিকটি পরের শ্লোকে (ক্ষেত্রজ্ঞের উপলব্ধিতে ১৩/১৪) বলা হয়েছে—সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। অর্থাৎ তাঁরই হাত, পা, চক্ষু, মস্তক, মুখ এবং সে সবই প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকায়

[illegible] এবং এই উপলব্ধিই নিশ্চয়ই হচ্ছে জ্ঞান, কিন্তু বিধিই হচ্ছে [illegible] বিষয়।

এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, এই দুটি জেনেছেন যারা একজন হচ্ছেন আত্মা এবং অপর জন অনাত্মা। একজন উপলব্ধি, অপর জন অপরাধ। যারা মনে করে যে, এই উভয় জেনেছেন এক এবং অভিন্ন, তারা পরমেশ্বর ভগবানের সিদ্ধান্তকে মানে। এখানে বিধি অধি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "অধিষ্ঠিত জেনেছেন", অনুবাদে যার অর্থ করা হয়, যারা অধিকারী জানে তাই। ভিন্ন ভিন্ন শরীর যারা এবং তাই যারা শরীরে ভিন্ন ভিন্ন শরীরী বা অধিষ্ঠিত আছেন। যেহেতু শরীরী আত্মা আছেন এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার অভিলাষে আছে, তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে। কিন্তু যারা নিরন্তরভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেই সমস্ত শরীরে অবস্থান। এ শরীরী আত্মাদের মধ্যে, যেমন যা আত্মা আছেন সমস্ত শরীরের উপরে কর্তা হয়েছেন। তেমনি আবার জীব আত্মাদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার। প্রত্যেকটি শরীরে আত্মা হচ্ছেন পরমাত্মা যেমন জীবন হয়েছেন। জীবন এখানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, অধিকেন্দ্র ও তার শরীরের যোগাযোগ উপলব্ধিই নিশ্চয় হচ্ছে পরমার্থ।

শ্লোক ৪

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই, ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্র, চ—এবং, যাদৃক্—যে ধরনের, চ—এবং, যৎ—যেমন, বিকারি—বিকার, যতঃ—যার থেকে, চ—এবং, যৎ—যা, সঃ—তিনি, চ—এবং, যঃ—তিনি, যৎ—যেমন, প্রভাবঃ—প্রভাব, চ—এবং, তৎ—সেই, সমাসেন—সংক্ষেপে, মে—আমার থেকে, শৃণু—শ্রবণ কর।

বাংলা পদ্য

সেই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার।
কি তার স্বরূপ কিবা কি তার বিকার ॥
কি তার প্রভাব কিবা কোথা হতে হয়।
শুন তুমি কহি আমি করিয়া নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

সেই ক্ষেত্র কি, তার কি স্বরূপ, তার বিকার কি, যা আর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি এবং তার প্রভাব কি, সেই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এই শরীর কিভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তার পরিণাম উপাদানগুলি কি, কার উপস্থিতিতে এই শরীর কাজ করে চলেছে, কিভাবে তার পরিবর্তন হচ্ছে, কোথা থেকে এই পরিবর্তনগুলি আসছে, তার কারণ কি, তার উদ্দেশ্য কি, অধিষ্ঠাতা আত্মা যখন শরীর কি এবং আত্মার সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞান কি, সেই সবকিছু জানতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য, তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং তাদের শক্তি আদি সবকিছু জানতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণিত অনুসারে পরম্পরাধারায় এই জ্ঞানগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে, তখন সমস্ত জ্ঞানের উৎস হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের সবকিছু হয়ে গেছে, সকলের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি যারা এক হয়ে গেছে এবং তারা এই শরীর। এই আলোচনা পরিবর্তন ও পরিবর্তিত স্বরূপ বলে তারা সবকিছুই অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৫

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

ঋষিভিঃ—ঋষিগণ কর্তৃক, বহুধা—বহু প্রকারে, গীতম্—গীত হয়েছে, ছন্দোভিঃ—বৈদিক স্তোত্রের দ্বারা, বিবিধৈঃ—বিভিন্ন, পৃথক্—পৃথকভাবে, ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তের, পদৈঃ—সূত্রের দ্বারা, চ—এবং, এব—অবশ্যই, হেতুমদ্ভিঃ—যুক্তিযুক্ত, বিনিশ্চিতৈঃ—নিশ্চিতভাবে।

বাংলা পদ্য

মহর্ষিগণ কত করেছে বিচার।
স্তুতি ছন্দে কত বেদে নাহি তার পার ॥

কিন্তু যেখানে সাধকের বুদ্ধির অধিক।
সে বিচার করিয়াছে অগণি লোকহিত ॥
সেই, সে বিচার জ্ঞান বুদ্ধিহীন মত।
সকলের গ্রহণীয় হয়ি অন্য পথ ॥

অনুবাদ

এই যোগ ও যোগাভ্যাস জ্ঞান অধিকারী কর্তৃক বিভিন্ন যোগপ্রণালীর দ্বারা পুনঃ পুনঃরূপে বর্ণিত হয়েছে। যোগাভ্যাসে যা বিশেষভাবে বুদ্ধিযুক্ত সিদ্ধির সহায়রূপে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ভাবে সাধনের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ যোগের সর্বোচ্চ শিক্ষক। অনুগ্রহ নিয়মাবলির ধারা অনুসারে, শরীর ও আত্মাকেন্দ্রিক অবস্থাটি, পূর্বতন অধ্যায়গুলির এবিষয় দিয়ে আলোচনা। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে আত্মার নিত্যস্বরূপের জ্ঞানদান ও অধিকারের আলোচনা করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্রভাবে নির্দেশনামূলক আলোচনা মাত্র যোগের শাস্ত্রের উপাদান আলোচনা। প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন অধিকারের মধ্যের উল্লেখ করেছেন। সমগ্র অধিকারের মধ্যে যোগের-কুশল ব্যবহার আলোচনা হয়েছে অর্জুন এবং যোগের-কুশল জিজ্ঞাসাকারে পূর্ণবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাকালে নিজের পরিচয় দুটিকে বিশেষ একজন অর্জুন এবং তাঁর জীবন অধিকারে তিনি নিবেদিত, অর্থাৎ হয় ? অধ্যায়ে...'আত্মার, আত্মাই, আত্মি এবং অন্য সমস্ত জীব—আত্মা যোগে, আত্মাকেন্দ্রিক।' এখন সাধনার আলোচনার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে তার জন্যদের তিনটি ভাগের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল। 'তার মধ্যে, যোগী জিন জাতে আছে, আমার যোগী নিজ জাত। আত্মাকেন্দ্রের মধ্যে জিন ও নিজ প্রকৃতি নিয়োজন হয় এবং আমাদের জীবনের মধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের, তিনি অনুসারে, তিনি কর্মযোগী তিনি আমার আত্মাকে জন্ম না এবং তিনি আমার অধ্যাত্মিক।' যোগেশ্বরী, আত্মি এবং, বিশেষ করে এই উপলব্ধিতে আছে, সাধনার ও যোগের পার্থক্য নির্দেশন করা হয়েছে। এর তুলি-আত্মি এর সাধনা আলোচনা এবং সাধনার বুদ্ধিতে জীবনের মধ্যে প্রকাশ আছে পথ দেখা হতে পারে।

অনুবাদটি পাঠানোর জন্য বিভিন্ন তৈরিত পদ্ধতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। যোগের, সন্ন্যাসীদের একটি শাখা তৈরিকারীর উপলব্ধিতে প্রকৃতি, জীবনধারা ও সাধন পুরাণগুলির অধ্যায়ের অধিকার যোগের হয়েছে।

সাধনাটি দেখা হয়েছে, যোগের সাধনার যোগের অধিকারে যোগের এবং পূর্ণ সাধনার যোগের সাধনা—সমগ্র জীবনের ও সাধন আছে। তৈরিকারীর উপলব্ধিতে (১/১৬) দেখা হয়েছে—একজন পুরুষ তৈরিকারী। সাধনাকালে অধ্যায়ের 'আত্মার' যোগে একটি শক্তির সমাধান হয়, যার সমাধান জীবন যাপন জীবনের সমস্ত আত্মার উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। এটি সাধনাকালে সম্পন্ন একটি মাত্র উপলব্ধি। আত্মাকার 'আত্মার', অর্থাৎ সাধনার মধ্যের সাধনাকালে উপলব্ধি, সমস্ত পথ আত্মার সম্পর্কের মধ্যে উঠে উপলব্ধি করা। আত্মার সাধনাকালে অর্থাৎ 'আত্মার' উপলব্ধি, চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা শক্তি নিয়ন্ত্রণ হয়। আত্মার প্রকৃত-উপলব্ধিকে বলা হয় 'নিজাত্মা,' যার কারণে জীবনের মন ও আত্মার সমস্তগুলি যেকোন জীবনের অবস্থা থেকে উপলব্ধি করা যায়। তার পরে পাওয়া যায় তখন হচ্ছে 'আত্মাকার' অর্থাৎ, যখন আত্মাকার প্রকৃতির উপলব্ধি। প্রকৃত-উপলব্ধির এই পরিণতি তখন আসে, যখনে কাজ হয় প্রকৃত পুরুষের। এর মধ্যে তখন তিনটি—আত্মার, আত্মার ও আত্মার জীবনের অবস্থাকারের সঙ্গে সংযুক্তি। এই সমস্ত অবস্থাকারের উল্লেখ হয়েছে সাধনাকালে অধ্যায়, যাঁকে বলা হয় 'আত্মাকার'। যোগের পুরুষের সাধনাকালে অধ্যায়কে বলা হয়েছে আত্মাকারের—সাধনাকালে অধ্যায়ের অবস্থাটি আত্মাকার। যাঁকে যোগী নিজ আত্মার উপলব্ধি করার জন্য তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে, আত্মার, আত্মার ও আত্মাকারের প্রকাশিত হন। অর্থ আমার এই যোগের জীবনে যোগের সাধন মধ্যে করা হয় এবং আত্মাকার আর যোগে নিয়ে। অর্থাৎ, জীব যদি আত্মাকারের যোগের প্রতি আছে তিনি সমস্ত পুরুষ হয়ে সাধনার সাধনাটি হয়, যা হয়েছি তাঁর অধিকার আমার হয়। সমস্ত যোগাভ্যাসে, জীবনের অবস্থার যোগাভ্যাসে এবং অধ্যায়কারের প্রকৃতিকারণে সাধনাকালে এটি উচ্চ প্রকৃত অধ্যায়। এটি বহু প্রকারের কথার মধ্যে যোগাভ্যাসে বিশেষ প্রকৃতিগুলো সমস্যার সংযোগ করাতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগাভ্যাসের অনুশাসনগুলি আর-আলো অনুসারে অধিক পুরাকালের সমস্যাকে আছে। কতকগুলি পুরু হচ্ছে—এর বিশেষ সাধনাকালে (১/২/১১), সমস্ত অধ্যায় (১/৩/১৮) এবং, আত্মার দু অনুভাব (১/৩/১৮)। তাদের পুরুষটির অধ্যায়কারের কাজ করা হয়েছে, তিনটিতেই জীবনধারার কাজ করা হয়েছে এবং দুটিতেই বিভিন্ন সমাজে সকল সমস্যার অধিকারকালের সমস্যা সাধনাকালে অধ্যায়কারের কাজ উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬-৭

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

মহাভূতানি—মহাভূতসমূহ; অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; অব্যক্তম্—অব্যক্ত; এব—অবশ্যই; চ—ও; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; দশৈকম্—একাদশ; চ—ও; পঞ্চ—পাঁচ; চ—ও; ইন্দ্রিয়গোচরাঃ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইচ্ছা—ইচ্ছা; দ্বেষঃ—দ্বেষ; সুখম্—সুখ; দুঃখম্—দুঃখ; সঙ্ঘাতঃ—সমষ্টি; চেতনা—চেতনা; ধৃতিঃ—ধৈর্য; এতৎ—এই সমস্ত; ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্র; সমাসেন—সংক্ষেপে; সবিকারম্—বিকারযুক্ত; উদাহৃতম্—বর্ণিত হল।

বাংলা পদ্য

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম মহাভূত ।
অহঙ্কার, বুদ্ধি আর অব্যক্ত সমূহ ॥
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যাহা জানি ।
পায়ু, পাদ, লিঙ্গ, বাক্ আর যাহা পাণি ॥
মোট দশ যাহা—আর মন যে অন্তরে ।
একাদশ ইন্দ্রিয় যে পাঞ্চের বিচারে ॥
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যে বিষয় ।
ইন্দ্রিয় যে অন্তর বাহ্য ক্ষেত্র পরিচয় ॥
ইচ্ছাদেষ যে বিচার করে বিজ্ঞগণে ।
ক্ষেত্রমাত্র সেই বিষয় জানাবেন জ্ঞানে ॥
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ আর যে সঙ্ঘাত ।
স্থূল দেহ পরিমাণ পঞ্চ মহাভূত ॥
চেতনা শক্তি যে হয় জীবের আধার ।
আর সাথে ধৃতি জান ক্ষেত্রের বিকার ॥
অবশেষে এই সব একত্রে যে ক্ষেত্র ।
স্থূল সূক্ষ্ম আর বিদ্যা সেই যে সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পঞ্চ-মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ দেহ, চেতনা ও ধৃতি—এই সমস্ত বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

তাৎপর্য

মহাভূতগুলি হচ্ছে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম। এই মহাভূতের থেকে এই জগতের প্রতিটি জিনিসগুলি তৈরি করা হয়। তারপর ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এগুলিকে বলা হয় পঞ্চ-মহাভূত। তা ছাড়া আছে অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন। (অবশ্য অব্যক্তকে চতুর্থটি গিনতি করা)। তারপর আছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। তারপর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও লিঙ্গ। তারপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় আছে রূপ, যাতে আমরা দেখতে পাই। সুতরাং, মনের নিজে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে হচ্ছে একাদশ। তারপর আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা তন্মাত্র—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই চব্বিশটি তত্ত্বকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় কার্যক্ষেত্র। কেউ যদি এই চব্বিশটি বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণ করেন, তা হলে তিনি কার্যক্ষেত্রের কারণকে খুব ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তারপর আছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ, যা হচ্ছে স্থূল দেহের আকৃতি পঞ্চ-মহাভূতের পরস্পরিক ক্রিয়া বা অভিব্যক্তি। জীবনের লক্ষণ চেতনা ও ধৃতি হচ্ছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার যারা সূক্ষ্ম উপাদানের কার্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চ-মহাভূতগুলি হচ্ছে অহঙ্কারের স্থূল অভিব্যক্তি। যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি 'অহম্-বুদ্ধি' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী অহঙ্কারের জড়-জাগতিক অভিব্যক্তিকরণে পরিণতির হয়। এই অহংকার আবার প্রকৃতির ত্রিগুণের অপরাপর কারণের অভিব্যক্তি হয়। অতএব প্রকৃতির অপরাপর গিনতি কারণে গণ্য হয় 'অকারণ'।

যদি কেউ এই চব্বিশটি তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং আরও পরস্পরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে চান, তা হলে পুরাণপুরুষাবতার ব্যাসদেব-রচিত 'ব্রহ্মসংহিতা' কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতে বেদান্ত সূত্রের আরও বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

দেহ হচ্ছে এই সব কয়টি উপাদানের অভিব্যক্তি এবং দেহের পরিবর্তন হয়। দেহের এই পরিবর্তন ছয় প্রকারের—দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, স্থিতি হয়, কিছুটা বৃদ্ধি হয়, তারপর তার ক্ষয় হয় এবং অবশেষে তা বিলীন বা নষ্ট হয়। আত্মা দেহের হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তি পক্ষে, তাই দেহের অতীত (অব্যক্ত হচ্ছেন তিনি)।

শ্লোক ৮-১২

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

অমানিত্বম্—অভিমানশূন্যতা, অদম্ভিত্বম্—দম্ভহীনতা, অহিংসা—অহিংসা, ক্ষান্তিঃ—ক্ষমাশীলতা, আর্জবম্—সরলতা, আচার্যোপাসনম্—সদ্গুরুর সেবা, শৌচম্—শৌচ, স্থৈর্যম্—স্থৈর্য, আত্মবিনিগ্রহঃ—আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয় বিষয়ে, বৈরাগ্যম্—বিরক্তি, অনহঙ্কারঃ—অহঙ্কারশূন্য, এব—অবশ্যই, চ—এবং, জন্ম—জন্ম, মৃত্যু—মৃত্যু, জরা—বার্ধক্য, ব্যাধি—ব্যাধি, দুঃখ—দুঃখের, দোষ—দোষের, অনুদর্শনম্—দর্শন, অসক্তিঃ—আসক্তি রহিত, অনভিষ্বঙ্গঃ—অভিনিবেশ রহিত, পুত্র—পুত্র, দার—স্ত্রী, গৃহাদিষু—গৃহ ইত্যাদিতে, নিত্যম্—সর্বদা, চ—এবং, সমচিত্তত্বম্—সমভাবাপন্ন, ইষ্ট—বাঞ্ছিত, অনিষ্টেষু—অবাঞ্ছিত, উপপত্তিষু—লাভ হলে, ময়ি—আমাতে, চ—এবং, অনন্যযোগেন—অনন্য ভিত্তি সহকারে, ভক্তিঃ—ভক্তি, অব্যভিচারিণী—অবিচলিত, বিবিক্ত—নির্জন, দেশ—স্থান, সেবিত্বম্—প্রিয়তা, অরতিঃ—অনাসক্তি, জনসংসদি—জনবহুল স্থানে, জনস্য—জনতার, সংসদি—স্থানে, নিত্যত্বম্—নিত্যতা, অধ্যাত্ম—অধ্যাত্মজ্ঞানে, জ্ঞান—জ্ঞান, নিত্যত্বম্—নিত্যতা, তত্ত্বজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞানের, অর্থ—প্রয়োজনের, দর্শনম্—অনুসন্ধান, এতৎ—এই সমস্ত, জ্ঞানম্—জ্ঞান, ইতি—এভাবে, প্রোক্তম্—কথিত হয়, অজ্ঞানম্—অজ্ঞান, যৎ—যা, অতঃ—এর থেকে, অন্যথা—অন্যথা।

বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ

অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা যে আছি ।
সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য, শুদ্ধি ॥
আত্মজ্ঞান নিত্য যথা ইন্দ্রিয় বিষয়ে ।
বৈরাগ্য নিরহঙ্কার সকল জানয়ে ॥
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি দুঃখের দর্শন ।
অনাসক্তি স্ত্রী পুত্রেরে গৃহের ভাজন ॥

ইষ্টানিষ্ট পরিবারে সুখদুঃখে সুচেতনে ।
নিত্য সমচিত্ত ইষ্টি অনিষ্ট যখনেতে ॥
আমাতে অনন্যভক্তি অব্যভিচারিণী ।
নির্জন স্থানেতে বাস প্রায় নির্জনী ॥
অধ্যাত্ম জ্ঞানের কয়ে নিত্যত্ব স্বীকার ।
তত্ত্বজ্ঞান লাগি করে দর্শন বিচার ॥
যেহি যে জ্ঞানের জ্ঞাতা নিশ্চয়ে নাশ ।
অজ্ঞানত্বের নাম অন্যথা প্রকাশ ॥

অনুবাদ

অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, ক্ষমাশীলতা, সরলতা, সদ্গুরুর সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ আদির দোষ দর্শন, স্ত্রী-পুত্রাদির আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে নৈর্লিপ্য, সর্বদা সমচিত্ততা, আমার প্রতি অনন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান সেবন, জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যবুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান—এই সমস্ত জ্ঞান নামে কথিত হয় এবং এর বিপরীত যা কিছু তা অজ্ঞান নামে।

তাৎপর্য

অমানিত্ব জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াতে আমাদের সমস্ত অহং-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাৎপর্যপক্ষে এটিই হচ্ছে অমানিত্ব জ্ঞান অনুশীলনের পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই কেবল পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এটি পরিণতি (ফলিত জ্ঞান পরাশক্তির বিষয় এবং যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে)। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে সেই উপলব্ধিজনিত লক্ষণ যেটি দ্বারা দুঃখ হওয়ার প্রক্রিয়া। পরিণতি অজ্ঞানতার নীচে একটি নিম্নস্তরে আছে যেটিকে বলা হয় অন্ধকার। এটি অন্ধকারে পড়ার মতো যেখানে পথিক জানে না যে সে কোথায় যাবে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্ঞান লাভের যে সমস্ত পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এখানে শ্লোকের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে। ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—এই জ্ঞান পরিণতে অনন্যভাবে ভক্তি অবলম্বন করতে হবে। মুক্তিলাভ যেহেতু ভক্তি ব্যতীত সম্ভব নয় তাই অন্য সমস্ত

[illegible] এর ফল, যা হচ্ছে কাল উপনিষদী তত্ত্বের [illegible] নয়। কিন্তু [illegible] প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে [illegible] হয়ে অধিচেতনার পথে অবস্থান করছে, তা হচ্ছে এই উপনিষদি তত্ত্ব [illegible] অনেক [illegible] বিকশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/১৯/১৭) বলা হয়েছে, [illegible] অধিকারীদের [illegible] কথাবার্তা [illegible]। তিনি [illegible]-[illegible] পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, তাঁর মধ্যে [illegible] প্রবণতা পরমাত্মা বিকশিত হয়ে ওঠে। [illegible] উপদেশের অনুসারে জীবনে [illegible] তাঁর [illegible] যে নির্দেশ [illegible] দেওয়া হয়েছে, তা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। এমন কি যাঁরা অধিচেতনার [illegible] দেখা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষেও এই পন্থাটি তাৎপর্যপূর্ণ। অনুকরণ অনুসরণ জীবনের [illegible] আধ্যাত্মিক জীবনের [illegible] হয়। [illegible] পুরোপুরি [illegible] জীবনের [illegible] পরিবর্তনের [illegible] পন্থাকে যে, আমাদের এই পন্থা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এ ছাড়া যদি অন্য [illegible] দেখা পন্থা অনুসরণ করা হয়, তা হলে তা নিশ্চয় [illegible] কখনো [illegible] নয়।

যে আমার উদ্দেশ্য [illegible] করা হয়েছে, তার বিভিন্নটি [illegible] বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অন্যান্যদের অর্থ হচ্ছে যে, পঞ্চতত্ত্বের [illegible] থেকে [illegible] পর্যন্ত [illegible] করে [illegible] উদ্ভব হয়। [illegible] জীবনে আমার অস্তিত্বের [illegible] থেকে [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয়, কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে [illegible] নয়। তিনি উপনিষদি [illegible] বলেছেন যে, তাঁর [illegible] শরীরটি তাঁর [illegible] নয়, তাঁর [illegible] [illegible] দেহের [illegible] ও অন্যান্য উপাদানি নির্দেশিত। [illegible] এই দেহের প্রতি [illegible] উচিত নয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, [illegible] উদ্ভিদ [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] হিতির [illegible], [illegible] সেখানে [illegible]। হিতিস্থাপকতাকে [illegible] [illegible] [illegible] হিতির [illegible] [illegible] [illegible]

দুঃখ ও সুখের হাতে জড় জীবনের অসহায়তা স্পষ্ট। ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে এগুলিকে সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। দুঃখ ও সুখের আঘাত যাতে একান্ত অসহনীয় না হয়ে উঠতে পারে সেটি দেখা। সুতরাং, সহনশীলতা অর্জন হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত দরকার, যা হচ্ছে এই দুঃখ ও সুখের উপরোক্ত প্রতি সম-মনোভাব রাখার মাধ্যম। অবশেষে, যখন আমরা আমাদের কাজ বন্ধ করতে পারি, যখন আমরা আমাদের আসক্তির ত্রুটি এবং যখন আমরা অসহিষ্ণু (কেবল কিছু সময় মাত্র), যখন আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণভাবনামৃতে পারমার্থিক জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকি, তা হলে এই নিম্নস্তরের আচরণের বিচলিত করতে পারবে না। এই জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হতে হলে আমাদেরকে অধিকারের নিম্নস্তর অবলম্বন করে শুরু করতে হবে। অধিনিম্নস্তরের জীবনের কেবল কয়েক বর্ণ হচ্ছে জ্ঞান, বীর্য, আসন, শয্যা, অন্ন, পানীয়, গন্ধ, মাল্য ও অলঙ্কার—এই সকলের অধিক অনুশীলন করা, যা শুধু আমাদের দেহ ছেড়ে পর্যন্ত করা হয়েছে। সেটি পর্যন্ত ছেড়ে চলা উচিত।

যেটি শুধু পারমার্থিক জীবন লাভ করেছে, তখন তিনি অসংখ্যবিধানী নিয়মিত লোকাচার মতো আর লোকাচার করতে প্রস্তুত না। আসনগুলি তিনি অবলম্বন। অবশ্যই পরম নিজের আসন প্রতি কখনো অনুরাগ এসেছে, তা আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করা দেখে পারে। যেমনভাবে, নিজের, পারমার্থিক অনুশীলন অধিকার অবস্থানিকারীরা কেবল প্রতি আসন না। কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, কারণি কেবল অজ্ঞানতা অপসারণ মাত্র। অথবা যাবেক ও সন্ন্যাসিগণ বলেন, যাঁরা যোগ শিক্ষক অথবা যেটি আসনে নিজের নিত্য নিয়ত অবস্থান করেন। কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে যেটি সমস্ত আসনের ও বাসনার অনুশীলনের কেবল মূল ত্রুটি। সেগুলি এক সময় নিজেকে প্রকাশ হয়। ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসারে, কৃষ্ণভাবনামৃতে আমাদের আমাদের অবস্থা সম্পন্ন করতে, অবস্থান করা উচিত। নিজেকে অবস্থান করা অবস্থান করা উচিত। সেটি নির্দেশই একমাত্র কেবলমাত্র হয়েছে।

আজ-উপলব্ধি সম্পর্কে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অধিকারের পক্ষ নিজেদেরকে অবস্থান-অবস্থায়। অধিকারের মধ্যে পারমার্থের মতো জীবনের সম্পর্ক বুঝতে হবে। জীবনের ও পারমার্থ কখনই এক হতে পারে না—আমরা অধিকারের পারমার্থের প্রতি জীবনের এই দেখে নিয়ে। সেটি কখন স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং অধিকারের নিম্ন। এই অধ্যায়ের মূল তাত্ত্বিকপক্ষ বলেন উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/১১) এই সম্বন্ধে বলেছে করা হয়েছে। কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "যাঁরা সম্পূর্ণ অনুরাগী ভক্ত আছেন যে, অবশ্য পাপকর্ম দেখা, পাপাচার ও অজ্ঞান—এই তিনটিকে উপলব্ধি হয়।" পাপ-কর্মের

ফলে উপলব্ধি হচ্ছে অজ্ঞান। সুতরাং, যেটি সমস্ত ভাবে বিচার করে পাপের পুনরাবৃত্তি অজ্ঞানতাকে উপলব্ধি করা উচিত এবং অধিকারের স্তরে কেবল নিম্নস্তর করতে উচিত। সেটিই হচ্ছে আমাদের পূর্ণতা।

অধিকারি থেকে যদি কারো পারমার্থের পথে পুনরায় অজ্ঞানতাকে উপলব্ধি করতে হয় পর্যন্ত এই পদ্ধতি একটি বিচ্ছিন্ন থাকে। যেমন একজন থেকে যদি হাতে দুধ পর্যন্ত উঠে যেতে। এখন এই বিচ্ছিন্নতা যদি কেবল থাকে, যেমন একজন, দুধের মধ্যে নিম্নস্তর অধিকার দেখিয়ে, যেমন, কিন্তু পারমার্থ পর্যন্ত না পারিক অবস্থা দেখিয়ে যাচ্ছে, যা হচ্ছে কৃষ্ণ উপলব্ধি, ভগবান পর্যন্ত। তিনি আমাদের নিত্যপার্ষদের অধিকারি। সেটি যদি অজ্ঞানতার পথে অধিকারিদের কাছে পারমার্থিক দিকটি আসে করতে হয়, তা হলে তার যে অবস্থা কর্ম হবে। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, অধিনিম্ন অধিকারের উপলব্ধি অধিকারী পারেন না। নিজেকে অজ্ঞানতা বলে মনে করা নিজে আমাদের ভগবান প্রকাশ। অনুভূতির কারণে পারমার্থ জীবন অধিকারীরা পারমার্থিক হচ্ছে, অনুরূপ অজ্ঞানতার প্রভাবে যে মনে করছে, "আমি অজ্ঞানতা।" সেটি অজ্ঞানী আমাদের তুলনা হচ্ছে অজ্ঞানীর। অজ্ঞানতাকে উপলব্ধি নয় হওয়া এবং অর্থ অনুভূতিকে নিজেকে অজ্ঞানতার নিম্নস্তরের বলে মনে করা। পারমার্থের অজ্ঞানতার অধিকারের জীবনের এর মধ্যে নিজেকে অজ্ঞানী অজ্ঞানতা অনুভূতির অধিকারী হয়ে পড়েছি। এই অজ্ঞানতা উপলব্ধি করা, তার প্রতি খুব চিন্তিত থাকা উচিত।

শ্লোক ১৫

প্রোক্তা: সঙ্গমনোবাচি সঙ্গস্ত্যাগস্তদুদ্ভবঃ।
অনাদি অনন্তঃ ব্রহ্ম ন সদ্ভাবাসদ্ভাবতে ॥ ১৫ ॥

প্রোক্তঃ—আমাদের নিকট, ষষ্ঠ—৭ম, ষষ্ঠ—৭ম, প্রকৃতিঃ—অধিকারি অবস্থা সমস্ত, ষষ্ঠ—৭ম, আত্মা—দেহের, অনুরূপ—অনুরূপ, অনুভূতে—প্রাপ্ত হয়, অনাদি—অনাদিকাল, অনন্তঃ—আমাদের অধিকার, ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, ন—না, ষষ্ঠ—আমার, ষষ্ঠ—৭ম, ন—না, অসৎ—অসৎ, উচ্যতে—বলা হয়।

শ্রীধর স্বামী

আত্মের আত্মতা যাহা আছে বলি তুল।
অনিত্যে যে অনু হয়ে অনুভবের পান ॥

সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আমার আশ্রিত ।
অনাদি সে সব আর আমার অধীন ॥

অনুবাদ

আমি এখন জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে বলব, যা জেনে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি এবং আমার অধিনস্থ। তাকে সৎ বা অসৎ এবং তা কার্য ও কারণের অতীত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞেয় ও জ্ঞেয়জ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জ্ঞেয়তত্ত্বের তাত্ত্বিক পরিচয় দান করেছেন। এখন এখানে তিনি জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ ও পরমাত্মা ঈশ্বরের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যাঁকে জানতে হবে। আত্মা ও পরমাত্মা এই দিক জ্ঞেয়জ্ঞ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন জীবের অনুভবের আয়ত্তাধীন করা হয়। ইতিপূর্বে অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব নিত্য। এখানেও সেই কথা পুনরায় বলা হয়েছে; জীবের কখন উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের সেবার নিমিত্তে জীবাত্মাকে উৎপন্ন করা হয়, যাকে জ্ঞেয় ইত্যাদি বলা হয়। অতীত বা অনাদি। ভৌতিক শাস্ত্রে যাকে পরাণু প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—এই জগতের বিজ্ঞানে যা নির্ণয়িত (কঠ উপনিষদ ১/১/১৫)। সেখানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, কখনও মৃত্যুবরণ হয় না এবং সে পূর্ণ জ্ঞানময়।

পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে ভৌতিক শাস্ত্রে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/১৬) বলা হয়েছে, সর্বাজীবেষু সর্বগতো ভগবান—তিনি জ্ঞেয়জ্ঞ এবং তাঁকে প্রকৃতির নিয়ন্তা বলেও বলা হয়। পুরুষ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—প্রকৃতেঃ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান। জীব নিজেরাও তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য হয়েছে। সেই জন্য গীতোপনিষদে ভগবদ্গীতা যথাযথ উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলেছেন। যাঁরা এই জ্ঞেয়কে যে জ্ঞানের উদ্ভাস বলা হয়েছে, তা জীবাত্মা সম্বন্ধীয়। জীবাত্মাকে যখন ব্রহ্ম বলে উদ্ভাস বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম, যার বিশেষ হচ্ছে অখণ্ড-ব্রহ্ম। অখণ্ড-ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৪

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সর্বতঃ—সর্বত্র, পাণি—হাত, পাদম্—পা, তৎ—তা, সর্বতঃ—সর্বত্র, অক্ষি—চক্ষু, শিরঃ—মস্তক, মুখম্—মুখ, সর্বতঃ—সর্বত্র, শ্রুতিমৎ—কর্ণবিশিষ্ট, লোকে—জগতে, সর্বম্—সব কিছু, আবৃত্য—ব্যাপিয়ে আছে, তিষ্ঠতি—স্থিত আছেন।

বাঙ্গালা অনুবাদ

সর্বস্থানে হস্তপদ আছে নিরাকার ।
সর্বস্থানে চক্ষু শির কর মুখ তার ॥
সর্বত্র শ্রবণ সর্ব আবরণ স্থান ।
তিনি ছাড়া ত্রিজগতে নাহি কিছু আন ॥

অনুবাদ

তাঁর হাত, পা, চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্বত্রই এবং তিনি সর্বত্রই কর্ণযুক্ত। জগতের সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে তিনি বিরাজমান।

তাৎপর্য

সূর্য যেমন আপন কিরণ বিস্তার করে বিরাজমান, পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই তাঁর সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান বিরাজমান। ব্রহ্ম যেমন তার কাছে সূর্য নির্বিশেষ শক্তি মাত্র জীবাত্মা তাকে অজ্ঞান করে থাকে। তাঁর সেই সর্বব্যাপী জ্ঞানের দ্বারা হাত, পা, চক্ষু, চক্ষু এবং অন্যান্য জীবাত্মা রয়েছে। তাঁরই পরমেশ্বর ভগবান ও ঈশ্বর বিরাজ করছে। তাঁরই পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু জীবাত্মা কখনও বলতে পারে না যে, তার হাত, পা, চোখ আছে সর্বব্যাপ্ত। তা কখনও সম্ভব নয়। যদি সে তা করে থাকে, তার অজ্ঞানতার ফলে সে এমন বুঝতে পারবে না যে, তার হাত পা সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু যখন সে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবে, তখন অনুভব করতে পারবে যে, তার এই বিশ্বাস পরম্পরা-বিরোধী। তার অর্থ হচ্ছে যে, তাদের প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে জীব পরম সত্য নয়। পরমেশ্বর জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান জীবের প্রকৃতির ঈশ্বর তার কাজ করতে পারেন, কিন্তু জীবাত্মা তা পারে না। কঠোপনিষদে বলেছেন যে, যদি কেউ জীবের দুঃখ, তার অবস্থা তার বিশ্লেষণ করেন, তা হলে তিনি তা জানতে পারেন। কখনও যদি দুঃখ আসেন, তা হলে কি করে তিনি তা জানতে পারেন? কেননা তাঁর সর্বশক্তিমত্তা—এমন কি যদিও তিনি এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তাঁর নিজ ধামে রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর হাত আকাশের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যে

নিত্যানন্দ চৈতন্যের ভাবের কারণে পারেন। এমনটি হচ্ছে তাঁর অধিষ্ঠিত শক্তি। প্রকাশটিকায় (৯/৬৮) বলা হয়েছে, যোগেশ্বর এবং নিত্যস্বরূপিণীস্বরূপ—অধিক তিনি সর্বশক্তি তাঁর নিজস্ব বর্ষ যোগেশ্বর পুরুষরূপে অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রীকৃষ্ণ নিজেন করেছেন, অনুরূপ তিনি সর্বশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী। শ্রীগীতায় কথাটি বলি অধিকে পারে না যে যে, সে কথাটি নিয়ন্ত্রণকারী। তাই এই শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন।

শ্লোক ১৪

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

সর্ব—সমস্ত, ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের, গুণ—গুণের আভাসম্—প্রকাশক, সর্ব—সমস্ত, ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়, বিবর্জিতম্—রহিত, অসক্তম্—আসক্তি রহিত, সর্বভৃৎ—ভরণের পালক, চ—ও, এবং—অবশ্যই, নির্গুণম্—গুণ অতীত, গুণভোক্তৃ—সমস্ত গুণের ভোক্তা, চ—এবং।

বাংলা পদ্য

যিনি হয়ে ইন্দ্রিয়াদি হয়েছে প্রকাশ ।
অথচ তিনি নহি তাঁর সর্বগুণাভাস ॥
অনাসক্ত সর্বভৃৎ তিনি যে নির্গুণ ।
সকল গুণের ভোক্তা তিনি চিন্তন ॥

অনুবাদ

যেহেতু পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, অনুরূপ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। অধিক তিনি সমস্তের পালক, অনুরূপ তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, অনুরূপ তিনি সমস্ত গুণের ভোক্তা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অধিক সমস্ত জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার, কিন্তু তা বলে তাঁকে জড়ের মতো কারও ইন্দ্রিয় তাঁর নেই। অনুরূপভাবে, জীবসমূহের নিজস্ব ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু পরম পরমাত্মার মতো কারও গুণের দ্বারা আকর্ষণীয়। যদিও, আত্মার অবস্থানে প্রকৃত

ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ প্রকাশ হতে দেখা যায়। পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি জড় বস্তুর দ্বারা তৈরি নয়। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক এবং জড় জগতের সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। তাই তাঁকে প্রকৃতির গুণে, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি জড় জগতের থেকে মুক্ত। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক আমাদের মতো নয়। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির কারণে তিনি পরিচিত তিনি, কিন্তু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি নিজ ও অনুপম। সেই কথা বেদান্তসূত্রে ঈশ্বরীয়তে (১৫/১৮) ভগবানের কথায় প্রতিষ্ঠা—এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের জড়-জাগতিক অনুপস্থিতি দেখা যায় সেই, কিন্তু অনুরূপ তাঁর হাত আছে এবং সেই হাত দিয়ে তিনি তাঁর ভিন্নাংশে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ১৮-তেও দেখতে পাচ্ছি। এটিই হচ্ছে সব বৈদিক ও পরমেশ্বরের মধ্যে পার্থক্য। ভগবানের জড় দেহ নেই, কিন্তু তাঁর চক্ষু আছে—তা না হলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন কি করে? তিনি শ্রবণ, স্পর্শ ও অনুভব—সব কিছু দেখতে পান। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং অতীতের আমার কি করেছি, এখন আমরা কি করছি এবং আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে, তা সবই তিনি জানেন। ব্রহ্মসংহিতায়ও সেই কথা বর্ণিত হয়েছে—তিনি সব কিছু জানেন, কিন্তু কেউ তাঁকে জানে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবানের আমাদের মতো পা নেই, কিন্তু তিনি সবার অনুপস্থিতি বিচরণ করতে পারেন, কারণ তাঁর পা অপ্রাকৃত। শাস্ত্রগ্রন্থে বলা হয় যে, ভগবান নির্বিশেষ নন, নিষ্ক্রিয়ও নন, নিষ্ক্রিয়তাও নন। তাঁর চোখ আছে, পা আছে, হাত আছে এবং সব কিছুই আছে। যেহেতু আমরা ভগবানের নির্বিকার, তাই আমাদের এই সমস্ত অঙ্গগুলি আছে বলেই। কিন্তু তাঁর হাত, পা, চোখ ও ইন্দ্রিয়গুলি কখনই জড় প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না।

ব্রহ্মসংহিতায় আরও বলা হয়েছে যে, যখন পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর আত্মার শক্তির দ্বারাই তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। তিনি কখনই জড় প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন না, কারণ তিনি হচ্ছেন জড় প্রকৃতির অধীশ্বর। ঠিকমত শাস্ত্র আমরা জানতে পারি যে, তাঁর সমস্ত কিছু চিন্ময়। তাঁর জন্ম নিয়ে—তিনি অধিষ্ঠানরূপে নিয়ে। তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্যময়। তিনি হচ্ছেন সমস্ত সম্পদের অধিপতি এবং সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। এমনটি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাভাবিক লক্ষণ। তিনি সমস্ত জীবের পালনকর্তা এবং তাঁদের সমস্ত কিছুরই স্বামী। ঠিকমত শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তিমান। আমরা যদিও তাঁর সন্তান, কুলাঙ্গার, তবু আমরা পর দেখতে পারি না, অনুরূপ তাঁর অভাবে আছে

[illegible]

শ্লোক ১৬

পরিহরন্তং কৃষ্ণানামগ্রতঃ প্রবেশে ত্ব ।
বৃত্তপ্রাবরণবিক্ষেপাৎ কুবলয়াৎ প্রাহিণোৎ ত্ব তৎ ॥ ১৬ ॥

পরিহরন্তম্—পরিহার, অগ্রতঃ—অগ্রভাগে, ত্ব—ও, কৃষ্ণানাম্—কৃষ্ণের [illegible], প্রবেশে—প্রবেশ, বৃত্ত—[illegible], প্রাবরণ—উত্তরীয়, বিক্ষেপাৎ—বিক্ষেপ, কুবলয়াৎ—কুবলয়া হস্তী, ত্ব—দ্বারা, প্রাহিণোৎ—প্রেরণ করিলেন, ত্ব—ও, তৎ—তা।)

বীরাঘব গান

সকল কৃষ্ণের তিনি অগ্রেতে বসিবে ।
যাঁহা হইতে হয় সব হয় বা অন্তর ॥
অতি বৃদ্ধ তবু অতি অবিচেল ।
কুবলয় বহু দূরে নিকটেতে হয় ॥

অনুবাদ

সেই পরমব্রহ্ম সমস্ত কৃষ্ণের অগ্রভাগে ও পশ্চাতে অবস্থান। তাঁর থেকেই সমস্ত উৎপন্ন, অথবা বৃদ্ধাবস্থা তেতু তিনি অবিচেল। অধিক তিনি বহু দূরে অবস্থিত, কিন্তু তবুও তিনি সকলের অত্যন্ত নিকটে।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রতিটি জীবের অন্তরে ও বাইরে বিরাজ করছেন। তিনি চিন্ময় ও জড় উভয় জগতে রয়েছেন। অধিক তিনি অচল অথচ দূরে, অণুর তিনি অণুরেও অতি নিকটেই। এমনটি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা। অনাদিরাদি গোবিন্দ এমনটি বলেছেন (ব্রহ্ম সংহিতা ৫/৫/১১১)। যেহেতু তিনি সর্বশক্তি বিশিষ্ট পুরুষ, তাই আমরা

[illegible] তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে। এই জড় ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পারি না বা বুঝতে পারি না। যদি বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আমাদের জড় মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। কিন্তু যদি আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করার মাধ্যমে মন ও ইন্দ্রিয় বিমল করতে, তিনি নিজেই তাঁকে দর্শন করতে পারেন। ব্রহ্মসংহিতাতে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যে ভক্ত প্রেমভক্তিতে অনুরাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তিনি নিজের হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করতে পারেন। আর ভগবদ্গীতাতে (১১/৫৪) তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা হয়েছে, অনিবেদিত অনন্যভক্তি দ্বারা তাঁকে দর্শন করা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

অবিভক্তম্—অবিভক্ত, চ—ও, ভূতেষু—সমস্ত জীবে, বিভক্তম্—বিভক্ত, ইব—যেন, চ—ও, স্থিতম্—অবস্থিত, ভূতভর্তৃ—সর্বভূতের পালক, চ—ও, তৎ—তা, জ্ঞেয়ম্—জানবে, গ্রসিষ্ণু—সংহারকারী, প্রভবিষ্ণু—সৃষ্টিকারী, চ—ও।

বীরাঘব গান

অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মত ।
অথচ সর্বদা তিনি অধিকারে স্থিত ॥
সর্বভূত কর্তা তিনি সব অন্তরাত্মা ।
তিনিই সবার পুনঃ সংহারের কর্তা ॥

অনুবাদ

পরমাত্মাকে অবিভক্ত সমস্ত জীবে বিভক্তরূপে দেখা হয়, কিন্তু তিনি অবিভক্ত। অধিক তিনি সর্বভূতের পালক, তবুও তাঁকে সংহার-কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে।

তাৎপর্য

পরমাত্মা বলে আমরা পরমেশ্বরকে জানতে পারিনা। তা হলে তার অর্থ কি তিনি বিভক্ত হয়েছেন? না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক এবং অবিভক্ত। এই প্রসঙ্গে

পুরুষ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে হয়—অন্যান্য-কালীন পূর্ব দ্বার অন্যান্যে অবস্থিত থাকে। কিন্তু যেহেতু যদি পীত বসনের অধিপতি শ্রীহরি স্বয়ং অন্যান্যে দিগ্বিজয় করেন, "পূর্ব যোগাযোগ?" যা হলে পরাজয়ই অবশ্য যে, তার অন্যান্য দিগ্বিজয় বলে জ্ঞান করবে। তৈত্তিক শাস্ত্রে এই দিগ্বিজয়কালীন অন্যান্যে যোগাযোগ হয়েছে যে, যদিও তিনি অধিপতি, তবুও মধ্যে তার যেন তিনি দিগ্বিজয় করেন। তৈত্তিক শাস্ত্রে এই তাৎপর্য বলা হয়েছে যে, এক বিন্দু তাঁর অধিপতি শ্রীহরি তাঁহাকে অবশ্যই দিগ্বিজয়ে, তিনি যেমন পূর্ব অন্যান্যে অন্যান্যের অন্যান্যের পথে প্রতিষ্ঠিত হন। তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য অধিপ নরক শ্রীহরির পাদপদ্মেই, প্রাগজ্যোতিষে তিনি বল বিন্দু প্রাপ্ত করেন। সেই কথা প্রকাশিত অন্যান্যের অধিপতির কথা হয়েছে, বস্তু অন্যান্যে বলেছেন যে, পুরুষোত্তমের পুত্র সম্পর্কের সম্বন্ধ যোগাযোগ প্রাপ্ত নরকের জন্য তিনি এসেছেন। তিনি পরিপ্রেক্ষিতে যে, প্রাগজ্যোতিষে তিনি প্রাপ্ত পাবেন। তিনি বিদেশকারী—অন্যান্যে তিনি অন্যান্যে অন্যান্যে। পৃথিবী পরাজয় তিনি বল বিন্দুই, অন্যান্যের অধীন অন্যান্য যোগাযোগ যেমন দিগ্বিজয় অন্যান্য করেন এবং বিদেশের সম্বন্ধ তিনি অন্যান্যের প্রাপ্ত অন্যান্যে। তৈত্তিক যোগাযোগে সেই অন্যান্যের অধিপতির অন্যান্যে বলা হয়েছে যে, তিনি নরকের দীপিকার উদ্দেশ এবং অন্যান্য। পৃথিবীর পরাজয় বল বিন্দুই, তাঁর সর্ব পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্যের পরাজয় দ্বিতীয় হয় এবং দিগ্বিজয় পরাজয় বল বিন্দুই অন্যান্যের তাঁর অন্যান্যে অন্যান্যের তাঁহাকে তাঁর পরাজয় দিতে পারে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যেমন বলা হয়েছে—অন্যান্য যা উদ্দেশ্য পুরুষোত্তম অন্যান্যের যেমন অন্যান্যের প্রতিষ্ঠিত হন, প্রাগজ্যোতিষপ্রতিষ্ঠিত বল প্রাপ্ত তাঁর দিগ্বিজয়ান্তে। (ভাগবতীয় টীকাভিধান ৬/১১)।

শ্লোক ১৮

জ্যোতিষাবলি অন্যান্যাভিমুখ্যেন পরমুপাত্তে।
অন্যান্যে যোগে অন্যান্যেষ্ব্যে ভবতি সর্বত্র বিজিগীষুঃ ॥ ১৮ ॥

জ্যোতিষাম্—পরম জ্যোতিষের, অবলি—অ, অন্য—অন্য, জ্যোতিঃ—জ্যোতি, অভিমুখ্যেন—অভিমুখ্যে, পরম্—অধীন, উপাত্তে—প্রাপ্ত হয়, অন্যান্যে—অন্যে, যোগে—যোগে, অন্যান্যেষ্ব্যে—অন্যান্যে, ভবতি—অবস্থান, সর্বত্র—সর্বত্রে, বিজিগীষুঃ—অধিপতি।

দীপিকা ভাষ্য

পরম জ্যোতিষ তিনি পরম আকাশ।
বিষয় তাঁহার জ্যোতি অন্য পর আর ॥

অন্যান্যে অন্য তাঁর অন্যান্যে যোগে।
সকলের অধিপতে তিনি অধিকারে ॥

অনুবাদ

তিনি পরম জ্যোতিষের পরম জ্যোতি। তাঁহাকে পরম পরমেশ্বরের অধীন অন্যান্য জ্ঞান করা হয়। তিনিই অন্য, তিনিই যোগ এবং তিনিই অন্যান্যের। তিনি সকলের প্রভুরূপে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর বা পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, তাই, পরম অগ্নি পরম জ্যোতিষের জ্যোতিষ তিনি। তৈত্তিক শাস্ত্র থেকে পরিষ্কার জানতে পারি যে, দিন-অন্যান্যের পরমাণবিক কণাকে জন্য পূর্ণ অগ্নির প্রকাশ প্রয়োজন হয় না, কারণ সেই জন্য পরমেশ্বরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁরা অনুপস্থিতে সেই জ্যোতিষ্কগুলি যা অন্যান্যের জ্যোতিষ্কের অধিপতিরা তাঁরা অনুপস্থিত অন্য-অন্যের দ্বারা আকর্ষিত। রবি, শশী এবং অন্যান্যের আকাশের পরমাণুর জন্য পূর্ণ, চন্দ্র ও উদ্ভাসিত পরিষ্কার অধিপতি প্রয়োজন হয়। কিন্তু দিন-অন্যান্যের প্রকাশ কোনো প্রয়োজন হয় না। তৈত্তিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর জ্যোতিষ্কগুলির জন্য কিছুই উদ্ভাসিত। রবি এবং স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, তিনি কারও অধীনে অবস্থান করেন না। তিনি অবস্থান করেন দিন-অন্যান্যে, যা এই জগৎ থেকে অনেক অনেক দূরে দিগন্তরালে অবস্থিত। তৈত্তিক শাস্ত্রে সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে, অধিপতিগণ অন্যান্য অন্যান্যে (ভাগবতীয় টীকাভিধান ৬/১১)। তিনি পৃথিবী আছেন নিজ জ্যোতিষ্কের, কিন্তু তিনি এই জগৎকেও তাঁর প্রকাশ থেকে পর পর দূরে রেখেছেন।

তাঁর অন্য দিক। তৈত্তিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষুর দিগন্তরালে অন্যান্য প্রকাশ। তিনি দিন-অন্যান্যে নিজে থেকে অবস্থানী, তাঁকে অন্যান্যে প্রকাশ নিয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দিগন্তরালে বলা হয়েছে। একটি তৈত্তিক মন্ত্রে (ভাগবতীয় টীকাভিধান ৬/১৮) বলা হয়েছে—তা ৪ (পরমাত্মপ্রতিষ্ঠিতপ্রকাশ) সুসুপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তে। সেই যদি সুস্থিতি অবস্থাপ্রাপ্ত থাকে, তা হলে পরের অবস্থাটি পরম পুরুষোত্তমের অন্যান্যের অবস্থাপ্রাপ্তিতে অবস্থান হয়। পরের অধ্যায়ে এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কের তৈত্তিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—অন্যান্য *প্রতিষ্ঠাতি* সুসুপ্তেতি। "যেখানে তাঁহাকে অন্যান্য অন্যান্যে অন্য-সুসুপ্তির দীপিকার অধিকারে পারে?" (ভাগবতীয় টীকাভিধান ৬/১৮)

পরম নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য অন্যান্যের অন্যান্যে অবস্থান করেন। তাঁর হাত, পা অনন্ত আছে, কিন্তু জীবাত্মা সম্পর্কে সেই কথা বলা যায় না। সুতরাং (অন্যান্য

[illegible]—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সেই কথা জীবাত্মা বলেছেই হয়। জীবাত্মার হাত, পা যেমন নির্দিষ্ট স্থানে আছে, কিন্তু জীবাত্মার হাত, পা সর্বত্রই আছে। সেই সম্বন্ধে কেনোপনিষদে (৪/১৭) বলা হয়েছে—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার অর্থাৎ পরাণ্ড্রহ্ম। সেই পরম পুরুষোত্তমের কাছাকাছি ও পরমাত্মা হচ্ছেন সর্ব জীবের বন্ধু, তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আত্মা। সুতরাং পরমাত্মা-ও জীবাত্মা যে সর্ব অবস্থাতেই ভিন্ন, সেই কথা কেবল অজ্ঞানীরা বলা যায় না।

শ্লোক ১৯

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

ইতি—এইভাবে, ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্র (দেহ), কথা—ও, জ্ঞানম্—জ্ঞান, জ্ঞেয়ম্—জ্ঞেয়, চ—ও, উক্তম্—বলা হয়, সমাসতঃ—সংক্ষেপে, মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত, এতৎ—এই সমস্ত, বিজ্ঞায়—বিশেষ রূপে, মদ্ভাবায়—আমার ভাব, উপপদ্যতে—লাভ করেন।

বঙ্গানুবাদ

এই কথিত ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয়।
বিজ্ঞান আমার ভাব পাইবার যিগ্য ॥
এ বিজ্ঞান বুঝিয়া যে জ্ঞেয় জ্ঞান হয়।
তবু ভক্তি জ্ঞান হয় জন্মিল আমায় ॥

অনুবাদ

এইভাবে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি বস্তু সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্তরা কেবল এই সমস্ত বিষয় জেনে আমার ভাব লাভ করেন।

তাৎপর্য

[illegible] ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি বস্তুর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন। এই জ্ঞান হচ্ছে তিনটি বিষয়ের—জ্ঞাতা, জ্ঞানের ও জ্ঞান আহরণের পন্থা। পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয় বিজ্ঞান। কখনোও অনেক ব্যক্তি পরোক্ষভাবে বস্তু জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অষ্টাঙ্গযোগীরা মনে করেন যে, পরম জ্ঞান এই তিনটি

বিষয় এক হয়ে যায়। কিন্তু [illegible] সেই কথা বীকার করেন না। তারা এমন ভাবেন বিষয়ের অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে বিচারে উপলব্ধি করা। আমরা তাই [illegible] পরিচিতির ধারণা, কিন্তু আমরা সর্বদাই আমাদের সমস্ত চেতনা কৃষ্ণভাবনায় [illegible] এবং জীবাত্মার সর্ব অবস্থায় পরম আত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারি, তখনই আমরা সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হই। পরমাত্মা বলা হয়, জ্ঞান হচ্ছে [illegible] উপলব্ধি করার প্রাথমিক স্তর। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

এখন, আমাদের আলোচনা করতে হবে, কেবলমাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে যে, মহাভূতাদি থেকে শুরু করে [illegible] পর্যন্ত ৬ ও ৭ শ্লোকে তার উপাদানগুলি ও জীবন-লক্ষণের অবস্থাটি বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বলা অর্থাৎ কার্যের পরিচয় হল। আর অজ্ঞানিত্ব থেকে [illegible] পর্যন্ত ৮ থেকে ১২ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপী উভয় ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি অর্থাৎ উপলব্ধি জ্ঞান আহরণের পন্থা বিস্তৃত হয়েছে। আর পরে [illegible] থেকে আরম্ভ করে [illegible] পর্যন্ত ১৩ থেকে ১৮ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা জ্ঞানের অর্থাৎ পরমাত্মার পরিচয় বলেছেন হয়েছে।

এইভাবে তিনটি বিষয় পরিচয় করেছে—ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান উপলব্ধির পন্থা এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে যে, কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনার স্তরে আসলেই এই তিনটি বিষয় পরিচিতভাবে বুঝতে পারেন। সুতরাং, এই সব জ্ঞানলাভ করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত করতে আসাটাই, তাহলেই পরম জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করতে পারেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি সেটি না, তাহলেও ভক্ত-ভাবাপন্ন জ্ঞানলাভ করতে পারেন এবং পরিচিত জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২০

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতিম্—জড়া প্রকৃতি, পুরুষম্—পুরুষ, চ—ও, এব—অবশ্যই, বিদ্ধি—জানবে, অনাদী—অনাদি, উভৌ—উভয়, অপি—ও, বিকারান্—বিকার, চ—ও, গুণান্—প্রকৃতির তিনটি গুণ, চ—ও, এব—অবশ্যই, বিদ্ধি—জানবে, প্রকৃতি—জড়া প্রকৃতি, সম্ভবান্—উদ্ভূত।

শ্রীধরের ভাষ্য

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি ত্বং মহেশ্বর ॥
নিত্যানিত্যে তথা যস্য প্রকৃতিঃ সহজন্মনী।
প্রাকৃতং পুরুষং চৈব তাবুভৌ অনুবর্তনৌ ॥

অনুবাদ

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি জ্ঞান জানবে। তাদের বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন জ্ঞান জানবে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায় আলোচনা (১৮.১৯-২০) ও দ্বিতীয় (গীতায়, পরমাত্মা উভয়ই) অধ্যায়ে জানা গেছে। দেহ হচ্ছে কর্মক্ষেত্র এবং যা তার উৎপত্তির নিত্য ভিত্তি। দেহের অধীন হচ্ছে কর্মফল ভোগ করছে যে বদ্ধজীব আত্মা, সেই হচ্ছে পুরুষ বা জীব। জীবাত্মাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরম ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন পরমাত্মা। আত্মাকে অবশ্য জানবে হবে যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই পরম পুরুষ ভগবানের নিত্য অংশ। জীব হচ্ছে তাঁর পরিচ্ছন্ন এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর অংশ-প্রকাশ।

কিন্তু প্রকৃতি ও জীব উভয়ই নিত্য, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি যেমনই বদ্ধ প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে এবং জীবও তেমনই। কিন্তু জীব হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তিসমূহ। সৃষ্টির পূর্বে তারা উভয়ই ছিল। কিন্তু প্রকৃতি নির্দিষ্ট ছিল পরমেশ্বর ভগবান অধ্যক্ষিত্বে থাকে এবং অধ্যক্ষিত্বের উভয়ের পরে অন্য-অন্যের সাথেও থাকে এবং সেখানে হয়। যেমনই, জীবেরাও তাঁর মধ্যে আছে, কিন্তু তেমনই তারা কখনো অধ্যক্ষ, যেমন আত্মা ভগবানের সেবাধিকৃত। অবশ্য, অধ্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের সাধন করতে সেবাধ্যক্ষ হয় না। কিন্তু কিন্তু প্রকৃতিতে অধ্যক্ষ করা এই পরম জীবকে অধ্যক্ষ করে কখনো কখনো পুরুষের সেবায় হয়, যাতে তারা নিজ-কর্মফল ভোগ করতে জন্ম নিতে পারে। তেমনই হচ্ছে এই জন্য সৃষ্টির কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীব হচ্ছে পুরুষ ভগবানের নিত্য বিভিন্ন অংশ। কিন্তু তার নিজেরই পুরুষ প্রকৃতির জন্য যে এই কিছু প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তিসমূহ এই পরম জীব যে কেন এবং কিভাবে এই জড় জগতের আবেষ্টনে এল তা নিয়ে

তাদের আলোচনা কেন প্রয়োজন এই। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান অনন্ত অনাদি কেন এবং কিভাবে তা বর্ণিত। পরমেশ্বর ভগবানের যে, তাঁর জন্য ভগবানের এটি অনুভূতি, তাঁর জীবন সাধনের জন্য কতটা সাধারণ করেছে। কিন্তু এই কারণটি প্রকাশের জন্যেই আমাদের বিশিষ্টজনের জানা উচিত যে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ভগবান যে সমস্ত পরিবর্তন পরিণত হয় তা শুধু কিন্তু প্রকৃতিজাত পরিবর্তনের। জীবের সঙ্গে ভগবানের ও তৈরিতে কিন্তু তৈরিতে। আত্মার পরমাত্মাকে পরম জীবের এবং ভগবান।

শ্লোক ২১

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

কার্য—কার্য, কারণ—কারণ, কর্তৃত্বে—কর্তৃত্ব বিষয়ে, হেতুঃ—হেতু, প্রকৃতিঃ—কিন্তু প্রকৃতিকে, উচ্যতে—বলা হয়, পুরুষঃ—জীবকে, সুখ—সুখ, দুঃখানাম্—দুঃখের, ভোক্তৃত্বে—ভোগ বিষয়ে, হেতুঃ—হেতু, উচ্যতে—বলা হয়।

শ্রীধরের ভাষ্য

কার্য বা কারণ হয় প্রকৃতির জন্য।
ভোগের কারণ সেই পুরুষেরই জন্য ॥

অনুবাদ

সমস্ত জড়ীয় কার্য ও কারণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, যেমনিই জড়ীয় সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে জীবকে হেতু বলা হয়।

তাৎপর্য

জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ভোগ হয় আত্মা প্রকৃতির কারণে। দুর্ভাগ্য নামক বিভিন্ন প্রকারের জীব আছে এবং তা প্রকৃতিরই সৃষ্টি। জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভিন্ন শরীরে ভগবান যে বিভিন্ন কারণের সুখ ও দুঃখ অনুভব করে। তার এই সুখ ও দুঃখের কারণ তার কর্ম এবং সেই অনুভূতিগুলি তার নিজের নয়। তার কারণে যে যে ভিন্ন অবস্থায়, সেই সবকে ভোগ করছে এই। তাই সেই হচ্ছে তার কর্মফলে

অনাদি। কিন্তু জড় জগতের ভিতর অবিদ্যার দ্বারা জীব জড় জগতে আসক্ত হয়ে পড়ে। ভিন্ন-জগতের এই সমস্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভিন্ন-জগৎ হচ্ছে চিন্ময়, কিন্তু জড় জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তাদের প্রকৃত ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য সর্বদা কাজ করে চলেছে। আমরা পরীক্ষামূলক বলা যায় যে, এই প্রকৃতি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের পরিতোষ। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্র। যদি কেউ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি করা প্রকৃতির গুণ। পরমেশ্বরী প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, বাসনা অনুসারে, কুল অথবা কুল ভোগ করে। জীবের কামনা ও কর্ম অনুসারে কারা প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন অবস্থায় ভোগ করে। এই সমস্ত অবস্থাগুলি আসলে জড় জীবের জন্য এই জড়া প্রকৃতি যে কুল ও কুল ভোগ করে থাকে। কোন বিশেষ জড় শরীর যদি ৪,০০,০০০ জীব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে, কারণ তার কোনটি জড় পদার্থ, কোনটি জড়া প্রকৃতির নিজস্ব অনুসারে তাকে পরিচালিত করে থাকে। কখনও কোনটি নিজের পরিচালনা করার কোন শক্তি জীবের থাকে না। যেমন, কোন জীবকে কুকুরের দেহে রাখা হল। সেখানে তাকে কুকুরের দেহে রাখা হল, কখন তাকে কুকুরের মতোই আচরণ করতে হবে। আমরা কোন কখন আচরণ যে কেন করা হচ্ছে বুঝতে পারে না। কখনও কোন জীবকে যদি শূকরের দেহে রাখা হয়, কখন সে শূকরের মতো বিষ্ঠা খেতে থাকে কোনোটাই তার করার-না-করার হয়। যেমনটি, কোন জীবকে যদি দেবতার শরীরে রাখা হয়, কখন তাকে তার সেই দেহ অনুসারে আচরণ করতে হয়। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই পরমাত্মা জীবাত্মাকে সঙ্গ দিয়েছেন। যেমন (কৃষ্ণ ভগবদ্গীতা ৮/১/১) তার বাসনা করে বলা হয়েছে—যা কৃষ্ণাণী অনুভূত সমাধি। পরমেশ্বর ভগবান জীবাত্মা প্রতি এতটা সহানুভূতি যে, তিনি সর্বদাই তার সঙ্গে অনুভূত হচ্ছেন পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ—জীব, **প্রকৃতিস্থঃ**—জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে, **হি**—অবশ্যই, **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে, **প্রকৃতিজান্**—প্রকৃতিজাত, **গুণান্**—গুণসমূহ, **কারণম্**—কারণ, **গুণসঙ্গঃ**—প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে, **অস্য**—এই জীবের, **সৎ-অসৎ**—ভাল ও মন্দ, **যোনি**—যোনিতে, **জন্মসু**—জন্ম হয়।

বাঙ্গালা পদ্য

প্রকৃতি হইয়া জীব ভুঞ্জে সেই গুণ ।
প্রকৃতির গুণ সঙ্গ প্রকৃতির মন ॥
প্রকৃতি গুণের সঙ্গ ইথে নীচ যোনি ।
সদসদ্ জন্ম হয় অন্য নাহি গতি ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গলাভই তার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জীব কিভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয় তা বোঝার জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর পরিচালিত জড়ের মতো জীব এক দেহ থেকে অন্য এক দেহে দেহান্তরিত হয়। জড় অবিদ্যার প্রতি আসক্তিই হচ্ছে এই দেহান্তর পরিচালনার কারণ। জীব যতক্ষণ এই জড় প্রকৃতির দ্বারা দেহান্তরিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে এক দেহ থেকে অন্য এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। জড় জগতের ভিন্ন অবিদ্যার দ্বারা পুরুষকে বলা হয় যে এই সময় অবস্থিত অবস্থায় পরিচিত হয়। প্রাকৃতিক কামনা-বাসনার প্রভাবে যে কখনও দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করে, কখনও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কখনও পশু, পাখি, সরীসৃপ প্রাণী, পাহাড়, সমুদ্রের জলের দেহের-আকার অথবা জলচরের রূপে জন্মগ্রহণ করে। কখনও এটি দেহান্তর ঘটে হলেও আমরা সর্ব অবস্থাতেই জীব তার সঙ্গে যে, সে তার পরিবেশের অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ব অবস্থাতেই সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন।

কিভাবে জীব বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তার বিভিন্ন শরীর প্রাপ্তির কারণ হচ্ছে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে তার আসক্তি। যেটি প্রকৃতির তিনটি গুণের উর্ধ্বে উঠেছে তাকে গুণাতীত অবস্থায় অধিষ্ঠিত বলে বলা হয়। তাকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনাময়। কৃষ্ণভাবনাময় অধিষ্ঠিত না হলে তার জড় চেতনা তাকে এক দেহ থেকে অন্য এক দেহে দেহান্তরিত করে থাকে, কারণ আমাদের আসল কাজ হচ্ছে জড় বাসনা-বাসনাগুলি ভোগ করা। যদি তার এই দেহান্তর পরিবর্তন করতে হয়। সেই পরিবর্তন সম্ভব হয় কেবল নির্ভেজাল শুদ্ধ চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে। তার সেই নির্ভেজাল চেতনা

[illegible]

শ্লোক ২৪

ঈশদৃষ্টিঃ স্বয়ং জ্ঞানী ভোক্তা সর্বহৃদাশ্রয়ঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৪ ॥

ঈশদৃষ্টিঃ—সাক্ষী, স্বয়ম্—স্বয়ংপ্রকাশরূপী, চ—ও, জ্ঞানী—জ্ঞানবান, ভোক্তা—ভোক্তাও, সর্বহৃদাশ্রয়ঃ—সর্বহৃদয়, পরমাত্মা—পরমাত্মা, ইতি—এইরূপে, চ—এবং, অপি—ও, উক্তঃ—বলা হয়, দেহে—শরীরে, অস্মিন্—এই, পুরুষঃ—পুরুষ, পরঃ—পরম।

বীরাঘব দাস

যে জীবের সঙ্কল্পেন পরমাত্মা সদৈব।
ঈশদৃষ্টিঃ অনুমন্তা হন তিনি হয়ে ॥
সর্বজ্ঞ তিনি ভোক্তা পুরুষে পরম।
জীবের উদ্ধার লাগি তিনি সদৈব হন ॥

অনুবাদ

এই শরীরে আর একজন পরম পুরুষ আছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ঈশদৃষ্টি, অনুমন্তা, জ্ঞানী, ভোক্তা, সর্বহৃদয় এবং জীবের পরমাত্মারূপে কথিত হয়।

তাৎপর্য

বলবার কথা হচ্ছে যে, পরমাত্মা তিনি সর্বদিক জীবের সঙ্গে থাকেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অংশরূপ। তিনি একজন সাধারণ জীব নন। পরিচালনাটী সর্বশক্তিমান যেহেতু ভোক্তারূপে এবং যেহেতু আত্মা আছেন, তাই জীবের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার

[illegible]

অর্থাৎ যেহেতু পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, তিনি পরমাত্মা জ্ঞান জ্ঞানীটী সেরূপ বিচার করেন। জীবাত্মা যেহেতু তিনি পুরুষ, তিনি পর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা যেহেতু নিজের কর্মফলের উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু পরমাত্মা জীবের ভোক্তা বা ভোক্তা কর্মফলের ভোক্তারূপে থাকেন না, তিনি নিছক কেবল সাক্ষী, পরিচালক, অনুমোদনকারী ও পরম ভোক্তারূপে। তাঁর নাম 'ভক্ত পরমাত্মা', জীবাত্মা নয়। তিনি ভগবানই। একথা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে আত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। পরমাত্মার ২২ ও ২৩ শ্লোক দেখবেন, কিন্তু জীবাত্মা না থাকে। যেহেতু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি প্রকৃতি জীবাত্মা অপেক্ষা যেভাবে জীবাত্মার ভোগ বাসনাগুলি অনুভব করেন। পরমাত্মার অনুভবের সাথে জীবাত্মা কিছুটা পার্থক্য পাবে না। জীবাত্মা যখন পুরুষ বা প্রকৃতিবশে এবং ভগবানের বাসনা ভোগের সাথে না প্রকৃতিবশে। অবশ্যই জীব আত্মা এবং তিনি ভগবান পরম পুরুষরূপে ভগবান আমাদের নিকট বিচার করেন।

প্রকৃতি আত্মা জীব যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অধীনে নির্ভরশীল এবং তাদের উপলব্ধি এবং অনুভব সীমিত বটে। কিন্তু জীবের মধ্যে ভগবানের অনুভবের অধীনে তাদের সেরূপ এবং সে অধিকারের মধ্যে প্রকৃতির উপর অধিপত্য করার বাসনা করে। যেহেতু তারা এই প্রকারের বাসনায়, তাই তাদের অন্য এক পরমেশ্বর ভগবানের অধীনে থাকে। জীব ভগবানের মধ্যে শক্তি অনুযায়ী ঈশ্বর পরম শক্তিতে অধিকার করতে পারে। তবুও সে মধ্যে শক্তির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তবুও পরমেশ্বর ভগবান ঈশ্বর জীব পরম প্রকৃতিতে নিয়ন্ত্রিত নিয়ে সমস্ত জন্য যত পরম বস্তু পরমাত্মা জ্ঞান তাও সত্য সত্যে পরমেশ্বর। ভগবান জীবকে পরম প্রকৃতিতে নিয়ে আসতে তাদের সর্বশক্তি উদ্বুদ্ধ, কিন্তু জীব তার সংস্কারগুলি দূর করতেন ভগবান প্রতিনিধির পরম ঈশ্বর জেনারিকভাবে ভগবানের পর ভগবানের শরণ। তাদের আত্মার অনুভবরূপে পরম পরমাত্মা জীব এই ভাবে প্রকৃতিতে সংস্কার-মুক্ত হোন পারেন। ভগবান তাঁর অধিকার আর পরমাত্মা থেকে এবং জীবের থেকে উপদেশ নিয়েছেন। জীবের থেকে তিনি ভগবানীয়রূপে জ্ঞান উপদেশ নিয়েছেন এবং পরমাত্মা থেকে তিনি জীবের দূর প্রকার উপদেশ পরমার প্রেরণা পরমেশ্বর যে, এই জন্য ভগবান কোন কর্ম পালন পরমার পরমে উপদেশদানী নন। তিনি বলেছেন, "এই সব কিছু পরিচালনা করে পরমার জীব নিজেপরমেশ্বর হন, তা যতদূর তুমি বুঝী হয়ে পারেন।" এখানেই বুঝিয়েন জীব পরমাত্মা যা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জীব যেন বিশেষ অংশ বটে সব-জীব-পরমাত্মা জীবাত্মাকে নিয়ে আলোচনা করে পরম বলেন।

শ্লোক ২৪

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

যঃ—যিনি; এবম্—এইভাবে; বেত্তি—জানেন; পুরুষম্—পুরুষকে; প্রকৃতিম্—জড়া প্রকৃতিকে; চ—এবং; গুণৈঃ—গুণ; সহ—সহ; সর্বথা—সর্বতোভাবে; বর্তমানঃ—নিযুক্ত হয়ে; অপি—ও; ন—না; সঃ—তিনি; ভূয়ঃ—পুনরায়; অভিজায়তে—জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বনাথ

যো বেত্তি যো জানাতি যথা পুরুষং প্রকৃতিং ।
পুরুষস্য যো প্রকৃত্যা সংযোগং বীক্ষতে ॥
যো বুদ্ধিমান্ সর্বথা ত্রীণি সর্বদা ।
পুনর্জন্ম নাপ্নোতি যাতি নাত্র যো জনঃ ॥

অনুবাদ

যিনি এইভাবে পুরুষকে এবং গুণসহ জড়া প্রকৃতিকে জানেন, তিনি জড় জগতে কীভাবে অবস্থান করেন পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে মুক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং এই জগতে পুনরাবর্তিত হওয়ার কারণসমূহ অধিকার করে নিত্য-জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এটিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের পরিণতি। জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীব যে স্থিতিতে এই জড় জগতের সঙ্গে পতিত হয়েছে, তা পরিহার উপলব্ধি করা। অধিকাংশ জড়বাদীরা মনে করে, বায়ু, জল ও বিষাক্ত রস জড়ের সংযোগে জড়পুঞ্জ হয়ে জীবন সৃষ্টি করেছে এবং তারপর প্রকৃতিরই কৃপায় জীবের সৃষ্টি হয়েছে। পরমাত্মা পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর কারণসমূহের কারণ এবং তাঁরই কৃপায় জীবের উপলব্ধি করে জড়বাদীরা মনে করে যে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তা হলে তারা আর জড় জগতের বন্ধনে ফিরে আসতে হয় না। যেহেতু তারা জানে যে, তখন তিনি অধিকাংশজনের জীবন লাভ করেছেন তাই তিনি জগতে ফিরে আসেন।

শ্লোক ২৫

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

ধ্যানেন—ধ্যানের দ্বারা, আত্মনি—অন্তরে, পশ্যন্তি—দর্শন করেন, কেচিৎ—কেউ কেউ, আত্মানম্—পরমাত্মাকে, আত্মনা—মনের দ্বারা, অন্যে—অন্যেরা, সাংখ্যেন যোগেন—সাংখ্য-যোগের দ্বারা, কর্মযোগেন—কর্মযোগের দ্বারা, চ—ও, অপরে—অন্যেরা।

বিশ্বনাথ

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ।
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ॥
সাংখ্যযোগী জ্ঞান দ্বারা আত্মোপাসনা করে ।
কর্মযোগী কর্মফলে কর্মাসক্তি করে ॥

অনুবাদ

কেউ কেউ পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কেউ সাংখ্য-যোগের দ্বারা দর্শন করেন এবং অন্যেরা কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায়ে যে, অন্তরাত্মা পরমের অনুসন্ধানী বহু জীবসমূহের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা অজ্ঞানী, অল্পজ্ঞানী এবং জ্ঞানজ্ঞানী, তাদের অর্থাৎ অজ্ঞানীদের কৃষ্ণভক্ত-পুরুষ। কিন্তু যারা পারমার্থিক বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী, তাদের মধ্যে যারা অজ্ঞানী তারা, পার্থিব ও বিষয়ে কর্মী। যারা অর্থাৎ অধিকাংশজন অজ্ঞানী অধিকাংশ চেষ্টা করে, তাদেরকে অধিক ও অল্পজ্ঞানী বলে গণ্য করা হয়। পরমাত্মার বলা হয় যে, জ্ঞানযোগীরা কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির দিকে তাদের অধিকাংশ। অজ্ঞান ব্যক্তি তাদের যে, এই জড়া প্রকৃতির উর্ধ্বে চিন্ময় জগতে আছে, সেখানে পরম পুরুষ ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং তিনি পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন অন্তর্যামী ভগবান। অজ্ঞান ব্যক্তিরা অন্তরে, বাইরে জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে পরমাত্মার উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জীবাত্মা বিভিন্নাংশের তিনটি শ্রেণীভুক্ত। অধিক অজ্ঞান ব্যক্তিদের জন্য ভগবদ্গীতে অষ্টাঙ্গী যোগপদ্ধতি বিধান করেন এবং

[illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নবজলধরের অনুকরণে নিরূপণ করেন। কখন তাঁর মুখের পানে [illegible] যে, শ্রীকৃষ্ণের মেঘমূর্তি হয় অন্তরীক্ষে, তখন তাঁর শ্রীঅঙ্গ দেখিতে পাওয়া যে, শ্রীকৃষ্ণের [illegible] উদিত হইয়াছে। পাছে পুরুষোত্তম জানেন। [illegible] নবজলধরের অনুকরণে। একটানে [illegible] কৃষ্ণচন্দ্রের পাছে পাছে উদিত জলদাবলির ন্যায় উদিত হন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ জননী বা জননীগণ, তাঁহারা ঠিক পাখীটি আসিয়া [illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অভিযোগের ন্যায় উদিত হইয়া [illegible] পান। একথা [illegible] হইয়াছে যে, বিন্দু সমূহ যাহারা [illegible] বিন্দুরূপে [illegible] এবং [illegible] পাছে পাছে [illegible] উদিত হইয়া থাকে। [illegible] যখন [illegible] পাছে পাছে [illegible] পড়ে, তখন [illegible] উদিত হন। [illegible], যাহাকে পাছে পাছে, [illegible] পাছে পাছে উদিত হইয়া থাকে। [illegible] পাছে পাছে [illegible] পাছে পাছে উদিত হইয়া থাকে। [illegible] পাছে পাছে [illegible] পাছে পাছে উদিত হইয়া থাকে। [illegible] পাছে পাছে [illegible] পাছে পাছে উদিত হইয়া থাকে।

শ্লোক ২৬

অহো দেবমহানন্দঃ শ্রদ্ধাদোষঃ উপস্থিতঃ।
কেবলং ভক্তিবলেন সুদূরং অতিশয়াতপঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অহো—অহো; কৃ—বিন্দু; একঃ—একটানি; মহাপাপঃ—মহা দোষ; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা করে; অপরাধঃ—অপরাধের বায়ু দোষে; উপস্থিতঃ—উপস্থিত হয়েন; যে—যাঁহার; অপি—ও; ঃ—এবং; অতিরঙ্গিঃ—অতিরঙ্গ হয়েন; একঃ—একটানি; সুদূরং—সুদূরের পাছে; অতিশয়াতপঃ—অতি-পাছে হয়।

বিচার বাক্য

যদন্য অপরাধ দোষে বৃক্ষে না যে বিন্দু।
অপরাধের উপস্থিত আছে কহে বিন্দু ॥
আমার ভুলিয়া গেছ এ সংসার হয়ে।
বলি অতিশয়াতপ সমূহ সংসারে ॥

অনুবাদ

অহো কেবল কেবল একটানি না দোষে অপরাধের বায়ু দোষে প্রকাশ করে উপস্থিত হয়েন। তাঁহারও অতি-পাছে হয়ে সুদূরের পাছের অতিরঙ্গ হয়েন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটী পাপুলির পাছের পাছে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ পাঁচটন পাছের পাছবিশেষকে পাপাদিকে বিন্দু বলিয়া [illegible] (কেবল [illegible] হয় না)। বিন্দু বিন্দু দোষেরে অধিক অথবা অপরাধী আসে অপরাধ বলে হয়ে হয়ে পাছে, বিন্দু সমূহ-পাছে আসেন দোষে [illegible] অপরাধী (এই)। আবার অপরাধ দোষে, দোষ সমূহ যদি পুরাতন হয়, তা হলে অল্প কারণে অপরাধে বিন্দি পাছের পাছের পাছে একটী [illegible] (দেখে পাছে)। এই প্রকারে পাছ অবস্থা অনুকূলে। শ্রীচৈতন্যের অবতারে, যিনি পাঁচটন [illegible] কৃষ্ণচন্দ্রের [illegible] পাছে (পাছে), তিনি [illegible] কথা শ্রবণ করার উপায় বিশেষভাবে দোষ নিয়েছেন। অথবা, পাছাদের সমূহ যদি দোষের সমূহ, তবে, দোষের বায়ু দোষে [illegible] কথা শ্রবণ করেন, তা হলে পাপাদিকে পাছে অধিকার হয়ে পাছে, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য অবতারের নিকট অনুসারে তাঁর বলি পাছের পাছ হবে—**হয়ে কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়ে হয়ে / হয়ে পাছ হয়ে পাছ পাছ পাছ হয়ে হয়ে**—নিকট পাছে পাছে পাছে। আরো বলা যায় যে, পাছাদেরই শ্রীচৈতন্য অবতারের পাছের পাছে [illegible] কথা শ্রবণ করা এবং [illegible] উপস্থিত করার দোষের অধীন হয়। [illegible] তাঁহার দোষেরই পাছেদের অপরাধের পাছেদের [illegible] পাছে। সেই সময়ে দোষ অপরাধ (এই)। শ্রীচৈতন্য অবতারে বলেছেন যে, এই অধিকারে অধিকারী [illegible] পাছের পরিবর্তন করতে হবে না। [illegible] অনুসারের অবতারে পাছেদের অপরাধের উপস্থিত অবস্থায় পাছ [illegible] প্রতি পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর [illegible]-[illegible] পাছে অবতারে, তাঁহার দোষের [illegible] শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সেই বলি অধিক পৌঁছাবার [illegible] দোষে [illegible] অবতারের অবতারের পাছে আছেন, তাঁর [illegible] দোষে অধিকারে [illegible] কথা শ্রবণ এবং তাঁর পাছের অনুকরণ আছে, যা হলে তিনি তাঁহার তাঁহার [illegible] পাছের উপস্থিত হবেন। এই দোষের [illegible] পাছ বিশেষভাবে অনুসরণীয় হবেন। এই অবতারে পাছ দুটী, [illegible]। অবতারে অনুসর পাছের [illegible] পাছেদের [illegible] হয়ে [illegible] হয়, অনুসর পাছ হয়ে পাছ-পাছ-দোষের [illegible] দোষে অপরাধের কথা শ্রবণ করার সময়ে তাঁহার এই অনুসরণের পাছের দোষে [illegible] হয়ে তাঁহার অনুসর অবতার অবতার-পাছে নিয়ে যাবেন।

শ্লোক ২৭

অনন্ত সংসারেতে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় স্থানরূপমন্ ।
কেবলং কৃষ্ণচন্দ্রস্য অতিথি অতিরঙ্গিঃ ॥ ২৭ ॥

যথা—যে কিছু, অস্তিত্বরূপে—উৎপন্ন হয়, কিঞ্চিৎ—কোন কিছু, সত্ত্বম্—অস্তিত্ব, স্থাবর—স্থাবর, জঙ্গমম্—জঙ্গম, ক্ষেত্র—দেহ, ক্ষেত্রজ্ঞ—ক্ষেত্রজ্ঞ, সংযোগাৎ—সংযোগ থেকে, তৎ—তা, বিদ্ধি—জানবে, ভরতর্ষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

স্থাবর জঙ্গম যত জগতেতে, জগতে।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর ও জঙ্গম যে কিছু অস্তিত্ব আছে, তা সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে।

তাৎপর্য

জড় প্রকৃতি ও জীব উভয়েই সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত ছিল, তাদের সংযোগে এই জগৎ গড়ে তোলা হয়েছে। যে কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল জড় প্রকৃতি ও জীবের সংযোগ মাত্র। অনুভিতে পাহাড়-পর্বত, পাথর ও পরিখার মতো স্থাবরের মতো কিছু আছে, যা স্থাবর বা গতিহীন এবং এমন স্থাবরের কিছু আছে যা জঙ্গম বা গতিশীল। যেমন পাখিদের জড়া প্রকৃতি এবং পশু প্রকৃতি জীবসত্তার সংযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। পশু প্রকৃতি জীবসত্তার সংস্পর্শ ছাড়া কেবল কিছুটি বিকাশ ঘটাতে পারে না। তাছাড়া প্রকৃতির অঙ্গে পশু প্রকৃতির যে সম্পর্ক তা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসছে এবং তাদের সম্পর্ক সম্পর্কিত এবং পরস্পরের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তিনি উভয়টি ও অনুভূতি উভয়ে প্রকৃতিরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি জড় প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়টি পশু প্রকৃতিকে তিনিই জড় প্রকৃতিতে স্থাপন করেছেন এবং জীব যখন এই পশুর কিছু প্রকারভেদ করেছে এবং পরিবর্তন ঘটায়।

শ্লোক ২৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৬ ॥

সমম্—সমভাবে, সর্বেষু—সবার, ভূতেষু—জীবে, তিষ্ঠন্তম্—অবস্থিত, পরমেশ্বরম্—পরমেশ্বরকে, বিনশ্যৎসু—বিনশ্বর দেহে, অবিনশ্যন্তম্—অবিনশ্বর, যঃ—যিনি, পশ্যতি—দর্শন করেন, সঃ—তিনি, পশ্যতি—যথার্থ দর্শন করেন।

গীতার গান

যে সব ভূতেতে সর্বস্থিত ভগবান ।
দর্শন করিতে পারে কোন ভাগ্যবান ॥
ভগবান অবিনাশী, বস্তু তাহার বিনাশে ।
বিনাশে যার তিনি স্থিতিতে না করে ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত বিনাশশীল দেহের মধ্যেকার অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

তাৎপর্য

পরমাত্মার অবস্থান যিনি দেখে, তিনি যা জীবাত্মা ও জীবাত্মার বস্তু—এই দিকটি ভালোভাবে দর্শন করতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন। যে পরমেশ্বরকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁকে যদি কারো না, সে এই দিকটি কিছুতেই দেখতে পায় না। যারা কেবল দেহ পর্যন্ত পড়ে না, তারা অন্ধ হয়েই থাকে। তারা কেবল দেহটিই দর্শন করে এবং দেহটির ধ্বংস দিকেই তাকে যায়, ধ্বংস মানে হয় যে, সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তেমটি তা নয়। দেহের বিনাশ হলেও আত্মা ও পরমাত্মা উভয়টি পরিবর্তন পাচ্ছেন এবং জীবের অবস্থাটি কখন কখন স্থাবর ও জঙ্গম শরীরে রূপান্তর করছে থাকেন। পরবর্তীকালে এই সংস্কৃত শব্দটিকে বাংলায় বাংলায় 'জীবাত্মা' বলে অনুবাদ করা হয়, কারণ আত্মা হচ্ছে দেহের বস্তু এবং দেহের বিনাশের পরে সে আর একটি দেহ গ্রহণ করে। একটিই সে হচ্ছে বস্তু। কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দটিকে 'পরমাত্মা' বলে অনুবাদ করা হয়েছে। সৃষ্টি কেবলই, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই থাকেন। দুটির বিনাশ হয় না। একজনই তিনি দর্শন করতে পারেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কি জীবের দুঃখ দূরীকরণ পারেন।

শ্লোক ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৭ ॥

সমম্—সমভাবে, পশ্যন্—দর্শন করে, হি—অবশ্যই, সর্বত্র—সর্বত্র, অবস্থিতম্—সমভাবে অবস্থিত, ঈশ্বরম্—পরমেশ্বরকে, ন—কখনো না, হিনস্তি—অবমাননা, আত্মনা—নিজের দ্বারা, আত্মানম্—আত্মাকে, ততঃ—সেই হেতু, যাতি—লাভ করেন, পরাম্—পরম, গতিম্—গতি।

বাঙ্গালা পদ্য

সকলের মধ্যে সম আছেন ঈশ্বর।
দেখিয়া সমর্থ হয় সেই অতঃপর॥
যে আত্মাকে অবসাদ কভু নাহি করে।
কৃপাবশে সে বুদ্ধি জন্ম ধরে॥

অনুবাদ

যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কখনও আত্মার দ্বারা নিজেকে অবসাদিত করেন না। এজন্যই তিনি পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জীবাত্মা যখন জড়-জাগতিক অবিদ্যা বশতঃ নিজে আর ঈশ্বর অভিন্ন এমন মিথ্যা অহঙ্কার লাভ করে। কিন্তু সেই সময় বুঝতে পারে যে, পরমেশ্বর ভগবান ঈশ্বর পরমাত্মা রূপে সর্বজীবের মধ্যে বিরাজিত, অর্থাৎ সেই সময় অবিদ্যার পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, তখন আর তিনি নিজেকে ভগবান নিজে মনে করেন না এবং তাই তিনি তখন ধীরে ধীরে ঈশ্বর ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এর সাধারণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক জিজ্ঞাসাগুলি অবশ্য থাকে, কিন্তু সেই সব তখন অনুকূলী হয়, তখন পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ৩০

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ৩০॥

প্রকৃত্যা—জড়া প্রকৃতির দ্বারা, এব—অবশ্যই, চ—ও, কর্মাণি—কর্মসমূহ, ক্রিয়মাণানি—নিষ্পন্ন, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে, যঃ—যিনি, পশ্যতি—দর্শন করেন,

তথা—এবং, আত্মানম্—আত্মাকে, অকর্তারম্—অকর্তা, সঃ—তিনি, পশ্যতি—যথাযথভাবে দর্শন করেন।

বাঙ্গালা পদ্য

প্রকৃতি প্রভাব সেই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা।
প্রকৃতিই করে কর্ম জীবের সে সারা॥
কিন্তু আত্মবত্ত জীব কিছু নাহি করে।
যাঁহার দর্শন সেই সে দেখিতে পারে॥

অনুবাদ

যিনি দর্শন করেন যে, দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আত্মা প্রকৃত অকর্তা, তিনিই যথাযথভাবে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং দেহের মাধ্যমে জীব যে সমস্ত কার্যকলাপ করে, সেগুলি যে নিজে করে না। সূর্য যখন পূর্বাকাশে উদয় হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত জীব যেমন অনুভবে দেখতে পায় যে, তারা কাজ করছে। আসলে কিন্তু সবকিছু এই সময় ঐহিক কার্যকলাপের উর্ধ্বে। পরমেশ্বর ভগবানের অনুভবে আর দেখতে পাওয়া যায়। আত্মা-দর্শন প্রক্রিয়ায় যেমন আর জীব আর জড় দেহ আত্মা হয়, তার দ্বারা যে কর্ম করে। বস্তুত আত্মা হচ্ছে যে, সেগুলি হচ্ছে একটি বস্তু, যা জীবের মধ্যেকার প্রক্রিয়ায় করবার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ আত্মা পূর্ণ যোগ করবার জন্য জীব নিজে প্রকৃত পারমার্থিপূর্ণ আত্মায় পরিণত হয়। কিন্তু জীবের এই বিস্মৃতি যখন বিদূরিত হয়, তখন সে আর দেহের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে পৃথকভাবে দর্শন করে। এই প্রক্রিয়াকে যোগ বলে, তিনি হচ্ছেন যোগের প্রতি।

শ্লোক ৩১

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১॥

যদা—যখন, ভূত—জীবসমূহ, পৃথগ্ভাবম্—পৃথক স্থিতি, একস্থম্—একটি

প্রকৃতিতে অবস্থিত, অনুশেতে—শয়ন করেন, ইতর জন—যা থেকে, ই—স্ত্রী, নিষ্ঠাম্—নিবাস, ব্রহ্ম—ব্রহ্মজ্ঞান, সম্পদ্যতে—লাভ করেন, তদা—তখন।

বাংলা পদ্য

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে যেজন একত্ব দর্শন।
অবিভক্তের পৃথক ভাব সমর্থ যে জন ॥
সৃষ্টি স্থিতি বিস্তার যেই যেথা জানেন।
সমর্থ সে জন সৃষ্টি ব্রহ্ম সম্পদনে ॥

অনুবাদ

যখন বিবেকী পুরুষ জীবসমূহের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে একই প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং একই প্রকৃতি থেকেই তাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যেই ব্যক্তি দর্শন করতে পারেন যে, জীব তার বাসনা অনুযায়ী বিভিন্ন দেহ ধারণ করে আছে এবং আবার সেগুলি থেকে তার যে পৃথক, তখনই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের দর্শন করেন। তার-অনুযায়ী জীবেরা অনেক যেমন, কেউ দেবতা, কেউ মানুষ, কেউ পশু, কেউ পাখি ইত্যাদি। কিন্তু এটি হচ্ছে তার দর্শন—অবস্থার দর্শন নয়। জীবন সম্পর্কে তার বাসনার কারণেই এই তার বিভিন্ন অস্তিত্বের হয়। তার দেহের বিনাশ হলে তারা নষ্ট, তারা একই থাকে। তারা প্রকৃতির অন্তর্গত অবস্থান করে, তারা নানা প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। যেই জন তা দর্শন করতে পারেন, তখন তিনি বিজ্ঞানী হতে হন। একজনেই মানুষ, পশু, পক্ষী, যেটি যখনি পাওয়ার যোগ্য হয়ে তার প্রকৃত জ্ঞান পরিবর্তন হয় এবং তিনি তখন তার চিন্তায় অবস্থান করেন। তিনি সমস্ত প্রকারের সম্পদ। তখন তিনি বিজ্ঞানের সব কিছু দর্শন করেন, তা আমাদের জ্ঞানের দর্শন করা হয়।

শ্লোক ৩৪

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অনাদিত্বাৎ—অনাদির হেতু, নির্গুণত্বাৎ—নির্গুণের হেতু, পরম—পরম প্রকৃতির অধীন, আত্মা—আত্মা, অয়ম্—এই, অব্যয়ঃ—অব্যয়, শরীরস্থঃ অপি—শরীরে থেকেও, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, ন করোতি—কিছুই করে না, ন লিপ্যতে—লিপ্ত হয় না।

বাংলা পদ্য

ব্রহ্মজ্ঞানী জীব নিত্য শরীর অবস্থ।
নির্গুণ অনাদি তত্ত্ব নির্লিপ্ত যে হয় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থিত জীব যখন দর্শন করেন যে, আত্মা এই আত্মা অনাদি, নির্গুণ ও তাত্ত্বিক অধীন। হে কৌন্তেয়! তার দেহে অবস্থান করেও আত্মা কোন কিছু করে না এবং কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

তার দেহের তার অবস্থার কারণে মনে হয় যেন জীবের তার হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব শাশ্বত, অবিকল, তার কখন হয় না এবং তার দেহে স্থিত থাকেন যে পরমাত্মা ও শাশ্বত। তাঁরই, তার কখনো বিনাশ হয় না। বিজ্ঞানের যে স্তরে অবস্থান। যে নিজে কোনো কখন তার কারণে লিপ্ত হয় না, তাঁরই তার শরীরের সম্পূর্ণ অবস্থান কালে যে পরম কার্য সম্পাদিত হয়, তা তাকে আবদ্ধ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৫

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৫ ॥

যথা—যেমন, সর্বগতম্—সর্বত্রগত, সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্মতার হেতু, আকাশম্—আকাশ, ন—না, উপলিপ্যতে—লিপ্ত হয়, সর্বত্র—সর্বত্র, অবস্থিতঃ—অবস্থিত, দেহে—শরীরে, তথা—তেমন, আত্মা—আত্মা, ন—না, উপলিপ্যতে—লিপ্ত হয়।

বাংলা পদ্য

যেমন সর্বগত যেহেতু, সূক্ষ্ম তার অনুপম,
সর্বত্র অবস্থান বিভুর ॥

তথাপি সে নিত্য নহে, নিজের স্বরূপ নহে,
সেইজন্য আত্ম বিলয়ন ॥
সর্বত্র ব্যাপিয়া থেকে, কূটস্থ পূরক হয়ে,
মহাভূতে নহে, সে বিলীন ।
তথা ব্রহ্মাত্মক জীব, আত্মরূপে হয়ে শিব,
দেহধর্মে নিত্য নহি, জ্ঞান ॥

অনুবাদ

আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও সূক্ষ্মতা হেতু কখনও বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেমনই ব্রহ্ম বর্ণাশ্রম-বিশিষ্ট জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হয়েও দেহধর্মে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

জল, পারদ, মিষ্ট আদি যত নিম্নগামী বস্তু আছে, কিন্তু তা হলেও কোন নিম্নগ স্থানে বস্তু বিলীন হয় না। সেমনই, জীবাত্মা যদিও এবং সমস্ত শরীরে অবস্থান করে, অথচ তবু সূক্ষ্ম তেজস্বিতা প্রভাবে সে কখনও লিপ্ত থেকে পৃথক থাকে। অর্থাৎ, জীবাত্মা যে কিভাবে এই শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই শরীরের বিনাশের পর সে যে কিভাবে এই শরীর থেকে চলে যায়, তা কেবল বস্তু দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কেবল বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেউই তা বিশ্লেষণ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

যথা—যেমন, প্রকাশয়তি—প্রকাশ করে, একঃ—এক, কৃৎস্নম্—সমগ্র, লোকম্—জগতকে, ইমম্—এই, রবিঃ—সূর্য, ক্ষেত্রম্—এই দেহকে, ক্ষেত্রী—আত্মা, তথা—সেই প্রকার, কৃৎস্নম্—সমগ্র, প্রকাশয়তি—প্রকাশ করে, ভারত—হে ভারত।

বঙ্গানুবাদ

সূর্য যথা প্রকাশয়ে অখিল ভুবন ।
এক দেহে একা থাকি সত্যটি সনাতন ॥

হে ভারত ক্ষেত্রীজন ক্ষেত্রটি প্রকাশয় ।
একা একস্থানে থাকি ক্ষেত্র ক্ষেত্রময় ॥

অনুবাদ

হে ভারত! একই সূর্য যেমন সমগ্র জগতকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার ক্ষেত্রী আত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

[illegible] সমস্ত বিশ্বকে [illegible] করে থাকে। একমাত্র [illegible] সূর্য ও সূর্যকিরণ [illegible] হয়েছে। সূর্য যেমন এক [illegible], কিন্তু তার কিরণ [illegible] জগতকে আলোকিত করে, তেমনই সমস্তজন জীবাত্মা বলিত শরীরের মধ্যে অবস্থিত, কারণ তেজস্বিতা দ্বারা সে সমস্ত শরীরকে আলোকিত করে। একারণেই [illegible] বলেছেন পরী যে, সূর্যকিরণ না থাকলে যেমন সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনই চেতনা হচ্ছে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। যেহেতু দেখা যায়, জগৎ [illegible] শরীর যুক্ত চেতনা থাকে, কিন্তু যেই মুহূর্তে আত্মা [illegible] হয়, তখন আর চেতনা থাকে না। সে কেবল [illegible] এই শরীরটি [illegible] করতে পারে। [illegible], তাই শরীরটি [illegible] হয় না। [illegible] হচ্ছে জীবাত্মার লক্ষণ। জীবের চেতনা বলিত শরীর [illegible] হচ্ছে [illegible] এবং, [illegible] তা পারে না। কারণ একটি [illegible] চেতনা [illegible] কখনও হতে পারে না। কিন্তু জীবের সন্তানের যে শরীরটি জীবের [illegible] নিজের [illegible], তিনি [illegible] শরীর [illegible] পারেন। [illegible] হচ্ছে [illegible] ও [illegible] [illegible]।

শ্লোক ৩৫

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ক্ষেত্র—দেহ, ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ—ক্ষেত্রজ্ঞের, এবম্—এভাবে, অন্তরম্—পার্থক্য, জ্ঞানচক্ষুষা—জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা, ভূত—জীবের, প্রকৃতি—জড়া প্রকৃতি থেকে, মোক্ষম্—মুক্তি, চ—এবং, যে—যারা, বিদুঃ—জানেন, যান্তি—লাভ করে, তে—তারা, পরম্—পরম পদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীহরির গান

ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞান হবে।
যেখানে শক্তি হয় সে আহার পাবে ॥
এক ক্ষেত্রজ্ঞ সে জীব অন্য পরমাত্মা।
উভয়ের ক্ষেত্রে বাস ক্ষেত্র বিশেষাত্মা ॥
আর যোগ অনাদিই প্রকৃতি হইতে।
সুখে বাস পরমেশের জড় দেহ আছে ॥

অনুবাদ

যিনি একাগ্রচিত্ত ভক্তিযুক্ত হয়ে দেহ ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানেন এবং জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবসত্তার মুক্ত হওয়ার পন্থা জানেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে আলোচনা করবার মূল কথা হচ্ছে যে, দেহ (শরীর), দেহজ্ঞ (শরীরের অধিপতি) ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য সম্যকরূপে অবগত হওয়া উচিত। অধিক, দেহের বন্ধন থেকে জীবের মুক্তি লাভের পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অবশেষে পরম পরমেশ্বরের দিকে আমাদের ফিরে যাবার কথা বলা হয়েছে।

যে মানুষের জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তিনি সর্ব প্রথমে অনুধাবন করবেন কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং একাগ্রচিত্তে তিনি তিনি নিজেকে পরম করবেন। যদি কোনো অনুভবের উপলব্ধির জন্য লাভ করেন, তা হলে তিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করবার সমর্থ হন এবং সেটিই হচ্ছে তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধির পথে প্রথমোক্তির উপায়। অতঃপর তিনি নিজেকে নানা রকম অনুশীলন করে জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নিয়ম পথ পাবেন। যেমন, অনন্তশয়ীতে আসক্ত থেকেছে নাই, জীবকে অনুধাবন জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

এই দেহ যে জড় পদার্থ তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়, এটিকে বিভিন্ন জড় দিয়ে তার বিশ্লেষণ করা যায়। দেহ হচ্ছে জড় মূল উপাদান। তার সূক্ষ্ম উপাদান হচ্ছে মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া। এই সমস্ত কিছুর পারম্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে জীবসত্তার লক্ষণ। কিন্তু এখানে উল্লেখ করবার আছে যে পরমাত্মা। আত্মা ও পরমাত্মা হচ্ছেন গুণগত। জড় জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে আত্মা ও প্রকৃতির সংযোগে।

অধ্যায়ের শেষে। তিনি আত্মা ও জড় উপাদানের সমন্বয়ের দ্বারা জগতের ক্রমবিকাশে উপলব্ধি করতে পারেন এবং পরমাত্মার অবস্থান লক্ষ্য করতে পারেন, তিনি দিব্য-জগতে নিজে গমনের যোগ্যতা অর্জন করেন। অবশেষে পরিণামরূপে আত্মোপলব্ধি ও উপলব্ধি লাভের নিমিত্ত এবং অবশেষে উচিত অধ্যয়ন পূর্বক জ্ঞানের এই অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গরূপে উপলব্ধি করা।

অভিপ্রেতার্থ করে শ্রীহরির গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণলাভ প্রাণ ॥

ইতি—'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অভিপ্রেতার্থ সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বলিলেন, পরম্—অতিশয়, ভূয়ঃ—পুনরায়, প্রবক্ষ্যামি—বলিব, জ্ঞানানাম্—সকল জ্ঞানের মধ্যে, জ্ঞানম্—জ্ঞান, উত্তমম্—শ্রেষ্ঠ, যৎ—যা, জ্ঞাত্বা—জেনে, মুনয়ঃ—মুনিগণ, সর্বে—সকলে, পরাম্—পরম, সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, ইতঃ—এই জগৎ থেকে, গতাঃ—লাভ করেছিলেন।

শ্রীহরি বলে
শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আবার পরম জ্ঞান বলিব তোমারে ।
জ্ঞানেতে যত আছে উত্তম সবারে ॥
যে জ্ঞানেতে মুনি জ্ঞানী হইয়া অর্থব ।
পূর্ব ইতিহাস ছিল সিদ্ধি পরাভব ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—পুত্রগণ! আমি তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন জেনে আমার স্থান সম্বন্ধে বলছি, যা জেনে মুনিগণ এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

সংসার অবস্থায় থেকে যারা সত্য-জ্ঞান অন্বেষণ করছেন তাঁদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। এখানে জানানো হয়েছে যে, অন্তিমে ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জানার জন্য যারা যত্নশীল হয়েছেন। বাস্তবিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেটি যদি এই অধ্যায়ের প্রথমে হিরণ্যাক্ষ পড়তে পারেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে হিরণ্যাক্ষ সম্বন্ধে সক্ষম হবেন। এখানে বলা হয়েছে যে, জিজ্ঞাসুদের জন্য যাতে তাদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। আরও বিশেষ বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গ করে জীবাত্মা জড় জগতের সঙ্গে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এখন এই অধ্যায়ে ভগবান বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতির সেই গুণগুলি কি, যারা কিভাবে ক্রিয়া করে, তারা কিভাবে জীবাত্মা সঙ্গে আসক্ত করে এবং কিভাবে তারা মুক্তি লাভ করে। এই অধ্যায়ে সমস্ত জ্ঞানের পুস্তিকাটি সমস্ত অধ্যায়ের সারের জন্য জ্ঞান থেকে শেষ যারা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যোগদান করেছেন। এই জ্ঞান ভিন্নবাদি বৈষ্ণব আচার্যের বা অবৈধ সিদ্ধি লাভ করে জড়-জগতের ভোগে আসক্তিতে। ভগবান এখন সেই জ্ঞানটি তাদের আলোচনার বিষয় করে দেখাচ্ছেন। অধ্যায়ে যে সমস্ত জ্ঞানের পন্থা তিনি এ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন, তা থেকে এই জ্ঞান অত্যন্ত অধিক উচ্চ এবং এই জ্ঞান লাভ করে অবৈধবাদী সিদ্ধি লাভ করেছেন। তুলনায় আলোচনা করা হয় যে, এই অনুপম অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানলাভ ভিন্নবাদি করতে পারলে অনুত্তর পুরুষার্থ লাভ হতে পারবে।

শ্লোক ২

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

ইদম্—এই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **উপাশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **মম**—আমার; **সাধর্ম্যম্**—একই প্রকৃতি; **আগতাঃ**—লাভ করে; **সর্গে অপি**—সৃষ্টিকালেও; **ন**—

না; **উপজায়ন্তে**—জন্মগ্রহণ করে; **প্রলয়ে**—প্রলয় কালে; **ন**—না; **ব্যথন্তি**—বিচলিত হয়; **চ**—ও।

বীরাঘব গান

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া নির্গুণ আচারেতে ।
অবস্থিত হয় লোক নির্গুণ আকারে ॥
আহার না হয় জন্ম পুনঃ সৃষ্টির সময় ।
কিংবা দুঃখ নাহি তার প্রলয় সময় ॥

অনুবাদ

এই জ্ঞান আশ্রয় করলে জীব তাদের পদ্ম প্রকৃতি লাভ করে। তখন আর সে সৃষ্টির সময়ে জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়কালেও বিচলিত হয় না।

তাৎপর্য

পুস্তিকার শিক্ষাদান লাভ করতে পারলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা যায়। কিন্তু এই যদি জীবাত্মা তাদের জন্য এই অধিকারের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, মুক্ত জীবাত্মারা যারা নিরন্তর চিন্ময়লোকে নিত্য লোকে, তাঁরা অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের অধিকারের সেবায় নিযুক্ত হয়ে তাঁর জীবাত্মা-জন্মে বর্ণনা করেন। সুতরাং, মুক্তির পরেও ভগবানের তাঁদের অধিকারের পন্থা হারিয়ে ফেলেন না।

অবশ্যই, এই জন্য যারাই আশ্রয় যে জ্ঞান অবলম্বন করি, তা জড় জগতের চিন্তাই অনুপ্রাণিত। কিন্তু যে জ্ঞান প্রকৃতির চিন্তাই অনুপ্রাণিত নয়, তাকে বলা হয় নিরাকার। সেটি বলা যেটি নিরাকারের অধিকারে হয়, তিনি ভগবান পরমেশ্বর ভগবানের অন্তর্ভুক্ত হয়। নিরাকার অবস্থায় যাকে বলা হয় সেটি, তাকে মনে করা যে, জড় জগতের থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্তির অবস্থায় থেকে মুক্ত হওয়ার পরে নিজের সঙ্গে পরম পরমেশ্বরের নিরাকার হয়ে পড়ে। কিন্তু অনুকূলভাবে নিজ-ভগবান জড় জগতের কাজে নিযুক্তে পরিপূর্ণ। যারা এই মনোভাব থাকে, তাদেরই মনে করা যে, নিজের অধিকার জড় নিয়োগের নিজ নিয়োগ। কিন্তু অনুকূলভাবে নিজের জ্ঞানের-কাজে প্রয়োগে অবস্থায় জীব তার নিজের জন্য জড় হয়। যেমনের মতো সমস্ত আনন্দময় হয়ে ওঠে নিজের। এই নিজের অবস্থায় লাভ হয়

অক্ষরীভূত। ত্রি-জগতের পরিবেশ সম্বন্ধে বলা হয় যে, তা সমস্ত সদ্গুণযুক্ত এবং সেখানে সমস্তই উপলব্ধিময়ে পরিপূর্ণ অবস্থায় অবস্থিতিযুক্ত। এই প্রকার জ্ঞান আহরণ করতে হলে অবশ্যই নিম্ন জগতটিতে নিযুক্তিত হতে হবে। একমাত্রই তিনি যিনি নিম্ন জগতটির বিকাশ সম্ভব করেন, তিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি সম্ভব নিজে কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ৩

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

মম—আমার, যোনিঃ—গর্ভধারণের স্থান, মহৎ—পরম, ব্রহ্ম—জড়, ব্রহ্ম, তস্মিন্—তাতে, গর্ভম্—সৃষ্টির বীজ, দধামি—অর্পণ করি, অহম্—আমি, সম্ভবঃ—উৎপত্তি, সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবের, ততঃ—তা থেকে, ভবতি—হয়, ভারত—হে ভারত।

জীবের স্থান

জগতের মাতৃযোনি জড়া মহৎ-ব্রহ্ম ।
সেই ব্রহ্মে গর্ভাধান করি হে অহম্ ॥
হে ভারত তাহে জন্মে সর্বভূত যত ।
জগতের ভূত সৃষ্টি হয় সেই হত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! প্রকৃতি সমস্ত ব্রহ্ম আমার যোনিস্বরূপ এবং সেই ব্রহ্মে আমি গর্ভাধান করি, যার ফলে সমস্ত জীবের জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জড় জগৎ সম্বন্ধে একটি ধারণা হচ্ছে—ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তু যা ভোগ করে, আমাদের সমস্তের সংগঠন এবং বিভু পরিবেশ। জড়া প্রকৃতি ও জীবাত্মার সমন্বয়ে জগতটির উদ্ভব প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়। মহৎ-তত্ত্বটি হচ্ছে পরম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ, এবং যেহেতু জড় জগতের মূল উপাদান হচ্ছে প্রকৃতির তিনটি গুণ, তাই তাকে জগতের কারণরূপ ব্রহ্ম বলা হয়। পরোক্ষভাবে জগতের মহৎ-তত্ত্বকে পরাপ্রকৃতি বলেও

গণ্য, তাই বলে জগতের প্রকাশেও প্রধান হয়। বৈদিক শাস্ত্রে (কৃষ্ণ উপনিষদ ১/১/৯) এই মহৎ-তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে—কারণার্ণব্ ব্রহ্ম এবোদপাদ্যত ॥ জড়বাদে পরম পুরুষ সেই ব্রহ্মের পূর্বে জীবাত্মাসমূহকে সৃষ্টিরূপে করেন। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু আদি ইন্দ্রিয়টি উপাদানের সব কয়টি হচ্ছে মহৎ ব্রহ্ম থেকে জড়া প্রকৃতি। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, এই জড়া প্রকৃতির বিভেদ হয়েছে পরা প্রকৃতি বা জীবাত্মা। পরম পুরুষ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে জড়া প্রকৃতিতে পরা প্রকৃতি নিহিত হয়েছে এবং তাই এই জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে।

জীবপ্রকৃতিই প্রকৃতির বাকার দিক পাচ্ছে, তাই আমরা সমস্ত জন্ম হয় যে, প্রাণ থেকে জীবপ্রকৃতিরই জন্ম হয়। কিন্তু প্রাণ থেকে কখনই জীবপ্রকৃতিরই জন্ম হয় না। প্রকৃতপক্ষে যা নিজ সেই চিন্ময়ত্ব পেয়েছিল। তেমনই, জড়া প্রকৃতি জীবের কারণের কারণ নয়। পরম পুরুষ ভগবান জীব প্রদান করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন জড়া প্রকৃতি থেকে সমস্ত জীব উদ্ভূত হন। একমাত্রই প্রতিটি জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি বিভিন্ন দেহ লাভ করে, যাতে তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সেই জীব পুনঃ অবস্থার সুযোগ ভোগ করতে পারে। এই জড় জগতে সমস্ত জীবের চলাফেরা করার ব্যবস্থা আছে।

শ্লোক ৪

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

সর্বযোনিষু—সকল যোনিতে, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, মূর্তয়ঃ—মূর্তিসমূহ, সম্ভবন্তি—উৎপন্ন হয়, যাঃ—যে সমস্ত, তাসাম্—তাদের সকলের, ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, মহৎ যোনিঃ—মহৎ-তত্ত্বরূপী যোনি, অহম্—আমি, বীজপ্রদঃ—বীজ প্রদানকারী, পিতা—পিতা।

বীজের দান

অতএব সর্বযোনি যত মূর্তি ধরে ।
হে কৌন্তেয় জান তারা আমার আধারে ॥
ব্রহ্ম মহত্তত্ত্ব হয় সবার জননী ।
আমি বীজপ্রদ পিতা জগৎ পরমী ॥

অনুবাদ

যে জীবেরা। লক্ষণ যেমনিক যে সত্ত্ব মূর্তি প্রকাশিত হয়, প্রকাশী যেমিত, তাহার জননী-স্বরূপ এবং, তাহি তাহের নিজ জ্ঞানশক্তি নিজা।

ভাবার্থ

এই শ্লোকে স্পষ্টিভাবে আরো বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পিতা। জীব হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তি ও পরা প্রকৃতির সমন্বয়। এই পরমেশ্বর জীব কেবল এই জড়াই সৃষ্টি হয় না, অধিকন্তু তাতে, এমন কি অধিক প্রকাশরূপের জীব আছে। জীবেরা সংখ্যায় অগণিত হয়েছে। অগণিত জীব আছেন, এমন কি তাদের এমন অবস্থানের জীব আছেন। এই সমস্ত তত্ত্বের সন্ধান হয়েছে, তার পরে বলা হচ্ছে যে, মায়াজননী তাঁর প্রকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রকাশ করেছেন। এর পরিণামে হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে জীবসমূহের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্কিত করা হয় এবং প্রকৃতির মধ্যের তাঁরা বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব, রজঃ—রজ, তমঃ—তম, ইতি—এই, গুণাঃ—গুণসমূহ, প্রকৃতি—মায়া প্রকৃতি, সম্ভবাঃ—জাত, নিবধ্নন্তি—আবদ্ধ করে, মহাবাহো—হে মহাবীর, দেহে—এই শরীরে, দেহিনম্—জীবকে, অব্যয়ম্—নিত্য।

জীবের স্থান

সত্ত্ব, রজঃ, তম, গুণ প্রকৃতিসম্ভব।
নিত্যদেহে বদ্ধ জীব হয়ে যায় সব ॥
এই দেহ যে বন্ধন নিত্যই আকার।
জীব অব্যয় সে বদ্ধ যে প্রকার ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো। মায়া প্রকৃতি থেকে জাত সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ এই দেহের মধ্যে অবস্থিত অমর জীবকে আবদ্ধ করে।

ভাবার্থ

জীবাত্মা যেহেতু নিত্য, তাই তারা প্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ সম্পর্ক এই। কিন্তু সমস্ত জড় জগতের সঙ্গে তাদের হয়ে পড়ার কারণে যে তারা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত হয়ে বদ্ধ থাকে। জীব যেহেতু তাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, তাই তাদের সেই প্রকৃতি অনুসারে তার সেই কর্ম করতে বাধ্য হয়। তারা প্রকৃত সুখ ও দুঃখের সেটিই হচ্ছে কারণ।

শ্লোক ৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৫ ॥

তত্র—সেই, গুণসমূহের মধ্যে, সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ, নির্মলত্বাৎ—অতি মাত্রায় পবিত্রতার নিজের স্বভাবের জন্য, প্রকাশকম্—প্রকাশকারী, অনাময়ম্—পাপশূন্য, সুখ—সুখ, সঙ্গেন—সঙ্গের দ্বারা, বধ্নাতি—আবদ্ধ করে, জ্ঞান—জ্ঞান, সঙ্গেন—সঙ্গের দ্বারা, চ—ও, অনঘ—হে নিষ্পাপ।

জীবের স্থান

তার মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল আধার।
পাপশূন্য প্রকাশক তাই সে আত্মার ॥
জ্ঞানকর্তা করি সত্ত্বে বন্ধন তাহার।
সেই শুদ্ধ সত্ত্ব মাঝে সেই চমৎকার ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নিজের স্বভাবের কারণে প্রকাশকারী ও পাপশূন্য এবং সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গের দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

ভাবার্থ

সত্ত্ব প্রকৃতির সঙ্গের কারণে জীব নানা রকমের। তার মধ্যে কেউ সুখী, কেউ আবার দুঃখ কষ্টকর এবং কেউ আবার কলুষিত। প্রকৃতিতে জীবেরা পাপ-পুণ্যের কারণে হচ্ছে এই সমস্ত কর্মফল অভিজ্ঞতাধীন। তারা যে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবদ্ধ হয়, তা ভগবদ্গীতায় এই অধ্যায়ে বর্ণিত করা হয়েছে। সত্ত্বগুণী হচ্ছে

পড়েছেন। তাঁর জন্মের পরপরেই নিজের সন্তানের পালনের দায়িত্ব হচ্ছে যে, তিনি যদি তাদের হাতে তাঁদেরকে জীবনের থেকে বঞ্চিত করেন। যে মনুষ্য পরিবারে, তিনি তাঁর জন্মদাতার দুঃখকষ্ট হাত কখনো সমর্থিত হন না এবং তিনি তাঁর-জননীর জন্য অবশ্য করতে উন্মুখ। এই স্থানের মনুষ্য হচ্ছেন 'ব্রাহ্মণ', যাঁর পরিবারে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। এই ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরুষের কারণ হচ্ছে, পরিবারে অধিষ্ঠিত জীব সমাজের পাপকর্ম থেকে অনেকটা মুক্ত থাকেন। অন্যদিকে, তিনি শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরিবারের ধর্ম হচ্ছে জিনের জন্ম এবং অধিকার পুনঃপুনঃ।

এখানে অনুমিত হচ্ছে এই যে, জীব যখন পরিবারে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সেখানের হয়ে যান পরম যে, তিনি খুব জানী এবং অজ্ঞানের থেকে এবং এজন্যই তিনি তাঁর জন্মদাতার পরিবারে বাধ্য হয়ে পড়েন। সেই পরিবার পরিবারের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। তাঁরা নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা এবং সেজন্যে তাঁরা সমাজের জীবনের জীবনধারণের জন্য চিন্তা করে থেকেন, যদি তাঁরা এবং পরিবার তাঁর পুনঃ অনুমান পারেন। তাঁর জীবনের এই চিন্তা পুনঃপুনঃ জীবনের জন্য প্রতিটির পরিবারের পরিবার আবার করে থেকেন। সেই যেহেতু, জীবন পরিবারে ধর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরিবারে পরিবার এবংবারে ধর্ম করার নিজে জীবনের অবলম্বন পাবেন, তখনকার জীবনের প্রতিটির দুঃখকষ্ট থেকে একটি তাঁর দেখা পাবেন বলেছেন হয়। যদি, পুনঃ পরিবার করে নিজ-জননীর প্রতিপালন করবার জন্যে পরিবারটি জীবনের সেই। তাঁরা হচ্ছেন শিক্ষিত, বিদ্বান ও জ্ঞানী হয়ে বিদ্যার সম্পদের পাবেন, তবু জন্ম-পুনঃপুনঃ প্রজন্মের বন্ধনে জীবনের বাসনার অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা অনুমিত থেকেই অবশ্যই হয়ে জীবন বাঁচে করেন যে, সেই পরিবারের জীবনধারণ পুনঃপুনঃ।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মা প্রসাদ্যেনং বিধি পুত্রানুকম্পয়া ।
ভবিষ্যতি চৌরেণ্ড কর্মবন্ধেন তেদিনম্ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মাকে, **প্রসাদ্যেনম্**—তাঁকে অবশ্য অনুগ্রহকরে, **বিধি**—বিধানে, **পুত্র**—সন্তানের, **শক্ত**—শক্তিশালী জননীর, **অনুকম্পয়া**—উদ্দেশ্যে, **যদি**—যদি, **ভবিষ্যতি**—অবশ্য হবে, **চৌরেণ্ড**—যে কুলীনপুত্র, **কর্মবন্ধেন**—সমাজ কর্মের অধিকারের দ্বারা, **তেদিনম্**—জীবনে।

জীবের গান

ব্রহ্মাপ্রসন্ন কৃপাবশে পুত্র জোর হয় ।
আজীবন কর্ম করি করে হায় হায় ॥
কর্ম করে কত পরে বন্ধ হাতে হয় ।
অসম্ভব কর্ম চেষ্টা সুখে দুঃখে হায় ॥

অনুবাদ

যে জীবের। ব্রহ্মাকে অনুগ্রহকরে এবং তা কৃষ্ণ ও আমাদি থেকে উৎপন্ন জন্ম হওয়ার এবং যেই ব্রহ্মাকেই জীবের সমাজ কর্মের অধিকারের দ্বারা আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকেই বিধিই হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। পুরুষের প্রতি স্ত্রী আকৃষ্ট হয় এবং স্ত্রীর প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয়। তাদের জন্ম হয় ব্রহ্মাকেই। মনুষ্যের মধ্যে যখন ব্রহ্মাকেই জীবের হয়, তখন তার জননীর পুনঃপ্রাপ্তি আবশ্যক বৃদ্ধি পায়। সে তখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য ব্রহ্মাকেই অধিষ্ঠিত মনুষ্য সমাজে বসবাস করতেই প্রতিটি পরিবার করে এবং স্ত্রী-পুত্র-পুত্র অধিষ্ঠিত একটি সুখী পরিবার বানাতে করে। এরপরে হচ্ছে ব্রহ্মাকেই প্রভাব। মনুষ্য তখন এই সব আবশ্যকতা করে, তখন তাকে কর্মের পরিবর্তন করতে হয়। তাই এখানে পরীক্ষিতকে বলা হয়েছে যে, মনুষ্য তার কর্মবিকাশের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে এই বন্ধনের পরিবার আবদ্ধ হয়। তার স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারের সন্তুষ্টি করার জন্য এবং তার সম্পদ বজায় রাখার জন্য তাকে কর্মের পরিবর্তন করতে হয়। সুতরাং, সমাজ তার কর্ম প্রণালীই তার ব্রহ্মাকেই অধিষ্ঠিত। আধুনিক সমাজেরই ব্রহ্মাকেই পরিবেশেরই জীবের পালন করা হয়। পুরাকালে সমাজের পরিবেশেরই জীবিত তার নির্ণয় করা হয়। জীবন সমাজের অধিষ্ঠিত, যাঁরাই যদি মুক্তি লাভ করতে না পারেন, তা হলে তারা ব্রহ্মাকেই বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের কি আশা?

শ্লোক ৮

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি বিধি যোজনা সর্বদেহিনাম্ ।
প্রসঙ্গস্তদপিত্রাদিষ্বিষ্টিষ্বিষ্টাপি তাদৃশ ॥ ৮ ॥

জ্ঞান—জ্ঞানযোগ, তু—কিন্তু, অভিজ্ঞানম্—অভিজ্ঞতার, বিধি—বাধ্যতা, যোগেন—যোগসাধনী, অবিচলিতম্—পরম স্থিতিতে, প্রকাশ—প্রকাশ, আলস্য—আলস্য, নিদ্রাভি—নিদ্রা দ্বারা, চ—বা, নিবধ্নাতি—আবদ্ধ করে, তামস—যে তামস।

গীতার গান

জ্ঞান যে অভিজ্ঞতাকল নিষ্ঠা বন্ধন।
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা তামস যোজন ॥

অনুবাদ

যে তামস। অভিজ্ঞতার অভাবেতাকে সত্ত্ব ঈশ্বরে যোগসাধনী বলে জানবে। যেটি অজ্ঞানতা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সত্ত্বের তু শব্দটির তাৎপর্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে যে, অজ্ঞানতা যোগসাধনী অভিজ্ঞতা যদি অনুকূল একটি হয়। এই অজ্ঞানতা হচ্ছে সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্ত্বগুণে জ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা জানতে পারা যায় যোগ্যটি কি, কিন্তু অজ্ঞানতা হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। অজ্ঞানতার দ্বারা আবদ্ধ ব্যক্তিটি চিন্তায় এবং যে চিন্তায় যে বুঝতে পারে না যোগ্যটি কি। তিনিই পরম কারণ পরিণামে যে অধঃপতিত হয়। তিনিই পাশুবে অজ্ঞানতার পর্যায় করে দেয়া যাচ্ছে, মহাপাপাত্মাজ্ঞানপ্রকাশক নিদ্রাবিজ্ঞানপ্রকাশক প্রমাদ—অজ্ঞানতার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়লে বন্ধন অবশ্য নিশ্চিত করতে পারা যায় না। যেমন অজ্ঞানী ব্যক্তি যে, তার নিজের দ্বারা যেকোন একটা ঘটি যেন একটিকে ছাড়া যাচ্ছে, কারণ অনুকূল অজ্ঞানীর। তার পরিবার বন্ধুর-পরিচিতের একটিকে মারা যাচ্ছে। পুরুষ পরিবারটি খুবই অজ্ঞানীর। কিন্তু অনুকূল অনুকূল তার অজ্ঞানতা আবরণের উদ্দেশ্য করে ঈশ্বরের দ্বারা কি-রাত কাটের পরিবার করে পাপ-অপাপ বন্ধন করে যাচ্ছে। এটিই হচ্ছে ঈশ্বরের। তাদের এই ঈশ্বরের কাছে তার পাপাচারিত ঈশ্বরটি পাপাচার রচি অবস্থা নিম্নগুণ। এই পাপের অনুকূল অজ্ঞানতা পাপ। পাপাচারিত জ্ঞান পাপের জন্য দিকে তাদের পাপুকূল করতে অনুকূল করা হয়, কখন তারা তাদের পুত্র একটি ঈশ্বরটি হয় না। তারা এমন কি তাদের দ্বারা পরিবারের অনুকূলের মধ্যের ভ্রান্তি পরিচয় করা। একজনটি অজ্ঞানতার দ্বারা আবদ্ধ অনুকূলের যার একটি লক্ষণ হচ্ছে যে, তারা অধিটি অজ্ঞানতা তার চেয়ে বেশি খুবই। তার অটি খুবই পাপটি, কিন্তু অজ্ঞানতার আবদ্ধ যে অনুকূল, যে জন্য করে জন্ম থেকে পাপের দৃষ্টি খুবই।

এই পাপের অনুকূল পর্যায়টি নিশ্চয়ই হচ্ছে পাপের জন্য দ্বারা অজ্ঞানতার ও নিজের প্রতি পাপের আবদ্ধ। একটি হচ্ছে অজ্ঞানতার দ্বারা আবদ্ধ অনুকূলের লক্ষণ।

শ্লোক ১৬

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ, সুখে—সুখে, সঞ্জয়তি—আবদ্ধ করে, রজঃ—রজোগুণ, কর্মণি—কর্মের সঙ্গে, ভারত—হে ভারত, জ্ঞানম্—জ্ঞান, আবৃত্য—আবৃত করে, তু—কিন্তু, তমঃ—তমোগুণ, প্রমাদে—প্রমাদে, সঞ্জয়তি—আবদ্ধ করে, উত—তা হয়।

গীতার গান

সত্ত্বগুণ সুখে বাঁধে রজোগুণ কাজে।
তমোগুণ প্রমাদের বন্ধনে বিরাজে ॥

অনুবাদ

হে ভারত। সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ জীবকে কর্মের সঙ্গে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

যে অনুকূল সাত্ত্বিক, তিনি কর্মটিকে, শিক্ষাটি, শিক্ষক অভিজ্ঞতাকে কর্ম বা আচরণে যেমন বিশেষ পাপাচার নিষ্কৃত যেমন, জীব পুরুষের অজ্ঞানতার অবস্থাকে সত্ত্বটি বাদ করেন। তোমোগুণের দ্বারা তমোগুণের পাপাচার করেই নিজ অনুকূল সাত্ত্বটি সত্ত্বের সম্পর্ক আচরণ করেন এবং অবস্থাটি খুবই ভাল করেন। তিনি কখনও কখনও বৃহদারণ্যকের যেমনটা তেমনি আচার এবং পাপাচার প্রতিক্রিয়া অভিনয় হয় করেন। একটি হচ্ছে তমোগুণের লক্ষণ। যারা তমোগুণ অজ্ঞানতে আবদ্ধতার কারে রাখে। তমোগুণের খুবই খুব যে যেন, তাদের অনুকূলের নিজের জ্ঞান হয় না এবং অজ্ঞানতার প্রকাশ হয় না।

শ্লোক ১৭

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১৭ ॥

শ্লোক ১২

সর্ব্বাঙ্গেষু যেষ্বেতেষ্বিন্দু প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং বলং তথা বিদ্যাং বিশুদ্ধং সঞ্জনিষ্যতি ॥ ১২ ॥

সর্ব্বাঙ্গেষু—সব সাতটি স্থানে, যেষু যেষ্বিন্দু—এই (সব), প্রকাশঃ—প্রকাশ, উপজায়তে—উৎপন্ন হয়, জ্ঞানম্—জ্ঞান, বলং—বল, তথা—তথা, বিদ্যাং—বিদ্যাকে, বিশুদ্ধম্—পরিষ্কার হয়েছে, সঞ্জনিষ্যতি—সঞ্জনিত, উৎ—প্রকাশে, উৎ—বল হয়।

বীজের পাঠ

জ্ঞানেন প্রজ্ঞানে বলং শরীরে প্রকাশ ।
সকল ইন্দ্রিয়াণাং সঞ্জননের বিকাশ ॥

অনুবাদ

যখন এই যোগের সব সাতটি স্থানে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন সঞ্জননে পরিষ্কার হয়েছে বলে জানবে।

ভাবার্থ

যোগে সাতটি স্থান আছে—দুটি ভ্রূ, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। যখন প্রতিটি স্থানে সঞ্জননের বিকাশ হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সেটি অনুযায়ী সঞ্জননের অভিব্যক্তি হয়েছে। সঞ্জননে অভিব্যক্তির ফলে মনোযোগের বৃদ্ধি করা যায়, স্মরণশক্তির জ্ঞান করা যায় এবং স্মরণশক্তির বল প্রকাশ করা যায়। অনুভূত জ্ঞান সঞ্জননে ও শরীরে বিকাশ হয়। প্রতিটি স্থানেই যখন যুগ্মের সকল প্রকারের হয় এবং সেটিই হচ্ছে পরিষ্কার অবস্থা।

শ্লোক ১৩

সোহয়ং প্রবৃত্তিরারব্ধা কর্ম্মণাকলয়ঃ স্পৃহা ।
রজসোরজনি জাতে বিবৃদ্ধে অবরর্দ্ধি ॥ ১৩ ॥

সোহয়ং—সেই, প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তি, আরব্ধা—উদ্ভব, কর্ম্মণাম্—কর্মসমূহের, অলয়ঃ—পূর্ণতাকে, স্পৃহা—বাসনা, রজসি—রজোগুণ, রজনি—এই সময়ে, জাতে—উৎপন্ন হয়, বিবৃদ্ধে—বর্ধিত হলে, অবরর্দ্ধি—সে অবরুদ্ধ হয়।

গীতার গান

লোকশূন্য হরিষ্যামি কর্মের আকাঙ্ক্ষা ।
মহাত্মাগণে বৃদ্ধি হয় নাহি অন্যাপেক্ষা ॥

অনুবাদ

যে অবতারেই। মহাত্মাগণ বর্ণিত হলে লোক, সমৃদ্ধি, কর্মের উদ্যম ও পুণ্যবীর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

তাৎপর্য

মহাত্মাগণ-সম্পর্ক ব্যতীত যে আত্মতৃপ্তিই বস্তুত না কেন, তিনি কখনই সত্যই হতে পারেন না। তিনি সর্বদাই তাঁর আত্মতৃপ্তি নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকেন। যখন তিনি কোন পুণ্য নির্দেশ করেন, যখন তিনি একটি প্রাণহীনতাকে পুণ্য নির্দেশ করতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি নিজেকে তো বাঁচাতেই পারবেন না। ইন্দ্রিয়তৃপ্ত ব্যক্তিকে বাঁচাবার তাঁর কোন ক্ষমতাই নেই। ইন্দ্রিয়তৃপ্ত ব্যক্তিকে কেবল তিনি একটি সর্বদাই তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকবেন, তাঁর বাড়িতে বাস করবেন এবং নিজেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্ত ভোগ করবেন মাত্র। তাঁর এই কাজ-কারবারে কখনই নিষ্কৃতি হয় না। এই কারণে মহাত্মাগণের সংনিধি বাস খুবই গুরুত্ব হয়।

শ্লোক ১৩

অহমাত্মোপাত্মৃদ্ধিশ্চ প্রমাত্মা যোগ এব চ ।
অন্যাপেক্ষানি ভাবাত্ম বিশুদ্ধ কৃষ্ণলক্ষণ ॥ ১৩ ॥

অহমাত্মা—আমার স্বরূপ, অত্মৃদ্ধিঃ—সিদ্ধিলাভ, চ—এবং, প্রমাত্মা—পরমাত্মা, যোগঃ—যোগ, এব—অবশ্যই, চ—ও, অন্যাপেক্ষানি—অন্যাপেক্ষা, এতানি—এই সমস্ত, ভাবাত্ম—ভাবসমূহ, বিশুদ্ধ—বর্ণিত হলে, কৃষ্ণলক্ষণ—হে কৃষ্ণলক্ষণ।

গীতার গান

অহমাত্মা অত্মৃদ্ধি যোগ অন্যের লক্ষণ ।
নির্দিষ্ট উদ্দেশ কার্য হে কৃষ্ণলক্ষণ ॥

অনুবাদ

হে কৃষ্ণলক্ষণ। অন্যেতে বর্ণিত হলে আত্মাভিমান, সিদ্ধিলাভ, যোগ ও যোগ উদ্দেশ্য হয়।

তাৎপর্য

বুদ্ধিবৃত্তির সাধনে অন্যান্যেতেও না হলে আমাদের অনুপস্থিতি অর্থাৎ। আধ্যাত্মিক অনুভূতি নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কখনই কার্য করে না, যে নিয়মের যোগাযোগ-বৃদ্ধি আছে উদ্দেশ্য-নির্দিষ্টভাবে আচরণ করে। বর্তমান আমরা অন্যান্য অবস্থায় আছে, অনুভূত যে কোন কারণ প্রাপ্তিই কার্য না। আমাদের কাজ হয় যেন। বর্তমান আমরা যেখানে আছে, অনুভূত আমা বর্তমান নিষ্ক্রিয়। এমনটি হলে আত্মোপলব্ধি-সম্পন্ন মহাত্মাদের লক্ষণ।

শ্লোক ১৪

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন, সত্ত্বে—সত্ত্বগুণে, প্রবৃদ্ধে—বর্ধিত হলে, তু—নিশ্চয়, প্রলয়ম্—প্রলয়, যাতি—প্রাপ্ত হয়, দেহভৃৎ—দেহধারী জীব, তদা—তখন, উত্তমবিদাম্—মহর্ষিদের, লোকান্—লোকসমূহ, অমলান্—নির্মল, প্রতিপদ্যতে—লাভ করেন।

গীতার গান

প্রবৃদ্ধ যে সত্ত্বগুণে দেহের প্রলয় ।
নির্মল উত্তম লোক তাঁর প্রাপ্তি হয় ॥

অনুবাদ

যখন সত্ত্বগুণ বর্ধিতরূপে দেহধারী জীব দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি মহর্ষিদের নির্মল উত্তমতর লোকসমূহ লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরিচ্ছিন্ন দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে যাঁরা উত্তমতর মহাত্মাদের সঙ্গ পান এবং দেহত্যাগের পরমুহূর্তে উন্নতলোক লাভ করেন। এখানে অমলান্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে 'রজ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত'। কিন্তু যখন পরমাত্মা, নিত্য সত্ত্বগুণে হচ্ছে রজ তমোগুণের সম্পর্কের নিদর্শন অবস্থা। এমন সময় পরিচ্ছিন্ন আত্মা নানা রকম প্রলোভনে পড়ে। সত্ত্বগুণে যাঁদের বৃদ্ধি হয়, তাঁরা নির্মলতর লোকের অধিকারী হন, যেখানে মহর্ষিগণ ও মহান আত্মাগণ বাস করেন।

শ্লোক ১৪

ইত্থমি প্রলয়ঃ গত্বা কর্মণঃ সিদ্ধিং জ্ঞাতবে ।
তথা প্রতীনস্বর্যাণি মৃত্যোর্নিধিং জ্ঞাতবে ॥ ১৪ ॥

ইত্থমি—এইভাবে, প্রলয়ম্—মৃত্যু, গত্বা—প্রাপ্ত হয়ে, কর্মণঃ সিদ্ধিম্—কর্মের সফলতা, জ্ঞাতবে—জন্য হয়, তথা—তেমনি, প্রতীনম্—মৃত্যু হয়ে, স্বর্যাণি—স্বর্গলোকে, মৃত্যোর্নিধিম্—পরমাত্মাকে, জ্ঞাতবে—জন্য হয়।

বীরাঘ্ন দাস

প্রাণ্ড যে ভক্তাবতারে সেবেন নির্বাণ ।
কর্মীর অন্তরে হয় তার অনুষ্ঠান ॥
প্রাণ্ড যে ভক্তাবতারে শরীর ছাড়ন ।
মৃত্যু পরমেশ্বরে তার জন্য হয় ॥

অনুবাদ

ভক্তাবতারে মৃত্যু হলে কর্মীদের সমাধিকালে জন্য হয়, তেমনি ভক্তাবতারে মৃত্যু হলে পরমেশ্বরের জন্য হয়।

তাৎপর্য

কিন্তু এখানে এটা বলা যে, মানুষ-জীবন লাভ করলে তার অবসান হয় না। এটি বলাই যায়। এটি এখানে বলা হয়েছে যে, যেটি যদি ভক্তাবতারের পরে অন্তর্ধান করে জীবন ত্যাগ করে, তা হলে মৃত্যুর পরে তার আবার অপ্রাকৃত হয়ে পরমেশ্বর প্রাপ্ত হয়। যেটি আবার যেমন ঈশ্বর অবতারের আবেশে এবং শরীর যেমন আর এক শরীর প্রাপ্ত হয়ে হয়ে অবশেষে অমৃত-শরীর প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এটি, অমৃত-শরীরের বলয় বীজ উপলব্ধি করাতে যেতেছেন, যাঁদের উচিত শক্তির আহরণ করা এবং অনুভবে এটি প্রকাশিত অধিকার পরে কৃষ্ণকলাপের অধিকারীর হওয়া। যেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। তা না হলে অমৃত যে আবার অমৃত-শরীর প্রাপ্ত হলে, সেটি শাস্ত্রের কোন নির্দেশ নেই।

শ্লোক ১৫

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
রাজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তামসং ফলম্ ॥ ১৫ ॥

কর্মণঃ—কর্মের, সুকৃতস্য—সুকৃতি-সম্পন্ন, আহুঃ—বলা হয়, সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক, নির্মলম্—নির্মল, ফলম্—ফলকে, রাজসম্—রাজসিক কর্মের, তু—কিন্তু, ফলম্—ফলকে, দুঃখম্—দুঃখ, অজ্ঞানম্—অজ্ঞান, তামসম্—তামসিক কর্মের, ফলম্—ফলকে।

বীরাঘ্ন দাস

সুকৃতি সাত্ত্বিক কর্ম ফল যে নির্মল ।
রাজসিক কর্মে হয় দুঃখই কেবল ॥
তামসিক কর্ম যত হয় অজ্ঞান ।
অজ্ঞানতা ফল সেটি পশুত্বে গমন ॥

অনুবাদ

সুকৃতি-সম্পন্ন সাত্ত্বিক কর্মের ফলকে নির্মল, রাজসিক কর্মের ফলকে দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফলকে অজ্ঞান বা অচেতন বলা হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে পুণ্যকর্ম করলে তার ফল পবিত্র হয়। যেটি, যদি কেউ যেমন যেমন কৃষ্ণ সুকৃতি-সম্পন্ন কর্মেই থাকেন। কিন্তু রাজসিক কর্ম যেমন দুঃখদায়ক। তার সুখের জন্য যে প্রচেষ্টাটি করা হোক না কেন, তা পরিণামে দুঃখ হয়। তামসিকগণের ফল হচ্ছে, যদি কেউ অজ্ঞানতা অজ্ঞানতায় কিংবা পশুর জন্য, তা হলে সেটি তামসিক কর্মের ফল। তা অনুভবে না করে কৃষ্ণ জীবনে লাভ হয়। যেটিই যে তামসিক কর্মের ফল, যদি কেউ কৃষ্ণ কর্ম যেমন সেটাই লাভ হয়। তাহলে নিজে যে পশুটি তামসিক কর্মের কারণে, তাদের কর্মের শারীরিক পরিবর্তন লাভ হয়। এটি কিন্তু কারণের কারণ কর্মের নিয়মেই হয়েছে কৃষ্ণ। একজনেই কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করলে যে, তাদের কারণে তারা যে কাজটি করা উচিত না কেন, যাতে পুনর্জন্মের নিয়ম পুরো তাদিয়ে যাচ্ছে। তাদের কারণ অপরাধের পরিণতিটি কর্মের পুণ্য পাচ্ছে পাচ্ছে—"এটি পাচ্ছিটি পাচ্ছেন পাচ্ছে এটি অবাস্তব পাচ্ছেন"—কিন্তু এটি তাৎপর্য ভুল নয়।

অবতারের দ্বারা তাত্ত্বিকের হচ্ছে যে কর্ম করে, যে অজ্ঞান লাভ হয়। তার কর্মের ফলাফলে যে কর্মেতে পুণ্যফলের জন্য এবং অধিকারে পাওয়ার জন্য হয়। পাতালীয় অধিকারী পুণ্যফল, কিন্তু আবার আবার যেমনভাবে অবতার করে পাচ্ছে যেটি

[illegible]

[illegible]

শ্লোক ১৭

সন্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

সন্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণ থেকে, সঞ্জায়তে—উৎপন্ন হয়, জ্ঞানম্—জ্ঞান, রজসঃ—রজোগুণ থেকে, লোভঃ—লোভ, এব—অবশ্যই, চ—ও, প্রমাদ—অসাবধানতা, মোহৌ—মোহ, তমসঃ—তমোগুণ থেকে, ভবতঃ—উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানম্—অজ্ঞান, এব—অবশ্যই, চ—ও।

শব্দার্থ

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

[illegible]

অনুরূপ যদি খুশী ও সন্তুষ্টশালী না হয়, যদি সমাজের বিভিন্নস্তরের লোকের কৃষ্ণভাবনার অভাব হয়ে পড়তো অতিরিক্ত হয়, তা হলেও সমাজ জগৎ, জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। তা না করে যদি রাজা ও তাঁর প্রজাবর্গের অন্তরে জ্ঞান থাকে প্রেম, তা হলে শান্তি ও সমৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই থাকতে না। তাহলেও অনুরূপ শ্রেণীর হয় এবং যাদের ইন্দ্রিয়সুখ বাসনার কোন সীমা থাকে না। কেউ যে কেউ চিন্তাভাবনা করতে পারে যে, এরূপ কি সম্ভব যদি পাকা সড়ক এবং ইন্দ্রিয়সুখ কোনো নানা রকম বাসনার থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ সম্ভব না হয়ে পুনঃ না থাকে অন্তরে শান্তি। কেউ যদিও বলতে পারে, তাহলে তারা তাহলেও অতিরিক্ত। কেউ যদি যথার্থ সুখ পেতে চায়, কেউ যদিও সীমা তাকে সম্ভবপর করতে পারবে না, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে তাকে সম্ভবপর ইহাই হয়ে থাকে। কেউ যদি কৃষ্ণভাবনা করে নিরন্তরভাবে থাকে, যখন সে যে কোনো জাগতিক অসুবিধা, কোন কারণে যদি নাও, তার কোন এবং বুদ্ধির অভাবে দুঃখপাতন হয়। অনুরূপ অর্থ উপার্জন করে তার পরবর্তীতে সম্ভবে বাসনার জন্য হয়ে কর্ম করতে পরিকল্পনা ও উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এই পরবর্তী দুঃখপাতন। তাহলেও অনুরূপ উপায় হয়ে থাকে। কারণে পরিস্থিতির অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ দুঃখপাতন করে তারা তারপর তাদের অন্তরে জ্ঞান পাতে এবং একটানা তারা অবস্থার অবস্থা পরীক্ষাগত অবস্থাতে নিয়োজিত হয়। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্তরে অবস্থাবাদ।

শ্লোক ১৮

উৎসৃষ্টং যদ্ভিরি সন্ত্বস্থা মধ্যে বিষীদন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

উৎসৃষ্টং—উৎসৃষ্ট, **যদ্ভিরি**—গমন করে, **সত্ত্বস্থা**—সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, **মধ্যে**—মধ্যে, **বিষীদন্তি**—অবস্থান করে, **রাজসাঃ**—রাজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, **জঘন্য**—নিম্ন, **গুণ**—গুণ, **বৃত্তিস্থা**—বৃত্তিসম্পন্ন, **অধঃ**—নিম্নে, **গচ্ছন্তি**—গমন করে, **তামসাঃ**—তামসিক ব্যক্তিগণ।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উর্ধ্বে উন্নীত হয়, রাজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যে অবস্থান করে এবং জঘন্য গুণসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সত্ত্বগুণের তিনটি স্তরে অনুশীলন করার পরামর্শটি অধ্যায় বিশ্লেষণের পর্যন্ত করা হয়েছে। এই জগতের উর্ধ্বে স্বর্গলোক আছে, যেখানে অবস্থানটি অবস্থান উন্নত। সত্ত্বগুণের মধ্যে অনুশীলন জীব এই উন্নতির লোকসমূহের কিছু কিছু লোকে উন্নীত হয়। পরবর্তীলোকে হচ্ছে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক, যেখানে এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা পুরুষ ব্রহ্মা বাস করেন। অধ্যয়ন ইতিহাসেই দেখেছি যে, ব্রহ্মলোকের অধিবাসীগণের জীবনযাত্রার কোন উন্নতির উন্নতি অবস্থা অবস্থা করতে পারি না, কিন্তু সেই অবস্থা সত্ত্বগুণ অবস্থানের সেই স্তরে উন্নীত করতে পারে।

অধোগতি হচ্ছে নিশ্চিত। এটি রজ ও তমোগুণের অবস্থাটী। অনুরূপ অবস্থার অধিবাসীগণের নিম্নে স্থানে পারে না। কিন্তু যে যদি কম্পুনিয়ানে অবস্থানরত থাকে, তা হলে সে কোনো একজন ব্যক্তির অবস্থা অবস্থা অবস্থা যদি পরিবারের এই পরিস্থিতির অনুরূপ করতে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার পরে অনুরূপ নিম্নগামী হয়ে পারে। এই জগতের রাজসিক ও তামসিক অনুরূপ অবস্থা পরবর্তীতে কোন কারণে উন্নতির কোনো দেখে পারে না। অধোগতির প্রকারে পরবর্তী জীবনে নিম্নে স্তরে অবস্থান অনুরূপ থাকে।

সত্ত্বগুণে নিম্নটি অবস্থানের একটার অবস্থা পরে বর্ণনা করা হয়েছে। অধোগতি অবস্থা হচ্ছে অবস্থার অন্য অবস্থার নিম্নগমন। এটি হচ্ছে অনুরূপ সত্ত্বগুণের নিম্নটি অবস্থা। অনুরূপ অবস্থার নীচে পশুটী, পশু, মানুষ, দুষ্ট অবস্থা অবস্থা কোন অবস্থাটি পাওয়ার এবং অধোগতির অবস্থার অনুরূপে অনুরূপ সেই অবস্থার কোনো অবস্থার পরিণত হয়। এখানে উদাহরণ কথাটী অবস্থার অবস্থাপূর্ণ। অবস্থা অর্থ হচ্ছে উন্নতির অর্থে উন্নীত না হয়ে যদি অবস্থাটী অধোগতিতে অতিরিক্ত থাকে। অধোগতি অবস্থার অবস্থাবাদ।

রাজসিক ও তামসিক অনুরূপ অবস্থা অবস্থা সত্ত্বগুণে অতিরিক্ত হয়ে পারে, তাদের একটী পুনরায়ন অবস্থা। সেই পরিস্থিতি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন। কিন্তু যে এই পুনরায়ন অবস্থাতে করে না, সে অবশ্যই নিম্নটি স্তরে অবস্থান করতে পারবে।

শ্লোক ১৯

মাবং তপেদ্ধ্রুব কর্ণীরঃ পন্থা ত্বদীয়ুপশ্যতি ।
তপেদ্ধ্যাশ্চ পন্থং বেদি মন্ত্রতঃ সোঽবিশ্বস্তাতি ॥ ১৯ ॥

ম—না, ধ্রুবম্—ধ্রুব, তপেদ্ধ্রু—তপস্যা করে, কর্ণীরঃ—কর্ণীর, পন্থা—পন্থা, ত্বদীয়ুপশ্যতি—তোমার, তপেদ্ধ্রু—তপস্যা করে, চ—এবং, পন্থম্—তপস্যার, বেদি—জানে, মন্ত্রতঃ—মন্ত্রের দ্বারা প্রভৃতি, সঃ—তিনি, অবিশ্বস্তাতি—লাভ করেন।

বিদুর বলেন

তুমি ভিন্ন অন্য কর্ণীর নাহি ত্রিভুবনে ।
সুদৃঢ় বর্ণন তার তুমি নিরূপণে ॥
তপস্যার মোর ভক্তি আমার যে ভাব ।
ভক্তপোষে শুদ্ধ জীব প্রাপ্ত যে স্বভাব ॥

অনুবাদ

জীব যখন বর্ণন করেন যে, প্রভুভিন্ন তপস্যার কারীর কর্তা অন্য কোন কর্ণীর নেই এবং প্রকাশে পারেন যে, পরাবস্থা তপস্যার এই সমস্ত তপস্যা করীর, তখন তিনি আমার পন্থা প্রভৃতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

প্রভুর ভক্তবাণী শুনবার পরে মোক্ষ প্রভু প্রভৃতির তপস্যাদি সম্পাদন সম্পাদিতের আকাঙ্ক্ষায় তপস্যার দ্বারা আমার প্রকাশ মোক্ষ সম্পূর্ণভাবে দূর হওয়া যায়। প্রভুর ভক্তগণের প্রকাশ নিতুক এবং এই নিয়মের তিনি অনুভবের লাভ করেছেন। তেমনই, জীব সম্পূর্ণভাবে দুঃখমোচনের, জীবের লাভ মোক্ষই প্রভৃতির তপস্যা পরিপোষিতের কর্ম সম্পাদিত এই নিয়মের শিক্ষা লাভ করা উচিত। তা না হলে জীবের বিপদগামী হবে। সম্প্রদায়ের পন্থা মোক্ষ শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে জীব তার নিজের স্বরূপ, প্রভু মোক্ষ, ইন্দ্রিয়সমূহ, পন্থ স্বরূপ ও কর্তা প্রভৃতির তপস্যা দ্বারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষা সম্পাদন আমার হতে পারে। এই সমস্ত তপস্যা দ্বারা আমার হয়ে পড়ার কারণে যে আমার হতে পারে। বিদুর যে বলেন তার সম্পর্ক স্বরূপ বর্ণন করতে পারে, কারণ যে পরাবস্থিতি জীবের লাভ করার সুযোগ মোক্ষ আত্মানুভব দ্বারা উদিত হতে পারে।

প্রভুভক্তগণের, জীব তার নিজের পথের কর্তা নয়। তারা প্রভুভিন্ন মোক্ষ বিশেষ তপস্যা দ্বারা পরিপোষিত হয়ে মোক্ষ বিশেষ শরীরের অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে যে কর্ম করতে থাকে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের তুলনা তারা করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে জীব যথার্থ আত্মার স্বরূপে মোক্ষ অধিকারী আমার হতে পারে না। সম্প্রদায়ের পথ আছে পাওয়ার পরে যে তারা প্রভুর আত্মার স্বরূপে আমার হতে পারে এবং তার কারণে যে পুরুষার্থে দুঃখমোচনের হতে পারে। দুঃখমোচন তারা প্রভুভিন্ন তপস্যা দ্বারা পরিপোষিত হন না। পরমের স্বভাবের ভিত্তিতে পরিচিত হয়েছে, যে, জীবগণের সাধনাতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি তারা প্রভুভিন্ন স্বরূপ থেকে মুক্ত। এই তিনি সম্প্রদায়গণের স্বরূপ বিষ্ণু বর্ণনা করতে পারেন, তিনি ধীরে ধীরে তারা প্রভুভিন্ন তপস্যা থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২০

তপসাদমসন্তীরা ত্রীন্ দেবী দেবসম্মতান্ ।
অন্বপ্রভুতবাতাংশ্চিত্তোদ্বেগাংস্তুষ্টবস্তুতঃ ॥ ২০ ॥

তপসা—তপস্যা, দমসা—এবং, সন্তীরা—পরিপূরণ করে, ত্রীন্—তিন, দেবী—দেবী, দেব—দেবের, সম্মতান্—প্রিয়পাত্র, অন্ব—পরে, প্রভু—প্রভুর, তাতা—কথা, তুষ্টবস্তু—তুষ্ট হয়ে, বিষ্ণুকম্—তুষ্ট হয়ে, অন্বপ্রভুতবাতাংশ্চিত্তোদ্বেগাংস্তুষ্টবস্তুতঃ—তোমার কথায়।

বিদুর বলেন

তপস্যাদির দ্বারে দেবী তপস্যার দ্বারে ।
অন্ব-প্রভু-কথা-তুষ্ট বিষ্ণু না ধরিবারে ॥

অনুবাদ

দেবপ্রিয় জীব এই তিন তপ পরিপূরণ করে অন্ব, প্রভু, কথা ও তুষ্ট থেকে বিষ্ণুকে তারা অনুভব মোক্ষ করেন।

তাৎপর্য

এই প্রভু শরীরে থাকা অবস্থায় পরম দুঃখমোচনের অধিষ্ঠিত হয়ে বিষ্ণুর তপস্যাদির অনুভূতি করতে পারা যায় তা এই শ্লোকে বর্ণিত করা হয়েছে। সম্প্রদায় দেবী শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দেবপ্রিয়'। এই প্রভু দেব স্বরূপের নিয়মাধীন পালন করার মধ্যে প্রভুভিন্ন তপস্যা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে পারেন। এখন যি এই শ্লোকের

[illegible] তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য আলাপ উপলব্ধি করতে পারেন, আলাপ এটি যেন আলাপ করার পর তিনি আলাপই উপ-আলাপের দিকে যাবেন। কিন্তু এখন কি এটি যেমনের মধ্যে তিনি নিজ আলাপ উপলব্ধি করতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা হয়, অধিকারের পুরুষার্থসমূহ হওয়াটি হচ্ছে জন্য আমাদের বক্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ। অধিকাংশ অধ্যায়ে যেটি কথা আলাপ করা হয়েছে। যেমন মানুষ যখন কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি অধিকারের অবস্থানের থেকেও মুক্ত হন।

শ্লোক ২১

অনুবাদ উদ্দেশ্য

ইত্যেবংবিধৈর্দ্বন্দ্বৈরুদ্বেজমানহৃদয়ো ভবতি ॥

নির্বাণায় কল্পতে ঽবিদ্যাকৃতৈর্দ্বন্দ্বৈরুপরমিতস্তদ্বৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ উদ্দেশ্য—অনুবাদ আলাপের; উদ্দেশ্য—যে যিনি; বিবিধৈঃ—লক্ষণ দ্বারা; দ্বন্দ্বৈঃ—দ্বন্দ্বের; উদ্বেজমান—দুঃখ; হৃদয়ঃ—এটি; ভবতি—হয়; নির্বাণায়—অধীনের; কল্পতে—হয়; অবিদ্যা—যে মানুষ; কৃতৈঃ—যে কারণে; দ্বন্দ্বৈঃ—যে দ্বন্দ্বের; অনাদ্যন্ত—অনাদ্যন্ত; কল্পম্—বিস্তারে; ঃ—ও; এবম্—এটি; দ্বন্দ্বৈঃ—দ্বন্দ্বের; উপরম্—দূর; অধিকারকে—অধিকারের অবস্থায়।

বাংলায় অনুবাদ

অনুবাদ অধিকারের ঃ

কি লক্ষণ করে হয়েছে উপাধীন হয়ে ।

আচরণ কিবা হয় জিজ্ঞাসা তিনিরে ॥

অনুবাদ

অনুবাদ জিজ্ঞাসা আলাপের—যে মানুষ। তিনি এটি নিজ অন্তরে অধীন, তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হন? উদ্দেশ্য আচরণ কি প্রকার? এবং তিনি কিভাবে এটি নিজ হৃদয় অধিকারে করেন?

তাৎপর্য

এটি শ্লোকে অনুবাদের লক্ষণগুলি পুরোটি ভূমিকাস্বরূপ। তিনি অবশ্যই জানেন, যে মানুষ ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির অবস্থাটি থেকে মুক্ত হয়েছেন, উদ্দেশ্য লক্ষণ কি? তখনই

তিনি এটি আমাদের নিজ পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। বিশেষত আমাদের পক্ষে মনে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির অবস্থা লক্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনিই তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি কি প্রকার জীবন যাপন করেন এবং তাঁর আচরণই বা কি প্রকার। যেমনটি কি নিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিত। আমাদের অনুবাদ জিজ্ঞাসা করেছেন, কি উপায়ে নিজ প্রকৃতিতে অধিকারী হওয়া যায়। যেটি পুরোটি অবস্থাপূর্ণ। জিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়ার আগেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যখন পাওয়া যায় যে আমাদের হওয়া যাচ্ছে, তখনই পাওয়া যেটি লক্ষণগুলি প্রকাশ করার যেমন সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং, অনুবাদের এটি প্রকারটি আমাদের অবস্থাপূর্ণ এবং আমাদের নিজেরই যেটি লক্ষণগুলি উদ্দেশ্য নিজের।

শ্লোক ২২-২৪

শ্রীভগবানুবাচ

যদাসং ঽ প্রবৃদ্ধিং ঽ চোদয়েন ঽ পাতনম্ ।

ঽ যেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ঽ নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ঽ বিচালয়তে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বলেন; যদা—যখন; অহম্—আমি; ঃ—ও; প্রবৃদ্ধি—অনুভূতি; ঃ—ও; চোদয়েন—চোদনা; এবং ঃ—ও; পাতনম্—যে পাতনগুলি; যে যেষ্টি—এবং আচরণ না; সংপ্রবৃত্তানি—অধিকারে থাকে; ঃ—ও; নিবৃত্তানি—নিবৃত্ত থাকে; কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করেন; উদাসীনবৎ—উদাসীনের মতো; আসীনঃ—অধিষ্ঠিত; গুণৈঃ—জড়াপ্রকৃতির গুণের দ্বারা; যঃ—যিনি; ঃ—ও; বিচালয়তে—বিচলিত হন; গুণাঃ—জড়াপ্রকৃতি; বর্তন্তে—নিজ স্থানে অবস্থান করে; ইতি এবম্—এভাবেই চেতনে; যঃ—যিনি; অবতিষ্ঠতি—অবস্থান করেন; ঃ—ও; ইঙ্গতে—চলেন না; সঃ—সে; সমদুঃখসুখঃ—দুঃখ, সুখ—দুঃখ, স্বস্থঃ—আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত; সমঃ—সমান; লোষ্ট্র—মাটির ঢেলা; অশ্ম—পাথর; কাঞ্চনঃ—স্বর্ণ; তুল্য—সমান আলোচক;

জিত—জিত, অধিষ্ঠিত—অধিষ্ঠিত, স্থিত—অবস্থিত, কুরু—কুরুন, লিপ্সু—লিপ্সু, আত্মসংস্থিতঃ—নিজের অবস্থানে, মাম—আমাকে, অপ্রমাদেন—অপ্রমাদ, কুরুষ্ব—যত্ন করুন, কুরুষ্ব—অনুষ্ঠান করুন, মিত্র—বন্ধু, অরি—শত্রু, পক্ষয়োঃ—পক্ষে, অর্থ—প্রয়োজন, আসক্ত—আসক্তি, পরিহারী—পরিহারী, উদাসীন—অনাসক্ত, উপেক্ষক—অনাসক্ত, যঃ—যিনি, বিহরেৎ—অবস্থান করেন।

গীতার গান

শ্রীকৃষ্ণগান করিলেন ঃ

প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ যেবা যে দিন ।
দ্বেষের প্রকাশ যেই হয় ভিন্ন ভিন্ন ॥
আত্মাকে যে প্রকাশাদি ইচ্ছিল জীবনে ।
উদাসীন হয় সেই বুঝ ত্রিগুণেন ॥
উদাসীনার্থে উদাসীন হয়েও যে আসীন ।
বিচলিত নহে তাহে গুণ অধীন ॥
অনাসক্ত উদাসীনার্থে যেবা হয় ধীর ।
সম দুঃখ সুখ স্বস্থঃ লোষ্ট্র স্বর্ণ স্থির ॥
তুল্য প্রিয়াপ্রিয় তার তুল্য নিন্দাস্তুতি ।
তুল্য মান অপমান শত্রু মিত্র অরি ॥
ছেড়ে আরম্ভিতে নহে যে আসক্ত ।
উদাসীন হয় সেই নির্গুণেতে যুক্ত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ অতিরিক্ত হলে দ্বেষ করেন না এবং সেগুলি নিবৃত্ত হলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনের মতো অবস্থিত যেহেতু গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না, কিন্তু গুণসমূহ স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, এবংবিধি জেনে অবস্থান করেন এবং তার দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন না; যিনি আত্মস্থরূপে অবস্থিত এবং সুখ ও দুঃখে সম-অবস্থান, যিনি মাটির ঢেলা, পাথর ও স্বর্ণে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সম-অবস্থান, যিনি ধৈর্যশীল এবং নিন্দা, স্তুতি, মান ও অপমানে সম-অবস্থান, যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমভাব-সম্পন্ন এবং যিনি সমস্ত কর্মেষ্টায় পরিত্যাগী—তিনিই গুণাতীত বলে অভিহিত হন।

তাৎপর্য

অর্জুন তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং ভগবান এতে এতে যেগুলির উত্তর দিয়েছেন। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি কারও প্রতি অনুকূল বা এবং তিনি কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করেন না। জীব যখন জড় জগতে বাসনা হতে এই জড় জগতের অবস্থান করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে এই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কোনও একটির সঙ্গলাভ করে। সে যখন সত্ত্বের লক্ষণ দেখে মুগ্ধ হয়, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সত্ত্বের লক্ষণ দেখে মুগ্ধ হতে পারছে, ততক্ষণ তাকে রজো গুণের প্রতি নিরপেক্ষ থাকতে হবে। অভিজ্ঞতাতে জানতে পেরেছি যাতে নিবৃত্ত হতে হবে, যাতে জড় জগতের পরিস্থিতিতে আর পরিবর্তন না হয় যে আকাঙ্ক্ষা সেটাই মুক্তির লক্ষণ। কেউ যখন আর জড় জগতের কোনকিছুতে মুগ্ধ থাকে, তখন সে কোনও আর ইতিবাচক-কর্মফল প্রাপ্ত করে। কিন্তু সেই প্রকার যখন নিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন ইতিবাচকভাবে আকাঙ্ক্ষা কোনটাই লক্ষ হয়ে যায়। এই জড় জগতে কোন প্রয়োজন নেই, এবং এই জড় জগতের আকাঙ্ক্ষা পালন-পোষণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটি গুণাতীত বলে অভিহিত হয়েছে, কিন্তু ইনিই সত্ত্বগুণের অধীন এই পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পূর্বাভাস। তিনি মুক্তির স্তর বিরাজমান। তিনি জড় জগতের কোনো কারণের আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা এই জগতের লক্ষণ দেখে মুগ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এরকমটি গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা কোনটি মুক্ত হয়। জড়া প্রকৃতির গুণের লক্ষণ দেখে মুগ্ধ হওয়ার জন্য জীবের কোন প্রকার চেষ্টা করতে হয় না।

পরমাত্মা যখনই হবেন গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির অবস্থান পর্যন্ত। জড় জগতের সাথে আসক্ত মানুষ যেমন সমস্যাটির আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক ও আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রকাশিত। কিন্তু গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সম্পর্ক ও আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রকাশিত হন না। কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়েছেন যেহেতু তিনি জীব কর্ম করছেন এবং মহাপুরুষ জীবের সম্পর্কে আলোচনা করেন না আকাঙ্ক্ষা করেন, তাই তিনি তিনি প্রকাশিত থাকেন না। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের জীব কর্মীর সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না অনুকূল, তা তিনি প্রকাশ করেন। তা দ্বারা আমার কোন না কোনটি কোনো, তার কোন জড় সত্ত্বা সম্পর্ক আকাঙ্ক্ষা হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের জীবন জীবের আকাঙ্ক্ষা থাকেন, জীবনের অবস্থানকারী তিনি নিজ বন্ধু বলে মনে করেন এবং জীবের অবস্থানকারী শত্রুকেও তিনি ঘৃণা করেন না। তিনি শত্রুকেও প্রতি সম-অবস্থানে এবং তার কিছুটা

[তিনি সমস্তকিছুর বন্দনা করেন]। অর্থাৎ, তিনি এমন ব্যক্তিই হয়েছেন যে, জড়-জাগতিক জীবনে কোন কিছুই গ্রহণের যোগ্য নয়। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মগুলি তাকে প্রভাবিত করে না। অর্থাৎ, তিনি সাংসারিক উন্নতি ও ভোগবাদের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন। কোন বিশেষ জন্য তিনি কোন প্রচেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন, কিন্তু নিজ নিজের জন্য তিনি কোন কিছু করেন না। এই সকল আচরণের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকা যায়।

শ্লোক ২৬

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

মাম্—আমাকে, চ—ও, যঃ—যিনি, অব্যভিচারেণ—নৈরন্তরিক, ভক্তিযোগেন—ভক্তিযোগ দ্বারা, সেবতে—সেবা করেন, যঃ—যিনি, গুণান্—প্রকৃতির গুণকে, সমতীত্য—অতিক্রম করে, এতান্—এই সকল, ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত, কল্পতে—হন।

বিকল্প পাঠ

যিনিশুদ্ধ ভক্তিযোগে যে কার্য করয়।
সেই সে আমার ভক্তি জানহ নিশ্চয় ॥
সে অব্যভিচারী ভক্তি আমাতে করয়।
জড় গুণ অতিক্রমে ব্রহ্মভূত হয় ॥

অনুবাদ

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি হচ্ছে অনুভূতির তৃতীয় স্তর—নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপায় কি তার বিষয়। পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারাই। তাই, জড়া প্রকৃতির গুণের সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থা উন্নীত

হয়। যিনি সেবাযোগে এই সমস্ত পার্থক্যগুলিকে অতিক্রম না করে শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকা শ্রেয়ঃ পন্থা। শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্যে থাকাকে বলা হয় অতিযোগ—শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্মগুলি করা। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত কোনো শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সেবাযোগ নয়, যদি, অবশ্যই যদি শ্রীকৃষ্ণের নির্দিষ্ট আদেশ অনুসারে সেবাকার্য সেবাযোগ। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ আদেশ-উপদেশ আছে। যিনি জানেন যে কোন একটি কর্মের সেবা করেন, তিনি নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এটিও জেনে রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্মটি প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গুণাতীত এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। অন্যান্যের এই সমস্ত প্রকার কর্ম পরিবর্তনশীল, অনিত্য এবং দুঃখ এবং দুঃখের দিকে অগ্রসরণীয় নিশ্চিত। সুতরাং, যেটি কখন কৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁর আদেশ-উপদেশের সেবার নিমিত্তে নিযুক্ত করেন, জীব জড়া প্রকৃতির গুণাবলি অতিক্রম করা সম্ভবপর, অতএব তিনি অবিলম্বে ব্রহ্মের অধিকারে অবস্থান করতে পারেন। সমস্ত অবস্থাতে যেটি কখন পূর্বেই বলেছি করা হয়েছে। যেটি যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন। কৃষ্ণভক্তের বা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মতো হওয়া। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর স্বভাব হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় এবং জীব হচ্ছে পরাশক্তির ভগবানের নিত্যদাস, ঠিক যেমন সোনার কণা সোনার খনির অংশ। একইভাবে জীবের নিজস্ব স্বভাব গুণাতীতভাবে সোনার মতো, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মতো সৎচিৎআনন্দময়। জীব ও ভগবানের অধিকার ঐশ্বরিক অর্থ অনুভূতিই পার্থক্য থাকে। তা না হলে অধিকারের কোন প্রশ্নই হতে পারে না। অধিকারের অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান আছেন, ভগবানের জন্য আছেন এবং ভগবানের সঙ্গে অবস্থান প্রেম বিনিময়ের ক্রিয়াকলাপও আছে। তাই, পরম পুরুষোত্তম ভগবান ও জীব এই দুজন পরিচর্যা পরস্পরই পরিচর্যা। তা না হলে অধিকারের কোন অর্থই হয় না। যে অবস্থাতে জড়ে ভগবান আছেন, সেই জড়ে যদি চিন্ময় না হওয়া যায়, তা হলে ভগবানের সেবা করা সম্ভব নয়। ব্রহ্মের পরিণত হতে হলে জীবকে চিন্মুক্ত স্তর অর্জন করতে হয়। একইভাবে যেটি হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া। তৈত্তিরীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি। ব্রহ্মের পরিচর্যার হওয়ার জন্যে পরাব্রহ্মের প্রভু হওয়ার নয়। অর্থাৎ, ভগবানের হওয়ার সঙ্গে এক হয়ে যান। ব্রহ্মজ্ঞান প্রভু হয়ে, একজন সমস্ত অস্তিত্বের জীব হয়ে পরমের ব্রহ্ম পরিচর্যা করতে পারে না।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখৈকান্তস্যাপ্তিরহম্ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মণঃ—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির, হি—অবশ্যই, প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, অহম্—আমি, অমৃতস্য—অমৃতের, অব্যয়স্য—অব্যয়, চ—ও, শাশ্বতস্য—নিত্য, চ—এবং, ধর্মস্য—ধর্মের, সুখস্য—সুখের, ঐকান্তিকস্য—ঐকান্তিক, চ—ও।

বীরচন্দ্র শাস

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি অমৃত শাশ্বত ।
অনন্ত যে সনাতন আমাতে নিহিত ॥
আমার আশ্রয়ে যেই লক্ষণ সুখের ।
অহর্নিশ তোর অঙ্কি হয় সুখরাশি ॥

অনুবাদ

আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। আমার অমৃতত্ব, শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই আশ্রয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মের লক্ষণ হচ্ছে সত্যত্ব, অনিত্যত্ব, নিরাকার ও সর্বজ্ঞত্ব। পরমেশ্বর উপলব্ধির প্রথম স্তর হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি, দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পরমাত্মার উপলব্ধি এবং পরম-আত্মার চরম স্তরের উপলব্ধি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি। এই, পরমাত্মা ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম এই দিকের স্থায়ী হচ্ছে পরম পুরুষ ভগবানের অধীন বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, জন্মাদ্যস্য যতঃ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তাই শক্তির প্রকাশ। ভগবান তাঁর পরা শক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতার দ্বারা অনুপ্রাণিত জড়-প্রকৃতির সৃষ্টির কারণ এবং সেটাই হচ্ছে জড় প্রকৃতির প্রকাশের প্রকাশ। জড়-প্রকৃতির সম্পর্কে জীব যখন পরমেশ্বরের জ্ঞানের অনুশীলন করে থাকে, তখন তিনি জড় অহমের স্তরের নীচে নীচে পাঞ্চ-ভৌতিক ব্রহ্মকূটে অবস্থান উপলব্ধি করে। নীচের এই ব্রহ্মকূটে অবস্থান হচ্ছে অবরোহণের চরম স্তর। এই স্তরে চরমের পুরুষ তাঁর অবস্থান অধীন, কিন্তু তিনি পুনরায় ব্রহ্ম-উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি যদি চান, তা হলে তিনি এই ব্রহ্মকূট অবস্থাতেই থাকতে পারেন এবং তারপর নীচে নীচে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং তারপর পরম

পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি পরম স্তরে যখন উপলব্ধি করেন, তখনই তা হয় কৃষ্ণভাবনা অমৃতে নিত্যস্থিতি হচ্ছে অধিষ্ঠিত। কিন্তু অবরোহণ ধীরে ধীরে অবলম্বন করে উন্নীত হন। তিনি প্রথমে নির্বিশেষ উপলব্ধির উর্ধ্বে উন্নীত হতে পারেননি, তাঁর অধীনস্থ অবস্থানের সম্ভাবনা থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি আর অগ্রসর না হন, পরমে পুরুষ ভগবানের কৃষ্ণ তিনি যদি না যান, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর ভিত্তি পুনরায় নিম্নে নামে। সুতরাং, অধিরোহণ অবরোহণ যেকোন স্তরে না হলে ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়ার পরেও পতনের সম্ভাবনা থাকে। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ—"যেকোন স্তরে পরম পুরুষ ভগবানের শ্রীচরণকমলে সেবা করার স্তরে অবস্থান করতে পারেন, তখন তিনি নিম্ন স্তরে নামে।" (ভাগবতম ১০/২/৩২) পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর পার্ষদবৃন্দ এবং তাঁর পার্ষদবৃন্দের বিভিন্ন স্তর। তাঁরা যেমন ভগবানের সঙ্গে তাঁর একটি পার্ষদরূপে স্তরে অবস্থান উপলব্ধি করেন, তেমনই অধিরোহণ অবরোহণের ক্রমে পরমের সাথে সাযুজ্য, তাঁর পুত্র ও ভৃত্য জীবন লাভ করা যায়। এই, ব্রহ্ম উপলব্ধি স্তরের নিম্নস্থ স্তরের অধিষ্ঠাতার পরিপূর্ণ ভগবানের সেবার অন্তর্ভুক্ত। অধিরোহণে তিনি ভগবান এর সেবা করেন, তিনি এই সব অন্তর্ভুক্ত অধিষ্ঠাতা অধিষ্ঠাতা।

জীব অধিক অনুভূতিসম্পন্ন হলে, অনুভব করে অনুভূতির উন্নত অধিষ্ঠাতা ভগবানের সাথে তার সম্পর্ক এবং তার ফলে সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়। তার অবস্থান জীব তাঁর অনুভূতির তিনটি স্তরের অধীন। কিন্তু তাঁর অনুভূতির সাথে তাঁর সম্পর্ক যে শান্ত, দাস্য ও সখ্য—অনুভূতির তিনটি স্তরের মধ্যে অবস্থান হতে পারে। এই তিনটি স্তরের অবস্থানের সময় তাঁর ভগবানের উপর অধিষ্ঠাতার ভগবানের উপর হয়। কৃষ্ণভাবনাময় অধিষ্ঠিত হয়ে অধিরোহণ পূর্ণ হওয়ার পরে সে ভগবানের সেবাধীন স্তরে অধিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর অনুভূতির উপর অধিষ্ঠাতার ভগবান তিনি-বীরূপে পরম পূর্ণ হয়। পুরুষোত্তম ভগবানের পদ্ম, যা শান্ত, দাস্য, সখ্য অধিষ্ঠিত ভগবানের স্তর হয়, অর্থাৎ ভগবানের উপলব্ধির জন্য অনুভূতির অবস্থা অধিষ্ঠিত পদ্ম ভগবানের অনুশীলন করা উচিত। এই প্রকার পদ্ম অবস্থা যখন, পরমেশ্বর ভগবানের দিকে দিকে অধিষ্ঠিত অবস্থা তাঁর পরমেশ্বরের পূর্ণ হয়। ব্রহ্মা ভগবানের পরাকাষ্ঠা সেবার পূর্ণতা নিদর্শনের স্থানে নিযুক্ত হওয়ার যায়। এই অবস্থানের অধীন সেবার স্তর এবং সেবা প্রাপ্তির পর অবস্থা এবং এই পদ্মের অনুশীলন করার উপলব্ধি সেবার

[illegible] ভক্তিযোগের কথাটুকু শেষ করা যাবে না। এতে কেবল সর্বিক ভগবানের সেবার নিযুক্ত হতে হয়, শ্রীবিগ্রহকে নিরবচ্ছিন্ন চরণ ধারণ করতে হয়, ভগবানের সম্মুখে অবিচল ভক্তিপূর্ণ ধ্যান ধারণ করতে হয়, ভগবান যে সমস্ত জীবের পরমপূজ্য নীতি নির্দেশ করেছেন, সেই ভূমিকাটি পালন করতে হয়, ভগবানের বিভিন্ন লীলাকথা পাঠ করতে হয়, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের মহান মাহাত্ম্য আস্বাদন করতে হয়, অবিচল ভগবানের নিরাকার সর্বব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্ব আছেন—**ব্রহ্মে কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয় হয় / রসে রাম হয় রাম রাম রাম হয় হয়**—ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ আছে হয় এবং ভগবান, যা যিনি অচ্ছেদ্য অবিনাশী যা বিভেদাভাস বিবিধরূপিতে উপাসনা পালন করতে হয়। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে জড় কার্যকলাপের বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়। এভাবেই যিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, তিনি ভগবদ্ধামে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করেন।

ভক্তিযোগ্য করে শ্রীবিগ্রহ পান।
তবে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপায় প্রাণ॥

ইতি—কথা অনুসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত 'ভগবদ্গীতা-যথার্থ-গীতা' অবলম্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগের তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ঊর্ধ্বমূলম্—ঊর্ধ্বমূল; অধঃ—নিম্নমুখী; শাখম্—শাখাবিশিষ্ট; অশ্বত্থম্—অশ্বত্থ বৃক্ষ; প্রাহুঃ—বলা হয়েছে; অব্যয়ম্—নিত্য; ছন্দাংসি—বৈদিক স্তোত্রসমূহ; যস্য—যার; পর্ণানি—পত্রসমূহ; যঃ—যিনি; তম্—সেই; বেদ—জানেন; সঃ—তিনি; বেদবিৎ—বেদজ্ঞ।

শ্রীভগবান বলিলেন—

শ্রীভগবান কহিলেন॥

বেদবাদী কর্মকাণ্ডী সংসার আশ্রয়।
নানা যোনি প্রাপ্ত হয় কভু মুক্ত নয়॥
সংসার যে বৃক্ষ সেই অশ্বত্থ অব্যয়।
ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখা নাহি তার ক্ষয়॥
পুষ্পিত যেমন বৃক্ষ সে ত্রিগুণের পত্র।
মোহিত সে বেদবাদী জনম পবিত্র॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—উর্ধ্বমূল ও অধঃশাখ-বিশিষ্ট একটি অশ্বত্থ বৃক্ষকে অব্যয় বলা হয়েছে। বৈদিক স্তোত্রগুলি সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

তাৎপর্য

অবিদ্যাকে অশ্বত্থ আখ্যাদান করার পর সেটি কি করে বিনাশ পাবে, তা হচ্ছে বেদের মর্ম কি? এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেন আমরা অশ্বত্থ উপলব্ধি করতে পারেন জীবনকে জীবনুক্তে রূপে। সুতরাং যিনি বৃক্ষটিকে, যিনি অধঃশাখ অবিদ্যাকে বেদের নিবৃত্ত করেছেন, তিনি উর্ধ্বমূলটি বেদের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন।

এই জগতের পরিপ্রেক্ষিতে একটিকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে কোনও গাছের হয়, তার মধ্যে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির বেশের শেষ নেই। যে এক ডাল থেকে আর এক ডালে, সেখান থেকে আর এক ডালে, আবার আর এক ডালে, এভাবেই সে ঘুরে বেড়ায়। এই এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির শেষ নেই বলে যে এই বৃক্ষটির প্রতি আসক্ত, তার পক্ষে মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। অনুবাদে উর্ধ্বমূলী করবার কারণ যে বৈদিক মন্ত্র, যাতে এই বৃক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষের মূলটি উর্ধ্বমূলী, অর্থাৎ তার শাখা-প্রশাখা নীচের দিকে নেমে এসেছে, অর্থাৎ এই প্রকৃতির সৃষ্টিকে বোঝাচ্ছে। যেটি কখন আরম্ভ এই অনাদি বৃক্ষটির সম্বন্ধে জানতে পারেন, তখন তিনি তার পক্ষে থেকে মুক্ত হতে পারেন।

মূল উৎসের এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা উপলব্ধি করা উচিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জড় জগতের পরিচয় থেকে মুক্ত হওয়ার নানা উপায় পন্থা বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেকে আবার পরিষ্কার বোঝানো যে, অবিদ্যাকে পরিপ্রেক্ষিত জগতের বেশ শাখা হচ্ছে সর্বনিম্নস্থিত পন্থা। এখন, অবিদ্যাকে মূল জড় হচ্ছে জড়-জাগতিক সত্ত্বে অহংকার এবং জগতের পরিপ্রেক্ষিত বেশের প্রতি আসক্তি। এই অধ্যায়ে প্রকৃতে জড় জগতের প্রতি আসক্তির পরিপ্রেক্ষিত পরিপ্রেক্ষিত পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় অবিদ্যার মূল উৎসটি। তার অর্থ হচ্ছে, এই প্রকৃতির অধঃস্তরের জড়-জাগতিক অবিদ্যা থেকে জন্ম লাভ করা। যেমন যেমন একজনের বিভিন্ন শাখা পত্র প্রকাশ মূলের অবিদ্যা থেকে। তার অর্থ হচ্ছে জীবনের অর্থাৎ, যেমন কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ।

এখন এই উপমায় এমন যেন গাছের অধিকাংশ অধঃশাখা এবং, যারা শাখা নিম্নমুখী যারা মূল উর্ধ্বমূলী, কিন্তু সেটি আছে। সেটি আছে, [illegible] এমনটি অবস্থানের পরে। আমরা দেখতে পাই যে, অধঃশাখা [illegible] শাখা নিম্নমুখী ও মূল উর্ধ্বমূলী [illegible]। [illegible] এই জড় জগতের বৃক্ষটি হচ্ছে [illegible] বৃক্ষটি [illegible]। [illegible] বৃক্ষের মূলের জ্ঞান পাওয়া, যেমনটি [illegible] উর্ধ্বমূলী। প্রতিপ্রিয়ের জড় জগতের বস্তুর পরিপ্রেক্ষিত পরিপ্রেক্ষিত [illegible]। এই জড় অবিদ্যার শেষ যে মূল [illegible], যাকে অধঃশাখা পুরুষোত্তমের বিভিন্ন অংশের কারণে এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে পরিপ্রেক্ষিত জানতে পারে। তা হলে তার পক্ষে যে কি করতে পারে।

এই বৃক্ষটি যখন বৃক্ষটির প্রতিপ্রিয় করবার জন্য, তখন অবিদ্যা [illegible]। [illegible] শাখা বিস্তৃত করে। [illegible] যে, জড় জগতের বৃক্ষের মূল হচ্ছে ব্রহ্ম এবং পরম পুরুষ, যেমন বৃক্ষটির [illegible] অংশ, যেমন শাখা-প্রশাখা, ফলগুলি পাতাগুলি, এবং অবিদ্যা [illegible]। একজনের তার সঙ্গে জড় জগতের প্রতিটি উপাদান বিভিন্ন করে। [illegible] যদি সময় অবস্থানের [illegible] হয়, তা হলে এই জড় জগতের [illegible] হচ্ছে [illegible] ১১৮ [illegible] ৫ এবং [illegible] ১১৮ [illegible] ৫ [illegible] অবস্থান হচ্ছে জড়-জগতে। জড় জগত, যদি বিস্তৃত প্রতিপ্রিয় হয়, তা হলে জড়-জগতের অবস্থানটি সেটি একটি [illegible] পারেন, কিন্তু তা [illegible]। 'অধঃ' হচ্ছে জগতের পরিপ্রেক্ষিত শক্তি এবং 'পুরুষ' হচ্ছেন [illegible]। সেটি [illegible] [illegible] করা হয়েছে। এই [illegible], [illegible], [illegible]। অবিদ্যার অবস্থানটি, [illegible] [illegible] হচ্ছে [illegible]। কিন্তু হচ্ছে উদাহরণ, [illegible] [illegible] প্রতিপ্রিয় হচ্ছে, তা নিয়ে। জড় জগতের সেটি [illegible] জড় প্রতিপ্রিয়টি [illegible] দান নিয়ে থাকে। [illegible] এবং এই [illegible] [illegible], [illegible] জড়ত্বকে [illegible] হয় যে, এই [illegible] জড় জগতের [illegible] বিভিন্ন দ্বিতীয় জড় [illegible], তা তিনি [illegible]। এই পন্থা তিনি [illegible], তিনি হচ্ছেন [illegible]। [illegible] [illegible] যে, অবস্থাটি, [illegible] হচ্ছে যে [illegible] [illegible] প্রতি আসক্তি। [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] যে [illegible]। [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] [illegible], তা হচ্ছে প্রতিপ্রিয় [illegible] জড়-জগতের [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্লোক ২

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অধঃ—নিম্নদিকে, চ—এবং, ঊর্ধ্বম্—ঊর্ধ্বদিকে, প্রসৃতাঃ—বিস্তৃত, তস্য—এর, শাখাঃ—শাখাসমূহ, গুণ—তিন প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা, প্রবৃদ্ধাঃ—পরিবর্ধিত, বিষয়—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, প্রবালাঃ—পল্লব, অধঃ—নিম্নদিকে, চ—এবং, মূলানি—মূলসমূহ, অনুসন্ততানি—বিস্তারিত, কর্ম—কর্মের প্রতি, অনুবন্ধীনি—আসক্ত, মনুষ্যলোকে—মনুষ্যলোকে।

বাংলা পদ্য

বৃক্ষের যে শাখাগুলি ঊর্ধ্বে অধোদিকে ।
গুণের কারণে তার বৃদ্ধি বিস্তারিছে ॥
সে বৃক্ষের শাখা হয় বিষয়ের ভোগ ।
নিম্ন কর্ম অনুসারে হয় অবরোহ ॥
কর্মহীন পুরে সেই, বৃক্ষ ডালে ডালে ।
মনুষ্যলোকে সে তুষ্টে নিজ কর্মফলে ॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের শাখাসমূহ তিন প্রকৃতির জিনিস দ্বারা পুষ্ট হয়ে অধোদেশে ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহই এই শাখাগুলির পল্লব। এই বৃক্ষের মূলগুলি অধোদেশে প্রসারিত এবং সেগুলি মনুষ্যলোকে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ।

তাৎপর্য

সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটির বর্ণনা পূর্বেই এখানে পুনরায় আলোচনা করা হচ্ছে। তার শাখাপ্রশাখাগুলি প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা বর্ধিত হয়েছে। তার নিম্নদেশে মাটি, পাথর, পাতা, পোকামাকড়, মানুষ, দেবতা আদি বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন প্রকার হয়েছে। এরা আবার শাখাগুলিতে অবস্থিত এবং ঊর্ধ্বদিকে শাখাগুলিতে বাতাসে দেবতা, গন্ধর্ব আদি বিভিন্ন

প্রকারের জীবসমূহ। বৃক্ষ যেমন আকারে বড় পুষ্ট হয়, তেমনই এই বৃক্ষটি পুষ্ট হয় তার প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা। কখনও কখনও আমরা দেখি যে, কারোর বাগানে কোথাও কোথাও আছে আগাছা, আবার কোথাও কোথাও আছে ফুল ও ফল, তেমনই আমরা প্রকৃতির গুণের দ্বারা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রকৃতির সমাবেশ হয়।

সেই বৃক্ষের পল্লবগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিশেষত্ব বলে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে জ্ঞানার্জনের জন্য, যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি উপভোগের জন্য আমাদের। এরা পল্লবগুলি হচ্ছে শব্দ, রূপ, স্পর্শ আদি ইন্দ্রিয়-বিষয় যা আমরা। এরা শাখাগুলিগুলি হচ্ছে নানা প্রকার ফুল ও ফলগুলো আমাদের ও বিভিন্ন। অধোদিকে বিস্তৃত যেসব মূলগুলি সেগুলো কর্ম ও আসক্তি, পাপ ও পুণ্যকর্ম করার মাধ্যমে উদ্ভব হয়। মূল মূলগুলি আমাদের প্রকৃতিগত সেগুলো এবং অন্যান্য মূলগুলি আমাদের অনুসন্ধান প্রচেষ্টাগুলিতে। উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন পুণ্যকর্মের জন্য যেমন আমরা পাই যে আমরা এই পৃথিবীতে বিভিন্ন আকার এবং পুনরায় কখনোবা স্বর্গের অবস্থানে উন্নীত হয়ে থাকি। এই অনুসন্ধানের হচ্ছে জীবনের অভিপ্রায়।

শ্লোক ৩-৪

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

ন—না, রূপম্—রূপ, অস্য—এই বৃক্ষের, ইহ—এই জগতে, তথা—না, উপলভ্যতে—উপলব্ধ হয়, ন—না, অন্তঃ—শেষ, ন—না, চ—এবং, আদিঃ—আদি,

৪—৫; ৪—৬, অধিষ্ঠিতঃ—অবস্থিত; স্থিতি, অশ্বত্থম্—অশ্বত্থ বৃক্ষ; প্রাহুঃ—বলি, সুবিরূঢ়ম্—সুদৃঢ়; মূলম্—মূল; অসঙ্গশস্ত্রেণ—বৈরাগ্যরূপ খড়্গের দ্বারা; দৃঢ়েন—দৃঢ়; ছিত্ত্বা—ছেদন করে; ততঃ—তারপর; পদম্—পদ; তৎ—সেই; পরিমার্গিতব্যম্—অন্বেষণ করা কর্তব্য; যস্মিন্—যেখানে; গতাঃ—গমন করেন; ন—না; নিবর্তন্তি—ফিরে আসেন না; পুরাণী—পুরাতন; প্রসৃতা—বিস্তৃত; ৪—৬; অমানমোহাঃ—অভিমান, মোহশূন্য; অধ্যাত্মনিত্যাঃ—পরমাত্মা নিত্য; বিনিবৃত্তকামাঃ—কামনা রহিত; দ্বন্দ্বৈঃ—দ্বন্দ্ব থেকে; বিমুক্তাঃ—মুক্ত; সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ—সুখ-দুঃখ নামক; গচ্ছন্তি—লাভ করেন; অমূঢ়াঃ—বিমূঢ়তা রহিত; তৎ—সেই; অব্যয়ম্—অবিনাশী; পদম্—পদ।

গীতার গান

ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য সে নীচ নাহি পায়।
অনন্ত আকাশে যার আদি অন্ত নয়॥
কিবা রূপ সে বৃক্ষের তাহা নাহি বুঝে।
অনন্তকালের মধ্যে জীব মুগ্ধ যুদ্ধে॥
সে অশ্বত্থ বৃক্ষ হয় সুদৃঢ় সে মূল।
সে মূল কাটিতে হয় শত শত ফুল॥
অনাসক্তি এক অস্ত্র সে মূল কাটিবে।
সেই সে সে খড়্গ অস্ত্র অসারে ছিঁড়িবে॥
কাটিয়া সে বৃক্ষমূল সত্যের সন্ধান।
আত্মারূপে যার হয় তাহে অবস্থান॥
সে যায় বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে নাহি আসে।
এ বৃক্ষের মূল যথা সে পুরুষ পাশে॥
সে আদি পুরুষে যারা করে সে প্রপত্তি।
জানহীন সে যারা হয়ে প্রকৃতি প্রকৃতি॥

অনুবাদ

এই বৃক্ষের স্বরূপ এই জগতে বিদ্যমান হয় না। এর আদি, অন্ত ও স্থিতি সে কোথায় তা কেহই বুঝতে পারে না। তিনি বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা সুদৃঢ় এই বৃক্ষকে ছেদন করে তার মধ্যে অন্বেষণ করা কর্তব্য, যেখানে গমন করলে, পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। অনাদিকাল হতে জীব যেসব অসংখ্য জিনিষ ও জিনিষ হয়েছে, সেই আদি পুরুষের প্রতি শরণাগত হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল এই জড় জগতের পরিধিতে বুঝতে পারা যায় না। যেহেতু তার মূল উর্ধ্বমূলী, তাই সমগ্র বৃক্ষটির বিস্তার হয়েছে অধঃ দিকে। সে বৃক্ষটি যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তা কেউ দেখতে পায় না এবং বৃক্ষটির আদি যে কোথায় তাও কেউ দেখতে পায় না। মানুষ তার অহমিকা পূরণের জন্য কল্পনার দ্বারা। "আমি অমুকের নিকটের আত্মীয়, আমার নিকট অমুক অধিক শক্তিশালী।" এভাবেই অনুমান করতে করতে মানুষ প্রকৃতির গুণে বেঁধে যায়। প্রকৃতির উপাধি হচ্ছে পাঞ্চভৌতিক জিনিষ থেকে। এভাবেই অজ্ঞানের জন্য কেউ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌঁছায়, অথবা এই পার্থিবতার শেষ হয়। অর্থাৎ, মানুষ যখন সত্যিকার অনুসন্ধান করতে থাকে এই বৃক্ষটির উৎস পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁর কাছে পৌঁছাবার জন্য বৈদিক বিধি এই জড় জগতের বিভিন্ন জিনিষগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়। এভাবেই অর্থাৎ জড় জগতের সংসারের জিনিষ থেকে উৎ-জগতের পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এই শ্লোকে অনেক কথাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কারণ ইতিপূর্বে বেশ কয়েক বার জড় জগতের উৎস সম্পর্কিত কথার আলোচনা করেছেন। আমি, যখন পাঠককে বিভিন্ন জগৎ-বৃক্ষ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বলেছি এবং যখন আমি পরিষ্কার ভাবে বেদের জগতের কথা জানা জগতে নিজেদের প্রতি অধ্যাত্মিক উন্নতির শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অন্যভাবে এই শ্লোকের আলোচনা করার সময় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগতী হওয়া যায়। তাঁকেই অন্বেষণ বা অনুসন্ধান করতে হবে, যা হচ্ছে তাঁর দিব্যলোকটিকে পাওয়ার জন্য। সেই পরম লোকের পরিচয় এখানে বলা হয়েছে যে, একবার সেখানে গেলে এই জড়বিষয়ক পুরুষ আর ফিরে আসতে হয় না। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি মূল, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে ভগবানের আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণই হচ্ছে জ্ঞান, যাঁকে আদি পরিণত জীবে অনুশীলনের দ্বারা পাওয়া যায়। এই জড় জগতের বিভিন্ন পরম হচ্ছেন ভগবান। ভগবান নিজেই ইতিহাসে সেই সম্পর্কে বলেছেন যেমন, তিনি বলেছি—"আমি সব কিছুরই উৎস"। সুতরাং, জড়-জাগতিক বৈজ্ঞানিকগণ যতদূর গবেষণা এই অশ্বত্থ বৃক্ষের পরম থেকে মুক্ত হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পন্থা নেই। শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করলে ভগবানের এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

নির্—শূন্য, মান—অভিমান, মোহাঃ—মোহ, জিত—বিজিত, সঙ্গ—আসক্তি, দোষাঃ—দোষ, অধ্যাত্ম—পরমাত্মার জ্ঞানে, নিত্যাঃ—নিত্যস্থ, বিনিবৃত্ত—নিবৃত্ত, কামাঃ—কামনা-বাসনা, দ্বন্দ্বৈঃ—দ্বন্দ্বসমূহ থেকে, বিমুক্তাঃ—মুক্ত, সুখ-দুঃখ—সুখ ও দুঃখ, সংজ্ঞৈঃ—নামক, গচ্ছন্তি—লাভ করেন, অমূঢ়াঃ—মোহমুক্ত ব্যক্তিগণ, পদম্—পদ, অব্যয়ম্—নিত্য, তৎ—সেই।

গীতার গান

নির্অভিমান নির্মোহ, সঙ্গদোষে মুক্ত ।
নিত্যনিত্য বুদ্ধি যার কামনা বিমুক্ত ॥
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মুক্ত জড় মূঢ় নয় ।
বিজিত্য পুরুষ পায় সে পদ অব্যয় ॥

অনুবাদ

গীতা অভিমান ও মোহশূন্য, আসক্তির বর্জিত, নিত্য-অনিত্য বিচার-পরায়ণ, কামনা-বাসনা বর্জিত, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত এবং মোহমুক্ত, গীতাটি সেই অব্যয় পদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরমাগতির পন্থা এখানে খুব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জড় জগৎ মোহময় হওয়ায় পরাগতি-লাভ মোহমুক্ত না হলে। কারণ, যদি জীব নিজেকে জড়া প্রকৃতির অধিপতি বলে মনে করে থাকে অর্থাৎ, গীতায় পুরুষোত্তম ভগবানের জীবনে আত্মসমর্পণ করা যার পক্ষে খুব কঠিন। কারণে জড়া অনুভূতির জগতে বাস করলে মনে হয় যে, সে জড়া প্রকৃতির অধিপতি নয়। অধিপতি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরমতত্ত্ব-অধিপ মোহ থেকে মোহী যখন মুক্ত হয়, তখন সে আত্মসমর্পণের পন্থা গ্রহণ করতে পারে। সে অধিপতি এই জড় জগতে সর্বদাই

অবস্থান করে, তার পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব নয়। মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণেই আত্মজ্ঞানের বিনাশ হয়, কারণ জীব নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে এবং জড়জগতে বিভিন্ন নিয়ে হয়ে যায়, অনুভূত হয়েছে যে তার কাজ করে যে, সে এই জগতের অধিপতি। এরকমটি যে কর্ম কিছু করিল করে মোহের দ্বারা তার ফলে সে অধিপতি দুর্লভ হয়। এই জগতের কর্মফলী হয়ে সমস্ত জগৎ চালিত হচ্ছে। অনুভূত হচ্ছে যখন যে, সমস্ত পৃথিবীটাই জড়-সমুদ্রের কর্মফলে এবং নিজে অধিকারের অহঙ্কারে তারা পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিয়েছে। অনুভূত-সমস্যা যে এই জগতের অধিপতি, সেই জীব যখন মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই সমস্যা যার যখন মোহ থেকে মুক্ত হয়ে পরিবারটির, সমাজটির, জাতিটির মোহের যার যখন মোহ থেকে মুক্ত হবেন তারা। এই সমস্ত নিজে পরমাত্মাটি অনুভবের জন্য জগতে অবস্থান করে থাকে। এই জন্য অধিকার করার পর নিজেকে অনুশীলন করতে হবে। স্বকর্ম জগতের মধ্যেতে তাকে জানতে হবে যেন নিজেকেই তার এবং যেমনটি তার নয়। যদি কিছু সম্পদে স্বকর্ম জগৎ লাভ হলে তাহলে সুখ-দুঃখ-জ্ঞান-যোগের দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত হয়। যে সমস্ত পুরুষ লাভ করে, তখনই যেমন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জীবনে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৬

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

ন—না, তৎ—তা, ভাসয়তে—আলোকিত করতে পারে, সূর্যঃ—সূর্য, ন—না, শশাঙ্কঃ—চন্দ্র, ন—না, পাবকঃ—অগ্নি, বিদ্যুৎ, যৎ—যেখানে, গত্বা—যেতে, ন—না, নিবর্তন্তে—ফিরে আসে, তৎ ধাম—সেই ধাম, পরমম্—পরম, মম—আমার।

গীতার গান

সে আকাশে জ্যোতির্ময়ে সূর্য বা শশাঙ্ক ।
অগ্নিশক্তি নাহি তথা কিবা সে পাবক ॥
সেখানে প্রাকৃত হলে ফিরে নাহি আসে ।
নিত্যকাল মোর ধামে সে জন নিবাসে ॥

অনুবাদ

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি বা বিদ্যুৎ আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

নিত্য জগৎ বা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম—কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চিন্ময়জগতে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ সেখানকার সব কিছুই স্বয়ংজ্যোতিষ্মান। এই জগতের কোনো কিছুই স্বয়ং সূর্য অথবা জ্যোতিষ্মান। কিন্তু চিন্ময়জগতে সব কিছুই স্বয়ংজ্যোতিষ্মান। বৈদ্যুতালোক অথবা এই অগ্নির দ্বারা যেমন জ্যোতির্ময় হয় জড়জগতের সমস্ত চিন্ময়জগৎ প্রকাশিত হয়। ভগবদ্গীতায় এই জড়জগতের বিভিন্ন স্তর শ্রীকৃষ্ণের পরম গোলোক বৃন্দাবন থেকে। সেই অনুসারে জ্যোতির্ময় চিন্ময়জগৎ যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। সেটিই হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগৎ, যাকে সেই জ্যোতির্ময় আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টির নিম্ন প্রকোষ্ঠস্বরূপে পরিপূর্ণ, আমরা জানি যে তেজই এর, যাহার অংশরূপে বিভিন্ন গোলোক বৃন্দাবন অবস্থিত।

জীব যখন পরম এই আকাশলোকের জড় জগতে আসে, সে তখন জীবন ধারণ করে। কিন্তু যখনই সে জড় জগতের বিনাশ, বিশ্বের পৃথিবী থেকে সেখানে চিন্ময়জগতে চলে যায়, তখনই সে মুক্ত হয়। তখন আর তাকে এখানে ফিরে আসতে হয় না। এর তাৎপর্য জীব নিজেকে জড় জগতের অধিবাসী বলে মনে করে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সে পরম ভগবানের সান্নিধ্যে চলে যায়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদের স্তরে কাজ করে এবং সেখানে সে সর্বদা পরম-আনন্দময় জীবন উপভোগ করে।

এই অনুচ্ছেদের প্রতি সকলেরই মনোযোগ দেওয়া উচিত। যারা জড় জগতের বিভিন্ন লোকে নিজেকে মুক্ত করে সেই দিকে পথ ধরে ফিরে যাবার জন্য সচেষ্ট, তাদের পক্ষে সেই আলোকিত দিক কখন আসবে জানি। কিন্তু যারা এই পৃথিবীতে প্রবেশ করে, তা হচ্ছে সেই আলোকিত লক্ষ্যে পৌঁছে বিভিন্ন মুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। এই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অধিক অনুশীলনের পথ ধরা। যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, সেই সময় পর্যন্ত মুক্তির পথ অবলম্বন হয়ে এবং জড় জগৎকে ত্যাগ করে অধিকতর কৃষ্ণভাবনার প্রচার করতে হবে। একটিমাত্র মানুষ যদি কৃষ্ণভাবনার প্রতি আসক্তি লাভ করতে পারে। সেজন্য আমরা পাশ্চাত্যের লোকদের কাছে কৃষ্ণভাবনার আন্দোলন নিয়ে মুক্ত

হওয়ার পথ। অধিকাংশের কৃষ্ণভাবনার প্রেম করার প্রতি আগ্রহ অনেক হয়েছে। সুতরাং, অনুচ্ছেদ সুস্পষ্ট নিশ্চিত প্রতিক্রিয়ায় যেখানে মুক্ত হওয়ার যে পন্থা অধিকারের, যা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার বৃদ্ধি করবার, যা পরবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে জড় জগৎ থাকা উচিত। অনুশীলন করবার জন্য জড়-জাগতিক সব কিছুই পরিত্যাগ যেন করা হয়েছে। যেখানেই অধিকারের পথ, তাদের দিকে যেন লক্ষ্য করা হয়েছে।

এই শ্লোকটিতে পরমা এক কথাটির ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদটির সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি, কিন্তু তিনি-কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর, অর্থাৎ পরিপূর্ণ। এই ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১/১৫) বলা হয়েছে যে, তিনি-ভগবান সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ ও অগ্নিসহ-অগ্নিরূপে যেখানে আলোকিত এবং যা তাঁর সূর্যের অগ্নি ও প্রকাশমান। কারণ, পরম চিন্ময়জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের আলোকে জ্যোতির্ময়ে উদ্ভাসিত। পরম ধাম হচ্ছে যেখানে যেখানে ভগবানের প্রকাশে আনন্দময়ের কারণ হয়েছে। এর দ্বারা আর কোন চিন্তার স্থান নেই বলা হয় না।

শ্লোক ৮

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৮ ॥

মম—আমার, এব—অবশ্যই, অংশঃ—বিভিন্নাংশ, জীবলোকে—জড় জগতে, জীবভূতঃ—বদ্ধ জীব, সনাতনঃ—নিত্য, মনঃ—মন, ষষ্ঠানি—ছয়, ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহকে, প্রকৃতি—জড় প্রকৃতিতে, স্থানি—স্থিত, কর্ষতি—কঠোর সংগ্রাম করছে।

বাংলা পদ্য

যত জীব মোর অংশ নহে সে অপর।
সনাতন তার সত্তা জীবলোকে ভোগ ॥
এখানে সে মন আর ইন্দ্রিয়সকলে।
কর্ষণ করয়ে কত প্রকৃতির স্থলে ॥

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। তারা প্রকৃতির কঠোর সংগ্রামে ভয়ানক ভাবে ছয়টি ইন্দ্রিয়সহ মন সহ সবকিছু প্রকৃতিজাত কঠোর সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে জীবের স্বরূপ পরিচয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বরের জীব হচ্ছে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র বিভিন্নাংশ। এখন বলা হয় যে, যদি পরমেশ্বর জীব স্বরূপ হয়ে পড়ে এবং ক্ষুদ্র অবস্থায় যে অবস্থানের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। পরমেশ্বরাংশী জীবসত্ত্ব ভগবানের অতি ক্ষুদ্রবিন্দুর অংশ-স্বরূপ। অথবা কথাটি এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভৌতিক বর্ণনা অনুসারে ভগবান বিষ্ণুকে অবস্থানে তাঁকাল করেন, যার মূল প্রকাশকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীব প্রকাশকে বলা হয় জীবসত্ত্ব। পরমার্থতে বলা যায় যে, বিষ্ণুতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের অংশ-প্রকাশ এবং জীবসত্ত্ব হচ্ছে বিভিন্নাংশ-প্রকাশ। জীব অংশ-প্রকাশে তিনি প্রকারের, যথা—জীবাংশ, শক্তিবিভিন্নাংশ এবং তটস্থ। তেষ্ঠুতটস্থের অধীনস্থ অতি অবস্থানে প্রকাশিত হন। বিভিন্নাংশ প্রকাশ জীবসত্ত্বের ভগবানের নিত্যদাস। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশ-প্রকাশসমূহের স্বরূপ স্বরূপশক্তি নিত্য বর্তমান। তেমনই, বিভিন্নাংশ জীবসত্ত্বের স্বরূপ পরিচয় রয়েছে। ভগবানের ক্ষুদ্রবিন্দুর অংশ প্রকাশ হচ্ছে, ভগবানের ভগবানীয় অনুপম অংশ জীবসত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে, যার মধ্যে অবস্থান হচ্ছে একটি। স্বরূপ অবস্থানে প্রতিটি জীবাত্মাই অধিকাংশ অবস্থায় ও ক্ষুদ্র অধিকারী রয়েছে। সেই ক্ষুদ্র অধিকারের অবস্থানকালে অবস্থা অংশে জীবসত্ত্ব নষ্ট হয়ে পড়ে এবং অধিকারের সমাধান সংস্থানকালে বলেন যে সর্বদা ক্ষুদ্র থাকে। নিত্য সেজন্যই যে পরমেশ্বর ভগবানের মতো ভগবানকালের নিত্য। ক্ষুদ্র অবস্থায় যে জন্য ভগবান পরিবেশ সেটাই ক্ষুদ্র এবং অধিকারী পরমেশ্বর ভগবানের অংশকুল সেবার ক্ষুদ্র। যদি অবস্থায় যে জন্য প্রকৃতির অংশে জন্য প্রকৃতির পাশে এবং অবস্থাকুল ভগবান সেবার কথা যে ভুলে যায়। তার ফলে, এই জন্য ভগবানে তার অধিকৃত অবস্থায় ভগবান কথা অংশে অধিকার পরিবর্তন করতে হয়।

কেবল ক্ষুদ্রত্ব, সেবাদাস, অনুগামী নয়, এমন কি জন্য ভগবানের নিত্যসেবাকারী—এমন, নিজ এমন কি বিভু পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অধিকারে অংশ-বিশেষ। নিত্য অবস্থানই নিত্য, তাঁদের প্রকাশ নিত্যকাল নয়। এখানে কথাটি ('সেবাদাস বলা' অথবা 'সেবার জন্য অধিকারে থাকা') কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যদি জীব যে সেবার পৃথকভাবে অবস্থানের-যারা পৃথকীকৃত এবং তার জন্য হচ্ছে তার ক্ষুদ্র প্রতিনিধি, যে অংশে তার অধিকারের নিজে অধিকার করছে। তার যখন সংস্থানে অধিকারে থাকে, তখন তার অধিকারের ক্ষয় হয়। তার যখন ভগবানের অধিকারে থাকে, তখন তার অধিকারের বৃদ্ধি হয়। তার যখন ভগবানের অধিকারে থাকে, তখন সে নিজের স্বরূপবিকাশে বিকাশ করে। এই শ্লোকে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি জীবাত্মা তার ও বিভিন্ন পরমাণুর জন্য সেবার-যারা অবস্থান এবং যে যখন ক্ষুদ্র হয়

তখন এই জন্য অবস্থান নিজের প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যার যখন পরমেশ্বর নিজের পরমাণুর তাৎপর্যের হয়। প্রথমশিক্ষার শ্লোকের এই তাৎপর্যটি প্রথম করা হয়েছে—*ব ব এব প্রকৃতিঃ ইতি শরীরে বর্তমানস্যাপি প্রকৃতিসম্পর্কাৎ প্রকৃতি পদবাচ্যে প্রকৃতি শব্দবাচ্যে প্রকৃতিসেবা সংস্থিতবতি।* এখানে বলা হয়েছে যে, যখন জীবাত্মা নিজ জন্য অবস্থান পরিবর্তন করে প্রথম প্রকারে প্রকাশ করেন, তখন তার নিজের শরীর পুরুষশরীরের হয় এবং তার নিজের শরীরের তিনি নাম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকাশকারের বর্ণনা করেন। তিনি জীব যদি পুরুষোত্তম হয়ে কথা বলতে পারেন, জীব কথা বলতে পারেন এবং ভগবানকারের নাম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। পুরুষ শব্দের অর্থতে পাওয়া যায় যে, কথাটি যার পুরুষার্থ অর্থ বিশুদ্ধবুদ্ধিতা—বিশুদ্ধভাবের অবস্থানে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য জন্য নিত্য নিত্যস্থ পাওয়া। সেখানে বিশুদ্ধবুদ্ধির প্রকাশ এবং জীব বিভিন্নাংশ জীবসত্ত্বাদের সেবার পরিবর্তে সেবা পরাক্ষিত সেটি। পরমার্থতে বলা যায়, জীব ক্ষুদ্র হলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় নিত্য পরিবর্তন প্রাপ্ত হন।

এখানে ব্যতিরেকার ('পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রবিন্দুর অংশ') কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের অনুপম অংশ যেমন জন্য পরমেশ্বর অংশের মতো নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমার্থ ইতিহাসেই প্রকাশে (পরমাণু যে, আত্মাকে পাও পাও করে অণু যায় না। এই অনুপম অংশকে কখনো বৃদ্ধি নিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। এটি জন্য পরমেশ্বর অংশে নয়, যা কেবল ঈশ্বরে ঈশ্বরে বলা যায়, তাহলেও অংশের জোরে পরিচয় দেওয়া যায়। যেটি অংশের প্রকাশে যায়, লাভের এখানে অনুপম অংশের (শিষ্য) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের অনুপম অংশবলীর শিষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্যটি এটিও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি জেত্রে ভগবানের অনুপম অংশ আত্মা করেছেন যাকে (অধিকারিক বলা যেতে)। যেটি অনুপম অংশ যখন জন্য জন্য জেত্রের পক্ষে যেমন ক্ষুদ্র হয়, তখন উপলব্ধিতে নিজের প্রকাশের যার অধিকারে যেন জন্য হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষ সাথে কথার অধিকার উপলব্ধি করে। এখানে আমরা এটি দেখতে পাচ্ছি যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুপম অংশে ভগবান যার জীব ভগবানকারের ভগবানের সাথে এক, যেমন সেবার একটি কথাও সেবা।

শ্লোক ৮

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শরীরম্—দেহ, যৎ—যেমন, আপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়, যচ্চ—যা, চ অপি—ও, উৎক্রামতি—বিযুক্ত হয়, ঈশ্বরঃ—দেহের ঈশ্বর, গৃহীত্বা—গ্রহণ করে, এতানি—এই সমস্ত, সংযাতি—গমন করে, বায়ুঃ—বায়ু, গন্ধান্—গন্ধ, ইব—যেমন, আশয়াৎ—ফুল থেকে।

শ্রীধরের গান

যার যার কর্ম দেহ সে সে প্রাপ্ত হয় ।
এক দেহ ছাড়ে আর অন্যে প্রবেশয় ॥
বায়ু গন্ধ যথা যায় স্থান স্থানান্তরে ।
কর্মফল সূক্ষ্ম সেই দেহ দেহান্তরে ॥

অনুবাদ

বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে প্রাপ্ত জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে জীবনের দিকে যা হয় দেহের নিয়ন্তা হয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যদি ইচ্ছা করে, তা হলে সে তার দেহকে উচ্চতর শ্রেণীতে পরিবর্তন করতে পারে এবং সে যদি ইচ্ছা করে তা হলে নিম্নতর শ্রেণীতে অধঃপতিত হতে পারে। তার শক্তি খুব সীমিত এই দেহের মধ্যে। তার শরীরের পরিবর্তন নির্ভর করে তার সেই কার্যকলাপ উপর। তার চেতনাকে সে যেখানে পারে স্থানান্তর, সূক্ষ্মদেহ যা তাকে পরবর্তী শরীরে নিয়ে যায়। তার চেতনাকে যদি সে একটি সূক্ষ্ম বা একটি দেবতাদের চেতনার মধ্যে পাতে থাকে, তা হলে সে পরবর্তী সূক্ষ্ম অথবা দেবতাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই যদি তার চেতনাকে নিম্ন জন্তুশরীরে বৃদ্ধি করে, তা হলে সে সেইরকমের অথবা শরীর প্রাপ্ত হবে এবং সে যদি বৃক্ষজীবনের হয়, তা হলে সে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চেতনাহীন হয়ে জীবনের সব স্তরে থাকবে। দেহের নাশ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে দেহের সব বিভূতি এবং ফল পায়, সেই অবস্থা আত্মা। জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়ে এবং তার পরিবর্তন শরীর ও পরিবেশ কার্যকলাপের জন্য পরবর্তী শরীরের পাওয়া যায়। কর্ম অনুসারে জীব একটি ভিন্ন দেহে প্রাপ্ত হয় এবং তার সমস্ত অতীত সেই শরীর ভোগ করতে হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম শরীর, যা পরবর্তী

শরীরের কারণ গঠন করে, তা পরবর্তী জীবনের জন্য একটি শরীরের নির্মাণ হয়। এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হবার এই পন্থা এবং প্রকৃতির সাহায্যে পাওয়া হয় সবটি যা জীবন-ব্যাপার।

শ্লোক ১০

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ১০ ॥

শ্রোত্রম্—কর্ণ, চক্ষুঃ—চক্ষু, স্পর্শনম্—ত্বক, চ—ও, রসনম্—জিহ্বা, ঘ্রাণম্—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এব—ও, চ—এবং, অধিষ্ঠায়—অধিষ্ঠান করে, মনঃ—মন, চ—ও, অয়ম্—এই জীব, বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, উপসেবতে—উপভোগ করে।

শ্রীধরের গান

শরীরের অনুসারে ভ্রমণ বর্ণন ।
স্পর্শন, রসন আর ঘ্রাণ বা শ্রবণ ॥
সে শরীরে জীব করে বিষয় সেবন ।
অন্তঃকরণ করে সেই মনের ভ্রমণ ॥

অনুবাদ

এই জীব চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

পরমাত্মার কথা হচ্ছে, জীব যদি তার চেতনাকে সূক্ষ্ম-দেহাদের মধ্যেই স্থাপিত করে থাকে তেমন, তা হলে পরবর্তী জীবনে সে সূক্ষ্ম বা দেবতাদের মতো শরীর প্রাপ্ত হবে অথবা মনের দেবতুল্য ভোগ করবে। চেতনা সূক্ষ্মের অবস্থা করে নিয়ে; নিম্ন অবস্থার পরে যদি কোনো জন্য চেতনায় হয়, তা হলে তার পরিণাম হবে খারাপ। অনুরূপভাবে, চেতনা নিম্নে, যেমন গাছের শরীর। নিম্ন স্তরে অনুভূতির অভাবের পরিণামে আবার যখন চেতনা অনুভূতির হতে পারে। প্রকৃত চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা; যদি কেউ কৃষ্ণ-চেতনায় পরিপূর্ণ হন, তখন তিনি তার নিজের জীবনে আনন্দময় থাকেন। নিম্ন স্তরে অবস্থা অনুভূতির স্তরে চেতনা যদি অনুভূতির স্তরে

পারে, যা হবে পরবর্তী জীবনে তিনি মনুষ্যদেহ লাভ করে। তিনি যে পুণ্যবান মনুষ্য-শরীর লাভ করেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি কুকুর, শেয়াল, শূকর, কোনও অধম জন্তু বা পশুদেহে অথবা বৃক্ষাদি শরীর লাভ করে পারেন। এই সকল দুর্গতি কেন বিভিন্ন প্রকার তামসিক শরীর হয়েছে।

শ্লোক ১৭

উদ্ধরেদ্ধ্যাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

উদ্ধরেৎ—উদ্ধার করে; হি—নিশ্চয়; আত্মনা—মন দ্বারা; আত্মানম্—নিজেকে; আত্মানম্—নিজেকে; অবসাদয়েৎ—অধঃপতিত করবে; আত্মা—মন; এব—কেবল; হি—নিশ্চয়; আত্মনঃ—জীবের; বন্ধুঃ—বন্ধু; আত্মা—মন; এব—কেবল; রিপুঃ—শত্রু; আত্মনঃ—জীবের।

বঙ্গানুবাদ

মনের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা উচিত, অধঃপতিত করা উচিত নয়। মনই হচ্ছে বদ্ধ জীবের বন্ধু এবং মনই তার শত্রু।

তাৎপর্য

জীবাত্মাকে পরবর্তী জীবনে কিভাবে উন্নীত করা যায়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জীব নিজে ইচ্ছা করলে পরবর্তী জীবনে উন্নত শরীর লাভ করতে পারে। অথবা সে কি উন্নত শরীর লাভ করতে পারে, তা নির্ভর করে তার মনের উপর। মন হচ্ছে জীবের বন্ধু, যা তাকে উন্নত শরীর লাভ করতে সাহায্য করে, আবার মনই হচ্ছে তার শত্রু, যা তাকে অধঃপতিত করে পশু অথবা পশুর

অধমতর শরীর লাভ করায়। এই মনের সাহায্যে উন্নতিই করুন কিংবা অধঃপতনই করুন, তিনি স্বয়ং দায়ী। তাঁর নিজের কর্মফলে তিনি এই শরীর লাভ করেছেন। কোন বিশেষ অবস্থায় যে জীবন লাভ করেছে এবং কিভাবে তা পরিবর্তন করেছে, তার উপর সে বিশেষ অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। এমন কি সে পশু হতে পারে, কুকুর কিংবা শূকর। তার অবস্থানের মধ্যে কাজ ও কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে আছে, আর সেই এক বিশেষ দেহে অবস্থান করছে। এমন কোনটি যা সেই দেহ লাভ করে পশু দেহে, দেবদেহে অথবা মানব হতে পারে, তা নির্ভর করে মনের শক্তি বর্ধিত করার উপর। সেটি আমার দেহধারণ নয়। কিন্তু যিনি জ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থান করেছেন, তিনি বলতে পারেন যে, আমার দেহ দেহের ভিন্ন এবং আত্মাটি তাঁর দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং নিজের ইচ্ছামতো তাঁর আত্মা নিজে আমাকে অনুভব করছে। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন, তিনিই বুঝতে পারেন, কিভাবে এক জীব এই মনের সাহায্যে পুনর্জন্ম লাভ করছে। পুরাকালে, কৃষ্ণভাবনামৃত ভিত্তিতে সাধারণের মধ্যে যাদের অবচেতন পুনঃ জিবিত হয়েছে, তাঁরা অধঃপতনকে এই জ্ঞান দান করবার জন্য বৈদিকযুগে তৈরি করেছে, যাতে এক জীবকে পুনর্জন্মের অবস্থা দেখে তাঁরা সচেতন হন। এক জীবের অবস্থা আমরা দেখতে পারি, যাঁরা মানবের অধীন হয়েছে এবং এক অবস্থা পরিবর্তন করে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে এবং এক অবস্থাকে পরম দেহের বিশেষত্বে মুক্ত করে অপ্রাকৃত জগতের চাহিদাগুলি দান।

শ্লোক ১৮

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ১৮ ॥

বন্ধুঃ—বন্ধু; আত্মা—মন; আত্মনঃ—জীবের; তস্য—তার; যেন—যাঁর দ্বারা; আত্মা—মন; এব—কেবল; আত্মনা—মন দ্বারা; জিতঃ—জিত; অনাত্মনঃ—যাঁর মন নিয়ন্ত্রিত নয়; তু—কিন্তু; শত্রুত্বে—শত্রুতায়; বর্তেত—থাকে; আত্মা—মন; এব—কেবল; শত্রুবৎ—শত্রুর মতো।

বঙ্গানুবাদ

যাঁর মন তাঁর বন্ধু, যিনি মনকে জয় করেছেন, তাঁর মন তাঁর বন্ধু। কিন্তু যাঁর মন নিয়ন্ত্রিত নয়, তাঁর মন শত্রুর মতো শত্রুতা করে থাকে।

কিন্তু যেসব আত্মজ্ঞানী আত্মসংস্থিত।
দেখিতে সমর্থ হয় তত্ত্ব অবস্থিত ॥

অনুবাদ

আত্মজ্ঞান অধিষ্ঠিত যোগীগণ, এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধি রহিত অবিবেকীগণ যথাযথ প্রচেষ্টা এই তত্ত্ব অবগত হন না।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞান সম্পর্কে অনেকে অনেকটা বলে থাকেন থাকেন। কিন্তু যে আত্মজ্ঞান লাভ করেনি, সে জীবাত্মার সঙ্গে কিছুর পরিবর্তন বিকারে হচ্ছে তা দেখতে পায় না। এই সূত্রে যোগিনঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অনুশীলন সূত্রে তাত্ত্বিকদের অনেক শ্রেণী আছে এবং তাদেরকেও যোগী বলা যেতে পারে। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির পর্যায়ে যারা পৌঁছেননি তারা। তারা যেমন এক আত্মার পরীক্ষায় অনেকটা পারদর্শিতা লাভ করে থাকে এবং সেই পরীক্ষা খুব সুন্দর থাকে, তা হলেও তারা সঠিক হয়। এ ছাড়া আর অন্য কোন বলা হয়েছে। আমরা দেখি। যোগিনঃ শব্দ হয় সমাধিযোগানুষ্ঠানকারিণঃ। পরিণত যারা তাত্ত্বিকদের যোগ পন্থায় অনেকটা অবস্থা, কিন্তু যারা অকৃতাত্মানঃ। এই অবস্থায় যোগেরা আত্মার যেভাবে সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যারা সমর্থ যোগেরা অনুশীলন করেছেন, তাঁরাই যেমন আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাতে তত্ত্ব অবগত হতে কিছুর অধিকারীই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে তত্ত্ব কিছু ঘটছে।

শ্লোক ১৬

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১৬ ॥

যৎ—যে, আদিত্যগতম্—সূর্যস্থিত, তেজঃ—তেজঃ, জগৎ—গোটা, ভাসয়তে—প্রকাশিত করে, অখিলম্—সমস্ত, যৎ—যে, চন্দ্রমসি—চন্দ্রে, যৎ—যে, চ—এবং, অগ্নৌ—অগ্নিতে, তৎ—সেই, তেজঃ—তেজ, বিদ্ধি—জানবে, মামকম্—আমার।

গীতার গান

এই যে সূর্যের তেজ অখিল জগতে ।
চন্দ্রের কিরণ কিংবা অগ্নে জানবে ॥

আমার প্রভাব সেই আকাশ যে হয় ।
আমি যাকে আলো দিই সে আলো পায় ॥

অনুবাদ

সূর্যের যে তেজটি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজটি গোটা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তা আমারই তেজ বলে জানবে।

তাৎপর্য

যারা নির্বোধ, তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সব কিছু ঘটছে। কখনো কখনো তা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা উপলব্ধি করার জন্যেই সমর্থ আমাদের বুদ্ধি হয়। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বিদ্যুতের শক্তি আমরাই দেখতে পাই। অনুভবে দেখব এই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, সূর্যের উত্তাপ তেজটি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, বিদ্যুতের আলোক ও অগ্নির দীপ্তি শক্তি আসছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে। জীবাত্মা এই আলোকের, কৃষ্ণভাবনার বুঝতে এই বড় জগতে কত জীবন আছে। অনুভব করলে নিজের সেই। জীব সংস্থিতিতে পরমেশ্বর ভগবানের অধিকারের বিভিন্ন অংশ এবং অংশের বিভিন্ন বিভাগ বিকারে হচ্ছে আমরা আমার আমার জগৎ-এটাই নিজে দেখতে পাচ্ছি।

এই শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সূর্য গোটা গোটা জগৎকে আলোকিত করছে। আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি এবং গোটা পাচ্ছে, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন সূর্য আছে, তার আলোর এবং তার আছে। তবে তাদের দেখতে একটি মাত্র সূর্যই আছে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫১) বলা হয়েছে যে, তার তেজ সমস্তকার আছে জগতে (একোঽপ্যসৌ রবি)। সূর্যকিরণ তাপ এবং উত্তাপের জগতের ভিন্ন তেজটির সম্ভবে। সূর্যকিরণ পাশে অনুভব করতে পারলে বিশেষ কিছু হচ্ছে। তাহলে স্থানীয় তারা তারা কাজে, আমরা স্থানীয় তারা সমস্তকার জগতে উত্তাপটি। আমাদের পাচ্ছেন সব কিছু কিন্তু এই, তাই সূর্যকিরণ, শক্তি ও প্রাকৃতিক জীবনের কারণ এবং আলোক। তাহলে পরমাণু পারমাণবিক জীবন-চেতনা পাচ্ছে না। তাই তেমনি সমস্ত বুঝতে পারে যে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির আলোক ও তেজটির উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান জীবকে, তখন তারা কৃষ্ণভাবনায় তারা হয়। এর বিকাশের তারা সমস্ত অসম্পূর্ণ পুরুষোত্তম হয়। প্রকৃতিগত একটি আকারে যে, মানুষ আকারে উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান। জীবাত্মার কৃপায় অনেকটা জীবন তারা করছে। উত্তম কৃষ্ণ সর্বোচ্চ সূর্যের চিন্তা হচ্ছে পরম

[illegible]

শ্লোক ১৩

বাহুভিশ্চ ত্বমুদ্যম্য বাহুমেবাহমোজসা ।
পুষ্ণামি ত্রৈলোক্যং সর্বং লোকো ভূত্বা জলাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

বাহু—পৃথিবীকে; আস্থিত্য—ধারণ করে; ত্বম্—আপনি; ভূত্বা—হয়ে; ত্বম্—আপনি; ভূত্বা—জীবনমূরূপে; বাহুভিঃ—বাহু দ্বারা; ত্বম্—আপনি; উদ্যম্য—আমার শক্তির দ্বারা; পুষ্ণামি—পুষ্টি করছি; ত্বম্—আমি; ত্রৈলোক্যম্—তিন; সর্ব যত কিছু সবকিছু; সর্বম্—সমস্ত; লোকঃ—জল; ভূত্বা—হয়ে; জলাত্মকঃ—জলময়।

গীতার গান

এই যে পৃথিবী যথা বায়ুরূপে ছাড়ে ।
আমার যে শক্তি যবে সংসারে প্রবেশে ॥
আমি যে জীবনি হয় পোষণ করিতে ।
জলরূপে দক্ষিণাম করি যে জগতে ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীকে ধারণ করে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবনের ভরণ করি এবং জলময় চন্দ্রদেবে হয়ে, সব কিছু রসের পুষ্টি করছি।

তাৎপর্য

ভগবানের শক্তির মাধ্যমেই যে সমস্ত প্রজাপতি মহাপুরুষ আসছে, তা পরবর্তী উপলব্ধি করা যায়। ভগবান প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি গ্রহে এবং প্রতিটি জীবের প্রতিটি হয়। ব্রহ্মসংহিতায় সেই সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশপ্রকাশে পরমাত্মা প্রত্যেকটিতে, প্রত্যেকে, জীবে, এমন কি অণুতে প্রবিষ্ট হন। সুতরাং, যিনি প্রবিষ্ট হন বলেই সব কিছু সম্ভবপরায়ণ প্রকাশিত হয়। যেমন, বৃক্ষ আছে বলে, বৃক্ষ অণুতে জলে যেমন থাকতে পারে, কিন্তু আবার বৃক্ষ এই যেন যেমন হয়ে যায় এবং সেগুলি বৃক্ষ হয়ে যায়, বৃক্ষ সেগুলি তুলে যায়। আমরাই সেই বৃক্ষ পাত্র পাত্র জীবন-তুলনে পাচ্ছি, বৃক্ষ যা

[illegible]

শ্লোক ১৪

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; বৈশ্বানরঃ—জঠরাগ্নি; ভূত্বা—হয়ে; প্রাণিনাম্—প্রাণীদের; দেহম্—দেহ; আশ্রিতঃ—আশ্রয় করে; প্রাণ—প্রাণবায়ু; অপান—অপান বায়ু; সমাযুক্তঃ—সংযোগে; পচামি—পরিপাক করি; অন্নম্—খাদ্য; চতুর্বিধম্—চার প্রকার।

গীতার গান

আমি বৈশ্বানর হই দেহমাঝে বসি ।
প্রাণাপান বায়ুযোগে অন্ন দ্রব্য করি ॥

অনুবাদ

আমি ভক্তিরূপী জ্ঞান প্রদীপকে তেল জোগাই করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংঘর্ষের ফলে প্রকাশ পাওয়া পরিশুদ্ধ বহ্নি।

ভাবার্থ

অনুগামী শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান এক লক্ষ্যের বস্তু আছে যা সমস্ত শাস্ত্রগুলোতে ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। সেই আমি কখন প্রকাশিত না থাকে, কখন ফুল থাকে না এবং সেই আমি কখন তিরোভাব হলেন, কখন আবার পুনরায় হই। যাকে আমি সেই আমি কখন তিরোভাব না হলে, কখন তিরোভাব অবস্থায় হয়। যে আমি জ্ঞান, সেই আমি হচ্ছেন শাস্ত্র পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিনিধি। ভৌতিক জগতে (গ্রন্থকারের টীকাটীকা ১/১/১) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পাঞ্চভৌতিক জগতের যে কোন পরিমাণে কিংবা অপরিমিত হোক কর্ম প্রকাশের পরিণাম করেছেন (কর্মফলটিপ্পনীতে ভোগকারীপুরুষে ভোগের কর্ম পাওয়ে)। সুতরাং, যেহেতু তিনি যা কারণের কারণরূপে পরিণাম করতে পারেন, এই অবস্থাতে পাঞ্চভৌতিক জীব অক্ষম নয়। পাঞ্চভৌতিক জগতের আমি পরিণামের পাঞ্চভৌতে যাকে পাওয়ে না বাকেন, তা হচ্ছে তার পাঞ্চে অবস্থার কারণ যেন অক্ষমতা থাকে না। এজন্যেই তিনি পাঞ্চভৌতে উপলব্ধি করেন এবং পরিণাম করেন এবং জীব কৃপাতে তাহাতে আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করতে পারি। যেমনপুরুষের (১/১/১৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে কথা হয়েছে, পাঞ্চভৌতিকের প্রতিপাদ্যে—জগতের পাঞ্চভৌ আছে ও পরিণাম মধ্যে, বস্তুতে এমন কি উপলব্ধি পরিণামে পরিপ্রকাশে অধিষ্ঠিত। আমাদের হয় প্রকারের—ধর্ম, জ্ঞান, ভোগ ও ভোগ এবং, এই সব কারণের কারণরূপী পরিণাম করার শক্তি হচ্ছেন তিনি।

শ্লোক ১৫

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

সর্বস্য—সমস্ত জীবের, চ—এবং, অহম্—আমি, হৃদি—হৃদয়ে, সন্নিবিষ্টঃ—অধিষ্ঠিত, মত্তঃ—আমার থেকে, স্মৃতিঃ—স্মৃতি, জ্ঞানম্—জ্ঞান, অপোহনম্—

বিলোপ, চ—এবং, বেদৈঃ—বেদসমূহের দ্বারা, চ—ও, সর্বৈঃ—সমস্ত, অহম্—আমি, এব—অবশ্যই, বেদ্যঃ—জ্ঞাতব্য, বেদান্তকৃৎ—বেদান্তকর্তা, বেদবিৎ—বেদের, এব—অবশ্যই, চ—এবং, অহম্—আমি।

গীতার গান

সবার হৃদয়ে আমি, অধিষ্ঠিত অন্তর্যামী,
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান মন।
আমি সে জানাই কারে, আমি সে ভুলাই তারে,
আমা হতে হয় অপোহন ॥
বেদ সেই পুরুষোত্তমে, আমার সে বেদান্তেরে,
আমি এই সব বেদবেদ্য।
আমি সে বেদান্তবিৎ, আমি সে বেদান্তকৃৎ,
বেদান্তের কর্তা হন আমা ॥

অনুবাদ

আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।

ভাবার্থ

ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্তজীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তাঁর থেকেই সমস্ত জড়জীব সৃষ্টির হয়। জীব যার পূর্ব জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু তাদের সমস্ত কর্মফল পরবর্তী পরমাত্মার ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে ভোগে হয়। সুতরাং, জীব পূর্বের কর্ম অনুসারে যে কর্ম করতে চায় তাই করে। সেই কথা যে জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান তাহাকে তা দান করেন। তিনি যাকে স্মৃতি দান করেন এবং যার পূর্ব জীবন সম্বন্ধে বিস্মৃতিও দান করেন। একজনেই, ভগবান কেবল সর্বজ্ঞাতাই নন, তিনি সেটিই জীবের অজ্ঞানের নিরাকরণ। তিনি নানা প্রকার পরীক্ষা দান করেন। তিনি নির্দিষ্ট প্রকারেরে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান জ্ঞান না হলেও অধিষ্ঠিত পরিচয়ে জানেই কোনো আমাদের নন, বেদের অধ্যয়নকারীগণ তিনি আমাদের। বেদ অনুসারে পরিচয় নির্দেশ প্রদান করে, যাতে তারা ভগবানের জ্ঞানের জীবনকে পাওয়ে পারে এবং তাদের চরম কামনা অনন্ত-ধামে নিত্য যেতে পারে। বেদ পরম পুরুষোত্তম ভগবান জীবের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং জীবের পরমাত্মার বেদে অধিষ্ঠিত আছে বেদান্তকৃৎ ভগবান করেন। পরমাত্মারূপে বেদান্তকৃৎরূপে আমি

শ্রীমদ্ভাগবতী হয়েছে, শ্লোকানুসারে অর্থাৎ তত্ত্ব-উপলব্ধি। পরাবেশের অবস্থায় এটাই পূর্ণ যে, শব্দ জীবের উদ্দেশ্যের জন্য তিনি হয়েছেন তার পরমাত্মার সমাধানকারী, পালনকারী, তার কর্মের সাক্ষী, শ্লোকাকারে তার জন্য প্রকাশ এবং পরে পুরুষোত্তম অবতার শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতারীরূপে শিক্ষক। তিনি শব্দ জীবন্মুক্ত অবস্থায়। একারণে অবতার সর্ব সমস্যার এবং তিনি পরম সহায়।

অন্তরাত্মাটি পরম অবস্থায়। যেহু আত্মা বলার সময় সাথে সাথে জীব যদি কিছু ভুলে যায়। কিন্তু পরাবেশের অবস্থাতে বাধা উদ্ভূত হয়ে যে আত্মার তার সর্ব তত্ত্ব বাধা হলিল যে তার পূর্ণজ্ঞানের জন্য কখন ভুলে যায়, তবুও যেখানে যে এর অর্থ শেষ আছেন, সেখানে যেহেতু আমার তত্ত্ব অবস্থার জন্য অবস্থান আছে তুমি বাধা পাবে। সুতরাং, যখনই অবস্থিত পরাবেশের অবস্থাতে উপলব্ধি অনুসারে জীব যে কোনো জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে তা নয়, তার জন্য যেহেতু ঐশ্বরিক জ্ঞান উপলব্ধি করার পুরোপুরি যে পারে। যেমন যদি ঐশ্বরিক জ্ঞান পরাবেশ অবস্থাতে অবস্থানী হয়, তা হলে জীবন্মুক্ত অবস্থাতে উপলব্ধি পূর্ণরূপে বাধা করেন। অবতারের উপলব্ধির জন্য যেমন তিনি ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করেছেন। অবশ্য, অধিকারবশতে জীবন্মুক্তের জন্য জীবনে লাভেছেন। ঐশ্বরিক শাস্ত্রে যেটি সম্বন্ধে অধিকার করে তার বলেছে—যেমনটি অবিদ্যাবিনাশিতে। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু তার যেহেতুতে উপলব্ধিতে, পুরুষ যদি সমস্ত শাস্ত্রে পরাবেশের অবস্থাতে তার জীবিত হয়েছে। ঐশ্বরিক অবস্থায় অনুভবে অনুভবিত করার কারণে, ঐশ্বরিক পূর্ণতা পরাবেশের করার কারণে এবং অধিকারবশে অবস্থানের পরাবেশের করার কারণে জীবনে লাভ করা যায়। সুতরাং, যেহেতু উপলব্ধি হচ্ছে জীবন্মুক্তের কাজ। তেমন অবস্থাতে অবস্থানে জীবন্মুক্তের উপলব্ধি করার উপলব্ধি যেহেতু এবং শব্দ উপলব্ধি করে। পরাবেশ পুরুষোত্তম অবস্থানে হচ্ছেন পরাবেশ শব্দে। যেটি কথা অধিকারের জন্য শ্লোকানুসারে (১/১/২) বলেছে—কর্ম যু অবস্থায়। বিস্তারিত পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করা যায়। ঐশ্বরিক শাস্ত্র উপলব্ধি করার কারণে পরম পুরুষোত্তম অবস্থানের সাথে কিছু সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে অবস্থানে অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবস্থানে জীবনের পরম শব্দে পরম পুরুষোত্তম অবস্থানের শ্রীপাদপদ্মে উপলব্ধি হওয়া যায়। এটি শ্লোকে শ্লোকের উপলব্ধি, শ্লোকের উপলব্ধি এবং শ্লোকের শব্দে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

অবিদ্যো পুরুষো লোকে অবস্থাবস্থ এব চ ।
অবস্থা সর্বাণি কৃৎস্নানি কৃৎস্নোঽবস্থ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

যেহি—যুক্তি, উচ্যতে—এটি, পুরুষো—জীব, লোকে—জগতে, অবঃ—নিম্নগামী, চ—এবং, অক্ষরঃ—অবিনাশী, এব—অবশ্যই, চ—এবং, অক্ষঃ—নিম্নগামী, সর্বাণি—সমস্ত, কৃৎস্নানি—জীব, কৃৎস্নঃ—সমস্তের দ্বিত, অক্ষরঃ—অবিনাশী, উচ্যতে—বলা হয়।

জীবের গমন

বদ্ধ মুক্ত পুরুষ যে হয় দ্বিপ্রকার ।
যুক্তি যাদের পরিচিতি যে অব অক্ষর ॥
বদ্ধ জীব যত হয় তার অব নাম ।
অক্ষর কূটস্থ জীব নিত্য মুক্তধাম ॥

অনুবাদ

অব ও অক্ষর যুক্তি দ্বারায় জীব জগতে। এটি অব জগতের সমস্ত জীবকে অব এবং নিত্য-জগতের সমস্ত জীবকে অক্ষর বলা হয়।

তাৎপর্য

পূর্বেই পরিচয় হয়েছে যে, যখনকার কালে অবস্থানের অবস্থা অবস্থান শ্লোকানুসারে অবস্থান করেন। এখানে অবস্থান পরাবেশের শ্লোকানুসারে সমস্তই বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন অবস্থাতে যে, জীবন যা অবস্থায় অবস্থা, তাদের যুক্তি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—অব ও অক্ষর। জীব হচ্ছে অবস্থানের অবস্থান বিভিন্নতায়। তারা যখন অব জগতের সাম্পর্কে আসে, তখন তাদের বলা হয় জীবাত্মার এবং পরমাত্মার অবস্থা অবিদ্যা যুক্তিটি বর্ণনাটির অর্থ হচ্ছে তারা অব। কিন্তু জীব পরম পুরুষোত্তম অবস্থানের সাথে অবস্থানকারে যুক্ত, জীবের বলা হয় অক্ষর। এখানকারে যুক্ত অবস্থানের অর্থ এটি নয় যে, জীবের কোন শক্তি থাকছে নেই, কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে যে, জীব অবস্থানের থেকে নিম্নগামী। যুক্তির উপলব্ধিতে জীবের অবস্থানটি তেমন নিম্নগামী। অবশ্য, নিম্ন-জগতে যুক্তি যদি কিছু নেই, তবে শ্লোকানুসারে বর্ণনা অনুসারে, পরম পুরুষোত্তম অবস্থানে হচ্ছেন সমস্ত যুক্তির উৎস, তাই শ্লোকটি এখানে বারবার বলা হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম অবস্থান জীবন্মুক্তের বর্ণনা অনুসারে যুক্তি অবস্থানে জীব আছে। যেমনের তার অবস্থান আছে। সুতরাং, যেটি সম্বন্ধে যেমন সম্পর্কেই যেটি। যে সমস্ত জীব এটি জগতে তার ও পাশ ইন্দ্রিয় নিয়ে অবস্থান পারে, তাদের বলা হয়েছে, যা অবস্থান পরম অবস্থানের অবিনিত্যেই পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব যখনকার পরম থাকে, তাদের সাম্পর্কে আসার কারণে তার যেমনের পরিবর্তন হয়। তাই যেমনের পরিবর্তন

হয়, আর্য, অনার্য হয় কেবল জীবের পরিবর্তন হয়ে। কিন্তু ভিন্ন-জগতে কিছু পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার তৈরি হয় না। আর্য কেবলমাত্র কেবল পরিবর্তন মেলি। কিন্তু জগতের জীবের ছাড়া পরিবর্তন হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, ক্ষয়বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। একটি কিন্তু পরিবর্তন। কিন্তু ভিন্ন-জগতে কেবল কেবল পরিবর্তন হয় না। সেখানে কিছু মেলি, কিছু মেলি এবং কিছু মেলি। সেখানে কিছু বিভিন্ন একজাতের অবস্থান করে। কিন্তু কর্মের ফলেই—নিয়মের দ্বারা কোনো কিছু করে একটি মেলি নিয়মের পরিধি যে জীব কিছু জগতের সম্পর্কে এসেছে, তারা কর্মেরই সেই পরিবর্তন করবে। আর তারা কর্মেরই কিছু। ভিন্ন-জগতে কর্মেরই একজাতের বর্ণনা কিছুর না থাকে।

শ্লোক ১৭

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

উত্তমঃ—উত্তম, পুরুষঃ—পুরুষ, তু—কিন্তু, অন্যঃ—অন্য, পরমঃ—পরম, আত্মা—আত্মা, ইতি—এভাবে, উদাহৃতঃ—বলা হয়, যঃ—যিনি, লোক—ভুবনে, ত্রয়ম্—তিন, আবিশ্য—প্রবেশ করে, বিভর্তি—পালন করেন, অব্যয়ঃ—অব্যয়, ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর।

বাংলা পদ্য

আত্মা হচ্ছে যে উত্তম পুরুষ প্রধান।
ঈশ্বর যে পরমাত্মা থাকে সর্বক্ষণ ॥

অনুবাদ

এই উভয় থেকে ভিন্ন উত্তম পুরুষকে বলা হয় পরমাত্মা, তিনি ঈশ্বর ও অব্যয় এবং ত্রিভুবনের মধ্যে প্রবেশ করে পালন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির বাংলা অর্থ উপনিষদ (৪/৪/১৮) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/১৩) পুরো পুনরাবৃত্তি করেছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ক্ষর ও মুক্ত অংশ জেনে জীবের উর্ধ্বে হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। উপনিষদের শ্লোকটি হচ্ছে—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, ক্ষর ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের মধ্যেই একজন পরম প্রধান পুরুষ আছেন। তিনি

হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি সমস্ত জীবিকাদের কর্তা এবং তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে আনন্দ উপভোগ করার জন্য সুযোগ সুবিধা দান করেন। তেমনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের মধ্যে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করেন। যে জীবটি পুরুষ উত্তম উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই কেবল যথার্থ শান্তি লাভ করেন, অন্য কেউ না।

শ্লোক ১৮

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ—যেহেতু, ক্ষরম্—ক্ষয়ের, অতীতঃ—অতীত, অহম্—আমি, অক্ষরাৎ—অক্ষর থেকে, অপি—ও, চ—এবং, উত্তমঃ—উত্তম, অতঃ—অতএব, অস্মি—হই, লোকে—জগতে, বেদে—বৈদিক শাস্ত্রে, চ—এবং, প্রথিতঃ—বিখ্যাত, পুরুষোত্তমঃ—পুরুষোত্তম নামে।

বাংলা পদ্য

ক্ষর না অক্ষর হতে আমি যে উত্তম।
অতএব লোকেতে নাম পুরুষোত্তম ॥

অনুবাদ

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না—না জীবেরা না, মুক্ত জীবেরা না। অতএব, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম অর্থাৎ সর্বোত্তম উত্তম পুরুষ। এখন স্পষ্টভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, জীব ও পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভিন্ন। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, যারা অজ্ঞানতার থেকে মুক্ত অবস্থাতেই রয়েছে, জীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অধীন পরিচালনাধীনে কেবল পরিবর্তনই অতিক্রম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান ও জীবদের সনাতনত্বের মধ্যে পার্থক্যের সমান স্তরে রয়েছে শুধু। জীবের পরিবর্তনের পর্যায়টি উর্ধ্বগমন ও অধঃপতনের চক্র থেকে হয়। কিন্তু পরমেশ্বর এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না।

এখানে কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে 'নৈষ্কর্ম্য অবস্থা' (পূর্ণশান্তি)। নিম্নের শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যোগযুক্ত যোগেশ্বরেরা—"যোগের উদ্দেশ্য পূর্তি লাভের বাসনা করা হয়েছে।"

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মাংশী প্রাভবিক ভগবানরূপে যোগের পরিচয় দিয়েছেন। বেদে (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/১২/৬) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে—ভগবান ভগবানের/ভগবদ্ধামে সমুদয় সত্তা যোগেশ্বরেরা বাসনা যোগ ভক্তিযোগবিশিষ্টরূপে ও জীবন্মুক্ত পুরুষেরা। "যদি যোগে যোগীরা এসে পরমেশ্বর বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রবেশ করেন। তখন তিনি তাঁর ঈশ্বর স্বভাবে অবস্থান করেন। সেই পরম স্থিতিকে বলা হয় পরম পুরুষ।" অর্থাৎ, পরম পুরুষ তাঁর ঈশ্বর যোগশক্তি প্রদর্শন ও বিতরণ করেন, যা হচ্ছে পরম যোগশক্তি। সেই পরম পুরুষোত্তমই পরমব্রহ্ম রূপে পরমাত্মার ভগবান বিষয় করেন। পরমাত্মা ও পরমব্রহ্মের পরম পরমাত্মার রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি ঈশ্বরীয় স্বরূপ ধারণ করেছেন।

শ্লোক ১৯

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

যঃ—যিনি, মাম্—আমাকে, এবম্—এভাবে, অসম্মূঢ়ঃ—নিঃসন্দেহে, জানাতি—জানেন, পুরুষোত্তমম্—পরমেশ্বর ভগবান, সঃ—তিনি, সর্ববিৎ—সর্বজ্ঞ, ভজতি—ভজনা করেন, মাম্—আমাকে, সর্বভাবেন—সর্বতোভাবে, ভারত—হে ভারত।

বিকল্প অনুবাদ

যে মোরে বুঝিল যেই যে পুরুষোত্তম ।
সকল সংশয় ছাড়ি হইল উত্তম ॥
যে জানিল সর্ব মোর নির্মল জ্ঞান ।
হে ভারত। সর্বভাবে সে মোরে ভজন ॥

অনুবাদ

হে ভারত। যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বান্তঃকরণে আমাকে ভজনা করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বেদে তাদের বর্ণনার অনুরূপ আছে। এখানে এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি সর্বকারণের কারণ। যে অজ্ঞানী, যে পরমেশ্বর সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তিনি অনুকূল পরিবেশে ভগবান না করে পরমাত্মারূপে কৃষ্ণভাবনামৃত ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ এই তত্ত্বের উপর যোগ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু অনুচর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ও উপদেশ ছাড়াই অজ্ঞানতাবশত মনে করে যে, পরমেশ্বর ও জীব এক ও অভিন্ন।

বৈদিক জ্ঞানের সার হচ্ছে ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের ভক্তিতে শিক্ষা। পরমেশ্বর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির কাছ থেকেই কেবল বৈদিক জ্ঞান লাভ করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পুরুষোত্তম এবং বিষ্ণুর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্র থেকে পরমেশ্বরই জ্ঞাত করা উচিত। নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান করাই যথেষ্ট নয়, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করে যা উপলব্ধি করতে হবে। এখানে বলা হয়েছে, কেবল কেবলাদ্বৈত স্থিতির উপর নির্ভর করে ভক্তিমার্গ অনুসরণ করাকেই বলবে। বিশিষ্টভাবে ভগবদ্গীতা থেকে জ্ঞান করতে হবে যে, জীব কখনই পরম পুরুষ ভগবানের অধীন হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে তিনি এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই যোগের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন, যা ছাড়া অন্য কোনটি যোগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়।

'ভজতি' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের যোগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভ করতে 'ভজতি' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। যেটি কখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃতে হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই পরম বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বলা হয় যে, যেটি কখন ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগে নিযুক্ত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর উপলব্ধি করার জন্য আর যোগ আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির অনুশীলন করতে হয় না। তিনি ইতিমধ্যেই সেই জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন, কারণ তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের যোগের নিযুক্তিত। তাঁর পক্ষে ভগবান এবং উপলব্ধির সব কথাই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে। কিন্তু যেটি যদি শুধু পড়ে জীবন্মুক্ত হয়ে ভগবান-তত্ত্ব সম্বন্ধে যোগের অনুশীলন করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধির পরিবর্তে উপলব্ধি না হয় এবং তার জীবনাবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তা হলে বুঝতে হবে যে এর পরিণাম অনুকূল, তা যোগের অভ্যাসেই বলবৎ থাকে।

শ্লোক ১০

ইতি তত্ত্বতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং মহামুনে ।
এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে, তত্ত্বতমম্—সবচেয়ে গোপনীয়, শাস্ত্রম্—শাস্ত্র, ইদম্—এই, উক্তম্—বলিত হল, মুনে—মহান ঋষি, এতৎ—এই, বুদ্ধ্বা—জানার ফলে, বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান, স্যাৎ—হয়, কৃতকৃত্যঃ—কৃতার্থ, চ—এবং, ভারত—হে ভারত।

বঙ্গানুবাদ

এই যে শাস্ত্রের শুচি মর্ম কথা শুন ।
তুমি যে নিষ্পাপ হও শুদ্ধ হও মন ॥
ইহা যে বুঝিল তাহে হয় বুদ্ধিমান ।
হে ভারত! কৃতকৃত্য সে হয় মহান ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ মহর্ষি! হে ভারত! এইভাবে সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। যিনি এই তত্ত্ব জানতে পেরেছেন, তিনি মহান বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ হন।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেন যে, এটিই হচ্ছে সমস্ত শিব শাস্ত্রের সারমর্ম এবং সমস্ত পুরাণেরও মূলসার। যেখানে যা সত্য বলেছেন, তিনি সেখানেই তা উপলব্ধি করা উচিত। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হবে এবং সে পূর্ণরূপে শিব জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে। পাশাপাশি কথা হচ্ছে, এই জ্ঞান-লাভী উপলব্ধি করার ফলে এবং অধিকারের জন্যদেহের সেবার নিযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেই জড় প্রকৃতির গুণের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। অধিকারের হচ্ছে পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ। সেখানেই অধিকারের স্থিতি হয়, সেখানে জড় জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। অধিকারের জন্যদেহের সেবা এবং জ্ঞানের এবং ও অধিক, বাকি কিছু নিষ্ফল। জ্ঞানদেহের সেবা কলুষিত হয় পরাশক্তির জন্যদেহের সঙ্গলাভ শক্তির মাধ্যমে। জ্ঞানদেহের জন্ম হয় মৃত্যুর মধ্যে এবং সঙ্গলাভ হচ্ছে সঙ্গলাভ। যেখানে পুরুষোত্তমের জ্ঞান হয়, সেখানে সঙ্গলাভের কোন প্রশ্নই উঠতে

পারে না। যদি, সমস্তকিছু উপযুক্ত মহাত্মাদের দ্বারা অধিকারের অনুশীলন করা হয়, তখন সঙ্গলাভের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

সকলেরই উচিত এই পুরুষোত্তম অনুশীলনে প্রশ্নী হওয়া এবং পুরুষোত্তম বিকশ ও নিবেদন প্রভৃতি জন্য জ্ঞানদেহের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। সমস্তকিছু পরিষ্কার যে কেবল পুরুষোত্তমের সঙ্গ করছে এবং অধিকারের জ্ঞানদেহের সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে, সমস্তকিছুর পুরুষোত্তমের বুদ্ধিমান যে যথার্থ বুদ্ধিমান কোন না কোন, সে যথার্থ বুদ্ধিমান নয়।

এই শ্লোকে অনুধ্যান যে জ্ঞান দান সম্পর্কে কথা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা সম্ভব নয়। মানুষকে পাপ কার্যের পাশাপাশি কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু অধিকারের এটাই সত্য ও পবিত্রতা যে, তেমন কখন এমনকি জ্ঞানদেহের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন সে আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে যায়।

পূর্ণ পুরুষোত্তমের অধিকার যদি সত্য মহাত্মাদের দ্বারা জ্ঞানদেহের অনুশীলন করা হয়, তখন অধিকারী প্রতিষ্ঠাকারে সম্পূর্ণভাবে পরমপুরুষ ভগবান তাঁকে আশ্রয় হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা। কখন পরমেশ্বরের মূল কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে অধিকার। এইভাবেই জীব পরমেশ্বর ভগবানের সমপ্রভুত্ব চেতনাটি পরিষ্কার করে। জ্ঞানের দ্বিতীয় পূর্ণতা হচ্ছে জড় জগতের উপর অধিকার করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সে জড়ের প্রতি আসক্ত হয় এবং সে জড়ের উপর তার অধিকার বিস্তার করতে থাকে। এই প্রকারের পূর্ণতাপ্রাপ্তিই হচ্ছে জড় অধিকারের কারণ। এই অবস্থাতে প্রথম পর্যায়ে শ্লোকে প্রকাশে এই পরম পূর্ণতার থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের বাকি অংশে যা শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষোত্তম-যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধিকারের কথে শ্রীগীতার গান ।
তাতে যদি শুদ্ধ হয় কৃষ্ণপায় প্রাণ ॥

ইতি—পরম পুরুষোত্তম যোগরূপ নিবন্ধে 'পুরুষোত্তম-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতীয় পঞ্চদশ অধ্যায়ের অধিকারের তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ

শ্লোক ১–৩

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অভয়ম্—ভয়শূন্যতা; সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—সত্ত্বের পরিশুদ্ধি; জ্ঞান—জ্ঞান; যোগ—যোগে; ব্যবস্থিতিঃ—অবস্থিতি; দানম্—দান; দমঃ—আত্মসংযম; চ—এবং; যজ্ঞঃ—যজ্ঞ; চ—এবং; স্বাধ্যায়ঃ—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন; তপঃ—তপস্যা; আর্জবম্—সরলতা; অহিংসা—অহিংসা; সত্যম্—সত্যবাদিতা; অক্রোধঃ—ক্রোধশূন্যতা; ত্যাগঃ—বৈরাগ্য; শান্তিঃ—প্রশান্তি; অপৈশুনম্—অন্যের দোষ না দেখা; দয়া—দয়া; ভূতেষু—সকল জীবের প্রতি; অলোলুপ্ত্বম্—লোভহীনতা; মার্দবম্—মৃদুতা; হ্রীঃ—লজ্জা; অচাপলম্—অচঞ্চলতা; তেজঃ—তেজ; ক্ষমা—ক্ষমা; ধৃতিঃ—ধৈর্য; শৌচম্—পবিত্রতা; অদ্রোহঃ—

মাংসাহারিণঃ, ন—না, অতিমাত্রিণঃ—অতিমাত্রভোজনঃ, অর্জুন—হে, ন—না, অশ্নতঃ—অশ্নতঃ, চৈকান্তম্—নিত্য, অতিরাত্রস্য—অতি অধিক, জাগ্রতঃ—যে জাগ্রত।

শ্রীহরি গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

অত্যন্ত সতু অসিদ্ধি হয়ে অবস্থান ।
ধ্যান জন্য যজ্ঞ আর স্বাধ্যায় জপন ॥
সরলতা সত্য আর অহিংসা অক্রোধ ।
ত্যাগ শান্তি দয়া আর অলোলুপতা ॥
অলোলুপতা মৃদুতা হ্রেয় অচাপল ।
অকার্পণ্য ধৃতি তেজ আর হ্রী অদ্রোহ সকল ॥
অভিমান শূন্যতা যে ছন্দিল যে গুণ ।
অপশ্যন্ত যে হয় তার আর দৈবীতে জন্ম ॥

অনুবাদ

পরাভক্তির অবলম্বন করেছেন—যে অভয়। অনুকূলতা, সত্যের পরিচর্যা, শাস্ত্রবিহিত জ্ঞানের অনুশীলন, দান, স্বাধ্যায়লাভ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় শান্ত অবস্থান, জপাদিতে, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধশূন্যতা, বৈরাগ্য, শান্তি, অন্যের দোষ দর্শন না করা, সমস্ত জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, অকপট শূন্যতা, অভিমান শূন্যতা—এই সমস্ত জনগণের নিকটবর্তী অভিজাতের মধ্যে দেখা যায়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর অবতারের অন্তরেই অভয় বৃদ্ধিলাভ, এই মত অন্যদের পক্ষে লাভ করা হয়েছে। যারা পরমপুরুষোত্তমের জীবনের অবস্থানের ও অবস্থানকালে বিভিন্ন কার্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত অধ্যায়ে যেন ও অনুসারে কথা বর্ণিত করা হয়েছে। এখানে দৈবিক দীপ্তি অনুসারে সাত্ত্বিক কর্মের বৃদ্ধিলাভ, অবস্থানের কর্ম যথা বর্ণিত হয়েছে। এই প্রকার কার্যকলাপের শ্রেণী অনুযায়ি যারা অভিজাতের কথা হয়। যারা শ্রেণী অনুযায়ি অভিজাত, তারা বুদ্ধিতে যারা অভাব হয়। পরমেশ্বরে, যারা ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণের কর্ম করছে, তাদের সঙ্গে বুদ্ধি লাভের শ্রেণীর, সন্ন্যাসের শ্রেণী। যারা হয় এই মত জগতে অনুসরণে অবস্থান করছে, সাধারণ অবস্থাবাদী হয়ে পরমেশ্বর

যে অভয় নিয়মের বৃদ্ধিলাভ করছে। এই শ্রেণীর অবস্থাকে অবলম্বন শ্রেণী অনুযায়ি, তারা অবলম্বী এবং অনুসারিক প্রভৃতি যে যারা অবস্থানকারি বর্ণিত করেছেন। এই সমস্ত অধ্যায় বুদ্ধির ও অনুসারিকে কথায় তিনি বাধ্যতা করেছেন।

অভিজাতের পার্থক্য যার একথা অনুসারে যারা বিশ্বাসের যারা অবস্থা করেছে, তারা নিজের অবস্থায় অবস্থানকারি। নিজ পরিচিতের অন্তরে নিজস্বভাবের পন্থা নির্দিষ্ট পথের 'পরিবর্তন পরম্পরা' যাকে পরিচিত। শিক্ষকেরা যারা নিজেদের পরম্পরির অন্তরে বর্তমান করেন, তা হলো ঈশ্বরের কারণ জীবনের জন্য অনুসরণীয় শ্রেণী নিয়ে যেন চলতে হয়। কথাপ্রসঙ্গেরে অবস্থা আলোচনা পাওয়াই যে, বৃদ্ধিলাভ পাওয়ার জন্য স্ত্রী-পুরুষের যে প্রেম নিলন, তা স্ত্রীবৃদ্ধি যায়। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম মিলন যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তা হলে তা নিন্দনীয় নয়। যদি কৃষ্ণভাবনাতে, নিজের অন্তরে কৃষ্ণের-সেবাপ্রেম হয়ের সন্তান উৎপাদন না করে এমন সন্তান উৎপাদন করা উচিত, যাদের পরে যারা কৃষ্ণভাবনাময় হয়। সেটাই হলো কৃষ্ণভাবনার নিয়ম পিতা-মাতার সন্তানদের জন্য প্রেম করার প্রেরিতরা।

পরিচয়-বর্ণ অবলম্বন করার পরম্পরা—যা পরমেশ্বরের চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমের বিভাগ করেছে—তা কখন অনুসারে আমার পরমেশ্বরের নিকটে করার জন্য নয়। এই নিয়ম হলোর নিকটের প্রেমের ও বর্ণ অনুসারে। পরমেশ্বরের শক্তি ও সম্পত্তি অনন্ত প্রকারী হয়ে যায় বিশেষ। এখানে যে সমস্ত অবস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নিয়মের মধ্যে বর্ণিত করা হয়েছে, যা নিয়মের পরিমাণ অনুসারে একিত্রে নিয়ে যায়, তার কারণ যে কারণ উপাসনের লক্ষণ প্রেমের যুক্ত হয়ে পারে।

পরিচয়-বর্ণাশ্রম পরম্পরাতে পরমেশ্বরের শীর্ষস্থানীয় যা পরমেশ্বরের সকল শ্রেণীর গুরু স্থানে গণ্য করা হয়েছে। ব্রাহ্মণগণের অধিক, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র—পরমেশ্বরের এই তিনটি শ্রেণী গুরু স্থানে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পরম্পরাটি, তিনি এই পরমেশ্বরের পরিচয় শীর্ষে অধিষ্ঠিত, তিনি ব্রাহ্মণগণের গুরু। পরম্পরাটির অবস্থা যেমনের হয়ে অনুসারে। কারণ পরম্পরাটির সব সময় পরম্পরা হয়ে শ্রেষ্ঠস্থানে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃষ্ণের উপর নির্ভরে করে উঠে একমাত্র পরম্পরা হয়। পরম্পরা যেমনের দ্বিতীয় করার পরিচয় যদি তিনি যদি বলে করেন, "অপরাধী দ্বিতীয় করার পরে, তো আমার কথা করবে।" তা হলে তিনি পরের পরম্পরা অবলম্বন গ্রহণ করা উচিত নয়। তিনিই পরম্পরাটির নিজের পরিচয় হয়ে যে, শ্রীকৃষ্ণ যা পরম পুরুষ ভগবান পরমেশ্বরের পরিচয়ী তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি পরিচয়ী কর বিষ্ণু পরিচয় পরম্পরা এবং তিনি হলেন পরম ব্রাহ্মণগণের কথা বলেন। পরম্পরাটি তিনি যুক্ত প্রকারের পরম হয়ে হয় যে, পরমেশ্বর প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ তিনি পরম্পরার পরিচয়

[illegible]। তিনি অনুভব করা উচিত, "আমি কখনই নিজের নই। আমি যদি আমাকে পরীক্ষাতে প্রতিপন্ন করি, শ্রীকৃষ্ণ কখনও কীভাবে আমে আমাকে এবং তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।" এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম অনন্যতা বা অনন্যভক্তি। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই অনন্য ভক্তিভাব থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

[illegible] থেকে তাঁর মহিমা শ্রবণ করতে হয়। সন্ন্যাস-জীবনে শাস্ত্রাদির পাঠ নিয়মবদ্ধভাবে আছে। বেদাদির মধ্যে যত বেদ বেদান্তপূর্ণ হয়েছে, তেমন ভক্তি পথে তেমন শ্রবণের পক্ষে পাঠ। তেমনই সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রবণ-কীর্তনের সন্ন্যাসীর। কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন ভক্তিভাবের পথে কথা আসায় তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। জীবনের অন্যান্য দিকের মধ্যে সন্ন্যাসী। তিনি যখন পুরীতে ছিলেন, তখন মহিলা কোনো তাঁকে দেখার কথা দূরে তাঁর কাছেও আসতে পারত না, তাদের দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করতে হত। এটি ভক্তিভাবের প্রতি দৃঢ় লক্ষণ নয়, এটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তির যা কথার যে কঠোর নিয়ম আছে, তারই পূর্ণতা। ভক্তির পথিক যারা পাছে যোগাতে জন্য ভিন্ন ভিন্ন পর্ব ও পালাদের তিনি-নিয়মগুলি তেমন প্রযোজ্য হয়। সন্ন্যাসীর পাঠক ভক্তির এবং ইন্দ্রিয়সুখ যোগাবার জন্য অর্থ সম্পদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জীবনের অন্যান্য নিয়মের ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী এবং তাঁর জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভক্তিমার্গের সাধনাতে তিনি আমাদের কঠোর নিয়মে। তিনি সন্ন্যাসের আচরণশীল জীবনের। নিয়মের কঠোরতা এবং সেই জন্য মহিমা তাঁকে আমাদের সন্ন্যাসের কঠোরতার সে আচরণের আমাদের জ্ঞান লাভ করা হয়, অনুভব ভক্তিমার্গের সঙ্গে যোগাযোগের সাধনাতে তিনি আমাদের কঠোরতার সাধনে আমাদের তিনি-নিয়মগুলি পালন করেছেন। যেটি মহিমার ছিলেন তাঁর আমাদের পার্থিবের মধ্যে একজন। কিন্তু যেন সন্ন্যাসীর এটি যেটি মহিমার একজন এক মহিমার প্রতি অত্যন্তপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন এবং জীবনের সন্ন্যাসের এবং কঠোর ছিলেন যে, তিনি কখনও তাঁকে তাঁর মহিমা পার্থিবগুলি থেকে পরিত্যাগ করেন। জীবনের সন্ন্যাসের বলেন, "সন্ন্যাসী আমার তিনি আমার পক্ষে থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অনুভূতি অনন্য-ভাবে নিয়ে সমস্যার সন্ন্যাসী, তাঁর পাঠক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পার্থিব বাসনা থেকে এবং ভক্তিমার্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। আমার নিয়মের যে আমাদের প্রতি কেবল সেই অনুভূতি নিয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, যা একটি নিশ্চিত যে, এটি আমাদের বাসনাকে জন্য জন্য কেবলমাত্র আমাদের আমাদের করা উচিত।" সুতরাং, একটিই হচ্ছে পথিক মনোভাব পন্থা।

সন্ন্যাসী নিয়মটি হচ্ছে আমাদের—[illegible]। আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ম হচ্ছে। সন্ন্যাস-জীবনের নিয়মগুলি হচ্ছে পুরুষ ও আমাদের, যারা আমাদের সন্ন্যাসীদের জীবনের সময় পূরণ করেন, আমাদের মধ্যে জন্য নিয়মগুলি করা। সন্ন্যাসীদের জীবন আমাদের

জন্য আমাদের মধ্যে নিয়ে নিজে করতে হয়। কিন্তু আমার অর্থ এটি নয় যে, যে নিয়মটি। নিয়মগুলি অধিকারীর পুরুষের একটি গুণ হচ্ছে, তিনি এবং যেটি নিয়মগুলি কখনই ঘটেনি সন্ন্যাসী আমাদের মধ্যে পালন করেন, তিনি নিজের নিয়মগুলি এবং, যা আমাদের কাছে নিয়ে আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় জীবনের যোগাবার জন্য। যেটিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর অর্থ। তিনি যদি কখনও ঈশ্বর হন এবং তাঁর অনন্য ভক্তি অধিকারী হন, যা হচ্ছে পূর্ণতা ও নিশ্চয়তার মধ্যেতে তাঁর কৃষ্ণভাবনাময়ের প্রচার করা উচিত এবং তিনি যদি কখন নিজের না হন, যা হচ্ছে পথিক পথের সন্ন্যাসের প্রচার করা উচিত নয়। কিন্তু যদিও আমরা না থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি আমাদের আমাদের গ্রহণ করে থাকেন, যা হচ্ছে জ্ঞান লাভ করার জন্য তাঁর তিনির সংস্কারের পথে যেখানে সর্বদিক কৃষ্ণভাবনা জ্ঞান করা। সন্ন্যাসীর উচিত করার হচ্ছে সন্ন্যাসবৃত্তি (পরিব্রাজ) লাভ করে আমাদের অধিকারের প্রচার।

তার পরের নিয়মটি হচ্ছে শম। শম করা পুরুষের কর্তব্য। পুরুষদের কর্তব্য হচ্ছে অনুভবের আচরণশীল করে জীবিকা নির্বাহ করা এবং আমাদের অধীনে সমস্ত শিষ্য অনুভূত কৃষ্ণভাবনাময়ের আমাদের জন্য শম করা। পুরুষদের কর্তব্য হচ্ছে যেটি আমাদের সন্ন্যাসের শম করা, যারা এটি সমস্যার সমাধে নিযুক্ত আছে। শম সমস্যাদের পাশে অনেক করা উচিত। শম যারা করতেন আছে, তা পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে, যেমন সন্ন্যাসের শম, সমাধানের শম ও আমাদের শম। পাঁচের সন্ন্যাসের শম সমস্ত নিয়মিত দেখানো হয়েছে, কিন্তু শম ও আমাদের শম করার নিয়মিত দেখানো হয়নি, কারণ যেটি সমাধের সাথের সাথে যেমন আমাদের হয়। পূর্বেটি অনুভূত কৃষ্ণভাবনাময়ের সাধন করার নিয়মগুলি, যেমন শম করা উচিত। যেটিই হচ্ছে সন্ন্যাসের শম।

শম যা আমাদের অধিকার সমস্যাদের শম আমাদের অনুভূত অধিকারের অন্যটি, যেমন নিয়মটি হয়নি, পুরুষদের জন্য যা নিয়মগুলিতে নির্দিষ্ট আছে। পুরুষ আমাদের মধ্যেতে অনুভূত অধিকার ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে, তবু অন্যদিকে যেটি জীবন যাপনে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করা পুরুষের উচিত নয়। পুরুষের যেটি জীবনের নিয়ম-নিয়মের করা নিয়ন্ত্রিত, যা যেমন সন্ন্যাস নিয়মগুলির অন্যটি অনুভূতির হয়। পঞ্চম নিয়মগুলির নিয়মের অধীনের স্ত্রীদেরে যেমনিভাবে যোগ করা উচিত নয়। অনুভূতির সমাধের পঞ্চম অধিকারগুলির পরিচয় এবং সমস্যার সমস্যার জন্য পার্থিবের যেমন অন্যটি এবং আমাদের সমস্ত অধিকার নিয়মের যেটি জীবন করেন। এটি আমাদের অধিকারগুলি নিয়মগুলির পরিপূর্ণতা নয়। একটি অনুভূতির পার্থক্যের। যেটি যদি পুরুষের জন্য এবং পার্থক্যের জীবনের আমাদের হয়ে হয়, তবে তাঁকে অবশ্যই আমাদের হয়ে হয়ে এবং কৃষ্ণভাবনার নিয়মের

[illegible] সন্ন্যাস উপলব্ধি করা থেকে বিরত হতে হয়। তিনি যদি এমন সন্ন্যাস উপলব্ধি করতে পারেন, যার মূলধারাকারণের জন্য, তা হলে তিনি শব্দ শব্দ সন্ন্যাস উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু সন্ন্যাসী না থাকলে কেবল ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য কেউ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।

যজ্ঞ হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা পুরুষার্থে অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ যজ্ঞ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। জীবনের অন্য অবস্থাগুলিতে, যেমন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস আশ্রমে প্রচুরের অধিকারী জন-সাধারণ থাকে না। তাই তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেন। সুতরাং, নিত্যই যজ্ঞের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা পুরুষার্থের কর্ম। তাদের উচিত অধিকারের অর্থে যে সমস্ত যজ্ঞ করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, তার অনুষ্ঠান করা। কিন্তু আজকালকার যুগে এই কালের যজ্ঞ করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং কোন পুরুষের পক্ষে তা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এই যুগের জন্য কেবল যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্তন যজ্ঞ, অর্থাৎ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করাই হচ্ছে সকলের পেশী এবং ব্যয় সাপেক্ষ যজ্ঞ। যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং তার সুফল লাভ করতে পারেন। সুতরাং যজ্ঞ, দান ও তপ—এই তিনটি অনুষ্ঠান পুরুষের জন্য।

[illegible] করার যে কোনটি 'সন্ন্যাস' বা ত্যাগ-জীবনের জন্য। জীবনের আশ্রম ব্রহ্মচারীদের কেবল কখন গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ উচিত নয়, কীভাবে আত্মোন্নতি করতে শিক্ষালাভ করতে হবে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদের জীবন যাপন করা উচিত। তারপর তারা হয় গার্হস্থ্য।

[illegible] যা ব্রহ্মচারী নিয়ম করে আজীবন আশ্রমের জন্য। তারা জীবন পুরুষ-জীবনে থাকা উচিত নয়। অনুষ্ঠানের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, জ্ঞান-জীবনের চারটি অবস্থা আছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি একান্ত সত্য বোধ করে, যা হচ্ছে আর উচিত নয়িন সত্য ব্রহ্মচারী-জীবনে, নয়িন সত্য পুরুষ-জীবনে, নয়িন সত্য বানপ্রস্থ-জীবনে এবং নয়িন সত্য সন্ন্যাস আশ্রমে অধিষ্ঠিত হয়। এগুলি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্র আচরণের নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ। বানপ্রস্থ আশ্রমে আসার পরে, তা না কিছুতে জনসাধারণ অনুশীলন করতে হয়। কেউই হচ্ছে তপস্যা। সমস্ত পরিবার পরিবারের আশ্রমে তপস্যা করতে হয়। তপস্যা ছাড়া কেউ অনুষ্ঠ মুক্তি লাভ করতে পারে না। তপস্যা করতে কেবল অরণ্যে নয়, নিজের ইচ্ছামতো এক একটি নগর স্থান করাকেই বিধি পালন করা যায়—এই ধারণাটি বৈদিক শাস্ত্রে

বিশেষ জনসাধারণের কেবলের অনুষ্ঠানের কথা বলেনি। এই অধ্যায় অধ্যায়গুলি আলোচনা করেছে কয়েকটি মূল অবস্থাগুলি, যাতে কেবল প্রকৃত উন্নতির জন্য কর্মী সমাজ অগ্রসর হতে পারে। যদি তিনি নিয়ম পালন, নিয়মানুগ পালন, তা হলে অনুষ্ঠ অনুষ্ঠ হবে না। তাই, অর্থাৎ যাতে তার নিজ অগ্রগতির জন্য কেবল কেবল কেবলমাত্র জন্য, তার তাদের নিজেদের সমাজ জীবন যাপন করার উপযোগ কেবল না এবং নিজেদের সমাজ জীবন যাপন করে না। কিন্তু কেবল কেবী পরার অনুষ্ঠানের জন্য হবেন।

ব্রহ্মচারীর মূল 'সন্ন্যাস' জীবনের কেবল নিয়ম পালনের অনুষ্ঠানের জন্যই কেবল নয়, সন্ন্যাসেরই জন্য, যা যে ব্রহ্মচারী হোক, গৃহস্থ হোক, বানপ্রস্থী হোক অথবা সন্ন্যাসীই হোক না কেন। সন্ন্যাসীর উচিত সমস্ত জীবন যাপন করা।

অধিকার অর্থ হচ্ছে কোন জীবনের জীবনের অবস্থাটি হোক না কেন। আমরা এটি মনে করা উচিত নয় যে, কেবলমাত্র যখন আমরা নিজেরা হব না, তখন উচিত-কৃষ্টির জন্য পালনের অধিকার কেবল অধিক হবে। অধিকার পরিবারের পাশে, মন এবং বুদ্ধি সহজের অবস্থানের অনুযায়ী পালনের আমাদের অধিকার। পালনের অধিকার কেবলই হচ্ছে কেবী। এই নির্দেশ অধিকারীর জন্য। যখন আর কেবল নিজের উন্নতি করতে না, তখন অন্যের পালনের অধিকার পায়, কিন্তু যে কোনের কেবী পালনে অধিকার যদি নিজেরা নিয়োগ করতে হয়। যে যদি কেবল, অনুষ্ঠের জন্য অধিকারী পালন করেছে, তারা অধিক-অধিকার পালনের পরে উচিত যখন করতে হবে, নিজের পরিবে পালনের করা উচিত নয়। অধিকার অধিকার হচ্ছে, কারণটি জীবনের একটি কেবল না করা। নিজেদের জন্যের পালনের এবং পালনের কেবল অন্য পালনের, কেবলমাত্রই হয়ে একটির হয়েছে। যদি কোনও এক নিয়ম পালনের জন্য কথা হয়, তাহে তার প্রকৃতি পালন প্রাপ্ত হয়। কোন পালন যখন কোন নির্দিষ্ট শরীরে কোন নির্দিষ্ট কাজ অনুষ্ঠানের কেবল পারে, তখন যদি তাকে অধিকার অধিকার হওয়া করা হয়, যা হচ্ছে তাকে পালি পালনী পূর্ণ করে উপযোগ প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট হওয়ার কথা অধিক কেবী শরীর পাপ হয়ে হয়। সুতরাং, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ কৃষ্টির জন্য কোনো প্রকৃতি কোন কথা উচিত নয়। এটেই কথা হয় অধিকার।

কর্মের পালনের অর্থ হচ্ছে অধিকারের উদ্দেশ্য পালনের জন্য পালনের বিধান করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রে কয়েকটি পালি কর্মের অধিকার আছে। কিন্তু তার অর্থ না উদ্দেশ্য পালনের নিজে নিজে করতে হবে অনুষ্ঠানের জন্য কেবল। কোন উপলব্ধি করবার এটেই হচ্ছে পন্থা। অধিকার অর্থ হচ্ছে যে, তা নির্দিষ্টভাবে পুরুষ থেকে অধিক করতে হবে। অধিকারের উদ্দেশ্য পালনের জন্য তার কয়েকটি

অনেকদিন পর্যন্ত কথা উচিত নয়। জনসমুদায়ের মন যাহাতে পাইয়া, যা জনসমুদায়ের মূল বিষয়-বস্তুকে বিকৃত করেছে। বীরের বাণীর মধ্যেই অর্থ প্রকাশ করাতে হবে এবং তা নিশ্চয়ে হবে অনুকরণ করা যোগ্য।

অধ্যাপক কর্মটীর অর্থ হচ্ছে ক্রোধ দমন করা। ক্রোধের উদ্রেক হলেও পরিমুক্ত হয়ে তা দমন করতে হবে, নতুবা এককালে ক্রুদ্ধ হলে মধ্যস্থ শান্তির অনুভবিত হয়ে যায়। ক্রোধ হচ্ছে প্রজ্বলন ও বাহ্যের পরিণতি। সুতরাং যিনি অন্তরাত্মা জ্ঞান অধিষ্ঠিত, তাঁর পক্ষে ক্রোধ দমন করা অসম্ভব কর্তব্য। অধিকারমন্ত্র অর্থ হচ্ছে অধিকারী অধ্যাপক ক্রোধ দমন বা ধ্বংস অথবা অন্যের পরাজয়ের কারণ করা ক্রোধে বিরত থাকা। অথবা একটী ক্রোধকে ক্রোধ দ্বারা পরাজিত নয়, কিন্তু একজন শত্রুকে ক্রোধ দ্বারা জয় করা অসম্ভব, বিশেষ করে যিনি পরাজয়ের বীরত্বে অধ্যাপক হওয়ার উচিত নয়। এই অর্থ নিতান্ত হওয়া এবং ক্রোধ অবস্থাতেই ক্রোধ জয়ের অর্থ না করা। অধ্যাপকমন্ত্র কর্মটির অর্থ হচ্ছে ক্রোধ অধ্যাপকেরই উদ্রেকের ও নিয়ন্ত্রণ যে দুজনা। ক্রোধ ক্রোধ অধ্যাপকের অর্থাৎ অধ্যাপকে পারে, কিন্তু সেটী অন্য কুশিক্ষ হওয়া উচিত নয়। ক্রোধ ও মৃত্যু অধ্যাপকের সঙ্গে একত্রে দেখে হয়।

অধ্যাপক ক্রোধ পদটী অধ্যাপকের কাছ হচ্ছেই অধিকারের জন্য। অধিকারের অর্থ হচ্ছে অধ্যাপক পরিপালনী হয়ে দুর্গনিয়ে রক্ষা করা। অধ্যাপক অধ্যাপকের অধিকারের নীতি অধ্যাপক করা উচিত নয়। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তা হলে অধ্যাপক তা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু পরিপালন করতে পারলে ক্রোধ ক্রোধ ক্ষেত্রে বহু অবলম্বন অধ্যাপক চলতে পারে। অথবা ক্রোধজয়ী অধ্যাপ করা যেতে পারে।

শেষের অর্থ অধিকার ক্রোধের ক্রোধ না অধ্যাপকই নয়, অধ্যাপকের অনুকরণে অধিকারে হয়ে থাকে। এটী বিশেষ করে সৈন্যদের জন্য। অধ্যাপক অধ্যাপকাধিকারী পরে অর্থ উপলব্ধি করা উচিত নয়। অধিকারিণীরা অর্থাৎ অধিকারে পুরুষের বা অধ্যাপকের অধ্যাপকের সে করা পুরুষের ক্রোধের অধ্যাপক, যারা ঐশ্বিক নির্দেশ অনুসারে অনুপ্রাণিত অধিকারী। অধ্যাপকে বহু বা অধিকারের অধ্যাপক হয় হওয়া উচিত নয়, অধ্যাপক উচিত অধ্যাপক নিজের দ্বিতীয়কে পালন করা। পুরুষ কর্তৃক হচ্ছে পরমাত্মীয় অধ্যাপক অধ্যাপক অধ্যাপক উচিতের অর্থপ্রিয়ের অধ্যাপক প্রজ্বলন করা।

যে ত্রিশিখী অধ্যাপ অথবা পুরুষের অর্থের কথা অধ্যাপক হচ্ছে, তার সব কয়টীই হচ্ছে ভিন্ন অধ্যাপকী। অধিকার অর্থ পরিপালনের অধ্যাপকে অধ্যাপক অনুশীলন করা উচিত। এর অধ্যাপক হচ্ছে, যখন অধ্যাপক অধ্যাপক অধ্যাপক পুরুষ-পুরুষপূর্ণ, অনুপ অধ্যাপকের অধিকারীর অধ্যাপকের যদি অনুশীলনের অধ্যাপকে এই অধ্যাপকে অধ্যাপক করার শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে অধ্যাপক অধ্যাপক বীরের বীরের অধ্যাপক উপলব্ধির অধ্যাপক অধ্যাপক উচিত হয়ে পারে।

শ্লোক ৪

মন্যুঃ মদোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

মন্যু—মন্যু, মদঃ—মদ, অভিমানঃ—অভিমান, চ—এবং, ক্রোধঃ—ক্রোধ, পারুষম্—কঠোরতা, এব—অবশ্যই, চ—এবং, অজ্ঞানম্—অজ্ঞান, চ—এবং, অভিজাতস্য—যার জন্ম হয়েছে তার, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, সম্পদম্—সম্পদ, আসুরীম্—আসুরী।

বীরের পাঠ

মন্যু, মদ, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ।
সম্পদ আসুরী হয় যদি অজ্ঞানতা ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! মন্যু, মদ, অভিমান, ক্রোধ, কঠোরতা ও অবিবেক—এই সমস্ত সম্পদ আসুরিক আচরণের অধিকারের সাথে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে নরকের অধ্যাপকের প্রকৃত লক্ষণগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। অনুভবের জন্য অধ্যাপকের সাথে অর্থ ও অধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি প্রদর্শন করতে হয়, যদিও তারা নিজেরা সেই সমস্ত নীতিগুলির অনুশীলন করে না। তারা অধিকাংশ ক্রোধ বিশেষ অধ্যাপকের শিক্ষা অথবা অধ্যাত্মিক সম্পদের পার্থক্য অধ্যাপক পরিচয়। তারা প্রায় সে, অধ্যাপকই অধ্যাপক পুরুষ করতে এবং সেই নিজেদের তারা সব সময় অধ্যাপকের কাছ থেকে সাধারণ পরিচয় করে, যদিও অধ্যাপক পালনের ক্রোধ ক্রোধপ্রবণই অধ্যাপক এবং। পুরু পুরুষ অধ্যাপকের তারা অধ্যাপকে পুরুষ হয় এবং অধ্যাপকের অধ্যাপক অধ্যাপক হচ্ছে ক্রোধ প্রকাশ করতে এবং। তারা অধ্যাপক না অধ্যাপক কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। তারা অধ্যাপকই অধ্যাপকের নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে পরিপালনীয় পথে অধ্যাপকার্য করে এবং তারা অধ্যাপক কর্তৃক অধ্যাপক হয়। এই সমস্ত আসুরিক অধ্যাপকের তারা আসুরপার্থ অধ্যাপক শরীর গঠনের অধ্যাপকই ক্রোধ করে থাকে এবং তারা অধ্যাপকই বদ্ধ হয়। এই সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপকের অধ্যাপকই অধ্যাপকের অধ্যাপক অধ্যাপকের অধ্যাপকের হয়ে থাকে।

শ্লোক ৪

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৪ ॥

দৈবী—দিব্য, সম্পৎ—সম্পদ, বিমোক্ষায়—মুক্তির নিমিত্ত, নিবন্ধায়—বন্ধনের কারণ, আসুরী—আসুরিক সম্পদ, মতা—বিবেচিত হয়, মা—করো না, শুচঃ—শোক, সম্পদম্—সম্পদ, দৈবীম্—দৈবী, অভিজাতঃ—জাত, অসি—হয়েছ, পাণ্ডব—হে পাণ্ডুপুত্র।

বঙ্গানুবাদ

দৈবী সম্পদ মুক্তির অনুকূল, আর আসুরিক সম্পদ বন্ধনের কারণ বলে বিবেচিত হয়। হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি শোক করো না, কেন না তুমি দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবে যে আসুরিক কাজ হয়েছে, সেই কথা আগে বীরূপে বীরের শোকের বিবেচিত করেছেন। সেই যুদ্ধ বীর অর্জুনের পক্ষেও কারণ আসুরিক ছিল না। কারণ, তিনি ক্ষত্রিয় ও নিজের মুক্তিকামীর বিবেচনা করে দেখছিলেন। তিনি বিবেচনা করছিলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো পরমপূজনীয় গুরুজনের হত্যা করা ঠিক হবে কি না। সুতরাং তিনি শোক, বস্তু যখন নিষ্ঠুরতাবশতঃ সাধারণ হয়ে কর্ম করছিলেন না। আর, তিনি আসুরিক ভাবাপন্ন ছিলেন না। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য কাজ বিবেচনা করা অর্জুনের কর্ম এবং তার এই কর্ম থেকে নিজের হওয়াতে আসুরিক ভাব আছে বলা হয়। সুতরাং, আসুরিক শোক করার কোনোই কারণ ছিল না। তিনি জীবনের বিভিন্ন কর্ম ও পারমার্থিক আচরণ করেন, তিনি বিবেচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

দ্বৌ—দুই প্রকার, ভূতসর্গৌ—সৃষ্ট জীব, লোকে—জগতে, অস্মিন্—এই, দৈবঃ—দৈব, আসুরঃ—আসুরিক, এব—অবশ্যই, চ—ও, দৈবঃ—দৈব, বিস্তরশঃ—বিস্তারিতভাবে, প্রোক্তঃ—বলা হয়েছে, আসুরম্—আসুরিক, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, মে—আমার থেকে, শৃণু—জেনে নাও।

বঙ্গানুবাদ

হে অর্জুন, এ জগতে দুই ভাব সৃষ্টি ; এক দৈবী বিভাব হে আসুরী আর সৃষ্টি ॥
দৈবী যাহা তার কথা অনেক হয়েছে ।
এখন এবে কথা যাহা আসুর হয়েছে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই জগতে দৈব ও আসুরিক—এই দুই প্রকার জীব সৃষ্টি হয়েছে। দৈব সম্পদ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এখন আমার থেকে আসুর সম্পদ সম্বন্ধে জেনে নাও।

তাৎপর্য

আসুরি যে বিভাগে অবস্থান করেছেন, সেই অধ্যায় দিয়ে জীবের এবং আসুরিক পন্থার সমাপ্তি করেছেন। এই জগতের সব জীবদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাঁরা দিব্যভাবে অবস্থান করেছেন, তাঁরা নিশ্চিত জীবন যাপন করেন, অর্থাৎ তাঁরা শাস্ত্র এবং গুরু, সাধু ও বৈষ্ণবের নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁরাও শাস্ত্রের আদেশের কারণে আসুরিক কাজ করেন। এই আসুরিকের কাজ হয় নিম্ন। আর শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি নিষেধের অনুসারে না করে তাদের নিজেদের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করে, তাদের কাজ হয় আসুরিক। শাস্ত্রের বিধি নিষেধের প্রতি অনুগত থাকা খুব জোর প্রাথমিক। উপনিষদ শাস্ত্রে বিস্তার করা হয়েছে যে, যেখানে ও অনুগত নিয়মাবলী কাজ হয় প্রধানতঃই জোরে। তাদের মধ্যে একজনের পার্থক্য হচ্ছে যে, একজনের দৈবিক নির্দেশ মেনে চলেন এবং অন্যজনের তা করেন না।

শ্লোক ৭

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রবৃত্তিম্—ধর্মে প্রবৃত্তি, চ—ও, নিবৃত্তিম্—অধর্ম থেকে নিবৃত্তি, চ—এবং, জনাঃ—ব্যক্তিরা, ন—না, বিদুঃ—জানে, আসুরাঃ—আসুরী স্বভাব-বিশিষ্ট, ন—নেই, শৌচম্—শৌচ, ন—নেই, অপি—ও, চ—এবং, আচারঃ—সদাচার, ন—নেই, সত্যম্—সত্যতা, তেষু—তাদের মধ্যে, বিদ্যতে—বিদ্যমান।

বঙ্গানুবাদ

আসুরস্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের মধ্যে শৌচ, আচার ও সত্যতা বিদ্যমান নেই।

তাৎপর্য

প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবন-যাপনের আবশ্যকীয় নিয়মকানুন আছে, যেগুলি শাস্ত্রে যেমনটি, যেভাবে বলা হয়। বিশেষ করে আর্যজাতি, যারা বৈদিক সভ্যতাকে মেনে চলেছে, এবং যারা সারা অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে যারা শাস্ত্রের নির্দেশ মানত না, তাদের আসুর স্তরে গণ্য করা হত। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আসুরেরা শাস্ত্রের নিয়ম মানত না এবং তাদের মধ্যে কোনো শৌচ বা চেতনার স্তরে, কোনোটি অনুসরণ করবার কোনো প্রবৃত্তি তাদের নেই। শৌচ তাদের বিশেষ নেই, আর যেহেতু নির্দেশ অনুসারে আচরণ করবার কোনো উৎসাহ তাদের নেই। অনুসারে আচারে ও জীবনে সত্য নেই। তারা বলে, বীজ থেকে, কারণ পরিবর্তন করে উৎপন্নটি শৌচ পদার্থ থেকেই পরিষ্কার হবার জন্য অর্থাৎ অনুকূলে হওয়া উচিত। আচারের পরিষ্কারকরণের জন্য অর্থাৎটি অবশ্যেষে পবিত্র নয় পরিণত করা উচিত এবং তারা কৃষ্ণ তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ তারা তারা / তারা তারা তারা তারা তারা তারা তারা—এই মন্ত্রের কীর্তন করা উচিত। আচারের ও সত্যতার পরিষ্কারকরণের এই পন্থা নিয়মগুলি অনুসরণ করবার কোনো প্রবৃত্তি অনুসরণের নেই।

অনুসারে আচরণ যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য আচার্য নিয়ম ও নিয়ম আছে, যেমন অনুগামীরা তাদের অনুসরণ-প্রবৃত্তি অর্জন করে। এমন কি আচার্যের পবিত্র নিদ্রুত অনুগামীরা অনুসরণ করে। উপরোক্তিভাবের অর্জন ও জন্য আচার্যের অর্জন এই গ্রন্থ থেকে বিশেষ করা হয়েছে। অনুগামীরা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, অর্জনের অধিকারে কোনো উচিত নয়। তার অর্থ এই যে যে, অর্জনের জীবনধারণ করতে হবে। তার অর্থ হচ্ছে তাদের নিজের মতো। নিজেদের অধিকারে দেখতে হয় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের জীবনধারণ তাদের ভাবে হয়। অনুগামী এই শব্দের নির্দেশগুলি তাদের পালনের করছে এবং তারা মনে করছে যে, পুরুষদের মধ্যে অর্জনের অধিকার দেওয়া উচিত। যে স্ত্রী যেমন, অর্জনের এই অধিকার পুরুষদের অধীন-অনুগামী উচিত করতে পারেনি। তাদের পক্ষে, জীবনের প্রতিটি স্তরে অর্জনের দেখাশোনা করা উচিত। নিশ্চয়ে তাদের নিজে-বাড়ির, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত সন্তানদের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। অনুগামীরা নির্দেশ অনুসারে এটিই হচ্ছে যথার্থ সামাজিক আচরণ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে নারী জীবনের বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করবার উদ্দেশ্য উদ্ভাবন করেছে এবং এটি অবশ্যেষে যথাযথ-বাড়ির নিয়ম-কানুন তার কোনো কোনো বাধাকে। আধুনিক পুরুষ নারীদের উপরিক প্রতিষ্ঠার অবস্থার অবলম্বিত হয়েছে। অনুগামীরা সমাজের সেখানে জন্য যে সমস্ত নির্দেশ তা তারা মানে না এবং যেহেতু তারা অর্জনের অধিকারের এবং পুরুষ-অধিকারের জন্য, অর্জন-অনুগামীদের কোনো কারণ নয়, তারা আধুনিক আচরণের অনুসরণের সামাজিক অবস্থা অবলম্বন পুনর্গঠিত হয়।

শ্লোক ৮

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

অসত্যম্—মিথ্যা, অপ্রতিষ্ঠম্—অবাস্তবপূর্ণ, তে—তারা, জগৎ—জগৎ, আহুঃ—বলে, অনীশ্বরম্—ঈশ্বরশূন্য, অপরস্পর—পরস্পরের কাম থেকে, সম্ভূতম্—উৎপন্ন, কিমন্যৎ—অন্য কোনো কারণ নেই, কামহৈতুকম্—কেবল কামের জন্য।

বঙ্গানুবাদ

আসুরী যে লোক তারা এ জগৎকে বলে ঈশ্বর ।
জগতের কিছুতো নিজে অস্তিত্বের তরে ॥

সৃষ্টির কারণ যেই অবিদ্যাকারী ।
জড় কার্যিরূপে সে কারুক বিস্তারি ॥

অনুবাদ

আধুনিক অধ্যাত্মবিদ্যার অভিজ্ঞ বলে যে, এই জগৎ, বিশ্ব, অজ্ঞানাবস্থীন ও বিস্তারযুক্ত। অজ্ঞানতার এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং জড় দ্বারা তাই কিছু প্রকাশ করেন যেই।

তাৎপর্য

আধুনিক অধিবিদ্যা অনুযায়ী বিশ্বাস করা যে, এই জগতটি অসীম, এর বিস্তার যেমনের কার্য-কারণ নেই, এর কোন বিস্তার নেই, কোন বিভাগ নেই—সব কিছুই নিত্য। তারা বলে যে, পদার্থবাদে জড় পদার্থের নিত্য ও প্রতিক্রিয়ায় বলে এই বিশ্বজগৎ প্রকাশিত হয়েছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে জগতের এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তারা তা জানে না। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরমাণুবাদ প্রকাশ পেয়েছে—এই জগৎ পরমাণু দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে এবং এর সৌন্দর্যে যে জগতের সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, সেটি নির্ণয় করার কোন কারণই নেই। তাদের মতে কোন ও কারণ কোন পার্থক্য নেই এবং তারা সবকে একত্রে বীকার করে না। তাদের মতে সবই কেবল জড় এবং সবকে বিশ্লেষণের দ্বারা একটি সমাধানের দিক। তাদের মতে পরমাণুর সব কিছুই শূন্য এবং সব কিছুই অবিদ্যার প্রকাশ হেতু বস্তু, যা কেবল অজ্ঞানতার উপলব্ধির জন্য। তারা দ্বির সিদ্ধান্তবাদে বলে বিশ্বাস যে, সৌভাগ্যের সময় প্রকাশ হলে অজ্ঞানতা অবিদ্যা যায়, ঠিক তেমন ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় কিছু সৃষ্টি করতে পারি, বস্তুতপক্ষে তাদের কোন অবিদ্যা নেই। অজ্ঞানতা দূরীভূত হলে তেমন উদ্দিন, কখন অবিদ্যা কেবলমাত্র পাত্র যে, সব কিছুই কেবল একটি স্বপ্নমাত্র। কিন্তু সত্যান্বেষণে, পরমাত্মার অভিজ্ঞ বলে যে, জীবন একটি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু স্বপ্নটি উপলব্ধি করার পরিণামে তারা খুব দক্ষ। তাই, মন অথবা কারণ পরিণামে তারা এই স্বপ্নমাত্রের অবস্থায় বেশি অবিদ্যা পাত্র। তাদের বিশ্বাস হলো যে, কেবলমাত্র ভৌ-পুরুষের মিলনের কারণে কোন একটি শিশুর জন্ম হয়, এটি পৃথিবীতে কোন অবস্থা জড়বাদী জন্ম হয়েছে। তাদের মতে, কেবলমাত্র জড় পদার্থের সমন্বয়ের কারণেই জীবনকালের উদ্ভব হয়েছে এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তেমন, দেহের অঙ্গ থেকে এবং মৃত্যুর পরে থেকে কোন প্রকার প্রাণহীন আত্মা বেরিয়ে আসে, সেগুলোই সমস্ত জগৎ, এবং মহাজাগতিক প্রকাশের জন্য পদার্থের সমন্বয়ের কারণ। তাই তারা প্রকৃতিবাদী এই প্রকাশের কারণ এবং এ

তারা স্বপ্ন মাত্র কোন কারণ নেই। তারা কখনপূর্বীয়ের বীজুপের কথা বিশ্বাস করে না। বীজুক বলেছেন, প্রকাশকের প্রকৃতিতে পুরুষের অবস্থান। "আমার অধ্যক্ষতায় সমস্ত জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে।" পরমাত্মার তারা বলে, অনুপ্রবেশ জড় জগতের সৃষ্টি করার পরিণাম কোন নেই। তাদের পরবর্তীতে বিভিন্ন বিভিন্ন একটি অবস্থান পাওয়া। তাদের মতে পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত অনেক অবস্থানের মধ্যেই একটি অবস্থান হয়। পাঞ্চরাত্র বিশেষ যে প্রকাশ সিদ্ধান্ত, তারা তা বিশ্বাস করে না।

শ্লোক ১৯

এবং সৃষ্টিমবিদ্যা সঞ্চিত্যাদেবাত্মপুরুষঃ ।
প্রকৃত্যাত্মকর্মণঃ স্বভাবে জগদেতদীহতে ॥ ১৯ ॥

এবম্—এই প্রকার; সৃষ্টিম্—সৃষ্টি; অবিদ্যা—অজ্ঞানতা দ্বারা; সঞ্চিত্যাদেব—অধ্যক্ষতা-অজ্ঞানীন; আত্মপুরুষঃ—জড়-পুরুষবাদ; প্রকৃতি—প্রকৃতি বিকার দ্বারা; উপাদানীন—উপাদানী; স্বভাবে—কারণের জন্য; জগৎ—জগতের; অবিদ্যা—অবিদ্যাকারী অনুভূতি।

বাংলা অনুবাদ

এই জড় সৃষ্টি করে অনুভূতির দল ।
অধ্যক্ষতা-অজ্ঞানীন অজ্ঞানুষি হন ॥
উহা কর্মে উদ্দেশ্যে তাই জগৎ অবিদ্যা ।
অজ্ঞানতার পাত্র তারা হয় প্রকাশিত ॥

অনুবাদ

এই প্রকার বিশ্বাস অজ্ঞানতা বলে অধ্যক্ষতা-অজ্ঞানীন, জড়-পুরুষবাদ, উপাদানী ও অবিদ্যাকারী অনুভূতির জন্য অজ্ঞানতার কার্যে প্রকাশ বিস্তার করে।

তাৎপর্য

আধুনিক অজ্ঞানতা অনুভূতির যে প্রকারের কার্যকারণে নিযুক্ত, তা পৃথিবীতে অজ্ঞানতার পাত্রে নিয়ে যায়। কখনও এখানে বলেছেন যে, তারা জড়-পুরুষবাদী। অনুভূতিতে, তাদের অজ্ঞানতা সম্বন্ধে কোন অজ্ঞানী নেই, তারা মনে করে যে, তারা বিজ্ঞ। কিন্তু অজ্ঞানতাবাদের বিশেষ অনুভূতির তারা জড়-পুরুষবাদ এবং এর প্রকারের

[illegible]

শ্লোক ১৭

কামমাশ্রিতা দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১৭ ॥

কামম্—কামনাকে, আশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে, দুষ্পূরম্—দুষ্পূরণীয়, দম্ভ—দম্ভ, মান—মান, মদান্বিতাঃ—মদমত্ত হয়ে, মোহাৎ—মোহবশতঃ, গৃহীত্বা—গ্রহণ করে, অসৎ—অনিত্য, গ্রহান্—বিষয়ে, প্রবর্তন্তে—প্রবৃত্ত হয়, অশুচি—অপবিত্র কর্মে, ব্রতাঃ—ব্রতী হয়।

বিচার পাঠ

দুষ্পূর আশ্রয় কাম দম্ভ মানান্বিত ।
মোহবশে অসৎগ্রাহ অশুচিব্রত ॥

অনুবাদ

সেই আসুরিক ব্যক্তিগণ দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করে দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হয়ে অপবিত্র কর্মে ব্রতী হয় এবং মোহবশতঃ অনিত্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

[illegible]

শ্লোক ১৮-১৯

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৮ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১৯ ॥

চিন্তাম্—চিন্তাকে, অপরিমেয়াম্—অপরিমেয়, চ—এবং, প্রলয়ান্তাম্—মৃত্যুপর্যন্ত স্থায়ী, উপাশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে, কামোপভোগ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে, পরমাঃ—জীবনের পরম উদ্দেশ্য, এতাবৎ, ইতি—এতখানি, নিশ্চিতাঃ—নিশ্চয় করে, আশাপাশ—আশারূপ রজ্জুর দ্বারা, শতৈঃ—শত শত, বদ্ধাঃ—আবদ্ধ হয়ে, কাম—কাম, ক্রোধ—ক্রোধ, পরায়ণাঃ—পরায়ণ হয়ে, ঈহন্তে—চেষ্টা করে, কাম—কাম, ভোগ—ইন্দ্রিয়ভোগের, অর্থম্—উদ্দেশ্যে, অন্যায়েন—অন্যায় উপায়ে, অর্থ—ধন সম্পদ, সঞ্চয়ান্—সঞ্চয়ের।

বঙ্গানুবাদ

অপরের হিংসা করে পরনিন্দা করে।
কামনার উপভোগে হৃদয়েতে আছে ॥
শত শত আশা পাশ শুধু কাম ক্রোধ।
কামভোগ লাগি অর্থ অন্য যে বিরোধ ॥
অন্যায় যে করে নিয়ে অন্যায়ের।
ভিত আর নিয়ে সিদ্ধি অসৎ কার্যেরে ॥

অনুবাদ

অসুরেরা দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে দুরাচরণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগেরই জন্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এরকমই শত শত আশাপাশে আবদ্ধ হয়ে কেবল কাম ও ক্রোধ-পরায়ণ হয়ে তারা কাম উপভোগের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

অসুরেরা মনে করে যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করাই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং দুরূহ পরিশ্রম দ্বারা এই লক্ষ্যসাধন করতে হবে। তারা জানতে চায় না যে এর পর কর্ম অনুসারে জীব যে ভিন্ন ভিন্ন শরীর লাভ করে, তার তারা হিসাব করে না। জীবন সম্বন্ধে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা কল্পনার খেলা হয় মাত্র। তারা একটির পর একটি পরিকল্পনা করে চলে, কিন্তু কোনটিই পূর্ণ হয় না। এই রকম একজন অসুরের সম্বন্ধে আচার্যের পরিচয় অধিকতর আছে, তিনি দুরূহ পথের আচরণের অনুসরণ করতেন বলে অতু অবশ্য হয় নাম পরিচয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ তাঁর পরিকল্পনাগুলি কখনও পূর্ণ হয়নি। এই কারণে পূর্ণ দেওয়ার কারণ না যে, তাদের মধ্যে কি এক দুর্বোধ্য কারণে কারণ অতু বলিয়ে কখনও পারে না। দুরূহ পরিশ্রমের ফল আছে, কখন অসুরেরা আনন্দলাভের জন্যেও নিয়োজিত করা হয় না। অনুরূপ অতীত ইতিহাসের সময়ের জেনে আর এক দুরূহ সমাধান সম্ভব করে না।

আধুনিক জনগণ অসুরেরা, তাদের জ্ঞানের ও অজ্ঞানতার পরিমাণের উপর কোন নির্ভর নেই, তারা কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সব কিছুরই পরিকল্পনা করে চলে। তারা জানে না যে, তাদের জন্মগত অজ্ঞানতার পরিণামে একজন পরে আরেকজন

জীবিতাবস্থায় নানা কাল্পনিক পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করেন। ইতিমধ্যে যেটি সবচেয়ে ভাল হয়েছে—একটি পাকা বুদ্ধি পরিণত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন যেটি পাকাপোক্ত বলেছেন কেবল কাম এবং অন্যজন তার সময় কাল্পনিক নিয়ে চিন্তা করে চলেন। কিন্তু তারা আধুনিক জনগণ, তাদের চেতনার পরে সময়ের কোন জ্ঞান নেই এবং সেই সময়ের বিষয়ে নেই। তারা তারা পরিণামের বিবেচনা না করে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে কোনও কাজ করতে তারা থাকে।

শ্লোক ১৬-১৯

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৬ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৭ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৮ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৯ ॥

ইদম্—এই, অদ্য—আজ, ময়া—আমার দ্বারা, লব্ধম্—লাভ হয়েছে, ইমম্—এই, প্রাপ্স্যে—লাভ করব, মনোরথম্—আমার মনোবাঞ্ছা অনুসারে, ইদম্—এই, অস্তি—আছে, ইদম্—এই, অপি—ও, মে—আমার, ভবিষ্যতি—হবে, পুনঃ—পুনরায়, ধনম্—সম্পদ, অসৌ—ঐ, ময়া—আমার দ্বারা, হতঃ—নিহত হয়েছে, শত্রুঃ—শত্রু, হনিষ্যে—আমি হত্যা করব, চ—ও, অপরান্—অন্যদের, অপি—অবশ্যই, ঈশ্বরঃ—প্রভু, অহম্—আমি, অহম্—আমি, ভোগী—ভোক্তা, সিদ্ধঃ—সিদ্ধ, অহম্—আমি, বলবান্—শক্তিশালী, সুখী—সুখী, আঢ্যঃ—ধনবান, অভিজনবান্—অভিজাত আত্মীয়স্বজন পরিবৃত, অস্মি—আমি, কঃ—কে, অন্যঃ—অন্য, অস্তি—আছে, সদৃশঃ—সমান, ময়া—আমার, যক্ষ্যে—যজ্ঞ করব, দাস্যামি—দান করব, মোদিষ্যে—আনন্দ করব, ইতি—এইভাবে, অজ্ঞান—অজ্ঞান দ্বারা, বিমোহিতাঃ—বিমোহিত হয়ে, অনেক—বহু প্রকার, চিত্তবিভ্রান্তাঃ—দুশ্চিন্তায় দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, মোহ—মোহ, জাল—জালের দ্বারা, সমাবৃতাঃ—বিজড়িত হয়ে, প্রসক্তাঃ—আসক্ত চিত্ত যেটি পরিণত, কাম—কামে, ভোগেষু—ভোগে, পতন্তি—পতিত হয়, নরকে—নরকে, অশুচৌ—অশুচি।

শ্রীহরির বাক্য

অহো এষাং অকর্মাণ্যং যদেতাবৎ সিদ্ধিষু ।
পুনর্বীর ভবিষ্যন্তে হতে স্বর্গং বৃভুক্ষবঃ ॥
যে শক্রং জিত্বা মাং নিগ্রহ্য যজ্ঞৈঃ সোমৈরযাজিষু ।
অহিং যে ঘ্নন্তি বৃত্রং যে কার্ষ্ণং যদ্বিষ্ণবে হবিঃ ॥
অহিং জ্রোণিং সিন্ধুং আহুঃ কালখঞ্জং সুখী ।
ন্যস্য দণ্ডং যেষু নিহিতং আত্মানং দুঃখিনী ॥
অহিং অহিভিরনন্যাং অহিং অনন্যতঃ ।
অন্যোন্য সন্দান হতং কথং বিন্দেত সাতয়ে ॥
অহিং যে জঘ্নিষ্যন্তি অহিং দণ্ডং বিদুঃ ।
ক্লীবাঃ কথিতা অহিং হন্যন্তে পণ্ডিতৈঃ ॥
অন্যান্য যেষ্বিহ হতে কথং কর্ম্ম বদন্তি ।
যেষ্বেবাত্মা সমাবৃত্তঃ কালেন কবলীকৃতঃ ॥
অন্যেষ্বেতে কামলবা নরকেষু বহূষ্বপি ।
অন্যত্রাপি নরকে যান্তি নরকং বিনাচ্যুত ॥

অনুবাদ

অনুচরগণ বৃত্রিকে বলে করে—'আহা আমাদের কাজ এত দূর হয়েছে এবং আমাদের পরিশ্রমের অনুসারে আমরা সাফল্য লাভ করেছি। এখন আমরা এত দূর আছি এবং বৃত্রিকের আমরা কর্ম সাধন করেছি। যে শত্রু আমাদের হাতে নিহত হয়েছে এবং আমাদের শত্রুদেরও আমি হত্যা করেছি। আমিই বৈশ্য, আমি যোদ্ধা। আমিই সিদ্ধ, কালখঞ্জ ও সুখী। আমি সমস্তের সমাধান এবং বৃত্রিকের আত্মীয়স্বজন পরিবৃত। আমার মতো আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব, দান করব এবং আনন্দ করব।' এভাবেই অনুচরগণ বৃত্রিকে অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হয়। তারা হাজার বুদ্ধিশুদ্ধি বিসর্জন দেয় এবং যোদ্ধাদের নিরাপত্তি হতে কালক্রমে আত্মকলিত যেন বৃত্রিকে কবলিত করে পরিত্যক্ত হয়।

তাৎপর্য

আধুনিক তথাকথিত মানুষেরা কর্ম-সাফল্যে অহঙ্কার করার কারণের কোন অন্ত নেই। তা অসীম। তারা কোনও চিন্তা করে না পরিমাণ স্বর্গ তারা এখন পাচ্ছে এবং

যেটা আগামীর আরাম সংগ্রহের জন্য তারা কখন বিনিয়োগ পরিকল্পনা করে। যেটা উদ্দেশ্যে যে কোন কখন পালকর্ম করতে তারা চিন্তা করে না এবং তারা কারখানাগুলো আদি অধিক কারকার্যে লিপ্ত হয়। তারা তাদের পরিবার বর্গ, পুত্র, কন্যা-কন্যা, পরিবার আদি সকল সম্পদের জন্য দুঃখ পাচ্ছে এবং তারা সর্বদাই পরিকল্পনা করে কিভাবে সেগুলির আরাম উন্নতি সাধন করা যায়। তারা তাদের নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের উপরে আস্থাবান এবং তারা জানে না যে, যা কিছু তারা লাভ করেছে, তা সবই তাদের পূর্বকৃত পুণ্যকর্মেরই ফল মাত্র। এই কারণে সকল জন-সম্পদ সকলের সুখদান তারা পায়। কিন্তু তারা জানে না যে তাদের পূর্বকৃত কর্ম, সেই সম্পদ তাদের কেন দান করেনি (নেই)। তারা মনে করে যে, তাদের পরিবার ঐশ্বর্য তারা তাদের বাড়িঘরের প্রচেষ্টার ফলেই অর্জন করেছে সম্ভব হয়েছে। আধুনিক কারখানা মনুষ্য তারা পরিবারের প্রচেষ্টার উপর আস্থাবান। তারা কখনোই নির্ধারণ করে না। মানুষ তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে জিনিসগুলো কখনোই করে সম্ভব করতে হয়, অথবা উচ্চ শিক্ষিত হয় কিংবা ধনবান হয়। আধুনিক কারখানা মানুষ মনে করে যে, সমস্তই সম্ভবপর এবং তাদের পরিবারের প্রচেষ্টার দ্বারা সবই করেছে। বিভিন্ন লোকেরা মানুষেরা জল, স্থল, শিক্ষা আদির ক্ষেত্রে যে এত অধিক বুদ্ধিবৃত্তির দাবিদার হয়েছে, তা তারা অনুমান করতে পারে না। কেননা যদি এই সমস্ত আধুনিক মানুষদের প্রতিযোগী হয়, তা হলে তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হয়। আধুনিক কারখানা মানুষ অনেকে এবং তারা সর্বদাই এতে অসন্তোষ পাচ্ছে। এই শত্রুতা পরীক্ষা থেকে পরীক্ষাতরে হতে থাকে—তাদের পারিবারিক, সামাজিক পরিবারে পরিবারে, তাদের সমাজে, সমাজেতে এক জাতীয় সাথে অন্য জাতীয়। অধিক, তাদের স্বদেশে সর্বদাই বিদেশ, যুদ্ধ ও শত্রুতা লেগেই থাকছে।

প্রতিটি আধুনিক কারখানা মানুষই মনে করে যে, তার সমস্যাকে যদি নিয়ে সে টেনে নিতে পারবে পারে। সমস্যাকে আধুনিক কারখানা মানুষেরা নিজেদের পরাজয়ের কারণে বলে মনে করে এবং আধুনিক প্রজন্মেরা কারণে অনুপ্রাণিত হয়ে—"তোমরা কারখানার পুরাতন লোক। তোমরা সবাইই অকর্মণ্য। তোমাদের যা চিন্তা, তাই তোমরা পারবে পার। কারখানাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার না। কারখানাকে ধ্বংস তোমরা পার। কারখানা মনে তোমরা।" এভাবেই হচ্ছে আধুনিক প্রজন্ম।

আধুনিক মানুষ গণিত দেখতে পারে যে, আকাশে তারাই অনেক না হয় যেতে অধিক নিয়ন্ত্রণ না পারছেনাকে, মানুষ যে মনে করে যে, তেমনই তার যেতে অধিক কারণে না পারছেনাকে পারে। নিজেদের প্রচেষ্টাতেই সবকিছু করা সম্ভব যে মনে করছে, তা তারা নিশ্চিত করে না। আধুনিকেরা মনে করে যে, তারা তাদের

নিজেদের অনন্যা। সেজন্যই তিনি তাঁদের এবং যেসব অন্য বস্তু অধিষ্ঠিত করেন, তার দ্বারা তারা যে কোন ভিন্নতর প্রয়োজনে ভোগে পারেন। এটি আমার অনুভবের শেষ পৃষ্ঠায় হচ্ছে জ্ঞান। যে তার অনুপম অবস্থান বুঝিয়ে দিল যে, আমি অবশ্যই জন্য আমার যে একটি সিঁড়ি তৈরি করে নেবে—যাতে কোন ধরনের তৈরিকে অনুভবিত না করেই যে শেষটি আমার ধাম অধিষ্ঠানকে পেয়ে পারেন। যেমনটি, আধুনিক যুগের আধুনিক অনুভবের বাহিক উপায়ে ভিন্নতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। একটি হচ্ছে বাহিক নির্মাণ। আর অন্যে আমার যাওয়ার অবস্থাটাই আমাদের নিজে অবস্থাধিষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে যেমনভাবে কথাটি আমার ভাবনাধিষ্ঠিত। আমার যেমন আর বলা হয়, এই যেমনভাবে আমার জীবিতা যেমন আমার হয়ে আছে এবং আমার পেয়ে যেমিয়ে আমার যেমন নিজের এটি।

শ্লোক ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারম্—অহঙ্কার, বলম্—বল, দর্পম্—দর্প, কামম্—কাম, ক্রোধম্—ক্রোধকে, চ—ও, সংশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে, মাম্—আমাকে, আত্ম—দীয়, পর—অন্যের, দেহেষু—দেহে অবস্থিত, প্রদ্বিষন্তঃ—বিদ্বেষ করে, অভ্যসূয়কাঃ—অনুভবের আশ্রয়ে ক্রোধাক্রান্ত করে।

বাংলায় পদ

অহঙ্কার-সঙ্কলিত মন বলেতে অন্ধ।
অসংখ্যিত অনুভব যে সর্বদা বিদ্ধ ॥
নাগরের আত্ম করে শরীরে নিধি নাহি।
অনুভবের আত্মে সার যেখানে অড়াহি ॥

অনুবাদ

যেটি অহঙ্কারিকাটি, অন্ধ এবং বল ও অহংকে অসংখ্যিত বাহিকতা অধিষ্ঠিতপূর্বক অন্য অন্যকারে আমাদের আমার অনুভবিত করে।

তাৎপর্য

নিজেদের অহঙ্কারী বলে মনে করে এবং যেসব অন্য অবস্থাকারে আমার ভাবনাকে শরীরের পাওয়ার না করে অনুভবের অবস্থাধিষ্ঠিত পরিপূর্ণতা না অবস্থাধিষ্ঠিত অনুভবিত করে থাকে। যেহেতু আমা নির্বিকারের প্রকৃতিকে কুঠ বিধান করে না, তাই আমা আমার

নিজের। আর অবশ্য হচ্ছে, অধিক বল অন্যের ও অহংকার অন্য হয়ে যায় যেমনভাবে। অবশ্যই অবশ্যই এটি অবশ্যই অনুভবের অধিষ্ঠানকে যেমনে অবস্থাকারকে নিজেকেই করে এবং, কর্ম সংস্কারের বা অবস্থানের আমাদের আমার নিজেদের অধিক অবস্থা দেখি করে। আমার অন্য অনুভবিত অবস্থা আমা করে, অবশ্য দেখ-দেখিয়ে পূজা করে, অবশ্য নিজেদের অবস্থার অবস্থান তৈরি করে। অবশ্যই যেমন আমাদের অবস্থা পাওয়া আমার অবস্থার পূজা করে। দুর্গ যেমনভাবে আমাদের অধিক বা শিক্ষাজ্ঞান-সম্পন্ন পাওয়া আমা করে। আমার অবস্থাটির যেমন বর্ণন করে নব প্রকার অবস্থাকর্মে নিজ হয়। অন্যদেরকে বাঁধা অধিকারী অবস্থাটি, যাদের প্রতি আমার প্রকার বিভিন্ন নিজে-নিজেদের নির্দেশ আমাদের। অনুভবের কিন্তু এই অবস্থা নিজে-নিজেদের আমা আমার যেমন নিজেই নব অনুভবের অবস্থার অবস্থাকে এটি। আমা আমার নিজের আর অনুভবটি এক-একটি পাপ আর আমার নিজের যেমন। অধিষ্ঠিতপূর্বকে অধীন, যেমন নিজে-নিজেদের পাওয়ার বা অন্য অবস্থাটির উপায় নিজের আমার যেমন যেখানে আমাকে। অবশ্যই ও যেমনভাবে হয়ে পাওয়ার অবস্থাটি একটি হয়।

শ্লোক ১৮

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কারম্—অহঙ্কার, বলম্—বল, দর্পম্—দর্প, কামম্—কাম, ক্রোধম্—ক্রোধকে, চ—ও, সংশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে, মাম্—আমাকে, আত্ম—দীয়, পর—অন্যের, দেহেষু—দেহে অবস্থিত, প্রদ্বিষন্তঃ—বিদ্বেষ করে, অভ্যসূয়কাঃ—অনুভবের আশ্রয়ে ক্রোধাক্রান্ত করে।

বাংলায় পদ

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করে অনুভবের দীয় দেহে ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং অনুভবের আশ্রয়ে ক্রোধাক্রান্ত করে।

তাৎপর্য

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সর্বদাই ভগবানের অস্তিত্বকে নিরোধিত করে এবং তাঁর সৃষ্টি থেকে শাস্ত্রের নির্দেশ বিলুপ্ত করতে চায়। তারা শাস্ত্র ও গুরুর পুরাতাত্ত্বিক জ্ঞানকে উপেক্ষাই করি বিবেচনা করে। তাদের জ্ঞানবিধির কোন প্রতিষ্ঠা, তাদের শক্তির সম্পদ, তাদের পরিচালনাই, এমনকি তাদের এই সমাজকাজের কারণ। তারা মনে করে যে, তাদের এই জীবনটি হচ্ছে তাদের পরবর্তী জীবনের পথে একটি অবাস্তব পুনরাবৃত্তি। তেমনি না ভেবে তারা অন্য কোনোর প্রতি এবং বাস্তবপক্ষে তাদের নিজেরও প্রতি বিশ্বাসঘাতক হয়। যে ভগবান শরীরের প্রতি চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তাদের নিজের শরীরের চিত্ত আকর্ষণ করে। তারা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের পরোয়া করে না, কারণ তাদের কোন আস্থাই নেই। শাস্ত্র বা গুরু পুরাতাত্ত্বিক ভগবানের প্রতি বিশ্বাসবান হয়ে তারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায় এবং তাদের কর্মটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অস্তিত্ব প্রকাশ করে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করে। তারা মনে করে যে, সব প্রকার কর্ম করার শক্তি ও স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তারা মনে করে যে, তেজস্ক্রিয় শক্তি, সামগ্রী অথবা নিজে তেজস্ক্রিয় তাদের অবলম্বন নয়, তাই তারা যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারে, তেজস্ক্রিয় তাদের বাধা দিতে পারবে না। তাদের যেকোন শত্রু যদি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কার্যকলাপে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তখন তারা তাদের সমূলে বিনাশ করার পরিকল্পনা করে।

শ্লোক ১৯

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

তান্—তাদের, অহম্—আমি, দ্বিষতঃ—বিদ্বেষী, ক্রূরান্—ক্রূর, সংসারেষু—জন্মমৃত্যুর, নরাধমান্—নরাধমদের, ক্ষিপামি—নিক্ষেপ করি, অজস্রম্—অনন্তকাল, অশুভান্—অশুভ, আসুরীষু—আসুরী, এব—অবশ্যই, যোনিষু—যোনিতে।

বঙ্গানুবাদ

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর ও নরাধমদের আমি এই সংসারেই অনন্ত আসুরী যোনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বরের নিকট অসুরেরা জীবনের কোন বিশেষ শক্তি লাভ করে। আসুরিক মানুষেরা ভগবানের পরোয়া করে না, অথবা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু তাদের পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হয় শাস্ত্র পুরাতাত্ত্বিক অর্থাৎ সেবাই ইচ্ছা অনুসারে—তাদের নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীর স্তবে বর্ণিত করা হয়েছে যে, ক্রূর পথে জীবনের কোন বিশেষ শক্তি লাভ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের শক্তির বহুলাংশে অসুরকুলে জন্মিত হয়। তাই জন্ম জন্মান্তরে আমরা পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ আদি নানা প্রকারের প্রাণীদের জন্মগ্রহণ করেছি। এখন জন্মগ্রহণ করেছি ঈশ্বরের শক্তির সহায়ে। ভগবানের এমন উদ্ভব হয়নি। আসুরিকের সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, তারা বারবার আসুরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং একমাত্র তারা ঈশ্বরের নির্দেশানুসারে নয়। এই ভাবের আসুরিক জীবন অবশ্যই কারাগার, অবশ্যই কারাগারই ও দুর্দশার এবং অবশ্যই অমঙ্গলময় হয়ে থাকে। তারা ঠিক ভগবানের নির্দেশানুসারে যথার্থ আসুরিক প্রকৃতিতে অবস্থিত।

শ্লোক ২০

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

আসুরীম্—আসুরী, যোনিম্—যোনি, আপন্নাঃ—লাভ করে, মূঢ়াঃ—সেই মূঢ়গণ, জন্মনি জন্মনি—জন্মে জন্মে, মাম্—আমাকে, অপ্রাপ্য—না পেয়ে, এব—অবশ্যই, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, ততঃ—তার থেকে, যান্তি—প্রাপ্ত হয়, অধমাম্—অধম, গতিম্—গতি।

বঙ্গানুবাদ

অনুক্ষণ যোনিতে হয় জনম মরণ ।
অজ্ঞান অসুর তার জীবন ধারণ ।

অনুতাপ যবে হয় হৃদয়ে জনমে।
আমাকে ভুলিয়া দুষ্টী অবশে মরমে॥
ক্রমে ক্রমে পাপ দেখি অবশ্য যে পড়ি।
অবশ্য আমাকে পেয়ে পেয়েছ কুমতি॥

অনুবাদ

যে দৌরাত্ম্য। আমি যখন অনুতাপানি প্রাপ্ত হয়, সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা আমাকে পাপ করতে অবশ্য হয়ে তার ক্রোধের অবশ্য পড়ি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

পরমাত্মা বলেন যে, তাপদগ্ধ হয়েছেন পাপ করবার। কিন্তু এখানে অবশ্য বোঝাতে পারি যে, তাপদগ্ধ অনুতাপের প্রতি কখনই আকাঙ্ক্ষা নেই। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আসুরিক তাপদগ্ধ অনুতাপ তপ্ত-অন্তরাত্মা অনুতাপানি প্রাপ্ত হয়। এরা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা ক্রমশঃ অধঃপতিত হয়ে হয়ে আকাশের কুসুম, দেহাদি ও পুত্রাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের অনুতাপ পাপানি থেকে দীর্ঘকালই ভগবানের কৃপা লাভ করতে বিমুখতা করাবার থাকে না। তেমনও বলা হয়েছে যে, এই ধরনের অনুতাপ ক্রমশঃই নিরর্থক হয়ে হয়ে আকাশের কুসুম ও পুত্রাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। এখন এই শব্দের বিশ্লেষণ বিশ্বাস করে সেই শব্দের পাপে যে, অবশ্য পড়ি এই শব্দও অনুতাপের প্রতি কৃপা-পরায়ণ না হয়, তা হলে বিচার কৃপাময় ভগবান আদির কথা উল্লিখিত নয়। এর বিচারে বলা যেতে পারে যে, তেমনভাবে উল্লেখ আছে, পরমেশ্বর ভগবান কাউকেই কৃপা করেন না। অনুতাপের যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিক্রিয়া লাভ করেন, তার বিচার কৃপাপানি এবং তখন প্রকাশ। তখন কখন অনুতাপ পরমেশ্বর ভগবানের হাতে নিহত হয়, কিন্তু এরকমই ভগবানের হাতে নিহত হওয়াতে তাদের পাপ প্রকাশমান। কারণ, তিনি পাপ থেকে আমাদের শাস্তি যে, ভগবানের হাতে মৃত্যু হলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কংস, হিরণ্যকশিপু আদি এক অনুতাপ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে—তাদের হাতে ভগবান তাদের নিজেদের পাপাচরণ করেছেন। সুতরাং, ভগবানের কৃপা অনুতাপের উপলব্ধি হয় যদি তারা ভগবানের হাতে নিহত হবার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

শ্লোক ২১

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১॥

ত্রিবিধম্—তিনটি, নরকস্য—নরকের, ইদম্—এই, দ্বারম্—দ্বার, নাশনম্—নাশকারী, আত্মনঃ—আত্মার, কামঃ—কাম, ক্রোধঃ—ক্রোধ, তথা—ও, লোভঃ—লোভ, তস্মাৎ—অতএব, এতৎ—এই, ত্রয়ম্—তিনটি, ত্যজেৎ—পরিত্যাগ করবে।

বিশ্বনাথ বলেন

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

এখানে আসুরিক জীবনের বিস্তারে বলা হয়, তার কথিত বলা হয়েছে। অনুতাপ করে উপলব্ধি করলাম যেই কাম এবং তার আনুষঙ্গিক ক্রোধ ও লোভের জন্ম হয়। পুত্র ও স্ত্রী-সম্পর্কে যে অনুতাপ আসুরিক জীবনে অধঃপতিত হয়ে না যায়, তাদের বলাবলি এই তিনটি শব্দের কথা বলতে হবে। এই তিনটি শব্দ আত্মাকে এমনভাবে হত্যা করে, তার মধ্যে যদি কারোর লক্ষ্য থেকে দূর হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

শ্লোক ২২

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২॥

এতৈঃ—এই, বিমুক্তঃ—মুক্ত হয়ে, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, তমোদ্বারৈঃ—অন্ধকার দ্বার থেকে, ত্রিভিঃ—তিন প্রকার, নরঃ—মানুষ, আচরতি—আচরণ করেন, আত্মনঃ—আত্মার, শ্রেয়ঃ—মঙ্গল, ততঃ—অতএব, যাতি—পাবে থাকেন, পরাম্—পরম, গতিম্—গতি।

বীরের গান

এই বিশ্বে মুক্ত যারা তারা যে কৌন্তেয় ।
অমোঘদের দ্বার সেই অভিশপ্ত হেয় ॥
হয়ে যে আসক্তি বর্ম নিজ প্রেমরজ্জু ।
পাশাপাশি নাচে করে মন ছাড়ি পথ ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! এই বিশ্ব প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুক্ত হয়ে যারা অমোঘ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি নৃত্য করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকে বলা হয়েছে—কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকতে হবে। কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে মানুষ যখনই মুক্ত হয়, তার জীবন তখনই সিদ্ধ হয়। তখন সে বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুশীলন করতে সক্ষম হয়। মানব-জীবনের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করার ফলে মানুষ জীবন জীবন অতিক্রমণ লাভের জন্য উন্নতি লাভ করে থাকে। এই প্রকার অনুশীলনের ফলে যেটি যদি কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার চেষ্টায় আসীন করে থাকে, তা হলে তার সাফল্য অনিবার্য। বৈদিক শাস্ত্রে ত্রিগুণ ও ত্রিগুণাতীত পর্যায়ের অবস্থান বর্ণ আশ্রম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষকে নির্ভেজাল জীবনের জন্য উন্নতি লাভের জন্য। যেটি সাধন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করার উপর। এই পন্থার জন্য অনুশীলন করার ফলে আত্ম-উপলব্ধির স্তরে তারা উন্নীত হওয়া যায়। অবশ্যম্ভাবী আত্মার এই আত্ম-উপলব্ধির পূর্ণতা লাভ হয়। এই অভিযোগের পর জীবের দুটি পর্যায়। যেটি, বৈদিক আচার প্রথাটি বর্ণ ও জীবনের প্রথাটি আশ্রমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যাকে বলা হয় ত্রিগুণাতীত বর্ণ। আবার বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম বিধিটি হয়েছে এবং যেটি যদি তাদেরকেও যেগুলি আচরণ করে, তা হলে আপনা থেকেই সে আত্মার উপলব্ধির স্তরে তারা উন্নীত হতে পারবে। তখন সে নিজেদের দুটি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৪

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

যঃ—যে, শাস্ত্রবিধিম্—শাস্ত্রবিধি, উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে, বর্ততে—চলতে থাকে, কামকারতঃ—কামাচারে, ন—না, সঃ—সে, সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, অবাপ্নোতি—লাভ করে, ন—না, সুখম্—সুখ, ন—না, পরাম্—পরম, গতিম্—গতি।

বীরের গান

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগে কাম আচরণ ।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি নাহে, আসে, সুখ অসম্ভব ॥

অনুবাদ

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে অবস্থান করে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরাগতি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রুতিতে বলা হয়েছে, মানব-সমাজে বিভিন্ন বর্ণের ও আশ্রমের জন্য শাস্ত্রবিধি বা শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য হচ্ছে এই সকল বিধিগুলি অনুশীলন করা। যেটি যদি সেই নির্দেশগুলি অনুশীলন না করে থাকে, যেমন ও যেভাবেই বলাবলি হয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো জীবন যাপন করতে পারে, তা হলে সে কখনই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। পাশাপাশি বলা যায়, যেমন মানুষ বিভিন্নভাবেই এই সকল শাস্ত্রনির্দেশ সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি তার নিজের জীবনে সেগুলিকে আচরণ না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে একটি নাস্তিক। অনুপ-শরীর কাজ জীবনের পথে এটিই সাধারণ কথা হয় যে, যে দুই পরিস্থিতিপন্থা জীবনের আচরণ করে উন্নতি হওয়ার জন্য শাস্ত্র-নির্দেশগুলি অনুশীলন করবে। যে যদি তা না করে, তা হলে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন বিধি-নিয়ম ও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালনে যে যদি অসফল-কাজ উপলব্ধির জন্য উন্নতি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার পক্ষে অবশ্যই বর্ণ হয়েছে। আর এমন কি অবস্থানে অধিষ্ঠিত জীবের কারণ যদি যে অবস্থানে সেখানে নিজেকে নিযুক্ত না করে, তবে বুঝতে হবে তার অবশ্যই বর্ণ। অর্থাৎ, জীবের জীবন কৃষ্ণভাবনামৃত ও অবস্থানের জন্য উন্নতি হতে হবে। অন্যথা কেবল নিছক পতনের জন্য অধিকতর হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোন উপায়ই তা সম্ভব নয়।

অবস্থানের অবস্থা আচরণপূর্ণ। আচরণের মধ্যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে কাম আচরণ করে। সেই আচরণগুলি বিভিন্ন ক্রোধের যদি তা আচরণ করা হয়, তাহলে তার তা সেগুলিকে ভাবে আচরণ করা। যে কারণে যে, সেগুলি অনুশীলন

[illegible] ইচ্ছে, কিন্তু মনুষ্য যে তা করে না, তাই তাকে বলা হয় পাপাত্মাগণী। এই শ্লোকে অনুসরণের পদ্ধতিটি হচ্ছে যে, তাকে জ্ঞানযোগের দ্বারা পরিচালিত হয়। মানব-জীবনের যে চরম সিদ্ধি, তা তাকে অবশ্যই লাভ করতে পারে না। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে পবিত্র করা এবং তাকে শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে মুক্ত, আচরণ করে না, তাকে অবশ্যই পবিত্র হতে পারে না এবং তাকে যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ২৪

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব, শাস্ত্রম্—শাস্ত্র, প্রমাণম্—প্রমাণ, তে—তোমার, কার্য—কর্তব্য, অকার্য—অকর্তব্য, ব্যবস্থিতৌ—নির্ধারণে, জ্ঞাত্বা—জেনে, শাস্ত্র—শাস্ত্রের, বিধান—নিয়ম, উক্তম্—কথিত হয়েছে, কর্ম—কর্ম, কর্তুম্—করতে, ইহ—এই, অর্হসি—তোমার উচিত।

বীরাঘব খান

অতএব শাস্ত্রবিধি কার্যের প্রমাণ ।
জানি শাস্ত্রবিধি কর কার্য সমাধান ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রের বিধানে কথিত হয়েছে যে কর্ম, তা তোমার বুঝে সেই কর্ম করতে তোমার উচিত।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, শাস্ত্রের উপদেশ বিধি ও নিষেধের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে জানা। যেহেতু জীব জড়জগতের মধ্যে জীবনকে উপভোগ করতে চেয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করে অধিকতর হয়ে জড়জগতের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাই তিনি উপদেশ দিচ্ছেন শাস্ত্র প্রদত্ত জ্ঞানের চরম সিদ্ধির দ্বারা উপদেশ দেওয়ার। জীবনের উদ্দেশ্য এই, শাস্ত্রকে অবলম্বন করে পরম তত্ত্ব নিতে হবে। তিনি অনুসারে যেমন হচ্ছে কৃষ্ণ হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হচ্ছে হচ্ছে / হচ্ছে রাম হচ্ছে রাম রাম রাম হচ্ছে হচ্ছে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে, অবিমিশ্র জ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত হতে এবং জ্ঞানের

প্রমাণ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি একজনই, অদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারিত করেছেন, তিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রটি অনুশীলন করেছেন শুধুমাত্র কৃষ্ণকে জেনে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈদিক সিদ্ধান্ত উপদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, যারা কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করে অধিকতর হতে জ্ঞানযোগের সেবায় যুক্ত হতে পারেনি, তাদের পক্ষে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করার-অকরার বিচার করে কর্ম করা উচিত। যেহেতু প্রকৃত কৃষ্ণভাবনা না থাকে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যাওয়ার উচিত। তাহলেই কল্যাণ হবে শাস্ত্রবিধির অনুসরণ করার। শাস্ত্র হচ্ছে তাদের জন্য যেমন মূর্খ এবং অল্প জীবনের যে ভাবনা জন্মে, সেগুলি হচ্ছে—কাম, ক্রোধ, লোভ ও কলহপ্রীতি (মূর্খ কখনো ক্রোধগ্রস্ত, লোভগ্রস্ত হয়ে, কখনো কখনো কলহপ্রিয় ও অসুর উঠিয়াদি)। এই ভাবনা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির কাম নয় জীব বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। যেহেতু আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্নভাবেই এই ভাবনা জ্ঞানী যেমন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে শাস্ত্র মহাপুরুষ, ঋষি, আচার্য ও মহাজনগণ শাস্ত্রের নির্দেশগুলিকে কেবল একক পরিবর্তন না করে গ্রহণ করেছেন।

আচার্যগণের মধ্যেও আচরণিক বাস্তবতায় রয়েছে, যেমনি আচরণের দৃষ্টান্তে বিভক্ত—নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। যাঁরা নির্বিশেষী, কেবল বৈদিক নির্দেশ অনুসারেই জীবিত যাপন করেন। শাস্ত্রনির্দেশ অনুশীলন না করে কখনো কিছু পাওয়া যায় না। আবার, যিনি ভগবদ্ভক্তিতে শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনিই জ্ঞানবান।

শাস্ত্র পুরাণেরও জ্ঞানযোগের উপলব্ধি করতে পারা অত্যন্ত না থাকায় অনেকে মানব-সমাজে অবতরণ দেখা যায়। মানব-জীবনে যেটিই হচ্ছে পরমতত্ত্বে পরিণত অবস্থায়। আবার, জ্ঞানযোগের পরিচালনা পরিণত মতো সর্বশেষ অবস্থানের চিন্তাশীল পুরুষ নিতে হবেন। এই পরিচালনা পরিণত করা অনুচিত চিন্তাশীলতার পরিচয়। পরবর্তীকালে জ্ঞানযোগের উপলব্ধি করতে হলে অন্তত সাধুসঙ্গে অবিচলিত হতে হবে। সাধুসঙ্গের ফলে উপলব্ধি হতে না পারলে অন্তত তার ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্যে যেকে যায়, যা অনুচিত জীবনের কারণ। যারা তত্ত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানে অবস্থান হতে পারে, তারা শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে, অনুচিত অবজ্ঞা করে এবং শাস্ত্রে পুরাণোক্তের জ্ঞানযোগের অবলম্বনে উপলব্ধি করাকেও অবজ্ঞা করে। তারা অনুচিতকে অবজ্ঞা করে এবং তারা শাস্ত্র-নির্দেশের কোন একক পালনের করে না। জ্ঞানযুক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় যাকেও তারা তার তাদি অনুচিত হয় না। এরকমটি তারা নিজেদের অবস্থায় নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করে। একটি মানব-সমাজের কল্যাণকারী প্রতি, যা অনুচিত অনুচিত জীবনের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গের তারা পরিচালিত

হয়ে সর্বদা অজ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে সর্বদা বিপদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, যা হলাহল তুল্য জীবন যাপন হয়।

অজ্ঞানেরা সদা শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপদে প্রাণ॥

ইতি—ভক্তি ও আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট পরিচয় বিষয়ক "দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ" নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের অভিপ্রায়ের তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন, যে—যারা, শাস্ত্রবিধিম্—শাস্ত্রের বিধান, উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে, যজন্তে—পূজা করে, শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে, অন্বিতাঃ—যুক্ত হয়ে, তেষাম্—তাদের, নিষ্ঠা—নিষ্ঠা, তু—কিন্তু, কা—কি প্রকার, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ, আহো—অথবা, রজঃ—রজোগুণ, তমঃ—তমোগুণ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ
শাস্ত্রবিধি নাহি জানে কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত।
যজন করয়ে যারা কিবা তার হিত॥
কিবা নিষ্ঠা তার কৃষ্ণ সত্ত্ব, রজ, তম।
নিশ্চয় করহ সেই শুনি ইচ্ছা মম॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?

তাৎপর্য

সমগ্র মানবজাতির জীবনধারাসম্পর্কে প্রশ্নের জন্ম হয়েছে যে, সেকালে বিশেষ করে আমাদের সেই প্রাচীন যুগে কালক্রমে জন্ম নেয় যে এবং শাস্ত্র শাস্তি ও সাত্ত্বিক পালন বিধি গড়ে তোলা যায়। সেযুগে মানুষের বিশ্বাসে জন্ম হয়েছে যে, যদি শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি অনুশীলন করে না, তাহলে তারা অসুর এবং ভীত শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রের অনুশাসনাদি মেনে চলেন, জীবনে তারা সুখ ও শান্তি পান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে দেব-দেবীর অনুশীলন করে থাকে তাদের উদ্দেশ্য কোন্ শ্রেণী; তারা কি সাত্ত্বিক? অর্জুনের আলোচ্য প্রশ্ন থেকে শ্রীকৃষ্ণের মূল বক্তব্যের হদিস পাওয়া যায়। শাস্ত্র-নির্দেশিত অনুশাসনে যেসব বিধি তারা নিজেরা পালন করে এবং অন্যদের তাদের অনুসরণে উৎসাহিত করে থাকে, তারা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক, কিংবা তামসিক শ্রেণীভুক্ত হয়ে আচরণ করছে থাকে? এই প্রশ্নের আলোকে কি প্রকারে বিধি-বিধান পালনে উদ্দীপিত হয়। অনেকে শাস্ত্রের কি যথার্থ জ্ঞান নাই কারণ শাস্ত্র বিধিতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। তারা শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে না, কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন দেব-দেবীর ও অনুষ্ঠানের পূজা করে, তারা কি প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক হয়ে থাকে? অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সম্বন্ধে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ত্রিবিধা**—তিন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দেহিনাম্**—দেহীদের; **সা**—সে; **স্বভাবজা**—স্বভাব অনুযায়ী; **সাত্ত্বিকী**—সাত্ত্বিকী; **রাজসী**—রাজসী; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **তামসী**—তামসী; **চ**—এবং; **ইতি**—এভাবে; **তাম্**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

শ্রীল্লাস গান

শ্রীভগবান কহিলেন :
স্বভাবজা তিন নিষ্ঠা শ্রদ্ধা যে দেহীর।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী শরীর ॥
বিবরণ করি তার শুন দিয়া মন।
যার যেবা শ্রদ্ধা হয় তাহার কারণ ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—দেহীদের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। এখন সেই সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

যারা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে বা উদ্বুদ্ধকরণের এই সম্বন্ধে বিধি অনুশীলন করে না, তারা তাদের প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের প্রকৃতির সত্ত্বগুণ, রজোগুণ কিংবা তমোগুণের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন ভাবের প্রকৃতি গড়ে তোলে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলির মধ্যে জীবের আচরণ ভিন্নভাবে তারই গুণে থাকে, যেহেতু জীবসত্তা তাদের প্রকৃতির গুণে পরিচালিত হয়ে থাকে, সেই জন্য তারা তাদের গুণে তারা আচরণ অনুসারে যে বিভিন্ন ধরনের ফলাফলের অধীন করে থাকে। কিন্তু যদি সে কোনো পরিবেশে বাস করে এবং তার নির্দেশিত অনুশাসনাদি ও শাস্ত্রবিধি মেনে চলে, যা হলো তার প্রকৃতি পরিবর্তনের পন্থা হয়। প্রথমে, সেবাকার্যে অনুকূল গুণ সেবক হয়, কিন্তু তার সেবার পাত্র তার অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। এই সেবার সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রকৃতির সেবকের এক বিশেষ অবস্থার প্রতি তার নিজেদের মধ্যে অনুকূল পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। সব কিছুই পরমেশ্বরের সাথে পুনঃ মিলন, পরমেশ্বর সেবিকার নিয়োজন করতে হয়। একমাত্রই অনুকূল প্রকৃতির উন্নতিকল্পে তাদের পরিবর্তে নিজের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

শ্লোক ৩

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

সম্বন্ধুরূপ—সম্বন্ধরূপের অনুরূপ, অর্থম্—পরমার্থ, শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা, প্রবৃত্তি—হয়, জ্ঞানম্—যে জ্ঞানের, শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা, ক্ষয়ঃ—পূর্ণ, অস্য—এটি, পুরুষস্য—জীবের, যঃ—যে, যস্য—যেটি, জ্ঞানম্, শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা, যঃ—যেটি সম্বন্ধ, এব—অবশ্যই, সঃ—সে।

বিশ্বনাথ বলেন

নিজ নিজ অনুরূপ শ্রদ্ধা যে জ্ঞানের।
শ্রদ্ধাময় পুরুষ যে শ্রদ্ধা যে যেমনের ॥

অনুবাদ

যে জ্ঞানের শ্রদ্ধা নিজ-নিজ অধিকারের অনুরূপ হয়। যে যেটি জ্ঞান প্রাপ্তে প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেটি জ্ঞানবান।

তাৎপর্য

ব্যক্তিটি অনুযায়ী, সে যেটি যোগ বা জ্ঞান, সেটার বিশেষ পরিণামে শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু তার স্বভাব অনুসারে সেটি শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়। একইভাবে, তার বিশেষ শ্রদ্ধা অনুসারে সে একে-একে স্বভাবের অনুসারে কর্ম করে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পরমেশ্বর কেন এটা করেছেন, প্রতিটি জীবটি পূর্বের পরিবেশের কারণেরই অধিকারে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত। তাই, পূর্বের প্রতিটি জীবটি শ্রদ্ধা প্রকৃতির এই নকশা অনুসারে সৃষ্টিত। কিন্তু সেটি যখন পরম পুরুষোত্তমের কারণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং পরে জীবনে শ্রদ্ধা প্রকৃতির সাথেই থাকে, তখন সে বিভিন্নভাবে শ্রদ্ধা প্রকৃতির পর অনুসারে নিজের অবস্থান গড়ে তোলে। তার ফলে তার যে কৃষ্টির বিকাশ ও উন্নতি তা জড়-জাগতিক। সেটি বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বা কারণের সম্পর্কটি হয়ে পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে নিম্নের বা অপ্রাকৃত। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যেতে তার জড়-জাগতিকের পরিধির জন্য অনুরূপ থেকে মুক্ত হতে হবে। সেটিই হচ্ছে নির্ভেজাল ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পন্থা—কৃষ্ণভক্তিযুক্ত। কৃষ্ণভক্তিযুক্ত ব্যক্তি লাভ করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই সিদ্ধ জীব ঘোষিত হচ্ছেন। কিন্তু সেটি যদি আত্মজ্ঞান পরিবেশ পন্থা অবলম্বন না করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা প্রকৃতির অধীনে থাকা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হবেন।

এই শ্লোকে শ্রদ্ধা অর্থাৎ 'বিশ্বাস' কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। কারণ শ্রদ্ধা যেন-তেনটি প্রতি অথবা অন্যান্য যেমন অবস্থায় বিশ্বাস যেমন প্রকৃত অধীন কারণের প্রতি থাকতে পারে। এটি যে শুধুই বিশ্বাস, তা শুধু ভগবানের পরমেশ্বর থেকে উদ্ভূত। কিন্তু জড়-জাগতিক যত জীবেরা যেমন কারণে পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত এবং তেমনটি হয় বিশ্ব প্রকৃতিতে। যেমনটি তার পরমেশ্বর-সম্পর্ক হয় না। তার সঙ্গে হচ্ছে অবস্থাগুলি, সেটি তার পরে পরম পুরুষোত্তমের ভগবানের সম্পর্ক প্রকৃতির উপলব্ধি করতে পারে। কারণ শ্রদ্ধা অবস্থান পর্যন্ত না তার পরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অবস্থান পর্যন্ত তা তাহা প্রকৃতির যে কোন অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। অথবা প্রকৃতির প্রভাবিত প্রভাবিত অবস্থাটি অবশ্যে নিয়ন্ত্রণ পাশে পারে। অবশেষে শুধু প্রকৃতির নিয়ম যেমন অবস্থা সম্পর্কে অবস্থার স্থিতি অনুসারে জীবনের পরিবর্তন অবশ্য হয়। বুঝতে হবে যে, জীবের জন্য যদি পরমেশ্বর দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে সাত্ত্বিক। আর জীবের যদি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে রাজসিক এবং তার জীবন যদি তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে বা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধাকে হবে সেটি তামসী প্রকৃতির। একইভাবে এই জগতে অবস্থা বিভিন্ন বিভিন্ন কারণের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস যেমনের শক্তি এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের থেকে নানা ধরনের কর্মের উদ্ভব হয়েছে। এই বিশ্বাসের ভগবান তার প্রভাব থাকে প্রভাবিত, কিন্তু তারা প্রকৃতির হাতে পড়ার ফলে বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ম-বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। একইভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন বিশ্বাস অনুসারে নানান ধরনের উপাসনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

শ্লোক ৪

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

যজন্তে—পূজা করে, সাত্ত্বিকাঃ—সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা, দেবান্—দেবতাদের, যক্ষরক্ষাংসি—যক্ষ ও রাক্ষসদের, রাজসাঃ—রাজসিক ব্যক্তিরা, প্রেতান্—প্রেতাত্মাদের, ভূতগণান্—ভূতদের, চ—এবং, অন্যে—অন্যেরা, যজন্তে—পূজা করে, তামসাঃ—তামসিক, জনাঃ—ব্যক্তিরা।

বিশ্বনাথ বলেন

সাত্ত্বিকী যে শ্রদ্ধা সেটি পুরুষ দেবতাদের।
রাজসী যে শ্রদ্ধা পুরুষ যক্ষ রাক্ষসেদের ॥

যাঁরা যে শ্রদ্ধা যাতে কৃতনিশ্চয় পুরুষ।
যার যেটি শ্রদ্ধা হয় সেটি তিনি তাই হয়॥

অনুবাদ

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শাস্ত্র পুরুষোত্তম ভগবান বিভিন্ন স্বভাবের উপাসকদের পরিচয় কর্মানুসারে অনুসারে করেছেন সংক্ষিপ্ত বিবেচনা। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে শাস্ত্র পুরুষোত্তম ভগবানই, যাঁকেই একমাত্র উপাস্য, কিন্তু তাঁর শক্তিসিদ্ধির সাধনে সর্বসাধারণের জন্যে এত সময়ের অবকাশ নেই, তাই তাদের জন্য প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির উপাসনা করা যায়। তাঁর মধ্যেকার সাত্ত্বিকেরা, যাঁরা সাধারণত দেব-দেবীদের পূজা করে। এই শ্রেণীর দেব-দেবীরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য আদি। এই সকল ভগবান দেব-দেবী আছেন। যাঁরা মধ্যেকার সাত্ত্বিকেরা তাঁরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে। তেমনই, যাঁরা রাজসিকেরা সাত্ত্বিকেরা তাঁরা যক্ষ, রাক্ষস আদির পূজা করে। আবার তাদের মধ্যে আছে, বিভীষণ নিশাচরেরা শাস্ত্র কর্মকাণ্ডের কোন এক ব্যক্তি বিশেষের পূজা করতে শুরু করে, কারণ বিভীষণ নিশাচরেরা কখনোই কোন কর্মকাণ্ডকারীর কাছে আসেন শুধু উপাসনা করতে পেরেছিল। তেমনই যাঁরা তামস বা তামসিকেরা আছেন, তাঁরা সাধারণত কোন পরিচিতজনের অনুসারে ভূতগণের কাছে নিবেদন করে। তাঁরা মনে করে, যে কোন জন্মেরই ভূতগণের কাছে পূজা করা যায় এবং তাদের একটি তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়।

এখানে স্পষ্টীকরণে বলিষ্ঠ করা হয়েছে যে, শাস্ত্র রাজসিক যারা এই স্বভাবের ভগবান তৈরি করে তাদের পূজা করে এবং যারা তামসিক, তারা ভূত-প্রেত আদির পূজা করে। কিন্তু সেখানেও কোন ভূতপ্রেতের অন্তরিতে গিয়ে পূজা করাতে কোন লাভ নেই। এটাও আমাদেরকে তামসিক করতে যথেষ্ট সময় নষ্ট করে দেয়। তেমনই, সাত্ত্বিকেরা যখন শাস্ত্রবর্ণিত ভূত-প্রেতের পূজার আয়োজন দেখা যায়। আমাদের আচার্যেরা বলেছেন যে, নিজ স্বভাবের প্রেরণাতে যদি আমাদের পাত্রে যে, আমাদের কোন শাস্ত্র ভূত আছে, যা হচ্ছে যারা নিজে কোন উপাসনা অর্থাৎ করে সেটি যারাই পূজা করে।

এই কথা যে শাস্ত্র পূজা যা প্রকৃতপক্ষে কখনোই আমাদের নয়। আমাদের উপাস্যের হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য, যাঁর অপরিসীম শক্তি শাস্ত্রে অভিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৯/২৫) বলা হয়েছে, শাস্ত্র নিশ্চয়ঃ পুরুষোত্তমচিন্তয়ম্—"যেকোন মানুষের কাজ নিজের শাস্ত্রে অভিহিত হল, তিনি কখন পরমপুরুষের আরাধনা করেন।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, যাঁরা বড় কাজের পাশাপাশি কখন যেকোন ভূত হয়ে উপাস্য হয়ে অভিহিত হয়েছেন, তাদেরই যেকোন পাশে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে অভিহিত যাঁরা জ্ঞান করা হয় এবং তাঁরা পাঁচ প্রকারের দেব-দেবীর উপাসনা করে। তারা কিছু কারণে বিভিন্ন বিভূতির বা অবতারের বিভূতিরূপের উপাসনা করে। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্র পুরুষোত্তম ভগবানের স্থান-গমন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকারীরা যেহেতু শাস্ত্র পুরুষোত্তমই ভগবানের নিজস্ব করে না, তাই তারা বলেন যে, বিভূতিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ একটি জন্য হয়। তেমনই, তারা মনে করে যে, প্রকাশ হচ্ছেন ভগবানের শ্রীমদ্ভাগবতের নিজস্ব প্রকাশ হয়। এভাবেই তারা পাঁচ জন উপাস্য দেব-দেবীর কথা বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু তারা জানা যায় যে, পরমপুরুষ হচ্ছেন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ, তাই পরিবর্তনে তারা সব উপাস্য পরিবর্তন করে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কখনো সাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন জ্ঞানের ভৌতিকতাদি দেবতাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেকার পরিচিত হতে পারে।

শ্লোক ৭-৮

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৭॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৮॥

অশাস্ত্রবিহিতম্—শাস্ত্রবিরুদ্ধ, **ঘোরম্**—কঠোরের পাশে অভিনিবেশ, **তপ্যন্তে**—কঠোরতা অনুশীলন করে, **যে**—যারা, **তপঃ**—তপস্যা, **জনাঃ**—ব্যক্তিগণ, **দম্ভ**—গর্ব, **অহঙ্কার**—অহঙ্কার, **সংযুক্তাঃ**—যুক্ত, **কাম**—কাম, **রাগ**—আসক্তি, **বল**—বল, **অন্বিতাঃ**—নিশ্চিত, **কর্ষয়ন্তঃ**—ক্রেশ প্রদান করে, **শরীরস্থম্**—শরীরস্থ, **ভূতগ্রামম্**—ভূতসমূহকে, **অচেতসঃ**—অবিবেকী, **মাম্**—পরমেশকে, **চ**—এবং, **এব**—অবশ্যই, **অন্তঃ**—অন্তরে, **শরীরস্থম্**—দেহস্থিত, **তান্**—তাদের, **বিদ্ধি**—জানবে, **আসুর**—আসুরিক, **নিশ্চয়ান্**—সিদ্ধান্তবান।

শ্রীহরির গান

শাস্ত্রবিধি ছাড়ে যদি যে জনতা করে ।
বহু দর্প করে দান যুক্ত অহঙ্কারে ॥
বৃথা উপবাস করে ক্লেশ অহিতারে ।
শরীরেতে ভূতগণে দুঃখ বর্ধিতারে ॥
আমাকেও অন্তর্যামী শরীর ভিতরে ।
আসুরিক জান সেই তার ব্যবহারে ॥

অনুবাদ

বহু ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তির বশবর্তী হয়ে যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি শাস্ত্রের বেদবিধি লঙ্ঘনপূর্বক এবং অন্যান্য শাস্ত্রসম্মত ক্লেশ প্রদান করে শাস্ত্রবিধির বেদ জনতার অনুষ্ঠান করে, তাদেরকে নিশ্চিতরূপে আসুরিক জান জানবে।

তাৎপর্য

কিছু মানুষ আছে যারা নানা প্রকার জনতাকারী ও কৃচ্ছ্রসাধন উদ্ভাবন করে, যা শাস্ত্রবিধিতে উল্লেখ নেই। যেমন, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্দোলন করা। এই ধরনের আন্দোলন করতে কখন শাস্ত্রে বলা হয়নি। শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে কেবলমাত্র শাস্ত্রসম্মত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আন্দোলন করা উচিত। কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা করা উচিত নয়। এই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা আন্দোলন করে, ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, তারা আসুরিক ব্যক্তি। আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় শাস্ত্রবিধির বিরোধী এমন কোন কাজ আমাদের করার কখন হয় না। অনুকরণে, বলা যায়, অহঙ্কার, কাম ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য আসক্ত হয়ে যে সমস্ত কর্ম করা হয়। এই ধরনের ব্যক্তিরাই মনে করে যে সমস্ত বহু উপবাস নিয়ম তারা তৈরী করেছে তাই যে কেবল শিক্ষক হয় তা নয়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যিনি এই শরীরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তিনিও দুঃখ পান। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের অধিবিশনগুলি আয়োজন বা জনতা আন্দোলন করাকে একটি উপায়-মনে করা। এই প্রকার জনতাকারীর নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি। আসুরিক মানুষেরা মনে করতে পারে যে, এই উপায় অবলম্বন করে তারা তাদের শত্রুদের দমন করে তাদের উদ্দেশ্য

অনুসারে কার্য সাধনের জন্য করতে পারে, কিন্তু এই ধরনের আন্দোলনের পরিণামে তাদের সমস্ত আয়োজন ধ্বংস হয়ে যায়। শাস্ত্রে পুরুষোত্তম ভগবান এই ধরনের কাজ অনুমোদন করেননি এবং তিনি বলেছেন যে, যারা এই ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হয়, তারা অসুর। এই ধরনের বিভিন্ন ভাবধারা শাস্ত্রে পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিটি আদেশানুযায়ী, কারণ বৈদিক শাস্ত্রের অনুশাসন যদি তারা মেনে না চলে তা করা হয়। আমাদের কর্মটি এই সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানপূর্ণ। খুব স্বাভাবিক আমাদের অনুগামীরা আন্দোলনগুলি পালন করে থাকেন। যারা কোন আন্দোলনপন্থী নয়, তারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করে তাদের নিজেদের জন্যই জনতাকারী ও কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা উদ্ভাবন করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আসুরিক জনতার অনুগামী যে পরিচিতির কথা বলা করা হয়েছে, তা কখন সময় মতো জানা প্রয়োজন। জনতার মধ্যে আসুরিক প্রেরণার জন্যদাতা কখনো থাকে থাকেন। আমি কাজে জানা শাস্ত্রে পুরুষোত্তম ভগবানের যাতে তাদের নিজস্ব সম্পর্কের কথা জানতে না পেরে, জন-কল্যাণের আসুরিক ভাবনা মনে করতে পারবে। কিন্তু প্রেমিকদের এই ধরনের অনুগামী যদি সংস্কৃতের কৃষ্ণ নাম করতে পারে, যিনি তাদের বৈদিক জনতার নাম প্রবর্তন করেছেন, তা হলেই তারা এই সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দের সাথে প্রেমিকরা পারে।

শ্লোক ৭

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

আহারঃ—আহার; তু—আবার; অপি—ও; সর্বস্য—সকলের; ত্রিবিধঃ—তিন প্রকার; ভবতি—হয়; প্রিয়ঃ—প্রিয়; যজ্ঞঃ—যজ্ঞ; তপঃ—তপস্যা; তথা—তেমনি; দানম্—দান; তেষাম্—তাদের; ভেদম্—প্রভেদ; ইমম্—এই; শৃণু—জানা উচিত।

শ্রীহরির গান

আহারও ত্রিবিধ যে যথাযথ প্রিয় ।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী যে হেয় ॥
যজ্ঞ, তপ, দান যেন যে ত্রিবিধ ।
তার ভেদ শুন তিন করিবিধ ॥

অনুবাদ

সকল মানুষের আহারের জন্য একজন ঈশ্বরিকর হয়ে থাকুক। (কেননা) অন্ন, জলপান এবং বসন তিনিই। এখন আমার এই ভোজন গ্রহণ কর।

ব্যাখ্যার্থ

আত্মা অনুভূতি মনের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে আহার, বস্ত্র অনুভূতি, জলপানী ও অন্ন বিভিন্নভাবে অভিহিত হয়। এই অন্নের একটি পর্যায়েই অনুভূতি হয় না। বীজ পুষ্পমুকুলাদির বিকাশ যার পুষ্পাদি পাওয়া যে, জন্য জলপানের জন্য জলের ধারা প্রবাহিত হয় যেন, শব্দ অভিহিত হয়েছে, তিনিই হয়েছেন জলপানী জন্যই। যারা অন্ন আছে, অন্ন ভক্ষণের জন্য, যাদের অবস্থা অন্ন অন্নপরিপুষ্ট, তাদের পানীয় নিকটস্থ অবস্থার অভাব নেই, তারা দুর্গ। কিন্তু ধর্ম-প্রয়োজন এবং জ্ঞানের জন্য বোঝানো যে, মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে যা ইচ্ছা তাই করে থেকে পারে এবং এই ভাবনার অভাবের জন্যই তাদের যাতনার পরমার্থ অভিহিত হয়। কিন্তু এই ভাবনার দুর্গ প্রয়োজনের বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের অনুসরণ করবে না। তারা নিজেদের জলপানের পন্থা তৈরি করে জলপানকারীকে নিন্দাকারী করবে।

শ্লোক ৮

আত্মুদন্নজলপানোপানুভূতীরিতিবর্ধনঃ।
তস্যাঃ সিদ্ধঃ স্থিরা তস্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আত্মু—আত্মু, অন্ন—অভিহিত, অন্ন—অন্ন, আহারান্ন—আহারান্ন, দুগ্ধ—দুগ্ধ, প্রীতি—প্রীতি, বিবর্ধনঃ—বর্ধনকারী, তস্যাঃ—তাদের, সিদ্ধঃ—সিদ্ধ, স্থিরা—স্থায়ী, তস্যাঃ—তাদের, আহারাঃ—আহার, সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিক লোকদের, প্রিয়াঃ—প্রিয়।

বীরের গান

আত্মু অন্ন অন্নপানের দুগ্ধ প্রীতি বাড়ে।
তার সিদ্ধ স্থির তার সাত্ত্বিক আহারে ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার আত্মু, অন্ন, অন্ন, আহারান্ন, দুগ্ধ ও প্রীতি বর্ধনকারী এবং তাদের সিদ্ধ, স্থায়ী ও আহারান্ন সেগুলি সাত্ত্বিক লোকদের প্রিয়।

শ্লোক ৯

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

কটু—তিক্ত, অম্ল—টক, লবণ—লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ—অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ—তীক্ষ্ণ, রুক্ষ—রুক্ষ, বিদাহিনঃ—দাহকারক, আহারাঃ—আহার, রাজসস্য—রাজসিক ব্যক্তিদের, ইষ্টাঃ—প্রিয়, দুঃখ—দুঃখ, শোক—শোক, আময়প্রদাঃ—রোগদাতা।

বীরের গান

কটু অম্ল লবণাক্ত অতি উষ্ণ তেই।
জ্বালা শোকের আময়ী রাজসিক সেই ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি দাহকারক এবং দুঃখ, শোক ও রোগদাতা, সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

শ্লোক ১০

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

যাতযামম্—আহারের যিনি অতি আগে তাহা যার পাকে, গতরসম্—রসহীন, পূতি—দুর্গন্ধযুক্ত, পর্যুষিতম্—বাসি, চ—ও, যৎ—যা, উচ্ছিষ্টম্—আহারের উচ্ছিষ্ট, অপি—ও, চ—এবং, অমেধ্যম্—পবিত্রতা হীন, ভোজনম্—আহার, তামস—তামসিক লোকদের, প্রিয়ম্—প্রিয়।

বীরের গান

বাসি শোকা গতরস পচা যা দুর্গন্ধ।
উচ্ছিষ্ট অমেধ্য সেই খাদ্য তমসান্ধ ॥

অনুবাদ

আহারের এক প্রহরের অধিক পূর্বে রচনা করা খাদ্য, যা শীতল, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অপেয় দ্রব্য, সেই সমস্ত তামসিক লোকদের প্রিয়।

ব্যাখ্যা

খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ু বৃদ্ধি করা, অন্যান্য শক্তির সাথে শরীরের শক্তি দান করা। সেটিই হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা তপস্যারত, আত্মশক্তি সমন্বিত খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করে গেছেন, যেমন দুগ্ধজাত খাদ্য, শর্করা, মধু, ঘৃত, ফল ও শাক-সব্জি। তারা সাত্ত্বিক জীবনযাপন, তাদের কাছে এই জাতীয় খাদ্য পছন্দের ছিল। অন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য, যেমন ভুট্টার খই ও তার পুর একটি সুস্বাদু নয়, কিন্তু পুর যা অন্য কোন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে গ্রহণ করা যেমনটি পুর সুস্বাদু হয়ে ওঠে। অথবা যেমনটি সাত্ত্বিক আহারের পরিণাম হয়। এই সমস্ত খাদ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ফল, মধু আদি অম্লযুক্ত বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অধিক ক্ষেত্রে যে চিনি বা চেরেকাদাদি খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে হয়ত বলা সম্ভব ইনুলিন কোন সম্পর্ক নেই। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সেই এমন খাদ্যদ্রব্য আশ্চর্যজনক যে খাদ্য পুর, যাতে যথেষ্ট পরিমাণে কোন পদার্থ থাকে। পুর, মধু, ঘৃত এবং এই জাতীয় পদার্থে যে পরিমাণ কোন পদার্থ পাওয়া যায়, তাতে তার নির্দিষ্ট পাত্র তৈরি করার কোন প্রয়োজন থাকে না। অনুসরণ পাশ্চাত্য মতানুসারে জানানো এই সমস্ত খাদ্য হয়ে যাবেন। অন্য দিকে কোন পদার্থ পাওয়ার পাত্র হচ্ছে পুর। অবশ্যভাবী কোনো পাত্র তৈরি করে থাকে। ক্রোম, মনিল, গম আদিতে যথেষ্ট পরিমাণে কোনটি না থাকায় পাওয়া যায়।

তামসিক খাদ্য হচ্ছে সেই সমস্ত খাদ্য, যা বিষ, অথবা লবণাক্ত বা অতি তিক্ত অথবা অতিরিক্ত গরমের দরুন নষ্ট হিসেবে, তার কারণে উদরে তার উপস্থিতি থাকে ক্রোধ জাগিয়ে তোলে এবং আবেগের ক্রোধ দেখা দেয়। আর রাজসিক আহারে হচ্ছে যেমনটি, যা হিতিকর নয়। যে খাদ্য আহার করার কাজ করে তিন ধরনের খাদ্যের কথা বলা হয়েছে (কালাম-প্রকাশ গ্রন্থটিতে) যা তামসিক আহারে বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু তা শরীরে ক্ষয় আনায়ে, তাই এই সমস্ত খাদ্য দুর্গন্ধযুক্ত। যেমনটি প্রাচীনকাল-সম্পন্ন অনুসরণ আজকাল করে, কিন্তু সাত্ত্বিক কালানন্দ অনুসারে তা খাদ্য পদার্থে পাওয়া যায় না।

উপিরিউ খাদ্য গুলোকে গ্রহণ করা উচিত যদি তা শরীরের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত

হয় অথবা তা যদি আয়ু আয়ত্তের, বিশেষ করে অন্যান্যদের উচিত হয়। তা না হলে উপিরিউ খাদ্য তামসিক বলে গণ্য করা হয় এবং তার ফলে ক্রোধ সাত্ত্বিকতার হয়। এই খাদ্যের খাদ্য তামসিক লোকদের কাছে অধিক খুব সুস্বাদু খাদ্য মনে হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক জীবনযাপন অনুসারে এই খাদ্যের খাদ্য পছন্দ করেন না, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। সেই খাদ্য হচ্ছে সেটি খাদ্য, যা শরীর পুরুষোত্তম জীবনযাপনে নিয়োজন করা যায়েছে। কালানন্দগীতার কালানন্দ বলেছেন যে, শাক-সব্জি, ফলমূল, দুগ্ধ আদি থেকে তাত্ত্বিক আহার্যের দ্বারা অধিক পরিমাণের উচিত নিয়োজন করা হয়, তিনি অথবা তা গ্রহণ করেন। পরম পুরুষ জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য, অধিক ও তেল যুক্ত বস্তু, যা শরীর পুরুষোত্তমের কালানন্দ গ্রহণ করেন। কিন্তু এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু নিয়ে বিশেষভাবে প্রদান তৈরি করতে হয়। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে তাত্ত্বিক এবং শরীর পুরুষোত্তম কালানন্দকে নিয়ন্ত্রিত প্রদান বস্তু বস্তু নিয়ে পূর্বে তাত্ত্বিক ব্যবহার যা তাদের করা যেতে পারে। কারণ অন্যান্যের উচ্ছিষ্ট নিয়োজিত করা নিষেধ। অধিক, কম অনুসারে জন্য খাদ্যদ্রব্য জীবনযুক্ত, আহার্য ও সুস্বাদু করে তুলতে হবে, যেমনটি শরীর পুরুষোত্তম কালানন্দকে নিয়োজন করা উচিত।

শ্লোক ১১

অকালকৃতিকাতিপক্বং বিগতরসং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমেধ্যমপি চ তামসপ্রিয়ং ॥ ১১ ॥

অকালকৃতিকাতি—অকালে আহারের অধিক পূর্বেকার রচনা, যচ্চ—যা, বিগতরসং—শরীরের বিধি অনুসারে, চ—যে, উচ্ছিষ্টম্—অনুচিত হয়, মেধ্যম্—অনুচিত অথবা অপবিত্র, অপি—আবার, ইতি—এমনটি, তাম—অন্যান্য, তামসপ্রিয়ম্—অন্যান্য কাছে, চ—এবং, তামসিক—তামসিক।

বীরার বচন

অকালকৃতিকাতি যে যচ্চ বিগতরসং ভবেৎ।
কর্তব্যং যে ভবেৎ কাতে তামসিকী তে কথা ॥

অনুবাদ

অকালে আহারের অধিক পূর্বেকার রচনা শরীরের বিধি অনুসারে, অনুচিত অথবা কর্তব্য প্রকারেই, অন্যান্য কাছে এমনটা করে যে যচ্চ অনুচিত হয়, তা তামসিক খাদ্য।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ যেমন আপনার আকাঙ্ক্ষা করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, কোনও ফলের আশা না করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। কর্মকাণ্ডের আকাঙ্ক্ষার যজ্ঞ করা উচিত। দক্ষিণা ও বিধিবিধানের যেভাবে যজ্ঞ আমার অনুষ্ঠান করা হয়, তা সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা শাস্ত্রীয় আকাঙ্ক্ষা নয়। কর্মকাণ্ডের অনুসারে দক্ষিণা বা বিধিবিধান করার উচিত এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে কাম্য নিবেদন করা, পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা ও উদ্দেশ্য নিবেদন করা উচিত। অর্থাৎ, এটা বলা যে, কেবল ভগবানের আনন্দ করার জন্য দক্ষিণা দিতে কোন লাভ নেই। কিন্তু কর্ম লাভের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যের জন্য শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। ভগবানের উদ্দেশ্যেই কাম্যকর্মগুলি নিবেদন করার জন্যই কেবলমাত্র করার উচিত। এর ফলে মানুষ বন্ধনমুক্ত অধিকারী হয়। অধিকারী শব্দের অনুসারে কর্মফল লাভের শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে কাম্য নিবেদন করা।

শ্লোক ১৭

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৭ ॥

অভিসন্ধায়—কামনা করে, তু—কিন্তু, ফলম্—ফল, দম্ভ—গর্ব, অর্থম্—উদ্দেশ্যে জন্য, অপি—ও, চ—এবং, এব—অবশ্যই, যৎ—যে যজ্ঞ, ইজ্যতে—অনুষ্ঠিত হয়, ভরতশ্রেষ্ঠ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তম্—তাকে, যজ্ঞম্—যজ্ঞ, বিদ্ধি—জানবে, রাজসম্—রাজসিক।

বঙ্গানুবাদ

কিন্তু ফল কামনা করে বড় প্রদর্শনের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে।

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ফল কামনা করে বড় প্রদর্শনের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও কর্মীগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য যেমন সামাজিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে যজ্ঞ ও ইতিকি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। এই ধরনের যজ্ঞ যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা বলা হয়।

শ্লোক ১৮

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৮ ॥

বিধিহীনম্—শাস্ত্রবিধি বর্জিত, অসৃষ্টান্নম্—প্রসাদের বিতরণবিহীন, মন্ত্রহীনম্—বৈদিক মন্ত্রবিহীন, অদক্ষিণম্—দক্ষিণা বর্জিত, শ্রদ্ধাবিরহিতম্—শ্রদ্ধাহীন, যজ্ঞম্—যজ্ঞকে, তামসম্—তামসিক, পরিচক্ষতে—বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ

শাস্ত্রবিধি বর্জিত, প্রসাদের বিতরণবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

অনুবাদ

শাস্ত্রবিধি বর্জিত, প্রসাদের বিতরণবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

অজ্ঞতাবশে কখনও যজ্ঞ হয়ে থাকে অনুষ্ঠানকে অজ্ঞানতায়। কখনও কখনও মানুষ বিধি-নিয়মের লাভের আশায় যেমন কোন দেব-দেবীর পূজা করে থাকে এবং তাদের শাস্ত্র-বিধিনের সম্পূর্ণ অবহেলা করে থাকে তখন আবেগ-প্রবেগে পশুবধ করে থাকে। এই ধরনের অজ্ঞতাপূর্ণ দেবতাদের কর্ম অনুষ্ঠানকে তামসিক বলে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিই হচ্ছে তামসিক। তার ফলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হয় এবং অজ্ঞান-অবস্থায় থাকে কোন অবলম্বন অর্জিত হয় না।

শ্লোক ১৯

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৯ ॥

দেব—পাদপদ্মের উপাসক, দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, গুরু—গুরু, প্রাজ্ঞ—পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তিগণের, পুরুষান্—পুরুষ, শৌচম্—শৌচ, আচমনম্—আচমন, ব্রহ্মচর্যম্—ব্রহ্মচর্য, অহিংসা—অহিংসা, চ—ও, শারীরম্—শারীরিক, তপঃ—তপস্যা, বিদুঃ—জানা হয়।

বাঙ্গালা পদ্য

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ যে সব পুরুষ।
শৌচ সদাচার ব্রহ্মচর্যের পালন॥
সেই সব সিদ্ধ হয় শরীর তপস্যা।
অনুষ্ঠেয়কর বাক্য কিংবা হিত সেবা॥

অনুবাদ

পাদপদ্মের উপাসক, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞব্যক্তির পূজা এবং শৌচ, সদাচার, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

পাদপদ্মের উপাসক এখানে বিভিন্ন স্থানের তপস্বীগণ ও পুরুষোত্তমের ভক্তদের ইঙ্গিত করেছেন। এখানে বিভিন্ন শারীরিক তপস্যাগুলি ও পুরুষোত্তমের কথা বলেছেন। পাদপদ্মের উপাসকদের, দেব-দেবীদের, দ্বিজ পুরুষদের, সাধুব্যক্তিদের, গুরুজনদের এবং পিতা-মাতার আদি আচার্যদেরকে উপাসনা করা উচিত। বৈদিক আর সমাজে আচারের, শৌচের আচারের কথা বলা উচিত যখন আমরা কোথাও বিদেশ গমন করি। এখানে আচারের সাধারণ লক্ষণ দেখানো উচিত। শরীরের ও মনের নিয়মের পবিত্রতা রক্ষার অনুশীলন করা উচিত এবং আমার স্বরূপের সঙ্গে মিলন হবে দেখা উচিত। শাস্ত্রে যা অনুষ্ঠেয় বলা হয়েছে, তা অবশ্যই করা উচিত এবং অনুচিত কাজ উচিত নয়। অবশ্যই অহিংস হওয়া উচিত নয়। যেকোনো বিষয়ের মধ্যেও হিংসা করার চিন্তাও শাস্ত্রে নিষেধ হয়েছে। এ ছাড়া সব দেশ মঙ্গলময় হয়। এতে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। এগুলি হচ্ছে দেহের তপস্যা ও পুরুষার্থ।

শ্লোক ১৫

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অনুদ্বেগকরম্—অনুদ্বেগকর, বাক্যম্—বাক্য, সত্যম্—সত্য, প্রিয়—প্রিয়, হিতম্—হিতকর, চ—ও, যৎ—যা, স্বাধ্যায়—বেদ পাঠের, অভ্যসনম্—অভ্যাস, চ—ও, এব—অবশ্যই, বাঙ্ময়ম্—বাণীর, তপঃ—তপস্যা, উচ্যতে—বলা হয়।

বাঙ্গালা পদ্য

স্বাধ্যায় অভ্যাস যত বেদ উচ্চারণ।
অনুদ্বেগকর বাক্য সত্য প্রিয় হিত॥

অনুবাদ

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য এবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করাকে বাঙ্ময় তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

যেকোনোভাবে কোনো কথা বলা উচিত নয়, যার ফলে অন্যদের মন উদ্বেলিত হতে পারে। আমরা শিক্ষক যাঁর কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করি না কেন তাঁর কথা পালন করতে পারেন, কিন্তু যা আমি অন্যদের, যারা তাঁর শিষ্য নয়, তাদের উদ্বেলিত করে তোলে, তা হলো সেখানে তাঁর কথা বলা উচিত নয়। এটিই হচ্ছে অন্যদের মনে আঘাত করাগুলি। এ ছাড়া অবাঞ্ছিত মনকে কথা উচিত নয়। অন্যদের মনের কথা বলা হয়, যখন তা কোনো শাস্ত্র-বচনের বিরোধিতা প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা বলা হয় তাতে কর্তব্যের প্রতিপালন করার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ শাস্ত্র-বচনের উল্লেখ করা উচিত। সেই সাথে, ঐ বচনের আলোচনা আলোকে করতে প্রতিপাদ্যের প্রকাশ করা উচিত। অবশ্যই এই বচনের আলোচনার মাধ্যমে আমার অন্তরে যাতে অন্য কোনো শাস্ত্র এবং আমার শাস্ত্রবচনের প্রতিটি পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক পরিভাষার অন্তর্গত আমরা যাতে বলতে এবং বেদগুলি পাঠ করা উচিত। এগুলিই বলা হয় বাঙ্ময়তপস্যার তপস্যাগুলি।

শ্লোক ১৬

মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

মনঃপ্রসাদঃ—চিত্তের প্রসন্নতা, সৌমত্বম্—সরলতা, মৌনম্—মৌন, আত্মবিনিগ্রহঃ—আত্মসংযম, ভাবসংশুদ্ধিঃ—অন্তরের নির্মলতা, ইতি এতৎ—এইগুলি, তপঃ—তপস্যা, মানসম্—মানসিক, উচ্যতে—বলা হয়।

শ্রীধর গান

ত্রিবিধ তপস্যা যে আছে সাত্ত্বিকী ।
আত্মনিগ্রহেতি যৌন আর তপস্যা ॥
সেই সব মানসিক তপ যাহে থাকে ।
উপরোক্ত সব তপ ত্রিগুণ প্রথায় ॥

অনুবাদ

ত্রিবিধ তপস্যা, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

মানসিক তপস্যাই হচ্ছে সব কিছুরই ভিত্তিস্বরূপ যেহেতু মন থেকে সবকিছু শুরু করা। মনকে একেবারে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সর্বদা জানতে পারে কি করে কখন হবে, সেই শিক্ষা সব থাকে। যখন সেই শিক্ষা হবে, তিনিই গুরুদেব। কৃষ্ণভক্তি থেকে কখনই বিচ্যুত হওয়া উচিত নয় এবং সর্বদাই ভিত্তিস্বরূপ থেকে পরিত্যাগ করা উচিত। অন্যান্য নিয়মে করে পরে যেমনের উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার উপায়। যখন সাত্ত্বিক তপস্যাই লাভ করা যায়, তখন আরো সমস্ত ত্রিবিধ উপায়েরও উপর থেকে মুক্ত পরিত্রাণ লাভ হয়। আমরা সবাই ভিত্তিস্বরূপ যেমনের উপর আছি, যা কখনই অবস্থাই হয়ে থাকে। সর্বদিক মুক্ত আমরা ভিত্তিস্বরূপ যেমনের জন্য নানা রকম পন্থার মধ্যে অবলম্বন নিয়ুক্ত করেছি এবং এই মানসিক শক্তির যেমন পরিচালনা নেই। মানসিক শক্তি লাভের যেই উপায় হচ্ছে ধ্যানযোগের ও পুরাণ আদি ত্রিবিধ পন্থায় মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, যা নানা রকম কর্মানুষ্ঠানের অবলম্বনের অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ। এই অভ্যাসের সাহায্যে নানা পথে মনুষ্য পরিত্রাণ হতে পারে। কিন্তু যেমন সব রকমের বন্ধনীর থেকে মুক্ত পাবে এবং আমাদের ভিত্তিতে পাওয়ার প্রকাশ থাকবে কাজ। যেমনের মধ্যে হচ্ছে সর্বদিক আত্মজ্ঞানের পাওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকা। এই অর্থে কৃষ্ণভাবনামৃতের জন্য হচ্ছেন সর্বার্থ যেমন। আত্মনিগ্রহের অর্থ হচ্ছে মনকে সব রকমের ভিত্তিস্বরূপ যেমনের দাসত্ব থেকে মুক্ত রাখা। আত্মজ্ঞানের জন্যই আমাদের সব ভিত্তি, তার ফলে আমাদের সাত্ত্বিক হয়। এই সমস্ত তপস্যাই হচ্ছে মানসিক তপস্যা।

শ্লোক ১৭

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে, পরয়া—পরম, তপ্তম্—অনুষ্ঠিত, তপঃ—তপস্যা, তৎ—তা, ত্রিবিধম্—ত্রিবিধ, নরৈঃ—মানুষের দ্বারা, অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত, যুক্তৈঃ—যুক্ত, সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক, পরিচক্ষতে—বলা হয়।

শ্রীধর গান

ত্রিবিধ তপস্যা যদি পরশ্রদ্ধাযুক্ত ।
ফলাকাঙ্ক্ষা যদি নাহে সাত্ত্বিকী সে উক্ত ॥

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত মানুষের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

শ্লোক ১৮

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

সৎকার—শ্রদ্ধা, মান—সম্মান, পূজার্থম্—পূজা লাভের আশায়, তপঃ—তপস্যা, দম্ভেন—গর্ব সহকারে, চ—ও, এব—অবশ্যই, যৎ—যে, ক্রিয়তে—অনুষ্ঠিত হয়, তৎ—তাকে, ইহ—এই জগতে, প্রোক্তম্—বলা হয়, রাজসম্—রাজসিক, চলম্—অস্থির, অধ্রুবম্—অনিশ্চিত।

শ্রীধর গান

লোক পূজা সম্মানের জন্য যদ্যপি পরিত্র ।
যে তপস্যা সাথে লোক করে রাজসিক ॥
সে তপস্যার যে ফল তাহা অনিশ্চিত ।
অস্থায়ী তার ফল হয় পাছেতে বিদিত ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মা, শঙ্কর ও পূজ্য পাদের আশ্রয় বস্তু সমাজাতে যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে এই উপায়ে অনিত্য ও অনিশ্চিত বাহ্যিক উপাসনা বলা হয়।

তাৎপর্য

আসল তত্ত্ব উপাসনাটি আচরণ করা হয় মনুষ্যকে আকৃতি সমাজের জন্য এবং আচরণ করা যেতে পারে, ব্রহ্মা ও পূজ্য পাদের জন্য। বাহ্যিক মানুষেরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষাদের জন্য যেতে পূজা আচারের আশ্রয়ে করে, তাদের নিজে পা যেতাবে এবং অপরের মন করাতে জন্য করায়। উপাসনাটি আচারের ভাষা এই পরাজয় তুলিয় আচরণিত পাওয়া বাহ্যিক এবং তার ফল অনাকাঙ্ক্ষী। তা নিত্য নিজের জন্য যেতেন থাকে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।

শ্লোক ১৯

মুক্তাহারেণাঙ্গনো যথা শীতরা ক্রিয়তে উপায়।
পরাবাপ্তেরেকনার্থং না ব্রহ্মাদ্যনুপাস্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

মুক্ত—মুক্ত, হারেণ—গলাহারের দ্বারা, আঙ্গনা—নিতম্বের, যথা—যে, শীতরা—শীতের দ্বারা, ক্রিয়তে—অনুভূতি হয়, উপায়—উপায়ের, পরাবাপ্তেঃ—পরাপ্তের, ঈশ্বরাবাপ্তি—নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, না—অনাদি, ব্রহ্ম—ব্রহ্মের, ব্রহ্মাদ্যম্—ব্রহ্মাদিকে, ঈশ্বরাদ্যম্—পূজ্য হয়।

শীতরা যথা

মুক্তবুদ্ধি যারা জগৎ আকাঙ্ক্ষীরা যেন।
অপরের নিয়ন্ত্রণার্থ যে উপাসনা করয় ॥
ব্রহ্মাদি যে সব তত্ত্ব উপাসনা করুন।
অনিত্য তাহার নাম নহে পাত্র অনুকূল ॥

অনুবাদ

মুক্তাহারের দ্বারা নিতম্বের শীতা নিয়ে অনেক অপরের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে উপাসনা করা হয়, তাহে বাহ্যিক উপাসনা বলা হয়।

তাৎপর্য

নিত্যটি উপাসনাটি আচরণ বৃদ্ধির করেছে। যেমন নিতম্বশীনু, যে অপরের পাত্র করে যেখানেতে ব্রহ্মার অনেকের জন্য উপাসনা করেছিল। যে প্রকার পাত্রে এটি শব্দ প্রাপ্তির করে, কিন্তু পরিণামে পাত্রে পুরুষোত্তমের অপরাধের ফলে যে নিজের হয়। অপরকে যেমন কিন্তু পাত্রের আশ্রয়ে যে উপাসনা করা হয়, তা অনাদি বাহ্যিক।

শ্লোক ২০

ব্রহ্মরুদ্রাদি পদানাং শীতরোষ্ণবৃদ্ধিকারিণে।
যেন কালেন চ পাত্রেণ চ উপাসনং সাদ্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাদি—ব্রহ্মা রুদ্রাদি, ইতি—এইভাবে, যম—যে, কালম্—কালে, শীতরা—শীতের দ্বারা, অনুপকারিণে—অনুপকারের জন্য না করে, যেন—উপযুক্ত স্থানে, কালেন—উপযুক্ত কালে, চ—এবং, পাত্রেণ—উপযুক্ত পাত্রে, চ—এবং, উপ—নিকটে, আসনম্—বসা, সাদ্বিকম্—সাদ্বিক, স্মৃতম্—বলা হয়।

কর্মের অধিনে যেই বাহ্যিকতা হয়।
যেন কাল পাত্র বুদ্ধি সাধনা করয়।
অনুপকারীকে বলা যে সাদ্বিক হয় ॥

অনুবাদ

কাল কর্ম কর্মের কালে স্থান করে অনুপকারের জন্য না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে যে কাল করা হয়, তাকে সাদ্বিক কাল বলা হয়।

তাৎপর্য

পাঞ্চরাত্রিক কার্যে নিযুক্ত যে মানুষ, তাহারই কাল কর্মের নিয়োগ ত্রৈবিক পাত্রে যেতাবে হয়েছে। নিয়ন্ত্রিতের কাল কর্মের যেমন নিয়োগ যেতাবে হয়েছে। পাঞ্চরাত্রিক ত্রৈবিকের পাত্রে নিয়োগ। কারী বীর্যবান, শক্ত বা সূর্যমণ্ডলের কাল, তাদের যেতে আসনে অনুষ্ঠানের বা ত্রৈবিকের অনেক বস্তির কাল কর্মের নিয়োগ যেতাবে হয়েছে। যেমন তাদের আসনের না পাত্রে কাল কর্মে উচিত। কখনও কখনও অনুষ্ঠানের

অবশ্যই হয়ে পরিণামের কথা বলা হয়। কিন্তু সেই পরিণাম যেখানেই পড়ি সাধনের যোগ না হয়, তা হলে সেই সাধনের সাথে যোগ পারমার্থিক উন্নতির সূচনা হয় না। পরিণামের কথা যার যে, বিবিধের কথা কারণ বিবেচনা উচিত শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে।

শ্লোক ২১-২২

যদু রাজ্যপ্রাপ্তাবাশী: কথমুদ্বিগ্না ন পুনঃ ।
ধীরাণে চ পরিক্লিষ্টিঃ কথমাত্ম রাজ্যম্ পুনঃ ॥ ২১ ॥
অন্যেশকালে অন্যেশ্বরপাদেরাশ্চ ধীরাণে ।
অনন্যকৃতমেবস্যাত্মা তত্রাপ্যনুপ্রাপ্তম্ ॥ ২২ ॥

যৎ—যা, তু—কিন্তু, রাজ্যপ্রাপ্তাবাশী—রাজ্যপ্রাপ্তির আশায়, কথম্—কেন, উদ্বিগ্না—ব্যাকুল হয়ে, ন—নয়, পুনঃ—পুনরায়, ধীরাণে—দেখা হয়, চ—ও, পরিক্লিষ্টিঃ—অনুরাগ সহকারে, কথম্—কেন, আত্ম—আত্মার, রাজ্যম্—রাজ্যের, পুনঃ—আবার হয়, অন্যেশ—অন্যের অধীন, কালে—অন্যের সময়ে, যদু—যে, আত্মা—আত্মা, অন্যপাদেরাশ্চ—অনুপযুক্ত পাত্রে, চ—ও, ধীরাণে—দেখা হয়, অনন্যকৃতম্—অন্যের, অনন্যাত্মম্—অন্যের সহকারে, কথম্—কেন, অনুপ্রাপ্তম্—পরিণামে, উপলব্ধম্—লাভ হয়।

ধীরার গান

রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য কেনই বা উদ্বিগ্ন ।
কিংবা কেন করি হয় অনুরাগবান ॥
রাজ্যের কেন সেই পাত্রের বিচার ।
অন্যের কেন আত্মা হন এই বার ॥
অন্যের কালে যে কেন অপাত্রের হয় ।
অনন্যের আত্মা সেই অন্যের কথা ॥

অনুবাদ

যে কেন রাজ্যপ্রাপ্তির আশা করে অন্যের কেন সাধের উদ্বেগ এবং অনুরাগ সহকারে কেন হয়, সেই কারণে অন্যের কেন হয়।

অবশ্যই স্থানে, অন্যের অন্যের, অপাত্রের পাত্রে, অন্যকালে এবং অন্যের অন্যের যে কারণ কথা হয়, তাহাকে অন্যের কথা বলা হয়।

ভাবার্থ

অন্যের অন্যের অধিকারের উচিত হওয়ার জন্য কেন বলা হয়, কখনও আমার পরিণতি বিচারের পক্ষে বলা হয় এবং কখনও যদি কারণে পাত্রে অনুরাগের হয় যে, "কেন আমি এখানে এতগুলি টাকা নষ্ট করলাম?" কখনও আমার অন্যান্যের অনুরাগের কারণ হয়ে কেন করতে হয়। এই কারণের অন্যান্যের অন্যের কথা বলা হয়।

আমার কখনও অধিকারের পাত্রে যদি উচিতপূর্ব কোনো কিন্তু প্রতিকারের উপায়ে আমারই কেন করে থাকে। এই কারণে অন্যের উচিত পাত্রে অনুরাগের কথা বলেন। কোনো স্থান পরিবর্তনের কারণে বিবেচনা উচিত পাত্রে দেখানো হয়েছে।

এখন কথা যে অনুরাগের জন্য কেন আমাকে একটার উপলব্ধির কথা হয়েছে। এই কারণের আমার কেন বলেছেন। এই কারণে কারণের মধ্যে কোনো পাত্রের হয় না। উপলব্ধ পাত্রকারে কিন্তু সমস্ত অনুরাগের হওয়া পাত্র। যেমনটি, সেই যদি আমার অন্যান্যের থাকে এবং অন্যান্যের অন্যে কোনো পাত্রের কেন পাত্র, তা হলেও সেই অন্যের কারণের অন্যের কেন বলা হয়।

শ্লোক ২৩

ন হ্যন্যদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিষ্বিহ স্ফুটম্ ।
ব্রহ্মণস্তেন যোগশ্চ যস্যাত্ম বিদিতো পুমান্ ॥ ২৩ ॥

ন—অবশ্যই নির্দেশকারী অন্যের, হি—যেহেতু, অন্য—ভিন্ন, ইতি—এই, নির্দেশ—নির্দেশের কথা, ব্রহ্মণ—ব্রহ্মের, ত্রিষু—তিন অবস্থায়, ইহ—এখানে, স্ফুটম্—অধিক স্পষ্ট, ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মজ্ঞানের, তেন—তার দ্বারা, যোগঃ—যোগযুক্ত, চ—ও, যস্য—যাহার, আত্ম—আত্মার, বিদিতঃ—নির্ণীত হয়েছে, পুমান্—পুরুষকে।

ধীরার গান

যদ্যপি কেন অন্যেরই যাহা পাত্রের নির্ণয় ।
ন অন্যের, সে উদ্বেগের অন্য কিছু নয় ॥

যে উদ্দেশ্যে পূর্বকালে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
যস্য দান তপ আদি কথিতং পালনং ॥

অনুবাদ

ঐ ধর্ম সব—এই তিন প্রকার ব্রহ্ম-নির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পূর্বকালে সেই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদমন্ত্র ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই বলেছি কথা হয়েছে যে, তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও অধীত বিদ্যাকলাপ বিভিন্ন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কিন্তু উত্তমটি যেমন, মধ্যমটি যেমন ও অধমটিই যেমন, সে সবই আমার অনুভূতির অধীনে আছে অনুভূতির। যখন সেগুলি পরাবস্থা—ঐ ধর্ম তপ বা শাস্ত্রের পালন পূর্বকালের জ্ঞানবাদীগণ উদ্দেশ্যে অর্পিত হত, তখন সেগুলি পারমার্থিক উন্নতির সাধনের উপায়-স্বরূপ হয়ে থাকে। শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে সেই উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। ঐ ধর্ম সব—এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্টভাবে পরমব্রহ্ম পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সূচিত করে। বৈদিক মন্ত্র অর্থাৎ ঐ শব্দটির উচ্চারণ সেখানে পাওয়া যায়।

যে পারমার্থিক অনুভূতি পরোক্ষ করে না, সে কখনই পরম-তত্ত্বকে লাভ হতে পারবে না। তার পক্ষে যেমন পারমার্থিক ফল লাভ হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের পরম অর্থ অর্জিত হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, দান, যজ্ঞ ও তপস্যার অনুষ্ঠান সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। রাজসিক বা তামসিকভাবে যেগুলি অনুষ্ঠিত হবে তা অসারই নিশ্চয়। ঐ ধর্ম সব—এই তিনটি শব্দ পরাবেদের জ্ঞানবাদের অধিত নামের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়, যেমন ঐ ওম্ তিনিই। অর্থাৎ যেমন বৈদিক মন্ত্র বা পরাবেদের অধ্যয়নের নিত্য নামের উচ্চারণ করা হয়, তার আগে ঐ শব্দটি যুক্ত হয়। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই তিনটি শব্দ বৈদিক মন্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ উচ্চারণ প্রকাশে একটি নাম (কৃষ্ণ) যেমন তাঁর সম্বন্ধে সূচিত করে। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' (ঋগ্বেদীয় উপনিষদ ৬/৬/৭) বিষ্ণুর শব্দে সূচনা করে এবং আবার (বিষ্ণু (ঋগ্বেদীয় উপনিষদ ৬/৬/১) সূচিত শব্দকে সূচিত করে। একথার অর্থ ঐ ধর্ম শব্দ। পূর্বকালে প্রথম সৃষ্টি জীব ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি এই তিনটি শব্দের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নির্দেশ করেছিলেন। আমরাও যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের এই তত্ত্ব বিচার করেছি। সুতরাং, এই সমস্তই বিশুদ্ধ তাৎপর্য বোঝাচ্ছে। গীতা ভগবদ্গীতায় অনুমোদিত হয়েছে যে, যে-যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি সেই ঐ ধর্ম তপ বা যজ্ঞের পরম পুরুষোত্তম

ভগবানের কথা বলে থাকে। যেটি যখন এই তিনটি শব্দ সমন্বয়ে তপস্যা, দান ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখন বুঝতে হবে তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করেছেন। কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান সমন্বিত অনুভূতির কর্ম, যা অনুষ্ঠিত হলেই অনায়াসে পারমার্থের নিত্য আনন্দ জ্ঞানের-স্তরে নিয়ে যেতে পারি। এই তপস্যা অনুভূতির স্তরে যেমন কখনই শক্তি ক্ষয় হয় না।

শ্লোক ১৬

তস্মাদ্ ঐ ইত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—তেন, তস্মাৎ, ঐ—ঐ শব্দ, ইতি—এই শব্দ, উদাহৃত্য—উচ্চারণ করে, যজ্ঞ—যজ্ঞ, দান—দান, তপঃ—তপস্যা, ক্রিয়াঃ—ক্রিয়াসমূহ, প্রবর্তন্তে—অনুষ্ঠিত হয়, বিধানোক্তাঃ—শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, সততম্—সর্বদাই, ব্রহ্মবাদিনাম্—ব্রহ্মবাদীগণের।

বিশ্বনাথ টীকা

যেজন্য ব্রহ্মবাদিগণ 'ওম্' উচ্চারণে ।
সর্বদাই বিধান করে ব্রহ্ম আহরণে ॥

অনুবাদ

সেই তেতু ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ক্রিয়াসমূহ সর্বদাই ঐ এই শব্দ উচ্চারণ করে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ঐ অধিকারে আমরা পেয়েছি (কৃষ্ণ যেন ১/১১/১০)। বৈদিকের জীবনে-কর্মের হচ্ছে পরম অধিকার পরম আশ্রয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম হচ্ছে সমস্ত কর্মের সার্থকতা।

শ্লোক ১৭

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১৭ ॥

তৎ ইতি—'তৎ' এই শব্দ, অবিনিশ্চয়ে—অনালোচনা না করে, কৃত্বা—করেন, যজ্ঞ—যজ্ঞ, দান—দানকে, তপঃ—তপস্যা, ক্রিয়তে—দিয়া, অন্য—অন্য, ক্রিয়তে—ক্রিয়া, ঃ—ও, বিনিশ্চিত—অবশ্যই, ক্রিয়তে—অনুষ্ঠিত হয়, তেষাঞ্চ—সুনিশ্চিতরূপে।

বঙ্গীয় গদ্য

অতএব যজ্ঞ দান তপস্যাদি কর্ম।
অবিচিন্তিত নানাবিধ ক্রিয়ার কারণ ॥
তেষাঞ্চ—তাহাদের তেমনি যজ্ঞ দান করে।
সেই তো যজ্ঞাদি কর্ম বিধির সংসারে ॥

অনুবাদ

মুক্তিকামীর কর্মের আকাঙ্ক্ষা না করে 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্বক নানা প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, দান আদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

তাৎপর্য

বিষয় ভোগ ইচ্ছিত হলে তাহা জড়-জাগতিক পদার্থের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেমন কর্ম করা উচিত নয়। কিন্তু তপস্যা, যজ্ঞ-দান-ব্রতের নিয়ম পালনের পীছনে উদ্দেশ্য নিয়ে সকল কর্ম করা উচিত।

শ্লোক ২৬-২৭

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

সদ্ভাবে—তাহার ভাব অবলম্বন করে, সাধুভাবে—সাধুর ভাব অবলম্বন করে, চ—ও, সৎ—সৎ শব্দ, ইতি—এইরূপে, এতৎ—এই, প্রযুজ্যতে—প্রযুক্ত হয়, প্রশস্তে—ভাল, কর্মণি—কর্মসমূহে, তথা—তেমনি, সচ্ছব্দঃ—'সৎ' শব্দ, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, যুজ্যতে—ব্যবহার হয়, যজ্ঞে—যজ্ঞে, তপসি—তপস্যায়, দানে—দানে, চ—ও, স্থিতিঃ—অবস্থিতি, সৎ—সৎ, ইতি—এইরূপে, চ—এবং, উচ্যতে—

উচ্চারিত হয়, কর্ম—কর্ম, চ—ও, এব—অবশ্যই, তৎ—সেই, অর্থীয়ম্—অর্থে, তৎ—তৎ, ইতি—এই, এব—অবশ্যই, অভিধীয়তে—অভিহিত হয়।

বঙ্গীয় গদ্য

তৎ সে শব্দের অর্থ ব্রহ্ম প্রকাশ ।
সে উদ্দেশ্যে যত কর্ম সব ব্রহ্মপাশ ॥
যজ্ঞ দান তপ কার্য সে উদ্দেশ্যে করে ।
লৌকিক বৈদিক কর্ম ব্রহ্ম নাম ধরে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সদ্ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। তেমনই শুভ কর্মসমূহে 'সৎ' শব্দ ব্যবহার হয়। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে 'সৎ' শব্দ উচ্চারিত হয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে হয়েই 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়।

তাৎপর্য

প্রশস্তে কর্মণি তথাদিতি কর্ম এই যে, বৈদিক শাস্ত্রে নানা প্রকার পরিষ্কারের আচারের কথা নির্দেশ করেছে, যা বৈদিক নিয়মানুসারে অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়ে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত পালন করা উচিত। জীবনের পরম বিধি লাভ করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত পরিষ্কারের কার্যাবলীর অনুষ্ঠান করা হয়। এই সমস্ত কার্যাবলীর ফল বস্তু উদ্দেশ্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্তরে ও বাহ্যরূপে শব্দগুলির নিত্য অবস্থিতি নির্দেশ করে। কৃষ্ণভাবনামৃতে আচরণীয় নানা কৃষ্ণ বস্তু এবং তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞানী, জীবের পক্ষে হয় সাধু। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫৫/৩৫) বলা হয়েছে যে, সাধুত্বের অভাব কেবল অজ্ঞানতার নিরসনের পরিষ্কারের অভাবের ফলেই হয়। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে যে কথাগুলি বলেছেন হয়েছে, তা হচ্ছে অত্যন্ত প্রণিধান। সাধুত্বের পরিচিতি নির্ণয়ের জন্য সাধুর সঙ্গ করা উচিত। যখন দীক্ষা বা উপনীত করা হয়, তখন এই ভাব সব শব্দগুলি উচ্চারণ করা হয়। যেমনটি, সব প্রকার শব্দানুষ্ঠানের নিত্য হচ্ছে পরমেশ্বর অর্থাৎ এই ভাব সব। তদর্থীয়ম্ শব্দটি অত্যন্ত গোপনীয়, পরম-ব্রহ্মের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যে কোন বিষ্ণুর প্রতি সেবা নিবেদন, যেমন যজ্ঞ দান বা তপস্যা সহকারে করে অথবা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যে করা যে কোন প্রকার কার্যাবলী। সাধারণ কর্মীর পক্ষে সেবার উদ্দেশ্য এই ভাব সব শব্দগুলি অজ্ঞানতার পর্যায়ে হয় এবং তা বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধানে পরিপূর্ণ করে তোলে।

শ্লোক ৪৮

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অনন্যেন—অন্যের সহায়তায়; এব—নিশ্চয়; যোগেন—যোগ; মাম্—আমাকে; ধ্যায়ন্তঃ—আমার চিন্তা করে; উপাসতে—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; তেষাম্—তাদের; নিত্য—সর্বদা; অভিযুক্তানাম্—যারা যুক্ত; যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ; ক্ষেমম্—এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা; বহামি—বহন করি; অহম্—আমি।

অনুবাদ

যারা অনন্য ভক্তিসহকারে আমার চিন্তা করে আমার উপাসনা করে, সেই সমস্ত নিত্যযুক্ত ভক্তদের অপ্রাপ্ত বস্তু আমি তাদের দান করি এবং প্রাপ্ত বস্তু আমি রক্ষা করি।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করে ভক্তগণ যে সিদ্ধি লাভ করেন, তা কর্ম, জ্ঞান বা যোগের দ্বারা লাভ করা যায় না। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তিই যথেষ্ট। ভক্তিযোগের অনুশীলন করে ভক্তগণ অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোনও যোগ-পন্থা অবলম্বন করে কেউ ভগবানকে লাভ করতে পারে না। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোনও

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্‌কেশিনিষূদন ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বলিলেন, সন্ন্যাসস্য—সন্ন্যাসের, মহাবাহো—হে মহাবাহু, তত্ত্বম্—তত্ত্ব, ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, বেদিতুম্—জানিতে, ত্যাগস্য—ত্যাগের, চ—ও, হৃষীকেশ—হে হৃষীকেশ, পৃথক্—পৃথক্‌ভাবে, কেশিনিষূদন—হে কেশিনিষূদন।

নীহার গান

অর্জুন কহিলেন ॥

সন্ন্যাসের তত্ত্ব কিবা ইচ্ছা সে শুনিতে ।
হৃষীকেশ কহ তাহা মোরে বুঝাইতে ॥
কেশিনিষূদন কহ ত্যাগের মহিমা ।
শুনিতে আনন্দ হয় নাহি পরিসীমা ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! আমি আপনার ও আপনার কথা পূর্ণভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

অনুবাদকে ভগবদ্গীতা সাতশটী শ্লোকেই সমাপ্ত। অষ্টাদশ অধ্যায়টী হচ্ছে পূর্ণ অধ্যায়গুলিতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরিপূরক সারাংশ। ভগবদ্গীতার প্রতিটী অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরমতত্ত্বে উপলব্ধি নির্দেশ দেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। সেই একই বিষয়বস্তু আলোচ্য অধ্যায়ে পরিপূর্ণরূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ছয়টী অধ্যায়ে অর্জুনকে ভগবান বলেছেন—(অনিশ্রিতঃ কর্মফলম্...) "আমার উপদেশের মধ্যে যিনি অবিচলিত ভাবে আমার আদেশের নিষ্ঠা পালন, তিনি হচ্ছেন যোগী।" পরবর্তী ছয়টী অধ্যায়ে ভক্তি, ভক্ত অনুভূতি এবং ভক্তি অনুশীলনের বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ ছয়টী অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণসমূহ, আত্মার প্রকৃতি ও ভগবান-চেতনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিচার করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ সমস্ত শাস্ত্রের অনুকূল কিনা উচিত, যিনি 'ভগবান' এবং পরমপুরুষের রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, যা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই নির্দেশ করে। ভগবদ্গীতার তৃতীয় পর্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন দ্বারা সব কিছুই জীবনের চরম লক্ষ্য লাভ। পূর্বদিন অধ্যায়গুলোর মধ্যে একটা প্রকৃতির যা দেবতা-পূজার বিভিন্ন পদ্ধতির বা পদ্ধতির হয়েছে। কোন কোন টিপ্পনিকারীরা মনে করেন যে, দেবতাপূজা আমাদের কাছে একটাই অধিকার দেবতা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতা-পূজার উপদেশ হচ্ছে জড়াপ্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক কাজ। কারণ, ভগবান নিজেই হচ্ছেন দেবতা-পূজার প্রবর্তক এবং তিনিই হচ্ছেন দেবতাদেরও। সেই কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটী পর্যায়ে, প্রতিটী দেবতাই প্রতিনিধি নিয়ে হচ্ছে জড়াপ্রকৃতি। ভগবদ্গীতার সেই কথা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্ত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সমস্ত উপদেশের সারাংশ বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ও কর্মের প্রকৃতির বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ হয়েছেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। ভগবদ্গীতার দুটী পৃথক বিষয়বস্তু—জ্ঞান ও সন্ন্যাস সম্পর্কে অর্জুন স্পষ্টভাবে জানতে চাইলেন। এখানেই তিনি এই দুটী শব্দের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

ভগবদ্গীতার সংক্ষিপ্তসার করে একথা যে দুটী শব্দ 'হৃষীকেশ' ও 'কেশিনিসূদন' ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। হৃষীকেশ হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অবিচলিত সর্বশক্তি সহকারে সমস্ত সমস্যা সমাধান করেন। অর্জুন তাঁকে সম্বোধন করেছেন, যাঁর কিছুই অসম্ভব নয়, একথাটা স্মরণ করতে যাতে তিনি তাঁর মনের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্যে অধিকারীর চিত্ত হতে পারেন। কেশিনিসূদন তাঁর মনের সমস্যা রয়েছে এবং সেগুলোর যা সমস্ত অনুভূতির সাথে তুলনা করা হয়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 'কেশিনিসূদন' বলে সম্বোধন করেছেন। কেশী ছিলেন অসুরের মূর্তি অনুভূতি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করেছিলেন। এখন অর্জুন জানাচ্ছেন যে, তাঁর মনের সংশয়গুলো অনুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণ নাশ করেছেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, কাম্যানাম্—কাম্য, কর্মণাম্—কর্মসমূহের, ন্যাসম্—ত্যাগকে, সন্ন্যাসম্—সন্ন্যাস, কবয়ঃ—পণ্ডিতগণ, বিদুঃ—জানেন, সর্ব—সমস্ত, কর্ম—কর্ম, ফল—ফল, ত্যাগম্—ত্যাগকে, প্রাহুঃ—বলেন, ত্যাগম্—ত্যাগ, বিচক্ষণাঃ—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।

বাঙ্গালা পদ্য

শ্রীভগবান কহিলেন ॥
কাম্যকর্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাস সে হয় ।
সর্বকর্ম ফলত্যাগ ত্যাগ পণ্ডিত ॥
বিচক্ষণ কবি যত করিল নির্ণয় ।
সেই সে সন্ন্যাস আর ত্যাগ নাম হয় ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন।

ভাবার্থ

কর্মবিপাকের অধীনতাযুক্ত হয় কর্ম, তা ত্যাগ করতে হবে। সেটিই হবে জ্ঞানবাদীদের নিয়ম। কিন্তু পাতঞ্জলিরা জ্ঞান পাওয়ার জন্য যে কর্ম, তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পাতঞ্জলী যোগশাস্ত্রেতে তা নিম্নলিখিত বিস্তারিত করা হয়েছে। যেমন বিশেষ উপাসনা পাওয়ার জন্য যজ্ঞ যাগাদিতে বিভিন্ন বিভিন্ন উপাধি পাওয়া যায়। পুত্র পাওয়ার জন্য অথবা স্বর্গ পাওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়, কিন্তু কামনার পরিপূর্তি হয়ে গেলে তা বন্ধ করা যায়। কিন্তু যা বলে, নিজের স্বরূপ পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা পাতঞ্জলির নিয়মের উপদেশ পাওয়ার জন্য যে সাধন করা, তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬

আত্মায়ং লোকমিত্যেকে কর্ম প্রাহুরনীহিনঃ।
পরোক্ষমপ্যপরোক্ষং ন ত্বাত্মেতি ভবাদৃশাম্ ॥ ৬ ॥

আত্মায়ম্—আত্মার, লোকম্—লোকযুক্ত, ইতি—এই হেতু, একে—কোন লোকেরা, কর্ম—কর্ম, প্রাহুঃ—বলেন, অনীহিনঃ—অনীহিনের, যজ্ঞ—যজ্ঞ, দান—দান, তপ—তপস্যা, কর্ম—কর্ম, ন—নয়, আত্মায়—আত্মার, ইতি—একথাটি, ন—না, ভবদৃশাম্—আপনার।

বিশ্বনাথ বলেন

অনীহিনের কর্ম কর্ম ত্যাগ করে।
যজ্ঞ দান তপস্যিরা নহে, কহয়ে আপনে ॥

অনুবাদ

এক শ্রেণীর অনীহিনরা বলেন যে, কর্ম লোকযুক্ত, সেই হেতু তা পরিত্যাজ্য। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে আত্মারূপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

ভাবার্থ

উপনিষদ শাস্ত্রে এমন আত্মার অন্বেষণকারীদের নিয়মের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যা কর্মের বিষয় হতে পারে না। যেমন, যজ্ঞ পাতঞ্জলি উপদেশ দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এটিও বলে থাকেন যে, পাতঞ্জলের কথা আত্মার পূর্ণ নয়। যদিও তারা পাতঞ্জলির

নিয়মের উপদেশ পাওয়ার উপায়ে, কিন্তু পর হয়ে যাবার পরে নিয়মের উপদেশ হয়নি। যদিও বলি উপদেশের উপদেশ হলে পাতঞ্জলির নিয়মটিও বন্ধ করা। কামনার কামনার যজ্ঞে বলি উপদেশের আবার পাতঞ্জলির নতুন পাওয়ার জন্য উপদেশ হয় এবং কামনার কামনায় পাতঞ্জলির কামনাদের অনুষ্ঠান-রীতিতে উপাধি বলা হয়। কিন্তু এই সাধনের সাধন ভূমিকা বলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পাতঞ্জলের অনুষ্ঠানের সাধন করা উচিত, আবার কেউ বলেন যে, যেমন বিশেষ যজ্ঞে পাতঞ্জলি উপদেশ প্রকাশকরেন। যজ্ঞ সম্পন্ন এই সময় আত্মোপদেশ নিয়মের কামনায় নিয়মটি প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৭

নিশম্যতাং শ্রুতং যেন যত্র যাদৃগ্ যথাত্মনঃ।
যতোদেতি যিদং পুংসস্তিরোধিং যদনীহতঃ ॥ ৭ ॥

নিশম্যতাম্—নিশ্চয় নিবারণ, শ্রুতম্—জানা যায়, যেন—যাহাতে, যত্র—যেটি, যাদৃগ্—যাহার সম্বন্ধে, অনীহতঃ—যে অনীহাবাদের, আত্মনঃ—আত্মার, যিদম্—যাহাটি, পুংসঃ—যে পুরুষদের, তিরোধিম্—তিন প্রকার, যতোদেতি—জীবিত হয়েছে।

বিশ্বনাথ বলেন

যার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত করি আত্মা জন।
তিরোধি যে আত্মা হয় অনীহবাদের ॥

অনুবাদ

যে অনীহবাদের আত্মা সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত জানা কর। যে পুরুষদের আত্মা আমার তিন প্রকার কাল জীবিত হয়েছে।

ভাবার্থ

আত্মা সম্বন্ধে তিন তিন অবস্থায় আছেন, একজন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁর আত্মা নিত্যকাল, যা প্রকৃত নিশ্চয় আত্মা জ্ঞান করা উচিত। যে আত্মা শ্রুতি, যেন হতে আত্মার প্রাপ্ত শ্রীতিশিক্ষণ। এখানে আত্মার নিজেই উপাধির থেকে যা বলেছেন, তাঁর নিজেদের প্রকৃত আত্মা জ্ঞান করা উচিত। আত্মার আত্মাকে যে, অনুভবিত যে যেমন আত্মা প্রকাশিত হয়ে গেলে আত্মা আত্মা হয়, তারপরে পরিচয়দিকের জন্য কিছু নিয়মের কথা উচিত।

শ্লোক ৫

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ—যজ্ঞ, দান—দান, তপঃ—তপস্যা, কর্ম—কর্ম, ন—না, ত্যাজ্যম্—ত্যাজ্য, কার্যম্—করা উচিত, এব—অবশ্যই, তৎ—তা, যজ্ঞঃ—যজ্ঞ, দানম্—দান, তপঃ—তপস্যা, চ—ও, এব—অবশ্যই, পাবনানি—পবিত্র করে, মনীষিণাম্—মনীষিগণের পক্ষে।

বাংলা পদ্য

যজ্ঞদান তপস্যাদি কভু ত্যাজ্য নয়।
সকল সময়ে তাহা কার্য যোগ্য হয় ॥
বুদ্ধিহীন আছে যত তাদের কারণ।
মনীষী পালন সেই যজ্ঞ দান কর্ম ॥

অনুবাদ

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নয়, তা অবশ্যই করা কর্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষীদের পবিত্র করে।

তাৎপর্য

যেসমস্ত ব্যক্তি জ্ঞান-পন্থাকে বিচার পন্থাকে কর্ম বলে মনে করে। অনুচিত পন্থাকেই পরম এবং নিত্য বলে উপলব্ধি করেছেন তাঁদের উচিত এই অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিত্য অনুষ্ঠানের এই সকল একটি পবিত্র কর্ম বলে গণ্য করা হয়। তাকে বলা হয় 'নিত্য-কর্ম'। একজন পন্থাকে, যিনি যত কিছু জ্ঞান অর্জনেরই এবং পরিণামিক সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তাঁর পক্ষে কি নিত্য অনুষ্ঠান উপেক্ষা করা করা উচিত? অবশ্যই একথা বলেছেন যে, জ্ঞান-পন্থাকে ব্যবহারে কখনো যে যজ্ঞ, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। নিত্য যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুচিত জ্ঞানের সাথের ভাবে শান্ত করা, যাতে যে পরমার্থ সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু অনুচিত পন্থাকে 'নিত্য-কর্ম' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সাফল্যের জীবন যাপন করা উচিত এবং তাদের একাদশী অনুষ্ঠানের কথা সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে। পন্থাকীর কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু তার অর্থ

এই নয় যে, যারা জীবনের নিম্নস্তরে অবস্থান, যারা পুরুষ, তারা নিজে থেকে পন্থাকীদের গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। পন্থাকে নিত্যকর্ম বলে একটি বস্তুই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মার পাশে করার জন্যই সাধিত হয়। তাই, নিয়মিত ভাবে সেগুলি পালন করা উচিত নয়। যেমনটি, ভগবানের নিকট বলার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। পুরাণে বর্ণিত অনুযায়ী, যেসব পাপে পাপ বলা হয়, তা হচ্ছে যা পারমার্থিক উন্নতির পরিপন্থী।

শ্লোক ৬

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

এতানি—এই সমস্ত, অপি—অবশ্যই, তু—কিন্তু, কর্মাণি—কর্ম, সঙ্গম্—আসক্তি, ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে, ফলানি—কর্মফল, চ—ও, কর্তব্যানি—কর্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করা উচিত, ইতি—এইটি, মে—আমার, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, নিশ্চিতম্—নিশ্চিত, মতম্—অভিমত, উত্তমম্—উত্তম।

বাংলা পদ্য

যে কার্যের অনুষ্ঠান ফলাসক্ত ত্যাগ।
কর্তব্যের অনুরোধে শুধু তাহে রাগ ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই সমস্ত কর্ম আসক্তি ও ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভিমত।

তাৎপর্য

যজ্ঞের মত কর্মগুলি অবশ্যই পবিত্র, কারণ তা অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তির আত্মার আশা করা উচিত নয়। পরমেশ্বরের বলা হয়, জ্ঞানগত উন্নতির সাধনের জন্য যে সমস্ত যজ্ঞ, তা পালন করতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত যজ্ঞ অনুচিত অভিজ্ঞতার পরিচয় করে এবং তাদের পারমার্থিক জ্ঞান উন্নীত করে, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনে সাধারণ সাধারণ সব কিছুকে পরিবর্তনের গ্রহণ

করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, যে সময় কার্তিকেয়ন জন্মগ্রহণ করেন সেই সময় তাঁর জন্ম করা উচিত। সেটিই হচ্ছে কর্মের আসল বিধি। আমাদের বিচারে যে কোন প্রকারের কর্ম, কিন্তু যা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার জন্য করা উচিত।

শ্লোক ৭

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তস্য—নিয়ত, তু—কিন্তু, সন্ন্যাসঃ—ত্যাগ, কর্মণঃ—কর্তব্য, ন—না, উপপদ্যতে—উপযুক্ত, মোহাৎ—মোহবশত, তস্য—তার, পরিত্যাগঃ—পরিত্যাগ, তামসঃ—তামসিক, পরিকীর্তিতঃ—বলা হয়।

বাংলা পদ্য

নিত্যকর্ম তুমি ত্যাগ করিবে যে বিধান।
মোহেতে সে ত্যাগ হয় তামসিক জ্ঞান ॥

অনুবাদ

কিন্তু নিয়তকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশত যদি ত্যাগ করা হয়, তাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি মোহবশত উপলব্ধি যে সমস্ত কর্ম যা অকল্যাণ পরিত্যাগ। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠানের শাস্ত্রবিধির ভিত্তিতে করা হয়, যেমন জন্মগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা, তাদের কোন উপায়ে করা এবং কখন প্রকাশ হবার জন্য অনুষ্ঠান করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রবিধি নিয়মিত করা উচিত নয়। নিয়মের জন্য প্রস্তুত করা উচিত, কিন্তু শাস্ত্রবিধির জন্যপ্রস্তুতির জন্য প্রস্তুত করার কোন অর্থ নেই। যেমনটি, নিয়মিত কৃষ্ণভাবনামৃত সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারলে অন্যান্য জন্য পরবর্তী নিয়ম-নীতি অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই সমস্ত কার্যগুলিকে যদি কেউ পরিত্যাগ করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তামসিক কর্ম করছে।

শ্লোক ৮

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

দুঃখম্—দুঃখজনক, ইতি—এইভাবে, এব—অবশ্যই, যৎ—যে, কর্ম—কর্ম, কায়—দৈহিক, ক্লেশ—ক্লেশের, ভয়াৎ—ভয়ে, ত্যজেৎ—ত্যাগ করেন, সঃ—তিনি, কৃত্বা—করে, রাজসম্—রাজসিক, ত্যাগম্—ত্যাগ, ন—না, এব—অবশ্যই, ত্যাগ—ত্যাগের, ফলম্—ফল, লভেৎ—লাভ করেন।

বাংলা পদ্য

দুঃখ হয় তার জন্য কর্মত্যাগ করে।
কিংবা কর্মত্যাগ করে কায়ক্লেশ ভয়ে ॥
রাজসিক ত্যাগ সেই ফল নাহি পায়।
সেই, যে করিনু ত্যাগ শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

অনুবাদ

যিনি নিয়তকর্মকে দুঃখজনক বলে মনে করে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই সেই রাজসিক ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না।

তাৎপর্য

কর্ম তিনপ্রকার—অকল্যাণী, মঙ্গল এবং মঙ্গল কৃষ্ণভাবনার কর্ম তিনপ্রকার পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অকল্যাণ করে কর্ম তিনপ্রকার করে সেই কর্ম যদি জীবনের মোহে নিয়োগ করা হয়, অথবা যুদ্ধ করতে দুঃখ ভোগে করা যদি শাস্ত্রবিধির কৃষ্ণভাবনার সাধনের হয়, তা হলে সেই সমস্ত কর্মগুলি অবিলম্বে ত্যাগ করে সেগুলির অনুশীলন থেকে নিজে সরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এই সমস্তের ফলে রাজসিক ফলপ্রাপ্তিমাত্র। রাজসিক কর্মের ফল কখনো মুক্তিপ্রদান হতে পারে না। সেই কর্মগুলির নিজে সেই যদি কর্ম পরিত্যাগ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই কর্মের ফলগুলি অর্জন করেন না।

শ্লোক ৯

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

জাতিঃ—জাতি, ইতি এব—এই ভাবে মাত্র, যঃ—যে, কর্ম—কর্ম, নিয়তম্—নিয়ত, ক্রিয়তে—অনুষ্ঠিত করা হয়, অর্জুন—হে অর্জুন, সঙ্গম্—আসক্তি, ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে, ফলম্—ফল, চ—ও, এব—অবশ্যই, যঃ—যেটি, ত্যাগঃ—ত্যাগ, সাত্ত্বিকঃ—সাত্ত্বিক, মতঃ—বলে মনে করি।

শ্রীধর স্বামী

কর্তব্য জানিয়া যেবা সর্ব কর্ম করে।
ফলত্যাগ করিবারে সাত্ত্বিক নাম ধরে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে যে নিয়তকর্ম অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেটি হবে সাত্ত্বিক।

তাৎপর্য

এমন অনেকেরা নিজে কর্তব্যটি নিয়তকর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত যেন সমাজ বা জাতির প্রতি অবশ্যই ভাবে করা হয়। এমন কি, আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠা করাবার উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত যেমন কারু যদি কখনও যেমন সমাজসেবার ভাব করেন, তখন তিনি সমাজসেবার কাজের প্রতি আসক্ত হন না এবং সমাজসেবার প্রতিফলের প্রতিও আসক্ত হন না। তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাজ করেন এবং তখন তিনি সমাজের শ্রীকৃষ্ণভাবে অবস্থান করেন, তখন তিনি সেটি কর্ম অবস্থাকে ত্যাগ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্লোক ১০

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

ন—না, দ্বেষ্টি—দ্বেষ করেন, অকুশলম্—অশুভ, কর্ম—কর্মে, কুশলে—শুভ কর্মে, ন—না, অনুষজ্জতে—আসক্ত হন, ত্যাগী—ত্যাগী, সত্ত্ব—সত্ত্বগুণে, সমাবিষ্টঃ—আবিষ্ট, মেধাবী—বুদ্ধিমান, ছিন্ন—ছিন্ন, সংশয়ঃ—সমস্ত সংশয়।

শ্রীধর স্বামী

কর্তব্যের অনুরোধে অকুশলও করে।
আসক্তি নাহি যে কুশল কর্মের তরে ॥

মেধাবী যে ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্ট হয়।
ছিন্ন তার হয়ে যায় সকল সংশয় ॥

অনুবাদ

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, মেধাবী ও সমস্ত সংশয়-ছিন্ন ত্যাগী অশুভ কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

যে মহান কৃষ্ণভাবনাময় বা সত্ত্বগুণময়, তিনি কাউকে বা পরিবার পক্ষে প্রেমপ্রবণ যেমন কিছুতেই ঘৃণা করেন না। তিনি শারীরিক সুখ-কষ্টের পরোয়া না করে সমাজহিতে ও জনসমাজে জীবন কর্তব্য পালন করে চলেন। কৃষ্ণভক্ত হয়ে অধিষ্ঠিত এটি সমস্ত অনুভবের মাধ্যমে বুঝিয়েন এবং জীবের কার্যকলাপ সর্ব প্রকারেই সত্ত্বগুণীর স্তরে অবস্থান হয়।

শ্লোক ১১

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

ন—না, হি—অবশ্যই, দেহভৃতা—দেহধারী জীবের, শক্যম্—পারা, ত্যক্তুম্—পরিত্যাগ করা, কর্মাণি—কর্মসমূহ, অশেষতঃ—সম্পূর্ণভাবে, যঃ—যিনি, তু—কিন্তু, কর্ম—কর্ম, ফল—ফল, ত্যাগী—পরিত্যাগী, সঃ—তিনি, ত্যাগী—ত্যাগী, ইতি—এভাবে, অভিধীয়তে—অভিহিত হন।

শ্রীধর স্বামী

দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যিনি সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী বলে অভিহিত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, যেটি কর্মফল বন্ধন ছাড়া করতে পারে না। যদি, কর্মফল ভোগের আশা না করে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করে, তিনি বলা কিছুটা নৈষ্কর্ম্যের স্তরে কর্ম করেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ত্যাগী। আত্মজ্ঞানের কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে যা করা হয়েছে, যেমন অর্জুন, কৃষ্ণভাবনামৃতের সেবার জন্য অর্জুনের যুদ্ধ করাটাও পরিবর্তন করেছেন এবং যেটা যা ভোগের করেছেন, তা তাঁকে আত্মজ্ঞান করে দিয়েছে। এটি সবচেয়ে মহত্তম ত্যাগী। এইটি সবচেয়ে ভালো জীবন যাপন করেছেন। এখানে পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিভাবে কর্মফল ত্যাগ করতে হয় এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেই কর্মফল ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১২

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অনিষ্টম্—অনিষ্ট অভিজ্ঞতা; ইষ্টম্—ইষ্ট অভিজ্ঞতা; মিশ্রম্—মিশ্র; চ—এবং; ত্রিবিধম্—তিন প্রকার; কর্মণঃ—কর্মের; ফলম্—ফল; ভবতি—হয়; অত্যাগিনাম্—ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের; প্রেত্য—পরজন্মে; ন—না; তু—কিন্তু; সন্ন্যাসিনাম্—সন্ন্যাসীদের; ক্বচিৎ—কখনও।

বীরের গান

অনিষ্ট ইষ্ট বা মিশ্র কর্মফল হয় ।
কিন্তু সন্ন্যাসীর সেই কিছু ভোগ নয় ॥

অনুবাদ

যারা কর্মফল ত্যাগ করেননি, তাঁদের পরজন্মে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র—এই তিন প্রকার কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের কখনও ফলভোগ করতে হয় না।

তাৎপর্য

বীরের গান যারা বীর সন্ন্যাসীর কথা বলেছে তারা জানে যে মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃতে কর্ম করলে, তিনি সন্ন্যাসী মুক্ত। যদি তিনি কৃষ্ণের পরে তাঁর কর্মফল-বন্ধন মুক্ত না হন কিছুটা ভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ১৩

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চ—পাঁচটি, এতানি—এই, মহাবাহো—হে মহাবাহু, কারণানি—কারণ, নিবোধ—জানতে হবে, মে—আমার থেকে, সাংখ্যে—বেদান্ত শাস্ত্রে, কৃতান্তে—সিদ্ধান্তে, প্রোক্তানি—বর্ণিত, সিদ্ধয়ে—সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, সর্ব—সমস্ত, কর্মণাম্—কর্মের।

বীরের গান

পঞ্চ যে কারণ হয় সকল কার্যের ।
মহাবাহো শুন সেই কথা যে তোমারে ॥
বেদান্ত সিদ্ধান্ত সেই শাস্ত্রের লিখি ।
ভালমন্দ যাহা কিছু সেই যে পাবি ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে, আমার থেকে তা জানতে হবে।

তাৎপর্য

বলা হয়ে থাকে যে, ভগবদ্গীতা যখন একটি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা হচ্ছে এটি নিশ্চয়তার সঙ্গে যে, কৃষ্ণভাবনামৃতের মানুষকে তার কর্মের ফলাফলে পুরো না পুরো ভোগটাই ভোগ করতে হয় না। কখনও ভোগের কর্মফলের দৃষ্টিতে নিয়ে একটা নিশ্চয়তা পাওয়া যায় কি করে তা সম্ভব। তিনি বলেছেন যে, সমস্ত কর্মের সিদ্ধান্তে পাঁচটি কারণ আছে এবং সমস্ত কর্মের ফলাফলে সিদ্ধান্তে এই পাঁচটি কারণ থাকে যেন সিদ্ধান্ত করতে হবে। আমার কর্মটাই কর্ম হচ্ছে আমার পুত্র এবং তোমাকে সমস্ত আত্মীয়রা আমার স্বজন পুত্র বলে গ্রহণ করেছেন। এখন কি, পশুরাজরা পর্যন্ত তোমার-পুত্রকে এইভাবেই বীকার করেছেন। যদি, এই সমস্ত পাঁচটা কারণ ও কার্যসিদ্ধির সমাধানগুলো আলোচনা করা উচিত।

যদি কিছুর কৃষ্ণের সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ঈশ্বর। সেই পরমেশ্বর ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—কর্মণি এবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। তিনি বলেছেন যার

পুরুষের কর্মের কারণ অধিষ্ঠান বলিয়া নিজে কারণ হইয়া কার্যের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। অন্তর্যামীরূপে যিনি যে নিয়োগ দেন, সেই নিয়োগ অনুসারে কৃষ্ণকলাপের কর্ম করিলে, এই কর্মের যে পাপফলে ভোগ অবশ্যম্ভাবী উৎপন্ন হইতে পারে।

শ্লোক ১৪

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

অধিষ্ঠানম্—স্থান; তথা—এবং; কর্তা—কর্তা; করণম্—করণ; চ—এবং; পৃথগ্বিধম্—নানা প্রকার; বিবিধাঃ—বিবিধ; চ—এবং; পৃথক্—পৃথক; চেষ্টাঃ—প্রচেষ্টা; দৈবম্—দৈব; চ—ও; এব—অবশ্যই; অত্র—এখানে; পঞ্চমম্—পাঁচটি।

বাঙ্গালা অনুবাদ

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্তা, নানা প্রকার করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ, বিবিধ প্রচেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ পরমাত্মা—এই পাঁচটি হেতু কারণ।

তাৎপর্য

অধিষ্ঠানম্ শব্দটির অর্থ শরীরকে বোঝানো হয়েছে। শরীরের অবস্থানের আশ্রয় করেই কার্যটি সৃষ্টি করেছেন এবং সেই শরীরের দ্বারাই কর্তা হয় কর্তা। আবার যে আত্মা ও কর্তা, সেই কর্তা প্রকৃতি পাশে বিভিন্ন আছে। এর দ্বারা সেই সেই (ভক্তি উপদেশের ৪/৬)। দেবতার-কৃপাতে জ্ঞানের এবং (৭/২/১৮) এবং কর্তা শাস্ত্রবিধানের (১/৫/৩৩) জ্ঞানের যে প্রভিন্ন কর্তা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন কাজ করার যন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় আত্মা সেবাকার্যে কাজ করে। প্রতিটি কাজের জন্য নানা প্রকার প্রচেষ্টা করতে হয়। কিন্তু সবকিছুর পেছনে অবিচলিত ভিত্তি হচ্ছে পরমাত্মার ইচ্ছা দিয়ে, যিনি সবকিছুর হৃদয়ে অনুক্ষণ বিরাজ করেন। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম কারণ। এই অধ্যায়ে, যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণকলাপের জ্ঞানের-সেবা করে চলেছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই

শ্রেষ্ঠ পদের সম্মানের দ্বারা আশ্রয় হন না। যাঁরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে, নিজের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য জানেন যাঁরা নিজের শ্রেষ্ঠ পদের ধারণা ১৮ না। তাই কিছুটা নিজের কাজ করেছেন যা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন।

শ্লোক ১৫

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

শরীর—দেহ; বাক্—বাক্য; মনোভিঃ—মনের দ্বারা; যৎ—যে; কর্ম—কর্ম; প্রারভতে—আরম্ভ করে; নরঃ—মানুষ; ন্যায্যম্—ন্যায়যুক্ত; বা—অথবা; বিপরীতম্—বিপরীত; বা—অথবা; পঞ্চ—পাঁচটি; এতে—এই; তস্য—তার; হেতবঃ—কারণ।

বাঙ্গালা অনুবাদ

শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ যে কর্ম আরম্ভ করে, তা ন্যায়যুক্ত হোক অথবা বিপরীত হোক, এই পাঁচটি হচ্ছে কারণ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের 'আরম্ভ' এবং তার বিপরীত 'অনারম্ভ' শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আরম্ভ কর্ম শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং অনারম্ভ কর্ম শাস্ত্রবিধির অবহেলা করে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে কাজই হোক না কেন, তার পরমাত্মা অনুষ্ঠাতার জন্য এই পাঁচটির কারণ দায়ী।

শ্লোক ১৬

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

অহং—আমাকে, একম্—একমাত্র, শরণম্—আশ্রয়রূপে, ব্রজ—গ্রহণ কর, অহম্—আমি, ত্বা—তোমাকে, সর্বপাপেভ্যঃ—সমস্ত পাপ থেকে, মোক্ষয়িষ্যামি—মুক্তি দান করব, মা—না, শুচঃ—শোক কর।

বঙ্গানুবাদ

সুতরাং, সমস্ত ধর্মাচার পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি দান করব, তুমি শোক করো না।

তাৎপর্য

এখন দুর্বল চেতনা বুঝতে পারছে যে, পরম পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এখন তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেছেন। অর্জুন, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ইন্দ্রিয়সংযম—এই সবগুলি হচ্ছে ভাল কাজ, কিন্তু পরম কারণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সুতরাং, এগুলি কাজ করলেই কেবল কেবল উন্নতি হয়, পরম উন্নতি যে কোন, তাহাতে কেবল উন্নতি। যে পরমেশ্বরকে কেবলমাত্র পেতে চায়, সে নিষ্কামভাবে কর্ম করে থাকে।

শ্লোক ১৭

সদা মদ্ভাবভাবিতা ভাবা বুদ্ধিমাংশ্চ ন বিদ্যতে।
যদ্যপি স ভবেল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যদি—যদি, স—সেই, মদ্ভাবভাবিতা—আমার ভাবে, ভাবা—ভাব, বুদ্ধিমান্—বুদ্ধি, যদ্যপি—যদিও, স—সে, বিদ্যতে—বিদ্যমান হয়, হন্তি অপি—হত্যা করেও, স—তিনি, ইমান্—এই সমস্ত, লোকান্—জনগণকে, স—না, হন্তি—হত্যা করেন, স—না, নিবধ্যতে—আবদ্ধ হন।

বঙ্গানুবাদ

আমাতে যে সদা অবস্থান করে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান।
বুদ্ধি দ্বারা আমাকেই বোঝে, হত্যা নিছক ॥

কর্মফলের অনুরোধে যদি বিশ্ব মারে।
কাহাকেও মারে না সে কিংবা কর্ম করে ॥

অনুবাদ

যিনি আমাকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করেন, তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান। তিনি এই সমস্ত জনগণকে হত্যা করেও হত্যা করেন না এবং কোনও কর্মফলে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, যুদ্ধ না করলে যে পাপের ভয় তিনি করছেন, তাহার কোনও কারণ নেই। অর্জুন ক্ষত্রিয়ধর্মী কর্মী বলে তাঁর কর্তব্যবিমুখ, কিন্তু তিনি যদি আমার ও গীতার পরম অনুশাসনের কথা বিবেচনা করেন। কেউ যদি পরম অনুশাসনের সঙ্গে অবস্থান করে তবে সে পাপে, যা হচ্ছে তিনি যেন কর্ম করছেন। কিন্তু তিনি যদিও কর্মের কর্তা, কিন্তু কর্মের এবং পরিণামের উপলব্ধিতে পরম অনুশাসনকারী বলে জানেন, তিনি কখনও কিছু অনুভবের সাথে পারেন। এই পরিণামে অনুরূপ পাপের ভোগেরও হয় না। পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপের এবং তার পরিণামের উপর হয় অবস্থান, পারিপার্শ্বিকতা অথবা কৃষ্ণভাবনামৃতে অবস্থান যেমন। তিনি পরমেশ্বর বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিচালনায় কৃষ্ণভাবনামৃতে কর্ম করে চলেছেন, তিনি যদি হত্যাও করেন, তা হলেও তা হত্যা নয় এবং তিনি কখনই এই পাপের ফলে আবদ্ধ হবেন না। যেমন উদাহরণ দেওয়া হয় যেমনটির আইনের অনুসারে পাশবিকভাবে হত্যা করে, তাকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। কিন্তু যেমন উদাহরণ যদি আর নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত হত্যা করে, যা হলে আদালতে তার বিচার হবে।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান, জ্ঞেয়ম্—জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—জ্ঞাতা, ত্রিবিধা—তিন প্রকার, কর্ম—কর্মের, চোদনা—প্রেরণা, করণম্—ইন্দ্রিয়গুলি, কর্ম—কর্ম, কর্তা—কর্তা, ইতি—এই, ত্রিবিধঃ—তিন প্রকার, কর্ম—কর্মের, সংগ্রহঃ—সংগ্রহ।

গীতার গান

কর্মের প্রেরণা হয় জ্ঞান, ক্ষেত্র, জ্ঞাতা ।
কর্মের সংগ্রহ, সে করণ কর্মকর্তা ॥

অনুবাদ

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রেরণা, করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটি কর্মের আশ্রয়।

তাৎপর্য

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনের অনুপ্রেরণায় আত্মার সঙ্গে জৈবিক কার্যকর্ম সাধিত হয়। আত্মার সহায়ক ইন্দ্রিয়গুলি, আসন আকৃতি এবং তার কর্মকর্তা—এদের সবা হয় আত্মার উপাদান। অনুপ্রাণ সে জ্ঞেয় আকারের এই উপাদানগুলি আছে। সাক্ষ আত্মার অধীনে পরিণতি উদ্দীপনা থাকে, যাকে বলা হয় অনুপ্রেরণা। কার্যটি সাধিত হবার আগে যে প্রেরণার উপাদান দেখা যায়, তা হচ্ছে পুরুষ বাসনাই নয়। অবশেষ কার্যটি ক্রিয়ার রূপ নেয়। তাহলে আত্মার ইচ্ছা, অনুপ্রাণ ও ইচ্ছা—এই পৃথক অবস্থাগুলি প্রকৃতির বশে নিয়ে জ্ঞেয় হয় এবং তাকে বলা হয় উদ্দীপনা। কর্ম করার অনুপ্রেরণা যদি শুদ্ধ বা অকলুষের নিয়ন্ত্রণে জ্ঞেয় আসে, তা হলে তা অধিক। যখন অনুপ্রেরণা আসবে এবং কর্তা হবেন, তখন অবশ্য ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে সংযুক্ত কর্ম সাধিত হয়। তা হচ্ছে আমার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞেয়। সে জ্ঞেয় আবার আমার উপাদানগুলিকে বলা হয় কর্মেন্দ্রিয়।

শ্লোক ১৯

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান, কর্ম—কর্ম, চ—ও, কর্তা—কর্তা, চ—ও, ত্রিধা—তিনটি, এব—অবশ্যই, গুণভেদতঃ—গুণভেদ হেতু, প্রোচ্যতে—কথিত হয়, গুণসংখ্যানে—গুণের তত্ত্ব সম্বন্ধে, যথাবৎ—যথাযথ ভাবে, শৃণু—জানা কর, তানি—সেই সকল, অপি—ও।

গীতার গান

জ্ঞান আর কর্তা হয় তিনটি গুণ ভেদে ।
কহিব সে তিনটি যেন প্রেমভাবে গাহেবেদে ॥

অনুবাদ

প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকার বলে কথিত হয়েছে। সেই সমস্তই যথাযথ জ্ঞান করুন কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা অধ্যায়ে ভক্ত প্রকৃতির গুণের তিনটি বিভাগ পরিচয়ের পরিচয় আছে। সেই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সত্ত্বগুণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, রজোগুণ হচ্ছে জড়-জাগতিক ও তৈজসিক এবং তমোগুণ হচ্ছে অজ্ঞান ও কর্ম নিষ্ক্রিয়তার সমান। অবশ্য প্রকৃতির বশে কর্তাটি তখনই হচ্ছে বদ্ধ। জ্ঞানের ভাবনায় ত্রুটি সাধন করা যায় না। এমন কি, সত্ত্বগুণের সাধকের অজ্ঞান আসতে হতে পারে। সত্ত্বগুণ অবস্থায় তিন তিন জ্ঞান অধিকারীর তিন তিন জ্ঞানের অনুসারে তিন তিন পূজা-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে তিন তিন প্রকারের জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২০

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

সর্বভূতেষু—সমস্ত প্রাণীতে, যেন—যার দ্বারা, একম্—এক, ভাবম্—ভাব, অব্যয়ম্—অব্যয়, ঈক্ষতে—দর্শন হয়, অবিভক্তম্—অবিভক্ত, বিভক্তেষু—বিভিন্ন তত্ত্ব, তৎ—সেই, জ্ঞানম্—জ্ঞানকে, বিদ্ধি—জানবে, সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক।

গীতার গান

এক জীব আত্মা এলো কর্মফল ভোগে ।
অনুরাগি সর্বজীবে সে জ্ঞানবান যোগে ॥
অন্যের সে জীব হয় একত্বের জ্ঞান ।
বিভিন্নতে এক দেখে সেই সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥

অনুবাদ

যে স্থানের দ্বারা সমস্ত ত্রিলোকের একমাত্র ভিত্তি স্থান বর্ণিত হয়, সেখানে জীব সম্পূর্ণরূপে নিজ স্বরূপের চিন্তা করার দ্বারা এক, সেই স্থানকে পরিচ্ছিন্ন বলে বলবে।

তাৎপর্য

পৃথিবী, জলধর, অনুষ্ঠ, পাদ, পার্ষ্ণি, গুল্ফ ও উদ্বিত্র সমস্ত জীবের আশ্রয়, এক উদ্বিত্র আশ্রয়ে বর্ণিত আছেন, তিনি পরিচ্ছিন্ন স্থানের অধিবাসী। প্রতিটি জীবের মধ্যে একটি চিন্তার স্থান হয়েছে, যদিও জীবসমূহ স্থানের পুরুষের স্বরূপ অনুসারে নিজ নিজ কর্মানুসারে ভোগ করেন থাকেন। পঞ্চম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, পাতালের অধোদেশে পদ্মা তন্তুরূপে ও ভীষ্মপুরী পর্যন্ত যেখানেই থাকেন জীবের ভোগে জীবনী-শক্তির প্রকাশ ঘটে। একমাত্রই প্রতিটি জীবশরীরে জীবনীশক্তি-স্বরূপে এক উদ্বিত্র পদ্মা তন্তুরূপে বর্ণিত আছেন হয়ে পরিচ্ছিন্ন বর্ণিত। যেমন নিজের স্থানের সেই জীবনী-শক্তিটি অধিবাসী। কিন্তু যেমন পরিচ্ছিন্নরূপে স্থান নিজের স্থানে পরিচ্ছিন্ন হয়; তেমনই নয় জীবের কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নয়ন সমস্ত জন্য আছে, যদি জীবনীশক্তির ঐশ্বর্যের স্থান নিজের পাশে থাকে হয়। এই স্থানের নির্দিষ্ট স্থান হচ্ছে স্থান-উপলব্ধিটি একটি স্থান।

শ্লোক ৫১

পুরঞ্জনস্তু স্বস্থানং নানাস্থানং পুরাদিভিঃ ।
যেষ্বি সর্বেষু কৃৎস্নেষু স্বস্থানং বিধিনাহরৎ ॥ ৫১ ॥

পুরঞ্জনঃ—পুরঞ্জনের, তু—কিন্তু, স্বম্—যে, স্থানম্—স্থান, নানাস্থানম্—নিজ নিজ স্থান, পুরাদিভিঃ—পুরাদির, যেষ্বি—যাতে, সর্বেষু—সমস্ত, কৃৎস্নেষু—সমস্তের, স্বম্—যেটি, স্থানম্—স্থানকে, বিধিনা—যথাবিধি, আহরৎ—আহরণ।

বীরাঘ্ন গান

নিজের জীবের যেটি পুরঞ্জন যেখান ।
সাধারণ স্থান স্থান নানাস্থানে থাকেন ॥

অনুবাদ

এই স্থানের দ্বারা সমস্ত ত্রিলোকে নিজ নিজ স্থানের দ্বারা অধিবাসী হলেন পুরঞ্জনের স্থান হয়, সেই স্থানকে সাধারণ বলে জানবে।

তাৎপর্য

জন্য যেখানে হচ্ছে জীব এবং যেখানে নদী হচ্ছে যেখানে স্থান হচ্ছে সমস্ত প্রজাগণের নদী হচ্ছে স্থান স্থান যে স্থানে, তাদের স্থান হচ্ছে সাধারণ স্থান। সেই স্থান অনুসারে যেখানে বিভিন্নরূপে স্থান হচ্ছে নিজ নিজ কর্মানুসারে প্রজাগণের উদ্ভব। এর দ্বারা পুরুষ যেমন স্থানের সেই, স্থান যেখানে প্রজাগণের উদ্ভব হয়। যেখানে হচ্ছে যেমন সেই স্থানের এবং এটি যেখানে বিভিন্ন পুরুষের যেমন স্থানের সেটি। এই স্থানের স্থান অনুসারে প্রজাগণের হচ্ছে সাধারণ, স্থানের স্থানের যেমন স্থানের সেটি। কিন্তু পরিচ্ছিন্নের এক স্থানের স্থানেরে, যা পূর্ণ জ্ঞানের এবং এটি যেখানে হচ্ছে সাধারণ স্থানের প্রজাগণের প্রজাগণ, স্থানের এটি যেখানে জটিল যেমনের নিজের জীবনের স্থানের পরাধীন সেটি। এই স্থানের স্থানের পরমেশ্বরেরই প্রজাগণের স্থান স্থান স্থান হয়।

শ্লোক ৫২

স্বয়ং কৃতমনেকস্মিন্ কালে সঙ্গমমীশ্বরম্ ।
আত্মনাত্মপ্রভাবেন স্বস্থানমনুপ্রাপ্তবান্ ॥ ৫২ ॥

স্বয়ম্—যে, তু—নিজে, কৃতম্—পরিপূর্ণ হয়ে, অনেকস্মিন্—যেমন একটি, কালে—কালে, সঙ্গমম্—সঙ্গমকে, ঈশ্বরম্—ঈশ্বর, আত্মনা—স্বয়ং, আত্মপ্রভাবেন—প্রভুর স্বয়ং স্বভাবের দ্বারা, স্বস্থানম্—স্বস্থান, অনুপ্রাপ্তবান্—প্রাপ্ত হয়েছে।

বীরাঘ্ন গান

যেহেতু সর্বস্ব বুঝি যে জ্ঞান উদ্ভব ।
আত্মস্বরূপ আত্মবুদ্ধি স্বাভাবিক সব ॥

অনুবাদ

আর যে স্থানের দ্বারা প্রকৃত স্বয় অবলোক না হয়ে, কোন একটি বিশেষ কালে পরিপূর্ণরূপে পরম অধিবাসীর নিকট হয়, সেই বুদ্ধি স্থানকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলে অভিহিত হয়।

তাৎপর্য

আমাদের অনুভবের 'জ্ঞান' শব্দটিই স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, কারণ নয় জীবের স্বাভাবিক

[illegible]

শ্লোক ২৫

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

নিয়তম্—নিয়ত, সঙ্গরহিতম্—আসক্তি রহিত হয়ে, অরাগদ্বেষতঃ—রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক, কৃতম্—অনুষ্ঠিত হয়, অফলপ্রেপ্সুনা—ফলের বাসনাশূন্য, কর্ম—কর্ম, যৎ—যে, কর্ম—কর্মকে, সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক, উচ্যতে—বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ

যে কর্ম রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক ও আসক্তি রহিত হয়ে ফলের কামনাশূন্য ও ফলের বাসনাশূন্য হয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অবশ্যকর্তব্য কর্ম ও আবশ্যক-নৈমিত্তিক পরিবেশিতের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির কর্মফলটি আসক্তিরহিত কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে সম্পাদিত

হলে তাকে সেই কারণেই অনুষ্ঠান যথাযথ নিয়মানুগ হয়, পক্ষান্তরে সাত্ত্বিক নিয়মের নির্দেশে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে কার্যসূচি নির্দেশ আত্ম-উপলব্ধির সহিত যদি সম্পাদিত হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

শ্লোক ২৬

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

মুক্তসঙ্গঃ—আসক্তি রহিত, অনহংবাদী—অহঙ্কার মুক্ত, ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ—অধ্যবসায় যুক্ত হয়ে, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ—সাফল্য ও ব্যর্থতায়, নির্বিকারঃ—নির্বিকার থেকে, কর্তা—কর্তা, সাত্ত্বিকঃ—সাত্ত্বিক, উচ্যতে—বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ

যে কর্তা আসক্তিরহিত ও অহঙ্কারমুক্ত হয়ে এবং সাফল্য ও ব্যর্থতায় নির্বিকার থেকে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, তাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলা হয়।

শ্লোক ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষীদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ—অযোগ্য ব্যক্তি, প্রাকৃতঃ—জড়, স্তব্ধঃ—জিদ্দী, শঠঃ—প্রতারক, নৈষ্কৃতিকঃ—পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়োজনা না করে, অলসঃ—অলস, নৈষ্কৃতিকঃ—নিত্য অকর্মণ্য, বিষীদী—বেদনাগ্রস্ত, দীর্ঘসূত্রী—অলসতায় ভরা, কর্তা—কর্তা, তামসঃ—তামস, উচ্যতে—বলা হয়।

বীরের গান

না বুঝিয়া যেজনেতে অনুরক্ত কর্ম।
হিংসে পরস্পর আদি তামসিক ধর্ম ॥

অনুবাদ

জানী লোক, কর্ম অনাদির মত, হিংসা এবং নিজ অবস্থার পরিবর্তির কথা বিচারে না করে যেজনের যে কর্ম অনুরক্তি হয়, তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়।

ভাবার্থ

কর্তৃত্ব করে না পরাজের ভাবনাতে প্রতিনিধি সম্বন্ধের বাদে আবাসের পাকে কর্তার (লিখিত) নিজে হয়। অধিকারবাদীর ব্যবহার হয়ে থাকে আবাসক, আবার যা পাপ-নিবারিত বাদী অনুসারেই আবার কর্তা। অথবা যেজনেই যা বিবেচিত হয় এবং অন্য দীনের বাদী সেই। নিজের বাদিগত অধিকারের আবাসের এই বাদের পরিবর্তনীয় ব্যবহার কর্ম হয়ে থাকে। এতে কথা যা যেজে কর্তা এই আবাসে পাকে যেজনুক বাদাই হয়ে আবাসন-কার্য।

শ্লোক ২৬

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

মুক্তসঙ্গঃ—সকল প্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত, অনহংবাদী—অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি—ধৃতি, উৎসাহ—উৎসাহ, সমন্বিতঃ—সমন্বিত, সিদ্ধি—সিদ্ধি, অসিদ্ধ্যোঃ—অসিদ্ধিতে, নির্বিকারঃ—নির্বিকার, কর্তা—কর্তা, সাত্ত্বিকঃ—সাত্ত্বিক, উচ্যতে—বলা হয়।

বীরের গান

মুক্তসঙ্গ অহঙ্কার ধৃতি উৎসাহপূর্ণ।
নির্বিকার সিদ্ধিসিদ্ধি সাত্ত্বিক সে কর্তা ॥

অনুবাদ

সকল প্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার—এরূপ কর্তাকেই সাত্ত্বিক বলা হয়।

ভাবার্থ

কৃষ্ণভাবনামৃতে অবস্থিত কর্তাই মুক্তির মত উপলব্ধির অধীন। তিনি উপলব্ধি করে থাকেন যে সমস্ত কর্ম, যেগুলির মধ্যে আবাসক তিনি কর্তা না। কারণ, তিনি কর্ম ও আবাসের দীনের বিচার করেন। কারণ যেই কাজটি পুণ্যকর্মে বাদের যা ইচ্ছা পর্যন্ত তিনি কর্তাই উপলব্ধি নিজে কাজ করে থাকেন। যে পুণ্য-পুণ্যের, পাপ-নিবারিত পরমুখীন দীনের যাকে হয়, তার কর্ম তিনি বুদ্ধিস্থ করেন না। তিনি নাস্তিই উপলব্ধি। তিনি অবস্থায় না নিজের যেজনেতিই পরাজয় বাদের এবং তিনি পুণ্য ও পুণ্য উভয়ের অধিনি পরাজয়শাস্ত্র। এই কারণে কর্তা পরমুখে অধিনীন হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২৭

ইতি কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি—এইভাবে, কর্মফল—কর্মফলের, প্রেপ্সু—আকাঙ্ক্ষী, লুব্ধঃ—লোভী, হিংসাত্মকঃ—হিংসা-পরায়ণ, অশুচিঃ—অশুচি, হর্ষশোকান্বিতঃ—হর্ষ ও শোকযুক্ত, কর্তা—কর্তা, রাজসঃ—রাজসিক, পরিকীর্তিতঃ—কথিত হয়।

বীরের গান

কর্মফলে আশে লোভ হিংসুক অশুচি।
রাজসিক কর্তা সেই হর্ষশোকে ক্ষতি ॥

অনুবাদ

কর্মফলে, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাত্মক, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত যে কর্তা, সে রাজসিক কর্তা বলে কথিত হয়।

ভাবার্থ

হিংসে যেজন আশের প্রতি ও তার কারণে প্রতি যেজন অনুরাগ পরীক্ষা করে পাপের কারণ হয়ে অন্য-কাল্পনিক নিবারণী, অবস্থাটি ও ক্ষী-পুরুষে প্রতি যেজন আসক্তিতে আসক্তি। এই কারণে অনুরাগ উদ্ভবের দীনের ইচ্ছীন হওয়ার যেজন আকাঙ্ক্ষায় (লোভী)। তার একমাত্র হিংসা হয়ে এই পুণ্যিবীতিক যেজনুক পাপের অন্য-কাল্পনিক পরাজিতে আবাসনাকে করে যেজন। যে অবস্থাটি অবস্থায় যেজনী এবং

[illegible]

শ্লোক ৪৯

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ৪৯ ॥

অযুক্তঃ—অযুক্তিত বাক্যবিশিষ্ট, প্রাকৃতঃ—অতি ইতরপ্রকৃতি, স্তব্ধঃ—অহংকারী, শঠঃ—বঞ্চক, নৈষ্কৃতিকঃ—অন্যের অবমাননাকারী, অলসঃ—অলস, বিষাদী—বিষাদযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী—দীর্ঘসূত্রী, চ—ও, কর্তা—কর্তা, তামসঃ—তামসিক, উচ্যতে—বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ

অযুক্ত প্রাকৃত স্তব্ধ নৈষ্কৃতি অলস।
দীর্ঘসূত্রী বিষাদী যে কর্তা সে তামস ॥

অনুবাদ

অযুক্তিত বাক্যবিশিষ্ট, অতি ইতরপ্রকৃতি, অহংকারী, বঞ্চক, অন্যের অবমাননাকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী যে কর্তা, তাকে তামসিক কর্তা বলা হয়।

তাৎপর্য

গীতার অনুবাদক অনুসারে অনেকে মনেকরে গাড়ি কি গাড়োয়ান কর্তা বলা উচিত এবং কি গাড়োয়ান কর্তা বলা উচিত নয়। তারা এই বচন অনুসরণ করেন না, তারা অযুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই গাড়োয়ান অযুক্তিত গাড়োয়ান বিষাদী হয়। তারা প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্তা করে, কিন্তু গাড়োয়ান অনুসারে কাজ করে না। এই গাড়োয়ান কর্তাকে গাড়োয়ান পুত্র একটি বলা হয় না। গাড়োয়ানের কাজ গমনাগমন পূর্ব এবং অপরাহ্ণে অলসতা করেন পুত্র নাই। তারা কাজের অলস, তাদেরকে কাজ করতে দেখলে তাদের বিষণ্ণতা করে না এবং পাছে কখন কাজ তা বলিতে থাকে।

[illegible] বিষয় করে। তারা যে-যেমন কাজ সম্পাদনের বিষয় করে, যে কাজটি এবং কর্তাকে কাজে সফল, তা তারা পাছের পর পাছে দেখতে থাকে। এই গাড়োয়ান কর্তাকে তামসিকে অভিহিত।

শ্লোক ৫১

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির, ভেদম্—ভেদ, ধৃতেঃ—ধৃতির, চ—ও, এব—অবশ্যই, গুণতঃ—অন্য প্রকৃতির গুণ দ্বারা, ত্রিবিধম্—তিন প্রকার, শৃণু—জানুন বল, প্রোচ্যমানম্—বোঝাতে যাচ্ছি অবশ্য, অশেষেণ—বিস্তারিতভাবে, পৃথক্ত্বেন—পৃথকভাবে, ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়।

বঙ্গানুবাদ

বুদ্ধির যে তিন ভেদ বুদ্ধি আর ধৃতি।
ধনঞ্জয় অশেষ বিচার তার শুন ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! তারা প্রকৃতির তিনটি অনুসারে বুদ্ধির ও ধৃতির যে তিনটি ভেদ আছে, তা আমি বিস্তারিতভাবে ও পৃথকভাবে বলছি, তুমি শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

তারা প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত জ্ঞান, ভোগ ও তাহার পরিণামে কর্তাকে করে, তাদেরকে এখন একটিভাবে কর্তার বুদ্ধি ও ধৃতি পরিণামে বলেছেন।

শ্লোক ৫০

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৫০ ॥

প্রবৃত্তিম্—প্রবৃত্তি, চ—ও, নিবৃত্তিম্—নিবৃত্তি, চ—ও, কার্য—কাজ, অকার্যে—অকাজে, ভয়—ভয়, অভয়ে—অভয়, বন্ধম্—বন্ধন, মোক্ষম্—মুক্তি, চ—ও, যা—যে, বেত্তি—জানতে পারে যায়, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, সা—সেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, সাত্ত্বিকী—সাত্ত্বিকী।

টীকার পাঠ

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কার্যং অকার্যং বিচার ।
ভয়াভয়ং বন্ধ মুক্তি সত্বুদ্ধি জ্ঞান ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি—এই সকলের পার্থক্য জ্ঞানের দ্বারা যায়, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।

ভাবার্থ

কার্য কখন পাপজনিত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রবৃত্তি বা অকার্য কার্য এবং যে কার্য দ্বারা নিবৃত্তি পাওয়া যেতেও পারে, তা বলা উচিত নয়। যে বস্তুর পাওয়ায় নিবৃত্তি সম্ভবে অভাবের নয়, সে কার্য এবং তার অভিপ্রায়ের পক্ষতে অভাব হতে পারে। বুদ্ধির দ্বারা পার্থক্য নিরূপণের যে উপলব্ধির বিকাশ হয়, তা হচ্ছে সাত্ত্বিকতা।

শ্লোক ৩১

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

যয়া—যার দ্বারা, ধর্মম্—ধর্ম, অধর্মম্—অধর্ম, চ—ও, কার্যম্—কার্য, চ—ও, অকার্যম্—অকার্য, এব—অবশ্যই, চ—ও, অযথাবৎ—অযথাযথ ভাবে, প্রজানাতি—জানতে পারে যায়, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, সা—সেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, রাজসী—রাজসিকী।

টীকার পাঠ

ধর্মাধর্ম কার্যাকার্য অযথাবৎ জানে ।
রাজসিক সেই বুদ্ধি পাওয়ে প্রমাণে ॥

অনুবাদ

হে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য যথাযথ পার্থক্য জ্ঞানের দ্বারা জানতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি রাজসিকী।

শ্লোক ৩২

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

অধর্মম্—অধর্মকে, ধর্মম্—ধর্ম, ইতি—এইভাবেই, যা—যে, মন্যতে—মনে করে, তমসা—তমসা দ্বারা, আবৃতা—আচ্ছন্ন, সর্বার্থান্—সমস্ত বস্তুকে, বিপরীতান্—বিপরীত, চ—ও, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, সা—সেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, তামসী—তামসিকী।

টীকার পাঠ

ধর্মকে অধর্ম মানে অধর্মকে ধর্ম ।
বিপরীত যে তামস বুদ্ধি তার কর্ম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত বস্তুকে বিপরীত ভাবে মনে করে, তখনই সেই বুদ্ধিই তামসিকী।

ভাবার্থ

অজ্ঞানতাজনিত বুদ্ধিবৃত্তি সব সময়ে যেভাবে কাজ করা উচিত, তার বিপরীতটাই করে। যেমনটি আমাদের কর্ম নয়, সেগুলিকেই তারা কর্ম বলে মেনে নেয়, আর প্রকৃত কর্মকে অকর্ম করে। অজ্ঞানতার যেভাবেই অন্ধকারকে মনে করে আমাদের মানুষ, তার সমস্তের অনুসারে তারা বাস মেনে নেয়। সকল কাজেই তারা যেমন ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করে। তাই, তাদের বুদ্ধি তামসিকতা আচ্ছন্ন।

শ্লোক ৩৩

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

ধৃত্যা—ধৃতির দ্বারা, যয়া—যে, ধারয়তে—ধারণ করে, মনঃ—মন, প্রাণ—প্রাণ, ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের, ক্রিয়াঃ—ক্রিয়াকলাপকে, যোগেন—যোগ অভ্যাসের দ্বারা, অব্যভিচারিণ্যা—অব্যভিচারিণী, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, সা—সেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, সাত্ত্বিকী—সাত্ত্বিকী।

টীকার পাঠ

যে ধৃতির দ্বারা ধরে প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া।
অব্যভিচারিণী ভক্তি সাত্ত্বিকী সে ধিয়া ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগ অভ্যাস দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।

তাৎপর্য

যোগ হচ্ছে পরমাত্মাকে জানার একটি উপায়। ধৃতি যা দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা চিত্ত মনকে আত্মাতে একত্র করেছেন এবং মন, প্রাণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে পরাচেতনে একত্র করেছেন, তিনি অভিযোগে কৃষ্ণভাবনার স্তরে যুক্ত। এই ভাবের ধৃতি সাত্ত্বিকীর। এখানে অব্যভিচারিণী কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির দ্বারা সেই সমস্ত অনুভাবের কথা বলা হচ্ছে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনার অভিযোগে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু যারা অন্য যোগ অভিযোগের দ্বারা কখনই পরমাত্মা হন না।

শ্লোক ৩৩

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৩ ॥

যয়া—যে, তু—কিন্তু, ধর্মকামার্থান্—ধর্ম, অর্থ ও কামকে, ধৃত্যা—ধৃতির দ্বারা, ধারয়তে—ধারণ করে, অর্জুন—হে অর্জুন, প্রসঙ্গেন—সকামভাবে, ফলাকাঙ্ক্ষী—ফলের আকাঙ্ক্ষী, ধৃতিঃ—ধৃতি, সা—সেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, রাজসী—রাজসিকী।

টীকার পাঠ

যে ধৃতির দ্বারা ধরে ধর্ম, অর্থ, কাম।
ফলাকাঙ্ক্ষী রাজসিক হয় তার নাম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! হে পার্থ! যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, সেই ধৃতি রাজসী।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ অনুষ্ঠান বা জাগতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদাই সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, তার একমাত্র কাম্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি যখন কথা বলা হয় মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলি একত্রেই নিযুক্ত থাকে, সে অব্যভিচারিণী।

শ্লোক ৩৫

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

যয়া—যার দ্বারা, স্বপ্নম্—নিদ্রা, ভয়ম্—ভয়, শোকম্—শোক, বিষাদম্—বিষাদ, মদম্—গর্ব, এব—অবশ্যই, চ—ও, ন—না, বিমুঞ্চতি—ত্যাগ করে, দুর্মেধাঃ—দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, ধৃতিঃ—ধৃতি, সা—সেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, তামসী—তামসী।

টীকার পাঠ

যে ধৃতি দ্বারা নাহি, স্বপ্ন ভয় ত্যাগ।
তামসী সে ধৃতি দুর্মেধা তার নাম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ অতিক্রম করতে না, সেই দুর্বুদ্ধিহীন ধৃতিই তামসী।

তাৎপর্য

এখন বিচার করা উচিত যে, সাত্ত্বিক অনুভাবের স্তর কোথায়। এখানে 'স্বপ্ন' বলতে নিদ্রাকে বোঝানো হয়েছে। সত্ত্ব, রজ ও তম যে কখনই ত্যাগ না হোক, স্বপ্ন অবশ্যই থাকে। স্বপ্ন সেখানেই তামসিক বলেছেন। কিন্তু স্বপ্ন যেটি না ঘুমিয়ে থাকে না, যারা অতি কাজকে কোন অবস্থায় পার্থক্য নির্ণয় না হয়ে পারে না, যারা অতি কাজের অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখছে এবং যাদের মন, মন, ইন্দ্রিয় সবই সেখানেই নিযুক্ত, তারা অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা কাজের স্তরে নিম্নগতির স্তরে থাকে।

শ্লোক ৪৬

সুখং ত্রিবিধং ত্রিবিধা শৃণু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৪৬ ॥

সুখম্—সুখ, তু—কিন্তু, ইদানীম্—এখন, ত্রিবিধম্—তিন প্রকার, শৃণু—শ্রবণ কর, মে—আমার কাছে, ভরতর্ষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, অভ্যাসাৎ—অভ্যাসের দ্বারা, রমতে—রমণ করে, যত্র—যেখানে, দুঃখ—দুঃখের, অন্তম্—শেষ, চ—এবং, নিগচ্ছতি—লাভ করে।

বীরের গান

ত্রিবিধ সে সুখ শুন ভারত ভারত ।
প্রথম সুখে মরে জীব কিছু দুঃখ সহ ॥
সে সুখ সে ইন্দ্রিয়ে দুঃখ অন্ত হয় ।
অমৃতের আস্বাদন তবে হয় ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে ভরতর্ষভ! এখন তুমি আমার কাছে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। যদ্ধ জীব সুখে সুখ অভ্যাসের দ্বারা সেই সুখে রমণ করে এবং যার দ্বারা সমস্ত দুঃখের অবসান করে থাকে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব সাধারণত জড় সুখ উপভোগ করতে প্রীতি করে। একান্তই সে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি চর্চা করে। কিন্তু যখন তারা এই ধরনের সুখ উপভোগ করতে করতে যেন অভ্যাসের বশ লাভ করার ফলে সে সব দুঃখের কারণ থেকে মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে জানা যায়, বদ্ধ জীব কখনো কখনো যেমন না যেমন প্রকারের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতিষ্ঠা হয় থাকে। কিন্তু পরমুহূর্তে প্রকাশে সে যখন বুঝতে পারে যে, তা কেবল একটি ত্রিবিধের পুনরাবৃত্তি, তখন সে আর সর্বদা কৃষ্ণভাবনার কারণটির হয়ে ওঠে। তখন সে একান্তই আনন্দময় অমৃতের সুখের কারণ থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৪৭

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৪৭ ॥

যৎ—যে, তু—তো, অগ্রে—প্রথমে, বিষম্ ইব—বিষের মতো, পরিণামে—অবশেষে, অমৃত—অমৃত, উপমম্—তুল্য, তৎ—সেই, সুখম্—সুখ, সাত্ত্বিকম্—সাত্ত্বিক, প্রোক্তম্—বলিত হয়, আত্ম—আত্ম সম্বন্ধীয়, বুদ্ধি—বুদ্ধির, প্রসাদজম্—নির্মলতা থেকে জাত।

বীরের গান

আগেতে বিষের সম পশ্চাতে অমৃত ।
সে সুখের পরিণাম সে হয় সাত্ত্বিক ॥
সে সুখের জন্ম হয় আত্মপ্রসাদেতে ।
আত্মবুদ্ধি আত্মজ্ঞান তোমা সে জানাতে ॥

অনুবাদ

যে সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য এবং আত্মবুদ্ধি বুদ্ধির নির্মলতা থেকে জাত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

আত্মজ্ঞান লাভের পথে যে ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনে তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে একটার পরে একটা করে নিয়ে নিয়মের অনুশীলন করতে হয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, বিষের মতো বিষ। কিন্তু যেহেতু যদি এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান আনি করে আত্মজ্ঞান অত্যন্তবিষের হয়, তখন তিনি তাদের অমৃত পান করতে শুরু করেন এবং ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হতে পারেন।

শ্লোক ৪৮

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪৮ ॥

বিষয়—ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের, সংযোগাৎ—সংযোগের মধ্যে, যৎ—যা, তু—তো, অগ্রে—প্রথমে, অমৃত—অমৃতোপমম্—অমৃতের মতো, পরিণামে—পরিণামে, বিষম্ ইব—বিষের মতো, তৎ—সেই, সুখম্—সুখ, রাজসম্—রাজস, স্মৃতম্—বলিত হয়।

টীকার পাঠ

ইন্দ্রিয়ের সংযোগেতে বিষয়ের ভোগ।
অমৃতের মত আছে কিন্তু অনুরাগ ॥
পরিণামে বিষয়ের বিষ হয় পাক।
তামসিক সেই সুখ জীবের অজ্ঞান ॥

অনুবাদ

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো এবং পরিণামে বিষের মতো অনুভূত হয়, সেই সুখকে তামসিক বলে গণিত হয়।

তাৎপর্য

প্রত্যেকেই সুখের সন্ধানে এদিকে-ওদিকে ঘোরে, তখন সুখলাভের ইন্দ্রিয়গুলি সুখলাভের জন্য, তাদের স্পর্শ করবার জন্য এবং সেটি অনুভব করবার জন্য তাদের তাড়নাও করতে থাকে। এই ভাবের ইন্দ্রিয়সুখ প্রথমে অমৃতের মতো হতে পারে, কিন্তু পরিণামে অবশ্য বিষ বলে পরে, তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই এতে অজ্ঞানের জেরে ভোগ যার অবশ্য তাদের নিয়ে নিজেরা মজে। তখন শোক, দুঃখ অনিবার্য হয়। এই ধরনের সুখ সাময়িক, প্রত্যেকেরই তাই তামসিক। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মিলনের ফলে যিনি যে সুখ, তা সর্বদাই দুঃখদায়ক এবং তা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত।

শ্লোক ৩৯

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যে, অগ্রে—প্রথমে, চ—এবং, অনুবন্ধে—শেষে, চ—এবং, সুখম্—সুখ, মোহনম্—মোহজনক, আত্মনঃ—আত্মার, নিদ্রা—নিদ্রা, আলস্য—আলস্য, প্রমাদ—প্রমাদ, উত্থম্—উৎপন্ন হয়, যৎ—যা, তামসম্—তামসিক, উদাহৃতম্—কথিত হয়।

টীকার পাঠ

যাহা অগ্রে অনুবন্ধে সুখের মোহন।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থ তামসিক জন ॥

অনুবাদ

যে সুখ প্রথমে ও শেষে আত্মার মোহজনক এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়, তা তামসিক সুখ বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

আলস্য ও নিদ্রা যে সুখ তা অবশ্যই তামসিক এবং যে ব্যক্তি যা নিদ্রাতে কর্ম করা উচিত এবং নিদ্রাতে কর্ম করা উচিত নয়, তাও তামসিক। অজ্ঞানতার ফলে আত্মার অনুভবের জন্যই সবটা মোহজনক। আর পরিণামেও দুঃখ সেটি এবং পরিণতিতেও দুঃখ সেটি। অজ্ঞানতার আত্মার অনুভবের জন্যের ফলেই এক ধরনের কৃত্রিম সুখ আসতে পারে এবং পরিণামে তা হয় দুঃখদায়ক, কিন্তু তামসিক অনুভবের মোহের শুরু ও শেষ দুটি অবস্থাতেই মোহজনক দুঃখ।

শ্লোক ৪০

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

ন—নেই, তৎ—সেই, অস্তি—আছে, পৃথিব্যাম্—পৃথিবীতে, বা—অথবা, দিবি—স্বর্গে, দেবেষু—দেবতাদের মধ্যে, বা—অথবা, পুনঃ—পুনরায়, সত্ত্বম্—অস্তিত্ব, প্রকৃতিজৈঃ—প্রকৃতিজাত, মুক্তম্—মুক্ত, যৎ—যে, এভিঃ—এই, স্যাৎ—হয়, ত্রিভিঃ—তিন, গুণৈঃ—গুণ থেকে।

টীকার পাঠ

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থান নাই দেবলোকে।
কেহ নহে মুক্ত সেই ত্রিগুণ ত্রিলোকে ॥

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে অথবা অথবা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে এমন কোন জীবের অস্তিত্ব নেই, যে প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্ট করে, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের যে সর্বজনীন প্রভাব, তার সারাংশ বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৪১

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়, বিশাম্—বৈশ্য, শূদ্রাণাম্—শূদ্রদের, চ—এবং, পরন্তপ—হে পরন্তপ, কর্মাণি—কর্মসমূহ, প্রবিভক্তানি—বিভক্ত হয়েছে, স্বভাব—স্বভাব, প্রভবৈঃ—জাত, গুণৈঃ—জড়া প্রকৃতির গুণ।

বাংলা পদ্য

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পরন্তপ ।
স্বভাব প্রভাবে গুণ হয় কর্ম সব ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহ বিভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪২

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শমঃ—অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, দমঃ—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, তপঃ—তপস্যা, শৌচম্—শৌচ, ক্ষান্তিঃ—ক্ষমাশীলতা, আর্জবম্—সরলতা, এব—অবশ্যই, চ—এবং, জ্ঞানম্—শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞানম্—তত্ত্ব উপলব্ধি, আস্তিক্যম্—ঈশ্বরবিশ্বাস, ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণের, কর্ম—কর্ম, স্বভাবজম্—স্বভাবজাত।

বাংলা পদ্য

শম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি যে আর্জব ।
জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য ব্রহ্মকর্ম জান ॥

অনুবাদ

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।

শ্লোক ৪৩

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শৌর্যম্—পরাক্রম, তেজঃ—তেজ, ধৃতিঃ—ধৈর্য, দাক্ষ্যম্—দক্ষতা, যুদ্ধে—যুদ্ধে, চ—এবং, অপি—ও, অপলায়নম্—পলায়ন না করা, দানম্—দান, ঈশ্বর—প্রভুত্ব, ভাবঃ—ভাব, চ—এবং, ক্ষাত্রম্—ক্ষত্রিয়ের, কর্ম—কর্ম, স্বভাবজম্—স্বভাবজাত।

বাংলা পদ্য

শৌর্য তেজ ধৃতি দাক্ষ্য যুদ্ধে না পালায় ।
দান ঈশ ভাব যত ক্ষত্রিয়ে যুয়ায় ॥

অনুবাদ

শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসন ক্ষমতা—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।

শ্লোক ৪৪

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষি—কৃষি, গোরক্ষ্য—গোরক্ষা, বাণিজ্যম্—বাণিজ্য, বৈশ্য—বৈশ্যের, কর্ম—কর্ম, স্বভাবজম্—স্বভাবজাত, পরিচর্যা—পরিচর্যা, আত্মকম্—আত্মক, কর্ম—কর্ম, শূদ্রস্য—শূদ্রের, অপি—ও, স্বভাবজম্—স্বভাবজাত।

বাংলা পদ্য

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যকর্ম হয় ।
শূদ্র যে স্বভাব তার পরিচর্যা করয় ॥

অনুবাদ

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত।

শ্লোক ৪৪

যে যে কর্মপ্রভেদাঃ স্যুর্বিহিতা নিজকর্মসু ।
স্বভাবনিয়তাঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৪ ॥

যে যে—যিনি যিনি, কর্মণি—কর্মে, অভিরতাঃ—নিরত, সংসিদ্ধিম্—সিদ্ধি, লভতে—লাভ করে, নরঃ—মানুষ, স্বকর্ম—নিজ কর্মে, নিরতঃ—যুক্ত, সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, যথা—যেভাবে, বিন্দতি—লাভ করে, তৎ—তা, শৃণু—শ্রবণ কর।

বঙ্গানুবাদ

নিজ নিজ কর্মে নিরত মানুষ কিভাবে সিদ্ধি লাভ করে থাকে। নিজ কর্মে যুক্ত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে, তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৪৫

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

স্বে—নিজ, কর্মণি—কর্মে, অভিরতঃ—নিরত, সংসিদ্ধিম্—সিদ্ধি, লভতে—লাভ করে, নরঃ—মানুষ, স্বকর্ম—নিজ কর্মে, নিরতঃ—যুক্ত, সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, যথা—যেভাবে, বিন্দতি—লাভ করে, তৎ—তা, শৃণু—শ্রবণ কর।

বঙ্গানুবাদ

যিনি নিজ কর্মে নিরত, তিনি কিভাবে সিদ্ধি লাভ করেন, তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৪৬

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

যতঃ—যাঁর থেকে, প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তি, ভূতানাম্—সমস্ত জীবের, যেন—যাঁর দ্বারা, সর্বম্—সমস্ত, ইদম্—এই, ততম্—ব্যাপ্ত, স্বকর্মণা—স্বীয় নিয়মিত কর্মের দ্বারা, তম্—তাঁকে, অভ্যর্চ্য—অর্চনা করে, সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, বিন্দতি—লাভ করে, মানবঃ—মানুষ।

বঙ্গানুবাদ

যাঁর থেকে সমস্ত জীবের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তি হয়, যিনি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁকে মানুষ তার নিজের কর্তব্য দ্বারা অর্চনা করে সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অনুগত অংশবিশেষ। একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের শক্তি উৎস। সেজন্যই তাঁর দ্বারা সমস্ত জীবনের প্রবৃত্তি হয়েছে—একথাও বলা হয়েছে। সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে উৎস। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান জীব দুটি শক্তি—অপরা শক্তি ও পরিচ্ছন্ন শক্তির দ্বারা সমন্বিত। অপরা, অচেতনা শক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জীব পরিপূর্ণ আত্মসাৎ করে। পরমেশ্বর ভগবান চেতনা দ্বারাও ভগবানকে জীব পরিচ্ছন্ন শক্তি বলে উপলব্ধি করে। জীব পরিচ্ছন্ন শক্তি হচ্ছে জীব অপরা শক্তির নিকট প্রকাশিত। পরিচ্ছন্ন শক্তিটি হচ্ছে পরিপূর্ণ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিভক্ত করে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সমস্ত জেব-জেবী, সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু—সকলেরই পরমাত্মা রূপে সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাই সকলেরই এটি জ্ঞাত উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য জ্ঞান দ্বারা আমরা সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। সকলেরই উচিত পরিবারের কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিমিশ্র সেবায় নিযুক্ত হওয়া। এই শ্লোকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, সমস্ত উপনিষদের শিক্ষা অনুসারেও আমরা যেন নিজ নিজ নির্দেশ পালনের কর্মে নিযুক্ত হয়েছি। এখন সেই পালন করলে আমরা আমার পূর্ণজ্ঞানময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি করা কর্তব্য। সেই যদি আমরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে একমাত্র তাঁর সেবায়, তা হলে আমাদের কৃপায় আমি তিনি অচিরেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করবেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। ভগবদ্গীতার (১৬/২১) অনুসারে—সেবাদ্বারা মুক্তিলাভ। এই সেবার দ্বারাই উন্নতি করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। যে কোন কর্মই নিযুক্ত করুন না কেন, যদি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রেয়ান্—শ্রেয়, স্বধর্মঃ—স্বধর্ম, বিগুণঃ—ত্রুটিপূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত, পরধর্মাৎ—পরধর্ম অপেক্ষা, স্বনুষ্ঠিতাৎ—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত, স্বভাবনিয়তম্—স্বভাব নিয়ত, কর্ম—কর্ম, কুর্বন্—করে, ন—না, আপ্নোতি—লাভ হয়, কিল্বিষম্—পাপ।

হরির গান

অবশ্যই অনুচিত নিজ কর্ম ত্যাগ।
বুদ্ধি আচরণ করে পরধর্মে রাগ ॥
নিজ স্বভাব নিয়ত যেটি কর্ম অনুষ্ঠান।
নিষ্পাপ হইবে তাহে পাবেন নির্বাণ ॥

অনুবাদ

নিয়ত ভাবে অনুচিত পরধর্ম আচরণ অপেক্ষা অবশ্য ভাবে অনুচিত স্বধর্মে ত্যাগ। স্বভাব স্বভাব-বিহিত কর্ম করে কোন পাপ লাভ হয় না।

তাৎপর্য

মনুষ্যের স্বধর্ম কলাকুশলতার উপরি আছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বিভিন্ন গুণানুযায়ী ফল অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মবিভাগ নির্ধারিত হয়েছে। অবশ্যই কর্মবিভাগ জন্মগত নয়, গুণগত। যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শূদ্রের কার্যকর্ম পালন করে থাকে, তার পক্ষে ব্রাহ্মণের কর্মসম্পাদন করা উচিত নয়। যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শূদ্রের কার্যকর্ম পালন করে থাকে, তার পক্ষে কৃষিকার্যের নিয়মকে গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় হওয়া উচিত নয়। তার কর্ম যদি ব্রাহ্মণ পরিবারের হয়ে থাকে, তা হলেও নয়। এইভাবেই স্বভাব অনুযায়ী যার কর্ম করা উচিত। কোন কাজই ঘৃণ্য নয়, যদি তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণের কৃষিকাজ করাও অনুচিত নয়। কিন্তু যেটি যদি কৃষ্ণভাবনাভাবনায় সমুন্নত-সম্পন্ন না হয়, তা হলে তার ব্রাহ্মণের কৃষি অনুসরণ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় যে পরমেশ্বরে কর্ম সমর্পণের উদ্দেশ্যে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। তাহলে বিভিন্ন অবস্থায় নিয়ে পক্ষ হওয়া অবশ্যই হয় এবং কৃষ্ণভাবনাভাবনায় কর্মফল ভোগের জন্য নিজের কর্ম করা অবশ্যই হয়। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু তা যখন ক্ষত্রিয়ের কর্মকে পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণের কর্ম অবলম্বন করা উচিত নয়।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্যই কর্ম করা উচিত। যেমন, অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়। তিনি তাঁর নিজেরই পরিবার পরিজন কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যেটি যুদ্ধ যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতিসাধন যোগ্য অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে অবশ্যপালনীয় কর্ম থাকে না। অবশ্যপালনীয় যোগ্যতার পরম কল্যাণ বাস্তবিকই কর্ম নিয়ে করা করতে হয়। যে যদি তা না করেন, তা হলে পাপাচার তার যেমন লাভ হয় না। ভগবদ্গীতা কথনের মতো, "কর্ম করুন। অবশ্যপালনীয় কর্ম যদি

যেমন লাভ করেন না," কিন্তু পরমেশ্বরী কর্ম নিশ্চিত যে, পাপ না করে অবশ্যপালনীয় কিছুকে পারেন না। সুতরাং, ভগবদ্গীতা বলা হয়েছে যে, যে পাপ করেন না, তখন যেটিকে এক নিয়ত নিয়ম কর্ম পালনীয় বলে নিতে হবে। কিন্তু তা বলে পরমেশ্বরের কর্ম করা উচিত নয় যে, যেহেতু যে কর্ম একটি কৃষিকার্য নিযুক্ত আছেন, যেখানে নিয়ত কর্ম সম্পাদন হয়, যদি সেটি কৃষি যে ভাবে সেবা আর ব্রাহ্মণের কৃষি অবলম্বন করেন। সেটি কখন নির্দেশ পাওয়া যেতেও পারে। যেটি পরিবার কর, সেবা হয় যা শূদ্রটি হয় না যেন, যদি তিনি তাঁর কৃষি অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেন, তা হলে কিছুই অন্যায় হয় না। এমন কি ব্রাহ্মণেরও যদি ভগবানের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে কখন কখন পশুহত্যা করতে হয়, কারণ যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ আছে। সেজন্যই, পরিবার যদি স্বধর্মে নিয়ত হয়ে পড়েছে হয়ে যায়, তাহলে কোন পাপ হয় না। কৃষিকার্য অবলম্বনে এই সমস্ত নিয়মাবলী পালিত হলে ও নিয়মমতো নিয়োজন করা যায়। যাজ্ঞিক উদ্দেশ্যে অথবা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান করা করা উচিত। অন্যথায় কৃষি সম্পাদনের জন্য যা কিছু করা হয়, তা হচ্ছে পাপাচার আচার। নিয়মের অধীন একথা বলা যায় যে, যাজ্ঞিকের উচিত তার স্বাভাবিক গুণ অনুসারে নিয়মানুগ পালন এবং সমস্ত কার্যকলাপ পরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা।

শ্লোক ৪৯

সহজাত কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥

সহজম্—সহজাত, কর্ম—কর্ম, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, সদোষম্—দোষযুক্ত, অপি—যদিও, ন—না, ত্যজেৎ—ত্যাগ করা উচিত, সর্বারম্ভাঃ—সমস্ত কর্ম, হি—যেহেতু, দোষেণ—দোষের দ্বারা, ধূমেন—ধূমের দ্বারা, অগ্নিঃ—অগ্নি, ইব—যেমন, আবৃতাঃ—আবৃত।

হরির গান

সহজাত সহজ কর্ম কভু নাহি ত্যাজ।
তাহাতেই নিষ্কিঞ্চনে অগ্নি সদা ভাজ ॥
জগতের সব কাজ দোষ বিনা নয়।
ধূমেতে অগ্নি ঢাকা ধূম দেখা যায় ॥

অনুবাদ

যে জ্ঞানীব্যক্তি। আহারের কর্ম তিনপ্রকার হওয়ার তাহা জানা উচিত নয়। যেহেতু যদি কোন ব্যক্তির দ্বারা আহৃত থাকে, তেমনই সত্ত্ব কর্মী, কোনের দ্বারা আহৃত থাকে।

তাৎপর্য

আহারের বীজের মত আমাদের অনুভূতির আহার দ্বারা অনুভূত। এমন কি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঘরে, যা ব্রাহ্মণ বীজের মত অনুভূতির আহার হয় যাতে পর বলি দিতে হয়। তেমনই, অধিক কর্মী পুরুষরা কোন না কোন, বীজের শরীর সাথে যুক্ত আহার হয়। তিনি যা পরিত্যাগ করতে পারেন না। তেমনই, একজন বৈষ্ণব, যা তিনি কর্মী পুরুষের কোন না কোন, কারণেতে জীবের পালনের হয়ে বীজ পাওয়ের অবস্থাটি জীবের কখনের পুরিয়ে জানতে হয় অথবা কখনও জীবের আহারাবস্থাটি আহারে হয়। এরটি আশ্চর্যজনক। একটিতে পরিত্যাগ করা যায় না। তেমনই, কোন পুরুষের যখন কোন অবস্থা অধিকের পালন আহারে হয়, তখন তাকে তার প্রতিদিনের আহার পালন আহারেই হয়, অধিক যা করা উচিত নয়। এই শব্দের প্রতি পাঠক, অনুভবের জন্য কর্মের আহার কোনের হয়, কোন না কোনটি তার নিজেরই স্বভাবানুসার।

একজন একটি খুব সূক্ষ্ম নিয়মের দেখায় হয়েছে। আমরা অধিক পরিত্যাগ, অনুভব করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু সেই চেষ্টা আমাদের অসম্ভব করে না। আমাদের অধিক চেষ্টা করছে, অনুভব আমাদের আহারের পরিত্যাগ সম্ভব নয় বলে বলা হয়। কোন কর্মী অধিকারের কর্ম পরিত্যাগের অথবা ব্রাহ্মণের কর্ম গ্রহণ করতে যায়, তা হলে হয় পারে কোনের নিশ্চয়তা নেই যে, ব্রাহ্মণের পুরিয়ে কোন অধিক কর্মের আহারে না। পুরুষের নিশ্চয় করা যেতে পারে যে, এই অনুভবের কোনটি অনুভূতির অনুভূত কোনের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের ও জীবের বুদ্ধিমত্তা বুঝতে সক্ষম। শরীরের পালন কোনটি যখন আমাদের কোনের, তখন ও কখনও জীবের জন্য কোন ও শরীরের অবস্থার আকর্ষণীয় নিয়ম করে, কিন্তু এটি সব বিভিন্নিকর অবস্থা পাওয়ের জন্যে আমাদের সহায়তায় করতেই হয়। তেমনই, আমাদের বিভিন্নিকর ব্যবস্থার আমরা কারটি অবস্থাবস্থায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পরে, নিয়মের বুদ্ধিমত্তার কর্ম অনুভব করার জন্যেতে বুদ্ধিমানের অধিক হয়ে পরমেশ্বর আমাদের কোন করতে বুদ্ধিমান হওয়া উচিত। কোনটি হচ্ছে সিদ্ধি লাভের আমাদের নিয়ম। পরমেশ্বর আমাদের সাহায্যে বিভিন্নের জন্য যখন কোন

নিয়মের বুদ্ধিমত্তার কর্ম অনুভূত হয়, তখন সেই নিয়ম আমাদের কারণের পরিত্যাগ হয়ে যায়। আমাদের কোনের বুদ্ধি হওয়ার আমাদের কর্মের পরিত্যাগ হয়ে যায়, তখন অনুভব আমাদের আহারের অবস্থা করে এবং সেটিই হচ্ছে পরম উপলব্ধি।

শ্লোক ১৯

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ—আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, সর্বত্র—সর্বত্র, জিতাত্মা—আত্মসংযমী, বিগতস্পৃহঃ—স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্—নৈষ্কর্ম্যের সিদ্ধি, পরমাম্—পরম, সন্ন্যাসেন—অনুশীলন কর্মত্যাগের দ্বারা, অধিগচ্ছতি—লাভ করেন।

বাংলা অনুবাদ

যিনি সর্বত্র আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, আত্মসংযমী ও ভোগস্পৃহাশূন্য ব্যক্তি তাঁর কর্ম অনুশীলনের নৈষ্কর্ম্যের পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরমার্থ অনুশীলন কর্ম হচ্ছে নিজেকে পবিত্র পরমেশ্বরের অনুগামীদের আসন লাভ করা। এটি মনে করা উচিত যে, কর্মফলে ভোগ করার জন্যে অধিকারের পরিণাম। আমরা যেহেতু পরমেশ্বর অনুগামীদের আসন-বিশেষ, এটি আমাদের অবস্থা করেই প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন ভগবান। তেমনই, পরমার্থ বুদ্ধিমানরা নিয়মানুযায়ী প্রকৃত পরমার্থ অনুশীলন। এই অনুশীলন আমাদের অবস্থা মনে, প্রকৃত পরমার্থ পরিত্যাগ করতে পারেন। অবশ্য, তিনি কখন পরমেশ্বরের পরমেশ্বর অনুশীলনের জন্য কাজ করেন। এরকমই তিনি যখন কোন কখন নিয়মের

[illegible] হয় না। তিনি উচ্চ আসনে, সেখানের নিম্ন আসনে বাহ্যিক আর [illegible] বৃদ্ধাবস্থায় [illegible] হয় না। অর্থ হয় যে, পরমাত্মা তাঁর পুরুষিত [illegible] পর্যায়ের সকল থেকে মুক্ত। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের [illegible] মহান কাজ না করেই, অথবা থেকেই এই মুক্ত হয়ে পড়িছিল হয়। [illegible] এই অবস্থাকে অর্থ হয় যোগাভ্যাস বা যোগের নিম্ন অবস্থা। এই সময়ে [illegible] অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মহাভারতিতে বলা—তিনি পরমাত্মাই কৃষ্ণ, তাঁর বর্ণনা [illegible] থেকে কেউ পারে না।

শ্লোক ৫৬

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫৬ ॥

সিদ্ধিম্—সিদ্ধি, প্রাপ্তঃ—লাভ করে, যথা—যেভাবে, ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে, তথা—তা, আপ্নোতি—লাভ করে, নিবোধ—জেনে নাও, মে—আমার কাছে, সমাসেন—সংক্ষেপে, এব—অবশ্যই, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, নিষ্ঠা—জ্ঞান, জ্ঞানস্য—জ্ঞানের, যা—যা, পরা—অত্যুত্তম।

বাঁধার গান

সিদ্ধিলাভ করি যথা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।
সংক্ষেপেতে কহি শুন তার পরিচয় ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়। সিদ্ধি লাভ করে জীব যেভাবে ব্রহ্মকে পরম নিরঞ্জন প্রকৃতিকে লাভ করেন, তা আমার কাছে সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

জ্ঞানের অনুশীলন করেই বর্ণিত অবস্থাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে সমস্ত কাজ করার মাধ্যমে যেকোন স্তর বুদ্ধিমুক্তির কর্তৃত্ব মুক্ত থেকে অবস্থানে পরম সিদ্ধির স্তর লাভ করতে পারে। অনুসরণ পরমেশ্বর ভগবানের বুদ্ধি অবস্থানের জন্য কর্তব্যকর্ম কাজ করার মাধ্যমে ভগবানের ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরম স্তর লাভ করা যায়। সেটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা। অর্জুনের যথার্থ সিদ্ধি হচ্ছে তার কৃষ্ণভাবনা লাভ করা, যা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণলীলায় বর্ণিত করা হয়েছে।

শ্লোক ৫৭-৫৮

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫৭ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫৮ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৮ ॥

বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা, বিশুদ্ধয়া—বিশুদ্ধ, যুক্তঃ—যুক্ত হয়ে, ধৃত্যা—ধৃতির দ্বারা, আত্মানম্—স্বয়ংকে, নিয়ম্য—নিয়ন্ত্রিত করে, চ—এবং, শব্দাদীন্—শব্দ আদি, বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে, রাগ—আসক্তি, দ্বেষৌ—দ্বেষ, ব্যুদস্য—পরিত্যাগ করে, চ—এবং, বিবিক্তসেবী—নির্জনে স্থানে বাস করে, লঘ্বাশী—অল্প আহার করে, যতবাক্—বাক্য সংযত করে, কায়—দেহ, মানসঃ—মন, ধ্যানযোগপরঃ—ধ্যানযোগে যুক্ত হয়ে, নিত্যম্—সর্বদা, বৈরাগ্যম্—বৈরাগ্য, সমুপাশ্রিতঃ—ভালোভাবে গ্রহণ করে, অহঙ্কারম্—অহঙ্কার, বলম্—বল, দর্পম্—দর্প, কামম্—কাম, ক্রোধম্—ক্রোধ, পরিগ্রহম্—কারও নিকট গ্রহণ, বিমুচ্য—মুক্ত হয়ে, নির্মমঃ—অহংকারশূন্য, শান্তঃ—শান্ত, ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্ম-সাযুজ্যের, কল্পতে—সমর্থ হন।

বাঁধার গান

বিশুদ্ধ যে বুদ্ধিযুক্ত ধৃতি নিয়মিত।
শব্দাদি বিষয় ত্যাগ রাগ দ্বেষহিত ॥
বিবিক্ত যে লঘুভোজী যত বাক্ মন।
ধ্যানযোগে পরা নিত্য বৈরাগ্য সাধন ॥
অহঙ্কার বল দর্প কাম পরিহার।
ক্রোধ আর যত আছে জনে, আছে ॥
নির্মম যে শান্ত সেই ব্রহ্ম অনুভবে।
নিশ্চিত সমর্থ হয় তাহাতে অনুভবে ॥

অনুবাদ

নিজের বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত করে, কর্ম আদি ইন্দ্রিয় নিজেদের পরিচালনা করে, প্রাণ ও জ্ঞান ধারণ করে, নির্জীব পুরুষ কাল ধরে, আত্মা আহার করে, দেহ, প্রাণ ও আত্মা সেবন করে, সর্বদা কালচক্রের বশীভূত হয়ে নিরন্তর পালন করে, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি, ক্রোধ, পরিণামে দেহের সম্পূর্ণবিনাশে যুক্ত হয়ে, মানুষ জ্ঞানশূন্য পাশু পুরুষ ব্রহ্ম-অনুভবের সমর্থ হন।

তাৎপর্য

বুদ্ধির সাহায্যে নির্জীব প্রাণে মানুষ অন্তরালে অধিষ্ঠিত হন। একজনই মানুষ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তথা কর্মেন্দ্রিয় পরিচালিত করেন। তখন আত্মা নিজে ইন্দ্রিয়-কর্মীদের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হন না এবং তখন তিনি নীরব কার্যকারী প্রাণ ও জ্ঞান ভোগে যুক্ত হন। এই ভাবের নিয়ন্ত্রণে মানুষ অবশ্যই নির্লিপ্তভাবে কালচক্রে অবস্থান করেন। তিনি আকাশের অধিপতি আত্মা আছেন এবং তিনি নীরব কার্যকারী দেহ ও আত্মার পালক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তখন আত্মা নীরব নিশ্চয় অবস্থায় থাকে না, কারণ তিনি তখন নীরব দেহকে নীরব অবস্থায় রাখে না। কাজে তখন মানুষ পার্থিব অবস্থায় আত্মা নীরব দেহটিকে স্থূল ও পরিণামী করে তোলার জন্য প্রাণবায়ু তখন আর থাকে না। যেহেতু তখন আর নীরব দেহগুলিকে থাকে না, তাই নিশ্চয় দর্শন থাকে না। পরমাত্মার অবস্থানের কৃপায় মানুষ তখন যা পায়, তাহাই পরমাত্মা থাকেন এবং ইন্দ্রিয়গুলি ভোগের অধীন হয়ে যুক্ত হয় না। ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব অবস্থান কারণ দেখার কারণ প্রত্যক্ষটি তিনি তখন থাকেন না। একজনই মানুষ তখন পরিণামবশত অবস্থানযুক্ত হন, তখন তিনি পরম কাল নিয়ন্ত্রণে প্রতি অধীনস্থ হন এবং সেটিই হচ্ছে ব্রহ্ম-অনুভবের জন্য। সেটি জানতে পারা হয় ব্রহ্মভূত জন্য। মানুষ তখন তার জীবনের লক্ষ্য থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি শান্ত হন এবং কোন কিছুতেই আর লুব্ধ হন না। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৬) সেটি কথা বলেছে তাই কথা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি:
যা এব নিজরূপতয়া কলাভি:।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"গোবিন্দমাদি: আদি কারণের পাশি নাম করে না। কলাগণি যেমন তার পরিপূর্ণ এবং দিব্য স্বরূপে প্রকাশ করেন তাদের সেটিকে করতে পারে না, আনন্দরূপের

সোপান কোন দিব্যরূপ বাহিরে প্রতিটি হয়েছে তাদের বিস্তৃত করতে পারে না। আত্মারূপে তিনিই পাশি নাম করেন।"

শ্লোক ৫৫

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা—প্রসন্নচিত্ত, ন—না, শোচতি—শোক করেন, ন—না, কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করেন, সমঃ—সমদর্শী, সর্বেষু—সকল, ভূতেষু—জীবের প্রতি, মদ্ভক্তিম্—আমার ভক্তি, লভতে—লাভ করেন, পরাম্—পরা।

বাঙ্গালা পদ্য

ব্রহ্ম অনুভব হলে প্রসন্নাত্মা হয়।
শোক আর আকাঙ্ক্ষা সে নির্মল নিশ্চয় ॥
সর্বভূত সমবুদ্ধি তার পরিচয়।
নিরন্তর আমার ভক্তি তবে লাভ হয় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞানে প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সকল জীবের প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরা ভক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা মনে করে ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বা ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে শেষ কথা। কিন্তু নির্বিশেষবাদী বা তার অবতরণের পর ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার আহ্বান হচ্ছে হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তিযোগে তিনি জ্ঞানযোগের শেষের যুক্ত, তিনি ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভূত না হলে কেউ শোক করে না। ব্রহ্ম-অনুভূতিতে শোক বা শোকের সঙ্গে কোন যোগ নেই, মানুষ উচ্চতর চেতনার পরিবেশিতে উন্নীত হয়ে কোন হয়েছে।

শুদ্ধ জীবনের বাসনা নিয়ে যেটি সকল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কর্ম করেন, তাদের মূল্যহীন থাকে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল যেটি সকল ভক্তি অবস্থানে অবস্থানের শেষে

[illegible]

শ্লোক ৫৫

জন্তুরা আবিরাসীদি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
তথৈব তাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

জন্তুঃ—তব; আবিরাসীদি—প্রকাশিত হয়েছি; যাবান্—যাবতোঽস্মি; যশ্চাস্মি—যে রূপে; অস্মি ॥ অস্মি—তত্ত্বতঃ—যথার্থভাবে; তথা—তথা; তাম্—তাকে; তত্ত্বতঃ—যথার্থভাবে; জ্ঞাত্বা—জেনে; বিশতে—প্রবেশ করতে পারেন; তদনন্তরম্—তার পরে।

বীরাঘ্ব খান

নির্গুণ ভক্তিরে জ্ঞানে আমার স্বরূপ ।
অবিশেষ বিশিষ্টেষু তত্ত্বত যে রূপ ॥
সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবেশে আমাতে ।
আমি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ যাতে ॥

অনুবাদ

ভক্তির দ্বারা যেমন স্বরূপত আমি যে রূপ হই, সেইরূপে আমাকে সেই তত্ত্বত জানতে পারেন। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে, তার পরে তিনি আমার ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

তাৎপর্য

[illegible] পূর্ণরূপে জানতে পারে না। [illegible] পূর্ণরূপে জানতে পারে, তা হচ্ছে প্রেমের দ্বারা [illegible] ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কখনই সম্ভবপর নয়। ভগবদ্গীতায় (৭/১৮) যথার্থই বলা হয়েছে, যারা প্রকৃত জ্ঞানী—তিনি পরমেশ্বর ভগবান। [illegible] পরিচয়ের দ্বারা অথবা [illegible] দ্বারা কেউ ভগবানকে জানতে পারে না। [illegible] ভক্তিযোগে তিনি ভগবানের [illegible] হয়েছেন, তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারেন। এই জন্য শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি কেবল ভক্তির দ্বারা।

কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে যিনি পূর্ণরূপে অবগত হয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ভগবান-ধামে প্রবেশ করার যোগ্য হন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী তাঁকে বলা হয় যিনি [illegible] জ্ঞানী হচ্ছেন ভগবান-সেবা করেছেন, এবং যেমন ভক্তিযুক্ত জ্ঞানের-সেবা করেছেন, সেমনই জ্ঞানেরও জ্ঞান, অর্থাৎ যে ভক্তিযোগের পন্থা গ্রহণেছে। এই প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হয় না, এমন কি মুক্তির পরেও বিকাশ হয় না। মুক্তির অর্থ হচ্ছে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। কিন্তু জীবনের সেই একটি অবস্থা আছে যেখানে, একটি ভক্তির স্তরের পরে, অর্থাৎ সেই অবস্থা, সেই ভক্তির স্তরে স্বয়ং কৃষ্ণভগবান। এখানে বিশেষ —'আমাকে জানেন

পারেন, কর্মটিকে যথার্থ কর্ম বলা উচিত নয়, যা অবিদ্যাজনিত বলে বোঝেন। জীব যখন বোঝে যে, এই কর্ম হচ্ছে জীব নিজেকে দেহ মনে করে এবং তার কর্ম। ২। নিশ্চয়ে কর্মটির কর্ম হচ্ছে যে, জীব তার অবিদ্যার তাড়নায় নিজে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রকাশ করে এবং ভগবানের সঙ্গ লাভ করে জীব সেবা করতে পারে। যেমন, একটি বন্ধুক পাখি একটি বন্ধুক নামে প্রকাশ করা সেই পাখিটির নাকে এবং হাতে ভগবানের কাছে নয়, সেই পাখিটির কাছে উপদেশ বলাবার জন্য। নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর বন্ধুকে নাকি নিজে ভগবান বুদ্ধিতে নিয়ে থাকেন। সেই নির্বিশেষবাদীদের পরমেশ্বর নিজে হাতে পারে, কিন্তু অবিশেষবাদীরা বন্ধুকটিকে ভগবান জানীর মতো জীবের অবস্থা বলেন থাকেন। বন্ধুকের পাখিটির যেমন সেবা হয় সেখানে কিন্তু ভগবান জানী থাকেন। কেবল বন্ধুকের উপাধিটি দেখে বন্ধুক বলেছে জানা যায় না। বন্ধুকের পাখিটির যে ভগবান জানী থাকেন, তাদের কাছে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে।

তত্ত্ব জ্ঞানের-সেবার প্রভাবে জন্য বন্ধুকাবস্থায় ভগবানের অন্তরঙ্গ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। এখানে পরবর্তে বর্ণন করা হয়েছে, কেবলমাত্র ভগবান সেবার মাধ্যমেই ভগবানকে জানা যায়। এখানে সেই কথা বলা হচ্ছে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অবিদ্যা মাধ্যমেই কেবল পাপ পুণ্যের ভগবানকে জানা যায় এবং দুঃখ বলে অনেক কথা যায়।

তাই ভগবানের সঙ্গে সেবা-সুখ হলে প্রকৃতির জন্য অবিদ্যার হলে ভগবানের কথা শোনার মাধ্যমে অবিদ্যার জন্য হয়। যেটি যখন ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তখন তাদের সেবাটি প্রকৃতির বিনাশ হয় এবং তার অনুরূপ—ইন্দ্রিয়সুখ সেবার জন্য বাধা ও সেবা বিমুখিত হয়। অবিদ্যার জন্য সেবা নাম ও নামের সাথী বিমুখিত হয়, কারণটি তিনি অবিদ্যাকে জানেন, সেবার প্রতি আসক্ত হন এবং সেই আসক্তির কারণে তিনি তখন তার ভগবানের অনুগত সেবা-সুখ হন। বাস্তবেও সেই অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই কথা বলা হয়েছে। মুক্তির পরের অবিদ্যা অনুশীলন যা নিজ জ্ঞানের সেবা করিয়ে থাকে। সেই সম্বন্ধে (ভক্তিরসামৃত (২/১/১১) কথা হয়েছে—আত্মেন্দ্রিয় তৎপরতা সেই মুক্তি। অর্থাৎ মুক্তির পরের অবিদ্যাকে জানেন, সেবা করিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে অবিদ্যাকে অর্থাৎ মুক্তির বর্ণন করে বলা হয়েছে যে, জীবের যথার্থ স্বরূপে অবস্থিত হওয়াই হচ্ছে মুক্তি। জীবের স্বরূপের বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে—সেটিই জীবের হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অনুগত

দাস। তাই জীবের স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। মুক্তির পরে এই সেবা কখনও বন্ধ হয়ে যায় না। যথার্থ মুক্তি হচ্ছে জীবের তার স্বরূপে সেবা সুখ হওয়া।

শ্লোক ৫৬

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

সর্ব—সমস্ত, কর্মাণি—কর্ম, অপি—ও, সদা—সর্বদা, কুর্বাণঃ—অনুষ্ঠান করে, মদ্ব্যপাশ্রয়—আমাতে, মৎপ্রসাদাৎ—আমার, অবাপ্নোতি—লাভ করেন, শাশ্বতম্—নিত্য, পদম্—ধাম, অব্যয়ম্—অবিনাশী।

বাংলা অনুবাদ

আমার শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও আমার প্রসাদে নিত্য অক্ষয় ধাম লাভ করেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষেই কর্মটির কর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে। তার পরমুখাপেক্ষী হওয়ার জন্য তত্ত্ব তার পরমেশ্বর ভগবান যা জীব অবিদ্যাজনিত ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন। তত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান সেবার জন্য সদা-নীত সেটি। তিনি সর্বদাই ইন্দ্রিয় জয়ী পূর্ণরূপে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। যে ভক্ত একান্তই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তখনও জীব প্রতি আসক্ত নন। অন্যের অবিদ্যাজনিত আচরণ অবিদ্যাকে তিনি ভগবান-ধামে বা কৃষ্ণলোকে অধিষ্ঠিত হন। জীব স্বরূপ-ধাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে যেমন সংশয় নেই। সেই ধামে গেলে সেবা পরিবর্তন নেই। সেখানে সব নিত্যই নিত্য, অবিনশ্বর ও পূর্ণ আনন্দময়।

শ্লোক ৫৭

তেষাং সর্বেষ্বপি প্রাহি মনসা মৎপরাঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

তেষাং—তাঁদের সকল, সর্বকর্মাণি—সমস্ত কর্ম, অপি—অবশ্যই, সন্ন্যস্য—অর্পণ করে, মৎপরাঃ—মৎপরায়ণ হয়ে, বুদ্ধিযোগম্—জ্ঞানবুদ্ধি, উপাশ্রিত্য—আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক, মচ্চিত্তঃ—আমাতে আসক্তচিত্ত, সততম্—সর্বদাই, ভব—হও।

বঙ্গানুবাদ

তাই বুদ্ধি যোগ আশ্রয় করে আমাতে অর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, বুদ্ধিযোগের সাহায্যে প্রাণপণে সর্বদাই মচ্চিত্তবিশিষ্ট হও।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যেকোনো কর্ম করলে, তখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ কৃষ্ণের হাতে তুলে দেন এবং কোনো কাজ করেন না। তিনি কাজ করেন শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের জন্য। পরিণামের, তাঁর একান্ত অনুগত থাকেন। যখনই তেমন পরিস্থিতির সামনে হন। তিনি কাজ করেন কেবল তাঁর প্রভুর আদেশ অনুসারে। সমস্ত প্রভুর আদেশে তিনি কর্ম করেন, তাঁর নিজ অথবা অপরের জন্য কোনো কাজ করেন না। তিনি কেবল তাঁর প্রভুর আদেশ অনুসারে নিজের কৃষ্ণভাবনা তাঁর কর্তব্য করে চলেন। এখন, যেকোনো কর্ম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের কাজগুলো অবশ্যই কর্ম করতেন, কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে নেই, তখন কিভাবে কর্ম করা উচিত? যেকোনো ব্যক্তি এই গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে, তা হলে তার ফল একই। এই শ্লোকে সমস্যার সমাধান শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর সাথে বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অধিনায়ক উপদেশ দেবেন যেকোনো জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং একজনের কর্ম করার সময় একজনের শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা

উচিত—"এই নির্দেশ কাজটি করলাম কারণ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নির্দেশ করেছেন।" এরকমই কাজ করলে আত্মনিবেদনের শ্রীকৃষ্ণের কাছে হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে পরাভক্তি কৃষ্ণভাবনামৃত। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পরমেশ্বরের কাছে যা চিন্তা করি, কাজ তাদের শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত নয়। যেটি আমাদের কাজকর্ম কৃষ্ণভাবনাময় অধিনায়ক অর্পণ যোগ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা উচিত। এটি একটি আমাদের অবশ্যপূর্ণ বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের সেই নির্দেশ গুরু-পরম্পরার অনুসরণ করলে পাওয়া যায়। যদি কখনো আমাদের পক্ষে কোনোটি জীবনের মূল কর্তব্য বলে মনে করা উচিত। সেটি যদি অনুসরণ করলে তাকে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা হলে, তা হলে কৃষ্ণভাবনাময় জীবনটা তাঁর নিজে অর্পিত।

শ্লোক ৫৮

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

মচ্চিত্তঃ—মৎপরায়ণ হয়ে, সর্ব—সমস্ত, দুর্গাণি—বিপদসমূহ, তর—অতিক্রম, মৎপ্রসাদাৎ—আমার কৃপায়, তরিষ্যসি—উত্তীর্ণ হবে, অথ—কিন্তু, চেৎ—যদি, ত্বম্—তুমি, অহঙ্কারাৎ—অহংকার বশত, ন—না, শ্রোষ্যসি—শোনো, বিনঙ্ক্ষ্যসি—বিনষ্ট হবে।

বঙ্গানুবাদ

মচ্চিত্ত যেটি যে জন আমার আশ্রয়ে। সর্বদুঃখ আসবে দূরে না বিচারে ॥
আমার যে উপদেশ যেজন করি মানে। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বিনাশে আপনে ॥

অনুবাদ

এরকমই মৎপরায়ণ হলে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত বিপদকে পেরে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তুমি যদি অহঙ্কার-বশত আমার কথা না শোনো, তা হলে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত অবলম্বন করে জীবন যাপনের জন্য যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম, তা সম্পন্ন

[illegible]

শ্লোক ৬৯

[illegible] ন যোগ্যং ইতি অন্যথা।
নিষেধ বাক্যমাত্রেণ তদ্বিদ্বাঃ নিষেধন্তি ॥ ৬৯ ॥

[illegible]

শিষ্যের গান

অহঙ্কার করি বল যুদ্ধ না করিবে।
শিষ্যা যে প্রতিজ্ঞা তুমি করিবে অন্যথে ॥

অনুবাদ

যদি অহঙ্কারের আশ্রয় করে 'যুদ্ধ করব না' এরূপ মনে কর, তা হলে তোমার অবশ্য বিপত্তি হবে। কারণ, তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে।

তাৎপর্য

[illegible] বিদ্যা [illegible] ছিল [illegible]। কিন্তু শিষ্যা অহঙ্কারের বশে তিনি [illegible] করেছিলেন যে, তাঁর বল, শিষ্যের ও গুরুদের হতে অধিক তাঁর পাশ হবে। [illegible] তিনি নিজেকে [illegible] বলে মনে করেছিলেন, তেমন এই অহঙ্কার [illegible] তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। পরে গুরুদেবের [illegible] যে [illegible] তাঁকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে তার বিপত্তি। [illegible], [illegible]—সেই অনুসারে পরাজয়ের [illegible] নির্দেশ [illegible] হচ্ছে, তার [illegible] করে [illegible] তিনি [illegible]। অন্যথা তোমার অনুসারে অধিকার নির্দেশ করতে পারবে, সেই অবস্থা তার [illegible] পারে না। যদি, পরাজয়ের [illegible] নির্দেশ অনুসারে [illegible] হচ্ছে সেই পন্থা। পরে গুরুদেবের [illegible] নির্দেশ বা তাঁর [illegible] নির্দেশ [illegible] করা উচিত নয়। [illegible] বা [illegible] পরে গুরুদেবের [illegible] পালন করা উচিত। তা হলে সর্ব অনর্থনাশ, নিশ্চয়ই পাশ যায়।

শ্লোক ৬০

অহঙ্কারেণ যৌদ্ধব্যং নিশ্চয়ং যেন কর্হিচিৎ।
কর্তুং নেচ্ছসি যদ্যেতদ্ধ করিষ্যত্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

অহঙ্কারেণ—অহঙ্কারের, যৌদ্ধব্যং—যে যুদ্ধ করব, নিশ্চয়ং—প্রতিজ্ঞা করে, যেন—যেভাবে নিশ্চয়ে, কর্হিচিৎ—কখনো, কর্তুং—করতে, ন—না, ইচ্ছসি—ইচ্ছা কর, যদি—যদি, তৎ—তা, যেন—তোমার, করিষ্যতি—করবে, অবশঃ—অবশ্যভাবে, অপি—নিশ্চয়, তৎ—তা।

শিষ্যের গান

অহঙ্কারে কর্ম তব অবশ্য সাধিবে।
যৌদ্ধব্যে নির্দিষ্ট যত নিশ্চয় করিবে ॥

অতএব তোমাকে ইচ্ছা নাহি কর।
অনাশে করিবে সেই তুমি অঙ্গীকার ॥

অনুবাদ

হে কৌরব! তোমাকে তুমি একান্তভাবে করতে ইচ্ছা করছ না, কিন্তু তোমার নিজের স্বভাবজাত কর্মের দ্বারা সম্পাদী হয়ে অনায়াসে তুমি তা করতে প্রবৃত্ত হবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যেটি যদি কর্ম করতে রাজি না হয়, তা হলে সে প্রকৃতির সে গুণে অবস্থিত, সেই গুণ অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ প্রকৃতির গুণের বিশেষ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত এবং সেজন্যই কাজ করায়। কিন্তু যে ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে নিজেকে নিযুক্ত করে, সে মুক্তিলাভ করে।

শ্লোক ৬১

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান, সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবের, হৃদ্দেশে—হৃদয়ে, অর্জুন—হে অর্জুন, তিষ্ঠতি—অবস্থান করেন, ভ্রাময়ন্—ভ্রমণ করান, সর্বভূতানি—সমস্ত জীবকে, যন্ত্র—যন্ত্রে, আরূঢ়ানি—আরোহণ করিয়ে, মায়য়া—মায়ার দ্বারা।

বঙ্গানুবাদ

ঈশ্বর আছে সে সর্বভূতের হৃদয়ে।
কর্ম অনুসারে সব নিয়ন্ত্রণ করয়ে ॥
মায়ার যন্ত্রেতে জিনি সবারে ঘুরায়।
বুদ্ধি যন্ত্রে করে জীব সেই কর্ম ধায় ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং সমস্ত জীবকে তাঁর জড়া শক্তি মায়ার দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে ভ্রমণ করান।

তাৎপর্য

অর্জুন পরম জ্ঞানী ছিলেন যে এবং যুদ্ধ করা বা না করা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধীর বিবেচনা করার ক্ষমতা ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছাটি অবশ্যই নয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান যা ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে তাদের পরিচালনা করেন। সেজন্যই কোনো পথ জীব তার অতীতের কর্ম অনুসারে পায়। কিন্তু পরমেশ্বর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানবান হয়ে সমস্ত কর্মের সাক্ষী থাকেন। তাই, জীবের সমস্ত কর্মগুলি পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবের যা প্রাপ্য তা সে প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতিদ্বারা এক-একটি দেহে আবদ্ধ হয়ে এটি কাজ করতে চালনা করতে থাকে। জীব যখনই একটি কাজ শেষ করে, তখনই তাকে সেই শরীরের কর্ম অনুসারে কর্ম করতে হয়। যেমন, যেমন মানুষ স্বপ্ন একটি জন্তুদেহ পরিচয়ে বাস করেন, তখন তিনি মহাশক্তি পরিচালিত যেকোন জন্তুদেহকে গ্রহণ করেন, যদিও জীব বা পরিচালক একটি অনুভব হতে পারেন। যেমনই, পরমেশ্বর নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি যেকোন বিশেষ জীবের জন্য যেকোন বিশেষ উপাদান দেহ তৈরি করেন যাতে সে তার অতীতের কাজের অনুসারে কর্ম করতে পারে। জীব স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। নিজেকে কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান থেকে স্বাধীন বলে মনে করা উচিত নয়। জীব সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই, তার কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা এবং সেটিই হচ্ছে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠের নির্দেশ।

শ্লোক ৬২

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

তম্—তাঁর, এব—অবশ্যই, শরণম্—শরণ, গচ্ছ—গ্রহণ কর, সর্বভাবেন—সর্বোতোভাবে, ভারত—হে ভারত, তৎপ্রসাদাৎ—তাঁর প্রসাদে, পরাম্—পরা, শান্তিম্—শান্তি, স্থানম্—ধাম, প্রাপ্স্যসি—তুমি লাভ করবে, শাশ্বতম্—নিত্য।

বঙ্গানুবাদ

ঈশ্বরের চরণে তুমি সর্বতোভাবে শরণ।
প্রসাদে ঈশ্বরে সর্ব শান্তির নূতন ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

অনুবাদ

যে ভক্তিযোগের দ্বারা পরমেশ্বর হন। যিনি প্রসন্নচিত্তে তুলসী পত্র পুষ্প ফল নিবেদন করেন প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভক্তি ভক্তিই জীবের কর্তব্য, পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলেছেন যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁর পরমপদের ভক্তরা এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর নিত্য ভক্ত জগতের পরম পুরুষ-পুরুষ থেকে নিকৃষ্ট নয় তাঁরা। এই ভক্তি-সম্পর্কের জন্যে জীব যে কেবল এই জীবনের সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত হয়, তাই নয়, পরিণামে সে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করে। ভক্তি-জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করে উপনিষদে (কঠ ১/২২/২৩) বলা হয়েছে—কঠ নিচিকেতা পরমা সম্বন্ধে। যেহেতু সমস্ত পৃথিবী ভগবানের তাঁরই, তাই আধ্যাত্মিক বা বিশুদ্ধ চেতনাসম্পন্ন উদ্ভিদ, শিশু পরমেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ করে ভগবানের নিত্য ভক্তদের জোগানো হয়ে, যাতে তারা হয় ভক্তি-জ্ঞান, বা উপভোগের।

ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কর্মণি ভাবে ভক্তি অভিব্যক্তি—ভগবান পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে। তাই, ভগবান পরমেশ্বরের নিজেরই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরে আত্মসমর্পণ করা। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর বলে জেনে নিয়েছেন। কখন অর্জুনের জীবন পরম ব্রহ্ম পরম ধাম রূপে জীবনে বলা হয়েছে। অর্জুন যেমন তাঁর অভিভাবক পরিচালকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং পরম জীবের পরম ধাম বলে গ্রহণ করেছেন, তাই নয়, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি সমস্ত মহাজনরা যে শ্রীকৃষ্ণকে সেই শ্রীমূর্তি নিয়ে জেনেছেন, তিনি সেই কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৬৫

ইতি যে জ্ঞানসম্পন্নাঃ ভক্তাস্ত্বাং ভক্তবৎসল মন্যে ।
বিশুদ্ধপ্রেমসেবেন যেষাঞ্চাসি কৃতা কৃষ্ণ ॥ ৬৫ ॥

ইতি—এইভাবে, যে—যাঁরা, জ্ঞানম্—জ্ঞান, অধ্যাত্মম্—পরিচয় হন, ভক্তাঃ—ভক্তরা, ত্বাম্—তোমাকে, ভক্তবৎসল—ভক্তবৎসল, মন্যে—আমার মনে হয়, বিশুদ্ধ—নির্মল, প্রেম—প্রেম, সেবন—সেবা, অনুশীলন—অনুশীলনের দ্বারা, যেষাম্—যাঁর, হি—নিশ্চয়, কৃতা—করা, কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ।

বঙ্গানুবাদ

এইভাবেই আমি তোমাকে ভক্ত তোমার ভক্তদের জ্ঞান বর্ণনা করলাম। তুমি যা সম্পূর্ণরূপে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তাই কর।

তাৎপর্য

ভগবান ইতিমধ্যেই অর্জুনের কাছে প্রকৃত পরমেশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রকৃত অবস্থা লাভ করেছেন, তিনি ভক্ত, তিনি পরমের অনুগামী বলেও তা, যা কেবল বিশুদ্ধ আত্মাদের বলেন না। পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার ফলে তা সম্ভব হয়। পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। এটিই প্রকৃতজ্ঞান, কিন্তু এটি উপলব্ধি।

এখানে যেখানেই কথা কৃষ্ণ কথাটির অর্থ হচ্ছে—"যা ইচ্ছা হয় তাই কর"—ইহাই কথা হয়েছে যে, ভগবান জীবের কৃষ্ণ ভাবনায় হস্তক্ষেপ করেন না। ভগবদ্গীতার ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ করেছেন কিভাবে জীবনের জন্য নিয়ম করা যায়। অর্জুনের সামনে এটি উপদেশ হচ্ছে, ভক্তি-অবস্থায় পরমেশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা। সমস্ত নির্দেশনার মাধ্যমে পরমেশ্বরের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করে সাফল্য হওয়া উচিত। যা মানব-জীবনের পরম সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। কৃষ্ণ ভাবনার জন্য অর্জুন মহাভারতের পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা সমস্ত জীবের পরম স্বার্থ। এটি পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থ নয়। আত্মসমর্পণের পূর্ণ বুদ্ধি নিয়ে এই সম্বন্ধে ভগবান নিজে কথার অধিনায়ক

সমস্যাটি হয়েছে, শাস্ত্র পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করার সেটিই হচ্ছে উত্তম পন্থা। এই নির্দেশ শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত পুস্তকের মধ্য থেকেও গ্রহণ করা যায়।

শ্লোক ৬৫

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

মন্মনাঃ—সর্বদাচিন্তা, ভব—হও, মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত, মদ্যাজী—আমার পূজক, মাম্—আমাকে, নমস্কুরু—নমস্কার কর, মাম্—আমাকে, এব—অবশ্যই, এষ্যসি—লাভ করবে, সত্যম্—সত্যই, তে—তোমার কাছে, প্রতিজানে—প্রতিজ্ঞা করছি, প্রিয়ঃ—প্রিয়, অসি—তুমি হও, মে—আমার।

গীতার গান

মনেপ্রাণ মজাও মম প্রেমে নমস্কার।
আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ॥

অনুবাদ

তুমি আমার প্রতি মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তা হলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এই জন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় অধ্যায়ে অধ্যায়ে আলোচনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করবার এবং সর্বশেষটি চরম নির্দেশ যাতে চরম লক্ষ্য কর্ম সাধন করা। তোমাদের যাদের প্রকৃত উন্নতি নেই। জীবনের একমাত্র পন্থা তোমরা উন্নতি, যাতে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পার। সর্বশেষ একমাত্রের কার্যকর্ম করা উচিত, যাতে সমস্ত ইতিপূর্বে আলোচনাগুলি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনুধাবন করা যায়। জীবনের একমাত্র নিরাপত্তি কর্ম উচিত যাতে নিজের মতো চরিত্র গঠনটি শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তাটি চিন্তা না হয়। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞাটি দিচ্ছেন যে, তিনি একান্তই তার পুরুষকারে লাভ করেছেন, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন, যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখানুভূতি হচ্ছে নীল আনন্দময় জীবনে পারেন। ভগবদ্গীতার এই পুস্তকে অবশ্যই অর্জুনকে বলা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বন্ধু। অর্জুনের পক্ষে অনুসরণ করে সমস্তটি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নতুনে পরিণত হতে পারেন এবং অর্জুনের মতো সার্থকতা অর্জন করতে পারেন।

এই কথাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্যে অন্তরে একান্ত করার নিয়মে সকল আয়োজন করা হয়েছে, যে জন্যে তিনি বিভুক্ত সুখানিত পারমানন্দ গোলোকধাম, নীল সুখময়

শ্লোক ৬৫

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

মন্মনাঃ—সর্বদাচিন্তা, ভব—হও, মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত, মদ্যাজী—আমার পূজক, মাম্—আমাকে, নমস্কুরু—নমস্কার কর, মাম্—আমাকে, এব—অবশ্যই, এষ্যসি—লাভ করবে, সত্যম্—সত্যই, তে—তোমার কাছে, প্রতিজানে—প্রতিজ্ঞা করছি, প্রিয়ঃ—প্রিয়, অসি—তুমি হও, মে—আমার।

গীতার গান

মনেপ্রাণ মজাও মম প্রেমে নমস্কার।
আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ॥

অনুবাদ

তুমি আমার প্রতি মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তা হলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এই জন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় অধ্যায়ে অধ্যায়ে আলোচনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করবার এবং সর্বশেষটি চরম নির্দেশ যাতে চরম লক্ষ্য কর্ম সাধন করা। তোমাদের যাদের প্রকৃত উন্নতি নেই। জীবনের একমাত্র পন্থা তোমরা উন্নতি, যাতে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পার। সর্বশেষ একমাত্রের কার্যকর্ম করা উচিত, যাতে সমস্ত ইতিপূর্বে আলোচনাগুলি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনুধাবন করা যায়। জীবনের একমাত্রের নিরাপত্তি কর্ম উচিত যাতে নিজের মতো চরিত্র গঠনটি শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তাটি চিন্তা না হয়। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞাটি দিচ্ছেন যে, তিনি একান্তই তার পুরুষকারে লাভ করেছেন, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন, যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখানুভূতি হচ্ছে নীল আনন্দময় জীবনে পারেন। ভগবদ্গীতার এই পুস্তকে অবশ্যই অর্জুনকে বলা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বন্ধু। অর্জুনের পক্ষে অনুসরণ করে সমস্তটি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নতুনে পরিণত হতে পারেন এবং অর্জুনের মতো সার্থকতা অর্জন করতে পারেন।

এই কথাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্যে অন্তরে একান্ত করার নিয়মে সকল আয়োজন করা হয়েছে, যে জন্যে তিনি বিভুক্ত সুখানিত পারমানন্দ গোলোকধাম, নীল সুখময়

অনুপূর্ব শ্রীধরস্বামি এবং রামানুজ গীতার মধ্যে অনুসরণ পালনের। ব্রহ্মসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। অনন্তরূপের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে অনাদি নিত্য পরম ঈশ্বর। অনন্তরূপের অন্যতম রূপের অধিকারীদের পরম ঈশ্বর নয়। বিষ্ণু, নারায়ণ, রাম, পরশু আদি অনন্তরূপের অন্যতম রূপ মাত্র। কিন্তু অর্জুনের সম্মুখে যে রূপ নিয়ে অনন্তরূপ প্রকটী করেছিলেন, অর্জুন ঈশ্বর যেই রূপেই অনন্ত এবং একমাত্র। শ্রীকৃষ্ণের রূপের মধ্যে একমাত্র কর্মটী হচ্ছে, যখনকার অর্জুনের মধ্যে অনন্তরূপ তা ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ অর্জুন হচ্ছেন অনন্তরূপের পরমতম নিত্য বন্ধু।

শ্লোক ৬৬

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

সর্বধর্মান্—সর্ব প্রকার ধর্ম; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; মাম্—আমাকে; একম্—কেবল; শরণম্—শরণাগত; ব্রজ—হও; অহম্—আমি; ত্বা—তোমাকে; সর্ব—সমস্ত; পাপেভ্যঃ—পাপ থেকে; মোক্ষয়িষ্যামি—মুক্ত করব; মা—করো না; শুচঃ—শোক।

বাংলা পদ্য

সর্ব ধর্ম ত্যাগি লহ আমার শরণ।
রক্ষিব তোমাকে আমি সর্ব অকিঞ্চন ॥
কোন চিন্তা না করিবে পাপ নাহি তব।
আমার শরণে তুমি পাবে শান্তি পাবে ॥

অনুবাদ

সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

তাৎপর্য

ভগবান নানা প্রকার আচারের বর্ণনা করেছেন, নানা প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন, তপস্যাচরণের বর্ণনা করেছেন, পরমাত্মা জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন দিব্য এবং অন্যান্য অবতারের বর্ণনা করেছেন, পরমেশ্বর অবতারের জ্ঞান, ভিন্নাংশের জ্ঞান,

জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-সংযম, যোগ আদি সব কিছুরই বর্ণনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে বারে বারে বারেই বর্ণনা করেছেন। এখন, ভগবদ্গীতার অবতরণ বিভাগে আমরা আলোচনা করেছি যে, অর্জুনের উচিত যে সমস্ত বারেই কথা তাঁর কাছে বলা হয়েছে, তা সবই পরিত্যাগ করা, তাঁর উচিত কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। যেহেতু অন্যান্যটি উচিত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবে, কেন না ভগবান নিজেই তাঁকে তাঁর রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অর্জুন আমাদের বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, তিনিই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করতে পারেন। এরকমই কেউ মনে করতে পারে যে, যদি না সে সব প্রকারের পাপ থেকে মুক্ত হয়, সে ভগবানের শরণাগতি লাভ গ্রহণ করতে পারে না। কেউ মনেতে পরিত্রাণিতে এমনটি বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত না হয়েও থাকে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে তিনি আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য অন্য কোন কঠিনতা করেনি প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের পরম পরিত্রাতা বলে বিশ্বাসপূর্বক গ্রহণ করা। শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সঙ্গে আমাদের উচিত তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়া।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১১/৬১৬) গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের পদ্ধতি অতি সহজ করে বলা হয়েছে—

অনুকূলভাবে সেবা প্রাতিকূল্য বর্জন।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসে গোপ্তৃত্বে বরণ কৃত্য।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতি ॥

অনুকূলভাবে শরণাগত কেবল এটি মনেতে আনেন করা উচিত, যা পরিবারের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি প্রদান করবে। যেটি সর্ব অনুকূলে তাঁর স্বরূপটি অনুকূল ভাবে গ্রহণ পারেন, কিন্তু তাঁর অধীন কর্মফলে সমস্ত ফলে তিনি যদি কৃষ্ণভাবনামৃত ভগবদ্ভক্তি লাভ না করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত কর্মটি অকারণ। যা কৃষ্ণভাবনামৃত পক্ষে অতি প্রতিকূল করে না, তা পরিত্যাগ। অনুকূলের মূল বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করবেন। যেন ও আমরা একটে বিশ্বাসে রক্ষা হলে তা নিজে সুনিশ্চিত করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীকৃষ্ণ যেটি জেনেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জন করবার যোগ্য জ্ঞান করে শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যে কারণে যেটি কৃষ্ণভাবনামৃতের পরিপোষণে ভগবানের সেবায় নিজেকে ঐকান্তিকভাবে নিযুক্ত করেন, তখনকার তিনি কারণ প্রাকৃতিক সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। আমাদের অনুশীলন ও সেবাপরায়ণতার ফলে

আদি অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বহিঃ পদ্ধতি ও লোকাচারী পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁকে এই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করতে হয় না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরমাণুর উপরে থাকে তাঁকে অন্যান্য সমস্ত বস্তু করতে হয় না। এরকমই উপলব্ধি, সমস্ত প্রকার বিভিন্নভাবে করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ পুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ হয়েছে তিনি। তাঁর নাম 'শ্রীকৃষ্ণ' স্বয়ং তিনি লিখেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদি পুরুষ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী রূপে আত্মপ্রকাশ হন, তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁর কিছু পার্ষদসঙ্গী রয়েছে—তাঁদের মধ্যে কেউ বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রতি আসক্ত, কেউ পরমাত্মা জ্ঞানের প্রতি আসক্ত, কিন্তু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নিজস্ব জ্ঞানের প্রতি আসক্ত এবং অর্জুনসহ তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, তিনি সমস্ত পার্ষদগণেরও মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রমতে জানা যায়, পূর্ণ চেতনার কৃষ্ণভাবনা মধ্যে যথাযথ জ্ঞান এবং সেবাই হচ্ছে সমস্ত ভগবদ্গীতার সারমর্ম। কর্মযোগী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এদের সকলেরই কিছু হয় পার্ষদসঙ্গী, কিন্তু তিনি শুধু ভক্ত ভক্ত বিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যে বিশেষ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে, তা মানে —'জয় লাভ না, বিজয় করা না, উদিত হওয়া না', তা অবশ্যই জ্ঞানপূর্ণ। কেউ যদি কখনো পারেন, তিনি কখনোই কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরমাণুর হওয়া কি করে সম্ভব, কিন্তু এই অধ্যায় সুনিশ্চিত নির্দেশ।

শ্লোক ৬৭

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

ইদম্—এই, **তে**—তোমার, **নাতপস্কায়**—তপস্যাহীন ব্যক্তিকে, **ন**—না, **অভক্তায়**—অভক্তকে, **কদাচন**—কখনও, **ন**—না, **চ**—ও, **অশুশ্রূষবে**—পরিত্যাগীকে, **বাচ্যম্**—বলা উচিত, **ন**—না, **চ**—ও, **মাম্**—আমার প্রতি, **যঃ**—যে, **অভ্যসূয়তি**—বিদ্বেষ ভাবাপন্ন।

বাংলা অনুবাদ

ইদম্ তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ

যারা তপস্যাহীন, অভক্ত, পরিত্যাগীকে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাদেরকে কখনও এই গোপনীয় জ্ঞান বলা উচিত নয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি নেই, যে কখনও তপস্যাহীন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার চেষ্টা করেনি, যে কখনও কারও ভক্তের পরিবারে জন্মেনি এবং বিশেষ করে যারা শ্রীকৃষ্ণকে একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির স্থান করে, তারা অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাদেরকে কখনও এই গুহ্যতম জ্ঞানের কথা শোনানো উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন আধুনিক জনগণ অনুমানের শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছে কিন্তু তাঁদেরকে নিয়ে এবং ভগবদ্গীতার পাঠ করার চেষ্টা করছে ভগবদ্গীতার সার বিশ্লেষণ করতে, যার উপলব্ধির জন্য। কিন্তু যিনি প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চাইবেন, তাঁকে অবশ্যই ভগবদ্গীতায় এই সমস্ত জ্ঞানগুলি গ্রহণ করতে হবে। প্রাকৃতজনেরা যারা ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, ভগবদ্গীতার যথার্থ উপদেশ তাদের জন্য প্রযোজ্য হয় না। এমন কি যে বিদ্যালয়টি জ্ঞান করে উচ্চতর শাস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি সে কৃষ্ণভক্ত না হয়, তা হলে সেও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। এমন কি সে কৃষ্ণভক্তির পরিচয় করে, কিন্তু অভিজ্ঞতা কৃষ্ণসেবায় যুক্ত নয়, সেও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। সব অসুর আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, যারা তিনি ভগবদ্গীতার বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং যাঁর উপরে আর কেউ নেই। এই অসুর আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। এই ধরনের মানুষদের কাছে ভগবদ্গীতা শোনানো উচিত নয়, কেননা তারা তা বুঝতে পারবে না। অভিজ্ঞতা লোকেরাও পরম ভগবদ্গীতা ও শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করে থাকেন। নির্বিশেষবাদী দার্শনিক তত্ত্ব কখনো কারও থেকে শ্রীকৃষ্ণকে বা কেবল ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬৮

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যঃ—যিনি, ইমম্—এই, পরমম্—পরম, গুহ্যম্—গোপনীয়, মম—আমার, ভক্তেষু—ভক্তগণের মধ্যে, অভিধাস্যতি—উপদেশ করেন, ভক্তিম্—ভক্তি, ময়ি—আমার প্রতি, পরাম্—পরা, কৃত্বা—করে, মাম্—আমাকে লাভ করে, এব—অবশ্যই, এষ্যতি—আসবেন, অসংশয়ঃ—নিঃসন্দেহে।

গীতার গান

আমার ভক্তকে যেবা উপদেশ করে।
পরা ভক্তি পাঞ্চ করি পাইবে আমারে ॥

অনুবাদ

যিনি আমার ভক্তগণের মধ্যে এই পরম গোপনীয় গীতাশাস্ত্র উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করে নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফিরে আসবেন।

তাৎপর্য

আমাদের ভক্তগণের জন্যগুলিতে আলোচনা করার উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ আমাদের না পারে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে, না পারে জন্মগুলিতে এই উপলব্ধি করতে। তারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে গীতার করতে হয় না এবং জন্মগুলিতে সাধারণভাবে টানা করতে হয় না, তাদের কর্তব্যই নিজের উপলব্ধিতে জন্মগুলিতে বিশ্লেষণ করে আলোচনা করার উচিত নয়। জন্মগুলিতে অর্থ উপলব্ধি বিশ্লেষণ করা উচিত, যাতে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্যগুলি বাধা প্রদান করতে পারে। এটি কেবল ভক্তদের নিজস্বতা, গোপনীয় ভক্ত-ভক্তগণেরই জন্য নয়। যিনি ঐকান্তিকভাবে জন্মগুলিতে আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, তিনি অবিলম্বে তিনি পরম পদে এবং ভগবদ্ধাম লাভ করেন। এই সব অধিক পদে তিনি নিশ্চয়ই জন্মগুলি-পাঠ নিয়ে থাকেন।

শ্লোক ৬৯

য ইদং ধর্ম্যমুপ্যেম্ কর্ণিয়ে শ্রদ্ধাবতঃ।
অনিত্যং ন ইদং যে ধর্ম্যমন্ত্র শ্রদ্ধাবতো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

ইদম্—এই, ইদম্—এটা, ধর্ম্যম্—ধর্ম্য থেকে, অনুপ্যেম্—অনুগমন করে, কর্ণিয়ে—শোনে, যে—যারা, শ্রদ্ধাবতঃ—অধিক শ্রদ্ধাবান, অনিত্যম্—অনিত্য, ন—না, ইদম্—

এটা, যে—যারা, ধর্ম্যম্—ধর্ম্য থেকে, অন্ত্র—এতে, শ্রদ্ধাবতঃ—শ্রদ্ধাবান, ভুবি—এই পৃথিবীতে।

গীতার গান

যারা পশ্চা মহাভাগে শ্রিয় নাহি মোর।
হয় নাহি হবে নাহি আমাতে বিচার ॥

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে অনুগামী যারা ধর্ম্য থেকে অধিক শ্রদ্ধাবান আমার কোনো সেবা এবং ধর্ম্য থেকে অন্য কোনো আমার শ্রদ্ধাবান হয় না।

শ্লোক ৭০

অপোহ্যাহং ত্ব ন ইদং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানেনেষ্টিং প্রাপ্তিতি যে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

অপোহ্যাহম্—অপসারণ করলাম, ত্ব—তু, ন—না, ইদম্—এটা, ধর্ম্যম্—পবিত্র, সংবাদম্—কথোপকথন, আবয়োঃ—আমাদের উভয়ের, জ্ঞান—জ্ঞান, যজ্ঞেন—যজ্ঞের দ্বারা, জ্ঞেন—জ্ঞান, ইষ্টম্—পূজিত, প্রাপ্ত—লাভ, ইতি—এটা, যে—আমার, মতিঃ—অভিমত।

গীতার গান

আমার এ উপদেশ যেবা বিচার করিবে।
তার জ্ঞানযজ্ঞে মোর উপাসনা হবে ॥

অনুবাদ

আর যিনি আমাদের উভয়ের এই পবিত্র কথোপকথন অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। এই আমার অভিমত।

শ্লোক ৭১

শ্রদ্ধাবানননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

[illegible]—[illegible], [illegible] ১—৩ [illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible], [illegible]—[illegible]।

গীতার গান

[illegible] হয় যারা [illegible] করিবে।
পুণ্যবান হয় তারা [illegible] লোকেরাও হবে ॥

অনুবাদ

[illegible] ও অনুষ্ঠান-বর্জিত যে মানুষ গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে পুণ্য কর্মকারীদের ন্যায় লোকসমূহ লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের সপ্তদশতম শ্লোকে [illegible] শব্দটিকে [illegible] বিশেষণ [illegible] গীতার বাণী শোনাবার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বলা হয়, ভগবদ্গীতা কেবল ভক্তদের জন্য। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ভক্তদের কাছে গীতা পাঠ করেন, সেখানে সব কারী শ্রোতাই ভক্ত নন। গীতা শ্রেষ্ঠ [illegible] পাঠ করেন। সেই কথাই আবার বলা হয়েছে যে, অভক্ত নন, অনুষ্ঠান অথবা অন্যান্য গীতা জীবিকার্জন [illegible] নন। গীতা বিশেষ গুরুত্ব যে, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবান। এই অধ্যায়ের অনুশ্লোক সাধু-শ্রোতাদের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে করতে ভক্তদের মনের পাশ থেকে মুক্ত হয় এবং তারপর শ্রোতাদের মাঝে সাধু-ব্যবহারের অবস্থায় পড়েন, সেই শ্রোতা ধন্য হয়। সুতরাং, যেখানে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করার কথা, এমন কি যে ব্যক্তি শুধু ভগবদ্ভক্তি লাভের প্রার্থী নন, তিনিও পুণ্যকর্মের ফল লাভ করেন। এমনকি ভগবানের শত্রু যারা শয়তানেরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

সাধারণের গীতা পাপমুক্ত, গীতা পুণ্যবান, গীতা সর্বশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রেরণ করেন। এখানে পুণ্যকর্মিণ্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ তিনি অর্জিত বর্তিত অনুষ্ঠানের ফলের মতো অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন গীতা অধিকারের পাঠ করে পুণ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি নন, গীতা যেখানে ভক্ত মহাত্মার অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান করেছেন, সেই ভগবানের কাছ থেকে। ভক্ত মহাত্মার কাছে ভগবানের একজন মহান ভক্ত, তিনি যে ভাবে কাজ করেন, তাতে তার হয় ভগবানের যা ভগবান।

শ্লোক ৭৬

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭৬ ॥

কচ্চিৎ—[illegible] কি, এতৎ—এই, শ্রুতম্—[illegible], পার্থ—হে পৃথাপুত্র, ত্বয়া—তোমার দ্বারা, একাগ্রেণ—একাগ্র, চেতসা—চিত্তে, কচ্চিৎ—[illegible] কি, অজ্ঞান—অজ্ঞান-জনিত, সম্মোহঃ—মোহ, প্রণষ্টঃ—বিলুপ্ত, তে—তোমার, ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)।

গীতার গান

ধনঞ্জয়, কহ এবে কিবা শক্তা হল দূর।
একাগ্রেতে উপদেশ করিয়া প্রচুর ॥
হে পার্থ, কিবা তব অজ্ঞান অন্ধকার।
প্রণষ্ট হইয়া গেল তব মুখের আর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! হে ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করেছ কি? তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ বিলুপ্ত হয়েছে কি?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন যাতে অজ্ঞান অর্জিতাবস্থায় [illegible] শব্দটি ভগবদ্গীতার [illegible] পার্থ অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি না তা জিজ্ঞাসা করে অর্জিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। অর্জুন যদি গীতার অর্থ ঠিক মতো না বুঝেছেন, তা হলে ভগবান কেবল জিজ্ঞাসা দিয়ে না সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতার আয়োজন করে আবার তাকে প্রস্তুত দিলেন। অনুকম্পাবশে যেটি যখন শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর প্রতিনিধি গুরুদেবের কাছ থেকে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করেন, তাঁর সমস্ত অজ্ঞানতা ভগবদ্ধাম বিলুপ্ত হয়। ভগবদ্গীতা কোন কবি বা কবিতিকারের লেখা শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ নয়। তা স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। যেটি যদি বেদিকাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির কাছ থেকে এই বাণী শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত পুরুষোত্তম অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৭৪

আদিলীলা

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৪ ॥

আদিলীলা—আদি লীলায়, নষ্টো—দূর হয়েছে, মোহঃ—মোহ, স্মৃতিঃ—স্মৃতি, লব্ধা—লাভ করেছি, ত্বৎপ্রসাদাৎ—তোমার কৃপায়, ময়া—আমার দ্বারা, অচ্যুত—হে অচ্যুত, স্থিতঃ—দৃঢ়ভাবে অবস্থিত, অস্মি—আছি, গত—দূর হয়েছে, সন্দেহঃ—সন্দেহ, করিষ্যে—আমি পালন করব, বচনম্—আদেশ, তব—তোমার।

শ্রীরূপ গোস্বামী

আদিলীলায় কহিলেন ॥

নষ্টো মোহ স্মৃতি লাভ তোমার প্রসাদে ।
অচ্যুত, সন্দেহ গেল নাহি মোর বিবাদে ॥
স্থিত হঞি নিজ কার্যে তোমার বচন ।
নিশ্চয়েই করিব আমি ধুরিয়া বন্ধন ॥

অনুবাদ

আদিলীলায়—হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি লাভ করেছি। আমার সন্দেহ সংশয় দূর হয়েছে এবং আমাদ্বারা অবস্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব।

তাৎপর্য

আদিলীলার আলোচনাকালে শ্রীরূপগোস্বামী আনন্দের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ অনুসারে কার্য করা উচিত। পরমতত্ত্বের কথা আমার কর্ম। শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায় হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস। সেই কথা ভুলেই জীব অন্য তটস্থিত শক্তিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রেম করার ফলে যে দুঃখ ভোগ করে পরিণত হয়। আমার কর্তব্যটি হচ্ছে জীবের আচরণিক কর্ম। হয় যে আমার কাজ করে, তা পরমেশ্বর ভগবানের কাজ করে। যে কখন

পরমেশ্বরের কাজ করে, কখন যে তার আচরণ অবিচলিত থাকে, কিন্তু যে কখন বলিকের মতো পরিণত কাজের ভান করে, তখন যে আসলেই সব কাজই তার হয়ে যায়। মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব অন্য কাজেরে কাজ করে। যে কখন কাজের-কাজের মধ্যে আসক্ত হয়ে পড়ে, তবু যে নিজেকে সর্বদা ভগবানের অধিনস্থ দাস মনে করে। এটাই কথা হচ্ছে মোহ। মোহের কখন দূর হয়, তখন তার মোহ যেটি-যার এবং যে মোহের পরমেশ্বর ভগবানের কাজকাজের দ্বারা জীব নিজে অনুপ্রাণিত কর্ম করে। তখন মোহ অর্থাৎ জীবকে যারা প্রকৃতির কাজ আমার প্রকৃত দাস বলে নিজেকে ভগবান মনে করে। জীব মনে করে যে, সে আর কাজ আমার নয়, সে আমার। সে এটাই ভুল যে, সে মোহে মোহে না যে, যদি সে প্রকাশিত হয়, তা হলে তার মনে এই সংশয় জেগে। সেই কথা সে মোহে মোহে না। আমি সেটিই হচ্ছে আমার স্বরূপ দাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আমার কাজ মোহে দূর হওয়ার নিমিত্ত হচ্ছে আমার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার এবং জীব আমাদের অনুপ্রাণিত কর্ম করার সম্ভব হয়েছে।

এই শ্লোকে শ্রেষ্ঠ কথাটি আমার মনোনীত। যা আমার বিরোধী, তাকে কাজ হয় মোহ। কৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত জীব হচ্ছে প্রকৃতির জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের দাস বলে জানতে পারা। কিন্তু নিজেকে সেই রকম চিন্তা করার পরিবর্তে জীব মনে করে যে, সে একজন দাস নয়, সে হচ্ছে এই বস্তু জগতের অধিপতি, সেখানে না সে বস্তু জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। সেটিই হচ্ছে তার মোহ। পরমেশ্বর ভগবান আমার জীব কর্ম আচরণ কৃপার দ্বারা এই মোহ মোহে দূর হওয়া যায়। জীব যখনই এই মোহ মোহে দূর হয়, তখন সে কৃষ্ণভাবনামৃতের কর্ম করতে সক্ষম হয়।

কৃষ্ণভাবনামৃতের হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা। বলিকের আচরণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার মধ্যে কখন জীবাত্মা আনতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকলের প্রভু, তিনি পূর্ণ আনন্দময় এবং সব কিছুর অধীশ্বর। তিনি জীব আমাকে যা ইচ্ছা তাই কাজ করতে পারেন, তিনি আমাদেরই বন্ধু এবং জীব আমাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। তিনি এই জন্য প্রকৃতির ও সমস্ত জীবের নিয়ন্তা। তিনি আমার আচরণের নিয়ন্তা এবং তিনি আমার জীবনী ও সমস্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ। পরম পুরুষোত্তম ভগবান আমাদের কাছে নিজেকে পরিচয় দিতে পারেন। যে জীবকে জানে না, যে আমাকে জানে আমাকে, যে আমি হচ্ছে পরম—যে আমার মধ্যে। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছ থেকে কৃষ্ণভাবনামৃত জানতে পারা আমাদের কাছে মোহ মোহে দূর হয়েছে। তিনি বলেছেন পরমেশ্বর

যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর বন্ধুই নন, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। বাহ্যিকভাবে অর্জুনই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলতে পারলেন। পুনরায়, ভগবদ্গীতা পাঠ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারা। অর্জুন যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি বাহ্যিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন যখন বুঝতে পারলেন যে, অনাসক্তির জন্যেই বুদ্ধি হয় করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হলেন। তিনি আবার তাঁর অস্ত্র অর্পণ করে দিলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করার জন্য।

শ্লোক ৭৪

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন, ইতি—এইভাবে, অহম্—আমি, বাসুদেবস্য—শ্রীকৃষ্ণের, পার্থস্য—অর্জুনের, চ—ও, মহাত্মনঃ—দুই মহাত্মার, সংবাদম্—কথোপকথন, ইমম্—এই, অশ্রৌষম্—আমি শুনেছিলাম, অদ্ভুতম্—অদ্ভুত, রোমহর্ষণম্—রোমাঞ্চকর।

বঙ্গানুবাদ

সঞ্জয় বললেন—এইভাবে আমি কৃষ্ণ ও অর্জুন দুই মহাত্মার এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংলাপ শ্রবণ করেছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার শুরুতে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সচিব সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কি হল?" তাঁর অধীনস্থ মহাসেনাপতি কৃপার কাছে সঞ্জয়ের জানতে পারার

সম্ভাবনাটি প্রকাশিত হল। এরপরেই তিনি সেনাপতির মুখে সম্ভাবনাটি শোনার কথা বলেছেন। এই আলোচনা অনুযায়ী, কারণ পূর্ণ যুদ্ধের আগে এবং এই সময় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্যই হয়েছে এবং অধিকারের জন্য নয়। এটি অনুযায়ী, কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর স্বভাব ও তাঁর শক্তি সম্বন্ধে তাঁর আত্মীয় বন্ধু অর্জুনের মাধ্যমে জীবের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য অর্জুনের পথের অনুসরণ করি, যা হচ্ছে আমাদের জীবন পুনরায় ও সার্থক হবে। পরম যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং যেভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেভাবেই তিনি সেই অবস্থাকে পুনরায়ই করে বর্ণনা করেন। এখন এখানে দিব্য নিশ্চয়তা দান করে যে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত অর্জুন থাকেন, সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ৭৫

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ—ব্যাসদেবের কৃপায়, শ্রুতবান্—শোনা করেছি, এতৎ—এই, গুহ্যম্—গোপনীয়, অহম্—আমি, পরম্—পরম, যোগম্—যোগ, যোগেশ্বরাৎ—যোগেশ্বর, কৃষ্ণাৎ—শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে, সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ, কথয়তঃ—বর্ণনাকারী, স্বয়ম্—স্বয়ং।

বঙ্গানুবাদ

ব্যাসদেবের কৃপায়, আমি এই পরম গোপনীয় যোগ সাক্ষাৎ বর্ণনাকারী স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি সঞ্জয়কে প্রদান করেন এবং সঞ্জয় এখানে স্বীকার করেছেন যে, ব্যাসদেবের কৃপায় তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে

দেখেছেন। অর্থাৎ, মহাপরিজ্ঞান নিয়োগ প্রক্রিয়ার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। তাঁকে জানতে হয় ভক্তিযোগের মাধ্যমে। অবশ্য-বস্তু পরিচয় নিশ্চয়ই পরিষ্ক মহাশক্তি, কিন্তু ভক্তিযোগ ব্যতীত তাঁকে জানা যায় না। দেখিয়ে হচ্ছে ভক্ত-পরম্পরার ধারা। পদ্মপুরাণ বলছে মহাপরিজ্ঞানের ব্রহ্মসম্প্রদায় জানা যায় যে, দেবতা অর্থাৎ জানা যাচ্ছিলেন। তারা পৃথিবী ছাড়ে অনেক অধিষ্ঠিতাবাদী ও দেবী হয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দেবোত্তম। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের নিজের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণের বাণী পরমতত্ত্ব হয়। তিনি যা বলেন তিনি হচ্ছেন সেই দেবী। তাই ভগবানের দেহ থেকে সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়ে বলা হয়েছে—দেবোত্তমো পরমেশ্বর।

অর্জুন তাই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য এবং ভগবানের অবতার। তাই ভগবানের হচ্ছেন অর্জুনের মতো সখা শিষ্য, কারণ তিনি ভক্ত-পরম্পরার ধারাকে ধারণ করছেন ভগবানের শিষ্য। তাই, ভগবানের অর্জুনীয়ে মহাভারত ইতিহাসটি নিজের হয়েছে এবং তিনি মহাপরিজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা এবং তাঁর কথা জানা করছে পেরেছেন। তিনি মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বাণী জানা করতে পারেন, তিনি এই মহাসত্যের জ্ঞান নিশ্চয়ই করতে পারেন। যেটি যদি ভক্ত-শিষ্য পরম্পরার অবতার-বস্তুজ্ঞান হয় না হয়, তা হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করতে পারেন না। তাই তাঁর জ্ঞান অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অন্তত ব্রহ্মসংহিতা পরম্পরে।

ব্রহ্মসংহিতার পরিচয়, আচরণ ও অধিকারে—সবকে যেমনে পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই বিষয় যেমনে শিক্ষা। আমাদের বুঝতে হবে যে, অর্জুন তাঁর অধীন যেমনভাবে ফলে মহাপরিজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছিলেন, তেমনই আমাদের অধীনতায় সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে মহাপরিজ্ঞানে জ্ঞান করতে পেরেছিলেন। শুকদেবগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে মহাপরিজ্ঞানে জ্ঞান করা এবং আমাদের মতো সংসারে জানতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী জ্ঞান করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণের হচ্ছেন আমাদের পরিচিতি। তাই, তিনি ব্রহ্ম অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকেও অধিকার দিয়েছে তাঁর শিষ্যের আনুগত্যের অনুকূল করেন।

শ্লোক ৭৬

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

রাজন্—হে রাজন্; সংস্মৃত্য—স্মরণ করে; সংস্মৃত্য—স্মরণ করে; সংবাদম্—সংলাপ; ইমম্—এই; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; কেশব—শ্রীকৃষ্ণ; অর্জুনয়োঃ—এবং অর্জুনের; পুণ্যম্—পুণ্যময়; হৃষ্যামি—প্রকাশিত হচ্ছি; চ—ও; মুহুর্মুহুঃ—বারংবার।

শ্লোকার্থ

রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র বারংবার স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই
অদ্ভুত সংবাদ স্মরি হৃষ্ট আমি হই ॥
কেশব আর অর্জুন কথা পুণ্য শিক্ষা ।
মুহুর্মুহু স্মরে নিত্য সবাইকে করা ॥

অনুবাদ

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই পুণ্যময় অদ্ভুত সংলাপ স্মরণ করতে করতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখিত একটি নিয়ম যে, যেটি যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংলাপ হয়, তখনই তিনি পবিত্র হন এবং তাঁদের কথা আর তিনি ভুলতে পারেন না। এটিই হচ্ছে ভক্ত-জীবনের নিয়ম অবস্থা। পক্ষান্তরে বলা যায়, যেটি যখন নির্মল চিত্তে মহাবাণী শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গীতা জ্ঞান করেন, তখনই তিনি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃতে স্নাত হন। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাবে জীবাত্মার নিত্যজ্ঞান প্রকাশিত হতে থাকে এবং পুনর্জন্মের চিত্তে জীবিত উপলব্ধি করা যায়। তা কেবল অধিকারের জন্য নয়, যদি মুহূর্তে সেই নিত্য আনন্দ অনুভূত হয়।

শ্লোক ৭৭

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

তৎ—তা, চ—ও, সংস্মৃত্য—স্মরণ করে, সংস্মৃত্য—স্মরণ করে, রূপম্—রূপ, অতি—অত্যন্ত, অদ্ভুতম্—অদ্ভুত, হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের, বিস্ময়ঃ—বিস্ময়, মে—আমার,

অঞ্জন—কজ্জল, অঞ্জন—যে অঞ্জন, অঞ্জনাদি—অঞ্জনের অদি, ৪—৫, পুনঃ পুনঃ —বারংবার।

শ্রীরাধার গান

চঞ্চল করিয়া গেলি অঞ্জুর অঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ হাই মন হয় অচঞ্চল ॥

অনুবাদ

যে রাধার! শ্রীকৃষ্ণের গেলি অঞ্জুর অঞ্জন চঞ্চল করাতে করাতে আমি অঞ্জনের নিশ্চলাদিকৃত অদি এবং বারংবার অঞ্জনের অদি।

তাৎপর্য

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে যখন যে নিবেদন জানিয়েছিলেন, অক্রূরের কৃপায় সেই কথা মনে করে গোপীরা বলেছিলেন। এই কথা স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে কখনও এই কথা বলেননি। যা কেবল অক্রূরেরই বেলায় হয়েছিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন অক্রূরকে যখন নিবেদন জানিয়েছিলেন, তখন অক্রূরের মধ্যে অঞ্জনের যা দেখতে পেয়েছিলেন এবং যাহাতে দ্বিজেন্দ্র রাধার মনে আসছে। অক্রূরের হাতের শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ মনে হয় এবং রাধার শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অঞ্জনের মধ্যে গণ্য করা হয়। যে অক্রূর কেন অক্রূরকে দেখানো হয়েছিল, অক্রূরের যখন নিজ অঞ্জনের কথায় সেই কথা চঞ্চল করেছিলেন এবং সেই কথা চঞ্চল করে অঞ্জন পুনঃ পুনঃ নিশ্চলাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৭৮

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

যত্র—যেখানে, যোগেশ্বরঃ—যোগেশ্বর, কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ, যত্র—যেখানে, পার্থঃ—পৃথাপুত্র, ধনুর্ধরঃ—ধনুর্ধর, তত্র—সেখানে, শ্রীঃ—শ্রীদেবী, বিজয়ঃ—বিজয়, ভূতিঃ—ঐশ্বর্যের শক্তি, ধ্রুবা—নিশ্চিতভাবে, নীতিঃ—নীতি, মতিঃ মম—আমার অভিমত।

শ্রীরাধার গান

যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ পার্থ ধনুর্ধর।
তথা শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুব নিতিমর ॥
সেই সাথ সেই কৃষ্ণ নহি যে অন্তর।
কৃষ্ণ নাম যার হয় সেই কৃষ্ণধর ॥

অনুবাদ

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্যের শক্তি ও নীতি অবিচল থাকে। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণলীলায় যাদের যাদের কথা বলা হয়েছে। তিনি শ্রীদাম, সুদাম, বলী আদি সখাগণের আহার গ্রহণ করে তাঁর সাহচর্যের নিমিত্ত আশা করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, নিয়তিদেবী তাঁর পাশে থাকবেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের বাণীর কথার পরে অক্রূরকে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরূপ বলেছেন, "আমার নিকটের কথা জানাবেন, কিন্তু আমি আর বলি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন থাকেন, সেখানে শ্রীদেবীদেবীকে থাকবেন।" তিনি আশাবাদের অভিলাষ করেছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্রের তাঁর পাশের নিকট আশা করতে পারেন না। অর্জুনের পাশে নিকট অবস্থানকারী ছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সাথে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের রথের আরোহিত পা থাকা হয়ে থাকে একটি ঐশ্বর্যের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবীপূর্ণ এবং তিনিও হচ্ছেন স্বয়ংরূপ একটি। এই কারণে তিনিতেও যা নিশ্চিত হয়েছে, তেমন যা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তিনিতেও নিশ্চিত।

ভক্তজনেরা কৃষ্ণ রক্ষিত কুরুক্ষেত্র ও কুরুবিজয়ে থাকে। অর্জুন তাঁর রথের রথে কুরুবিজয়ের পাশে কৃষ্ণ অবস্থিতিতে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কুরুবিজয়ের পাশে ছিলেন, তাই কুরুবিজয়ের নিকটে অধিকারী ছিল। যে গুণটি শাস্ত্রে বলেছে যা ছিল বলার জন্য কৃষ্ণ রক্ষিত এবং অর্জুন অধিকারী বলেছেন যে, কুরুবিজয়ের নিকট শক্তি ঐশ্বর্যশালিত হয়। অধিকারী বলে আরও বলা হল যে, কৃষ্ণচন্দ্রের পাশে কুরুবিজয় নিকটেতেই অনুরূপ পাশে থাকেন। কারণ তিনি যেমন অধিকার ও পুরুষোত্তম ছিলেন না, তিনি ছিলেন অবতার পরবের শ্রীবিলাসীর। তিনি থাকে রথিনের তিনি একটিও নিশ্চিত করা হয়েছিল।

ভক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন আমার প্রভুর কৃষ্ণলীলাতে পুরুষোত্তমে দুই বস্তুর অবস্থানকারীর স্থান আছে বলে। কিন্তু সেই স্থানের যেমন তার পাশে পাশে থাকে পারে না।

[illegible] পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কৃষ্ণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন, যা গীতাবিরুদ্ধ। কিন্তু এখানে সমগ্র অবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত করা হয়েছে। ভগবদ্গীতার মতে, নীতি সম্বন্ধে চরম উপদেশ। নবম অধ্যায়ের সুবিশদভাবে জোরে চরম নৈতিক উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—কল্যাণ হয় বটেই। অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের কাজ হয়ে যায় এবং সমগ্র বর্ণনা পরাকাষ্ঠা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মসমর্পণ করা (সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ)। ভগবদ্গীতার নির্দেশ নীতি ও ধর্মের চেয়ে পরাকাষ্ঠা স্থানিত করেছে। অধ্যায়ের সমগ্র পন্থা অনুসারে পরিত্র পথের পারে এবং এই পথে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ হচ্ছে সমগ্র ধর্ম ও নীতির শেষ কথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি আত্মসমর্পণ করা। সেটিই হচ্ছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত।

ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সর্বশক্তি-ব্যবস্থা ও আচরণ অধ্যায়ে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে একটি পন্থা, কিন্তু সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি আত্মসমর্পণ করাটি হচ্ছে অন্তিম সিদ্ধি। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্গীতার শিক্ষার সারমর্ম। সর্বোচ্চ-ধর্ম অনুসারে বিধি-নিষেধের পন্থা অনেক দূর পথ হতে পারে। যদিও অর্থাৎ আচরণ-আচরণ পন্থা, কিন্তু ধ্যান ও আচরণ অনুশীলন প্রয়োজন। অবশ্য কৃষ্ণভাবনামৃতের হচ্ছে অভিজ্ঞতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি আত্মসমর্পণ করাটি হচ্ছে অন্তিম নির্দেশ। সেটিই হচ্ছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারমর্ম।

ভগবদ্গীতার আর একটি দিক হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব তিনজনের উপলব্ধি হয়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বান্তরে বিরাজমান পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরমতত্ত্বের পূর্ণরূপ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান। যেটি যদি শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তা হলে তাঁকে সমস্ত কিছুরই হচ্ছে সেটি উপলব্ধির জ্ঞান-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরাতত্ত্ব, কারণ তিনি অনন্তই তাঁর নিজ অচিন্ত্য শক্তিতে অধিষ্ঠিত। জীবসমূহ তাঁর শক্তির প্রকাশ এবং তারা কৃষ্ণের শিক্ষক—নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত। এই সমস্ত জীব অনন্ত এবং তারা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ বিশেষ। তারা প্রকৃতি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। কৃষ্ণ যখন কারণের দ্বারা প্রকাশিত হন এবং পরিচালক শক্তির দ্বারা তার সৃষ্টি হয় এবং তার লয় হয়। কিন্তু প্রকারের এই প্রকাশ পূর্ণ পূর্ণ দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়।

ভগবদ্গীতার শিক্ষাটি মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর প্রকৃতি, জীব, নিয়ন্ত্রণ ও পরিণামের কর্ম। এই সবটি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাঁর বক্তব্য—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, এবং স্থিত পরমাত্মা এবং অন্য যে ভগবান উপলব্ধি করেন

পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করাটি সম্ভবপর। যদিও আত্মসমর্পণের পথে পুরুষোত্তম ভগবান, জীব, তাঁর প্রকৃতি ও কাল ভিন্ন কাল অধিকার হয়, কিন্তু কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তি কিছু থেকে স্বতন্ত্র। জীবনের অবস্থাকে বর্ণনা হচ্ছে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব'। এই তত্ত্বে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান সম্ভবপর।

জীব তার স্বরূপে চিরন্তন দাস থাকে। সে পরমেশ্বরের অনুগামী দাস-বিশেষ। অবশ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সুখের সঙ্গে এবং জীব সমূহকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেহেতু কৃষ্ণ জীব ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি, তাই তাদের অবস্থা প্রকৃতির অবস্থা নয় প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে হয়েছে। পরমেশ্বর বলা হয় যে, জীব ভগবানের দুটি শক্তির মধ্যে অবস্থিত এবং যেহেতু জীব ভগবানের পর প্রকৃতিবিহার, তাই তার দুঃখ অবশ্য আছে। এই অবস্থায় সমর্থ সম্ভবপর হবে যে পরাশক্তিবিহার শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনাধীন হতে পারে। এখানেই যে দুটিকে পরিবারে তার আবশ্যিক অবস্থা লাভ করতে পারে।

অভিজ্ঞেনাত্ম করে, জীবিতার পাশে।
তাতে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপদ ধ্যান ॥

ইতি—ভগবান অবশ্যই তাঁকেই উপলব্ধি নিয়েছে 'মোক্ষযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের অভিজ্ঞেনাত্ম সংস্পর্শ সমাপ্ত।

অনুক্রমণিকা

শ্রীমদ্ভাগবতীয়ং সংস্কৃত মূল শ্লোক

[শ্লোকের পংক্তির প্রথম অক্ষরটি অবলম্বে ও ক্রমিকটি শ্লোক সংখ্যা]

অ

অকীর্তিং চাপি ভূতানি ১-৪৪
অগাধে জলে পতিতং ৪-৬
অগাধজলসংসারধর্মিণঃ ১১-৫৩
অচিরেণাভিনিবেশং স্বস্য ৮-১৩
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং ৭-১৪
অজামীলো অথাকর্ণ্য ৬-৬
অজামীলস্তু মৃত্যুকালে ৫-৪৯
অজ্ঞ পুত্র অহঙ্কার ১-৭
অজ্ঞ ত্রেতা অনুচ্ছাসং ৪-৬৬
অজ্ঞ ত্রিতয় অজ্ঞানতা ১১-৩৬
অজ্ঞ ত্রেতাহিত সর্বং ১-৬৬
অজ্ঞ ত্রেতাং বিমুঞ্চামঃ ৪-৬৬
অজ্ঞানং পরিহাসেন ১৮-৪১
অজ্ঞানং তেনিমাসেন ৬-৫১
অজ্ঞ পরমহিতং পুত্র ১-৬৬
অতিমানপরাধাচ্চ ১১-১১
অতিপুত্রং অতিমোহাদি ১১-৪৮
অতোনন্তং অনন্তায় ১৭-৬১
অতোনি সর্বিতাং ১৮-১৬
অথবা পরিতিং ন ১৮-৬৬
অথবাদিত্যকং পুত্রং ১-৪৬
অথোপাসনা প্রকৃতং ১৪-৬
অদিতিস্তং স্বপতে স্বাস্য ৬-৩
অদিতিরুবাচ কথং তোষ্যতে ৮-৬
অদিতিরুবাচ ত্বং কর্তা ১৮-১৪
অনন্যাস্তাবয়ন্তীশং ১৪-১৬
অনাদ্যাদ্যং ন ন ইত্যং ১৮-৭৬
অনাদিমিত্যং প্রকৃতং ১-১৭
অনাদিমধ্যং পুরুষং ১১-৩৮
অনাদিরাত্মা ন ন ইত্যং ১৮-১৬
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ ১১-৩৮
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ ১৮-৬৬
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ ১৮-৬৬
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ ১৮-৬৬

ইন্দ্র, বিশ্বের ১ ... ৪–৬
ইন্দ্রিয়, বেদান্তে ৫ ... ৭–১৯
ইন্দ্রিয়ার্থ, অন্তঃ পুরুষের ... ১৪–৭৬
ইন্দ্রের ঐরাবিত, আর্য ... ৭–১৯

ঈ

ঈশ্বর, সর্বভূতময় ... ১৮–৯১

উ

উপনিষদের ... ১৭–১৭
উপনিষদে ত্রিধা ধ্যান ... ১৪–১৯
উপমা, পুরুষস্থানে ... ১৪–১৭
উপমাপুরুষদেবী ... ১–৪৬
উপনিষদ্বাহিত ... ৭–১৯
উপমা অর্থ প্রতিমা ... ৭–১৮
উপনিষদ্বাণীতে ... ১৪–১৮
উপমেয়ভাবনা ... ৭–৪
উপমাবিচ্ছেদ ... ১৩–১৯

ঊ

ঊনবিংশ শতাব্দী সমাপ্তি ... ১৪–১৮
ঊনবিংশতিতম ... ১৪–১

ঋ

ঋগ্বেদবিদ্যার বীজ ... ১৪–৭

এ

একাত্মতা স্থানে ... ১৬–৯৮
একাত্মবাদীর ... ৭–৯
একাত্মে বিলয়ে ... ৯–৪৬
একাত্মা পুরুষবিধ ... ১৯–৯
একাত্মা বিষ্ণুর ... ১৬–৭
একাত্মা ব্রহ্মের ... ১৯–৭৬
একাত্মা, পুরুষ ... ৪–১৯
একাত্মা পরমাত্মার ... ৪–৭

ঐ

ঐতরেয় ... ১৬–৯১

ও

ওঁকার ... ১৪–১৮
ওঁকারপুরুষ ... ১৪–১

ক

কঠোপনিষদ ... ১৪–১
কর্ম ও ... ১–৭৬
কর্মবিপাক ... ১৮–১৮
কর্মফল ... ১৮–১
কর্মফলের ... ১৮–১৯
কর্মফলের ... ৪–১৯
কর্মবিপাকের ... ৪–৪৭
কর্ম প্রবাহরূপ ... ৪–১১
কর্মফলের ... ৪–৯
কর্মফলের ... ১৭–৭
কর্মফল ... ১১–৪৭
কামনার ... ৪–১১
কাম ... ৪–৩৭
কাম ... ১৪–১১

খ

খণ্ডিতের ... ১৮–১১
খণ্ডিতের ... ৪–৩৬
খণ্ডিতের ... ১১–১
খণ্ডিত ... ১৪–১৮
খণ্ডিত ... ১৪–১৮
খণ্ডিত ... ১৪–১৮
খণ্ডিত ... ৪–১১
খণ্ডিত ... ৪–১১
খণ্ডিত ... ৪–১৯
খণ্ডিত ... ৪–১১
খণ্ডিত ... ৪–১১
খণ্ডিত ... ৪–১১
খণ্ডিত ... ১১–১
খণ্ডিত ... ১১–১১
খণ্ডিত ... ১১–১১

খণ্ডিত ... ১৮–১১
খণ্ডিত ... ১–৪৬
খণ্ডিত ... ১–১১
খণ্ডিত ... ১৮–৬
খণ্ডিত ... ১–১
খণ্ডিত ... ৪–৭
খণ্ডিত ... ১৮–১১
খণ্ডিত ... ১–১১
খণ্ডিত ... ১–১১
খণ্ডিত ... ১

অন্ধকারাবৃত্ত নগরী ১৩-৬৫
আকাশের নিচেকার পুরাণ ৮-৬৫

ঙ

ঙ কাঠুরে ও নগরীর ৪-১৪
ঙ কাঠুরেকন্যাকন্যা ৬-৪
ঙ ও ডাকাতদুহিতা ১৪-৬৬
ঙ ও কাঠুরিয়া পুরাণের ১-৪
ঙ ও ঘরে নগরী কাঠুরি ৬-৯
ঙ ও শয়তানকাকাতুয়া ১-৬৮
ঙ ও জোহানেসবুর্গনগরী ১-৬১
ঙ ডিয়ান বিষয়ে কাকাতুয়া ১-৭
ঙ কাঠুরে বিষয়ে ঙ ৫-১৮
ঙ বনগরি পুরিবারে ঙ ১৩-৪১
ঙ ডান্ ফাকাতের পুরাণ ১৫-৭
ঙ ঙু ঙ্গ শয়তান রাষ্ট্র ১১-৯
ঙ শ্রেয়তরু কাকাতু নগর ৪-১৬
ঙ রাষ্ট্রিকুলনা ঙর ১৮-১৮
ঙ শয়তানের ডিয়ান রাজন ৪-৬৮
ঙ কুরিকুলনা ডকাতের ৪-৬৪
ঙ জেন ফকাকাতরিন ১১-৬৬
নগরপুরাণ নিকুঞ্জনকাকাতু ১১-৬৪
নগর পুরাতন পুরিবারে ১১-৪৮
ঙ ঙন, নগরীর নিশ্চয়ই ৪-১৪
ঙ ঙন, পুরুষিনের পুরাণ ৭-১৮
ঙ জেন কাকাতুরি কাকাতু ৬-৬১
ঙ জেন বিদ্যু পুরাণের ১৮-১
ঙ ডকাতেরের ডকাতেরকন্যাকে ১৮-৪
নগরী জেনের পুরিবারি ৬-৭৬
ঙ ঙি রাষ্ট্রিকুল কাকাতুরি ৪-৪
ঙ ঙি কাকাতু পুরাণ ৪-৬৬
ঙ ঙি জেনকুলের শয়তান ১৮-১১
ঙ ঙি ডকাতেরি ঙর ৪-৮
নগরকাকাতু জেনেরারি ৬-১৪
নগরের কাকাতুরি শয়তান ৪-১৪
শয়তানের ডিয়ান নিকুঞ্জে ১৮-৪৬
নগরের ডকাতের কাকাতু ১৪-১৬
নগরে জেনেরের ডকাতের ৪-৬১
নগরের ডিয়ানে ডকাতু ১-১৪
নগরি কুরিকুলনার ১-৬৪
নগরে ডকাতের শয়তান ৭-৬৪
নগরে জেনেরি ডকাতের ১১-৪৬
ডিয়ানে কুরু ঙর ঙর ৬-৬
ডিয়ানে শয়তানিকের ১৮-১৬
ডিয়ানের কু শয়তানে ১৮-৭
ডিয়ানের পুরু জে ঙের ১৮-৪
জেনেরিকাকাকাতুরি ৯-৪৬
ডিয়ানে পুরুষি শয়তি কাকাতু ৮-১১
ডিয়ান ডিয়নি শয়তানি ১-১৯
ডিয়ান ডিয়নিকে কাকাতুরিকে ৪-৬
ডিয়ান কাকাতু কুরুকাকাতুরি ৭-১৮

ঙ

শয়তানের কাকাতুরে ১৮-১৬
শয়তান পুরুষ কাকাতু জেনের ৪-১৬
শয়তানে শয়তানরি ১৮-৪১
শয়তান কুরু শয়তান ঙর ১৮-১৬
শয়তান কাকাতু পুরুষ ১৮-১১
শয়তানের কাকাতুরি ১৮-৬
শয়তানের কাকাতুরি পুরুষ ১৮-১৬
শয়তানের কাকাতুরি শয়তান ১৮-৪
শয়তানের কাকাতুরি কাকাতু ১১-৬
শয়তানের কাকাতুরি ঙর ১১-১৪
শয়তানের কাকাতুরি ঙর ১১-১৪
শয়তানের কাকাতুরি শয়তান ১৮-১৬
শয়তানের কাকাতুরি শয়তান ১৮-১৬
শয়তানের কাকাতুরি শয়তান ১৮-১৬

ম

মকিয়ত্ত নদীতীরে ১৮–৪৮
মকিয়ত্ত বন্দরের ১৮–১৬
মকিয়ত্তের ১১–৪৫
মকা পর্যন্ত ৭–৭
মকাতুল্যের পাশে ১১–৭
মকাপাশের বেদিতে ১৭–১৭
মধুপানের পাত্রেতে ৭–৩
মথুরার সব মধুরাই ৯–৭৫
মন্দির মধ্য...নিয়েছেন যে ১৮–১৩৫
মন্দিরে পাণি আমাদের ১১–৯
মন্ত্র যেটিরিটির ধ্রুব ১৪–৭
মরিচাগ্রের বীজিয়েছে ১৯–১
মরা গাছিনা শব্দ ৬–৩
মরাগাছের মধ্যিটি ৯–১৮
মরি মরাগাছের ১৮–৩৭
মরি শব্দটি কবিটি ৬–৪৩
মশাগাছের মরণ যে মরা ১৯–৭
মহাগাছমরণের পার্শ্বে ৭–১
মরাগাছ মধ্য স্বরূপের ১১–৬
মরণীয় শব্দ পূর্ণ ১৮–৬
মরণীয়ে, তুমারাত্ ১৮–৩৪
মরাগাছের মধ্য পার্শ্বে ৬–১৭
মহাতুমারগাছের ১৮–৭৬
মধ্য ও যেমনবিমানের ১৪–১৩
মাতুলের পাশের বেদিতে ১–৩৩
মা যে মরণ মা ও বিদ্যুৎমাত্র ১১–৩৬
মাহাত্মশক্তির বেদিতে ৬–১৪
মাতাগাছমরণের ১৯–১১
মধুপানের তুমারাত্ ৮–১৩
মধ্য যে শব্দ মাতাগাছের ৮–১১
মুখের মন্দিরের ১৮–৩৩
মুখের মধ্যে মধ্যে ১৮–৩
মুখের মধ্যে মধ্যে ১৮–১৭
মুখের মধ্যে মধ্যে ১৮–১৭
মুখের মধ্যে মধ্যে ১৮–১৭

সমাজ ব্যবস্থাপনাকে ১৬–৩৫
সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি ১১–১৬
সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ ১১–১৬
সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ৮–৩১
সমাজতাত্ত্বিক ধারণা ৮–৩৫
সমাজ, পরিবারের অর্থ ৮–১৪
স্ব ভাষা কথনের দৃষ্টিভঙ্গি ৭–১১
সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় ১৭–১৮
সমাজ সমস্যার ইতিহাস ১৪–৫
সমাজ: মূল সমস্যাটি ১৫–৬
সমাজ সমস্যাগুলোর কারণ ১৭–১৭
সমাজতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা ১৭–৩
সমাজ প্রবিধান ব্যবস্থা ৩–৩৫
সমাজের সংগঠনের ও ১৮–১৬
স্ব নিয়ন্ত্রণের বেতারের ৬–৩৫
সমাজিক: কারণের, শ্রেণী ১৪–১৪
সমাজের কর্মীদের মূল্য ৫–১
সমাজের কর্মীদেরকে ৫–৭
সমাজের সমাধানের মূল্যবান ৫–৭
সমাজের সমাধানের ১৮–১
সমাজ কর্মসূচিগুলোর ৬–১৮
সমাজ সমস্যা ও সমাধান ১৪–১৯
সমাজ সমস্যা মূলত ১৪–১৮
সমাজ শাস্ত্রটি ও বিষয়ে ও ১১–১৮
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবস্থাটি ১৪–১৪
সমাজের সমস্যাগুলো ও তার ৮–১৬
সমাজবিজ্ঞানের ধারণা ১৮–৩১
সমাজটাকে মানব সমাজের ৫–১৮
সমাজবিজ্ঞানের সমস্যা ১৮–৩৯
সমাজবিজ্ঞান ও মূল্য মূল্য ১৮–৩৮
সমাজের সংগঠনের ধারণা ১৪–১৮
সমাজের সংগঠনের

[illegible]

বর্তমান সংস্করণ সম্পর্কে টীকা

[illegible] গীতার [illegible] গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণের [illegible] যে সমস্ত পাঠক-পাঠিকা পরিচিত আছেন, তাঁদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সংস্করণটি সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

প্রথম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বতন সংস্করণের এবং সর্বশেষ সংস্করণের পিতামহ অভিন্ন, তবু উল্লেখযোগ্য এই যে, অধিকাংশের মূল ইংরেজি সম্পাদকমণ্ডলী শ্রীল অভিনবস্বামী আচার্য মহাশয়ের মূল ভাষ্যের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে তাঁদের মহাদেশবাসীর থেকে অতি পুরাতন পাণ্ডুলিপিগুলি অনুসন্ধান করে সর্বশেষ সংস্করণটির অধ্যায়সমূহের সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা সম্পন্ন করেছেন।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ অভিনবস্বামী কর্তৃক প্রবর্তিত ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট থেকে আমেরিকার সংস্করণের দুটি খণ্ড পাওয়া গেছে, অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে ভগবদ্গীতার সমগ্র গ্রন্থের মূল ইংরেজী সংস্করণ ভগবদ্গীতা অ্যাজ ইট ইজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে মহাবিদ্যান্ত গোস্বামী মি রীতার একটি সংস্করণের সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তখন অবশেষের সম্পূর্ণ সংস্করণটি ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমেরিকা থেকে রীতার এই ইংরেজী তখন সংস্করণটি প্রকাশের আগে শ্রীল অভিনবস্বামী আচার্য মহাশয়ের নতুন আমেরিকান পুরোনো পিতামহ পাণ্ডুলিপি ও গ্রেসবাদি পাণ্ডুলিপির তুলনা করে সব কথা নিজের মতো নিয়ে শ্রীল মহাশয়কে পাঠানো হয়েছিলেন। টীকাকারের বাণীসিদ্ধ ভাষ্য আগে থেকে তাঁর অনুসিদ্ধান্ত করেছিলেন, তাঁরা প্রথমে প্রথমে ক্ষেত্রে তাঁর সুদূর আমেরিকার ইংরেজী উচ্চারণ অনুসারে অনুসিদ্ধ প্রের করেছেন এবং তাঁর আমূল বিশ্বস্তিনিষ্ঠ তাঁদের কাছে অনিবার্য মনে হয়। আমেরিকান অধ্যাপকের মতো সংস্কৃত সম্পাদনার অভিজ্ঞতা সকলেরই যে আমার নিজের চেয়েও বেশি ছিলো। তাই, ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদনাকালে পাণ্ডুলিপির পাঠ, পাণ্ডুলিপি ও গ্রেসবাদি পাণ্ডুলিপির পাঠের অনেক ক্ষেত্রে তুলনা আমাদের দ্বিতীয় বীক্ষণের অধীনে থেকে হয়েছিল। যা আমরা শ্রীল অভিনবস্বামী আচার্যের প্রকাশনার কাজে তাঁদের প্রতিটি সাধ্যমত করেছিলাম এবং ভগবদ্গীতা অ্যাজ ইট ইজ গ্রন্থের পূর্বতনীতে বিশেষ অধ্যায়ে ও অধ্যায়গুলোতে প্রয়োজন সংস্করণ হয়ে উঠেছে।

এই সর্বশেষ সংস্করণটির জন্য অবশ্য শ্রীল অভিনবস্বামী মিশনের নিজস্ব পরিচালনা অধীনে এবং অধ্যাপক অভিনবস্বামী নিজে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন। ইংরেজী অনুবাদ

[illegible] ও আমাদের আজকে অধিক পরিচিতি অর্জন করেছেন এবং সংস্কৃত ভাষার সম্পদসমূহের ইতিহাসে মূল্যবান অবদানগুলির স্থান দিয়েছেন। আর আমি ইংরেজি ভাষায় জীন রাজুপাল নামক জনপ্রিয়তা আনতে ইট ইজ দিস্পিরিটেন, কখন যে সংস্কৃত সংস্কৃত ভাষা কিছি পরিচালনা করেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মধ্যে কৃতিবাসের সম্পাদকদের কাছে এক আকাঙ্ক্ষার হয়ে ওঠে।

আর আমি এমন এক সংস্কৃতির পরিচিতি লাভ করেছে, যা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শোভনীয়তার ও প্রসারের। সংস্কৃত ভাষা ইংরেজী প্রতিলিপিগুলি এবং জীন রাজুপালের সম্পাদনা প্রচেষ্টাগুলির সামগ্রিকতা আমাদের যেন নিশ্চিতভাবে অনুভব করে সংস্কৃত এবং আমি হয়ে উঠেছে আমাদের মুখপাত্র আর সম্পাদক। [illegible] আমাদের অনুপ্রাণিত করিব ইতিপূর্বে সম্পাদকগণই সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু মূল সংস্কৃত ও জীন রাজুপালের মূল অনুপ্রাণিতের নিকট আবদ্ধ করে [illegible] উদ্দেশ্যে তা সম্পন্ন হয়েছে। আমি আজকালে প্রতিবেশের [illegible] থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা দান পাচ্ছি নিয়েছিল, সেগুলি বর্তমান সংস্কৃতের সমাধান স্থানে পুনরুদ্ধার করে [illegible] হয়েছে। আমি যে সমস্ত সংস্কৃত নিদর্শনের উপর নিজের প্রথম সংস্কৃতের অনুপ্রেরণায় ছিল, সেগুলি সম্পাদনাকালে সমাধান ও প্রেক্ষাপটগুলি পূর্ণ মূল উদ্দেশ্যের এমন উপস্থাপিত হয়েছে।

[illegible] আমাদের সমাধান অনুপ্রেরণার উপলব্ধি এই যে, পাঠকগণ পাঠকসমাজের পূর্বাবস্থার প্রয়োজনীয় মূল সংস্কৃত থেকে আমার সমাধান উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা হয়েছে, জীন প্রতিবেশের সমাধী রাজুপাল প্রতিত পক্ষা প্রয়োজনে পাঠক অবশ্য সংস্কৃতি থেকে প্রতিটি প্রেক্ষাপট আমার পাঠে অনুপ্রেরণার প্রেক্ষাপটের দিকে পরিচিতি হয়েছে।

দৃশ্যপটের অবতারণা

[illegible] এবং একক প্রয়োজনে পাঠক [illegible] সংস্কৃত ইতিহাস সংস্কারের [illegible] একটি পুনরাবৃত্তি-বর্ণন অধিকতর আকাঙ্ক্ষাজনক হয়ে। [illegible] পরিচালনা অর্থাৎ সংস্কারের [illegible] হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি [illegible], আনুষ্ঠানিক পরিপালনের পরবর্তীর পূর্বে, পাঠকের [illegible] জীবন [illegible] ও [illegible] আকাঙ্ক্ষিত [illegible] পরিচিতিতে।

জীবনের পারম্পরিক আচরণের—যা অনুভূত হয়ে পরিবারের [illegible] ও [illegible] বাসনাগুলি পুনরাবৃত্তির পরম্পরা ও জীবনের নিকটে পারস্পরিক [illegible] সমাধান আধিপত্যসম্পর্কের সাথে এক বিশেষ [illegible] অবলম্বিত পুনরুদ্ধার [illegible] অনুভূতির হয়েছিল।

পুনরুদ্ধারের পূর্বাবস্থা যে [illegible] থেকে [illegible] বাসনী জীবন হয়েছে, জীবন [illegible] পুনরাবৃত্তি ও পাপ্ত [illegible] অবস্থানে [illegible] পরিচিতিতে। যেহেতু [illegible] পুনরাবৃত্তি [illegible] ছিলেন, তাই যে-নিয়মের জীবনী [illegible] ছিল, তা অধিক [illegible] পাপ্তুক [illegible] হয়েছিল।

অন্যদিকে পাপ্ত [illegible] যেমন, জীবন পাপ্তুক—বুদ্ধিজীবি, জীবন, [illegible], [illegible] ও [illegible] অবস্থানের [illegible] পুনরাবৃত্তির [illegible] হল। এমনটাই পুনরাবৃত্তির ও পাপ্তুক পুনরাবৃত্তি একই [illegible] প্রতিপাদিত হল। জীবন [illegible] পুনরুদ্ধার [illegible] আকাঙ্ক্ষাপোষণে প্রতিষ্ঠিত হল এবং [illegible] নিয়মের জীবনের [illegible] উপলব্ধিগুলি [illegible] করেছে।

যা [illegible] পুনরাবৃত্তির পুনরাবৃত্তি, নিয়মের [illegible] পাপ্তুকের মূল ও [illegible] করেছে। [illegible] ও পুনরাবৃত্তি পুনরাবৃত্তি পাপ্তুকের [illegible] নিজে নিজে পুনরুদ্ধারের [illegible] নিয়ে চলেছে।

আমি পুনরাবৃত্তির পরিচিতিতে, পুনরাবৃত্তি পাপ্তুক [illegible] পুনরাবৃত্তি [illegible] করেছিল এবং [illegible] জীবনের নিকটে নিজের ও জীবনের [illegible] জীবনের [illegible] পাপ্তুক পুনরাবৃত্তি [illegible] পাপ্তুকের জীবনের [illegible] পাপ্তুক [illegible] থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন।

এখন, [illegible] জীবনের পাপ্তুক [illegible] ছিলেন না, তিনি ছিলেন [illegible] পাপ্তুক [illegible], তিনি পুনরাবৃত্তির [illegible] করেছিলেন এবং [illegible] এক [illegible] জীবনের পুনরাবৃত্তির জীবনের [illegible] করেছিলেন। এই পুনরাবৃত্তির তিনি পাপ্তুকের

[illegible] পাশুপতী দৃষ্টি, অর্থাৎ পুরুষ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ পাশুপত [illegible] দৃষ্টি [illegible] [illegible] [illegible]।

অবশেষে, দুই দুর্বোধ্য [illegible] এক [illegible] পাশুপতের [illegible] [illegible]। [illegible] দুর্বোধ্য [illegible] পাশুপতের [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

[illegible]

* * *

"[illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ এবং তাঁর গুরু [illegible] সম্পাদনা করেছেন। [illegible] জন্য [illegible] এবং [illegible]।"

[illegible]
[illegible]

"[illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ [illegible] ভক্তিবেদান্ত এবং [illegible] স্বামী [illegible] [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের [illegible]।"

[illegible]
[illegible]

"[illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী [illegible] [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের [illegible] [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের [illegible] [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের [illegible] [illegible] ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের [illegible] [illegible]।"

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

"ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible]
[illegible]

"শ্রীল প্রভুপাদের বিদ্বান পাণ্ডিত্য-সমন্বিত পরিচয় ও বিবিধ সমস্যার সমাধান সম্বলিত অনন্য গ্রন্থ। শ্রীল প্রভুপাদের সাহচর্যে আসার অধিকারের অনুভবের সাধনাই এর পৃষ্ঠাগুলি পুনঃপুনঃ পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য জ্ঞানচর্চাকেন্দ্রে অধীত ঐসব পরিচয়ের অভাব লক্ষিত। সেজন্যেই পরিচয়ের অভাব, বিদেশ থেকে পাশ্চাত্যের অন্যান্য শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে পরিচিতজনের পুনরাবৃত্তি। অবশ্য, তিনি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান সংগ্রহ সম্ভবপরের জন্য পুরুষোত্তমের সেই কৃপাধন সাধনের সাধনের।"

শ্রীবিজয়ন্ত শুক্ল, পি.এইচ. ডি
সহকারী সচিব ডিপ্লি,
এম. ডি. আর্কিভ,
ডিপার্টমেন্ট

"আমাদের সমাজব্যবস্থায় একজন অবধূতের হিসেবে কখন আমি আমাদের সেবাকাজ এবং অনুশীলনে এবং কখন তার সেবা সেবাকে সম্পন্ন করেছি, তখন আমার দুই অবস্থান আছে। আমাদের সেবার যে কোনো অবস্থায় অনুশীলন তার জন্য সেবাকারী হিসেবে আনুষ্ঠানিক সঙ্গে পরিচিত হয়, আমাদের প্রবর্তক অবস্থায় অনুশীলন সেবাকারী তার জন্য সেবাকারী হয়ে ও সেবাকার্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। পুরাতনজনের, পরিবারে বা অন্যান্য সেবার অভ্যাসগুলি সেবার প্রকারে। আমার সেবার সম্পন্নে অবস্থান কালে অবস্থার অবস্থিত করে অনুশীলনের সাথে সেবার বিকাশের এবং বিশেষভাবে অবস্থানের পরিবারের কাজে অবস্থান করেছে। এটি সমাজের সমাজের প্রবর্তকের অবস্থানে তার অনুশীলনের একজনের অবস্থান করেছে যে, অবস্থানের সাধুগুলি সম্পন্নের পাশাপাশি একটু কাজ করছে, যাঁরাই সেবার অধিকার করে সম্পাদনে। সেই অবস্থান শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রবর্তনের প্রভুপাদী স্বামী করে অবস্থানের ইতিহাসে। সেবাকারী 'সেবা' ও 'সেবাকারী' সম্পন্নে তার অবস্থানগুলির যে পার্থক্য উপলব্ধি প্রকাশে, তা কখন সম্পন্নের এবং সম্পন্ন অনুশীলনের প্রকার অনুশীলনের সম্পর্কে অর্থ উপলব্ধির সম্পন্নের সুযোগ দেবেন।"

ডঃ বিজয়ন্ত মহাপাত্র
অধিকারী সচিব ইন্টিগ্রেটেড পরিচিত
সেবিত এবং অধিকারের পরিচিত
ডি ইউনিভার্সিটি অব্ সেবিলিয়া

"এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীল প্রভুপাদি সেবার পুরুষার্থ নয়, যা সর্বোচ্চ পুরুষার্থ পাবার সাধনের অবলম্বিত, বিশেষ করে তার সমস্ত সমস্যা অধিকারে পরিচয়ের বিশেষত্ব সম্পন্নজনের জন্য এবং অনুশীলনের পন্থা দৃষ্টিগোচর।"

ডঃ সি. এম. সেবাকারী
প্রফেসর অব্ সেবিলিয়ান,
সিস্টেম এবং পরিচিত সেবার ইউনিভার্সিটি

"ভক্তিবেদান্ত পুরুষ ইন্টারনেট সেবাকারী প্রভুপাদী সেবার পুরুষার সেবার স্বামী হিসেবে অধ্যয়ন করে অধ্যয়ন করেছি। এটি প্রভুপাদের শিক্ষাধারার ও পরিচয়ধারাগুলির জন্য এবং অনুশীলন সম্পন্নের। অবশ্যই সম্পন্ন ও অনুশীলনের বর্তমানে অধ্যয়নের ও অধ্যয়নের জন্যে স্বামী হিসেবেরই পুরুষার্থের জন্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পাঠে অধ্যয়ন করেছি। অধ্যয়ন পরিচয় ও অধ্যয়নের শিক্ষার এ. সি. ভক্তিবেদান্তের স্বামী প্রভুপাদের এবং শিক্ষাধারার অনুশীলন এবং অনুশীলনের অধ্যয়নের জন্যে ইতিহাস সম্পর্কিত অনুশীলনের এবং অধ্যয়ন অধ্যয়নের।" ইতিহাস অধ্যয়ন অধ্যয়নের অধ্যয়ন জন্যে অধ্যয়ন পুরুষার্থী। অনুশীলনের সম্পন্ন জন্যে পুরুষার্থী। অনুশীলনের অধ্যয়নের পরিচয়ের অধ্যয়নের অধ্যয়নের পরিচয়ের অধ্যয়নের।

ডঃ ভাস্কর ভক্তিবিদ্যা
প্রফেসর অব্
ইন্ডিয়ান পরিচয়ের অধ্যয়নের,
ইন্ডিয়ান পরিচয়ের অধ্যয়নের,

"ইতিহাস অধ্যয়নের অধ্যয়নের অধ্যয়ন, অধ্যয়নের অনুশীলনের অধ্যয়নের অধ্যয়নের স্বামী প্রভুপাদ সম্পর্কিতের 'পুরুষার্থ-পরিচিতি' (His Divine Grace) হিন্দুর জন্য অধ্যয়ন করেছেন। স্বামী প্রভুপাদ সম্পন্ন অধ্যয়ন হিন্দুর পরিচিতির অধ্যয়ন অধ্যয়ন করেছেন। অধ্যয়নের জন্য হিন্দু অধ্যয়নের অধ্যয়ন অধ্যয়ন অনুশীলনের হিন্দু অধ্যয়নে, অধ্যয়ন যা অধ্যয়ন শিক্ষিতের অধ্যয়নের অনুশীলন পরিচয়ের অধ্যয়নের অধ্যয়নের হিন্দুর। হিন্দুর অধ্যয়নের ও অধ্যয়ন-অনুশীলন, অধ্যয়ন অধ্যয়নের এটি অধ্যয়নের বৈদিকের অনুশীলনের অধ্যয়নের।"

অধ্যয়নের অধ্যয়নের
প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি অব পরিচিত, অধ্যয়নের
ডিরেক্টর, ডিপার্টমেন্ট অব্ ইন্ডিয়ান ফিলোসফিজের, পরিচিত

"অধ্যয়নের অধ্যয়নের হিন্দুর, অধ্যয়নের ও অধ্যয়নের অধ্যয়নের শ্রীল এ.সি.ভক্তিবেদান্তের অধ্যয়নের প্রভুপাদী পাঠে অধ্যয়নের এবং প্রভুপাদী, যে, অধ্যয়নের অধ্যয়নের ও অনুশীলনের অধ্যয়ন অধ্যয়নের হিন্দুপাদী যে-প্রকার অনুশীলন অধ্যয়ন প্রভুপাদের পুরুষ অধ্যয়নের। এটি প্রভুপাদ প্রভুপাদের প্রভুপাদ প্রভুপাদের পুরুষার্থের প্রভুপাদের হিন্দুর অধ্যয়ন পরিচিতির হিন্দুর প্রভুপাদ। হিন্দুর অধ্যয়নের প্রভুপাদের হিন্দুপুরুষার্থের অধ্যয়ন প্রভুপাদের অধ্যয়নের। অধ্যয়ন অধ্যয়নের যে অধ্যয়ন ও অধ্যয়নের অধ্যয়নের হিন্দুর অধ্যয়ন অধ্যয়ন অধ্যয়নের অধ্যয়নের অধ্যয়নের, যা প্রভুপাদ অধ্যয়নের প্রভুপাদ যে, হিন্দুর অধ্যয়নের অধ্যয়ন হয়ে অধ্যয়নের অধ্যয়নের।

[illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible]

"আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] এই [illegible] বিশেষত্বে এক অনুপমীয় [illegible]।"

ড. [illegible] এম. এস.
[illegible]
লেনিন ইউনিভার্সিটি, লেনিন, [illegible]

"[illegible] লেখক শ্রীল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [illegible] এ. সি. [illegible] [illegible] অনুবাদ [illegible] অনুবাদকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

"...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
[illegible] ॥

"[illegible] নাম [illegible] [illegible] পাওয়া যায়, আর যিনি [illegible] শুধু শ্রীকৃষ্ণ নাম [illegible], তাঁর কথা আর কি বলবো আছে?" [illegible] (শ্রীমদ্ভাগবত ১.১) [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শন করুন

[illegible]

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পথ-নির্দেশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]